বসুমতী-শাস্ত্রপ্রচার

ব্রহ্মসূত্র

বেদান্তদর্শন

[ব্যাসসূত্র—উত্তর-মীমাংসা—বাদরায়ণ-সূত্র—
শারীরক-সূত্র—শারীরক-মীমাংসা—বেদান্তসূত্র]

ভগবৎ শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বির

শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য—
ভক্তাবতার শ্রীরামানুজ স্বামীর শ্রীভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ-সংযুক্ত

ভাষ্যানুবাদক পণ্ডিত শ্রীনলিনীনাথ রায়

গ্রন্থপ্রবেশ-লেখক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক—সম্পাদক
সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ মহাপ্রচার-ব্রত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
সংস্করণের বহুল পরিবর্দ্ধিত

পঞ্চম সংস্করণ

মূল্য ৩১ তিন টাকা

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
বসুমতী "বৈদ্যুতিক রোটারী যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

গ্রন্থ-প্রবেশ

দেবতার লীলানিকেতন—ঋষি অবদান-মহিমা গৌরবান্বিত, ভারতে—সমীরণে হোমধূম সুরভিত—পাখীর কূজনে বেদগান মুখরিত—সাধনার পুণ্য-তপোবনে যুগে যুগে সাধনার বিবর্ত্তনে—সুকঠোর তপস্যায়—চিন্তারাশি আহুতি প্রদানের ফলে বিশ্বপ্রোজ্জ্বল জ্ঞানরাজির উদ্ভব—যুগোপযোগী সাহিত্যের প্রবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে। বেদবিভাগে সংহিতা—ব্রাহ্মণ—আরণ্যক—উপনিষদ্; কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র-সমন্বয়ে সংহিতা; যাগযজ্ঞের বিধি-বিধানে ব্রাহ্মণ; জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মনির্দ্দেশে বেদান্ত; কর্ম্মাবসানে বানপ্রস্থ অবলম্বনে ব্রহ্মচিন্তায় তন্ময়তার জন্য আরণ্যক; ব্রহ্মবিদ্যার সার সঙ্কলনে উপনিষদ্, মীমাংসায় দর্শন, বিস্তারে—কাব্যরস-মাধুর্য্যে সর্ব্বজন-বোধগম্য পুরাণ-রাজি, সমাজ-নিয়ন্ত্রণে—সমাজে চিরস্বাধীনতা প্রদানের জন্য শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতির সুব্যবস্থা, অনুষ্ঠান—সাধনায় সিদ্ধি প্রদানের জন্য তন্ত্র-যোগশাস্ত্র; বিজ্ঞানের বিচিত্র বিকাশে আয়ুর্বেদ—জ্যোতিষ—কৃষি-বাণিজ্য-সংহিতা; আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যচিন্তার অমর সাক্ষী গৃহ্যসূত্র—মহাকোষ পুরাণ ইতিহাস।

জ্ঞানধর্ম্মের পুণ্যভূমি—সাধনার তপোবন ভারতে, বিশ্বসভ্যতার শৈশবে—বৈদিক যুগে যে জ্ঞানের সাধনা হইয়াছিল; সেই জ্ঞানসূর্য্য কি ভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া, বিশ্বের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া—বিমল জ্যোতিঃ-সম্প্রসারণে ভারতের দীপ্ত গৌরব চিরসমুজ্জ্বল করিয়াছে; সেই দ্বাদশ-সূর্য্য-সম জ্ঞানজ্যোতির ক্রমবিকাশের রেখা বিশ্লেষণ করা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব—যথাজ্ঞান প্রয়াস পাইতেছি—অজ্ঞতার ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ভগবান্ বেদব্যাসের মহিমময় অবদান।

বেদ অনাদি—অপরিমেয়—সর্ব্বকালব্যাপী। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, ব্রহ্মার আদেশে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য-চতুষ্টয়ের সহায়তায় বিক্ষিপ্ত বেদসমূহ সঙ্কলনে আত্মনিবেদন করেন। বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদ—জৈমিনি সামবেদ—পৈল ঋগ্বেদ—সুমন্তু অথর্ব্ববেদ সঙ্কলনে ব্যাসদেবের সাহায্য করিয়াছিলেন। মহর্ষি বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সহিত বিরোধ করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করেন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদমন্ত্রের স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টা, তিনি বেদ-চতুষ্টয়ের রচয়িতা নহেন—সঙ্কলয়িতা। সর্ব্বকল্পে বর্ত্তমান বেদমন্ত্র-সমূহ তাঁহার পূর্ব্বকালেও বিদ্যমান ছিল। বেদ-সঙ্কলন জন্যই তিনি বেদব্যাস নামে বিশ্বের চিরপূজ্য—নারায়ণের অবতারস্বরূপ।

পরম-করুণাময় মহর্ষি বেদব্যাস বেদোদ্ধার—বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব চারি ভাগে বিভাগ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, বেদবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই অনুশীলনের ফলে বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে,—এবং কর্ম্মকাণ্ড সংহিতা—ব্রাহ্মণে; জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক—উপনিষদে বিভক্ত হইল। ভারতের সেই গৌরব-জ্যোতির্ম্ময় যুগে ধর্ম্মসাধনৈকপ্রাণ আর্য্য হিন্দুর জীবনসাধনা যেমন ব্রহ্মচর্য্য—গার্হস্থ্য—বানপ্রস্থ—সন্ন্যাস চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ভগবান্ বেদব্যাস তেমনি অধিকারিভেদে স্তরে স্তরে সাধনার বিবর্ত্তনের জন্য—চারি আশ্রমের উপযোগী করিয়া বেদ বিভক্ত করিলেন;—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের জন্য বেদের মন্ত্র অংশ সংহিতা ভাগ স্বাধ্যায়—কণ্ঠস্থ করিবার,—গার্হস্থ্য আশ্রমে বেদের ব্রাহ্মণ বিধানে সস্ত্রীক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার,—ভোগাবসানে বানপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যকের নির্দ্দেশে

ব্রহ্মচিন্তায় সমাহিত হইবার,—সন্ন্যাস আশ্রমে—প্রব্রজ্যায় বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া উপনিষদ্—বেদান্তের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সমীচীন সুব্যবস্থা করিয়া মুক্তির পথিনির্দ্দেশ করিলেন।

বেদ-বিভাগে—স্তরে স্তরে সাধনার সোপান নির্ম্মাণে বেদবিদ্যার প্রচার—অনুশীলন সমধিক বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু তাহার পরিণামে ঋষি-সমাজের সর্ব্বত্র বেদান্ত—উপনিষদ্ নির্দ্দেশিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রসারে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হইল না। মানবকে অমৃতত্ব-প্রদানেচ্ছু ব্যাসদেবের বাসনা পূর্ণ হইল না। বেদান্ত—উপনিষদের ব্যাখ্যা লইয়া ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। আত্রেয়ী, আশ্বরথ্য, ঔডুলোমি, কাষ্ণ´জিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, বাদরি প্রভৃতি ঋষিগণের বিতর্ক-ঝটিকায় বেদব্যাসের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত চঞ্চল হইল। ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের সকল তর্কের নিরসন জন্য ব্যাসদেব তখন তাঁহার প্রিয়শিষ্য জৈমিনিকে বেদের পূর্ব্বভাগ—কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে মীমাংসা-দর্শন প্রণয়নে নিয়োজিত করিয়া—স্বয়ং বেদের উত্তরভাগ জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তের মীমাংসারচনায় আত্মনিবেদন করিলেন।

দ্বাপর যুগের অবসান ও কলিযুগের সূচনায় সন্ধিক্ষণে—কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের সমসময়ে ব্রহ্মসূত্র বিরচিত হইল।

বেদের অন্ত=বেদান্ত—উপনিষদের সার সঙ্কলন করিয়া, মহর্ষি বেদব্যাস মুমুক্ষু মানব-সম্প্রদায়ের পরম ও চরম মঙ্গলবিধান—অমৃতত্ব প্রদানের জন্য ব্রহ্মনিরূপণের যে সূত্র-সমষ্টি প্রণয়ন করিলেন, তাহাই **ব্রহ্মসূত্র**। 'ব্রহ্মণঃ সূত্রম্—ব্রহ্মসূত্রম্।' শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব—ব্রহ্ম সূত্র্যতে—সূচ্যতে।' যে গ্রন্থে ব্রহ্ম স্বল্পাক্ষরে সূত্রিত—সূচিত—কথিত—প্রকাশিত হন, তাহাই **ব্রহ্মসূত্র**। যে মহাগ্রন্থে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ সম্ভব হইয়াছে, সেই সূত্র-সমুচ্চয় ব্রহ্মসূত্র।

বেদান্ত সিদ্ধান্তসমূহের সূত্রস্বরূপ বলিয়া এই বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থের নাম **বেদান্তসূত্র**। বেদব্যাস-বিরচিত বলিয়া ইহার অপর নাম **ব্যাসসূত্র**। 'বদরে—বদরিকাশ্রমে অয়নং=বাসো যস্য সঃ বাদরায়ণঃ' —বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে বাস—তপস্যা করিয়া জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম **বাদরায়ণসূত্র**। জন্ম-মরণশীল জীবের ব্রহ্মবিচার এই জ্ঞান-গ্রন্থে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া নাম **শারীরক মীমাংসা—শারীরকসূত্র**। বেদের পূর্ব্ব-ভাগ কর্ম্মকাণ্ডের বিধানে যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠানের ভিতর ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাসনা বিচারের সূত্রসমূহের নাম যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি-বিরচিত মীমাংসাদর্শন, তেমনি বেদের উত্তরভাগ—জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিচারাত্মক এই ব্রহ্মসূত্র-সমুচ্চয়ের নাম **উত্তর-মীমাংসা**। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার শ্রুতিসমূহ বেদান্তশ্রুতি নামে অভিহিত। ব্রহ্মসূত্রে এই শ্রুতি-সমূহের বিচার—মীমাংসা—সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—এ জন্যই ব্রহ্মসূত্র **বেদান্ত-দর্শন** নামে জগতে সুপ্রসিদ্ধ। উপনিষদ্‌সমূহের দার্শনিক তত্ত্বরাজির আলোচনায় পূর্ণ শঙ্কর-ভাষ্য—রামানুজ-ভাষ্য—মধ্বাচার্য্য-ভাষ্য—শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য—বল্লভাচার্য্য-ভাষ্য—বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য—বলদেব-ভাষ্য—নিম্বার্ক-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যনিচয়ও বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত।

বেদবিভাগ—উপনিষদ্ সঙ্কলনে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার—বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মজ্ঞানের সুমীমাংসা করিয়াও মহর্ষি বেদব্যাস তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্ম-প্রজ্ঞানে কেবল ঋষি-সমাজের—সন্ন্যাসি-গণের মুক্তির উপায় নির্ণীত করিয়াই মানবহিতে আত্মনিবেদিত-প্রাণ ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব কি শান্তিলাভ করিতে পারেন? আপামর সাধারণ ত' উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্রে নির্দ্দেশিত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। তাহাদের সন্তাপে সন্তাপিত হইয়া, করুণানিদান ঋষি সমাজের স্তরে স্তরে সারস্বত শক্তি

সঞ্চারিত করিবার জন্য—ত্রিতাপদগ্ধ মানবসম্প্রদায়কে অমরবাঞ্ছিত মুক্তির অধিকার প্রদানের জন্য—সর্ব্বজনবোধগম্য ব্রহ্মমহিমা-প্রসার কামনায় জ্ঞান-ভক্তির অমিয়-নির্ঝর মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। আর্যজ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার মহাভারত-সূচনায় বেদব্যাস বলিতেছেন :—

"ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ এই সকলের সার সঙ্কলন—ইতিহাস-পুরাণের অনুসরণ করিয়াছি ··· ।"

হিন্দুর পঞ্চম বেদ মহাভারতের এই সর্ব্বশাস্ত্রের সারাৎসার সঙ্কলন—উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রভাসমন্বয় **শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা।** উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্ষু উচ্চ অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্য পরিকল্পিত, কিন্তু করুণাময় ব্যাসদেব সমাজের কোন স্তরকে বিস্মৃত হন নাই। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই মুক্তি-মন্ত্রে, পাপী তাপী—সংসারী যোগী—বিলাসী ত্যাগী—মুমুক্ষু ভোগী—সন্ন্যাসী গৃহী সকলে সমান অধিকারী। উপনিষদ্‌নিহিত সত্যরাজি সরল—সর্ব্বজন-সুবোধ্য করিয়া তিনি গীতায় সুপ্রচারিত করিয়াছেন।

আর্য্যজগতে দিব্যজ্ঞান প্রদান—মুক্তিমন্ত্র বিতরণের জন্য যিনি ধরাধামে বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বেদান্তজ্ঞানের প্রোজ্জ্বল প্রভায় পরম-ব্রহ্মের মহিমা প্রতিভাত করিয়াও তাঁহার মানবমঙ্গল-কামনার অবসান হইল না—তৃষা পরিতৃপ্ত হইল না। জ্ঞানের পরিসীমা নির্ণয় করিয়া তাঁহার তপঃশুদ্ধ হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির পুণ্য-জ্যোৎস্নায় শ্রীভগবানের লীলা-মাধুরী পরিস্ফুট হইল। সুকঠোর তপস্যায় তিনি জ্ঞানের অলকানন্দা—ভক্তির মন্দাকিনী সম্মিলনে প্রেমলীলা-লহরিত **শ্রীমদ্ভাগবত** প্রণয়ন করিলেন। মধুর—শান্ত—দাস্য—সখ্যভাবে প্রেমের সাধনায় পরমব্রহ্ম-লাভের ইহাই তাঁহার শেষ নির্দ্দেশ—সাধনার সমাপ্তি।

বেদান্ত-শাস্ত্র কি ?

বেদের অন্ত = বেদান্ত। বেদের পরম ও চরম জ্ঞান-সঙ্কলন—আরণ্যকের পরিশিষ্ট—বেদের মস্তকস্বরূপ শীর্ষদেশ—**উপনিষদ্‌ই বেদান্ত।** বেদের এই অংশেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্য জ্যোতিঃ বিবস্বিত। বেদান্তসার গ্রন্থের তৃতীয় সূত্রে শ্রীমৎ পরমহংসাচার্য্য সদানন্দ যোগীন্দ্র বলিয়াছেন:—'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।'—বেদের শেষাংশে যে পরমব্রহ্ম ও আত্মার একাত্ম-বোধক উক্তিসমূহ আছে, তাহাই উপনিষদ্—তাহাই বেদান্ত। উপনিষৎ-সমূহের নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধির অনুকূল মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত শারীরক-সূত্র—বেদান্তদর্শন—তাহার ভাষ্য নিবন্ধাদিও উপনিষদের উপকারী = অনুযায়ী বলিয়া তাহাও বেদান্ত।

ন্যায়রত্নাবলী গ্রন্থে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন ,—

বেদব্যাসকৃত শারীরক-মীমাংসা—ব্রহ্মসূত্র ;—শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত তাহার ভাষ্য ;—বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত শঙ্কর-ভাষ্যটীকা—ভামতী ;—অমলানন্দ জ্যোতির্বিরচিত ভামতী টীকা 'বেদান্ত-কল্পতরু' ,—অপ্যয় দীক্ষিত-বিশ্লেষিত বেদান্ত-কল্পতরুর টীকা 'বেদান্ত-কল্পতরু-পরিমল' এই গ্রন্থপঞ্চকই—**বেদান্তশাস্ত্র।** ন্যায়রত্নাবলী-মতে বেদান্তশাস্ত্রের শত শত গ্রন্থ,—পঞ্চদশী, বিবেকচূড়ামণি, বেদান্তসার, বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ প্রভৃতি অসংখ্য প্রকরণ-গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও উক্ত পাঁচখানি জ্ঞানগ্রন্থই বেদান্তের মূল গ্রন্থ।

প্রথিতযশা বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মতে :—বেদের অন্ত = বেদান্ত, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বেদান্তশব্দের মুখ্য অর্থ উপনিষদ্। উপনিষদের অর্থবোধের অনুকূল = সাহায্যকারী বেদান্ত-দর্শন এবং উপনিষদ্‌রাজির সার-সংগ্রহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্ত শব্দের গৌণ অর্থ।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়।

উপনিষদ্—বেদান্তদর্শন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমন্বয়ে **বেদান্তশাস্ত্র**। এই তিনই **বেদান্তের প্রস্থানত্রয়।** উপনিষৎ-সমূহ **শ্রুতিপ্রস্থান,** ব্রহ্মসূত্র **ন্যায়-প্রস্থান,** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—সনৎসুজাত **স্মৃতি-প্রস্থান**।

উপনিষৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। **ব্রহ্মবিদ্যা—পরা বিদ্যা**—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। কর্ম্মের—যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জ্ঞানও বিদ্যা বটে, কিন্তু তাহা **অপরা বিদ্যা।** উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্মপ্রজ্ঞান **পরা বিদ্যা।**

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন,—বিদ্যা = প্রজ্ঞান, অবিদ্যা = অজ্ঞান, উভয়েই পরমব্রহ্মে লীন। অবিদ্যাপ্রভাবে জীব বারংবার জন্ম-মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সংসারে নিবদ্ধ থাকে, আর বিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া অমৃতত্ব—চিরবাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করে।

মুক্তিকোপনিষদ্ প্রথম খণ্ডের ৪র্থ ও ৫ম শ্রুতিতে বলিতেছেন,—পরা, অপরা দুইটি বিদ্যাই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অপরা বিদ্যাপ্রভাবে বেদাঙ্গশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যমাত্র লাভ হয়,—পরাবিদ্যাপ্রসাদে অক্ষর ব্রহ্মের দিব্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

মুক্তিকোপনিষদ্ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ শ্রুতিতে বলিতেছেন;—এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতিপ্রভাবেই জগতে সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মনির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—ব্রহ্মবিদ্গণ সেই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া

নির্দ্দেশ করেন।...অক্ষর ব্রহ্মকে অবগত হওয়ার নামই ব্রহ্মনিষ্ঠা—ব্রহ্মবিদ্যা —ব্রহ্মজ্ঞান।

ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃ-প্রবর্ত্তক শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য-ভূমিকায় ব্রহ্মবিদ্যার সহিত উপনিষদ্ নামের সার্থক সুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য-সূচনায় এই অর্থের সমর্থন করিয়াছেন।

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎ শব্দবাচ্যা—তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসানাৎ। উপ+নি—পূর্ব্বস্য সদ্ ধাতোঃ তদর্থত্বাৎ।"—সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ্। যাঁহারা এই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনে তৎপর, জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে তাঁহাদের অবিদ্যা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত। উপ+নি পূর্ব্ব সদ্ ধাতুর অর্থ হইতেই উপনিষদ্ নামের সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

উপনিষদ্রাজি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা=আত্মতত্ত্বজ্ঞান মানবের মুক্তির একমাত্র উপায়। কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে—কর্ম্মফল বিনাশী। ব্রহ্মবিদ্যা যে বেদবিদ্যা—কর্ম্মবিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে উপনিষৎ-সমূহের মতভেদ নাই। তবে যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম মুক্তির কারণ না হইলেও ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের সোপানস্বরূপ।

জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান—যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্ব-নিয়ন্তা—পরমব্রহ্মের সহিত মানব-আত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে—নশ্বর জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—সেই অবিদ্যাশাতন—মায়াপ্রহেলিকার মোহান্ধ-কার অপসারণকারী **ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের অনন্ত রত্নাকরেই সমাহিত।** এজন্য উপনিষদ্রাজি **বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান।**

বেদান্ত-দর্শন—ন্যায়প্রস্থান।

ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান। ধর্ম্ম-জ্ঞানসাধনাই মানবকে মনুষ্যত্ব—অন্য সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে সমর্থ। ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যোগসাধনা দ্বারা আত্মদর্শন পরম ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।'—জ্ঞানের তুল্য পবিত্র জগতে কিছুই নাই।

আত্মজ্ঞানের উপায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে বলিয়াই দর্শন-শাস্ত্রের প্রাধান্য। আত্মজ্ঞানের অনুভূতি না হইলে মানবের মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞানলাভের শাস্ত্রীয় উপায়। বেদান্তদর্শনে আত্মজ্ঞানলাভের এই সকল সাধনা সুবিন্যস্ত—সুব্যাখ্যাত। এজন্য বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত আত্মতত্ত্ববিচারের—আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বেদান্তদর্শনের চরমলক্ষ্য—প্রধান আলোচ্য আত্মজ্ঞানের উপলব্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ—সৎ চিৎ আনন্দের অনুভূতি প্রদান। বেদান্তদর্শনে আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় যেরূপ বিশেষভাবে বিশ্লেষিত, অন্যান্য দর্শনে সেরূপ সুনিপুণভাবে মীমাংসিত হয় নাই। অন্যান্য দর্শনে যে জ্ঞান বিন্যস্ত—বিচারিত—বেদান্ত-দর্শনের সুমীমাংসায় সেই প্রজ্ঞান পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই

বেদান্তদর্শন—দর্শনরাজ্যের সার্ব্বভৌম সম্রাট্।

আত্মা সর্ব্বান্তর—আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম—প্রকৃষ্ট; কিন্তু আত্মজ্ঞানেরও তারতম্য আছে। আত্মা আছে বা আমি আছি, ইহা স্থূল আত্মজ্ঞান। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞান। দর্শন-শাস্ত্রে এই সূক্ষ্মজ্ঞানেরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ নির্ণীত—সুবিচারিত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন বিচারে,—আত্মা—দেহ ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ নহেন। আত্মা—দেহ ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত—ভিন্ন। আত্মা—দেহ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা—

নিয়ন্তা। আমি দেহ নহি—দেহ আমার বাসগৃহ—ভোগায়তন মাত্র,—আমি দেহে থাকিয়া সৎ অসৎ কার্য্য করি—তাহার ফলভোগ করি। আমি ইন্দ্রিয়ও নহি—আমি ইন্দ্রিয়সকল পরিচালনা করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করি,—আমি ইন্দ্রিয়ের প্রভু, ইন্দ্রিয়গণ আমার প্রয়োজন সম্পাদনের যন্ত্রস্বরূপ। ন্যায়দর্শন এইভাবে আত্মার বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সাংখ্যদর্শন-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম।

সাংখ্যদর্শন বিচারে,—আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা সত্য, কিন্তু দেহেন্দ্রিয় পরিচালনার জন্য আত্মার কোনরূপ ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। আত্মা পরোক্ষভাবে দেহ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির কারণমাত্র। ক্রিয়া গুণ কর্ম্ম; আত্মা গুণাতীত—নির্গুণ। ত্রিগুণা বুদ্ধিই কর্ত্রী, বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মার কর্তৃত্ব মিথ্যা। বুদ্ধিই আত্মার ভোগসম্পাদন করে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া আত্মাতে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয়। সাংখ্যসূত্র-ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,—আত্মাতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সুখ-দুঃখের অনুভূতি না হইলেও বুদ্ধিস্থ সুখ-দুঃখ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়; সুতরাং সুখ-দুঃখের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে। সাংখ্য-দর্শন আত্মার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেও কথঞ্চিৎ ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শন মতে—আত্মার কর্তৃত্বের ন্যায় ভোক্তৃত্বও সম্ভবপর নহে। আত্মার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখের অনুভূতি অবিদ্যার বিলাস—ভ্রমমাত্র। আত্মা সর্ব্বদাই, এমন কি, সুখদুঃখ অনুভব-সময়েও সুখদুঃখের সংস্পর্শশূন্য—সুখদুঃখের অতীত। সুখদুঃখাদি আত্মার উপাধিভূত অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মা সুখদুঃখরূপ অন্তঃকরণ-বিক্রিয়ার সাক্ষী মাত্র। সাংখ্যদর্শন বিচারের আত্মজ্ঞানের তুলনায় বেদান্তদর্শন-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ—প্রকৃষ্ট।

ভারতগৌরব ঋষি-মনীষিগণের কল্পকল্পান্তব্যাপী চিন্তা-সাধনায়—দার্শনিক বিচারে যে সত্য সুপ্রকাশিত হয় নাই,—মহামহিমময় ব্যাসদেব সুকঠোর তপস্যায় মানব-জ্ঞানের পরিসীমা উত্তীর্ণ হইয়া, ব্রহ্মসূত্রে সেই সত্যের সন্ধান দিয়া, নশ্বর জগতে মানবকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন উপনিষদ্‌রাজির সারসঙ্কলন করিয়া সুনিপুণ বিচারে ব্রহ্মজ্ঞানের সুমীমাংসায় যে মহাবাণী প্রচার করিতেছেন—তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম—'ব্রহ্ম সত্যং—জগন্মিথ্যা—জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।'—নশ্বর জগতে একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য; শোভাসমৃদ্ধিময় পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য নহে—স্বপ্নসম অলীক—মায়াবিভ্রম—মিথ্যা; জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন—জীবাত্মাই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শন-প্রতিপাদ্য এই চরম আত্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের উপায়ান্তর নাই। এজন্যই আধ্যাত্মজগতে **বেদান্তদর্শন মুক্তি-মন্ত্রের গুরু।**

দেহে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির পূর্ব্বে তাহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। সেইজন্য জগৎ মায়ার লীলা—মিথ্যা হইলেও আত্মনিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হইলে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বলিয়া ধারণা হয় না—দ্বৈতভাবের অবসান হয়। দ্বৈতভাবের ধারণা দূর করিবার জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর ভ্রান্তির অপনোদনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়—সেইখানেই অপর অপরকে দর্শন করে—শ্রবণ করে—উক্তি করে—মনন করে—বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন আত্মাই ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন—শ্রবণ—বচন—মনন—বিজ্ঞান করিবে? ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত—একাকার—ভূমা, তখন তিনি ত' জ্ঞেয় হইতে পারেন না! মৈত্রেয়ি,—যাঁহার দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁহাকে

আবার কিরূপে জানিবে? যিনি জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, তাঁহাকে কিরূপে পৃথক্‌ভাবে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা উপলব্ধি করিবে?”

ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্রহ্মবিচার-সাপেক্ষ। বেদান্তদর্শনে মুক্তির সাধনা—ব্রহ্মবিচার সম্ভব হইয়াছে। এ অনন্ত জ্ঞান-রত্নাকরের তরঙ্গের পর তরঙ্গে পরমব্রহ্মের মহিমা লহরিত—অবিসংবাদিত যুক্তিতর্কে প্রজ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত—উদ্বেলিত। উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত। এজন্য **ব্রহ্মবিচার-শাস্ত্র—বেদান্তদর্শন—ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান।**

ন্যায়দর্শন যেমন প্রতিজ্ঞা—হেতু—উদাহরণ—উপনয়—নিগমন এই পঞ্চাবয়ব বিচার-পদ্ধতিক্রমে অনুমানের মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত করেন; বেদান্ত-দর্শন তেমনি বিচার—সন্দেহ—সঙ্গতি—পূর্ব্বপক্ষ—সিদ্ধান্ত এই পঞ্চবিধ প্রকারে ব্রহ্মসূত্র বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—সেই জন্য বেদান্ত-দর্শন **ন্যায়-প্রস্থান।**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়—স্মৃতি-প্রস্থান।

পূর্ণব্রহ্ম অবতাররূপে শ্রীভগবান্ পরম করুণায়, শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যজ্যোতিঃসম্পাতে ব্রহ্মানন্দের উৎস-মূলের সন্ধান দিয়াছেন, অনাহত শান্তি ও অতুল্য তৃপ্তির অমৃতফল বিতরণ করিয়াছেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ সংসারে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর; কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন—যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন। সেই অবিনাশী পরমেশ্বর এই লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষরের অতীত—অক্ষরেরও উত্তম, এই জন্যই বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।”

গীতামাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—সমস্ত উপনিষদ্ গাভী, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকারী, অর্জ্জুন বৎস, সুধীগণ ভোক্তা, গীতামৃত উপাদেয় দুগ্ধ। এজন্য উপনিষদ্-রাজির জ্ঞানের সারসঙ্কলন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বেদান্ত।

সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণকে নিজ নিজ মত-অনুযায়ী বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সুপ্রমাণের জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও ভাষ্য বা টীকা প্রণয়ন করিয়া প্রতিভা—পাণ্ডিত্য—বিচারশক্তির পরিচয় দিতে হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে উপনিষদের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদ—পরমাত্মবোধই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্গুণোপাসকগণ ব্রহ্মস্বরূপ হন। শ্রীধর স্বামীর মতে ভক্তিই মুক্তির কারণ —জ্ঞান ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ —ভক্তি-পরম্পরা সাধনা মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ভক্তিপ্রভাবে আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পার, কিন্তু জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই; সুতরাং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতাই স্বীকৃত। উপনিষদ্ও বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নহে,—ভক্তি জ্ঞানলাভের সোপানস্বরূপ,—পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। এজন্য সর্ব্বজনকল্যাণ-সমুজ্জ্বল—দিব্য-জ্ঞান-জ্যোতির্ম্ময় **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্তের স্মৃতি-প্রস্থান।**

বেদাঙ্গ (কল্পসূত্র—শ্রৌতসূত্রাদি)—স্মার্ত্তসূত্র (গৃহ্যসূত্র—ধর্ম্মসূত্রাদি) —ধর্ম্মশাস্ত্র—ইতিহাস—অষ্টাদশ পুরাণ—নীতিশাস্ত্র এই ছয় বিভাগের সমন্বয়ে স্মৃতিশাস্ত্র। সর্ব্ব-উপনিষদ্-সার গীতা পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, মহাভারত স্মৃতিশাস্ত্র। সেই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্তের **স্মৃতি-প্রস্থান।**

মুক্তির প্রতীক বেদান্তদর্শন।

পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান—সাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উদয় হইলে মোক্ষলাভ অনিবার্য্য। মোক্ষ—জীবত্বনাশ—জীবন্মুক্তি—তুরীয়প্রাপ্তি—ব্রহ্মলাভ। সে তুরীয় অবস্থা সুখদুঃখের অতীত—মনোবৃত্তির পরপারে অবস্থিত—গুণাতীত—নির্ভয়—অদ্বয়—আনন্দময়—নিত্য। সে তুরীয় অবস্থায় অপার আনন্দ—অতুল তৃপ্তি—অসীম সুখ—রসঘন এ আনন্দে যে অতৃপ্তি নাই—নিবৃত্তি নাই।

মহতো মহীয়ান্ অণোরণীয়ান্—জগতে অনুপমেয় যে মহাজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন ;—

"সর্ব্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎ সূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্তধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে যায় সকল বন্ধন,
মায়ামোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত নাদধ্বনি তব বাণী।"

উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। এজন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক

মনীষী আচার্য্যগণ স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান উপনিষদের— স্থায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রের—স্মৃতিপ্রস্থান গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, অতুল্য মনীষা—প্রতিভা—বিচারনিপুণতার পরিচয় দিয়া, সম্প্রদায়গত মতবাদ বেদান্ত-শাস্ত্রসম্মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। একই ব্রহ্ম যেমন উপাসকের সাধনানুসারে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত, তেমনি একই বেদান্তশাস্ত্র প্রতিভাবতার বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা—জ্ঞান—বুদ্ধি অনুসারে নানারূপে সুব্যাখ্যাত—সুপ্রকাশিত।

ব্রহ্মসূত্রের জ্যোতির্ম্মহামণ্ডল।

বেদান্ত-দর্শন চারি অধ্যায়ে। প্রত্যেক অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন, চতুর্থ অধ্যায়ে ফলনির্ণয়। প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্য ও পদসমন্বয় সুব্যাখ্যাত—বেদান্ত-বাক্য যে ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, তাহা প্রমাণিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত-বেদান্ত-সমন্বয়ের শাস্ত্রান্তরবিরোধ—শ্রুতিবাক্যপরম্পরার সম্ভাবিত বিরোধ নিরসন। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল-বিচার।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে—বেদান্তবাক্যসমন্বয় ব্রহ্মপরত্ব-নিরূপণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে—যে সকল বেদান্তশ্রুতিতে ব্রহ্ম স্পষ্ট সুপ্রকাশিত হন না, সেই বাক্যসকলে ব্রহ্ম প্রতিপাদন। চতুর্থ পাদে সন্দেহ উদ্রেককারী অব্যক্ত প্রভৃতি পদ বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে—সাংখ্যবৈশেষিকাদি দর্শনের সহিত বেদান্ত-দর্শনের অবিরোধ প্রতিপাদিত। দ্বিতীয় পাদে—অন্যান্য দর্শনের দোষ প্রদর্শিত। তৃতীয় পাদে—পঞ্চমহাভূত—জীব-সম্বন্ধীয় শ্রুতির—চতুর্থ পাদে—লিঙ্গশরীরবিষয়ক শ্রুতির অবিরোধ প্রতিপন্ন।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সংসারগতির প্রকারভেদনির্ণয়ে জ্ঞান-বৈরাগ্যসাধন। দ্বিতীয় পাদে—তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থবোধের জন্য তৎ

ও ত্বং পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়। তৃতীয় পাদে—ব্রহ্মসাধনাতে বিভিন্ন গুণের উপশম। চতুর্থ—পাদে জ্ঞানে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গসাধন নিরূপণ।

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদে—জীবন্মুক্তি, দ্বিতীয় পাদে—দেহত্যাগপ্রকার, তৃতীয় পাদে—সগুণ ব্রহ্মসাধকের দেবযানপ্রাপ্তির ব্যবস্থা। চতুর্থ পাদে—ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে নিগুর্ণ ব্রহ্মলাভ—মুক্তি, সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় ব্রহ্মলোকে অবস্থান নির্ণীত।

অধিকারী—বিষয়—সম্বন্ধ—প্রয়োজন এই চারিটি **বেদান্তের অনুবন্ধ চতুষ্টয়**। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা ৫৫৫, কোন কোন বৈদান্তিক আচার্য্যমতে ৫৫৮—তিনটি বেশী।

বেদান্তদর্শন ন্যায়প্রস্থান—এজন্য এই সূত্রগ্রন্থ বিচারপদ্ধতিক্রমে সন্নিবেশিত। দার্শনিকগণ বিচার-মীমাংসার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মসূত্রগুলিকে **অধিকরণ** সংজ্ঞায় শ্রেণীবদ্ধ করেন। ন্যায়দর্শনের বিচারপদ্ধতির ন্যায় সিদ্ধান্তসমাধানের সুবিধার জন্য বেদান্তদর্শনের অধিকরণও পঞ্চাবয়ব—বিষয়—সন্দেহ—সঙ্গতি—পূর্ব্বপক্ষ—সিদ্ধান্ত।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান—সমধিকভাবে আলোচিত হইলেও সৃষ্টিতত্ত্ব—কর্ম্মতত্ত্ব গৌণরূপে মীমাংসিত।

ব্রহ্মসূত্র সর্ব্ব-উপনিষদের জ্ঞানসমন্বয়াৎ হইলেও প্রধানতঃ সামবেদের ছান্দোগ্য—কেন, ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়—কৌষীতকী, শুক্লযজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যক—ঈশ—কৈবল্য—জাবাল, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কঠ—শ্বেতাশ্বতর—তৈত্তিরীয়, অথর্ব্ববেদের প্রশ্ন—মাণ্ডূক্য—মণ্ডূক এই ১৪খানি উপনিষৎ অবলম্বনে গ্রথিত।

মহর্ষি বেদব্যাস ছান্দোগ্য হইতে ১২টি,—বৃহদারণ্যক ৪টি, কঠ ৪টি, তৈত্তিরীয় ২টি, কৌষতকী—২টি, মুণ্ডক ৩টি, প্রশ্ন হইতে ১টি এই ৭খানি উপনিষদের মাত্র ২৮টি শ্রুতিবাক্য লইয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বেদান্তদর্শনে বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা এই পঞ্চ-দর্শনের মতবাদ আলোচিত—মীমাংসিত।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে—ছান্দোগ্য—৮০৯ বার—বৃহদারণ্যক ৫৬৫ বার—তৈত্তিরীয় ১৪২ বার—মুণ্ডক ১২৯ বার—কঠ ১০৩ বার, কৌষিতকী ৮৮ বার—শ্বেতাশ্বতর ৫৩ বার—প্রশ্ন ৩৮ বার—ঐতরেয় ২২ বার—জাবাল ১৩ বার—মহানারায়ণ ৯ বার—ঈশ ৮ বার—পৈঙ্গল ৬ বার—কেন ৫ বার উল্লেখ করিয়া, এই ১৪খানি উপনিষদ্-প্রমাণে এবং মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদকারিকার দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বেদান্তভাষ্যের জ্যোতিরশ্মিরেখা।

উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র—গীতার বহু ভাষ্যমধ্যে প্রাচীন ভাষ্যসমূহ কাল-প্রভাবে লুপ্ত—নামস্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে বৌধায়ন—উপবর্ষ—টঙ্ক—দ্রামিড়—গুহদেব—কপর্দ্দী—ভারুকী প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম শ্রীরামানুজ-প্রণীত বেদার্থ-সংগ্রহে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন ভাষ্যকার প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়াছিলেন, না কেবল ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। শ্রীরামানুজগুরু যাদবপ্রকাশও বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়াছিলেন—সুদর্শনাচার্য্যের শ্রীভাষ্যটীকায় তাহার নামমাত্র নিদর্শন আছে। শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার শ্রীভাষ্যের বহুস্থানে বৌধায়ন-বৃত্তি উদ্ধৃত। শঙ্করাচার্য্যও শারীরক-ভাষ্যের স্থানে স্থানে উপবর্ষ ও বৌধায়ন-বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং শবরস্বামীর মীমাংসা-দর্শন-সিদ্ধান্ত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য—শ্রীরামানুজ স্বামী—মধ্বাচার্য্য—নিম্বার্কাচার্য্য—বল্লভাচার্য্য—বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন

করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্য, শ্রীরামানুজ—শ্রীভাষ্য; বল্লভাচার্য্য—অণুভাষ্য, নিম্বার্কাচার্য্য—বেদান্তপারিজাতসৌরভ, মধ্বাচার্য্য মাধ্বভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষু—বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য, অবধূতাচার্য্য—শ্রীকণ্ঠ—শৈব-ভাষ্য, ভাস্করাচার্য্য—ভাস্কর ভাষ্য; বলদেব বিদ্যাভূষণ—গোবিন্দ-ভাষ্য প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়নে ভূতলে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

স্ব স্ব মতের সমর্থন জন্য—সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করেন নাই, এমন ধর্ম্মসম্প্রদায় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে নাই। এমন কি, ব্রহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা রাজমোহন রায়ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, দর্শনাচার্য্য, মনীষী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন বেদান্ত-দর্শনের দেবীভাষ্য প্রণয়নে শক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেবীভাষ্য শাক্তসম্প্রদায়ের উপজীব্য। সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী শুদ্ধানন্দ স্বামী বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

বিভিন্ন মতবাদ-প্রবর্ত্তন

জ্ঞান-সাধনার তপোবন ভারতে, শ্রুতি-গঙ্গোত্রী-নিঃসৃত জ্ঞানগঙ্গার বিভিন্ন ভাবধারাপ্রবাহে ভারত ও জগৎ পূত হইয়াছে—প্লাবিত হইয়াছে। শ্রুতিই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের সকল ধর্ম্মমতবাদের জন্মভূমি। সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শৈব, বেদান্তী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই বিভিন্নভাবে বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বমতপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা—প্রচার করিয়াছেন। এজন্যই বেদান্তদর্শন নানা মতবাদে বিভক্ত—বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া অদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ—দ্বৈতবাদ—বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ প্রভৃতি মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

শিবাবতার শঙ্কর অদ্বৈতবাদী—সৃষ্টিতত্ত্বে বিবর্ত্তবাদী। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—বিশ্ব মায়ার লীলা—অলীক। আচার্য্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—তিন পদার্থবাদী। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী—স্বতন্ত্র অস্বতন্ত্রবাদী। বল্লভাচার্য্য বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। বৈষ্ণবাচার্য্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী—শিববাদী। ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদী—কর্ম্মবাদী। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্য-কার বিজ্ঞান-ভিক্ষু সমন্বয়বাদী—সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণামবাদী।

এই সপ্ত-মহাসমুদ্রের বিচার-তরঙ্গের পর প্রবল বিতর্ক-তরঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছ্বসিত। আমার মত বিদ্যাহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে এ সপ্ত মহাসমুদ্রের অনন্ত জ্ঞানরাশি—তর্কসিদ্ধান্তস্রোত বিশ্লেষণ সম্ভব নহে—বিরাট স্পর্দ্ধা-প্রকাশের ধৃষ্টতামাত্র। যথাজ্ঞান সঙ্কলন প্রয়াসে উপলখণ্ডমাত্র আহরণ করিয়া সুধীবৃন্দকে সাদরে উপহার দিতেছি।

ব্রহ্ম—জীব—বিশ্ব এই তিনটি প্রধান বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই তিনটি তত্ত্ব-নিরূপণে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ বৈদান্তিক আচার্য্যগণের যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান।

শারীরক-ভাষ্য—অদ্বৈতবাদ।

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য **অদ্বৈতবাদী**। তাঁহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—অদ্বিতীয়, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; জগৎ মায়ার প্রহেলিকা। ব্রহ্ম—জীব—মায়া এই তিনটি তত্ত্ব-মীমাংসায় আচার্য্য শঙ্কর অলৌকিক পাণ্ডিত্য—প্রতিভা—দার্শনিক বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

গুরুপরম্পরাক্রমে আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। গৌড়পাদা-চার্য্যের শিষ্য গোবিন্দপাদ আচার্য্য শঙ্করের গুরু। আবার যোগসূত্রকার

পত্তগুলিই গোবিন্দপাদ নামে প্রসিদ্ধ। বৈদান্তিক-গুরু গৌড়পাদ মুনির মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌কারিকার উপর আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করেন।

শিবাবতার শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক হইলেও প্রবর্ত্তক নহেন—গুরুপরম্পরাক্রমে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এই মতবাদ প্রচারিত। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, ভর্ত্তৃ-প্রপঞ্চ, দ্রাবিড়াচার্য্য, গৌড়পাদাচার্য্য অদ্বৈতবাদের প্রাচীন আচার্য্য।

আচার্য্য শঙ্করের প্রতিভা—সর্ব্বতোমুখী। ভামতীটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র শঙ্করভাষ্যকে সার্থক বিশেষণে অন্বিত করিয়াছেন—'প্রসন্ন গম্ভীর।' তাঁহার ভাষা সমুদ্রসম গভীর—হিমালয় সম অটল—তর্কযুক্তিতে অপরাজেয়, সূর্য্যসম জ্যোতির্ম্ময়। তিনি সর্ব্বার্থদর্শী—স্বয়ং বাগ্‌দেবী তাঁহার লেখনী-মুখে যেন মূর্ত্তিমতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া, জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সরলভাবে বিন্যাস করিয়াছেন। তিনি শ্রুতিধর—শ্রুতিদেবী তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা, নচেৎ শ্রুতিবাক্যের এমন নিপুণ সমাধান—অন্যান্য দার্শনিকের মতবাদ-নিরসন—প্রপঞ্চিত করা সম্ভব হইত কি? তাঁহার মহাজ্ঞানসাধনা-প্রভাবে—অবদানমহিমায় ভারতের গৌরবজ্যোতিপ্রভায় বিশ্ব সমুজ্জ্বল। তিনি জ্ঞানের মূর্ত্তপ্রতীক, এজন্যই তাঁহার শিবাবতার শঙ্কর নাম সার্থক।

আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদী—উপনিষদপ্রমাণে তিনি বলেন,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য;—নশ্বর জগতের আর সকলই মায়াকল্পিত মিথ্যা,—জীবাত্মা ও ব্রহ্মে কোন বিভিন্নতা নাই। অবিদ্যাপ্রভাব নাশ হইলেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানের অবসান হয়। ব্রহ্ম নিগুর্ণ—তিনি জ্ঞানময় নহেন—জ্ঞানস্বরূপ—ত্রিবিধ ভেদরহিত—চিন্মাত্রস্বরূপ। জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারলাভমাত্রে ব্রহ্ম হয়—আত্মতত্ত্বজ্ঞ সংসার-দুঃখ অতিক্রম করে—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। 'ব্রহ্মই আমি' ইহা সন্দেহ-লেশশূন্যভাবে উপলব্ধির নামই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

বেদান্তশ্রুতির অনুসরণ করিয়া, আচার্য্য শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে সুপ্রমাণ করিয়াছেন,—আত্মা সর্ব্বান্তর—আকাশের ন্যায় অচ্ছিন্ন—পূর্ণ—সর্ব্বগত—স্বয়ং স্বপ্রকাশ—চৈতন্য। একই চৈতন্য সকল জীবে বিরাজিত। সেই অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম। সেই অনাদি—অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে—আকার—দেহভেদে বিভিন্ন ভাবপ্রাপ্ত। কিন্তু চৈতন্য বিভিন্ন নহে—এক—অভিন্ন। সেই এক অদ্বয় ব্রহ্ম সর্ব্বত্রব্যাপী চৈতন্যে আশ্রিত অজ্ঞানপ্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল সুপ্রকাশিত। এই জন্যই বিশ্ব মিথ্যা—কেবল চৈতন্যরূপী ব্রহ্মই সত্য। এই প্রতীতি সন্দেহের অতীত হইলেই জীব ব্রহ্ম উপলব্ধিতে ধন্য হয়—মুক্ত হয়। সংসার মায়ার লীলা—অজ্ঞানই সংসার। অজ্ঞান—মায়া ব্রহ্মচৈতন্যের সমাহিত শক্তি। জ্ঞানের উন্মেষে অজ্ঞান—মায়ামোহের অবসান হয়। শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান চৈতন্যকে পঞ্চরূপে জগৎ দেখাইতেছে। অস্তি—ভাতি—প্রিয়—রূপ—নাম, এই পঞ্চরূপের প্রথম তিনরূপ ব্রহ্ম—জ্ঞান, রূপ ও নাম দুই রূপ জগৎ—অজ্ঞান বিকার। অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থ সত্য হইতে পারে না। সেই জন্যই বেদান্তসিদ্ধান্ত জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্ম সত্য। অদ্বয় ব্রহ্মভাবই মোক্ষ।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়—বৌদ্ধমতবাদ-নিরসন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবনে—ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে যখন ভারতবাসী সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি চিরন্তন ভক্তি-বিশ্বাস হারাইয়া আত্মবিস্মৃতি—স্বধর্ম্ম-বিস্মৃতির প্রলয়ান্ধকারে আবিষ্ট হইতেছিল, সেই ধর্ম্মবিপ্লব-যুগে শঙ্কর-সূর্য্য সমুদিত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-কিরণ-প্রভায় মোহান্ধকার অপসারিত করিয়াছিলেন। জ্ঞানের প্রতীক শঙ্কর উপনিষদ-সিদ্ধান্তে বেদান্তদর্শনের শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, ভিক্ষান্নে তৃপ্ত হইয়া পদব্রজে ভারত-পরিভ্রমণে অদ্বৈতবাদ

প্রচারিত—সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতিভাবতার শঙ্কর তর্ক-বিচারে বৌদ্ধ যতিগণকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধমতবাদ নিরসন—বৌদ্ধ প্রভাবের উচ্ছেদ সংসাধন করিয়াছিলেন।

অবশ্য তৎপূর্ব্বেই শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ মুনি অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তন—জ্ঞানগুরু কুমারিল ভট্ট কর্ম্মকাণ্ডের বিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান লুপ্ত হইতে দেখিয়া, বেদপ্রভা-সম্প্রসারক কুমারিল ভট্ট কর্ম্মকাণ্ডেব মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়নে—সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরমাচার্য্য কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা করিয়া—রাজসভায় তাঁহাদেব সহিত জীবন-পণে ধর্ম্মসমস্যা-বিচারে জয়লাভ করেন। বিচারে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধ যতিগণ প্রাণদণ্ডগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষায় আত্ম-নিবেদিতপ্রাণ কুমারিল ভট্ট দ্বাদশবর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনায়—অধ্যাপনায় দশ সহস্র ব্রাহ্মণ-বালককে কর্ম্মকাণ্ডের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করিয়া, সনাতন ধর্ম্মের গৌরব-প্রচারে ব্রতী করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে মনীষী সুপণ্ডিত কুমারিল ভট্ট আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রকারিকা—মীমাংসাদর্শনবার্ত্তিক—মানব শ্রৌতসূত্রভাষ্য—শ্লোক-বার্ত্তিক—টুপটীকা প্রভৃতি মীমাংসাগ্রন্থ প্রণয়নে ভারতে কর্ম্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধাচায্যদের নিকট তিনি বৌদ্ধ-দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিচারে জয়লাভ করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের কারণ হইয়াছিলেন বলিয়া, গুরুবধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কুমারিল তুষানলে আত্মাহুতি প্রদান করেন। মীমাংসক-প্রধান কুমারিল ভট্টের তুষানলসময়ে আচার্য্য শঙ্কর রুদ্রপুরে উপনীত হইয়া, শারীরক ভাষ্য বিচারের অনুরোধ করেন। তাহা সম্ভব না হওয়ায় তাঁহার নির্দ্দেশ-ক্রমে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্য কর্ম্ম-কাণ্ড-সিদ্ধান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন। মণ্ডন মিশ্রের সহধর্ম্মিণী—সরস্বতীসমা

প্রতিভাময়ী উভয়ভারতীর মধ্যস্থতায় তর্কবিচারে শঙ্করাচার্য্য জয়লাভ করেন। মণ্ডন মিশ্র সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্কর তাঁহাকে সুরেশ্বরাচার্য্য সন্ন্যাস-নাম প্রদান করিয়া, শৃঙ্গেরী মঠে ধর্ম্মগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-ভাষ্যের বৃত্তি—ব্রহ্মসিদ্ধি—বিধিবিবেক প্রভৃতি প্রকরণ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আচার্য্য শঙ্করের প্রতিভা-পাণ্ডিত্যে—বিচারনৈপুণ্যে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসান—কর্ম্মবাদসিদ্ধান্ত নিরসন হইয়া, ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসারে কেবলাদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মসূত্র বৌদ্ধযুগের পরে বিরচিত—বৌদ্ধ—জৈন মতবাদ খণ্ডনের অভিপ্রায়ে বহু শ্রুতি প্রক্ষিপ্ত, এরূপ সংশয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—নিরর্থক। বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের শুভাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই যখন পাণিনির গুরু উপবর্ষাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন এরূপ সন্দেহের কোন অবকাশই নাই।

শ্রীভাষ্য—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

কালপ্রভাবে ভারতে আবার নাস্তিক্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভক্তাবতার শ্রীরামানুজস্বামী শুদ্ধা ভক্তির পুণ্যজ্যোৎস্নাসম্পাতে ব্রহ্মসূত্রের সুব্যাখ্যা করিয়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুপ্রমাণিত করেন। শ্রীরামানুজ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণরাজি প্রমাণে—দার্শনিক-যুক্তি-তর্ক-বিচারনৈপুণ্যে, শ্রীভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন,—জীবগণ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ হইলেও তাঁহার চিরসেবক—শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র উপাস্য—পরম সেব্য—ভক্তিই প্রকৃষ্ট সাধনা। চিন্তাসাধনা—জ্ঞানসিদ্ধান্তে জীব যতই উচ্চ অবস্থায় উন্নত হউক, ভক্তিসাধনা ব্যতীত মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না।

পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রধানতঃ ভক্তশিরোমণি শ্রীরামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুসরণে—বেদান্তসিদ্ধান্ত-সমর্থনে সম্প্রদায়

সংগঠন করিয়াছেন ,—ভক্তিসাধনার পুণ্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ —জীবন সার্থক—ধন্য করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য—ব্রহ্মসূত্রের অনুগামী—মনীষা-পাণ্ডিত্যের গঙ্গোত্রীধারা—বিচারনৈপুণ্যে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়—সুবিস্তৃত—তর্কযুক্তি-সুসঙ্গত—হৃদয়গ্রাহী। শ্রীভাষ্য শঙ্করভাষ্যের পরে বিরচিত হওয়ায় শঙ্কর-সিদ্ধান্ত খণ্ডনের সুনিপুণ—বিপুল প্রয়াস পরিব্যক্ত। শিবাবতার শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে কেবলাদ্বৈতমতবাদ সুপ্রতিষ্ঠার জন্য—উচ্চতর দার্শনিক সিদ্ধান্ত সংস্থাপন প্রয়াসে, স্থলবিশেষে মূলসূত্রতাৎপর্য্য হইতে দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীরামানুজ সূত্রের অনুসরণে স্থিরলক্ষ্য—সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক। আচার্য্য রামানুজ কোন স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান নাই। এই জন্যই শ্রীভাষ্য বেদান্তসূত্রের অনুযায়ী—যথাযথ ব্যাখ্যা সমাহিত। রামানুজ-চন্দ্রমার প্রতিভাজ্যোৎস্নায় বেদান্ত-মর্ম্ম পরিস্ফুট।

রামানুজ স্বামী কেবল অদ্বৈতবাদী নহেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক হইলেও প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। পঞ্চমবেদ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি মহা-গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুপ্রচারিত। টঙ্ক, গুহদেব, নাথমুনি, শঠকদমন প্রমুখ প্রাচীনযুগের বৈদান্তিক মনীষিগণও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। রামানুজ যে বৌধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন—সেই বৌধায়ন—যামুনাচার্য্য—রামানুজগুরু যাদবপ্রকাশও বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদের প্রসারক।

শ্রীভাষ্যে রামানুজ এক অখণ্ড—অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর-প্রতিপন্ন ব্রহ্ম চিন্মাত্র। রামানুজ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিশেষ পদার্থ-সমন্বিত ;—পদার্থসমূহ ব্রহ্মের শরীরবৎ—অঙ্গস্বরূপ—নিত্য। শঙ্কর জগৎকে মায়াবিভ্রমে ইন্দ্রজালসম মিথ্যারূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

রামানুজ জীবকে চিৎ—ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থসমূহকে অচিৎরূপে অভিহিত করিয়াছেন। রামানুজ-সিদ্ধান্তে পরমব্রহ্ম—বাসুদেব বহুকল্যাণগুণ-সংযুক্ত—চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্তা—বিশ্ব উপাদান ও জীবসমূহের অন্তর্যামী—নিয়ামক—পরমপুরুষ—সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বব্যাপী। বিশ্বের চিৎ অচিৎ পদার্থ-সমূহ ব্রহ্মেরই প্রকার—ব্রহ্মে বিলীন হইলেও সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয় না।

বেদান্তদর্শনের তত্ত্বত্রয় বিচারে রামানুজও তিন পদার্থের তত্ত্বনিরূপণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। চিৎ = জীবাত্মা, অচিৎ = জড = পরিদৃশ্যমান জগৎ; ঈশ্বর = পরমাত্মা—সর্ব্বশক্তি স্বপ্রকাশ বিশ্বপতি শ্রীহরি। এই তিনই পুরুষোত্তম বাসুদেবের রূপ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, নিজেই নিজ সৃষ্টির উপাদান—তাঁহারই মহিমাজ্যোতিঃ-সম্প্রসারণে শাস্ত্রগ্রন্থরাজি সমুজ্জ্বল। তিনি পরম করুণাময়—ভক্তবৎসল—সাধনা অনুসারে ফলপ্রদাতা। সাধনার ক্রমবিকাশে জীব বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হইয়া, বাসুদেবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে ধন্য হয়। তিনি অদ্বিতীয়—সচ্চিদানন্দময়—জীব ও জগৎ তাঁহার শরীর—তিনিই বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর—সর্ব্বান্তর আত্মা। বাসুদেবই বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। উপাস্য উপাসকের পার্থক্য বিদ্যমান। সেই অন্তর্যামীকে উপলব্ধির জন্যই ধ্যান-ধারণা-সাধনার প্রয়োজন। অভিগমন—উপাদান—ইজ্যা—স্বাধ্যায়—যোগ, এই পঞ্চবিধ উপাসনায় ভক্তিলাভ হয়। জ্ঞান ভক্তির প্রকারভেদ নামান্তরমাত্র। ভক্তি সাধনার চরমোৎকর্ষে—অহঙ্কার-মোহাদির অবসানে জীব পরমানন্দ-ধামে উপনীত হয়। ইহাই বেদান্তের মোক্ষ। ভক্তিই প্রকৃষ্ট জ্ঞান—ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বিষয় বাসনা-পরিহার—আহারবিহারের সংযম দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে বৈরাগ্যের উন্মেষ হয় না; তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তির উদ্ভব হয় না। অনন্যপরা—অচলা ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি—জ্ঞানের চরম বিকাশ।

শ্রীকণ্ঠভাষ্য—বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ—শিববাদ।

শিবাবতার শঙ্কর ও শ্রীরামানুজ স্বামীর পর দার্শনিক সিদ্ধান্ত-বিচারে পরম পণ্ডিত শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শৈবমতের সমর্থক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া শৈব-বেদান্তি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্তের অনুগামী। শৈব সম্প্রদায় সিদ্ধান্তে—ভক্তিই সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়,—শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ মায়াবাদমাত্র—এ নির্দ্দেশ উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত,—অদ্বৈতবাদ পঞ্চোপাসককে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে ভ্রান্ত করে মাত্র।

শৈবদার্শনিক শ্রীকণ্ঠমতে,—পশু—পাশ—পতি তিনটি পদার্থ, বিদ্যা—ক্রিয়া—যোগ—চর্য্যা চারিটি পাদ। পশু বা জীবসমূহ অস্বতন্ত্র পদার্থ—জীব অণু—ক্ষেত্রজ্ঞ। পাশ—অচিৎ পদার্থসমূহ। পশু ও পাশ হইতে পতি ভিন্ন হইলেও ইহাদের অধীশ্বর—প্রভু—এজন্যই তিনি পশুপতি।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় শৈব-বেদান্তিগণও ভগবদ্‌বিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে শ্রীভগবানের দেহ—শক্তি ও মন্ত্রস্বরূপ—মল কর্ম্মাদি পাশজাল সৃষ্ট নহে। সাধনার জন্য শ্রীভগবানের আকারের প্রয়োজন—নিরাকার বুদ্ধি—কল্পনার অতীত।

গোবিন্দানন্দ শঙ্করভাষ্যের—সুদর্শন রামানুজভাষ্যের—জয়তীর্থ মধ্বাচার্য্য-ভাষ্যের—শ্রীনিবাসাচার্য্য নিম্বার্কভাষ্যের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়া যেমন দার্শনিকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তেমনি অপ্যয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'শিবার্কমণিদীপিকা' প্রণয়নে সুপ্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য—সমন্বয়বাদ—পরিণামবাদ।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ভাষ্য-প্রণয়নে যিনি জগতে অতুল্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসী বিজ্ঞান-ভিক্ষু যোগদর্শন—সাংখ্য-দর্শন

—বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠাই যে বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করিবার প্রয়াসে বিজ্ঞানামৃত—ঋজু-ব্যাখ্যা নামে একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই ভাষ্যে তিনি বিবর্ত্তবাদ—পরিণামবাদ নিরাকরণ জন্য প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি-নৈপুণ্যের যথেষ্ট নিদর্শন দিয়াছেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুমতে,—মায়া ঈশ্বরের শক্তি—ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নির্গুণ—আবার সগুণ—সবিশেষ। পরমাত্মাই জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতা, প্রকৃতি, গুণ, জীব স্বপ্নসম পরিদৃশ্যমান। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় জীব ও জগৎ পরব্রহ্মেই বিলীন হয়—ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।

বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা—পরব্রহ্মকে সোহংভাবে—আত্মারূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে ইহজীবনেই মানব মুক্তিলাভ করে। ইহাই মোক্ষ—জীবন্মুক্তি।

ভাস্কর-ভাষ্য—কর্ম্মবাদ—ভেদাভেদবাদ।

কর্ম্মবাদী বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য্য জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত বৌদ্ধদর্শন-মতবাদে প্রভাবান্বিত প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিপুণ প্রয়াসে ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ-নিরসনে যুক্তিতর্ক-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া—কর্ম্মবাদপ্রতিষ্ঠায় বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন,—শঙ্কর-ভাষ্যকে বৌদ্ধমত বলিয়া আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তাঁহার মতে,—কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার—পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা-শাস্ত্রের সমন্বয়ে বেদান্ত-দর্শন। কর্ম্মকাণ্ড-বিচারে ধর্ম্মজ্ঞানলাভের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আরম্ভ। কর্ম্মের ফল বিনাশী হইলেও জ্ঞানসিদ্ধ কর্ম্মের ফল অক্ষয়। কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানলাভের সোপান—মোক্ষলাভের হেতু—

ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী। কর্ম্মনিহিত জ্ঞানের ফলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

ভাস্করাচার্য্যের বিচারে, আচার্য্য শঙ্কর-প্রতিপাদ্য মুক্তি—নিরাস্বাদ,—নিঃসম্বন্ধ—নির্ব্বিষয়—তাহা কখনই পরমার্থ নহে। তাঁহার মতে ব্রহ্মই বিষয়, ব্রহ্ম কার্য্যরূপে ভিন্ন—কারণরূপে অভিন্ন;—এই ভেদাভেদজ্ঞান-নিরূপণই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত, মুক্তপুরুষ সর্ব্বাত্মস্বরূপ। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নাশ হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রাপ্তি—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভূতিরূপ মুক্তিলাভ হয়। সেই পরমানন্দপ্রাপ্তিই মোক্ষ। বেদান্ত-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ—সাধনা প্রভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, ব্রহ্মজ্ঞানই পরমার্থ—সংসার অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন—মায়ামোহের অবসান হইলে মুক্তাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

বেদান্তসিদ্ধান্তে বৈষ্ণবসম্প্রদায় সংগঠন।

শিবাবতার শঙ্কর যেমন বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া, অদ্বৈতবাদ-প্রসার জন্য দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তেমনি দ্বৈতবাদ-সমর্থনে বেদান্তশাস্ত্রের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গৌরব-প্রভাকর শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য-সমর্থনে শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। দ্বৈতবাদ-প্রসার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য বেদান্তের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া মাধ্বি-সম্প্রদায় সংগঠিত করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান সত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্য সমাদৃত।

শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী বিশুদ্ধাদ্বৈতমতের সমর্থনে বেদান্তদর্শন-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, রুদ্র-সম্প্রদায় নামে তৃতীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন;—

সাধনাপ্রভাবে জীব বিশুদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে ধন্য হয়, এই মতবাদ প্রচার করেন।

গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রহ্মর্ষি নারদের শিষ্য—মতানুবর্ত্তী—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্ নিম্বার্কস্বামী ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-মীমাংসা-নিপুণ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া চতুর্থ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—চতুঃসন সম্প্রদায় সংগঠন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীমন্ মহাপ্রভুও দ্বৈতাদ্বৈতমীমাংসাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

মাধ্ব-ভাষ্য—দ্বৈতবাদ।

মধ্বাচার্য্য—সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। দর্শনশাস্ত্রে পূর্ণপ্রজ্ঞ হইলেও মধ্বাচার্য্য শুষ্ক জ্ঞানী নহেন—ভক্ত-চূড়ামণি। ইঁহার নাম বাসুদেব—সন্ন্যাস আশ্রমের নাম শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ। শ্রীভগবানের পরমভক্ত মধ্বাচার্য্য অতুল্য বিচারশক্তিপ্রভাবে দার্শনিক সমস্যা-সমূহের সুমীমাংসা করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার সাধনাপ্রভাবে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার বেদান্তবিচারে—জীব অণুপরিমাণ—শ্রীভগবানের দাস, বেদ নিত্য—অপৌরুষেয়, জগৎ-প্রপঞ্চ সত্য; পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রই জীবের আশ্রয়। তত্ত্ব দ্বিবিধ;—স্বতন্ত্র, অস্বতন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্রতত্ত্ব; জীব ও বিশ্ব অস্বতন্ত্র। ভ্রমবশতঃ শ্রীভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া, জীব ভগবৎসাযুজ্যলাভের কামনা করিলে অধঃপতন অনিবার্য্য। ভগবদ্দাস্যই জীবের একমাত্র অবলম্বন—অপর কোন সাধনা—কর্ত্তব্য—কামনা নাই। ভগবৎসেবা ত্রিবিধ;—অঙ্কন, নামকরণ, ভজন। পরমসেব্য শ্রীভগবানের প্রসন্নতালাভই জীবের একমাত্র কাম্য। তত্ত্বমসি বাক্যে সে জ্ঞানের উদ্ভব হয় না। নির্ব্বাণমুক্তি কথার কথা—কল্পনামাত্র; সারূপ্য-সালোক্যাদি মুক্তিই পরমার্থ—পরমা গতি।

পূর্ণপ্রজ্ঞ মতে, জগৎ মিথ্যা নহে—নিত্য। ভেদ পাঁচ প্রকার ;—জীবেশ্বর-ভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ। ভেদপঞ্চক নিত্য—অনাদি,—ইহাদের নাশ নাই—ইহারা ভ্রান্তিকল্পিতও নহে।

অনুভাষ্য—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদসমর্থনে বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য সেই রুদ্র-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্য—বালগোপালের উপাসক। বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন,—বেদভাষ্যকার শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামীই এই বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্তের প্রবর্ত্তক। বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য বিরচিত করিয়া, শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রসার করিয়া বল্লভসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। জীব অণু—দাস, জগৎ সত্য—গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ মুমুক্ষু জীবের পরম-সেব্য—একমাত্র কাম্য। এই মতবাদে বল্লভ মাধ্বমতের অনুসরণ করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য দ্বৈতবাদী হইলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার শুদ্ধতা প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার মতবাদ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

বল্লভাচার্য্যমতে পরব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মবিশিষ্ট—সচ্চিদানন্দ—সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বশক্তিবৎ—স্বতন্ত্র—সর্ব্বজ্ঞ—নির্গুণ—দেশ-কাল-বস্তু-স্বরূপ এই চারি প্রকার ভেদ-বর্জ্জিত। স্বজাতি—বিজাতি—স্বগতভেদবিরহিত—অন্তর্য্যামী—মায়াধীশ। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক হইয়াও সধর্ম্মক—নির্গুণ হইলেও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার—নির্ব্বিশেষ হইলেও সবিশেষ—আত্মারাম হইয়াও রমণ—শিশু হইয়াও রসিকশেখর। জীব অতিসূক্ষ্ম—অণু-পরিমাণ—পরিচ্ছিন্ন—চিৎপ্রধান—আনন্দস্বরূপ। মায়ার প্রভাবে জীব নিজ

আনন্দস্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া, সংসারদুঃখাবর্ত্তে আত্মহারা—এ জন্যই জীবের দুঃখ—অহংবুদ্ধি। জীব নিত্য—জগতের অনিত্যতা মিথ্যা। ভক্তিই পরমতত্ত্ব—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎলাভের একমাত্র উপায়।

বল্লভাচার্য্যের সিদ্ধান্তে—সেবা দ্বিবিধ,—ফলরূপা ও সাধনরূপা। মাধ্ব-মতে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিই মোক্ষ, বল্লভাচার্য্যের বিচারে গোলোকস্থ পরমানন্দের স্বরূপ অনুভূতির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকৃপাপ্রাপ্ত গোপীগণের প্রেমভাবে তন্ময় হইয়া, অনন্ত রাসোৎসবে নির্ভর রসাবেশে শ্রীভগবানের সেবাই মোক্ষ। জ্ঞানমার্গ কিছুই নহে—ভক্তিসাধন প্রকৃষ্ট নহে—প্রীতিবশে আত্মনিবেদনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নিম্বার্ক ভাষ্য—ভেদাভেদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

ব্রহ্মর্ষি নারদ হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীনিয়মানন্দাচার্য্য—নিম্বার্ক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। নিম্বার্ক স্বামী—নিম্বাদিত্য ঋষিপ্রবর ঔডুলোমি-বিরচিত বেদান্তদর্শন-বৃত্তি অবলম্বনে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থনে 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে ভাষ্য প্রণয়নে ভেদাভেদবাদের প্রসার করেন। ঔডুলোমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক।

বৈষ্ণব বৈদান্তিক আচার্য্য নিম্বার্কের বিচারে,—ব্রহ্মই জগৎকারণ—তিনি কেবল নির্গুণ হইতে পারেন না। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্যে শ্রুতিসিদ্ধান্ত। বৃহদারণ্যক—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণত্ব নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত। ব্রহ্মের দ্বিরূপভাব সর্ব্বশ্রুতিসিদ্ধ। বেদব্যাসও ব্রহ্মসূত্রে ইহা স্বীকার করিতেছেন। ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রমাণিত হওয়ায় জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ—দ্বৈতাদ্বৈতত্ব প্রতিপন্ন। ব্রহ্মই জগতের উপাদান—কারণ—স্রষ্টা—লয়কর্ত্তা; কিন্তু তিনি জগৎ হইতে অতীত হওয়াতে ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত।

আবার জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত—ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোন উপাদান নাই—এজন্যই অভেদ-সম্বন্ধ। জগৎ গুণাত্মক—ব্রহ্ম গুণী; গুণী হইতে গুণ পৃথক্ নহে—অথচ গুণী গুণের অতীত—এজন্যও ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সগুণত্ব নির্গুণত্ব বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত। 'তত্ত্বমসি' বেদবাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহেন, জীব ও ঈশ্বর অভেদ—আবার জীব ও ব্রহ্মে ভেদও বিদ্যমান।

জীব ব্রহ্মের অংশ, জীব অপূর্ণদর্শী—ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কালে জগদ্ব্যাপার সাধন করেন—জীব মুক্তাবস্থায়ও সর্ব্বশক্তিমান হয় না। জীব ব্রহ্মের অংশমাত্র—মোক্ষাবস্থায়ও সেই অংশই থাকেন। দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্মের অংশমাত্র—সুতরাং মিথ্যা নহে। এজন্যই জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

ব্রহ্ম—সর্ব্বরূপী—অরূপ;—সর্ব্বরূপময় অথচ সর্ব্বরূপাতীত,—প্রাকৃতিক গুণাতীত—নির্গুণ। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ—সেই শক্তি—ব্রহ্মের নিত্য অঙ্গীভূত,—জগৎপ্রকাশের পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মসত্তায় অবস্থিত। সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা ও আশ্রয় এই ব্রহ্মকে কেবল ভক্তিপ্রভাবেই লাভ করা যায়। ভক্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণ সাধন। আপনাকে ও বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা ভক্তিমার্গের সাধনা। ভক্তিসাধনায় চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে পূর্ণ নিষ্ঠার উন্মেষ হয়—তাহাই পরা ভক্তি, ধ্যান, ধ্রুবা স্মৃতি, পরা ভক্তিই জ্ঞানশব্দের প্রকৃত অর্থ, শুদ্ধা ভক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

নিম্বার্কমতে,—শ্রুতিপ্রমাণে বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবেই জীবের স্বরূপ ও ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বার্ক-সুব্যাখ্যাত এই ভেদাভেদমতবাদই নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের সাধনার মূলমন্ত্র।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য 'বেদান্ত-কৌস্তভ' নামে বৃত্তি রচনা করিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে সিদ্ধ-আচার্য্য শ্রীকেশবাচার্য্য টীকা প্রণয়ন করিয়া এই ভাষ্য-মতবাদ প্রসারিত করিয়াছেন।

গোবিন্দভাষ্য—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তনের কিছুকাল পরে, ভক্তি-মন্দাকিনীর লহর-লীলায় বঙ্গদেশ প্লাবিত—ভারত ধন্য হইয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া, প্রেমভক্তির মন্ত্রপ্রচারে জীবকে অভয়-বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য মনীষী বৈদান্তিক আচার্য্য, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের মত স্বসিদ্ধান্ত-অনুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত, মানব-হিতে সমাহিত মহর্ষি বেদব্যাস যে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ত্রিধারা-সম্মিলন শ্রীমদ্ভাগবত বিরচন করিয়া ভক্তগণের মুক্তির পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহাই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। এ জন্যই শ্রীমহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিগণও ব্রহ্মসূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্যরচনায় প্রয়াস পান নাই। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ—মানববুদ্ধিকল্পিত অন্য ভাষ্যের প্রয়োজন নাই—শ্রীমদ্ভাগবত-অনুগত ভাষ্যই ভক্তসমাজ-সমাদৃত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বেদান্তের অভিনব সিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়া—বেদান্ত-বিচারে কাশীধামের মায়াবাদী পণ্ডিত-সম্প্রদায়পূজ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী—নবদ্বীপের দর্শনশাস্ত্র-বিচার-সুনিপুণ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত-চূড়ামণি শ্রীবাসুদেব সর্ব্বভৌমকে তর্কসিদ্ধান্তে পরাজিত করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হন। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্তসিদ্ধান্ত—শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ টীকায়—ষট্‌সন্দর্ভে সন্নিবেশিত।

পরবর্ত্তী সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের অভাব অনুভূত হইল। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কোন সুপণ্ডিত মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্ত অনুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হন। তর্কে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, বৈদান্তিক সন্ন্যাসিপ্রবর তাঁহার সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য দেখাইতে বলেন। বলদেব শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে গিয়া, বেদান্তভাষ্যের জন্য সকরুণ ক্রন্দনে প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগোবিন্দজীর অনুপ্রেরণায় তিনি একমাসের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তপ্রতিপাদিত বেদান্তদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া, সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া বিচারে জয়লাভ করেন। শ্রীগোবিন্দজীর অনুপ্রেরণায়—শুভাশীর্ব্বাদে রচিত বলিয়াই বেদান্তদর্শনের বলদেবভাষ্য গোবিন্দভাষ্য নামে সুবিখ্যাত—বৈষ্ণবোচিত বিনয়ও সুপ্রকাশিত।

শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম নিবেদন করিয়া, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্যসূচনায় বলিতেছেন ;—যে উদার মহাপুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ দান করিয়া জগতে বিখ্যাত করিয়াছেন—যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সেই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম শ্রীরাধার বন্ধু শ্রীগোবিন্দের প্রসাদে এই ভাষ্য জয়যুক্ত হউক।

গোবিন্দভাষ্যে—ঈশ্বর—জীব—প্রকৃতি—কাল—কর্ম্ম এই পঞ্চতত্ত্ব ও নয়টি প্রমেয় আলোচিত—মীমাংসিত। শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত,—শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ; অশেষ-কল্যাণ-গুণযুক্ত—সর্ব্বশক্তিময়,—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ মূর্ত্তিমান হইলেও ঈশ্বরত্বের হানি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-নিগমবেদ্য। জগৎ সত্য—ব্রহ্মে ও বিশ্বে প্রভেদও সত্য। জীব সত্য—নিত্য—শ্রীকৃষ্ণের দাস—অণু-চৈতন্যবিশেষ। জীবের সাধনাগত প্রভেদ স্বীকার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপ্রাপ্তিই প্রকৃত মোক্ষ। পরা ভক্তিই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

বেদান্তে অনুবন্ধ-চতুষ্টয় সম্বন্ধে শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত,—পরমশ্রদ্ধাবান্ ভক্ত বেদান্তের অধিকারী—সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য—শুদ্ধা ভক্তিই ভগবৎলাভের প্রকৃষ্ট উপায়—শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎলাভের প্রেমই মুখ্য প্রয়োজন—সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রের সার মর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রতিভাত—এজন্যই এই চরমজ্ঞানগ্রন্থ ভক্ত-সম্প্রদায়ের উপজীব্য। শ্রীবলদেব ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সুপ্রতিষ্ঠা করিলেও—মধ্বাচার্য্যের দার্শনিকমতবাদের অনুসরণ করিয়াছেন। নিম্বার্ক-সিদ্ধান্ত ভেদাভেদমতবাদ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতে,—জীবাশ্রিতা মায়ার দুটি অংশ,—জীবমায়া ও গুণমায়া। অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব ও কার্য্যাদি সকলই অচিন্ত্য। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিই পরিণামবাদের কারণ—জীব নিত্য—শ্রীভগবানের দাস—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভই মুক্তির উপায়—পরা ভক্তি—শুদ্ধ প্রেমই সেই মুক্তির সাধনা। অধিকারিভেদে সকাম—নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান—জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি—পরা ভক্তি প্রভৃতিই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনা।

মূর্ত্তিমান বেদান্ত—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্লাবনসূচনায় যখন ভারতবাসী স্বধর্ম্মের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, পরধর্ম্মগ্রহণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান বেদান্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া, আত্মজীবনে সর্ব্বধর্ম্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, ধর্ম্মমতবিরোধ নিরসন করিয়া, জগতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যার দম্ভ চূর্ণ করিতে হইবে বলিয়া, তিনি নিজে নিরক্ষর ব্রাহ্মণরূপে আসিয়া, উপনিষদ্—বেদান্ত—গীতার মর্ম্মনিহিত

সত্যসিদ্ধান্ত-রাজি অতি সরল—চলিত কথায়—সর্ব্বজনবোধগম্যভাবে সুপ্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রচার করিয়াছেন—'নামে রুচি জীবে দয়া কি?'—জীব ত' দয়ার ভিখারী নহে—জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা কর—সেবা কর। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, ভারত-গৌরব—বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহারই মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু,
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ,
কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনসময়ে দশনামী সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক সন্ন্যাসী তোতা-পুরীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যার—ব্রহ্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। সাধনার প্রথম দিনেই সমাধিপ্রাপ্তিতে তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইতে দেখিয়া, গুরু তোতাপুরী বিস্মিত হন—পরে পরমহংস উপাধি প্রদান করেন। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসঙ্ঘ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—শঙ্করভাষ্যের অদ্বৈতবাদই এই সম্প্রদায়ের উপজীব্য।

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক—ত্যাগমহিমময়—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রণয়নে যত্নবান্ হইয়াছেন।

বেদান্ত-জ্যোতিঃপ্রভায় বিশ্ব সমুজ্জ্বল।

বিশ্বসভ্যতার শৈশবে—'নিবিদ' হিমালয়ে সুকঠোর তপস্যায়—যুগযুগ-ব্যাপী চিন্তা সাধনারাশি আহুতিপ্রভাবে যে জ্ঞানজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া, বিশ্বের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরতরে অপসারিত করিয়াছে ;—যে জ্ঞানারুণরাগ-সম্প্রসারণে ভারত চিরগৌরব-জ্যোতির্ম্ময়—জগৎ পবিত্র চির সমুজ্জ্বল—ব্রহ্ম-জ্ঞানের সেই শাশ্বত জ্যোতির্ম্মহামণ্ডল **বেদান্তদর্শন**।

বেদসঙ্কলয়িতা—আর্য্য হিন্দুর চারি আশ্রমে সাধনার উপযোগী বিভিন্ন শাখায় বেদচতুষ্টয় বিভাগকারী—নারায়ণের অবতারস্বরূপ বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে তপস্যানিমগ্ন হইয়া, পঞ্চমবেদ মহাভারত—মোক্ষপ্রদ শ্রীমদ্‌-ভাগবত প্রণয়নের পূর্ব্বে আর্ত্তমানবসম্প্রদায়কে মুক্তিমন্ত্র প্রদানের জন্য—সর্ব্ব উপনিষদের সারতত্ত্ব-সমন্বয়ে—বিচারসিদ্ধান্তে যে মহা জ্ঞানগ্রন্থে ব্রহ্মকে সূত্রিত—গ্রথিত করিয়াছেন, তাহাই **ব্রহ্মসূত্র**।

জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে যুগে যুগে সমাগত—মৃত্যুভয়-শঙ্কিত মানব-সম্প্রদায়—সূক্ষ্মতম অনুধ্যানের বলে মৃত্যুভয়বিভীষিকা অতিক্রম করিয়া, যাহাতে চিন্ময়রাজ্যে উপনীত হইতে পারে,—ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষে অমৃতত্ব-লাভে ধন্য হইতে পারে, এ জন্যই মানবহিতে আত্মনিবেদিতপ্রাণ মহর্ষি **ব্যাসসূত্রে** সেই দিব্য প্রশান্তি—মুক্তির পথিনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্বনিয়ন্তা পরমাত্মার সহিত মানবা-ত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে,—পরব্রহ্মের সাযুজ্যজ্ঞানের অনুভূতিতে নশ্বর জগতে মানব অমরত্বলাভে নিঃশ্রেয়সের অধিকারী হয় ;—এই অনন্ত শোভাসমৃদ্ধি-সুখময় সংসার অতি অসার—মায়াবিভ্রম মাত্র ; জগতের সকল সুখ-সম্পদ্‌ প্রতিষ্ঠা অতি তুচ্ছ—ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্‌বুদসম প্রতীতি হয়, সেই মায়াপ্রহে-লিকা অপসারণকারী **শারীরক-সূত্র** ব্রহ্মবিদ্যার চিরপ্রোজ্জ্বল প্রভায় দ্বাদশসূর্য্যা-সমন্বয়।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবনে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের যুগে, শিবাবতার শঙ্কর যে চরম ও পরম জ্ঞানগ্রন্থের **শারীরক ভাষ্য** প্রণয়নে—**অদ্বৈতবাদ** প্রসারে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধমতবাদের নিরসন—অবসান করিয়াছিলেন, সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মপ্রতিপাদিত মহাগ্রন্থ—**বাদরায়ণসূত্র**।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাব ও প্রবৃত্তি—সমস্ত দর্শন-শাস্ত্রের বিচার ও সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিভাত গ্রন্থ অবিসংবাদিত যুক্তিতর্কবলে নিরাস করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের ব্রহ্মবিদ্যার নিবৃত্তি-সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছে—বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান সেই **উত্তর-মীমাংসা দর্শনরাজ্যের সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌**।

নানারাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে—ধর্ম্মবিপ্লবে—কালপ্রভাবে—সংরক্ষণ অভাবে আর্য্য চিন্তাসাধনার সকল নিদর্শন—আর্ষজ্ঞানের মহিমময় অবদানরাজি বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়াছে;—বেদচতুষ্টয়ের বিভিন্ন শাখা লুপ্তপ্রায় বা জার্ম্মাণীতে প্রস্থিত—কিন্তু জ্ঞানজ্যোতির্ম্ময়—বেদসার উপনিষদ্—বেদের অন্ত বেদান্তের জ্যোতিরশ্মিরেখায় আজও ভারত ভাস্বর—জগৎ সমুজ্জ্বল। ভারতের সৌভাগ্যাকাশে কালজয়ী বেদান্তপ্রভা অস্তমিত—ব্রহ্মজ্ঞানের শাশ্বতী দীপ্তির অবসান না হইলে হিন্দুজাতির বিনাশ সম্ভব নহে। ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞানসাধনায় জগতের জ্ঞানভাণ্ডার চিরসমৃদ্ধ—চির-উপকৃত—অপরিশোধনীয় ঋণে চির-ঋণী। ভারতের পুণ্যতপোবনে সুপ্রকাশিত যে দিব্যপ্রজ্ঞান বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে ভারতের মহনীয়—বরণীয় দান। বিজ্ঞানপ্রসাদে সভ্যতা প্রসারে আত্মহারা—আত্মসুখসর্ব্বস্ব প্রতীচ্য জগৎ আজও প্রজ্ঞানরাজ্যের যে অতুল্য সম্পদ্ ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হইতে—উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কেবল জার্ম্মাণী বেদ—উপনিষদ্—বেদান্ত অনুশীলনে—চিন্তাসাধনায় ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার অনুধ্যানের

অনুবর্ত্তী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। যুগযুগান্তর পরে পাশ্চাত্য জগদ্বাসী যখন ক্রমাগত ভোগে অবসন্ন হইয়া—বিলাসলালসার অবসানে—অনাহত শান্তি—অসীম তৃপ্তির সন্ধানে ব্যাকুল হইবে—তখন জগতের ধর্ম্মগুরু ভারতের বেদান্ত-কল্পতরুর স্নিগ্ধ পবিত্র ছায়ায় সমবেত হইয়া, শান্তি ও মুক্তির ভিখারী হইবে;—ব্রহ্মজ্ঞান-গঙ্গোত্রীধারায় স্নাত হইয়া মুক্তিলাভে ধন্য হইতে পারিবে।

বেদ-গঙ্গোত্রী-নিঃসৃত যে জ্ঞানগঙ্গার বিভিন্ন ভাবধারায় পুণ্য-প্রবাহে যুগে যুগে ভারত প্লাবিত—পবিত্র—জগৎ ধন্য; ভারত-গৌরব—বিশ্বপূজ্য প্রতিভাবতার বৈদান্তিক আচার্য্য মনীষিগণ যে পুণ্য-মন্দাকিনী জ্ঞান-ভক্তির লহরলীলা বিশ্লেষণ করিয়া—দার্শনিক বিচারশক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন,—অদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ—শৈববাদ প্রভৃতি মতবাদ বেদান্তসিদ্ধান্তসম্মত সুপ্রমাণিত করিয়া—তাহার সমর্থনে সন্ন্যাসী—শৈব—বৈষ্ণব—বেদান্তী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া, অমর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানের **পরমাচার্য্য—ব্রহ্মবিদ্যাগুরু সেই ব্যাসসূত্র।**

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ্ত ভাস্কর, দিব্যজ্ঞানের পুণ্যজ্যোতি-বিবস্বান্, অবিদ্যাশাতন সেই বেদান্তদর্শন মোক্ষকামী মানব-সম্প্রদায়কে চির-বাঞ্ছিত মুক্তি—সংসারের ত্রিতাপজ্বালা-সন্তাপিত বিলাসী—ত্যাগী—ভোগী সন্ন্যাসী সর্ব্বসম্প্রদায়কে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের—ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রসারণের জন্য আবার এই **ধর্ম্মবিপ্লবের যুগে সমাগত—সমুদিত।**

বসুমতী-সংস্করণে জ্ঞান-ভক্তির দিব্য-প্রভা।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাশীর্ব্বাদে প্রতিষ্ঠিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে, স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় বেদান্তগ্রন্থরাজি প্রচার-বাসনায়—সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-মহাপ্রচার-ব্রত স্বর্গীয় পিতৃদেব বেদান্ত-দর্শন গোবিন্দভাষ্য অনুসৃত সরল—সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। একে একে তাহার চারিটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ব্যাস-সূত্রের সারমর্ম্ম সঙ্কলন মাত্র। এজন্যই তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে শারীরক ভাষ্য ও শ্রীভাষ্যের বিচার-বিতর্ক-বাদ দিয়া সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদযুক্ত ব্রহ্মসূত্রের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ হইতে এই পঞ্চম সংস্করণ আকারে প্রায় দশগুণ পরিবর্দ্ধিত।

শঙ্করভাষ্যে অদ্বৈতবাদ—মায়াবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত—প্রসারিত, মুমুক্ষুগণের জ্ঞানতৃষা প্রশমিত। শারীরকভাষ্য—ভাবগাম্ভীর্য্যে—ভাষার মাধুর্য্যে—বিতর্কমীমাংসার নৈপুণ্যে—দার্শনিক বিচারচাতুর্য্যে—সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্যে—চিন্তাবিকাশের সৌন্দর্য্যে—প্রজ্ঞানবিস্তারের সৌকর্য্যে অতুলনীয়—ভারতপূজ্য—বিশ্বসমাদৃত—বেদান্তভাষ্য মুকুটের কোহিনূর—জ্ঞানীর অতুল্য সম্পদ্—সুধীজন-সমাজের পরম উপভোগ্য। জ্ঞানগুরু শঙ্করের প্রতিভা ভারতের তপস্যার সিদ্ধি—জাতীয় জীবনের চিরগৌরব-দীপ্তি।

রামানুজভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—পরিণামবাদ সপ্রমাণিত—শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ খণ্ডনের বিপুল প্রয়াস সুপ্রকাশিত—ভক্তিসাধনা বিবর্ত্তিত। শ্রীভাষ্য—শ্রুতির অনুগামী—বেদান্তের নিগূঢ়মর্ম্ম প্রতিভাত,—তর্কবিচারশক্তি—পাণ্ডিত্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল—বৈরাগ্য-সাধনার সম্বল—ভক্তগণের উপজীব্য। শ্রীরামানুজ-চন্দ্রমার মনীষার পুণ্য জ্যোৎস্না ভক্ত-হৃদিরঞ্জন—ব্রহ্মমহিমা-মাধুরীর দিব্য বিকাশ।

এজন্যই শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও ভক্তাবতার শ্রীরামানুজ স্বামীর ভক্তিসম্মেলনে জ্ঞানভক্তির লহরলীলায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রসারে ব্রহ্মজ্ঞান উন্মেষ মানসে—মন্দাকিনী ও অলকনন্দার পুণ্য প্রবাহে সন্ন্যাসী—ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী—পঞ্চোপাসক—সর্ব্বসম্প্রদায়কে মুক্তি ও শান্তি প্রদান আকাঙ্ক্ষায় মহাভাষ্যদ্বয়ের মর্ম্ম সমন্বয়ে পঞ্চম সংস্করণ বেদান্তদর্শন সুপ্রকাশিত।

আমার অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় শঙ্করভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্যের বিতর্কবর্জ্জিত মর্ম্মানুবাদ প্রণয়নে যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাইবেন। এই ভাষ্য-সমন্বয়ের ফলে, যাঁহারা শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত-সিদ্ধান্তে জ্ঞান সাধনাই জীবন-সম্বল করিয়াছেন; তাঁহারাও শ্রীরামানুজের বেদান্ত-সম্মত ভক্তি-সিদ্ধান্তের অনুসরণে জ্ঞান-ভক্তির সামঞ্জস্য-বিধানে—তুলনায় সমালোচনা করিবার সুবিধালাভে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা সার্থক করিতে পারিবেন।

বেদান্তদর্শনের পঞ্চম সংস্করণে ব্রহ্মসূত্রের যথাযথ অর্থ সূত্রনিম্নে প্রদত্ত। সূত্র—অধিকরণ—শঙ্করভাষ্য ও শ্রীভাষ্য-প্রতিপাদিত বিচারের সুবিস্তৃত সূচীপত্র—দুরূহ শব্দসমূহের অর্থতালিকা—বেদান্ত-সংজ্ঞানিচয়ের পরিভাষা-সংযুক্ত।

গ্রন্থপ্রবেশে—বিভিন্ন ভাষ্য-প্রতিপাদ্য সত্যসিদ্ধান্তরাজি সঙ্কলনের প্রয়াস পাইয়াছি—কিন্তু বিদ্যাপ্রতিভার অভাবে সে প্রয়াস সার্থক করিতে না পারিলেও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। এই বিশ্বপূজ্য—মুক্তির প্রতীক মহাজ্ঞানগ্রন্থের অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা লিখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া, অসমসাহসে প্রজ্ঞানসূর্য্যকে কথায় রংমশাল জ্বালিয়া দেখাইতে গিয়া বিদ্বজ্জন-সমাজের হাস্যাস্পদ হইয়াছি মাত্র।

কিন্তু অতুল্য বাগ্‌বিভূতির অধীশ্বর—ব্রহ্মবিদ্—ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ত' বৃহদারণ্যক উপনিষদে অভয়বাণী সুপ্রচার করিয়া শঙ্কা দূর করিয়াছেন ;—"তাঁহাকে ত' বিশেষণে বিশেষিত—গুণে অন্বিত—লক্ষণে চিহ্নিত করিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। তিনি যে জ্যোতির জ্যোতিঃ—গুণাতীত গুণময়—নির্গুণ। অনন্ত তাঁহার বিভূতি—অসীম তাঁহার মহিমা, বাক্যের যিনি প্রাণ—মনের যিনি মন্তা—চক্ষুর যিনি দর্শন" ;—তাঁহার যোগ্য স্তবের ভাষায় তিনিই ত' বঞ্চিত করিয়াছেন। সেই বিজ্ঞান আনন্দময় ত' সর্ব্ব অন্তরেই বিরাজিত। তিনি যতটুকু শক্তি দিয়াছেন—তাহার দ্বারাই তাঁহার মহিমা-প্রসারে—জ্ঞানবিস্তারে প্রয়াস পাইয়াছি—সেই অনন্ত জ্ঞান-সিন্ধুর তুলনায় তাহা বিন্দু হইতে অণুমাত্র হইলেও ত' লজ্জার কোন কারণ নাই। সুধীজন-সমাজের পরিহাস শিরোধার্য্য।

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
অনন্ত-চতুর্দ্দশী
১৩৪১ সাল

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের
বিনীত সেবক
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

প্রথম পাদের সূচী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পাদ

দ্বিতীয় পাদের সূচী সমাপ্ত।

তৃতীয় পাদ।

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পাদ।



দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

৩য় পাদ

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচী সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ।

প্রথম পাদের স্থচী সমাপ্ত।

পাদ।

দ্বিতীয় পাদের সূচী সমাপ্ত।

তৃতীয় পাদ।

তৃতীয় পাদের সূচী সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচিপত্র সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পাদ

দ্বিতীয় পাদের সূচী সমাপ্ত।

তৃতীয় পাদ।

তৃতীয়পাদের সূচী সমাপ্ত।

চতুর্থপাদ।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

অনুবাদের দুরূহ শব্দের অর্থ-তালিকা
ও
সংজ্ঞার পরিভাষা

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—কোন্ বস্তু স্থায়ী, কোন্ বস্তু অস্থায়ী—তাহার বিচার।

আমুষ্মিক—দেহান্তে পরলোকে ভোগোপযোগী, পারলৌকিক।

শমদমাদি-সম্পত্তি—শম মনঃসংযম, দম ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি-গুণ-যুক্ততা।

মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষলাভের ইচ্ছা।

পরমপুরুষার্থ—মুক্তি।

ত্রিতাপসম্পন্ন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ-ত্রয়-পীড়িত।

আব্রহ্মস্তম্ব—ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া লতাগুল্মাদি (ঝোপজাতীয় বৃক্ষ) পর্য্যন্ত।

বেদ্য—জ্ঞাতব্য।

বাক্যের বিষয়ীভূত—বাক্য দ্বারা প্রকাশের যোগ্য।

অতীন্দ্রিয়—চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যাঁহাকে জানিতে পারা যায় না।

প্রতিপাদ্য—বক্তব্য, নির্ণয়যোগ্য।

গুণত্রয়াত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণময়ী।

প্রধান—প্রকৃতি।

গৌণ—অপ্রধান।

অভিধেয়—বাচ্য।

মুখ্য—প্রধান।

নিষ্ঠা—বিশ্বাস, অনুরাগ।

বিজ্ঞানময় কোষ—বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে বিজ্ঞানময় কোষ বলে।

মনোময় কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ বলে।

প্রাণময় কোষ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ বায়ু হস্ত-পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে।

অন্নময় কোষ—অন্নের বিকার অর্থাৎ ভুক্তান্ন রসাদিরূপে পরিণত হইয়া স্থূল-শরীর উৎপাদন করায় স্থূল-শরীরকেই অন্নময় কোষ বলে।

প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা।
অভিধ্যান—চিন্তা।
চিন্ময়—জ্ঞানস্বরূপ।
অধিদৈবত—দেবতাবিষয়ক।
অধ্যাত্ম—আত্মবিষয়ক।
স্বপ্রকাশ—কোন আলোকের সাহায্যে যিনি প্রকাশিত হন না, নিজের প্রভাতেই উদ্ভাসিত অর্থাৎ জ্যোতির্ময়।
অপ্রাকৃত—মহৎ, অলৌকিক।
ভূতাকাশ—পঞ্চভূতের অন্তর্গত আকাশ নামক ভূত।
রূঢ়—প্রসিদ্ধ।
প্রস্তোতা—স্তবকর্ত্তা।
দ্যুলোক—স্বর্গ, অন্তরীক্ষ।
প্রজ্ঞাত্মা—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, পরমাত্মা।
ভূমা—আধিক্য, মহত্ত্ব।
ভারূপ—জ্যোতির্ময়।
অর্ভক—ক্ষুদ্র, অল্প।
ওক—বাসস্থান।
ওদন—অন্ন, ভোজ্যদ্রব্য।
অত্তা—ভোজনকর্ত্তা।
উপসেচন—ব্যঞ্জনাদি উপকরণ।
বিপশ্চিৎ—বিদ্বান্। এ স্থানে পরমাত্মা।
পঞ্চাগ্নিগণ—মস্তকোপরি সূর্য্য ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মধ্যে তপস্যাকারিগণ। স্বর্গ-মেঘাদি পঞ্চ স্থানকে অগ্নিভাবে উপাসনারূপ বিদ্যাবিশেষের উপা-সকগণ।
মন্তা—মননকর্ত্তা, যিনি কোন বিষয় মনে করেন।
দেবযান—অগ্নি জ্যোতিঃ অহঃ ইত্যাদি ক্রমে জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলোকে গমনের পথ।
নিয়ন্তৃত্বগুণ—পরিচালনা করার শক্তি।
ঘটাকাশ—ঘটের মধ্যস্থিত শূন্য ভাগ।
উপাধিপরিচ্ছিন্ন — নামরূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায় সসীম।
নিয়ম্য—নিয়মের বাধ্য বা নিয়ম-পালনকর্ত্তা।
পরা বিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়।
অক্ষর—যাঁহার ক্ষরণ অর্থাৎ ক্ষয় বা বিনাশ নাই, ব্রহ্ম।
প্রাদেশ-প্রমাণ — প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মধ্যস্থিত প্রমাণ।
গার্হপত্য অগ্নি—সাগ্নিক গৃহস্থের নাম-যুক্ত নিত্য হোমের নিমিত্ত রক্ষিত অগ্নি বা বৈবাহিক অগ্নি।
অন্বাহার্য্য অগ্নি—দক্ষিণাগ্নি, শ্রাদ্ধান্ন পাকের নিমিত্ত ঋগ্বেদের বিধানানুসারে স্থাপিত অগ্নি।
আহবনীয় অগ্নি—গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমাদির জন্য সংস্কৃত অগ্নিবিশেষ।

ভূতাগ্নি—পঞ্চভূতের অন্তর্গত তেজোভূত।

জাঠরাগ্নিপ্রতীক—পাচকাগ্নিরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট।

অপ্রমেয় শরীর—বিরাট্ মূর্ত্তি, যাঁহার দেহের প্রমাণ নিরূপণ করা যায় না, প্রমাণাতীত।

সম্পত্তি—সম্পাদন।

প্রাণাহুতি—প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা এই পাঁচটি মন্ত্রে প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুকে উদ্দেশ করিয়া আচমনের পর যে পঞ্চগ্রাস অন্ন মুখে দেওয়া যায়।

অমৃত—মোক্ষ।

অবিদ্যা—অজ্ঞানতা।

নিরঞ্জন—উপাধিশূন্য, বিশুদ্ধ।

উপাধিপরিচ্ছিন্ন — নামরূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায় সসীম।

অদন—ভক্ষণ, ভোগ।

উদাসীন—নিরপেক্ষ।

ভূমা—মহান্, পরমাত্মা।

সম্প্রসাদ—জীব, সুষুপ্ত জীব। মুক্তাত্মা, সম্যক্ প্রসন্নতা, সুষুপ্ত স্থান, সুষুপ্তি, সুষুপ্ত অবস্থায় মনের কোন গ্লানি থাকে না, কোন চিন্তা দুঃখ থাকে না, এজন্য তাহাকে সম্প্রসাদ বলে।

ওত-প্রোতভাবে—অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত ও গ্রথিতভাবে অর্থাৎ অভ্যন্তরভাগে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া যাওয়া বা গভীরভাবে জড়িত হইয়া যাওয়া।

ব্যাবৃত্তি—নিবারণ, নিষেধ, পরাঙ্মুখ।

পর—শ্রেষ্ঠ, সগুণ ব্রহ্ম।

অপর—যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ নেই, পর হইতেও শ্রেষ্ঠ, নির্গুণ ব্রহ্ম।

দহর—ক্ষুদ্র, স্বল্পায়তন আকাশ।

দহরাকাশ—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা।

ভান—দীপ্তি।

ঈশান—নিয়ন্তা, পরিচালক।

বিভূতি—ঐশ্বর্য্য, শক্তি।

প্রবাহরূপে—নদীতরঙ্গ যেমন একটির পর একটি করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে তদ্রূপে, ধারাবাহিকরূপে।

হিরণ্যগর্ভ—চতুর্মুখ ব্রহ্মা।

মধুবিদ্যা—সূর্য্যের উপাসনাবিশেষ।

অনগ্নিকত্ব—অগ্নিস্থাপনবিষয়ে অধিকারাভাব।

সমিধ—হোমের কাষ্ঠ।

জঙ্গম শ্মশান—গতিশীল শ্মশানের স্বরূপ অর্থাৎ অপবিত্র।

উৎক্রান্তি—দেহ হইতে জীবের বহির্গমন।

সুষুপ্তি—নিদ্রাবস্থায় যখন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয়েরই অনুভব হয় না, কেবল পরমাত্মায়

বিলীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, সেই অবস্থা। পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংযোগরূপ সর্ব্বজ্ঞানশূন্য জীবের অবস্থাভেদ। সর্ব্বপদার্থশূন্য লয়।

অব্যাকৃত—অবিকৃত, বিশুদ্ধ, পরস্পর পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত।

অণিমা ঐশ্বর্য্য—সূক্ষ্মভাব, সূক্ষ্মশরীর ধারণের শক্তি।

উপায়—কার্য্যসিদ্ধির প্রণালী।

উপেয়—উপায় দ্বারা লভ্য বস্তু।

উপেতা—উপায়ের প্রয়োগকর্ত্তা।

চমস—নিম্নভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধভাগে গোলাকার ভোজনপাত্রবিশেষ। যজ্ঞীয় পাত্র। সোমরসপানের পাত্র।

পঞ্চজন—প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, অন্ন ও মন। অথবা প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ, জ্যোতিঃ ও মন। ইন্দ্রিয়সমূহ।

তন্মাত্র—সূক্ষ্মভূতসমূহ। তদাত্মক। শব্দাদির কারণস্বরূপ সূক্ষ্মভূত।

লক্ষণাভাস—লক্ষণের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক লক্ষণ নহে।

অনবকাশ—অপ্রামাণ্য।

আপ্ত—রজঃ ও তমোগুণবিবর্জ্জিত অভ্রান্ত সত্যবাদী ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তি।

শ্রবণ—পরব্রহ্মের গুণাবলী শ্রবণ।

মনন—মনোমধ্যে সর্ব্বদা চিন্তা করা।

নিদিধ্যাসন—যোগ, সমাধি, একাগ্রচিত্তে ধ্যান।

উপবৃংহণ—পোষণ, সেই মতের অনুকূলে সমর্থন।

অপীতি—প্রলয়কাল।

চিন্ময়—জ্ঞানস্বরূপ।

অধ্যাস—আরোপ। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাতে তদ্‌বুদ্ধি স্থাপন।

অর্থবাদ—প্রশংসাসূচক বাক্য বা নিন্দাসূচক বাক্য।

সংবেষ্টিত—গুটান।

তুরী—বস্ত্রবয়নের উপকরণবিশেষ। মাকু।

বেমা—বস্ত্রবয়নের উপকরণবিশেষ। সানা।

আতঞ্চন—দধির বীজ, 'দম্বল'।

কুলাল—কুম্ভকার।

পরা দেবতা—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা।

আপ্তকাম—যাঁহার কোন কামনাই অপূর্ণ নাই।

স্থূণানিখনন—স্তম্ভ বা খুঁটী পোঁতা।

অকৃতাভ্যাগম—যে কার্য্য করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ।

কৃতনাশ—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল না পাওয়া।

অবিদ্যা—অজ্ঞানতা।

উদাসীন—নিরপেক্ষ।

প্রতিসর্গ—প্রলয়।

অঙ্গাঙ্গিভাব—প্রধান ও অপ্রধান দুই

বা ততোধিক বস্তুর মিলিতভাবে অবস্থান।

মহত্তত্ত্ব—বুদ্ধিতত্ত্ব, নিশ্চয়াত্মকবৃত্তি-বিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ। অহঙ্কারাদি তত্ত্বসমূহের কারণ।

কূটস্থ—নির্ব্বিকার। পরিণামাদি কার্য্যান্তরশূন্য, নিশ্চল। সর্ব্বদা একরূপ। ব্রহ্ম।

অহঙ্কার—তত্ত্ববিশেষ।

পারিমাণ্ডল্য—অণুত্বপরিমাণ।

অনবস্থাদোষ—অনিশ্চয়তাদোষ, অস্থায়িত্বদোষ। অনন্তকল্পনারূপ দোষ।

উপজীবন—সমর্থন।

অবিদ্যা—ভ্রান্তি, অনিত্য পদার্থে নিত্যত্ববুদ্ধি।

সংস্কার—ভাবনাবিশেষ, অবিদ্যাসম্ভূত অনুরাগ বা বিদ্বেষ প্রভৃতি।

বিজ্ঞান—উক্ত সংস্কার হইতে চিত্তের স্মরণ।

নাম-রূপ—ঐ বিজ্ঞান হইতে চিত্ত ও চিত্তের ধর্ম্মসমূহ ও ক্ষিতি প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ দ্রব্যসমূহ।

ষড়ায়তন—ছয়টি ইন্দ্রিয়।

স্পর্শ—ষড়্ আয়তন হইতে উৎপন্ন কায়।

বেদনা—স্পর্শ হইতে উৎপন্ন অনুভূতি।

যৌগপদ্য—একই সময়ে উৎপত্তি বা অবস্থান।

প্রতিসংখ্যানিরোধ—বুদ্ধি বা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদার্থের ধ্বংস বা স্থূলবিনাশ।

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ—অবুদ্ধিপূর্ব্বক বা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞাতসারে পদার্থবিনাশ, সূক্ষ্মবিনাশ বা প্রতিক্ষণেই পূর্ব্বরূপের পরিবর্ত্তন।

যম—অহিংসা, সত্যভাষণ, অপহরণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, চিত্তবিক্ষেপক বস্তুমাত্রের পরিত্যাগ।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ঈশ্বরে মনঃস্থাপন।

সৌগত—বৌদ্ধ।

অনুস্মৃতি—পূর্ব্বানুভূত পদার্থের স্মরণ।

যোগাচার সম্প্রদায়—যাঁহারা কেবলমাত্র বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

সমবায়ি-কারণ—যাহার সহিত সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাই সমবায়ি-কারণ, যেমন ঘটের পক্ষে মৃত্তিকা।

নিমিত্তকারণ—ঘটোৎপত্তির পক্ষে দণ্ড কুলালাদি, প্রদীপের পক্ষে তৈল বর্ত্তি ইত্যাদি।

অসমবায়িকারণ—দ্রব্যাশ্রিত সংযোগবিভাগদিরূপ গুণবিশেষ, যেমন ঘটকপালসংযোগ।

অভিধ্যান—সঙ্কল্প, চিন্তা।

অনুলোম—সরল, সোজা।

বিলোম—বিপরীত, উল্টা।

অজ—যাহার জন্ম নাই, নিত্য।

প্রতিবুদ্ধ—নিত্যজ্ঞানময়। অপ্রতিহতবোধবিশিষ্ট।

উন্মান—অতিসূক্ষ্ম। উদ্ধৃত করিয়া যাহার পরিমাণ করা যায়। পরিমাণ।

আরা—চর্ম্মভেদী অস্ত্রবিশেষ।

সন্ধ্যস্থান—স্বপ্নস্থান।

ঔপাধিক—উপাধিজন্য।

তক্ষা—সূত্রধর, ছুতার।

ঈশিতব্য—পরিচালনাধীন।

কিতব—ধূর্ত্ত, প্রতারক।

ব্যতিকর—পরস্পর সম্মিশ্রণ।

অসন্তান—বিস্তারাভাব।

আভাস—প্রতিবিম্ব।

পঞ্চবৃত্তিক—পঞ্চবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট।

ত্রিবৃৎ—ত্র্যাত্মক, সূক্ষ্ম ক্ষিতি অপ্ ও তেজ এই ভূতত্রয়ের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের মিলন জন্য স্থূলভূতে পরিণতি।

পিতৃযাণ—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাদি ক্রমে মৃত কর্ম্মিগণের চন্দ্রলোকে গমনের পথ।

শ্রদ্ধা—অপ্ ভূত বা জল।

ইষ্টাপূর্ত্ত—যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান, জলাশয় বৃক্ষ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা।

কপূয়—কুৎসিত বা নিন্দনীয় কর্ম্ম।

চরণ—আচার, চরিত্র।

অনুশয়—ভুক্তাবশেষ কর্ম্ম।

সংযমনী—যমের রাজধানী।

জায়স্ব ম্রিয়স্ব—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল কীটপতঙ্গাদির পরলোকগমনের পথ।

সাভাব্যাপত্তি—সাদৃশ্যলাভ, সমানাবস্থা-প্রাপ্তি।

অনুশয়ী—চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীব।

সন্ধ্য—সন্ধিকাল, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অথবা জাগরিত ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী স্বপ্ননামক অবস্থা। তৃতীয় স্বপ্ন স্থান।

বেশন্ত—ক্ষুদ্র সরোবর বা ডোবা।

মায়া—আশ্চর্য্য, ইন্দ্রজাল।

পরাভিধ্যান—পরমপুরুষের সঙ্কল্প।

অনুস্মৃতি—পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ

শব্দ—শ্রুতিবাক্য।

অর্দ্ধ-সম্পত্তি—মাঝামাঝি অবস্থা অর্দ্ধমৃতাবস্থা।

নিষ্প্রপঞ্চ—নামরূপাদিবিহীন।

প্রজ্ঞানঘন—কেবল জ্ঞানময় বা চৈতন্য স্বরূপ।

মহারজন—হরিদ্রাক্ত বস্ত্রসদৃশ।

নিষ্কল—অখণ্ড, সম্পূর্ণ।

সম্ভেদ—মিশ্রণ, সাঙ্কর্য্য।

প্রতীক—অবলম্বনস্বরূপ প্রতিমা, সদৃশ ইত্যাদি।

চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম—বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ

মন এই চারিটি ব্রহ্মের পাদ বা অংশ।
চিদেকরস—একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ।
চোদনা—প্রেরণা, বিধিসূচক বাক্য।
সব—যজ্ঞ।
উদ্গীথ—উচ্চৈঃস্বরে গান বা স্তববিশেষ।
আধ্যান—চিন্তা, উপাসনা।
অনুবাদ—পশ্চাদুক্তি, উক্তির প্রতিধ্বনি।
উপনিষদ্—রহস্য অর্থাৎ কোন শাস্ত্রবিশেষে প্রযোজ্য নাম, যাহা সেই শাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না। তত্ত্বজ্ঞান, যাহা দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব বোধ হয়। ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক বেদের শিরোভাগরূপ বেদান্তশাস্ত্র।
সম্ভূতি—শক্তিবিশেষ। সঞ্চয়।
ত্রিসবন—ত্রৈকালিক স্নান। ত্রিকাল।
নিরঞ্জন—নিরুপাধি, বিশুদ্ধ।
উপায়ন—জ্ঞানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পাপপুণ্যের গ্রহণ।
উপসৎ—অঙ্গযাগবিশেষ। জমদগ্নিকৃত চতুরাত্র নামক যজ্ঞ। সেবা। সঙ্গ, প্রতিপাদন।
পুরোডাশ—চরুবিশেষ। হোমীয় দ্রব্যবিশেষ, যজ্ঞীয় পিষ্টকবিশেষ। হবিঃ।
অধ্বর্য্যু—ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। হোমকারী ঋত্বিক্।
ঋতপানকারী—কর্ম্মফলভোক্তা।
আমনন—একাগ্রচিত্তে ধ্যান।
ব্যতীহার—পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণভাব। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াসম্পাদন।
জুহূ—আহুতি দিবার পত্রময় হাতাবিশেষ। পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।
প্রস্তোতা—স্তবকর্ত্তা।
একাদশ কপাল পুরোডাশ—একাদশটি পাত্রে পক্বপিষ্টকবিশেষ।
চিত্যাগ্নি—যজ্ঞের নিমিত্ত যে অগ্নি সংগৃহীত হয়।
লোকায়তিক — চার্ব্বাক-মতাবলম্বী, নাস্তিক, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই —এইরূপ মতবাদী।
সমাহার—উচ্চারণদোষে উদ্গীথ দূষিত হইলে সেই দোষ সংশোধনের নিমিত্ত স্তোত্রপাঠপূর্ব্বক দোষের নির্দ্দোষতাসম্পাদন।
ব্রহ্মা—যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত প্রধান পুরোহিতবিশেষ।
সমাবর্ত্তন—গুরুগৃহে সাঙ্গবেদ সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রমে আগমনের পূর্ব্বে সম্পাদনীয় সংস্কারবিশেষ।
ঊর্দ্ধরেতাঃ—সন্ন্যাসাশ্রম।
ধর্ম্মস্কন্ধত্রয়—দান, অধ্যয়ন, তপস্যা—ধর্ম্মের এই তিনটি প্রথম স্কন্ধ। গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বিতীয় স্কন্ধ, বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয় স্কন্ধ।
পারিপ্লব—অশ্বমেধযজ্ঞে পুরোহিতের

নিকট রাজার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকাশ্রবণ।

অগ্নীন্ধন—অগ্নিস্থাপন।

কুল্মাষ—ছোলাসিদ্ধ, ছোলার ভুঁসি অথবা খারাপ মাষকলায়।

বিধুর—অনাশ্রমী, যাহাদিগের কোন আশ্রমই নাই, সর্ব্বাশ্রমবহির্ভূত মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়।

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী—নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী। গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি।

কৈবল্যাশ্রম — মুক্তিলাভোপযোগী আশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম।

বিদ্যা—উপাসনা, জ্ঞান।

প্রত্যয়—জ্ঞান।

আবর্ত্তন—অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ আলোচনা।

লিঙ্গ—স্মৃতি। চিহ্ন।

ঈষিকা—শরতৃণ।

উৎক্রমণ—দেহ হইতে আত্মার বহির্গমন।

উপসংখ্যান—অধ্যাহার। উহ্য।

আসৃতি—সংসরণ, প্রয়াণ, গমন।

ষোড়শ কলা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চমহাভূত এই ষোলটি পুরুষাশ্রিত কলা।

ওক—আবাসস্থান।

আবৃত্তি—পুনরাগমন।

অনাবৃত্তি—পুনরায় না আসা।

দক্ষিণায়ন—শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস।

উত্তরায়ণ—মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস।

আতিবাহিক—উৎক্রান্ত জীবকে যাঁহারা বহন করিয়া বা পথ দেখাইয়া লইয়া যান।

কার্য্যব্রহ্ম—পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা।

তৎক্রতুন্যায়—যে উপাসক যাহা ধ্যান বা চিন্তা করেন, তিনি তদ্রূপ লাভ করেন, এই ন্যায়।

সাধ্য—কোন কার্য্যবিশেষ দ্বারা সাধনোপযোগী। আগন্তুক।

একরস—সৈন্ধব লবণ যেমন একমাত্র লবণরসে পূর্ণ, তদ্রূপ কেবলমাত্র পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ।

স্বরাট্—স্বাধীন।

শুক্র—শুভ্র, বিশুদ্ধ।

স্বাপ্যয়—সুষুপ্ত।

সম্পত্তি—কৈবল্য। মৃত্যু।

ত্রেতাগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, মিলিত এই অগ্নিত্রয়।

জ্যোতিষ্টোম—ষোড়শ ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

উৎসর্গবিধি—সামান্যবিধি।

অপবাদবিধি—বিশেষবিধি।

বেদান্ত-দর্শনম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

সূত্রার্থ ।—অথ—অনন্তর, অতঃ—এই জন্যই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জ্ঞানলাভের হেতুভূত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক আমুষ্মিক ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়বিষয়ে সিদ্ধিলাভের অনন্তর অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফলে স্বর্গলাভাদি অল্পকালস্থায়ী, পক্ষান্তরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমপুরুষার্থ লাভ করেন ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি থাকা হেতুক বিচারোৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য । শাস্ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানাদিজন্য স্বর্গাদিফলভোগের অল্পকালস্থায়িত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমপুরুষার্থ লাভ করেন ইত্যাদি বলা হইয়াছে, এজন্য সাধনচতুষ্টয়-বিষয়ে সিদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়, সুতরাং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উচিত ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্মফল অল্পকালস্থায়ী, অনিত্য, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অনন্তকালস্থায়ী, অক্ষয় ইত্যাদি জ্ঞান হওয়ার পর কেবল কর্ম্মফলের

অল্পকাল-স্থায়িত্বাদিদোষ বশতঃ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্তকালস্থায়িত্বাদিগুণ-বশতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা অবশ্যম্ভাবিনী। এ স্থলে ব্রহ্মশব্দে নিখিল-দোষবিবর্জ্জিত, অসীম, আতিশয্যাদিবিবর্জ্জিত অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শিত্ব, অনন্তকল্যাণকর গুণসমূহসম্পন্ন পুরুষোত্তম সর্ব্বেশ্বরকে বুঝাইবে। ত্রিতাপসম্পন্ন ব্যক্তি মুক্তিলাভের নিমিত্ত তাঁহাকেই জানিবার ইচ্ছা করিবে ॥ ১ ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ ।—যতঃ—যাঁহা হইতে, অস্য—এই জগতের, জন্মাদি—উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে জানা উচিত, ইহা বলা হইয়াছে, ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষকার বলিতেছেন—ব্রহ্মের আবার লক্ষণ কি? অর্থাৎ যাহার লক্ষণই নাই, তাহাকে কি করিয়া জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে অভিব্যক্ত, বহু কর্ত্তা-ভোক্তার দ্বারা সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত দেশ, কাল, নিমিত্ত, ক্রিয়া ও ফলের আশ্রয়স্বরূপ, যাঁহার রচনাকৌশল মনের ও ধারণার অতীত, যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ হইতে এই জগতের জন্ম-স্থিতি-বিনাশ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—এ স্থানে প্রশ্ন এই যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম কি প্রকার? এই সন্দেহ-দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে। অত্যুৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন, সত্যসঙ্কল্প, কল্যাণময়, জ্ঞানানন্দাদি অশেষগুণের আকর, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকারুণিক, সর্ব্ব-লোকেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ যে পরমপুরুষ হইতে চিন্তারও অগোচর, বিবিধ

বৈচিত্র্যপূর্ণ, নির্দ্দিষ্টভাবে দেশ কাল ও ফলভোগসম্পন্ন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জীবসংযুক্ত এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বিশ্বের, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম ও সেই ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য ॥ ২ ॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—শাস্ত্রস্য—শাস্ত্রসমূহের, যোনিত্বাৎ—উৎপত্তিকারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অথবা ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়ে শাস্ত্র-সমূহই কারণ অর্থাৎ প্রমাণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মই জগতের কারণ, এইরূপ বলায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, ঐ স্বীকারোক্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—যাঁহা হইতে বিবিধ জ্ঞানোপদেশের দ্বারা অতিশয় প্রামাণিক, প্রদীপ যেমন অন্ধকার দূর করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের উদ্বোধক, সর্ব্বজ্ঞসদৃশ মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, কেন না, কারণে যে গুণ নাই, কার্য্যে সে গুণ যখন থাকিতে পারে না, তখন সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য হইতে উক্ত প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্ভব নহে, অতএব ব্রহ্ম যখন ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ, তখন তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ। অথবা উক্তরূপ গুণসম্পন্ন ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদিকারণ বিষয়ে প্রমাণ হেতুক অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্রসমূহই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের জন্মাদিকারণস্বরূপ ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জগতের জন্মাদি-কারণ পুরুষোত্তম ভগবান্ বেদান্তশাস্ত্র দ্বারাই বেদ্য, এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, যে হেতু তিনি অনুমানগম্যমাত্র, বাক্যের বিষয়ীভূত নন, এই আশঙ্কা করিয়াই বর্ণিত হইতেছে। সেই ভগবান্ পরমপুরুষ

শাস্ত্রযোনি, অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়; অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে বোধগম্য করিতে কদাচ সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৩ ॥

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ—সমন্বয়াৎ—বেদান্তশাস্ত্রের সহিত সম্যক্ সম্বন্ধ থাকা হেতুক, তু—নিশ্চয়ই, তৎ—ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মের শাস্ত্র-যোনিত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতে-ছেন—তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থক, অর্থাৎ নিশ্চয়ই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারাও ইহা নিশ্চয়রূপে প্রতীত হয় যে, সর্ব্বজ্ঞ, বেদান্তের প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্মই সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের মূল কারণ ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদিও ব্রহ্ম প্রমাণ-বিশেষের দ্বারা অজ্ঞেয়, তথাপি শাস্ত্রবাক্যসমূহ স্বয়ংই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে পারে না, যে হেতু, ঐ সমস্ত বাক্যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই বুঝায় না, অতএব ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রের কোন তাৎপর্য্যই নাই, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তু শব্দ সন্দেহনিরসনার্থে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, পরমপুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, অতএব শাস্ত্রবাক্যের সহিত সম্যক্‌রূপ সঙ্গতি থাকায় ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রামাণ্য নিশ্চয়ই সম্ভব ॥ ৪ ॥

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—ঈক্ষতেঃ—ঈক্ষধাতুর প্রয়োগ থাকায়, অশব্দং—শব্দের দ্বারা অপ্রতিপন্ন, ন—প্রধান প্রকৃতি জগৎকারণ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারেন না, যে হেতু তিনি একক, অসহায়; সহায়সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃতি গুণ-ত্রয়াত্মিকা, কালান্তরে বিভিন্নরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, মৃত্তিকাদি যেরূপ রূপান্তরিত হইয়া ঘটাদির কারণ হয়, প্রকৃতিও তদ্রূপ জগতের কারণ হয়, অতএব প্রকৃতিরই জগৎকারণতা যুক্তিযুক্ত, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—যিনি দ্রষ্টা, তিনিই স্রষ্টা, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায়, অশব্দ অর্থাৎ শ্রুতিতে অনুক্ত সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না, কেন না, তাহা অশব্দ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। যিনি জগৎকারণ, তিনিই দ্রষ্টা, এইরূপ শুনা যায় অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধি সহকারে বিবেচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, জড় প্রকৃতির বিবেচনাশক্তি নাই, অত এব সে জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যের প্রতিপাদ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, বেদান্তে এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা জগৎকারণবাচক ঐ সমস্ত বাক্য ব্রহ্মার্থে প্রয়োগ না করিয়া অনুমানগম্য প্রকৃতি প্রভৃতিতে প্রয়োগ করেন, তাঁহাদের বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন— শব্দ যাহাতে প্রমাণ নাই অর্থাৎ বেদবাক্যের দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় না, তাহাই অশব্দ বা আনুমানিক প্রধান। "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব" এই শ্রুতিতে ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়, এই ঈক্ষ ধাতু সংশব্দবাচ্য বা নিত্যপদার্থবিষয়ে ব্যাপারবিশেষের বোধক, ঐ ঈক্ষণ বা আলোচনা ক্রিয়ার সম্বন্ধ অচেতন প্রধানে প্রযোজ্য হইতে পারে না, এই ঈক্ষ ধাতুর

প্রয়োগহেতুকই, অশব্দ বা আনুমানিক প্রধান, জগৎকারণবাচক বাক্য-সমূহের লক্ষ্য হইতে পারে না, অতএব উক্ত প্রকার ঈক্ষণক্ষম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমই সৎশব্দের অর্থ, প্রকৃতি নহে ॥ ৫ ॥

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—চেৎ—যদি বল, গৌণঃ—অপ্রধান, অচেতন প্রধানে ঈক্ষিতা শব্দের প্রয়োগ ঔপচারিক, ন—না, তাহা বলিতে পার না, আত্মশব্দাৎ—আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন, সেই জল ঈক্ষণ করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজ জল ইহাদেরও চেতনের ন্যায় ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব গৌণভাবে প্রযুক্ত আছে দেখা যায়, এ স্থলেও সেইরূপ অচেতন প্রধানেরও ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব গৌণ বা ঔপচারিক, অতএব অচেতন প্রধানই জগৎকারণবোধক সৎশব্দের অভিধেয় হউক, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন—যদি বল, গৌণ বা অচেতন প্রধানই সৎশব্দের বাচ্য অর্থাৎ প্রধান অর্থেই সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব জল ও তেজের ন্যায় ঔপচারিক অর্থাৎ অপ্রধানার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে; তদুত্তরে বলিব, বাদিগণের এ উক্তি অসঙ্গত, কারণ, আত্মশব্দ থাকায় অচেতন প্রধানের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না, অচেতন পদার্থের আত্মা নাই, তাহাতে আত্মশব্দের প্রয়োগও হইতে পারে না। "নদীকূল পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে" এ স্থানে অচেতন নদী-কূলের ইচ্ছা যেমন গৌণার্থে প্রযুক্ত, মুখ্যার্থে নহে, সেইরূপ জড়পদার্থ তেজ ও জলেরও ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব মুখ্য নহে, গৌণ, মুখ্যার্থের দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি না হইলে গৌণার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে মুখ্যার্থ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হওয়ায় আত্মবিশেষণবিশিষ্ট সৎ বা ব্রহ্মেরই ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব, প্রধানের নহে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন, সেই জল ঈক্ষণ করিলেন," এ স্থলে ঈক্ষণকর্তৃত্ব যেরূপ গৌণ, সেইরূপ এই গৌণ ঈক্ষণের সহিত সেই প্রকরণেই পঠিত সতেরও ঈক্ষণ চেতনগত মুখ্য ঈক্ষণ নহে, পরন্তু অচেতন প্রধানগত গৌণ ঈক্ষণ, অচেতনেও চেতনধর্ম্মের আরোপ হয়, যেমন "ধান্যসমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে" 'বর্ষণের দ্বারা বীজসমূহ হৃষ্ট হইয়াছিল" ইত্যাদি। অতএব এ স্থলেও গৌণ ঈক্ষণ, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণার্থ বলিতেছেন—তুমি যে বলিলে, গৌণ ঈক্ষণের সাহচর্য্যহেতুক সতের ও ঈক্ষণব্যপদেশ অর্থাৎ সৎপদ-বাচ্য জগৎকারণের ঈক্ষণও গৌণ, জগৎকারণের সৃষ্টবস্তুরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বাবস্থা বা প্রাথমিক উদ্যম, ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই "তিনি ঈক্ষণ করিলেন" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তোমার এ কথা সঙ্গত নহে, যে হেতু "এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা" এই সমস্ত বাক্যে যাঁহাকে সৎ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আত্মশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ঈক্ষণকর্তৃত্ব সৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মেরই, প্রধানের নহে ॥ ৬ ॥

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—তৎ—তাহাতে অর্থাৎ আত্মাতে, নিষ্ঠস্য—নিষ্ঠা-সম্পন্ন অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির, মোক্ষোপদেশাৎ—মোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশ হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিতেও আত্মশব্দ প্রযুক্ত হয়, যেমন রাজার সর্ব্ববিধ কর্ম্মসম্পাদনকারী ভৃত্যকেও "এ ব্যক্তি আমার আত্মা" এইরূপ বলা যায়, সেইরূপ আত্মার ভোগমোক্ষাদি সর্ব্ববিধ কর্ম্মসম্পাদনকারিণী প্রকৃতিকেও

আত্মা বলা যাইতে পারে। অথবা আত্মশব্দ চেতন অচেতন উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়, যেমন ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা, অতএব কেবল আত্মশব্দের দ্বারাই ঈক্ষণের মুখ্যতা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই মুক্ত হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুমুক্ষু শ্বেতকেতুকে, "তিনিই তুমি" এই শ্রুতিতে "সৎ পদার্থই আত্মা" তাঁহাকেই অনুসন্ধান কর অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা কর, এইরূপ উপদেশ দিয়া বলা হইয়াছে—"মুমুক্ষু ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত দেহত্যাগ না হয়, সেই পর্য্যন্তই মুক্তি-লাভে বিলম্ব, দেহত্যাগের পরই ব্রহ্মসম্পন্ন বা মুক্ত হয়"। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, সৎ শব্দে যদি প্রধানকেই লক্ষ্য করা হইত, তাহা হইলে অচেতন প্রধানকে আত্মারূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া সুকোমলমতি শ্বেতকেতুর অনিষ্টই করা হইত, কেন না, ছান্দোগ্যে উক্ত আছে, "পুরুষ ইহলোকে যেরূপ অনুষ্ঠান করে, পরলোকে গিয়াও সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয়"। অতএব অচেতন প্রধানে নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনত্বই প্রাপ্তি হয়। সৎপদবাচ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরই মোক্ষোপদেশ হেতুক সৎশব্দের প্রধান অর্থ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—হেয়ত্বাবচনাচ্চ—হেয়ত্বের অবচনহেতুকও, অর্থাৎ পরিত্যাগযোগ্য এরূপ উক্তি না থাকায়ও প্রধান বা অচেতন প্রকৃতি সৎশব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ প্রধানই যদি সৎশব্দের বাচ্য হইত এবং

"তৎ ত্বমসি" এই বাক্যের দ্বারা অচেতন প্রধানকেই যদি চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলা যাইত, তাহা হইলে সেই উপদেশের দ্বারা শ্বেতকেতু অনাত্মজ্ঞই থাকিতেন, আরও, যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইতে হইলে তাহার নিকটস্থ অন্য বড় নক্ষত্র দেখাইয়া ক্রমশঃ এটা নহে, তাহার পরেরটা দেখ, তাহার পরেরটা দেখ, এইরূপে ২।১টিকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক প্রকৃত অরুন্ধতীকে দেখান হন, সেইরূপ এ স্থলে "ইহা আত্মা নহে" "ইহাই আত্মা" এরূপ বলেন নাই অর্থাৎ গৌণ আত্মার উপদেশ করেন নাই, একেবারেই মুখ্য আত্মার বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব প্রধান সৎশব্দবাচ্য নহে, জগৎকারণও নহে ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধানই যদি জগৎ-কারণ সৎশব্দের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে মুমুক্ষু শ্বেতকেতুর প্রধানকেই আত্মা বলিয়া স্থির করা মোক্ষবিরোধী হইত, অতএব সেরূপ স্থিরীকরণ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগযোগ্য বলিয়াই উপদেশ থাকিত, কিন্তু সেরূপ ত বলা হয়ই নাই, পরন্তু "তিনিই তুমি" এইরূপ উপদেশ থাকায়ও প্রধান সৎপদবাচ্য নহে ॥ ৮ ।

স্বাপ্যযাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—স্ব—আপনাতেই, অপ্যযাৎ—লয় হওয়া হেতুকও প্রধান সৎপদবাচ্য হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সুষুপ্তিকালে পুরুষের "স্বপিতি" এই নাম হয় এবং তিনি সতের সহিত সম্পন্ন হন অর্থাৎ একীভূত হন ; যে হেতু, তিনি স্ব অর্থাৎ স্বরূপে অপীত অর্থাৎ লীন হন, এই জন্যই তৎকালে তাঁহাকে "স্বপিতি" বলে। এ স্থলে স্ব শব্দের অর্থ আত্মা, সুষুপ্তিকালে জীব আত্মাতেই অপীত অপিগত অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়,

অতএব সংশব্দপ্রতিপাদ্য জগৎকারণ বলিতে আত্মাকেই বুঝায়, অচেতন প্রধানকে বুঝায় না ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই সংপদবাচ্য জগৎকারণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"হে সৌম্য। স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্বপ্নকালীন জীবের অবস্থা আমার নিকট শোন ; যখন পুরুষ সুষুপ্ত হয়, তখন সে সতের সহিত সংযুক্ত হয় , স্বকে অর্থাৎ স্বরূপকে, অপীত প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই অর্থাৎ স্বকে অপীত হয় বলিয়াই "স্বপিতি" বলা হয়। সুষুপ্ত জীব সতের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রাপ্ত বা স্ব কি না পরমাত্মায় প্রলীন হয়।" প্রলয় শব্দে স্বকারণে লয়কে বুঝায়. অচেতন প্রধান চেতন জীবের কারণ হইতে পারে না, স্বকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীব সুষুপ্তি-কালে আত্মাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আত্মাতেই বিলীন হয় ; অতএব স্বাপ্যয়াৎ অর্থাৎ স্বস্বরূপ পরমাত্মাতেই বিলীন হন, এইরূপ উক্তি থাকায় প্রধান জগৎকারণ সংশব্দের লক্ষ্য হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—গতি—অবগতি অর্থাৎ কারণজ্ঞানের, সামান্যাৎ—সমানতা হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তর্কশাস্ত্রের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্নরূপ জগৎকারণ উল্লেখ নাই, তর্কশাস্ত্রে কোন স্থানে ব্রহ্মকে, কোন স্থানে অচেতন প্রধানকে, কোন স্থানে বা অচেতন পরমাণুকে জগৎকারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের কোন-স্থানেই সেরূপ উল্লেখ নাই। সর্ব্ববেদান্তবাক্যেই একমাত্র চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে, অতএব কারণাবগতির ঐক্যতা হেতুক একমাত্র চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধানও নয়, পরমাণুও নয় ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অগ্রে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল, অন্য কিছুই দৃষ্ট হইত না, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এই লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন, সেই এই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল" ইত্যাদি সৃষ্টিবোধক বাক্যসমূহের গতি বা প্রবৃত্তি অর্থাৎ অর্থবোধের সমানার্থতা হেতুক অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত বাক্যেই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই জগৎকারণ, এই বাক্যের ঐক্য থাকায় সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান কারণ হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুতত্বাচ্চ—শ্রবণহেতুকও অর্থাৎ "আত্মা হইতেই প্রাণ" "আত্মা হইতেই আকাশ" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে আত্মারই জগৎকারণত্ব শ্রুত হওয়া হেতুক ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা —আত্মা বা চেতনবাচক স্বশব্দের প্রয়োগ থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এইরূপ উল্লেখের পর "তিনিই কারণ, তিনিই জীবগণের অধিপতি, তাঁহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই" এইরূপ উক্তি শ্রুত হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, অচেতন প্রধান বা পরমাণ্বাদি নহে ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য ইত্যাদি উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে যে, সৎ-শব্দের লক্ষ্যীভূত পদার্থই অর্থাৎ সৎপদার্থই আত্মরূপে নাম ও রূপের প্রকাশক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের আধার, সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার কেহ প্রভু নাই, তাঁহার কোন শাসক

নাই, তাঁহার কোন লক্ষণ নাই, তাঁহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই, একমাত্র নারায়ণই জাগতিক পদার্থসমূহের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। নিষ্পাপ, লোকাতীত, জ্যোতির্ম্ময় একমাত্র এই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। এই সমস্ত উক্তি শ্রবণহেতুকও সাংখ্যোক্ত প্রধান যে জগৎকারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না, অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন পুরুষোত্তম নারায়ণই নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জিজ্ঞাস্য, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—আনন্দময়ঃ—পূর্ণানন্দস্বরূপ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়, অভ্যাসাৎ—অভ্যাসহেতু অর্থাৎ শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎকার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষচতুষ্টয় উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, তাহার অভ্যন্তরে মনোময়, তাহার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ এইরূপ বলিয়া পরেই বলিয়াছেন, এই বিজ্ঞানময় কোষের অন্তরে অথচ বিজ্ঞানময় কোষ হইতে ভিন্ন আনন্দময় আত্মা বিদ্যমান। অতএব ব্রহ্ম বা পরমাত্মবিষয়ে আনন্দময় শব্দের পুনঃপুনঃ উক্তি-হেতুক তৈত্তিরীয়োক্ত আনন্দময়, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ নহেন ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎকার "সেই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসেরই পরিণাম, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে আনন্দময় আত্মা অন্তর অর্থাৎ পৃথক্ ও সূক্ষ্ম"। এ স্থানে সন্দেহ এই যে,—এই আনন্দময় কি বদ্ধমোক্ষভাগী

জীবশব্দবাচ্য প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে পৃথক্ পরমাত্মা? অথবা জীবাত্মা? কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত? এ স্থানে জীবাত্মাই সঙ্গত, কেন না, "এই শরীরই তাঁহার আত্মা" এই শ্রুতিতে আনন্দময়ের শারীর অর্থাৎ শরীরধারিত্ববিষয় শ্রুত হইতেছে, জীবাত্মাই শারীর অর্থাৎ শরীরধারী, অতএব এই আনন্দময় আত্মা জীবাত্মা হওয়াই সঙ্গত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, আনন্দময় শব্দ এ স্থানে পরমাত্মারই বোধক, জীবাত্মার নহে, কেন না, "প্রজাপতির যে শত আনন্দ, তাহা এই ব্রহ্মের একটি আনন্দ" "সেই এই আনন্দের মীমাংসা" "বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে আনন্দময় আত্মা পৃথক্" এই সমস্ত শ্রুতিতে পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ আনন্দময় শব্দের উল্লেখ থাকায় পরমাত্মাই আনন্দময়, প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা নহে ॥ ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ ;—বিকারশব্দাৎ—ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে প্রযুক্ত হয়, ময়ট্‌প্রত্যয়ান্ত আনন্দময় শব্দে আনন্দবিকার বুঝায়, ন—অতএব আনন্দময় শব্দের বাচ্য পরমাত্মা হইতে পারেন না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহার উত্তর এ স্থানে বিকারার্থ নহে, প্রাচুর্য্যাৎ—এ স্থানে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—কেহ এইরূপ বলেন যে, আনন্দময় শব্দে পরমাত্মাকে বলা সঙ্গত নহে, কেন না, আনন্দময় শব্দের ময়ট্-প্রত্যয় বিকারবাচক, বিকার অর্থেই ময়ট্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, অতএব অন্নময়াদি শব্দের ন্যায় আনন্দময় শব্দও সবিকার জীবাত্মবোধক হওয়াই সঙ্গত, নির্ব্বিকার ব্রহ্মবোধক নহে, এই আশঙ্কা নিরসনার্থ বলিতেছেন

যে, না, তাহা নহে, প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্‌প্রত্যয় হয়, যেমন অন্নময় যজ্ঞ অর্থাৎ প্রভূতান্নবিশিষ্ট যজ্ঞ। এ স্থানে আনন্দময়ের ময়ট্‌প্রত্যয় প্রচুরার্থে, আনন্দময় শব্দে প্রচুরানন্দ বা পূর্ণানন্দ ব্রহ্মই বুঝায় ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—আনন্দময় শব্দ জীব ভিন্ন পরমাত্মবাচক নহে, কেন না, ময়ট্‌প্রত্যয় বিকারার্থে প্রযুক্ত হয়, আনন্দময়ও ময়ট্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব আনন্দময় আনন্দবিকার, বিকার জীবাত্মাতেই থাকিতে পারে,পরমাত্মাতে নহে,এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে যে হেতু, পরব্রহ্মে আনন্দপ্রাচুর্য্যই তাহার কারণ, প্রচুরার্থেও ময়ট্‌প্রত্যয় হয়। পরব্রহ্মে আনন্দের বিষয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "উত্তরোত্তর শত শত গুণে বর্দ্ধিত"। সেই ক্রমবর্দ্ধনশীল আনন্দ জীবে অসম্ভব হেতুকই উহা ব্রহ্মাশ্রিত, ইহাই নিশ্চিত, কারণ, সেই ব্রহ্মে বিকার থাকা অসম্ভব এবং প্রচুরার্থেও ময়ট্‌প্রত্যয়ের বিধি আছে, অতএব আনন্দময় শব্দে প্রচুরানন্দ পরব্রহ্ম, ইহাই নিশ্চিত। বিকারার্থক ময়ট্‌প্রত্যয় করিলে এখানে অর্থসঙ্গতি হয় না ॥ ১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ ;—তদ্ধেতু—তাহার অর্থাৎ আনন্দের কারণরূপে, ব্যপদেশাচ্চ—নির্দ্দেশ হেতুক ও ব্রহ্মই আনন্দময়, জীব আনন্দময় নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—শ্রুতিতে ব্রহ্মই আনন্দের কারণ, এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—"এই ব্রহ্মই আনন্দ দান করেন"। অতএব এ স্থানে প্রাচুর্য্যার্থেই ময়ট্‌প্রত্যয় হওয়ায় আনন্দময় বলিতে পরমব্রহ্মকেই বুঝায়, কেন না, স্বয়ং প্রচুরানন্দ না হইলে

অন্যকে আনন্দ দান করিতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্ত—যে ব্যক্তি দরিদ্রকে ধনদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রচুর ধনসম্পন্ন, প্রচুর ধন না থাকিলে অন্যকে ধনী করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—"এই আকাশ অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি আনন্দময় না হইতেন, তাহা হইলে কেই বা চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণ ধারণ করিত?" "ইনিই আনন্দদান করেন" এই সমস্ত শ্রুতিতে "ইনিই জীবকে আনন্দিত করেন" এইরূপ উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মই জীবের আনন্দহেতু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহাকে আনন্দ দান করিতে হইবে, সেই আনন্দয়িতব্য জীব হইতে আনন্দদাতা এই আনন্দময় পরমাত্মা ভিন্নপদার্থ, ইহাই স্থির ॥ ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীযতে ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ ঃ—মান্ত্রবর্ণিকমেব চ —মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই, গীয়তে—গীত অর্থাৎ কথিত হইতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—যে হেতু "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" এইরূপ আরম্ভ করিয়া "সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে সত্য জ্ঞান অনন্ত এই বিশেষণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আনন্দময় পরব্রহ্মকেই শ্রুতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণেও সত্য জ্ঞান অনন্ত এই মন্ত্রবর্ণে অভিহিত ব্রহ্মই আনন্দময় শব্দে গীত হইয়াছেন, অতএব আনন্দময় শব্দে জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা বা পরব্রহ্মকেই বুঝায় ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—তৈত্তিরীয়ে "সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম" এই মন্ত্রবর্ণে উক্ত ব্রহ্মই আনন্দময়, এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম, কেন না, "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম

বস্তুকে প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিতে পরমব্রহ্মই জীবের প্রাপ্য বা উপাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, অতএব উপাসক জীব হইতে উপাস্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই পৃথক্, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ ঃ—অনুপপত্তেঃ—অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হেতুক, ইতরঃ—অন্য অর্থাৎ জীবও, ন—নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—শ্রুতি ঈশ্বর ভিন্ন সংসারী জীবকে আনন্দময় বলেন নাই, যে হেতু, আনন্দময়কে জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্ম এইরূপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"তিনি কামনা বা ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন" ইহা দ্বারা ইহাই বিবেচিত হয় যে, শরীরাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অভিধ্যান অর্থাৎ "আমি বহু হইব" ইত্যাদি চিন্তা করা ও স্রষ্টা ব্যতীত সর্ব্ববিধ বিকার সৃষ্টি করা একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্যের অর্থাৎ সংসারী জীবের পক্ষে সম্ভব নহে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—যদিও উপাসক জীব হইতে উপাস্য ব্রহ্মের ভেদ থাকা উচিত, তাহা হইলেও মন্ত্রবর্ণিত ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, পরন্তু সেই উপাসক জীবেরই সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যালেশবিরহিত, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় শুদ্ধ স্বরূপ, তাহাই "সত্য জ্ঞান" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিশেষভাবে শোধন করা হইয়াছে অর্থাৎ নির্দ্দোষ স্বরূপটি প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অতএব মন্ত্রবর্ণিত ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ নহে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি

হেতুক ইতর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যালেশ-বিবর্জিতাদিগুণসম্পন্ন জীব নামক মুক্তাত্মাও মন্ত্রবর্ণিত নহেন। সেই অসঙ্গতি কি ? তাহাই দেখাইতেছেন—উক্তরূপ মুক্তাত্মারও নিরুপাধিক বিপশ্চিত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞানবত্তা আছে, এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গতই হয় না। বিপশ্চিত্ব শব্দের অর্থ বিবিধপ্রকার দ্রষ্টা চৈতন্য, বিবিধ প্রকার দর্শন করেন বলিয়া চেতনেরই বিপশ্চিত্ব। মুক্তাত্মার বিপশ্চিত্ব সম্ভব হইলেও নিরুপাধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক বিপশ্চিত্ব সম্ভব হয় না, কেন না, সংসারাবস্থায় তাহার অবিপশ্চিৎ ভাবও থাকে অর্থাৎ বিবিধ প্রকার দর্শনশক্তি থাকে না। অতএব মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময় ব্রহ্মই, জীব নহে ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ ঃ—ভেদব্যপদেশাচ্চ—ভেদোল্লেখ হেতুকও আনন্দময়-শব্দে জীবকে বুঝায় না, পরমাত্মা বা ব্রহ্মকেই বুঝায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—যে হেতুক, আনন্দময়াধিকারে "তিনিই রস, এই জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দীভূত হন" এই শ্রুতি জীব এবং আনন্দময়কে ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ হেতুও সংসারী জীব আনন্দময় নহে, পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "সেই এই বিজ্ঞানময় জীব হইতে আনন্দময় আত্মা অন্তর" মন্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মের বোধক এই বাক্য অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় হইতে যেমন আনন্দময়ের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তেমনি জীব হইতেও আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব জীব হইতে ভেদ উল্লেখ থাকায়ও মন্ত্রবর্ণিত এই আনন্দময়, জীব হইতে পৃথক্, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—কামাৎ—ইচ্ছাহেতুক, চ—ও, ইচ্ছাকারিত্ব হেতুকও, অনুমানাপেক্ষা—আনুমানিক প্রধানের অপেক্ষা, ন—নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আনন্দময়াধিকারে "তিনি কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব" এই শ্রুতিতে সেই আনন্দময় ব্রহ্মেরই কামনাকর্তৃত্ব নির্দ্দেশ আছে, অতএব অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত প্রধান আনন্দময় ও জগৎকারণরূপে অপেক্ষিত হইতে বা গণ্য হইতে পারে না॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অবিদ্যার অধীন জীবকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে অনুমানগম্য প্রধানাদি অচিৎ অর্থাৎ জড় পদার্থের সহকারিতা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে, এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিও অবশ্যই জগৎকারণরূপে গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব" এই শ্রুতিতে জড়-সাহায্যনিরপেক্ষ একমাত্র পরব্রহ্মের স্বেচ্ছানুসারেই বিবিধ প্রকার চিদচিদ্বস্তু অর্থাৎ চেতনাচেতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা "জাগতিক যাহা কিছু, এই সমস্তই সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অতএব জগতের সৃষ্টিকর্তা এই আনন্দময় ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিকার্য্যে অনুমানগম্য কোন জড়পদার্থের সাহায্যের প্রয়োজন নাই, ইহা জানা যাইতেছে। জীব প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হয় না, অতএব প্রকৃতি-নিরপেক্ষ আনন্দময়, জীব হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন পদার্থ ॥ ১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—অস্মিন্—আনন্দময় ব্রহ্মে, অস্য চ—এই জীবেরও, তদ্‌যোগং—আনন্দময় আত্মার সহিত সংযোগ বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, শাস্তি—শ্রুতি এইরূপ উপদেশ করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে জীব আনন্দময় প্রকৃত আত্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই জীবের আনন্দময় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়, শাস্ত্রকারগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, এ কারণেও আনন্দময় শব্দে জীব বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না, ব্রহ্মকেই বুঝায়, যে হেতু, জীব ও আনন্দময় এতদুভয়ের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শাস্ত্র এই আনন্দময়ে এই জীবের তদ্‌যোগ অর্থাৎ আনন্দযোগ উপদেশ করিয়াছেন। "তিনিই রস অর্থাৎ আনন্দ, এই জীব সেই রস অর্থাৎ আনন্দ লাভ করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হয়"। রস শব্দের বাচ্য আনন্দময়কে লাভ করিয়াই জীবশব্দবাচ্য আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা আনন্দিত হন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যাহাকে লাভ করিলে আনন্দিত হয়, সে যে সেই-ই অর্থাৎ আনন্দদাতাই আনন্দিত, এইরূপ উভয়েরই অভেদ নির্দ্দেশ উন্মত্ত ভিন্ন কে বলিবে? অতএব এ কারণেও জীবকে আনন্দময় বলা যায় না ॥ ১৯ ॥

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—অন্তঃ—অভ্যন্তরে অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমধ্যে, তস্য—সেই পরমাত্মার, ধর্ম্মোপদেশাৎ—সর্ব্বাত্মতা-নিষ্পাপত্বাদিলক্ষণসমূহের নির্দ্দেশ হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে—অন্তঃ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলমধ্যে স্বর্ণবর্ণশ্মশ্রু স্বর্ণবর্ণকেশবিশিষ্ট, এমন কি, নখাগ্র হইতে সমস্তই স্বর্ণবর্ণ যে স্বর্ণময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বানরপুচ্ছাধোভাগ অর্থাৎ বানরের গুহ্যদ্বারের ন্যায় রক্তবর্ণ পদ্মসদৃশ অথবা সূর্য্যের দ্বারা বিকশিত পদ্মসদৃশ। তাঁহার নাম উৎ, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে উন্মুক্ত, যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনিও সর্ব্বপাপ হইতে উৎ অর্থাৎ উন্মুক্ত হন, ইহা অধিদৈবত বা আদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থ দেবতাকে অধিকার করিয়া অধিদৈব উপাসনা বলা হইল। এক্ষণে অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ দেবতাকে অধিকার করিয়া অধ্যাত্ম উপাসনা বলা যাইতেছে—যে এই পুরুষ অক্ষিমণ্ডলমধ্যে দৃষ্ট হন, তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, অন্য কেহ নহেন, যে হেতু, শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট অপহতপাপত্ব সর্ব্বকারণত্ব সর্ব্বাত্মত্বাদি পরমাত্মার ধর্ম্মসমূহও এই আদিত্যমণ্ডল ও অক্ষিমণ্ডলমধ্যস্থ পুরুষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ইনিই পরমাত্মা, জীব বা প্রধান নহে॥২০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদিও অল্পপুণ্যবিশিষ্ট জীবগণের পক্ষে ইচ্ছাবশতঃ জগৎসৃষ্টি, পরিপূর্ণ আনন্দসংযোগ, ভয় অভয় উভয়েরই কারণতা ইত্যাদি সম্ভব হয় না, তাহা হইলেও মহাপুণ্যবান্ সূর্য্য ইন্দ্র প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে তাহা অসম্ভব নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল ও চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি জীব হইতে পৃথক্, অর্থাৎ জীব নন, পরমাত্মা, কেন না, সেই পুরুষে পরমাত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণসমূহ কথিত হইয়াছে, পরমাত্মার যে লক্ষণ, সেই পুরুষেও সেই সমস্ত লক্ষণ থাকায় তিনি পরমাত্মাই, জীব নহেন। এক্ষণে পরমাত্মার ধর্ম্ম কি? তাহাই দেখাইতেছেন—"সেই এই পুরুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত অর্থাৎ নিষ্পাপ, কর্ম্মহীন অর্থাৎ

কোন প্রকার কর্ম্মের বশীভূত নন, জীব সৎকর্ম্মজন্য সুখ ও অসৎকর্ম্ম-জন্য দুঃখভোগ করে বলিয়া কর্ম্মের বশীভূত। অতএব কর্ম্মহীনতা জীব হইতে পৃথক্ পরমাত্মারই ধর্ম্ম। আরও সর্ব্বলোকের আধিপত্য, কামেশত্ব অর্থাৎ কামনার আধিপত্য বা কামনাকে জয়, সঙ্কল্পের সত্যতা বা দৃঢ়তা, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মতা ইত্যাদি পরমাত্মারই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জীবে এ সমস্ত ধর্ম্ম অসম্ভব। ছান্দোগ্যেও উক্ত আছে, "এই আত্মা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, জরা, মৃত্যু ও শোকরহিত, ক্ষুৎপিপাসার বশীভূত নহেন, দৃঢ়সঙ্কল্প ও অব্যর্থ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না"। অন্যত্রও আছে—"এই নারায়ণ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ ও লোকাতীত" এই সমস্ত শ্রুতিতে উক্ত সত্যসঙ্কল্পত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিযোগ, স্বাভাবিক ভয় ও অভয়ের হেতুতা, বাক্য ও মনের অগোচরত্ব, অসীম, অত্যন্ত আনন্দসম্বন্ধাদি ধর্ম্মসমূহ কর্ম্মদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, উহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই স্বাভাবিক ধর্ম্মসমূহ কর্ম্মাধীন জীবে সম্ভবই হইতে পারে না। আরও দেহসম্বন্ধপ্রতীতিনিবন্ধন পরমাত্মাও জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহা বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত, কেন না, "আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় তমোহারক অপ্রাকৃত দিব্যদেহধারী পুরুষ বলিয়া জ্ঞাত আছি" ইত্যাদি পুরুষসূক্তাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহের উল্লেখ আছে। অতএব আদিত্যমণ্ডল ও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ আদিত্যাদি জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মাই ॥ ২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—ভেদব্যপদেশাৎ—ভেদ উল্লেখ হেতুক, চ—ও, অন্যঃ—পৃথক্, জীব হইতে পরমাত্মা পৃথক্।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আদিত্যাদি শরীরাভিমানী জীব হইতে অন্তর্যামী পরমেশ্বর পৃথক্। শ্রুতিবিশেষে, "যিনি আদিত্যে বিদ্যমান থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্যও যাঁহাকে জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া আদিত্যকে নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তিনিই পরমাত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিতেই "আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্য যাঁহাকে জানেন না" এই ভেদোক্তি দ্বারাই আদিত্য হইতে অন্তর্যামী পরমাত্মা পৃথক্, ইহা স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ২১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যিনি আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও আদিত্য হইতে পৃথক্, আদিত্য যাঁহাকে জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে নিয়মিত করিতেছেন, যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মাও যাঁহাকে জানেন না, তিনিই সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, দিব্য, অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও আদিত্যাদি জীব হইতে এই পরমাত্মার পার্থক্য নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মাদি জীবসমূহ হইতে পরমাত্মা পৃথক্, ইহা সিদ্ধান্ত॥ ২১॥

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ ২২॥

সূত্রার্থ।—আকাশঃ—আকাশশব্দও ব্রহ্মার্থক, তল্লিঙ্গাৎ—তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ থাকা হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "এই লোকের গতি কি?" তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে "আকাশ, এই ভূতসমূহ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে

এবং আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়, এই ভূতসমূহ হইতে আকাশই শ্রেষ্ঠ এবং আকাশই ইহাদের একমাত্র আশ্রয়"। এ স্থানে আকাশ শব্দে পঞ্চভূতের প্রথম ভূত শূন্যাপর নামক আকাশই লক্ষিত হইয়াছে? কি পরমব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছে? এরূপ সংশয় হইতে পারে, কেন না, আকাশ বলিলে লোকে শূন্যাপর নামক আকাশকেই বুঝে, কিন্তু ছান্দোগ্যে উক্ত আকাশ শব্দে ভূতাকাশ না বুঝাইয়া ব্রহ্মকেই বুঝাইবে, কারণ, ঐ উপনিষদে বলা হইয়াছে, "এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতেই উৎপন্ন, আকাশেই লয় হয়" ইত্যাদি। ভূতাকাশ হইতে প্রাণিসমস্ত উৎপন্ন হয় নাই এবং তাহাতে লীনও হয় না, অতএব তল্লিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক লক্ষণ সমূহ থাকায় আকাশ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইবে, ভূতাকাশ নহে ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে এইরূপ উক্তি আছে যে—"এই লোকের গতি কি?" উত্তরে বলা হইয়াছে—"আকাশ, যে হেতু, এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন ও আকাশেই লীন হয়, এই সমস্ত ভূত হইতে আকাশই শ্রেষ্ঠ, আকাশই ইহাদের একমাত্র আশ্রয়"। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই আকাশ শব্দ কি লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ? না সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম? কি বুঝিতে হইবে? প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই হওয়া উচিত, কারণ, শব্দোচ্চারণের পর সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ প্রথমেই বোধগম্য হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করা উচিত। আকাশ বলিলে লোকে যখন শূন্য নামক আকাশই বুঝে, তখন প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই হইবে, অতএব প্রসিদ্ধ ভূতাকাশই চরাচরাত্মক প্রাণিসমূহের কারণ, ব্রহ্ম সেই ভূতাকাশ হইতে পৃথক্ নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন, এ-স্থানে প্রসিদ্ধ অচেতন ভূতাকাশ হইতে পৃথক্ পদার্থ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট পরমাত্মাই আকাশশব্দের অর্থ, কেন না, নিখিল জগতের

একমাত্র কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, সকলের একমাত্র আশ্রয়তা ইত্যাদি পরমাত্মার লক্ষণসমূহ ঐ আকাশ শব্দের লক্ষ্যভূত পদার্থে লক্ষিত হইতেছে। নিখিল জগতের কারণতা চেতন পদার্থেই সম্ভব হইতে পারে, অচেতন প্রসিদ্ধ জড়াকাশের পক্ষে তাহা হইতেই পারে না, পরায়ণত্ব অর্থাৎ সকলের একমাত্র আশ্রয়তাধর্ম্মও একমাত্র চেতনের সম্বন্ধেই খাটে, নিকৃষ্ট, সকল পুরুষার্থের বিরোধী অচেতনের পক্ষে খাটেই না; সর্ব্ববিধ মঙ্গলজনক গুণসম্পত্তি থাকায় সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত উৎকৃষ্টতা বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতাও একমাত্র চেতনেই সম্ভব, অচেতনে সম্ভব নহে,এই সমস্ত লক্ষণ একমাত্র ব্রহ্মেই থাকা সম্ভব। আরও শ্রুতি কর্ত্তৃক অসঙ্কুচিত সর্ব্ব শব্দ দ্বারা আকাশ সহ সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারণস্বরূপ আকাশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আকাশপদ দ্বারা যদি আকাশ বুঝায়, তাহা হইলে আকাশের কারণ আকাশ, এই প্রকার অসঙ্গতিদোষ ঘটে। অধিকন্তু এব-শব্দ দ্বারাও হেত্বন্তরের দূরীকরণ হইয়াছে, উহাও ভূতাকাশপক্ষে অসঙ্গত, কেন না, ঘটাদির কারণতা মৃদাদিতেও লক্ষিত হয়। যদি আকাশপদ ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে আর অসঙ্গতিদোষের সম্ভাবনা থাকে না। শক্তিমদ্‌ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। অতএব আকাশপদ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও উহা দ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২২ ॥

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ ;—অতএব—এই ব্রহ্মলক্ষণ থাকা হেতুকই, প্রাণঃ—অর্থাৎ ব্রহ্ম। প্রাণশব্দও ব্রহ্মবোধক, বায়ুবিশেষবাচক নহে।

শাস্ত্রভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—ছান্দোগ্য-উপনিষদের উদ্‌গীথ অর্থাৎ ওঁকারে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সাম গানপূর্ব্বক উপাসনা-প্রকরণে চাক্রায়ণ উষস্তি ঋষি প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হে প্রস্তোতঃ! প্রস্তাবে অর্থাৎ সামগানের অংশবিশেষে যিনি ধ্যেয়রূপে অনুগত হইয়াছেন, তিনি কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—"তাহা প্রাণ, যে হেতু, এই ভূতসমূহ প্রাণেই বিলীন হয়, প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়, সেই এই দেবতা অর্থাৎ প্রাণ প্রস্তাবে অনুগত হইয়াছেন"। এ স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রাণ শব্দে পঞ্চবৃত্তিক বায়ুর অন্যতম প্রাণবায়ু? অথবা ব্রহ্ম? কি বুঝিতে হইবে? প্রাণশব্দ বায়ু অর্থেই প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—প্রাণশব্দ বায়ু অর্থে প্রসিদ্ধ হইলেও "এই সমস্ত ভূত প্রাণেতেই বিলীন হয়, প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণের ব্রহ্মার্থেরই বোধক, বায়ু হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন বা বায়ুতেই বিলীন হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত ও ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়। এই সমস্ত ব্রহ্মার্থদ্যোতক লক্ষণ থাকা হেতুকই উদ্গীথোক্ত প্রাণশব্দ ব্রহ্মবাচক, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—উষস্তি ঋষি প্রস্তোতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে স্তুতিপাঠক। সামবেদের প্রস্তাব নামক এই ভাগে যে দেবতা অনুগত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই অংশ পঠিত হইয়াছে, সেই দেবতা কে?" ইহার উত্তরে তিনিই বলিলেন—"প্রাণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই লীন হয়, প্রাণ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, এই প্রস্তাবে সেই দেবতাই অনুগত হইয়াছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত"। এ স্থানেও প্রাণশব্দ পূর্ব্বোক্ত আকাশশব্দের ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রাণার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কেন না, নিখিল জগৎ প্রাণেতেই লীন ও প্রাণ হইতেই সমুদ্ভূত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ লক্ষণসমূহ পরব্রহ্মেরই, অচেতন ভৌতিক বায়ুর নহে। এ স্থানে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণ না থাকিলে কোন প্রাণীই

জীবিত থাকিতে পারে না, বা কোনরূপ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হয় না, অতএব যাবতীয় ভূতের স্থিতিচেষ্টাদি যখন প্রাণেরই অধীন, তখন প্রাণশব্দে প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ুই জগৎকারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শিলাকাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থ ও বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রাণবায়ু নাই, অথচ তাহাদের স্থিতি প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, অতএব ইহাদের স্থিতি-প্রবৃত্তি প্রাণবায়ুর অধীন না হওয়ায় এই সমস্ত ভূতই প্রাণেতেই লীন, প্রাণ হইতেই সমুৎপন্ন, এই শ্রুতি প্রাণবায়ুর পক্ষে প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না, অতএব যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন অর্থাৎ চেষ্টা করাইতেছেন, জীবিত রাখিয়াছেন, তিনিই প্রাণ, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাণশব্দ পরমাত্মা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং এই আকাশ প্রাণ ইত্যাদি শব্দ লোক-প্রসিদ্ধ আকাশ প্রাণাদি হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের একমাত্র কারণ, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি গুণসমূহবিশিষ্ট পরব্রহ্মেরই বোধক, ইহাই সিদ্ধান্ত॥ ২৩॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ॥ ২৪॥

সূত্রার্থ ঃ—জ্যোতিঃ—জ্যোতিঃশব্দও ব্রহ্মবোধক, চরণা-ভিধানাৎ—পাদের উক্তি থাকা হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে—"দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বের উপরিভাগে, সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরিভাগে, উত্তমানুত্তম সর্ব্বলোকের যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, সেই জ্যোতিই পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে আত্মনামে অবস্থিত"। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই জ্যোতিঃ-শব্দে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বুঝাইবে? কি পরমাত্মা বুঝাইবে? সূর্য্য অগ্নি ইত্যাদি তেজঃপদার্থই জ্যোতিঃশব্দে প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মার্থে প্রসিদ্ধ নহে,

রূপহীন ব্রহ্মে জ্যোতিঃ বা দীপ্তি থাকা সম্ভব নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, এ স্থলে জ্যোতিঃ-শব্দ সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থবোধক নহে, ব্রহ্মেরই বোধক, যেহেতু "পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই জ্যোতির পাদ অর্থাৎ একাংশ, অমৃতস্বরূপ অপর তিন পাদ স্বর্গলোকে অবস্থিত। এই মন্ত্রে পাদশব্দ উল্লেখ থাকায় উহা ব্রহ্মেরই দ্যোতক, কেন না, শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই চতুষ্পাদত্বের উল্লেখ আছে, অন্য জ্যোতির নাই ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে এইরূপ উক্তি আছে যে, "দ্যুলোকের উপরে, বিশ্বেরও উপরে এবং উত্তমাধম সমস্ত লোকেরই উপরে যে জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ"। এ স্থানে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে—অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই পদার্থ অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল যে পদার্থকে জ্যোতিঃ বলিতেছ, তাহা কি প্রসিদ্ধ সূর্য্যাদিবৎ জ্যোতিঃ? এবং তাহাই কি কারণস্বরূপ ব্রহ্ম? অথবা সমস্ত চেতনাচেতন বস্তুসমূহ হইতে পৃথক্, অমিততেজাঃ, দৃঢসঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভূতের কারণ-স্বরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণ? কি যুক্তিসঙ্গত? প্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিই যুক্তিসঙ্গত, কেন না, আকাশ ও প্রাণাদিশব্দে যেরূপ পরমাত্মবোধক লক্ষণ-সমূহ আছে, এই জ্যোতিঃশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থে সেরূপ কোন লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা পরমপুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, অতএব কারণস্বরূপে গণ্য অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিই জগৎকারণ, পরমাত্মা ব্রহ্ম নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"সমস্ত ভূত ইঁহার একপাদ, অমৃতস্বরূপ অপর তিন পাদ স্বর্গলোকে বিদ্যমান" এই শ্রুতিতে সর্ব্বভূত স্বর্গলোকাবস্থিত এই জ্যোতিঃপদার্থের চরণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায়, স্বর্গলোকের সহিত সম্বন্ধ থাকায় নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত এই

জ্যোতিঃশব্দে পরমপুরুষই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ নহে ॥ ২৪ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতো-
ঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—ছন্দোঽভিধানাৎ—ছন্দের উল্লেখ থাকায়, ন—জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবোধক নহে, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক হইবে না, এরূপ নহে, ব্রহ্মবোধকই হইবে, তথা—সেইরূপেই, চেতোঽর্পণনিগদাৎ—ব্রহ্মে মনঃসমর্পণের উপদেশহেতুক, তথাহি—সেইরূপই, দর্শনং—অন্যান্য শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই সমস্ত ভূতই গায়ত্রী" পূর্ব্বোক্ত এই শ্রুতিতে ছন্দোবাচক গায়ত্রীশব্দের উল্লেখ থাকায় জ্যোতিরিত্যাদি বাক্য দ্বারায় ব্রহ্মকে বলা হয় নাই, গায়ত্রীকেই বলা হইয়াছে, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি—না, তাহা নহে ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে, যেহেতু "সেই সমস্তই ইঁহার মহিমা" এই ঋক্‌মন্ত্রে চতুষ্পাদ ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে। যদি বল, না, তাহা হয় নাই, "এই সমস্তই গায়ত্রী, গায়ত্রীই ভূত, পৃথিবী, শরীর, বাক্য, গায়ত্রী চতুষ্পাদ ষড়্‌বিধ" ইত্যাদি গায়ত্রীব্যাখ্যায় গায়ত্রীকেও চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে, অতএব ইহা গায়ত্রীরই বোধক, ব্রহ্মের নহে। তাহার উত্তর—না, তাহা নহে, ব্রহ্মেরই বোধক, গায়ত্রীনামক ছন্দোদ্বারাই ব্রহ্মে চিত্তসমাধানের বিধান শাস্ত্রেও উক্ত আছে। অক্ষরমাত্রাত্মিকা গায়ত্রী সর্ব্বাত্মিকা হইতে পারে না, গায়ত্রী দ্বারাই পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণের উপদেশই ঐ শ্রুতের উদ্দেশ্য। অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপ বিকার দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা দৃষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

• **শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা**।—"এই সমস্তই গায়ত্রী" পূর্ব্বোক্ত এই শ্রুতিতে গায়ত্রী নামক ছন্দের উল্লেখ করিয়া "মন্ত্রে ইহাও বলা হইয়াছে" বলিয়া "সমস্তই এই পুরুষের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য" এই ঋক্ উল্লিখিত আছে, এই ঋক্-মন্ত্রও ছন্দোবিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব এই বাক্যে পরমপুরুষকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তোমার এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, ঐ গায়ত্রী শব্দ দ্বারাই ব্রহ্মে মনঃসংযোগ নিমিত্তই ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। অক্ষরসমূহাত্মক ছন্দ কখনই সর্ব্বভূতাত্মা ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না, অতএব গায়ত্রীশব্দের দ্বারা এখানে ছন্দকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, পরন্তু গায়ত্রী দ্বারা বা গায়ত্রীবুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিত্ত-সমর্পণের বিষয় এ স্থানে উপদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ বিশেষ ফললাভের উদ্দেশেই ব্রহ্মকে গায়ত্রীরূপে চিন্তা করিবে, এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গায়ত্রী সাধারণতঃ ত্রিপাদ, ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হইলেও কোন কোন স্থলে চতুষ্পাদ গায়ত্রীও দৃষ্ট হয়, অতএব চতুষ্পাদ গায়ত্রীর সহিত চতুষ্পাদ ব্রহ্মের সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে, পরন্তু সম্ভবই। "সমস্ত ভূত ইঁহার এক পাদ, অমৃতস্বরূপ অপর ত্রিপাদ স্বর্গে অবস্থিত" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের চতুষ্পাদ উক্ত হইয়াছে। স্থানান্তরেও ছন্দোবাচক শব্দ সাদৃশ্য বশতঃ অন্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখা যায়, অতএব ছন্দোবাচক গায়ত্রীশব্দের উক্তি হেতুক উহা ব্রহ্মবাচক নহে, ইহা বলিতে পার না, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—ভূতাদি—ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, পাদব্যপ-দেশোপপত্তেশ্চ—গায়ত্রীচ্ছন্দের এই চারিটি পাদ এইরূপ নির্দ্দেশের সঙ্গতিরক্ষার্থও, এবং—ব্রহ্মই গায়ত্রীশব্দের প্রকৃতার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় এই চারিটি গায়ত্রীর পাদ, গায়ত্রী ষড়্ বিধ" এই শ্রুতিতে ভূতাদি চতুষ্টয় গায়ত্রীর পাদ, ইহা বলা হইয়াছে, এ জন্যও পূর্ব্ববাক্যের প্রকৃতার্থ ব্রহ্মই হওয়া উচিত, তাহা না হইলে কেবলমাত্র ছন্দের ভূতাদি পাদ, ইহা বলা সঙ্গত হয় না। আরও ঐ শ্রুতির অর্থ ব্রহ্ম না করিলে "সবই ইঁহার মহিমা" এই ঋক্‌ও যুক্তিসঙ্গত হয় না, ঐ ঋকের দ্বারাই এ স্থানে গায়ত্রীশব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় এই চারিটি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "ইহাই সেই চতুষ্পাদ" অর্থাৎ গায়ত্রীর এই চারিটি পাদ। ভূতাদি চতুষ্পাদ এই উক্তিই গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে, অক্ষরসমূহাত্মক গায়ত্রীর ভূতাদি চতুষ্পাদ হইতে পারে না; অতএব ভূতাদি চারিটি পাদ, এই উক্তির সামঞ্জস্যবিধানের নিমিত্তও গায়ত্রীশব্দ ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৬ ॥

উপদেশাভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—উপদেশভেদাৎ—উপদেশের ভেদবশতঃ, ন—ব্রহ্মার্থ নয়, ইতি চেৎ—এরূপ যদি বল, ন—তাহাও বলিতে পার না, উভয়স্মিন্নপি—দ্বিবিধ উপদেশেই, অবিরোধাৎ—বিরোধ না থাকা হেতুক। উপদেশের ভেদ থাকিলেও প্রকৃতার্থে কোন বিরোধ নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবি" এই বাক্যে দিবি এই সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা দ্যুলোককে অধিকরণ

বলা হইয়াছে। "বদতঃ পরো দিবঃ" এই বাক্যে দিবঃ এই পঞ্চম্যন্তপদের দ্বারা দ্যুলোককে মর্য্যাদা বা সীমা বলা হইয়াছে। এ স্থানে একবার বলিলেন, ইহার অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ স্বর্গে অবস্থিত, আবার বলিলেন, স্বর্গলোকেরও উপরে, এইরূপ দুই প্রকার উক্তি থাকায় উহা ব্রহ্মবোধক হইতে পারে না, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তর—না, অর্থাৎ বিভক্তিভেদ থাকিলেও অর্থভেদ নাই, উভয় প্রকার বিভক্তিতেই প্রত্যভিজ্ঞানের কোন বিরোধ হয় না, যেমন গাছের উপরে পাখী উড়িতে দেখিলে লোকে "বৃক্ষাগ্রে পক্ষী" বা "বৃক্ষাগ্রের উপর পক্ষী" এই দুই প্রকারই প্রয়োগ করে, এ স্থলেও সেই-রূপ দ্যুলোকে ব্রহ্ম বা দ্যুলোকের পর ব্রহ্ম একার্থকই বুঝিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্ববাক্যে উক্ত "অমৃতস্বরূপ তিন পাদ স্বর্গে" এই শ্রুতিতে সপ্তম্যন্ত দিব্ শব্দকে অধিকরণ-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানে আবার "স্বর্গলোকের পর" এই শ্রুতিতে পঞ্চম্যন্ত দিব্ শব্দকে অবধি বা সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব এক স্থানে স্বর্গে, অন্যস্থানে স্বর্গের পর এইরূপ উপদেশের পার্থক্য থাকায় পূর্ব্ববাক্যোক্ত ব্রহ্ম পরবর্ত্তী বাক্যেও প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, এরূপ বলিতে পার না, যে হেতু, সপ্তম্যন্ত পঞ্চম্যন্ত দুই প্রকার উপদেশ থাকিলেও অর্থের ঐক্য থাকায় অর্থবোধ সম্বন্ধে কোনরূপ বিরোধ ঘটে না, "বৃক্ষের অগ্রভাগে শ্যেন পক্ষী বা বৃক্ষাগ্রের উপর শ্যেন পক্ষী" এই দুই প্রকার প্রয়োগই যেমন একার্থের বোধক, স্বর্গে ও স্বর্গের উপরে এই প্রয়োগও সেইরূপ, অতএব "স্বর্গলোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে" এই শ্রুতিও নিরতিশয় তেজঃসম্পন্ন পরমপুরুষকেই প্রতিপাদন করিতেছে।

আরও "ইহার মহিমা এই পরিমাণ, পুরুষ ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভূত ইঁহার একপাদ, অমৃতস্বরূপ অপর তিন পাদ দ্যুলোকে" এই সমস্ত

শ্রুতিতে যে পরমপুরুষ চতুষ্পাদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনিই আবার "সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ জ্ঞানময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি" এই শ্রুতিতে অলৌকিক রূপসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অলৌকিক রূপসম্পন্ন সেই পুরুষের তেজ বা জ্যোতিও অলৌকিক, সেই তেজ তাঁহাতেই বিদ্যমান থাকায় সেই পরমপুরুষই জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই নির্দ্দোষ সিদ্ধান্ত ॥ ২৭ ॥

প্রাণস্তথাঽনুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—প্রাণঃ—প্রাণশব্দও ব্রহ্মার্থক, তথা—সেইরূপই, অনুগমাৎ—সম্বন্ধাবগতি হেতুক, তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন আখ্যায়িকা নামক প্রকরণে আছে—দিবোদাস-নন্দন প্রতর্দ্দন নামক রাজা কোন সময় যুদ্ধ ও পৌরুষ-প্রদর্শন দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধাম গমন করেন। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি বলেন, "মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষরূপে হিতজনক, সেইরূপ বরই আমাকে দিন"। ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমিই প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর"। অন্যত্রও বলা হইয়াছে, "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, তিনিই এই শরীরকে গ্রহণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিতেছেন। সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃতস্বরূপ" ইত্যাদি। *এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে এই যে, এই প্রাণশব্দে কি প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু ?* অথবা ইন্দ্র দেবতা ? অথবা জীব ? অথবা পরব্রহ্ম ? কাহাকে বুঝাইতেছে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এ স্থলে প্রাণ শব্দে বায়ু প্রভৃতি কাহাকেও বুঝাইবে না, কারণ, "এই প্রাণই আনন্দ অজর অমৃত" ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক

লক্ষণ থাকায় ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। প্রতর্দ্দন মনুষ্যের পক্ষে যাহা পরমহিতজনক, এইরূপ বর চাহিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পরমহিতকর কি হইতে পারে? "সেই পরমপুরুষকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারে, মোক্ষলাভের অন্য পথ আর নাই" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনাই জীবের একমাত্র হিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, বায়ু প্রভৃতির উপাসনায় তাহা হইতে পারে না, এই জন্যই কৌষীতকী ব্রাহ্মণে যে প্রাণোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থানের অন্যান্য পদের অর্থালোচনা দ্বারা ঐ প্রাণশব্দ ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ২৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কৌষীতকী ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থের প্রতর্দ্দনোপাখ্যানে এইরূপ উক্ত আছে যে—"দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন নামক রাজা যুদ্ধ ও পৌরুষপ্রদর্শন দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় আবাসস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন" এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া পরে বলা হইয়াছে, ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি বর প্রার্থনা কর।" ইন্দ্র এইরূপ বলিলে প্রতর্দ্দন বলিলেন—"মনুষ্যের পক্ষে যাহা তুমি অতিশয় হিতজনক বলিয়া মনে কর, সেইরূপ কোন বর তুমিই আমাকে দাও।" ইন্দ্র বলিলেন—"আমিই প্রজ্ঞাত্মা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর।" এ স্থলে সন্দেহ এই যে, যাঁহার উপাসনা অত্যন্ত হিতকর, সেই এই ইন্দ্র ও প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট পদার্থ কি জীব? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা? ইহার মধ্যে কি যুক্তিসঙ্গত? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জীবই সঙ্গত, কেন না, ইন্দ্র ও তাঁহার সহিত অভেদভাবে নির্দ্দিষ্ট প্রাণশব্দ জীববিশেষেই প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ ইন্দ্র বলিলে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র নামক জীবকেই বুঝায়, আর তাহার সহিত সমানাধিকরণভাবে (ইন্দ্র বলিতেছেন আমি প্রাণ) অর্থাৎ অভেদরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাণশব্দও সেই

অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রতর্দ্দন ইন্দ্র নামক জীবের নিকটেই বর প্রার্থনা করায় "আমাকে উপাসনা কর" ইন্দ্র এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে নিজেরই অর্থাৎ ইন্দ্রেরই উপাসনা অতিশয় হিতকর, এইরূপই উপদেশ করা হইয়াছে। যাহা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়, তাহাই একমাত্র হিত, বিশ্বস্রষ্টার উপাসনাই অমৃতত্বলাভের উপায়, কারণ, শ্রুতিতে উক্তি আছে—"তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে কাল পর্য্যন্ত দেহ মুক্ত না হয়, দেহত্যাগের পরই সংসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।" অতএব ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ জীবই জগৎকারণ ব্রহ্ম। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে নির্দ্দিষ্ট এই পদার্থ কেবল জীব নহে, পরন্তু জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ পরব্রহ্ম এইরূপ অর্থ করিলেই "সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত" এই শ্রুতিবাক্যের সম্যক্রূপ উপপত্তি হয়, কেন না, পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে নির্দ্দিষ্ট জীবে আনন্দময়ত্ব-জরামৃত্যুরাহিত্যাদিধর্ম্ম নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—বক্তুঃ—বক্তা ইন্দ্রের, আত্মোপদেশাৎ—নিজেরই উপাস্যত্ববিষয়ে উপদেশদান হেতুক, ন—প্রাণশব্দে ব্রহ্ম বুঝাইতে পারে না, ইতি চেৎ—এইরূপ যদি বল, তাহার সমাধান, হি—যে হেতুক, অস্মিন্—এই অধ্যায়ে, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা—আত্মসম্বন্ধী উপদেশেরই বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রাণই ব্রহ্ম, এই উক্তির প্রতিবাদ করিতেছেন—প্রাণশব্দ পরব্রহ্মবোধক নহে, কেন না,

বক্তা নিজ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। এ স্থলে ইন্দ্রনামা শরীরী কোন দেবতাবিশেষ বক্তা, তিনি প্রতর্দ্দনকে নিজবিষয়েই উপদেশ দিতেছেন, "আমাকেই জান, আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ" ইত্যাদি অহংঘটিত বাক্যের দ্বারা নিজবিষয়েই উপদেশ দিতেছেন, বক্তারই আত্মরূপে উপদিশ্যমান প্রাণ কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে? যে হেতু শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মের বাক্যও নাই, মনও নাই, অতএব ব্রহ্ম বলিতেছেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। আরও ব্রহ্মের শরীরও অসম্ভব, অতএব শরীরী ইন্দ্রই নিজের সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"আমি ত্রিমূর্দ্ধা বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি" ইত্যাদি। ইন্দ্র বলবান্, অতএব ইন্দ্রের প্রাণশব্দে নির্দ্দেশও সঙ্গত, যে হেতু প্রাণই বল, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যাহা কিছু বলের কার্য্য, সবই ইন্দ্রের দ্বারা সাধিত, ইহাও প্রসিদ্ধ, দেবতাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, দেবতা ইন্দ্রও অপ্রতিহত-জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া প্রজ্ঞাত্মা, অতএব এ স্থলে প্রাণশব্দ ব্রহ্মবোধক নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই অধ্যায়ে প্রচুর পরিমাণে আত্মবিষয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। "যে পর্য্যন্ত এই শরীরে প্রাণ থাকে, সেই পর্য্যন্তই আয়ু অর্থাৎ জীবনের সঞ্চার থাকে" এই শ্রুতি প্রজ্ঞাত্মা ও ব্রহ্মচৈতন্যসংজ্ঞক প্রাণকেই আয়ুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রজ্ঞাত্মা ও ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন আর থাকিতে পারে না, ইহা একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দেবতাবিশেষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না, অতএব অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য থাকায় এ স্থলে প্রাণশব্দ ব্রহ্মেরই বোধক, দেবতাবিশেষের নহে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তুমি যে বলিয়াছ, আনন্দ, অজর, অমৃত এই বাক্যের সহিত একার্থবোধক হওয়ায় ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে। নির্দ্দিষ্ট পদার্থ পরব্রহ্মেরই বোধক, উহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, ইন্দ্র "আমি মস্তকত্রয়বিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বধ করিয়াছি" এই

উক্তি দ্বারা নিজের প্রভাব ও শক্তির পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—"আমা-কেই জান, আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, আমাকে অমৃতস্বরূপ আয়ু বলিয়া উপাসনা কর" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতর্দ্দনকে নিজেরই উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেষ্টা ইন্দ্র জীব বলিয়াই প্রসিদ্ধ, অতএব প্রথমেই যখন উপাস্যকে জীব বলিয়াই জানা যাইতেছে, তখন আনন্দ অজর ইত্যাদি উপসংহারবাক্যগুলিও পূর্ব্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—আত্মাতে যে সম্বন্ধ, তাহাই অধ্যাত্মসম্বন্ধ, তাহার ভূমা বাহুল্য এই অধ্যায়ে আছে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে পরমাত্মবিষয়ক উক্তিরই আধিক্য দেখা যায়। আত্মাতে আধেয়রূপে অর্থাৎ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, তাহার বাহুল্যেই সম্বন্ধেরও বাহুল্য, এই বক্তাকে যদি পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই সম্বন্ধের বাহুল্য সম্ভবপর হয়, নচেৎ হয় না। এই সম্বন্ধবাহুল্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, "যেমন রথের নেমি অর্থাৎ চাকার প্রান্তভাগ বা বেড, অরে অর্থাৎ শলাকায় (চাকার মধ্যে লম্বা লম্বা যে কাঠগুলি থাকে) সংযুক্ত আছে, সেই অর-সমূহ আবার নাভিতে (যে গোল কাঠ খানার মধ্যে ধুরো থাকে) সংযুক্ত আছে, সেই রকম এই ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত, প্রজ্ঞামাত্রা আবার প্রাণে অর্পিত, সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত" এই শ্রুতিতে ভূতমাত্রা শব্দের দ্বারা অচেতন বস্তুসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে আর প্রজ্ঞামাত্রা শব্দের দ্বারা সেই অচেতন ভূত-সমূহের আধার বা আশ্রয়-স্বরূপ চেতন-সমূহের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই চেতন-সমূহেরও আধার রূপে আবার আলোচ্য ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকেই আনন্দ অজর অমৃত বলিয়া উপদেশ

করা হইয়াছে। এই যে চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়তা, ইহা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে না, অতএব অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য বিদ্যমান থাকায় ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট পদার্থ জীব হইতে পৃথক্ পরমাত্মাই ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—বামদেববৎ—বামদেব ঋষির ন্যায়, উপদেশস্তু—ইন্দ্রের উপদেশও, শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে বা শাস্ত্রীয়-জ্ঞান জন্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইন্দ্র শব্দ যদি ব্রহ্মেরই বোধক, তবে জীব ইন্দ্র কিরূপে "আমাকে উপাসনা কর" এরূপ উপদেশ দিলেন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—যেমন বামদেব ঋষি তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" নিজেকে এইরূপ জানিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ "আমিই পরব্রহ্ম" এই আর্ষজ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই ইন্দ্রদেবতা নিজের আত্মাকেই পরমাত্মজ্ঞানে অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃ নিজেকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়াই "আমাকে উপাসনা কর" এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও আছে—"যিনি যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হন অর্থাৎ যে দেবতার সঙ্গে আত্মার অভেদজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তৎস্বরূপই হন।" ইন্দ্রও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করায় নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান করত শাস্ত্রানুসারেই নিজেকে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবরূপে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র "আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর" ইত্যাদিরূপে নিজেকেই

উপাস্য ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা লব্ধ আত্মজ্ঞানলাভ জন্য নহে, পরন্তু শাস্ত্রানুসারেই লব্ধ আত্মজ্ঞান জন্য, তিনি শাস্ত্রকথিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, "এই জীবাত্মরূপে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব অর্থাৎ নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত হইব", "এই সমস্তই ব্রহ্মময়" "পরমাত্মা জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন" "যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্ম হইতে পৃথক্, যাঁহাকে আত্মাও জানেন না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া আত্মাকে সংযত রাখিতেছেন" "পাপবিনির্ম্মুক্ত অলৌকিক একমাত্র এই নারায়ণই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জানা যায়, জীবাত্মা যে পরমাত্মার শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারিলে জীবাত্মবোধক "আমি তুমি" ইত্যাদি শব্দ পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ আমি তুমি বলিয়া কিছু নাই, সবই পরমাত্মা। ইন্দ্রও এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া "আমাকে জান, আমাকে উপাসনা কর" ইত্যাদি বলিয়া পরমাত্মাকেই উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কেন না, নিজের আত্মাই সেই পরমাত্মার শরীর। যেমন বামদেব ঋষি, "পরব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্ম সমস্ত বস্তুই তাঁহার শরীর, যে সমস্ত শব্দ শরীরকে বুঝায়, সেই সমস্তই শরীরাভিমানী জীবকে বুঝায়" এইরূপ জানিয়া, নিজের আত্মা যাঁহার শরীর, সেই পরব্রহ্মকেই অহম্ অর্থাৎ আমি এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মে ও আমাতে কোন ভেদ নাই, এইরূপ জ্ঞানে বলিয়াছিলেন—"আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম, আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমিই কক্ষীবান্ ঋষি হইয়াছিলাম" ইত্যাদি, "সমস্তই যখন ব্রহ্মময়, তখন সূর্য্যাদির সহিত আমার কোনই ভেদ নাই, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদি। প্রহ্লাদও বলিয়াছিলেন—"অনন্ত যখন সর্ব্বগত, তখন আমিও তদ্রূপে অবস্থিত, আমা

হইতেই সমস্ত জন্মিয়াছে, আমিই সব, সনাতন পুরুষ আমাতেই সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে" ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥

সূত্রার্থ।—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—জীব ও মুখ্যপ্রাণের লক্ষণ থাকায়, ন—ইন্দ্র-প্রাণশব্দ ব্রহ্মার্থক নহে, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহা বলিতে পার না, উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ—উপাসনার ত্রৈবিধ্য হেতুক, আশ্রিতত্বাৎ—আশ্রিতত্ব হেতুক, ইহ—এস্থানে, তদ্‌যোগাৎ—তাহার সহিত যোগ থাকা হেতুক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদিও অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের বাহুল্য থাকায় পূর্ব্বোক্ত বাক্যে পরাচীন অর্থাৎ বাহ্যিক দেবতা ইন্দ্রকে বুঝাইতে পারে না, এরূপ বল, তাহা হইলেও উহা দ্বারা ব্রহ্মকেও বুঝায় না, যে হেতু, ঐ বাক্যে জীব ও মুখ্য প্রাণের লক্ষণসমূহ স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। "বাক্যকে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জান" এই শ্রুতিতে বাগিন্দ্রিয় শব্দ থাকায় শরীরেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকেই জানিতে বলিতেছে। জীববোধক লক্ষণের ন্যায় প্রাণবোধক লক্ষণও আছে, যথা "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, এবং প্রাণই এই শরীরকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে"। শরীরধারণ মুখ্য প্রাণেরই ধর্ম্ম, অন্যের কার্য্য বা ধর্ম্ম নহে। শ্রুতি প্রাণ-সংবাদ প্রকরণে বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা ভ্রান্ত হইয়া বৃথা বিবাদ করিও না, আমি নিজেকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে ধারণ করিয়া আছি"। অতএব ইন্দ্র প্রাণ শব্দ জীব

ও মুখ্য প্রাণ, ইহাদের একটিকে অথবা উভয়টিকেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মকে নহে, এ কথা তুমি বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ব্রহ্মই লক্ষ্য, ইহা স্বীকার না করিলে তিন প্রকার উপাসনা স্বীকার করিতে হয়,—জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা। একই বাক্যে তিন প্রকার উপাসনার বিধান স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। বাক্যের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে ঐক্য থাকা উচিত, বাক্যের আরম্ভে বলা হইয়াছে—"আমাকেই জান"। মধ্যে বলিয়াছেন—"আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, সেই আমাকে অমৃতস্বরূপ আয়ু জানিয়া উপাসনা কর"। শেষে বলিয়াছেন—"সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত"। এ স্থলে বাক্যারম্ভ ও বাক্যশেষ এক প্রকারই, যখন আদি ও অন্ত একার্থেরই বোধক, তখন সমুদয় বাক্যের অর্থও একরূপই হওয়া বিধেয়। ব্রহ্মের লক্ষণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থে যোজনা করা যায় না। আরও দেখ, ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় ও প্রজ্ঞামাত্রা ব্রহ্মে অর্পিত, এ উক্তিও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। স্থানান্তরেও ব্রহ্মের লক্ষণ থাকায় প্রাণ শব্দের ব্রহ্মার্থই নির্ণীত হইয়াছে, এ স্থানেও ব্রহ্মবোধক বিবিধ প্রকার অত্যন্ত হিতকর বাক্যের উল্লেখ থাকায় ইহা ব্রহ্মবিষয়কই উপদেশ, জীব বা মুখ্য প্রাণবোধক নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-ব্যাখ্যার প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বাক্যকে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জান" "মস্তকত্রয়সম্পন্ন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে আমিই বিনাশ করিয়াছি" ইত্যাদি বাক্যসমূহ জীবেরই লক্ষণ, কারণ, জীবই বক্তা হয়। "যে পর্য্যন্ত প্রাণ এই শরীরে বাস করে, সেই পর্য্যন্তই আয়ু বা জীবিতকাল। প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই এই শরীরকে ধারণ করিয়া চালিত করিতেছে", ইহা দ্বারা জানা যায়, প্রাণ ও আয়ুঃ একই পদার্থ, আর ঐ প্রাণ পঞ্চাত্মক বা মুখ্য প্রাণ, অতএব জীব ও মুখ্য প্রাণের লক্ষণ থাকায়

অধ্যাত্মসম্বন্ধের বাহুল্য নাই, ইহা বলিতে পার না, কেন না, উপাসনা তিন প্রকার। পরমাত্মাকে ঐ তিন প্রকারেই উপাসনা করা যায়, এই উপদেশ করিবার নিমিত্তই সেই সেই জীব প্রাণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শব্দের উক্তি। নিখিল জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মের স্ব-স্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ অর্থাৎ জীব-সমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য ও ভোগের উপকরণ-স্বরূপ শরীরধারিরূপে অনুসন্ধান, এই তিন প্রকার অনুসন্ধান বা পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ দিবার নিমিত্তই ঐরূপ উক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁহার নিজরূপে, জীবরূপে ও মুখ্যপ্রাণ চেতনাচেতন সর্ব্ববিধ পদার্থরূপে অর্থাৎ তাহার মধ্যেই ব্রহ্ম অবস্থিত, এই কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে। এই তিন প্রকার ব্রহ্মানুসন্ধান অন্য প্রকরণেও আশ্রিত বা উক্ত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ" "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ" ইত্যাদি স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপানুসন্ধান, "তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অর্থাৎ জীবের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, নিরুক্ত, অনিরুক্ত, আশ্রিত, অনাশ্রিত, চেতন, অচেতন, সত্য ও মিথ্যা-স্বরূপ হইলেন"। এ স্থলে ভোক্তা শরীররূপে ও ভোগ্যভোগোপকরণ শরীর-রূপে ব্রহ্মের অনুসন্ধান উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণেও সেই তিন প্রকার ব্রহ্মানুসন্ধানই সমর্থিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি জীববিশেষ বা প্রকৃত্যাদি অচেতন পদার্থবিশেষের সহিত পরমাত্মার অসাধারণ লক্ষণ সমূহের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-গর্ভাদিবাচক শব্দ সমূহের সহিত পরমাত্মবাচক শব্দ-সমূহের ঐক্য লক্ষিত হয়, সে স্থানে পরমাত্মার সেই সেই জড় অজড় পদার্থ-সমূহের সহিত অভেদ প্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত। অতএব এ স্থলে ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মা, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-ব্যাখ্যার প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

মনোমায়াদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমান্মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বত্র—বেদান্তের সর্ব্বস্থানেই, প্রসিদ্ধোপদেশাৎ—বেদান্তবিজ্ঞেয় প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপাস্য, এইরূপ উপদেশ থাকায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মই আকাশাদি সমস্ত জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ, ইহা বলা হইয়াছে, সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহার এই সমস্ত ধর্ম্মও বলা হইয়াছে, যে সমস্ত শব্দ ব্রহ্মকেও বুঝাইতে পারে, আবার অন্য পদার্থকেও বুঝাইতে পারে, এরূপ কতকগুলি সন্দিগ্ধ শব্দের কারণ দেখাইয়া, তাহারা যে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, ইহাও দেখান হইয়াছে। কিন্তু এমন কতকগুলি শ্রুতি আছে, যাহারা ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে, কি অন্য পদার্থকে উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সম্প্রতি তাহারই নিরাকরণের নিমিত্ত ২য় ও ৩য় পাদের আরম্ভ করিতেছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ উক্তি আছে—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, তজ্জলান্ অর্থাৎ তজ্জ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তল্ল তাঁহাতেই লীন, তদন্ তাঁহাতেই অবস্থিত বা চেষ্টাযুক্ত, ইহাই অবধারণ করিয়া রাগদ্বেষাদি দূর করিয়া শান্তচিত্তে তাঁহার উপাসনা করিবে। আরও দেখ, জীব ক্রতুময়

অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক বা ধ্যাননিষ্পাদ্য. ইহলোকে যে যেমন সঙ্কল্প বা ধ্যান্ উপাসনা করে, পরলোকে গিয়াও সেইরূপই হয়, অতএব জীব নিজেকে মনোময় প্রাণশরীর জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদিরূপে ধ্যান বা চিন্তা করিবে।" এ স্থলে সন্দেহ এই যে, এই শ্রুতিতে মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা কি জীবাত্মাকেই উপাস্য বলা হইতেছে ? অথবা ব্রহ্মকে ? কাহাকে বুঝিতে হইবে ? জীবাত্মাকে বোঝাই সঙ্গত। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীবেরই মন প্রাণ ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ, অপ্রাণ অমনাঃ অর্থাৎ প্রাণ-মন-রহিত ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি যখন জীবেরই লক্ষণ, তখন এ স্থলে জীবকেই উপাস্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এইরূপ আপত্তির খণ্ডন জন্য বলিতেছেন,—না, মনোময় ইত্যাদি ধর্ম্মের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মই উপাস্য, কেন না, বেদান্তশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিষয়েই উপদেশ আছে। "এই সমস্তই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে যিনি সমস্ত বেদান্তে প্রসিদ্ধ, যিনি 'ব্রহ্ম' এই শব্দের আলম্বন অর্থাৎ আশ্রয়, যিনি সর্ব্বজগতের কারণ, তিনিই মনোময় ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাই সঙ্গত ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রথম পাদে, প্রথম বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, কর্ম্মমীমাংসা শ্রবণ ও কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হইবে ইত্যাদি উক্তি থাকায় ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরে "যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও ব্রহ্মই যে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মকে কেবলমাত্র শাস্ত্র দ্বারাই জানা যায়, প্রমাণান্তরের দ্বারা নহে, ইহাও বলা হইয়াছে। তাহারও পরে বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা তাৎপর্য্যনির্ণয়ের দ্বারা তাহার শাস্ত্রগম্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা

সর্ব্ববিধ বস্তু হইতে বিশিষ্টগুণসম্পন্ন পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম নারায়ণই যে বেদান্ত-শাস্ত্রের একমাত্র জ্ঞেয়, ইহা বলা হইয়াছে। প্রথম পাদে, যদিও ব্রহ্মই বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য, ইহা বলা হইয়াছে, তথাপি বেদান্তের কতকগুলি বাক্য, প্রকৃতি ও জীবের অন্তর্ভূত কোন কোন বস্তুবিশেষের স্বরূপকেই প্রতিপাদন করে, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় তাহা খণ্ডন জন্য সম্প্রতি ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পাদে ব্রহ্মই যে সেই সেই বাক্যোক্ত সর্ব্ববিধ কল্যাণগুণের আধার, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্টভাবে জীবাদির বোধক কতকগুলি বাক্য, তৃতীয় পাদে স্পষ্টভাবে জীবাদিবোধক কতকগুলি বাক্য এবং চতুর্থ পাদে সেই সেই জীবাদিকেই যেন প্রতিপাদন করিতেছে, এইরূপ কতকগুলি বাক্য থাকায় ক্রমশঃ সেই বিষয়েই বিচার করিতেছেন।

ছান্দোগ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—পুরুষ ক্রতুময় অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রধান, সে ইহলোকে যেরূপ সঙ্কল্প বা চিন্তাদি করে, পরলোকে গিয়াও সেইরূপই হয়, এ জন্য মনোময় প্রাণশরীর জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদিরূপে নিজেকে ধ্যান করিবে। এ স্থলে "পুরুষ ক্রতু বা চিন্তা করিবে" এই বাক্যের দ্বারা যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই উপাসনার উপাস্য দেবতা মনোময় প্রাণ-শরীর ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পদার্থ, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই মনোময় ইত্যাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থ কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? এখানে জীবাত্মা হওয়াই সঙ্গত, কারণ, মন ও প্রাণ জীবাত্মারই ভোগের উপকরণ বা সহায়, পরমাত্মা অপ্রাণ অমনা, সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা প্রযোজ্য হইতে পারে না, অতএব জীবই হওয়া উচিত। এইরূপে জীবই যদি নিশ্চিত হইল, তখন "ইহা ব্রহ্ম" এই উপসংহারবাক্যে যে ব্রহ্ম শব্দটি আছে, ঐ ব্রহ্ম পদটিও জীবেরই উৎকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপও প্রতীতি হইতে পারে। এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়

বলা যাইতেছে—সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ থাকায় মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ পরমাত্মাই, যে হেতু বেদান্তশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই মনোময় ইত্যাদি গুণ-সমূহ পরব্রহ্মেরই ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এ স্থানে সেই প্রসিদ্ধেরই উপদেশ করা হইয়াছে। মনোময়ত্বাদি গুণ যে ব্রহ্মেরই প্রসিদ্ধ, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—"মনোময় পরব্রহ্মই প্রাণ ও শরীরের নেতা বা চালক" "হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সেই এই আকাশে মনোময় অমৃতস্বরূপ হিরণ্ময় পুরুষ বিদ্যমান" "ভক্তি ও ধৈর্য্যবিশিষ্ট মনেরই তিনি গ্রাহ্য, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন" "তিনি চক্ষু ও বাক্যের অগোচর, কিন্তু বিশুদ্ধ মনের গ্রাহ্য" "তিনি প্রাণেরও প্রাণ" এই সমস্ত শ্রুতিই তাঁহার মনোময়ত্বাদির প্রমাণ। বিশুদ্ধ মনের গ্রাহ্য বলিয়াই তিনি মনোময়, প্রাণেরও আধার ও পরিচালক বলিয়া তাঁহাকে প্রাণশরীর বলা হয়, অতএব "হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই যে আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম।" এ স্থানের এই ব্রহ্ম শব্দটিও যথার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অপ্রাণ ও অমনাঃ শব্দের অর্থ তিনি মনঃপ্রাণহীন, এরূপ নয়, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান মনের অধীন নহে, স্থিতিও প্রাণের অধীন নহে, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান ও অবস্থান অন্য সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না, তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বপ্রকাশ। "এই সমস্তই ব্রহ্ম-স্বরূপ" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মশব্দ জগদাত্মক অর্থাৎ জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রসিদ্ধেরই উপদেশ থাকায় ঐ ব্রহ্ম শব্দে পরমাত্মাই বুঝাইতেছে, জীবাত্মা নহে। সমস্ত বেদান্ত ও শ্রুতিবাক্যে পর-ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব প্রসিদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ বস্তুই গ্রহণ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। যে জীবের কর্ম্মনিমিত্ত জগতের, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, সেই জীবই জগতের কারণ, ইহা বলা সমীচীন নহে, পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ, অতএব এ স্থানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে, পণ্ডিতগণও এই মতই সমর্থন করেন ॥ ১ ॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ—বলিবার উপযোগী যে সমস্ত গুণ, তাহার সঙ্গতি হেতুকও। উপাস্যের যে সমস্ত গুণ থাকিলে লোকে সমাদর পূর্বক উপাসনা করে, সেই সমস্ত গুণের সমাবেশ একমাত্র পরব্রহ্মেই থাকা সঙ্গত, এ জন্যও পূর্বোক্ত সন্দিগ্ধার্থ বাক্যসকল পরব্রহ্মেরই বোধক এবং তিনিই উপাস্য, অন্যে নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহা বলিবার নিমিত্ত ইষ্ট বা অভিপ্রেত, অর্থাৎ বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই বিবক্ষিত। বেদ কাহারও প্রণীত নহে, অতএব বক্তাও কেহ নাই, বক্তা না থাকায় বলিবার ইচ্ছা এরূপ প্রয়োগ যদিও সঙ্গত হয় না, তাহা হইলেও উপচারবশতঃ প্রয়োগ হইতে পারে। লোকসমাজে শব্দের দ্বারা যাহা অভিহিত হয়, তাহাই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য, এবং সেই উপাদেয়ই বিবক্ষিত। যে সমস্ত গুণ লোকসমাজে গ্রহণযোগ্য বা আদরণীয়, তাহাই লোকে বলিতে ইচ্ছা করে। যাহা উপাদেয় নহে, তাহা অবিবক্ষিত। তাৎপর্য্য ও তাৎপর্য্যাভাব অনুসারেই উপাদেয় অনুপাদেয় জানা যায়। এ স্থানে যে সমস্ত বিবক্ষিতগুণ অর্থাৎ উপাসনার পক্ষে উপাদেয় সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি যে গুণ কথিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, অতএব পরব্রহ্মই এ স্থলে উপাস্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বক্ষ্যমাণ মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা ইত্যাদি গুণসমূহ পরমাত্মাতেই

উপপন্ন হয়, জীবে নহে। যিনি বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রাহ্য, তিনিই মনোময়, পরমাত্মার উপাসনা বিশুদ্ধ মন দ্বারাই হয়, মলিন মনের দ্বারা হয় না ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—অনুপপত্তেঃ—অনুপপত্তিবশতঃ, শারীরঃ—জীব, ন তু—উপাস্য হইতেই পারে না। ব্রহ্মের গুণসমূহ জীবে কিছুতেই উপপন্ন করা যায় না, এ কারণেও জীব কখনই উপাস্য হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে বিবক্ষিত গুণসমূহ ব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, ইহা দেখান হইয়াছে। এই সূত্রে জীবে ঐ সমস্ত গুণের উপপত্তি হইতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন। তু-শব্দ অবধারণ বা নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক ইত্যাদি যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন, শারীর জীব নহে, কারণ, সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা ইত্যাদি গুণসমূহ জীবে সমন্বয় করা যায় না ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—খদ্যোতের ন্যায় নিষ্প্রভ, শরীরধারণ হেতুক নানাপ্রকার দুঃখভোগী, অজ্ঞপ্রায় জীবের পক্ষে উক্ত প্রকার সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহের লেশমাত্রও উপপন্ন হয় না, অতএব এই প্রকরণে জীবকে বুঝাইতে পারে, এরূপ আশঙ্কাও উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ—একটি কর্ম্ম, অপরটি কর্ত্তা অর্থাৎ উপাস্য কর্ম্ম, উপাসক কর্ত্তা এইরূপ নির্দ্দেশ থাকা হেতুকও। শ্রুতি উপাস্য আত্মাকে কর্ম্ম ও উপাসক জীবকে কর্ত্তা বলিয়া

উল্লেখ করিযাছেন, এ জন্য মনোময ইত্যাদি গুণসম্পন্ন পদার্থ জীব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—যে হেতু কর্ম্মকর্ত্তৃভাবে উল্লেখ আছে, এজন্যও মনোময়ত্বাদিগুণসম্পন্ন পদার্থ জীব নহে। আমি "ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য আত্মাকে প্রাপ্ত হইব" এই শ্রুতি উপাস্য আত্মাকে কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাপ্যরূপে এবং উপাসক জীবকে কর্ত্তা অর্থাৎ প্রাপকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপাস্য ও উপাসক বা প্রাপ্য-প্রাপকভাব ভেদকেই বুঝায়, যে উপাসক, সেই উপাস্য হইতে পারে না, অতএব একের কর্ম্মত্ব, অপরের কর্ত্তৃত্ব উল্লেখ থাকায়ও জীব মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট নহে ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—ছান্দোগ্যে "ইহলোক হইতে প্রস্থানের পর ইঁহাকে অর্থাৎ মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট আত্মাকে প্রাপ্ত হইব" এইরূপ উক্তি আছে। এ স্থলে পরব্রহ্মকে প্রাপ্য ও জীবকে প্রাপ্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব প্রাপ্তা জীব উপাসক, প্রাপ্য পরব্রহ্ম উপাস্য, উপাস্য হইতে উপাসক নিশ্চয়ই পৃথক্ ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ ;—শব্দবিশেষাৎ—শব্দেরও বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য থাকায়। শব্দগত ভেদ থাকাতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাক তণ্ডুল যেরূপ সূক্ষ্ম, অন্তরাত্মাতে অবস্থিত হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ" এই শ্রুত্যন্তরের সপ্তম্যন্ত ও প্রথমান্ত পদের দ্বারা শব্দের পার্থক্য

নির্দ্দেশ থাকায়ও জীব হইতে মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন পুরুষ পৃথক্। জীবাত্মা অর্থে প্রযুক্ত অন্তরাত্মা শব্দটি সপ্তম্যন্ত, আর মনোময়ত্বাদিগুণসম্পন্ন পরমাত্মা অর্থে প্রযুক্ত হিরণ্ময় পুরুষ শব্দটি প্রথমাবিভক্ত্যন্ত; অতএব বিভক্তিভেদজন্য উপাসক ও উপাস্যবাচক শব্দদ্বয়ের ভেদ থাকায়ও জীব ও পরমাত্মার ভেদ বুঝা যায় ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আমার হৃদয়াভ্যন্তরে এই পরমাত্মা অবস্থিত" এই শ্রুতিতে আমার এই ষষ্ঠীবিভক্তি দ্বারা জীবকে এবং প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্য আত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই বিভক্তিভেদ জন্য অর্থভেদ বশতঃ উপাস্য উপাসক এক হইতে পারে না, পরব্রহ্মই উপাস্য-জীব নহে ॥ ৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—স্মৃতেশ্চ—স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্তি থাকা হেতুক। স্মৃতিশাস্ত্রও জীব ও পরমাত্মাকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর শরীররূপ যন্ত্রারূঢ় সমস্ত ভূত অর্থাৎ জীবকে মায়া দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন" এই স্মৃতিও জীব ও পরমাত্মার ভেদ দেখাইতেছেন। এ স্থানে কেহ কেহ বলেন—"অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" এই সূত্রে যাহার উপাস্যতা নিষিদ্ধ হইয়াছে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্ সেই শারীর নামক পদার্থটি আবার কি? "পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই" এই শ্রুতি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা নাই বলিতেছেন। "হে অর্জ্জুন! সকল শরীরেই একমাত্র আমাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে" এই স্মৃতিও অন্য আত্মা নাই বলিতেছেন, তবে আবার অনুপপত্তি-সূত্রের

শারীরাত্মা কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা একই, দ্বিতীয় নাই, সেই একই পরমাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইয়া অজ্ঞপ্রাণিকর্ত্তৃক শারীরাত্মা বা জীবাত্মা এই কাল্পনিক নামে অভিহিত হন।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আমি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত, আমা হইতেই স্মরণ, জ্ঞান, অজ্ঞান সাধিত হয়" "যে জ্ঞানী ব্যক্তি পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে" "হে অর্জ্জুন। ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃৎপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। যন্ত্রারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভ্রামিত হয়, ঈশ্বরের মায়াতেও জীব-সকল তদ্রূপ ভ্রামিত হইতেছে।" ইত্যাদি স্মৃতিও জীবকে উপাসক ও পরমাত্মাকে উপাস্য দেখাইয়াছেন, অতএব জীব হইতে যে পরমাত্মা ভিন্ন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে ॥ ৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্‌ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন
নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ—অল্পপরিমিতস্থানে অবস্থান হেতুক, তদ্ব্যপদেশাচ্চ—অল্পপরিমিতস্থানে অবস্থান হেতুক অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম এইরূপ নির্দ্দেশ হেতুকও, ন—উক্ত বাক্য ব্রহ্মবোধক নহে, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহা বলিতে পার না, নিচায্যত্বাৎ—দ্রষ্টব্য অর্থাৎ হৃৎপদ্মের মধ্যে তিনি চিন্তনীয়, এইরূপ উক্তি থাকায়, এবং—উক্তরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে, ব্যোমবচ্চ—আকাশের ন্যায়ও এইরূপ উক্তি থাকায়। যদি বল, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মস্থানে অবস্থিত, স্বয়ং অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এইরূপ

নির্দ্দেশ থাকায় মহান্ সর্ব্বগত ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না ; ইহার উত্তরে বলিব, না, ব্রহ্মই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, যে হেতু, হৃৎপদ্মমধ্যেই তাঁহাকে ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, সংযত হৃদয়ের মধ্যেই তিনি পরি-স্ফুট হন, এই জন্যই তিনি অল্পস্থানস্থ ও সূক্ষ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহাকে আকাশের ন্যায়ও বলা হইয়াছে, তিনি যেমন সূক্ষ্মস্থানস্থ, তেমনই সর্ব্বগতও বটে ; অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন জীব উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—অর্ভক অল্প, ওক নীড় বা বাসস্থান। হৃদয়রূপ অল্পস্থানে জীবই বাস করেন, এ জন্য "এই আত্মা আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত" "আত্মা ব্রীহি বা যব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম" এই সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য জীবই হওয়া উচিত, যে হেতু, জীব চর্ম্মভেদ-কারী সূক্ষ্ম শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, অতএব ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য সর্ব্বগত পরমাত্মা হইতে পারেন না, কেন না, তিনি মহান্। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, না, উক্ত শ্রুতির পরমাত্মা অর্থ অসঙ্গত নহে, যে স্বল্পস্থানে থাকে, তাহার সর্ব্বস্থানে অবস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি যখন সর্ব্বস্থানেই আছেন, তখন সেই স্বল্পস্থানেও আছেন, যেমন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি অযোধ্যাবাসী, তেমনই সর্ব্বস্থান-গত ঈশ্বর হৃদয়ে অবস্থিত। আচ্ছা, ঈশ্বরকে অল্পস্থানস্থ, সূক্ষ্ম ইত্যাদি কেন বলা হইয়াছে ? এই প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—চিন্তা করিবার নিমিত্ত। যেমন ভক্ত শালগ্রামশিলাতে বিষ্ণু-বুদ্ধি স্থাপিত করিয়া পূজা করে, তদ্রূপ সূক্ষ্ম ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর হৃদয়কমলেই আছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া

তাঁহাকে ধ্যান করিবে। পরমাত্মা সর্ব্বগত হইলেও হৃদয়কমলে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া উপাসনা করিলে উপাসকের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। আকাশের দৃষ্টান্তও এ স্থানে দেখান যাইতে পারে ; যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও সূক্ষ্মসূচীছিদ্রেও আছে, সেইরূপ পরমাত্মাও সর্ব্বগত হইয়াও হৃদয়মধ্যে অবস্থিত ; অতএব ব্রহ্মের অল্পস্থানবাস, সূক্ষ্ম ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ কেবল উপাসনাসৌকর্য্যার্থেই বলা হইয়াছে, যথার্থ বলা হয় নাই ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অর্ভকৌকঃ—অল্প-স্থানবাসী, তদ্ব্যপদেশ—অল্পত্বকথন। "আত্মা হৃদয়ে" এই শ্রুতি দ্বারা সূক্ষ্ম হৃদয়মধ্যে অবস্থান হেতুক এবং "ব্রীহি বা যব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা তাঁহার অতিসূক্ষ্মত্ব উক্ত হওয়ায় ইনি পরমাত্মা নন, জীবই, কেন না পরমাত্মা সর্ব্বগত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট, আর জীব সূচীবিশেষের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম ইত্যাদি। এরূপ বলিতে পার না, কারণ, পরমাত্মা হৃদয়মধ্যেই দ্রষ্টব্য বা উপাস্য, এই উপদেশ দিবার জন্যই তাঁহাকে সূক্ষ্ম ইত্যাদি বলা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি সূক্ষ্ম নন। "তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ইত্যাদি হইতেও বৃহৎ" এই শ্রুতি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্বের প্রমাণ, অতএব উপাসনার জন্যই তাঁহার সূক্ষ্মত্বাদি বলা হইয়াছে, বাস্তবিক নহে ॥ ৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ—সুখদুঃখাদিভোগী, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, বলিতে পার না, বৈশেষ্যাৎ—ভেদবশতঃ। পরমাত্মা যখন হৃদয়মধ্যেও আছেন, তখন তিনিও জীবের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করেন, ইহা বলিতে পার না, কারণ, উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মঘটিত কতকগুলি ভেদ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করায় জীবের সহিত তাঁহার কোন পার্থক্য নাই, অতএব জীবের ন্যায় তাঁহারও সুখদুঃখাদিভোগ আছে। অন্য শ্রুতিতেও উক্তি আছে—"পরমাত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা শ্রোতা অন্য কোন আত্মা নাই" ইহার দ্বারা জীব ও পরমাত্মার অভেদ উক্ত হওয়ায় পরমাত্মারও সুখদুঃখভোগ আছে, এরূপ বলিতে পার না, কারণ, দেহসম্বন্ধবশতঃ উভয়ের ঐক্য থাকিলেও জীব কর্ত্তা, ভোক্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মকারী ও সুখদুঃখাদিভোগী, পরমাত্মা অকর্ত্তা, অভোক্তা, ধর্ম্মধর্ম্মাদির অতীত ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিপরীতগুণবিশিষ্ট, অতএব উভয়ের এই গুণের পার্থক্যবশতঃ একমাত্র জীবই সুখাদিভোক্তা, পরমাত্মা নন॥ ১৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবের ন্যায় পরমাত্মাও দেহাভ্যন্তরে আছেন, এরূপ স্বীকার করিলে পরমাত্মাও জীবের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করেন, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি পার্থক্য থাকায় সে আশঙ্কা আসে না, সেই পার্থক্য কি, তাহাই দেখাইতেছেন।—দেহাভ্যন্তরে অবস্থানই যে সুখদুঃখভোগের কারণ, তাহা নহে, পরন্তু পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মফলই সুখদুঃখভোগের কারণ, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মাধীনতা সম্ভব হয় না; যেহেতু শ্রুতিতে আছে, "সেই উভয়ের মধ্যে অন্য অর্থাৎ জীব স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করেন"॥ ৮॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ৯॥

সূত্রার্থ।—অত্তা—ভোক্তা, চরাচরগ্রহণাৎ—স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ গ্রহণ করেন বলিয়া। তিনি চরাচর জগৎকে

গ্রহণ বা সংহার করেন বলিয়া তাঁহাকে অত্তা বা ভোক্তা বলা হয়, কর্ম্মফলভোগী বলিয়া অত্তা নন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কঠোপনিষদে আছে—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাহার ওদন বা ভোজ্যান্ন, মৃত্যু যাহার উপসেচন অর্থাৎ অন্নসংস্কারক ঘৃতাদি দ্রব্য, তিনি যাহাতে অবস্থিত বা যে প্রকার, কে তাহা জানে?" এই শ্রুতিতে যে ওদন ও উপসেচন শব্দ আছে, তাহার দ্বারা কোন এক জন ভোক্তার প্রতীতি হয়, কিন্তু বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায়, এই ভোক্তা অগ্নি, কি জীব, কি পরমাত্মা? কে হওয়া সঙ্গত, এইরূপ সংশয় হইতে পারে, কেন না, ঐ উপনিষদে অগ্নি জীব ও পরমাত্মার সম্বন্ধেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানে অগ্নি হওয়াই সঙ্গত, কারণ, শ্রুতিতেও আছে ও প্রসিদ্ধও আছে যে, "অগ্নি অন্নভক্ষক"। অথবা "সেই উভয়ের মধ্যে এক জীব স্বাদুজ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করেন" এই শ্রুত্যনুসারে জীবই ভোক্তা, পরমাত্মা নয়, কারণ, "তিনি ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র" এইরূপ শ্রুতি আছে। এইরূপ সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন, এখানে পরমাত্মাই ভোক্তা, কেন না, চরাচর শব্দের গ্রহণ আছে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে ভক্ষণ অর্থাৎ আত্মাতেই সংহৃত করেন বলিয়া তিনি অত্তা, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সম্পূর্ণরূপে অদন বা সংহার করা একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন জীব বা অগ্নির পক্ষে সম্ভব হয় না॥ ৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, পরমাত্মা যদি ভোক্তা না হন, তবে জীবই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হউক, কারণ, সর্ব্বত্রই জীবই ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

কঠোপনিষদে আছে—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় যাঁহার অন্ন, মৃত্যু

যাঁহার উপসেচন অর্থাৎ উপকরণ ব্যঞ্জনাদি, তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?" এখানে ওদন ও উপসেচন শব্দ দ্বারা এক জন ভোক্তা সূচিত হইতেছে, সেই ভোক্তা জীব না পরমাত্মা? কি সঙ্গত? কর্ম্মফলেই ভোক্তৃত্ব হয়, সেই ভোক্তৃত্ব জীবের পক্ষেই সম্ভব, অতএব এখানে জীবই অত্তা, পরমাত্মা নয়। এই সন্দেহের উত্তরে বলিতেছেন—চরাচরশব্দের প্রয়োগ থাকায় পরমাত্মাই এ স্থানে অত্তা, স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বের ভোক্তৃত্ব পরমাত্মাতেই সম্ভব, এই ভোক্তা কর্ম্মফলভোগী নন, পরন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারী পরব্রহ্ম বিষ্ণুর সংহারকারিতা, অতএব মৃত্যুরূপব্যঞ্জন-সংযুক্ত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিপূর্ণ নিখিল বিশ্বরূপ অন্নের ভোজন বা সংহার-কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মাতেই সম্ভব, জীবে নহে ॥ ৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকরণাচ্চ—প্রকরণ হেতুকও। শ্রুতির যে প্রকরণে অত্তা ইত্যাদি বাক্য উল্লিখিত আছে, সেই প্রকরণে পরমাত্মসম্বন্ধেই আলোচনা আছে, অতএব একই প্রকরণে উল্লেখ থাকায় ঐ অত্তা পরমাত্মাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পরমাত্মা জন্মগ্রহণও করেন না, মরেনও না" ইত্যাদি দ্বারা পরমাত্ম-প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ প্রকরণেই অত্তৃবাক্য পঠিত হওয়ায় এই অত্তা পরমাত্মা, জীব নহে, প্রকরণের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "তিনি যে স্থানে আছেন, তাহা কে জানে?" এই শ্রুতি পর-মাত্মার দুর্জ্ঞেয়ত্বের বোধক, জীব প্রসিদ্ধ, দুর্জ্ঞেয় নহে, পরমাত্মাই দুর্জ্ঞেয় ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণও পরব্রহ্মেরই। "ধীর ব্যক্তি মহান্ সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না" "শাস্ত্রব্যাখ্যা, মেধাশক্তি অথবা বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নেও এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন বা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকটিত করেন" এই সমস্ত প্রকরণেই শ্রুতিও পঠিত আছে। "তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে" এই শ্রুতিবাক্যও তাঁহারই অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানা যায় না, এই দুর্জ্ঞেয়ত্বই প্রকাশ করিতেছে, অতএব সমান প্রকরণে উল্লেখ হেতুকও অত্তা পরমাত্মাই ॥ ১০ ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—আত্মানৌ হি—জীব ও পরমাত্মাই, গুহাং—হৃদয়-গহ্বরে বা দেহাভ্যন্তরে, প্রবিষ্টৌ—প্রবেশ করিয়া আছেন, তদ্দর্শনাৎ—শাস্ত্রে এইরূপই দেখা হেতুক। কাঠোপনিষদ যে দুইটিকে গুহাপ্রবিষ্ট বলিযাছেন, সেই দুইটি জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন, কেন না, শ্রুতি ও স্মৃতি ঐ উভয়কেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ দেখা যায।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "কর্ম্মফলার্জ্জিত এই দেহে পরমাত্মার আবাসভূত হৃদয়ে গুহা আছে, ঐ গুহাতে কর্ম্মফলভোগী দুইটি পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞগণ, পঞ্চাগ্নিগণ ও যাঁহারা তিনবার করিয়া অগ্নিচয়ন করিয়াছিলেন, সেই ত্রিনাচিকেতাগণ এইরূপ বলেন"। এ স্থলে সংশয় এই যে, ঐ দুইটি পদার্থ কি বুদ্ধি ও জীব? অথবা

জীব ও পরমাত্মা ? যদি বুদ্ধি ও জীব হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি হইতে জীব পৃথক্ পদার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আর যদি জীব ও পরমাত্মা হয়, তাহা হইলে পরমাত্মা জীব হইতে পৃথক্, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, উক্ত দুই প্রকার সংশয়ের একটিও সম্ভব হয় না, কারণ, কঠোপনিষদের ঐ বাক্যে দুইটি পদার্থ কর্ম্মফল ভোগ করেন, এইরূপ আছে, চেতন জীবের পক্ষে কর্ম্মফলভোগ সম্ভব, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির পক্ষে তাহা সম্ভবে না। এইরূপ পরমাত্মার পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, "অন্য পরমাত্মা ভোগ করেন না, কেবল দর্শন করেন মাত্র" এই শ্রুতিতে তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন না, ইহা বলা হইয়াছে। এই সংশয়-নিরাসার্থ বলিতেছেন—কতকগুলি পথিক লোকের মধ্যে যদি এক জনও ছাতা মাথায় দিয়া যায়, তাহা হইলে দূরস্থ কোন ব্যক্তি "ঐ যাহারা ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে" এইরূপ নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ এ স্থলে একটি কর্ম্মফল ভোগ করিলেও উপচার বশতঃ উভয়েই পান করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে ; অথবা জীব ভোগ করেন, ঈশ্বর ভোগ করান্, এখানে ভোগ করান্ অর্থে ভোগ করেন, এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব উভয়েই ভোগ করেন, এরূপ নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে। এ স্থলে জীব ও পরমাত্মা এই উভয়কেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে হেতু, জীব ও পরমাত্মা উভয়েই চেতন ও তুল্যস্বভাবসম্পন্ন, আরও শ্রুতি-স্মৃতিতে পরমাত্মার গুহাপ্রবিষ্টত্ব বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি দ্বারা গুহাপ্রবিষ্ট আত্মাদ্বয় বলিতে জীব ও পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে, জীব ও বুদ্ধি নহে ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অত্তা চরাচর-গ্রহণাৎ" এই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়রূপ অন্ন ইত্যাদি দ্বারা যাঁহাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, ঐ শ্রুতির পরেই "ব্রহ্মজ্ঞ, পঞ্চাগ্নি ও ত্রিনাচিকেতাগণ এইরূপ বলেন যে, কর্ম্মফলার্জ্জিত দেহে

হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট উভয়ে কর্ম্মফল ভোগ করেন, তাঁহারা ছায়া ও আলোকের ন্যায় 'পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট"। এই শ্রুতিতে কর্ম্মফলভোক্তাকে সদ্বিতীয় বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়েই ভোগ করেন, এই উভয়ের একটি জীব, দ্বিতীয়টিকে পরমাত্মা বলা যায় না, যে হেতু, পরমাত্মা কর্ম্মফলভোগী নন, সুতরাং বুদ্ধি বা প্রাণ হওয়াই সম্ভব, কারণ, তাহারা জীবের ভোগের সহায় হয়। আর ঐ "অত্তা" এই সূত্রও ঐ প্রকরণেই উল্লিখিত হওয়ায় অত্তা শব্দে জীবই হওয়া উচিত, পরমাত্মা নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, "পুণ্যোপার্জ্জিত শরীররূপ লোকে হৃদয়গুহাতে সংস্থিত দুই জন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন।" এ স্থলে কর্ম্মফলভোক্তা জীবের সহিত সংস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির উল্লেখ রহিয়াছে, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কি বুদ্ধি? অথবা প্রাণ? কিংবা পরমাত্মা? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, এ স্থলে হৃদয়গুহাস্থ কর্ম্মফলভোগী দুইটি জীবাত্মা ও প্রাণ অথবা জীবাত্মা ও বুদ্ধি এ দুইএর একটিও নহে, পরন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, এই প্রকরণে জীব ও পরমাত্মা উভয়েরই গুহাপ্রবেশের উল্লেখ আছে। "ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগে জ্ঞানলাভ করিয়া সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, গুহামধ্যে অবস্থিত সেই পুরাণপুরুষ পরমাত্মাকে জানিয়া হর্ষ শোক উভয়ই ত্যাগ করেন" এই শ্রুতিতে পরমাত্মার গুহাবস্থান উল্লিখিত আছে। পরে "সর্ব্বদেবতাময়ী যে অদিতি বা জীব প্রাণের সহিত সঞ্জাত হন, এবং হৃদয়গুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন, ও ভূতবর্গের সহিত উৎপন্ন হন" এই শ্রুতিতে জীবেরও গুহাপ্রবেশ উল্লিখিত আছে। এই শ্রুতিতে অদিতি শব্দের অর্থ জীব, কেন না, তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন। জীবাত্মা সংসারবাসনাবদ্ধ হেতু ছায়ারূপে এবং পরমাত্মা সংসারমুক্ত বলিয়া আতপস্বরূপে কথিত হইয়াছেন; অতএব "উভয়ে

ভোগ করেন" এই উক্তি "ছত্রধারিগণ গমন করিতেছে" এই উক্তির ন্যায় বুঝিতে হইবে অর্থাৎ জীবাত্মাই ভোগ করেন, কিন্তু একত্র অবস্থিত বলিয়া পরমাত্মাও ভোগ করেন, এরূপ উপচার করা হইয়াছে, অথবা পরমাত্মা দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই জীব ভোগ করেন বলিয়া জীবাত্মা কর্ম্মফলভোগে প্রযোজ্যকর্ত্তা, পরমাত্মা প্রযোজককর্ত্তা ॥ ১১ ॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—বিশেষণাচ্চ—বিশেষণ হেতুকও। গন্তা গন্তব্য, মন্তা মন্তব্য ইত্যাদি বিশেষণসমূহ জীব ও পরমাত্মা পক্ষেই সঙ্গত হয়, বুদ্ধি জীব বা প্রাণ জীবের পক্ষে হয় না, এ জন্য জীব ও পরমাত্মাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের লক্ষ্য। গন্তা মন্তা ইত্যাদি জীব, গন্তব্য মন্তব্য ইত্যাদি পরমাত্মা।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—গন্তা গন্তব্য ইত্যাদি বিশেষণ জীবাত্মা পরমাত্মারই হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যের পর "আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে" অর্থাৎ শরীর-রূপ রথে জীবাত্মরূপ রথী আরূঢ় আছেন জানিবে, এই শ্রুতিতে জীবাত্ম-রূপ রথীকে সংসার ও মোক্ষপথের গন্তা বা পথিক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। "জীব সংসারমার্গের পারস্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদকে প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতিতে পরমাত্মা বিষ্ণুকে জীবের গন্তব্য বা প্রাপ্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই শ্রুতির পূর্ব্বেও "ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগের দ্বারা দুর্দ্দর্শনীয়, শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়গুহাস্থিত সেই পুরাতন পুরুষকে মনন করিয়া অর্থাৎ জানিয়া শোক-হর্ষাদি হইতে বিমুক্ত হন", এই শ্রুতিতে জীব মন্তা ও পরমাত্মা মন্তব্য বা মননযোগ্য এই দুই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত

হইয়াছেন। এই প্রকরণ পরমাত্মারই, অতএব উক্তরূপ বিশেষণসমূহ থাকায় গুহাপ্রবিষ্ট শব্দে জীব ও পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—এই প্রকরণে সর্ব্বত্রই পরমাত্মা উপাস্য ও প্রাপ্য, জীব উপাসক ও প্রাপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। "প্রকাশমান, স্তবনীয় ও ব্রহ্মজজ্ঞ অর্থাৎ জীবকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া ও উপাসনা করিয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন" ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও জ্ঞানী বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ অর্থে জীব। "সেই স্তবার্হ দেবকে জানিয়া "অর্থাৎ উপাসক জীবাত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইয়া। এইরূপ "যিনি যাজ্ঞিকদিগের সেতুস্বরূপ অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মফলদাতা, যিনি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষীদিগের অভয়দাতা, অক্ষর, পরব্রহ্ম, নাচিকেতাখ্য কর্ম্মবিশেষ দ্বারা জ্ঞেয়—সেই ব্রহ্মকেও আমরা জানিতে পারি"। এই শ্রুতিতে পরমাত্মা উপাস্য, এইরূপ বলা হইয়াছে। "আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে উপাসক বলা হইয়াছে। "যে পুরুষের এই দেহ-রথে উৎকৃষ্ট জ্ঞানই সারথি, মনই প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্বের বল্গা, তাৎপর্য্য এই যে, যে জীব চিত্তকে সংযত করিয়া সদ্বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই জীবই পরম-পুরুষ বিষ্ণুর চরণরূপ সংসারমার্গের পার প্রাপ্ত হন"। এই শ্রুতিতে পরমাত্মা প্রাপ্য বা উপাস্য ও জীব প্রাপক বা উপাসক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এ স্থানে "ছায়া ও আতপ" এই শ্রুতিতে জীব ছায়া বা অজ্ঞ, পরমাত্মা আতপ বা সর্ব্বজ্ঞ এই বিশেষণ দ্বারা জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব উক্তরূপ বিশেষ উপদেশ দ্বারা অত্তাশব্দে পরমাত্মা-কেই বুঝিতে হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১২ ॥

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ :—অন্তরঃ—অভ্যন্তরস্থ পুরুষ পরমাত্মাই, উপপত্তেঃ

—উপপত্তিবশতঃ। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে পুরুষ চক্ষুর অভ্যন্তরে আছেন, এইরূপ বলা হইযাছে, তিনি পরমাত্মাই, কারণ, সেই বাক্যেই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাতেও উক্ত বিশেষণসমূহের প্রয়োগ সঙ্গত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"নেত্রাভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা, ইনি অমৃতস্বরূপ, অভয়, ব্রহ্ম", শ্রুতিতে এইরূপ আছে। চক্ষুর মধ্যে ঘি বা জল পড়িলে তাহা বাহির হইয়া পক্ষ্ম বা ভোঁয়াতে আসিয়া লাগে, ভিতরে লাগে না, ইহাব কারণ, ঈশ্বর নির্লিপ্ত, তাঁহাতে কিছুই লিপ্ত হইতে পারে না, চক্ষুর মধ্যে আত্মা বা ঈশ্বর বর্ত্তমান, এই জন্যই চক্ষুর মধ্যে কিছুই লিপ্ত হয় না। এ স্থানে সন্দেহ এই যে, চক্ষুর মধ্যে অবস্থিত ইনি কি প্রতিবিম্বাত্মা? (তাহার মধ্যে যে পুত্তলিকাকৃতি পুরুষেব ছায়া) অথবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য? অথবা জীব? অথবা পরমাত্মা? কে হওয়া সঙ্গত? ছায়াপুরুষই সঙ্গত, কেন না, চক্ষুব তাহার মধ্যে পুরুষেব প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহা সকলেই জানেন ও তাহা দেখাও যায়। ইঁহাকে জীবাত্মা বলাও অযৌক্তিক নহে, কেন না, কিছু দেখার সময় জীব আসিয়া চক্ষুতে অধিষ্ঠিত হন, নচেৎ দর্শনক্রিয়াই সম্পন্ন হয় না, ইহা শাস্ত্রোক্তি, আরও জীবেব প্রতি আত্মশব্দপ্রয়োগও অসঙ্গত নহে। "সূর্য্য রশ্মিরূপে চক্ষুতে অধিষ্ঠিত আছেন" শ্রুতিতে এরূপ উক্তি থাকায় ঐ পুরুষ সূর্য্য হওয়াও অসঙ্গত নহে, সূর্য্য দেবতা, অতএব তাঁহাতে অমৃত অব্যয় ইত্যাদি বিশেষণসমূহও কোনরূপে সঙ্গত করা যায়। আব যখন স্থানবিশেষের নির্দ্দেশ আছে, তখন ঈশ্বর ঐ বাক্যের অর্থ হইতে পারে না, এই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ পরমেশ্বরই, "আত্মত্ব অমৃতত্ব" ইত্যাদি গুণসমূহ একমাত্র পরমেশ্বরেই থাকা সম্ভব, অন্য কাহাতেও নহে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—ছান্দোগ্যে এইরূপ আছে, "চক্ষুর মধ্যে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়স্বরূপ, ইনি ব্রহ্ম"। এ স্থলে সন্দেহ—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ এই পুরুষ কি প্রতিবিম্ব? অথবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী কোন দেবতা? অথবা জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? কে হওয়া সঙ্গত? প্রতিবিম্ব হওয়াই সঙ্গত, কেন না, সকলের নিকটেই ইহা প্রসিদ্ধ যে, তাহার মধ্যে একটি ছায়া পড়ে, এবং তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ. জীবাত্মাও হইতে পারেন, যে হেতু, ইহা প্রসিদ্ধ যে, চক্ষুতেই তিনি বিশেষরূপে অবস্থিত, চক্ষুর উন্মীলন দেখিয়াই শরীরে তাঁহার অবস্থান বা প্রয়াণ নিরূপিত হয়। জীবিত ব্যক্তিই চক্ষু উন্মীলন করে, জীব না থাকিলে আর চক্ষুর উন্মীলন হয় না। "এই সূর্য্যদেব নিজ কিরণসমূহ দ্বারা চক্ষুতে অধিষ্ঠিত আছেন" এইরূপ শ্রুতি থাকায় চক্ষুতে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি সূর্য্যও হইতে পারেন, ইঁহাদের সকলের বিষয়েই যখন প্রসিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দেশ আছে, তখন ইঁহাদেরই কেহ হওয়া সঙ্গত। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—চক্ষুর মধ্যে অবস্থিত পুরুষ পরমাত্মাই, যে হেতু, "ইনি আত্মা, ইনি অমৃত, অভয়, ইনি ব্রহ্ম" ইত্যাদি গুণসমূহের সমাবেশ একমাত্র পরমাত্মাতেই সঙ্গত হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ ঃ—স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ—স্থানপ্রভৃতির নির্দ্দেশ হেতুকও। এখানে আদিশব্দের দ্বারা নাম ও রূপকে বুঝাইতেছে। অন্য শ্রুতিতে তাহার অবস্থিতিস্থান, নাম ও রূপের নির্দ্দেশ থাকায় এখানেও তাঁহার ধ্যানের জন্য চক্ষুমধ্যে অবস্থান উপদিষ্ট হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—যদি কেহ

বলেন, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তিনি ক্ষুদ্র চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করেন, ইহা বলা সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যদি একমাত্র চক্ষুতেই অবস্থান করেন, এইরূপ বলা হইত, তাহা হইলে অসঙ্গত হইত; তিনি চক্ষুতে অবস্থিত, ইহা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনই পৃথিবী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও থাকেন, শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন। স্থানাদি এই আদিশব্দের দ্বারা তাঁহার নাম ও রূপকে বুঝিতে হইবে। তাঁহার নাম "উৎ"। তিনি "হিরণ্যবর্ণশ্মশ্রু-বিশিষ্ট" ইহার দ্বারা তাঁহার নাম ও রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এ স্থানে আপত্তি এই যে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের স্থাননির্দ্দেশ যেমন অসঙ্গত, নামরূপ-বিহীন তাঁহাব নামরূপনির্দ্দেশও অসঙ্গত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও কেবল উপাসনার সৌকর্য্যার্থে নামরূপগত গুণের দ্বারা তাঁহাকে সগুণ বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। শালগ্রাম-শিলায় যেমন বিষ্ণুর অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়, তেমনই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে ধারণা কবিবার নিমিত্ত একটা স্থাননির্দ্দেশ দোষাবহ নহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—বৃহদারণ্যকোক্ত "যিনি চক্ষুতে অবস্থান করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মারই চক্ষুতে অবস্থিতি ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব "চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ" ইহা দ্বারাও সেই পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ—সুখযুক্ত এইরূপ বলার জন্যও। যে প্রকরণে "চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ" এই শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই ঐ শ্রুতির পূর্ব্বে "ব্রহ্ম সুখ" এই

শ্রুতিও আছে, অতএব "যে এই" এই সর্ব্বনাম শব্দ সুখগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকেই বুঝানয় ঐ নেত্রাভ্যন্তরস্থ পুরুষ ব্রহ্মাই।

শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অক্ষিমধ্যস্থ এই যে পুরুষ" এই বাক্যে যে পুরুষের উল্লেখ আছে, তিনি ব্রহ্ম কি না, ইহা লইয়া তর্ক করারই প্রয়োজন নাই, কেন না, ঐ প্রকরণের প্রারম্ভেই "প্রাণ ব্রহ্ম" "সুখ ব্রহ্ম" "আকাশ ব্রহ্ম" এইরূপে সুখগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম এইরূপ উক্তি থাকায় পরবর্ত্তী "এই যে অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ" এই বাক্যেও সেই পরম পুরুষই কথিত হইয়াছেন, কেন না, যাহার প্রকরণ, সেই প্রকরণস্থিত আনুষঙ্গিক বাক্যেরও সেই অর্থ হওয়াই উচিত ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্ম সুখবিশিষ্ট" "ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ" এই শ্রুতিতে প্রকরণোক্ত সুখগুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা-স্থান নির্দ্দেশের জন্য "এই যে অক্ষিগত পুরুষ" ইত্যাদি শ্রুতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব চক্ষুর মধ্যস্থ পুরুষ পুরুষোত্তমই, ইহা প্রমাণ করার জন্য অন্য হেতুনির্দ্দেশ অনাবশ্যক, সূত্রস্থ "এব" শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ "সুখবিশিষ্ট" এই উক্তি দ্বারাই অক্ষিস্থ পুরুষের পুরুষোত্তমত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ—যিনি উপনিষদের রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাঁহার যে গতি, সেইরূপ গতির উল্লেখ থাকাতেও। যিনি উপনিষদের রহস্য অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার যে গতি উক্ত হইয়াছে, অক্ষিপুরুষ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও সেই গতিই নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এই অক্ষিপুরুষ

পরমাত্মাই, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ও অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞ যখন একই গতি প্রাপ্ত হন, তখন অক্ষিপুরুষও ব্রহ্ম।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপনিষদের গূঢ়ার্থে অভিজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দেবযান নামক গতি লাভ করেন, শ্রুতি এবং স্মৃতিতেও ইহা উক্ত আছে, অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সেই দেবযান-গতিই লাভ করেন, এই কথা উল্লিখিত হওয়ায় অক্ষিগত পুরুষ ব্রহ্মই, ইহা নিশ্চয় ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যিনি উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের স্বরূপ জানার নিমিত্ত সাগ্রহ চেষ্টায় তাহা অবগত হইয়াছেন, অন্যান্য শ্রুতিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে অর্চিঃ প্রভৃতি গতির উল্লেখ আছে, অক্ষিপুরুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জাবালশিষ্য উপকোশলেরও সেই গতিই কথিত হইয়াছে, এই গতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে আর এ সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তাঁহারা অর্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে অহঃ অর্থাৎ দিন, দিন হইতে শুক্লপক্ষ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে যান, সেই স্থানে দিব্যদেহধারী কোন পুরুষ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবপথ বা ব্রহ্মপথ, ইহাই দেবযানগতি"। অতএব ব্রহ্মাভিজ্ঞ ও অক্ষি-পুরুষাভিজ্ঞ ব্যক্তির তুল্যরূপগতি উক্ত হওয়াতেও অক্ষিপুরুষ পরমাত্মাই, ইহা নিশ্চয় ॥ ১৬ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—অনবস্থিতেঃ—সর্ব্বদা অবস্থানের অভাবহেতু, অসম্ভবাচ্চ—অমৃতত্বাদিগুণের অসম্ভব হেতুকও, ইতরঃ—ছায়া

পুরুষ জীব বা আদিত্য, ন—নহে। ছায়া প্রভৃতি অক্ষিমধ্যে সর্ব্বদা থাকে না, এবং ব্রহ্মের যে অমৃতত্বাদিগুণসমূহ, তাহাও ছায়াপুরুষাদিতে থাকা সম্ভব না হওয়ায় অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ ছায়া-পুরুষাদি নহেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ ছায়াত্মা, জীব বা আদিত্য হইতে পারে, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, ছায়াপুরুষ চক্ষুতে সর্ব্বদা অবস্থান করেন না, যখন কোন ব্যক্তি চক্ষুর সম্মুখে আসে, তখনই তাহার ছায়া দেখা যায়, সে ব্যক্তি সরিয়া গেলে আব দেখা যায় না, অতএব ছায়াপুরুষ অনবস্থিত। অমৃতত্ব অভয়ত্ব ইত্যাদি গুণসমূহও ছায়াত্মার থাকা সম্ভব নহে। এইরূপ জীবও হইতে পারে না, কারণ, সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের সমান-ভাবে সম্বন্ধ, তিনি যে কেবল চক্ষুতেই অবস্থান করেন, ইহা বলা যাইতে পারে না। যদি বল, ব্রহ্ম ও ত সর্ব্বব্যাপী, তাঁহারও কেবল চক্ষুর মধ্যে অবস্থান বলা সঙ্গত নহে। না, এ কথা বলা যায় না, কারণ, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা করিবার নিমিত্তই হৃদয়াদি স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ অমৃতত্বাদি গুণও জীবে অসম্ভব। নিজ কিরণসমূহ দ্বারা সূর্য্যদেবের চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হইলেও তাঁহার আত্মত্ব সম্ভব হয় না, কেন না, বাহ্য পদার্থকে কেহই আত্মা বলে না। শ্রুতিতে সূর্য্যদেবেরও উৎপত্তি-বিনাশ উল্লিখিত আছে, এজন্য অমৃতত্বাদি গুণও তাঁহাতে সম্ভব নহে। দেবতারা সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অমর বলে; অতএব এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই, অপর কেহ নহে॥ ১৭॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রতিবিম্বাদি চক্ষুতে নিয়মিতভাবে অবস্থান করে না এবং অমৃতত্বাদি ব্রহ্মের স্বাভাবিক

ধর্ম্মসমূহও তাহাতে অসম্ভব ; অতএব অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন ছায়াদি হইতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে আসিলেই তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে, সে সরিয়া গেলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায় , অতএব তাহার নিয়মিত অবস্থান নাই। দর্শন-শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য-সম্পাদনার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলস্বরূপ হৃদয়-বিবরেই জীব অবস্থিত, তাঁহারও চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব নয়। "আদিত্য-রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অধিষ্ঠিত" এই শ্রুতিতে রশ্মি দ্বারা অধিষ্ঠিত বলায় তিনি স্থানান্তরে অবস্থিত হইয়াও রশ্মি দ্বারা পরিচালনা করেন , সুতরাং চক্ষুতেও অবস্থান সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক অমৃতত্বাদি ধর্ম্মও ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে , অতএব অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই ॥১৭॥

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—অধিদৈবাদিষু—অধিদৈবত অধিলোক ইত্যাদি শ্রুতিতে, অন্তর্য্যামী—যিনি অন্তর্য্যামী বলিয়া উল্লিখিত, তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ—পরমাত্মার ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ থাকায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অধিদৈবত অধিলোক" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাঁহাকে অন্তর্য্যামী বলা হইয়াছে, তিনি পরমাত্মা, কারণ, তাঁহাতে পরমাত্মার গুণসমূহই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যিনি এই লোক, পরলোক ও সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া আরণ্যক-উপনিষৎ পরে বলিয়াছেন—"যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী, অমৃত" ইত্যাদি। এ স্থানে সমস্ত দেবতা, সমস্ত লোক, সর্ব্ববেদ, সর্ব্বযজ্ঞ, সমস্ত ভূত

ও সমস্ত আত্মায় অধিষ্ঠিত কোন নিয়ামক পদার্থ অন্তর্য্যামী এই নামে উক্ত হইয়াছেন। এই অন্তর্য্যামী কি পৃথিবীর কোন দেবতা? অথবা কোন যোগী? অথবা পরমাত্মা? না অন্য কিছু? ঐ নাম ইহার পূর্ব্বে আর শোনা যায় নাই, সুতরাং সন্দেহ হইতেছে, ইনি কে? নামটাই যখন অপ্রসিদ্ধ, তখন নামীও অপ্রসিদ্ধ একটা কিছু হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অধিদৈবাদি শ্রুতিতে যিনি অন্তর্য্যামী বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি পরমাত্মাই, অন্য কেহ নহেন, কেন না, সর্ব্বদেবতা, সর্ব্বলোক ইত্যাদির অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, এই যে নিয়স্তৃত্বগুণ, ইহা পরমেশ্বরেরই, পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ বলিয়াই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের নিয়ন্তা, এই সমস্ত গুণ ঐ অন্তর্য্যামী শ্রুতিতে উল্লেখ থাকায় অন্তর্য্যামী বলিতে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যজুর্ব্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীরা এইরূপ বলেন—"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্" ইত্যাদি, "ইনিই তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী, অমৃত" জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, সূর্য্য, দিক্, চন্দ্র, তারা, আকাশ, তমঃ, তৈজসিক দেবতা, আত্মা, প্রাণ, বাক্য, চক্ষুঃ, কর্ণ ইত্যাদিতে অবস্থিত, তাহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী অথচ তাহাদের দুর্জ্ঞেয়, সেই সেই শরীরধারী অথচ তাহাদের নিয়ামক কোন পদার্থকে নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে "ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত"। এ স্থলে সন্দেহ এই যে—এই অন্তর্য্যামী কি জীব? না পরমাত্মা? জীব হওয়াই সঙ্গত, কেন না, এই বাক্যেরই শেষভাগে তিনি "দ্রষ্টা শ্রোতা" এইরূপ উল্লেখ থাকায় তাঁহার জ্ঞান যে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে দ্রষ্টাই অন্তর্য্যামী, এই নির্দ্দেশবশতঃ, এবং "ইহা হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই" এই শ্রুতির দ্বারা অপর কেহ দ্রষ্টা নাই, এই নিষেধ থাকাতেও

জীবই অন্তর্য্যামী। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—অধিদৈব, অধিলোক ইত্যাদি শব্দযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্য্যামী পদ কথিত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত বা সর্ব্বপাপক্ষয়কারী জগৎপাবন পরমাত্মা নারায়ণ, কেন না, ঐ বাক্যে পরমাত্মার যে সমস্ত গুণ, তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি এক হইয়াও সমস্ত লোক, সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত দেবতাগণকে নিয়মিতরূপে পরিচালনা করেন এবং তাহা পরমাত্মার ধর্ম্ম; অতএব অন্তর্য্যামী শব্দ জীবাত্মবোধক নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৮ ॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—স্মার্ত্তং—স্মৃত্যুক্ত, চ—ও, ন—অন্তর্য্যামী নহে, অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ—অপ্রধান বা চৈতন্যের যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহার উল্লেখ হেতু। সাংখ্যোক্ত প্রধানও অন্তর্য্যামী নহে, কারণ, অতৎ—তৎ অর্থাৎ প্রধান ভিন্ন চৈতন্যের ধর্ম্মসমূহ উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যস্মৃতিতে যে প্রধানের বিষয় উল্লেখ আছে, অদৃষ্ট অশ্রুত ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ তাঁহার পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে, কারণ, সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রধানকে রূপাদিহীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"প্রধান তর্কের অতীত দুর্জ্ঞেয় প্রসুপ্তের ন্যায়"। সেই প্রধানও সর্ব্ববিধ বিকার অর্থাৎ জন্যবস্তুসমূহের কারণ, অতএব তাহাদের নিয়ন্তৃত্ব প্রধানে থাকা সম্ভব, এ জন্য অন্তর্য্যামী শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত প্রধান অন্তর্য্যামী হইতে পারেন না, যেহেতু, অতৎ অর্থাৎ প্রধান নয়, অপ্রধান বা চেতনের যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহার উল্লেখ থাকায়। ঐ অন্তর্য্যামী শ্রুতিতে অন্তর্য্যামীকে "দ্রষ্টা" ইত্যাদি

বলিয়াছেন। প্রধানের পক্ষে রূপাদিবিহীন বলিয়া "অদৃষ্ট" ইত্যাদি বিশেষণ সম্ভব হইলেও দ্রষ্টা ইত্যাদি বিশেষণ সম্ভব হইতেই পারে না, কারণ, সাঙ্খ্যকারগণ প্রধানকে অচেতন বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, অচেতন দ্রষ্টা হইতে পারে না, আর প্রধানে আত্মশব্দেরও প্রয়োগ হইতে পারে না, কারণ, আত্মা অন্তরের, প্রধান বা প্রকৃতি বাহিরের বস্তু; অতএব অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই ॥ ১৯ ॥

* শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—স্মার্ত্ত অর্থাৎ প্রধান, শারীর বলিতে জীব। প্রধান ও জীব কেহই অন্তর্য্যামী নহে, কারণ, প্রধান ও শরীরের পক্ষে যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্ভব নয়, এমন ধর্ম্মসমূহ ঐ অন্তর্য্যামী বাক্যে উল্লেখ আছে। অন্তর্য্যামী শ্রুতিতে স্বভাবতই সকলের দ্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা, সকলের আত্মা এবং স্বতই অমৃতস্বরূপ ইত্যাদি যে সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, প্রধান ও জীবের পক্ষে তাহার লেশমাত্র থাকাও সম্ভব হইতে পারে না। প্রধান অচেতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাত্মা ইত্যাদি বাক্যসমূহ প্রয়োগের যোগ্যতাই তাহাতে থাকিতে পারে না। যেমন প্রধানের পক্ষে, তেমনই জীবেরও পক্ষেও ঐ সমস্ত বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না, এইরূপই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। ঐ সমস্ত গুণের পরমাত্মাতেই সম্ভাব্যতা আর জীবাত্মায় অসম্ভাব্যতা ১৮শ সূত্র ও এই সূত্র দ্বারা দেখান হইল ॥ ১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ ।—শারীরশ্চ—জীবও, অন্তর্য্যামী নহে, হি—যে হেতু,

* শ্রীভাষ্যকার পরবর্ত্তী সূত্রের "শারীরশ্চ" এই পদ, এই সূত্রের অন্তর্গত করিয়া ব্যাখ্যা করায় শারীর পদের অর্থ শাঙ্করভাষ্যে দেওয়া হয় নাই। শ্রীভাষ্যে—"ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ শারীরশ্চ" এইরূপ সূত্র সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

উভয়েহপি—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়ই, এনং—এই জীবকে, ভেদেন—ভিন্নরূপে অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে, অধীযতে—অধ্যযন করিয়াছেন বা বলিয়াছেন। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুই শাখাই অন্তর্য্যামী ও জীব পৃথক্ পদার্থ, এইরূপই বলিয়া থাকেন, অতএব অন্তর্য্যামী শব্দে জীবও হইতে পারে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' এই পদটি এখানে আনিয়া যোজনা করিতে হইবে। জীবও অন্তর্য্যামী নয়। যদিও দ্রষ্টা মন্তা ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ জীবে সম্ভব হইতে পারে, তথাপি ঘটাকাশের ন্যায় উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নামরূপাদি-বিশিষ্ট হেতু ঐ জীব সমগ্র পৃথিবীর অন্তরে অবস্থান করিতে বা তাহাকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না। আরও কাণ্বশাখী এবং মাধ্যন্দিনশাখী উভয় সম্প্রদায়ই, পৃথিবী প্রভৃতি যেমন অন্তর্য্যামীর অধিষ্ঠান ও নিয়ম্য, জীবও সেইরূপ অন্তর্য্যামীর অধিষ্ঠান ও নিয়ম্য, এইরূপ বলিয়া অন্তর্য্যামী হইতে জীবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়াছেন। অতএব জীব হইতে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর পৃথক্ পদার্থ, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—মাধ্যন্দিনশাখী ও কাণ্বশাখা এই উভয়েই, অচেতন বাগাদি যেমন অন্তর্য্যামীর নিয়ম্য, তদ্রূপ জীবও অন্তর্য্যামীর নিয়ম্য, এইরূপ বলিয়া জীবকে অন্তর্য্যামী হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াছেন ; অতএব জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ, সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কারী পরমাত্মা নারায়ণই অন্তর্য্যামী, ইহাই নিষ্পন্ন হইল। জীব নিয়ম্য, পরমাত্মা নিয়ামক ॥ ২০ ॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ :—অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ—অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদিগুণ-

বিশিষ্ট পদার্থ পরমাত্মাই, ধর্ম্মোক্তেঃ—পরমেশ্বরের ধর্ম্মসমূহ তাহাতে উক্ত থাকায়। মুণ্ডোপনিষদে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইযাছেন, তিনি পরমেশ্বরই, কারণ, পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্মসমূহ ঐ স্থানেই উল্লিখিত হইযাছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুণ্ডক উপনিষৎ অপরা বিদ্যার উপদেশ দিয়া পরে পরা বিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন—"যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র অর্থাৎ বংশ বা আদিপুরুষরহিত, বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিবর্জ্জিত, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়শূন্য, হস্তপাদবিবহিত, জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, ধারগণই যাঁহাকে জানেন, তাহাই অক্ষর, তাহাই পরা।" এ স্থলে জিজ্ঞাস্য—অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট ঐ ভূতযোনি কি প্রকৃতি? না জীব? না পরমেশ্বর? অচেতন প্রকৃতিই এখানে ভূতযোনি হওয়া সঙ্গত, কারণ, ঐ শ্রুতিতে অচেতনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান হইয়াছে, যেমন পৃথিবীতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, এখানে অচেতন পৃথিবীকে ভূতযোনি বলা হইয়াছে। অথবা ভূতযোনি এই পদের যোনি শব্দের অর্থ যদি নিমিত্তকারণ বল, তাহা হইলে জীবকেও ভূতযোনি বলা যাইতে পারে, যে হেতু জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভূতসৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অদৃশ্যত্বাদি-গুণবিশিষ্ট এই ভূতযোনি পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ নহে, কারণ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি পরমেশ্বরের ধর্ম্মসমূহ এই ভূতযোনিবাচ্য পদার্থেও উক্ত হইয়াছে। অচেতন প্রকৃতি বা সসীম জ্ঞান ও নামরূপাদিবিশিষ্ট জীবের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্ববিত্তা সম্ভব হইতে পারে না, অতএব অদৃশ্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি পরমেশ্বরই ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথর্ব্ববেদাধ্যায়ীরা বলেন, "যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। যে তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃকর্ণ, অপাণিপাদ, নিত্য, বিভু, যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন।" এ স্থলে সন্দেহ এই—এই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট অক্ষর ও শ্রেষ্ঠ অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুটি কি প্রকৃতি-পুরুষ? অথবা ঐ উভয়স্থলেই পরমাত্মা? প্রকৃতি-পুরুষ হওয়াই সঙ্গত, কারণ, "তিনি কাহা কর্ত্তৃকও দৃষ্ট হন না অর্থাৎ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ তিনি সবই দেখেন" এই শ্রুতিতে যেমন "তিনি সবই দেখেন" এই দ্রষ্টৃস্বরূপ চেতন ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, এই অক্ষর পুরুষের সম্বন্ধে সেরূপ কোন ধর্ম্মের উল্লেখ নাই। আরও "পর অক্ষর হইতেও পর" এই শ্রুতিতে সমস্ত বিকার হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহাধীশ্বর সমষ্টি পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব এই প্রকরণে পুরুষ-প্রকৃতিই প্রতিপাদিত হওয়ায় পুরুষ ও প্রকৃতিই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—না, প্রকৃতি-পুরুষ হইতে পারে না, অদৃশ্যত্বাদি-গুণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তুটি পরমপুরুষ পরমাত্মা, যে হেতু "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি পরমাত্মার যে সমস্ত ধর্ম্ম, উক্ত স্থলেও সেই সমস্ত ধর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট ভূতযোনি সর্ব্বজ্ঞ অক্ষর নামক পদার্থটি পরমাত্মাই হইবে॥ ২১॥

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ॥ ২২॥

সূত্রার্থ।—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং—বিশেষণ এবং ভেদের নির্দ্দেশ থাকায়, চ—ও, ইতরৌ—পুরুষ ও প্রকৃতি, ন—নহে। দিব্য অমূর্ত্ত ইত্যাদি বিশেষণ থাকায় উক্ত ভূতযোনি

শব্দে পুরুষকে বুঝাইতে পারে না এবং প্রকৃতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ভেদেরও উল্লেখ থাকায় উক্ত ভূতযোনিরূপ পদার্থটি প্রকৃতিও নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিশেষণ এবং ভেদ উল্লেখ থাকায়ও ইতর অর্থাৎ জীব ও প্রকৃতি ভূতযোনি পরমেশ্বর নহে। "তিনি দিব্য, অমূর্ত্ত, আত্মা, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই অবস্থিত, জন্মরহিত, তাঁহার প্রাণ নাই, মনও নাই, নির্লিপ্ত"। উক্ত ভূতযোনিকে এই সমস্ত বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করায় তিনি জীব হইতে পৃথক্, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শরীরাভিমানী অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে ঐ সমস্ত দিব্য ইত্যাদি বিশেষণ উপপন্ন হয় না, অতএব উপনিষদুক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মই ঐ ভূতযোনি শব্দের অর্থ। আর "পর অক্ষর হইতেও পর" এই শ্রুতি দ্বারা প্রকৃতি হইতে ভূতযোনির পার্থক্য কথিত হইয়াছে, অতএব ভূতযোনি বলিতে পরমেশ্বরই বুঝায়, পুরুষ বা প্রকৃতি নহে॥ ২২॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান হয়" এই প্রতিজ্ঞার সমর্থনের নিমিত্ত যে প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে, সেই প্রকরণেও প্রকৃতি ও পুরুষ অপেক্ষা ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, এই শ্রুতি দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভূতযোনি অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সেই দিব্য, অরূপ, বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত, জন্মরহিত" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ যে সমষ্টিপুরুষ, তাহা হইতেও, অদৃশ্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট অক্ষরশব্দবাচ্য পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত উক্তিতে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে পরব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব এই

প্রকরণে উক্তরূপ বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ থাকায় প্রকৃতি-পুরুষের প্রতিপাদন করা হইতেছে না, পরমাত্মারই করা হইয়াছে। যে পদার্থ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে বা যাহার স্বরূপের অন্যথাভাব হয় না, তাহাই অক্ষর; অব্যাকৃত প্রকৃতি ও নিজের বিকার অর্থাৎ কার্য্যসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়া এবং মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ইত্যাদির ন্যায় নানান্তরগ্রহণযোগ্য ক্ষরণ বা স্বরূপের অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, এ জন্য অব্যাকৃত প্রকৃতিকে কোনরূপে "অক্ষর" বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—রূপোপন্যাসাৎ—রূপের অভিধান হেতু, চ—ও। সৃষ্টবস্তুসকল পরমেশ্বরের রূপ বা অঙ্গ, এই উক্তি থাকাতেও ভূতযোনি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পর অক্ষর হইতেও পর" এই শ্রুতির পর "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদিরূপে প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু সেই ভূতযোনিরই রূপ বা মূর্ত্তি, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য দুই চক্ষুঃ, দিক্‌সমূহ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার চরণ, ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" এরূপ রূপবর্ণনা জগৎকারণ পরমেশ্বরেরই হওয়া উচিত, অল্পশক্তিসম্পন্ন জীবের পক্ষেও নহে, অচেতন প্রকৃতির পক্ষেও নহে, কারণ, অচেতন প্রকৃতি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইতে পারে না, অতএব পরমেশ্বরই ভূতযোনি, প্রকৃতি বা পুরুষ নহে ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অগ্নি ইঁহার মস্তক,

চন্দ্র-সূর্য্য ইঁহার দুই চক্ষুঃ, দিক্‌সমূহ কর্ণ, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, পৃথিবী ইঁহার পদদ্বয়, ইনিই সমস্তভূতের অন্তরাত্মা" সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মারই এরূপ রূপ হওয়া সম্ভব, অতএব এই ভূতযোনি অক্ষর পরমাত্মাই, অন্য কেহ নহে ॥ ২৩ ॥

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—বৈশ্বানরঃ—বৈশ্বানর শব্দও ব্রহ্মবোধক, সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—সামান্যার্থবোধক শব্দদ্বয়াপেক্ষা বৈশিষ্ট্য থাকা হেতুক। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত বৈশ্বানর শব্দও পরমাত্মা অর্থেই প্রযুক্ত, যে হেতু, ভূতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, দেবতাগ্নি ইত্যাদি সাধারণার্থবোধক বৈশ্বানর শব্দ হইতে উক্ত বৈশ্বানর শব্দের বিশেষার্থেই প্রয়োগ দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আমাদের আত্মা কে? ব্রহ্ম কি? সম্প্রতি এই আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরকে কি অবগত হইতেছেন? তাহা আমাদিগকে বলুন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, স্বর্গলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, ইহাদের সুতেজস্ব ইত্যাদি গুণযোগ, প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার নিন্দা এবং ঐ সমস্ত বৈশ্বানরের মস্তকাদি অঙ্গ, ছান্দোগ্য উপনিষদ এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি এবংবিধ প্রাদেশপরিমাণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরকে উপাসনা করে, সে সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মাতে সর্ব্বপ্রকার ভোগকে ভোগ করে। সেই এই আত্মরূপী বৈশ্বানরের মস্তক স্বর্গ, চক্ষুঃ সূর্য্য, প্রাণ বায়ু, দেহ মধ্যাকাশ, বস্তি বা মূত্রাশয় রয়ি অর্থাৎ জল বা সমুদ্র, পৃথিবী পদদ্বয়, বক্ষঃস্থল যজ্ঞবেদী, লোমসমূহ কুশ, হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন

অন্বাহার্য্য অগ্নি, মুখ আহবনীয় অগ্নি" ইত্যাদি। এ স্থলে সংশয় এই যে—এই আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দে কাহাকে বুঝিতে হইবে? জাঠরাগ্নি? অথবা ভৌতিকাগ্নি? অথবা অগ্নিদেবতা? অথবা জীব? অথবা পরমেশ্বর? বৈশ্বানর শব্দ জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা এই তিনটি সাধারণ অর্থে আর আত্মা শব্দ জীব ও পরমেশ্বর এই দুইটি অর্থে প্রযুক্ত হয় বলিয়াই উক্ত সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এই সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন—আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দ উক্ত অর্থসমূহে প্রযুক্ত হইলেও এ স্থলে বৈশ্বানর শব্দে পরমেশ্বরকেই বুঝাইবে, কারণ, আত্মা ও বৈশ্বানর এই দুইটি সাধারণ শব্দের বিশেষার্থেই এ স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে,—যে অর্থ দ্বারা পরমেশ্বরই প্রতীত হয়। যথা—"সেই এই আত্মা বৈশ্বানরের স্বর্গ মস্তক" ইত্যাদি। যদিও পরমাত্মার কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তাহা হইলেও কেবল তাঁহার উপাসনার জন্যই ঐরূপ বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকরণের প্রারম্ভে আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? এই বাক্যে আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ থাকায় এই বৈশ্বানর শব্দ পরমেশ্বরার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে এইরূপ উক্ত আছে—"সম্প্রতি এই আত্মা বৈশ্বানরকে তুমি জান, তাঁহার বিষয় আমাদিগকে বল" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "যে ব্যক্তি প্রাদেশমাত্র-পরিমিত সর্ব্বব্যাপী এই আত্মা বৈশ্বানরকে উপাসনা করে" ইত্যাদি। এ স্থলে সন্দেহ এই যে—এই বৈশ্বানর আত্মাকে কি পরমাত্মা বলিয়াই নিশ্চয় করিতে হইবে? অথবা না? না, পরমাত্মা বলিয়াই নিশ্চয় করা যায় না, যে হেতু, জাঠরাগ্নি, পঞ্চমহাভূতের তৃতীয় ভূত ভৌতিকাগ্নি, দেবতাত্মক অগ্নি ও পরমাত্মা এই চারিটি অর্থে ঐ বৈশ্বানর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাক্যারম্ভে যে সমস্ত বিশেষত্ববোধক লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই চারি প্রকার অর্থেই যথাযোগ্যভাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে। এই

আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সাধারণ শব্দের অপেক্ষা বিশেষার্থে প্রয়োগ-দর্শন হেতুক। বৈশ্বানর শব্দে এখানে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। যদ্দ্বারা বিশেষিত হয় অর্থাৎ সাধারণার্থ হইতে পৃথগর্থ প্রতীত হয়, তাহাই বিশেষ। এ স্থলে চতুর্ব্বিধ অর্থ-বোধক সাধারণ বৈশ্বানর শব্দ হইতে পরমাত্মবোধক অসাধারণ ধর্ম্মসমূহ দ্বারা এই বৈশ্বানর শব্দকে বিশেষ অর্থাৎ পৃথক্-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আব প্রথমেই আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দ উল্লেখ করিয়া পরে সর্ব্বত্রই আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দ ব্যবহার করায় ব্রহ্ম-শব্দস্থানে নির্দ্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, ইহা জানা যায়; অতএব পরব্রহ্মই বৈশ্বানব আত্মা ॥ ২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—স্মর্য্যমাণং—স্মৃতিবিষয়ীভূত বস্তু, অনুমানং—লক্ষণ, স্যাৎ—হয, ইতি—এ জন্যও। বৈশ্বানর শব্দ পরব্রহ্মেরই বোধক। বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ বর্ণিত হইযাছে, তাহা স্মরণ করিযাও বৈশ্বানর যে পরমেশ্বরই, তাহা অনুমিত হয, এ জন্যও বৈশ্বানর অর্থে পরমেশ্বরই বুঝায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ মস্তক, আকাশ নাভি, পদদ্বয় পৃথিবী, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণ, সেই সর্ব্বলোকপরমেশ্বরকে নমস্কার করি" স্মৃতিতে পরমেশ্বরেরই এই বিশ্বরূপ বর্ণিত আছে। স্মৃতিবিষয়ীভূত এই রূপও মূল শ্রুতিকে অনুমান করাইয়া বৈশ্বানর শব্দ যে পরমেশ্বরার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রতি-পাদন করিতেছে; এ জন্যও পূর্ব্বোক্ত বৈশ্বানর পরমাত্মাই, অন্য কেহ নহেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্তকে এক একটি অবয়বরূপে কল্পনা করিয়া বৈশ্বানরের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতিতে এই রূপ পরমেশ্বরের বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এ স্থানেও সেই রূপ স্মৃতিবিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ পরমেশ্বর ও বৈশ্বানরের রূপ একই প্রকার, ইহা স্মরণ করিয়া বৈশ্বানর যে পরমপুরুষই, ইহা অনুমিত হইতেছে। এ স্থানে ইতি-শব্দটি প্রকারার্থক, শ্রুতি-স্মৃতিতে পরমেশ্বরের এই প্রকার রূপ প্রসিদ্ধ আছে, বৈশ্বানরও এই প্রকার রূপবিশিষ্ট, ইহা স্মরণ করিয়া বৈশ্বানরের পরমাত্মতাই অনুমিত হয়॥ ২৫॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে॥ ২৬॥

সূত্রার্থ।—শব্দাদিভ্যঃ—বৈশ্বানরবোধক অন্যান্য শব্দ হেতুক, অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ—অভ্যন্তরে অবস্থান হেতুক, চ—ও, ন—বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, তাহা বলিতে পার না, তথা—সেই প্রকারে, দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—উপাসনার উপদেশহেতুক, অসম্ভবাৎ—অসম্ভবহেতুক, পুরুষমপি চ— পুরুষ অর্থাৎ পরমপুরুষ বলিয়াও, এনং—এই বৈশ্বানরকে, অধীয়তে—বলিয়া থাকেন। • বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দে পরমেশ্বরকে বুঝায় না বলিয়া বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর নহে, ইহা বলিতে পার না, কারণ, তাহাতে উপাসনার বিশেষোক্তি ও পুরুষের বিশেষণরূপে বিশেষিত হওয়ায় দোষ জন্মে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে

আশঙ্কা করিতেছেন—অগ্নি ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ও অভ্যন্তরে অবস্থানোক্তি হেতুও বৈশ্বানর পরমেশ্বর হইতে পারেন না, কারণ, বৈশ্বানর শব্দ অগ্নি অর্থেই প্রসিদ্ধ, পরমেশ্বরার্থে প্রসিদ্ধ নহে, যথা—"সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর"। শব্দাদিভ্যঃ, এ স্থলে যে আদি-শব্দ আছে, ঐ আদি-শব্দের দ্বারা হৃদয়স্থ বৈশ্বানরকে গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রুতি আছে—"প্রথমপ্রাপ্ত অন্নকে 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া জঠরাগ্নিতে আহুতি দিবে।" এই সমস্ত কারণে বৈশ্বানরশব্দের জাঠরাগ্নি অর্থ হওয়াই উচিত। আর "পুরুষে অর্থাৎ পুরুষের অন্তরে অবস্থিত জানিবে" এই শ্রুতি দ্বারা বৈশ্বানর অন্তরে অবস্থিত, ইহা বলা হইয়াছে, এই অন্তরবস্থানও জাঠরাগ্নির পক্ষেই সম্ভব; অতএব এই বৈশ্বানর পরমেশ্বর হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—না, তোমার আপত্তি সঙ্গত নহে, শব্দাদি কারণ হেতুক বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার অসঙ্গত। শাস্ত্রে মনই ব্রহ্ম. এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে যেমন উপদেশ দিয়াছেন, সেইরূপ জাঠরাগ্নিও ব্রহ্ম অর্থাৎ জাঠরাগ্নিতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া তাঁহার উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর বলার ইচ্ছা যদি না থাকিত, যদি কেবল জাঠরাগ্নি বলারই ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি বিশেষণ-সমূহ বলিতেন না, জাঠরাগ্নিতে ঐরূপ বিশেষণ-প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। বৈশ্বানর শব্দে দেবতা ও ভূতাগ্নি বলাও উপপন্ন হয় না, তাহা পরসূত্রে বলিব। বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণ ইহাকে "পুরুষ" বলিয়াছেন, বৈশ্বানর শব্দ যদি জাঠরাগ্নি উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে ঐ জাঠরাগ্নি "পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত" ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু পুরুষ কিছুতেই বলা চলে না। পরমেশ্বর সর্ব্বাত্মা, অতএব তাঁহাকে পুরুষ, পুরুষের অন্তরে

প্রতিষ্ঠিত সবই বলা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু জাঠরাগ্নির পক্ষে তাহা সঙ্গত হয় না ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—বৈশ্বানর পরমেশ্বর, তোমার এ উক্তি অসঙ্গত, কারণ, এ স্থানে শব্দাদি ও অন্তরবস্থান হেতুক জাঠরাগ্নি অর্থও প্রতীত হইতেছে। বাজসনেয় প্রশ্নোপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যাপ্রকরণে "সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর" এই উক্তি দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নিশব্দের কোন ভেদই নাই, এরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই প্রকরণেই "হৃদয়ই গার্হপত্যাগ্নি, মনই দক্ষিণাগ্নি, মুখ আহবনীয় অগ্নি" এইরূপে অভ্যন্তরে হৃদয়াদি স্থানত্রয়ে অবস্থিত বৈশ্বানরকে অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আর বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ জীবশরীরের অভ্যন্তরেও বৈশ্বানর আত্মার অবস্থান বলিয়া থাকেন; অতএব উক্ত সমস্ত কারণে বৈশ্বানর শব্দে জাঠরাগ্নিও প্রতীত হয়, কেবল পরমাত্মাই বলা যায় না; ইহা যদি বল, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, সেইরূপভাবেই দেখার উপদেশ আছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে পরব্রহ্ম বৈশ্বানরকে ত্রৈলোক্যরূপ দেহধারী, এইরূপ বলা হইয়াছে, ত্রৈলোক্য যখন তাঁহার দেহ, তখন ত্রৈলোক্যান্তর্গত জাঠরাগ্নিও তাঁহার শরীর, এই জন্যই তাঁহাকে জাঠরাগ্নিবিশিষ্টরূপে উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিরই প্রতীতি হয়, তাহা নহে, পরন্তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারও হয়। যদি বল, তাহার প্রমাণ কি? কেবল জাঠরাগ্নির ত্রৈলোক্যশরীর, এরূপ নির্দ্দেশের অসম্ভাব্যতাই তাহার প্রমাণ। অতএব জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন ঐ বৈশ্বানর বা অগ্নিশব্দ জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। গীতাতে শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন, "আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণীদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া ও প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চর্ব্য

চোষ্য লেহ্য পেয় এই চারি প্রকার অন্নকে পরিপাক করিতেছি"। আরও দেখ—বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণ "সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, তিনি পুরুষ" এইরূপে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" "পুরুষই এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মারই পুরুষত্ব কথিত হইয়াছে, কেবল জাঠরাগ্নি পুরুষরূপে অভিহিত হইতে পারে না॥ ২৬॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ॥ ২৭॥

সূত্রার্থঃ—অতএব—এই সমস্ত হেতুক, দেবতা—অগ্নিদেব, ভূতঞ্চ—ভৌতিকাগ্নিও, ন—না। উক্ত কারণসমূহবশতঃ বৈশ্বানর শব্দের অর্থ অগ্নিদেবতাও নহে বা পাঞ্চভৌতিকাগ্নিও নহে, পরন্তু পরমাত্মাই।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুগামি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা—পূর্ব্বে যে বলিয়াছ, বেদমন্ত্রে ভূতাগ্নিরও স্বর্গলোকাদি সম্বন্ধ উক্ত হওয়ায় "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি অবয়বকল্পনা ভূতাগ্নিরই হইবে, অথবা মহাপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া অগ্নি-দেবতারই হইবে, তাহা প্রত্যাহার করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত হেতুসমূহ দ্বারাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ ভূতাগ্নি বা অগ্নিদেবতা হইতে পারে না, যে হেতু, ভূতাগ্নির উষ্ণপ্রকাশই স্বভাব, ভূতাগ্নির পক্ষে, "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। আর ভূতাগ্নি জড়-পদার্থ, সে অন্য পদার্থের আত্মা, ইহাও সম্ভব নহে। দেবতাগ্নি প্রভাবশালী হইলেও, তাঁহারও পক্ষে "স্বর্গ মস্তক" ইত্যাদি কল্পনা অযুক্ত, যে হেতু, তিনি স্বর্গাদির কারণ নহেন এবং তাঁহার সেই প্রভাবও পরমেশ্বরেরই অনুগ্রহলব্ধ। বিশেষতঃ "সকলের আত্মা" এই বাক্য ঐ উভয়ের কাহার পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে না॥ ২৭॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঐ সমস্ত কারণেই দেবতা অগ্নি ও তৃতীয় মহাভূত অর্থাৎ তেজ বা ভৌতিকাগ্নি বৈশ্বানর হইতে পারে না ॥ ২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধঃ জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—জৈমিনিঃ—জৈমিনি মুনি বলেন, সাক্ষাদপি—সাক্ষাৎসম্বন্ধেও, অবিরোধঃ—কোন বিরোধ নাই। জাঠরাগ্নি-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়াও বৈশ্বানর শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক হইতে পারে, এরূপ বলিলে কোন বিরোধ হয় না, ইহাই জৈমিনি মুনির মত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈশ্বানর শব্দের অন্তরে অবস্থিত এই বিশেষণের সার্থকতারক্ষার অনুরোধে পূর্ব্বসূত্রে জাঠরাগ্নিপ্রতীক বা জাঠরাগ্নি উপাধিবিশিষ্ট পরমেশ্বর উপাস্য, এরূপ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বলিতেছেন, জৈমিনি মুনির মতে জাঠরাগ্নির প্রতীক বা উপাধিকল্পনা ব্যতীতও সাক্ষাৎভাবেই পরমেশ্বরের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, এ কথা বলায় কোন বিরোধই হয় না। "অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত" এই বাক্য থাকাতেই জাঠরাগ্নি বুঝিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত, ঐ প্রকরণ পরমাত্মারই, জাঠরাগ্নির নহে, জাঠরাগ্নিবোধক শব্দান্তরও ঐ স্থানে নাই, যাঁহার প্রকরণ, তাঁহাকে বুঝাইবার অভিপ্রায়েই ঐ বাক্য বলা হইয়াছে। অর্থান্তরের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মার বোধক হয়, যিনি বিশ্ব অর্থাৎ সমস্ত, নর অর্থাৎ জীব, যিনি সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর, অথবা বিশ্বের যিনি নর বা কর্ত্তা, তিনি বিশ্বনর; অথবা বিশ্ব সমস্ত নর প্রাণীই ইঁহার, এই অর্থে বিশ্বনর, বিশ্বনর শব্দ হইতে বৈশ্বানর শব্দ হইয়াছে। পরমাত্মাই সর্ব্বজগতের আত্মা, অতএব উক্তার্থক বৈশ্বানর পরমাত্মারই বোধক। আর

অগ্নি শব্দও অগ্রে নয়ন বা কর্ম্মফলপ্রাপক এই অর্থে পরমাত্মা অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। পরমাত্মা সর্ব্বময়, অতএব তাঁহাতে গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় কল্পনাও বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দে কোন ভেদ নাই, জাঠরাগ্নিও পরমাত্মার শরীর, অতএব অগ্নিও তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক, এবং ঐরূপেই পরমাত্মা উপাস্য। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন, উক্তরূপ অর্থ-কল্পনা না করিয়াও, বৈশ্বানর শব্দের ন্যায় অগ্নিশব্দও সাক্ষাৎভাবেই পরমাত্মার বোধক হইতে পারে, তাহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। বৈশ্বানর শব্দ অগ্ন্যাদি সাধারণ অর্থে প্রসিদ্ধ হইলেও বিশ্বনরের অর্থাৎ যাবতীয় জীবের নেতা, পরমাত্মার এই অসাধারণ গুণের দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মাকেই বুঝায়, ইহা যেমন স্থির হইয়াছে, তেমনই অগ্নি শব্দও অগ্র-নয়ন অর্থাৎ অগ্রে লইয়া যাওয়া বা উৎকৃষ্টফলপ্রদাতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ থাকায় অগ্নিকে বুঝায়, পরমাত্মাতে সেই সমস্ত স্বাভাবিক গুণেরই চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে ॥ ২৮ ॥

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—আশ্মরথ্যঃ—আশ্মরথ্য নামক ঋষি, ইতি—এইরূপ বলেন, অভিব্যক্তেঃ,—অভিব্যক্তির জন্য। পরমেশ্বর অপ্রমেয় সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ হইলেও, তাঁহাকে যে প্রাদেশপরিমিত বলা হইয়াছে, সে কেবল প্রাদেশ-পরিমিত হৃদয়ে তাঁহাকে অভিব্যক্তি বা উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত। হৃদয় প্রাদেশপরিমিত, সেই প্রাদেশপরিমিত আধারের আধেয় বলিয়াই তাঁহাকে প্রাদেশপরিমিত বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আশ্মরথ্য নামে আচার্য্য বলেন—পরমেশ্বর অতিমাত্র বা অপ্রমেয়-শরীর ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে যে প্রাদেশপরিমিত বলিয়া অভিহিত করা হয়, সে কেবল অভিব্যক্তির নিমিত্ত। পরমেশ্বর উপাসকদিগের হিতের নিমিত্ত তাহাদের প্রাদেশপরিমিত হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র-পরিমিত হইয়া প্রকাশিত হন; সুতরাং পরমেশ্বরবিষয়িণী প্রাদেশমাত্রশ্রুতি কেবল অভিব্যক্তির নিমিত্ত, অতএব অসঙ্গত নহে॥ ২৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আশ্মরথ্য আচার্য্যের মত এই যে—উপাসকদিগের হৃদয়ে প্রকাশ পাওয়ার নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশপরিমিত নির্দ্দেশ বলিয়া করা হইয়াছে। হৃদয়ের পরিমাণ প্রাদেশমাত্র, সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদয়ে যাহাতে তাঁহাকে ধারণা করা যায়, এই জন্যই তাঁহাকে প্রাদেশপরিমিত বলা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপী অপ্রমেয় পরমাত্মার "স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষুঃ" ইত্যাদিরূপে দ্যুলোকাদিপ্রদেশগত পরিমাণ-নির্দ্দেশ দ্বারা যে সসীমত্ব বলা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ সকল প্রদেশে তাঁহাকে চিন্তা দ্বারা আয়ত্ত করিবার নিমিত্তই জানিবে॥ ২৯॥॥

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ॥ ৩০॥

সূত্রার্থ।—বাদরিঃ—বাদরি ঋষি বলেন, অনুস্মৃতেঃ—স্মরণ করিবার জন্যই অথবা স্মৃত হন বলিয়া। বাদরি বলেন—পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রাদেশপরিমিত হৃদযমধ্যে তাঁহাকে স্মরণ বা চিন্তা করা হয় বলিযা প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—হৃদয়ের প্রমাণ প্রাদেশ, হৃদয় পরমাত্মার আগমন বা আধার। প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াধারে তাঁহাকে স্মরণ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, যেমন এক

প্রস্থ যবকে কেবল প্রস্থই বলা যায়, তদ্রূপ প্রাদেশমাত্র স্থানে তিনি ধ্যেয় বলিয়া তাঁহাকেও প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে, ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাদরি বলেন—উক্তরূপে উপাসনার জন্যই পরমাত্মার "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" ইত্যাদিরূপ পুরুষাকার কল্পিত হইয়াছে। "যে ব্যক্তি অপ্রমেয় আত্মা বৈশ্বানরকে উক্তরূপ পুরুষাকারে কল্পনা করিয়া উপাসনা করে, সে সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে সমস্ত আত্মা বা দেহে ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করে, অর্থাৎ নিরবধি অপার আনন্দময় ব্রহ্মকে অনুভব করে" এই শ্রুতি উক্তরূপ উপাসনাকেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

সুত্রার্থ।—সম্পত্তেঃ—সম্পত্তি নিমিত্ত, ইতি—এইরূপ, জৈমিনিঃ—জৈমিনি মুনি বলেন। হি—যে হেতু, তথা—সেইরূপই, দর্শয়তি—দেখাইয়া থাকেন। জৈমিনি আরও বলেন, পরমাত্মার প্রাদেশমাত্র শ্রুতি সম্পত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা তাঁহাতে আমাতে কোন ভেদ নাই, এই অভেদ সম্পাদনের নিমিত্ত, যে হেতু বাজসনেয় শাখিগণ সেইরূপই দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—জৈমিনি এইরূপ বলিয়াছেন—প্রাদেশমাত্র শ্রুতি সম্পত্তিনিমিত্ত। ধ্যান দ্বারা কল্পিত পদার্থের সহিত অকল্পিত পদার্থের অভেদজ্ঞান সম্পাদনের নাম সম্পত্তি। যেমন—ক্রমাগত চিন্তা দ্বারা শালগ্রামশিলা ও নারায়ণে ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ঐক্য-বুদ্ধি স্থাপিত হইলে তাহাকে নারায়ণসম্পত্তি বলা যায়। বাজসনেয় ব্রাহ্মণ স্বর্গলোক

হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থানকে ত্রিলোকাত্মা বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উপদেশ দিয়া সেই সমস্তকে নিজের অর্থাৎ উপাসকের মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়বে সম্পাদিত অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা অভেদ জ্ঞান করিবার উপদেশ দিয়া পরমেশ্বরকে প্রাদেশপ্রমাণরূপে ধ্যান করিবার উপায় দেখাইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, পরমাত্মাই বৈশ্বানর, ইহাই যদি তোমার মত, তবে বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানকে তাঁহার বেদী ইত্যাদি বলা হইয়াছে কেন? ঐ সমস্ত বাক্য ত জাঠরাগ্নি বিষয়েই সঙ্গত হয়? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—জৈমিনি বলেন, উপাসকগণ দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত শরীররূপী বৈশ্বানর পরমাত্মার যে প্রত্যহ প্রাণাহুতিরূপ উপাসনা করেন, অর্থাৎ ভোজনের প্রাক্কালে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অন্তরগ্নিতে যে আহুতি দেন, সেই আরাধনারূপ প্রাণাহুতিই যে অগ্নিহোত্র, ইহা সম্পাদনের নিমিত্ত উরঃ প্রভৃতি স্থলকে বেদী প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, যে হেতু, যজ্ঞ করিতে গেলেই বেদী চাই। শ্রুতি পরমাত্মার উপাসনার উচিত ফল ও প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব সম্পাদন দেখাইয়াছেন ॥ ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সূত্রার্থ।—এনং—এই পরমাত্মাকে, অস্মিন্—এই প্রাদেশ-পরিমিত স্থানে, আমনন্তি চ—বলিয়াও থাকেন। এই পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত, ইহা জাবাল উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জাবাল-শাখাধ্যায়িগণ এই পরমেশ্বরকে মস্তক এবং চিবুকের মধ্যভাগে অবস্থিত, এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—"এই যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, ইনি অবিমুক্ত-নামক স্থানে অবস্থিত। অবিমুক্ত কোন্ স্থান? বরণা এবং নাশীর মধ্যে অবিমুক্ত নামক স্থান। বরণাই বা কি? নাশীই বা কি? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপকে যে নিবারণ করে, তাহাই বরণা, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপকে বিনাশ করে, সে নাশী। ভ্রূদ্বয় বরণা আর নাসা নাশী। ভ্রূদ্বয় ও নাসার মধ্যবর্ত্তী যে সন্ধি, তাহাই অবিমুক্ত, ইহাই দ্যুলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধি, অতএব পরমেশ্বর প্রাদেশ-মাত্র, এই শ্রুতি সঙ্গত ও পরমেশ্বরই বৈশ্বানর, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত ॥ ৩২ ॥

প্রথমাধ্যায়ের শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি- সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার
দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"দ্যুলোক এই আত্মা বৈশ্বানরের মস্তক" ইত্যাদিরূপে "স্বর্গ-মস্তক" ইত্যাদিরূপী এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে উপাসকের শরীরাভ্যন্তরে প্রাণাহুতির আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'উপাসকের মস্তকই পরমাত্মার মস্তক' ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মা উপাসকের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত, এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩২ ॥

প্রথমাধ্যায়ের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার
দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।



তৃতীয়ঃ পাদঃ।

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বং যঃ কারুণ্যাদেব দেবরাট্।
মমাসৌ পরমানন্দো গোবিন্দস্তনুতাং রতিম্॥

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং—দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতির আধার বা আশ্রয়, স্বশব্দাৎ—আত্মশব্দের উল্লেখ থাকায়। শ্রুতিতে যিনি স্বর্গলোক পৃথিবী প্রভৃতির আধার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম, কেন না, শ্রুতি ঐ স্থানে স্ব অর্থাৎ আত্ম-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দ একার্থক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—"স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যাঁহাতে প্রোথিত বা সম্বদ্ধ আছে, সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইনিই মোক্ষের সেতু অর্থাৎ সংসারসাগর পার হইয়া মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ"। দ্যুলোক প্রভৃতি যাঁহাতে প্রোথিত, এই বাক্য দ্বারা ঐ সকলের কোন একটি আয়তন বা আধার বলিয়া প্রতীত হইতেছে, ঐ আধার কি পরব্রহ্ম? অথবা অন্য কোন পদার্থ? কি বুঝিতে হইবে? এ স্থানে অন্য কোন পদার্থই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, কেন না, ঐ শ্রুতিতে "ইনি মুক্তির সেতু" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সেতু বলাতেই কোন পারবিশিষ্ট বা সসীম বস্তু বুঝাইতেছে, কিন্তু পরব্রহ্ম অনন্ত অপার, অতএব তাঁহাকে পারবিশিষ্ট বা সসীম বলা যায় না। যদি পদার্থান্তরই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ

আয়তন শব্দে প্রকৃতিকেই গ্রহণ করা উচিত, কেন না, প্রকৃতি সকলের কারণ, অতএব প্রকৃতিও সকলের আয়তন বা আধার। এইরূপ বায়ু বা জীবকেও আয়তন বলা যাইতে পারে। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—ঐ শ্রুতিতে দ্যুলোকাদির আয়তন বলিয়া যাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনি পরমব্রহ্মই, যে হেতু, ঐ শ্রুতিতে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—"সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান।" আত্ম-শব্দ মুখ্যভাবে পরমাত্মারই বোধক, অন্যার্থের হয় না, অতএব দ্যুলোকাদির আয়তন পরমব্রহ্মই, অন্য বস্তু নহে ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যাঁহাতে সংস্থিত, সেই আত্মাই ভবসাগরপারের একমাত্র সেতু বা উপায়, অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অবগত হওয়াই কর্ত্তব্য।" মুণ্ডকোপনিষদুক্ত এই বাক্যে সন্দেহ এই যে, স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত বস্তু কে? উহা দ্বারা কি জীবকে অথবা পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে? কেন না, "রথের নাভিদেশে নিবদ্ধ শলাকা-সমূহের ন্যায় নাড়ী-সমূহ যাহাতে সংযুক্ত আছে, সেই এই পদার্থই বহুরূপে উৎপন্ন হইয়া অভ্যন্তরে বিরাজমান আছেন" এই পরবর্ত্তী শ্লোকে "যাঁহাতে" এই সপ্তম্যন্তপদের দ্বারা দ্যুলোকাদির যিনি আয়তন, তিনিই নাড়ী-সমূহের আধার, এইরূপ বলিয়া "সেই তিনিই বহুরূপে উৎপন্ন হইয়া অভ্যন্তরে বিরাজমান আছেন" এইরূপে বলা হইয়াছে; এই নাড়ীসম্বন্ধ বা দেবমনুষ্যাদিরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ জীবেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ—সমস্ত প্রাণের সহিত মনের আশ্রয়ত্বও জীবেরই ধর্ম্ম, অতএব ঐ আয়তন বা আশ্রয় বলিতে জীব বুঝাই সঙ্গত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, দ্যুলোকাদির আয়তন পরব্রহ্মই, কেন না, পরব্রহ্মবোধক "ইহাই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু" এই

অসাধারণ শব্দ ঐ শ্রুতিতে আছে, "অমৃত লাভের সেতু" এই বাক্য বিশেষ করিয়া ব্রহ্মেরই বোধক, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না। "তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া ইহলোকেই অমৃত বা মুক্ত হয়। অয়নের বা মোক্ষমার্গে গমনের অন্য পথ নাই।" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মই অমৃতত্বলাভের হেতু বলিয়া সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সেতু শব্দের অর্থ প্রাপক, অমৃতের বা মোক্ষের প্রাপক, অথবা, সেতু অর্থাৎ সেতুর ন্যায়, সেতু যেমন নদীর এক পার হইতে অন্য পার পাওয়াইয়া দেয় বা পরপারে লইয়া যায়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মও সংসারসমুদ্রের পারস্বরূপ মোক্ষকে পাওয়াইয়া দেন। আর সামান্যভাবে প্রযুক্ত আত্মশব্দেরও পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ। "যিনি সমস্ত প্রাপ্ত হন, তিনিই আত্মা। সুতরাং অর্থাৎ আপনা ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরই নিয়ন্তারূপে প্রাপ্তি বা পরিচালকত্ব পরব্রহ্মেই সম্ভব, অতএব আত্মশব্দও পরব্রহ্মেরই বাচক। এইরূপ সমস্ত নাড়ীর আধার ইত্যাদি বাক্যও অর্থান্তরের দ্বারা পরব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে, সুতরাং দ্যুলোকাদির আয়তন বা আধারত্ব সর্ব্বাধার পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়॥ ১॥

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ—মুক্ত পুরুষের উপাসৃপ্য বা গম্য বলিয়া নির্দ্দেশ হেতুক। মুক্ত পুরুষেরা যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই পরব্রহ্মের উল্লেখ থাকায়ও দ্যুলোকাদির আয়তন পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপসৃপ্য অর্থাৎ প্রাপ্য মুক্তোপসৃপ্য। পরব্রহ্ম মুক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য, এইরূপ শাস্ত্রোক্তি থাকায় দ্যুলোকাদির আধার শব্দেও পরব্রহ্মই বুঝিতে

হইবে। কেন পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—দেহাদিতে "আমি" এই বুদ্ধি বা অভিমানের নাম অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা হইতেই দেহের পরিচর্য্যাদিতে আসক্তি এবং তাহার অযত্নে দ্বেষ জন্মে, আবার উক্ত দেহাদির অনিষ্টসম্ভাবনায় ভয়, মোহ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, এইরূপ বহু বহু অনর্থ-পরম্পরা সর্ব্বদাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাঁহাদের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই, অতএব অবিদ্যাজন্য রাগদ্বেষাদিদোষ হইতে মুক্ত, এরূপ ব্যক্তিই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যে প্রকরণে দ্যুলোক আয়তনাদির এই শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই উক্তরূপ নির্দ্দেশ আছে। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মই মুক্ত ব্যক্তির প্রাপ্য, এই উল্লেখ আছে, অতএব প্রকরণসাম্য-বশতঃ দ্যুলোকাদির আয়তন পরব্রহ্ম, প্রকৃত্যাদি কেহ নহে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"দ্যুলোকাদির আশ্রয়স্বরূপ এই পুরুষ, সংসারবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও প্রাপ্য" এইরূপ শ্রুতি থাকায় ঐ দ্যুলোকাদির আশ্রয় পুরুষ পরব্রহ্মই জানিবে। শ্রুতি আছে—"তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যখন হিরণ্যবর্ণ, ব্রহ্মারও স্রষ্টা, জগৎকারণ, ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পাপ-পুণ্যরূপ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত ও নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়া উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত মুক্ত পুরুষের যিনি প্রাপ্য, তিনিই দ্যুলোকাদির আয়তন, এইরূপ শাস্ত্রোক্তি থাকায় পরব্রহ্মই ঐ আয়তন ॥২॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ।

সূত্রার্থ।—অনুমানম্—অনুমানগম্য প্রধান, ন—না, অতচ্ছব্দাৎ—প্রধানবাচকশব্দ না থাকায়। অচেতন প্রকৃতিকে বুঝাইতে পারে, এমন কোন শব্দের উল্লেখ না থাকায় অনুমানগম্য

অর্থাৎ সাঙ্খ্যাদ্যুক্ত প্রকৃতিও দ্যুলোকাদির আয়তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থলে অচেতন প্রধানকে প্রতিপন্ন করিতে পারে, এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা ঐ প্রধান আয়তন বা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, প্রত্যুত উহার বিপরীত "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি চেতনের প্রতিপাদক শব্দই এই প্রকরণে আছে, অতএব অনুমান অর্থাৎ সাঙ্খ্যস্মৃতি-পরিকল্পিত প্রধান বা প্রকৃতি দ্যুলোকাদির আয়তন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে অচেতন বায়ুও উক্ত আয়তন শব্দের বাচ্য হইতে পারে না॥ ৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহা অনুমিত হয়, তাহাই অনুমান, অথবা অনুমানের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় বলিয়া আনুমানও বলা হয়। এই অনুমান শব্দের অর্থ সাংখ্যোক্ত প্রধান। এই প্রকরণে প্রধানকে প্রতিপন্ন করিতে পারে, এমন কোন শব্দের প্রয়োগ নাই, অতএব ঐ প্রধান দ্যুলোকাদির আয়তন নহে॥ ৩॥

প্রাণভৃচ্চ॥ ৪॥

সূত্রার্থ।—প্রাণভৃচ্চ—জীবও। এই প্রকরণে জীববোধক কোন শব্দ না থাকায় জীবও দ্যুলোকাদির আয়তন হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিজ্ঞানাত্মা জীব আত্মা ও চেতন হইলেও তাঁহার জ্ঞান উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সসীম, যাঁহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ হইতে পারেন না। অতএব এ স্থলেও পূর্ব্বসূত্রানুরূপ জীববোধক শব্দের অভাব হেতু জীবও

দ্যুলোকাদির আয়তন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উপাধিপরিচ্ছিন্ন, অতএব অব্যাপক জীবের পক্ষে দ্যুলোকাদির আয়তন হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরব্রহ্মবোধক বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা পরব্রহ্মই দ্যুলোকাদির আয়তন, ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে জীববোধক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও জীব দ্যুলোকাদির আয়তন নহে, পরব্রহ্মই আয়তন, ইহাই বলিতেছেন—প্রধানের বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান যেমন এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে, তদ্রূপ জীবও এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য নহে, অতএব দ্যুলোকাদির আয়তন পরব্রহ্মই, জীব নহে ॥ ৪ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—ভেদব্যপদেশাচ্চ—ভেদের উল্লেখ থাকায়ও। জীব জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয়, এইরূপ ভেদের উল্লেখ থাকায়ও জীব দ্যুলোকাদির আয়তন নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই অদ্বিতীয় আত্মাকে জান" এই শ্রুতিতে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এইরূপ ভেদনির্দেশ রহিয়াছে। জীব মুমুক্ষু, অতএব তিনি জ্ঞাতা, অবশিষ্ট আত্মশব্দবাচ্য ব্রহ্ম জ্ঞেয়, এ স্থানে জ্ঞাতা জীব হইতে জ্ঞেয় ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব দ্যুলোকাদির আয়তন জীব নহে, পরব্রহ্মই ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থিত পুরুষ বা জীব নিজের ঐশ্বর্য্যের অভাবে বা অবিদ্যাপ্রভাবে মুহ্যমান হইয়া সংসারদুঃখ ভোগ করে। সে যখন আপনা হইতে পৃথক্

আনন্দময় ঈশ্বর বা পরমাত্মাকে ও তাঁহার মহিমাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তখনই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি জীব হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব এই পার্থক্য নির্দ্দেশ হেতুকও দ্যুলোকাদির আয়তন জীব নহে, পরমাত্মাই ॥ ৫ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকরণাৎ—প্রকরণ হেতুকও। এই প্রকরণে পরমাত্মার বিষয়ই আলোচিত হইতেছে প্রকৃতি বা জীব সম্বন্ধে নহে। অতএব ঐ আয়তন পরমাত্মাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে প্রকরণে "দ্যুলোকাদির আয়তন" এই শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই "হে ভগবন্! কোন্ বস্তু জানিতে পারিলে এই সমস্তই জানা যায়?" এই পরমাত্মবিষয়ক শ্রুতি উল্লিখিত হওয়ায় ইহা পরমাত্মারই প্রকরণ, অতএব ঐ শ্রুত্যুক্ত আয়তন জীব নহে, যে হেতু জীব সর্ব্বাত্মক নহে, এবং তাঁহাকে জানিলেও সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ধর্ম্মোক্তেঃ" এই সূত্রেই দেখান হইয়াছে যে, এই প্রকরণ পরব্রহ্মেরই। এখানে কেবল নাড়ীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জন্মগ্রহণ, মন ও প্রাণের আধার ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম দৃষ্ট হওয়ায় যে জীবাত্মা বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাই পরিহার করা হইল ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ—উদাসীনভাবে অবস্থান ও ভোগহেতুকও। একটি উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, অপর

কর্ম্মফল ভোগ করেন, এই শ্রুতি দ্বারাও জীব আয়তন নহে, পরব্রহ্মই আয়তন, ইহা প্রতীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে প্রকরণে "দ্যুভ্বাদ্যায়তনঞ্চ" এই শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই "একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অর্থাৎ আত্মা বাস করে, তাহারা পরস্পরে সখা ও সহযোগী, তাহাদের একটি সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া দর্শন করে" এই শ্রুতিতে একটি কর্ম্মফল অদন অর্থাৎ ভোগ করে, অপরটি উদাসীনভাবে অবস্থান করে, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ঐ অবস্থান ও ভোগ এই দুইটি শব্দ দ্বারা পরমেশ্বর ও জীবকে বুঝাইতেছে। ঈশ্বরই দ্যুলোকাদির আয়তন, ইহাই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে এই প্রকরণপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করার কোন প্রয়োজনই হইত না। ঈশ্বরই দ্যুলোকাদির আয়তন, ইহাই শ্রুতির বক্তব্য এবং সেই জন্যই জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য নির্দ্দেশ এখানে সঙ্গত হইতেছে, নচেৎ অপ্রয়োজনে এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোন সঙ্গতিই থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরই দ্যুলোকাদির আয়তন, ইহাই শ্রুতির অভিমত, জীব নহে ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরস্পর সহযোগী ও মিত্রভাবাপন্ন তুল্যস্বভাব দুটি পক্ষী অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্যটি কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াই স্বপ্রকাশরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়া দর্শন করেন মাত্র। তন্মধ্যে যিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন না, কেবল স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত, সর্ব্বজ্ঞ, মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় সর্ব্বাত্মা, সেই ঈশ্বরই দ্যুলোকাদির আয়তন হইতে পারেন, কর্ম্মফলভোগী বিবিধ দুঃখগ্রস্ত

জীবাত্মা নহে, অতএব পরমাত্মাই দ্যুলোকাদির আয়তন, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৭ ॥

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—ভূমা—ভূমা শব্দের অর্থ পরমাত্মা, সম্প্রসাদাৎ—সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তিস্থান হইতে, অধি—উপরিদেশে অবস্থিত, উপদেশাৎ—এইরূপ উপদেশ থাকায়। ছান্দোগ্যোক্ত ভূমাশব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে, যে হেতু, ঐ ভূমাকে সম্প্রসাদ হইতেও অর্থাৎ সুষুপ্তিস্থান জীবেরও উপরিভাগে অবস্থিত অর্থাৎ তুরীয় বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে উক্ত আছে, "ভূমা কি, তাহা জানা উচিত, অতএব হে ভগবন্। আমি ভূমাকে জানিতে ইচ্ছা করি।" নারদ সনৎকুমারকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, "যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বিষয় দেখা ও শুনা যায়, অন্য বিষয় জানা যায়, তাহা অল্প" ইত্যাদি। অর্থাৎ যাঁহাকে জানিলে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, জ্ঞাতব্য থাকে না, তিনিই ভূমা, আর যাহাকে জানিলে আরও অনেক বিষয় দ্রষ্টব্যাদি থাকে, তাহা অল্প। এ স্থলে সংশয় এই যে—ভূমা শব্দের অর্থ বহু। এই বহু শব্দ শুনিলেই মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হয়, কাহা অপেক্ষা বহু? ভূমা শ্রুতির পরে "আশা অপেক্ষা প্রাণ বহু" এইরূপ উক্তি আছে, অতএব সান্নিধ্য বশতঃ ঐ ভূমাশব্দের অর্থ কি প্রাণ? অথবা পরমাত্মা? প্রাণই হওয়া উচিত; যে হেতু, আশা অপেক্ষা প্রাণের বহুত্ব বলা হইয়াছে। আবার প্রসঙ্গ বা প্রকরণ দেখিতে

গেলে ভূমা শব্দের অর্থ পরমাত্মা হওয়াই উচিত, কারণ, ঐ প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে—"হে ভগবন্! আমি আপনাদিগের নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, আমি অত্যন্ত শোকার্ত্ত, আমাকে শোক হইতে মুক্ত করুন" ইত্যাদি। এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ বলিতেছেন—এ স্থলে ভূমাশব্দে পরমাত্মা হওয়াই উচিত, প্রাণ নহে, যে হেতু, সম্প্রসাদের অধিক বা অতীত এইরূপ উপদেশ আছে। যে অবস্থাতে সম্যক্‌রূপ প্রসন্নতা লাভ করে অর্থাৎ জীব সম্যক্‌রূপ প্রসন্ন হন, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সম্প্রসাদশব্দের অর্থ সুষুপ্ত স্থান বা সুষুপ্তি। সেই সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তাবস্থায় প্রাণ জাগরিত থাকে, এ স্থানে এই প্রাণ-শব্দও সম্প্রসাদ বা সুষুপ্ত অর্থে প্রযুক্ত, ভূমা অর্থে নহে, প্রাণেরও উপরে ভূমা অবস্থিত, এইরূপ উপদেশ আছে। ভূমা অর্থে যদি প্রাণ হইত, তাহা হইলে "প্রাণেরও উপরে" এরূপ উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত হইত, অতএব প্রাণেরও উপরে ভূমা এই উপদেশ থাকায় প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ পরমাত্মাই ভূমা, প্রাণ নহে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছন্দোগগণ এইরূপ বলেন যে, "যাঁহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শ্রুতিগোচর হয় না, অন্য কিছু জানিবারও থাকে না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য বিষয় দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হয়, অন্য বিষয় জানিতে পারে, তাহাই অল্প"। এই ভূমা শব্দের অর্থ বহুত্ব, বহুশব্দটিও এ স্থলে সংখ্যাবাচক নহে, বৈপুল্যবাচক, কেন না, "তাহাই অল্প" এই অল্প শব্দের সহিত ভূমার প্রতিযোগিতা দেখান হইয়াছে, ভূমার বিপরীতই অল্প, অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা সসীম, ভূমা তাহার বিপরীত, ভূমা মহৎ বা অসীম। এই বিপুলতার বিশেষ্য আত্মা, আত্মা কিরূপ? না বিপুল। "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোকসাগর অতিক্রম করেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া

'ভূমা" বিষয়ে উপদেশ দিয়া পরে "এই সমস্তই আত্মা" এই বলিয়া উপসংহার করায় ঐ ভূমা শব্দটি আত্মার বিশেষণ বুঝাইতেছে। এ স্থানে সংশয় এই যে,—ভূমগুণবিশিষ্ট এই পদার্থটি কি জীবাত্মা ? না পরমাত্মা ? জীব হওয়াই সঙ্গত, কারণ, কোন সময় নারদ আত্মজ্ঞানলাভের আশায় সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হে ভগবন্ ! ভবাদৃশ মহাত্মাদের নিকট শুনিয়াছি, 'আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন'। ইহার উত্তরে সনৎকুমার নারদকে নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত কয়েকটি বিষয় উপাস্ত বলিয়া উপদেশ দেন। ঐ উপদেশে প্রাণ শব্দ উল্লেখের পূর্ব্বে "ভগবন্ ! নাম অপেক্ষা কিছু বড় আছে কি ?" ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে ক্রমশঃ "নাম অপেক্ষা বাক্য বড়" "বাক্য অপেক্ষা মন বড়" ইত্যাদি একটি একটি প্রশ্নের উত্তরে একটি একটি উত্তর দিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত প্রশ্নের উত্তর হয়, প্রাণের অপেক্ষা কিছু বড় আছে কি না, এরূপ প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের আর উল্লেখ নাই। অতএব নারদের প্রশ্নের উত্তরে প্রাণ পর্য্যন্তই যখন আত্মোপদেশ-প্রসঙ্গের শেষ দেখা যাইতেছে, তখন প্রাণ শব্দের দ্বারা প্রাণসহচর জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে, কেবল প্রাণবায়ু নহে। "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন" এই শ্রুতির পর ঐ প্রকরণেই ভূমা-বিজ্ঞানের উপদেশ থাকায় জীবই প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ভূমা, পরমাত্মা নহে। এই মতখণ্ডনের নিমিত্ত বলিতেছেন, এই ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি সংপ্রসাদ বা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই, কেন না, সম্প্রসাদ হইতে অধিক বা অতিরিক্ত এইরূপ উপদেশ আছে। "এই সম্প্রসাদ বা জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতি বা পরমাত্মাকে লাভ করিতে নিজ স্বরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ পরজ্যোতিতেই লীন হয়" এই উপনিষদে সংপ্রসাদ শব্দে জীব বলা হইয়াছে, এবং সম্প্রসাদ বা জীবাত্মা হইতে ভূমগুণবিশিষ্ট সত্যশব্দবাচ্য

পদার্থকে অধিক বলিয়া উপদেশ থাকায় সত্যশব্দ-বাচ্য পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই ভূমা এই শব্দের প্রতিপাদ্য বা অর্থ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ ।—ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ—ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্গতি থাকা হেতুকও। শ্রুতিতে ভূমার যে সমস্ত ধর্ম্ম বা গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, পরমাত্মাতেও সেই সমস্ত গুণেরই সমন্বয় আছে, অতএব ভূমা শব্দে পরব্রহ্মই বুঝিবে, জীব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না ইত্যাদি ভূমার দর্শনাদি ব্যবহারের অভাব ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পরমাত্মাতেও সেই সমস্ত গুণের সম্বন্ধ আছে। অন্য শ্রুতিতে "যখন ইহার সমস্তই আত্মরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন সবই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে?" এই বাক্য দ্বারা পরমাত্মাতেও দর্শনাদি ব্যবহারাভাব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। আর সত্যতা, নিজের মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা, সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বাত্মতা ইত্যাদি মহৎ ধর্ম্ম-সমূহ পরমাত্মা বিষয়েই উপপন্ন হয়, অতএব পরমাত্মাই ভূমা, জীব নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই ভূমার যে সমস্ত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সে সমস্ত পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়। স্বভাবসিদ্ধ অমৃতভাব, কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া থাকা বা নিজের ঐশ্বর্য্যবলেই অবস্থান, তিনিই সব এই যে সর্ব্বাত্মকভাব, প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বপদার্থেরই উৎপাদকত্ব ইত্যাদি পরমাত্মারই ধর্ম্ম, অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থ পরমাত্মাই, ইহা সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৯ ॥

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—অক্ষরম্—অক্ষর শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, অম্বরান্তধৃতেঃ —আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া। বৃহদারণ্যকোক্ত অক্ষর শব্দে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, বর্ণ নহে, কারণ, আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থকেই তিনি ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই আকাশ কাহাতে আবদ্ধ অর্থাৎ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে?" গার্গীর এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "এই পদার্থ অক্ষর অর্থাৎ আকাশ অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া আছে, ব্রহ্মজ্ঞগণ এই অক্ষরকে স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে" এইরূপ বলেন। এ স্থানে সংশয় এই যে—এই অক্ষর কি বর্ণ? না পরমেশ্বর? অক্ষর শব্দ যখন বর্ণ অর্থেই প্রসিদ্ধ, এবং প্রসিদ্ধ অর্থ-পরিত্যাগ যখন যুক্তিবিরুদ্ধ, তখন ঐ শ্রুত্যুক্ত অক্ষর বর্ণ হওয়াই উচিত। আরও দেখ, "এ সমস্তই ওঁকার" এই শ্রুতিতে বর্ণেরও উপাস্যতা ও সর্ব্বাত্মকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব এখানে অক্ষর শব্দে বর্ণই বুঝিতে হইবে। এই শঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্টবস্তুকে ধারণ করিয়া আছেন, শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকায় এ স্থানে অক্ষর শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরে "এই আকাশ অক্ষরেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, এই যে ক্ষিত্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুকে ধারণ করার শক্তি, ইহা একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। যিনি ক্ষরিত হন না অর্থাৎ যাঁহার অপচয় নাই ও সমস্তকেই ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই অক্ষর। ব্যুৎপত্তিলভ্য এই নিত্যত্ব ও

ব্যাপিত্বগুণবিশিষ্ট অক্ষর পরব্রহ্মই, বর্ণে ঐ সমস্ত গুণ থাকিতে পারে না ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—বাজসনেয়িগণ গার্গীর প্রশ্নবিষয়ে এইরূপে বলেন—"তিনি বলিয়াছিলেন—হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, হ্রস্বও নহে, দীর্ঘও নহে, লোহিতও নহে, স্নিগ্ধও নহে, ছায়াবিশিষ্টও নহে এইরূপ বলেন"। এ স্থলে সংশয়ের বিষয় এই যে, এই অক্ষর কি প্রধান? না জীব? না পরমাত্মা? কি হওয়া যুক্তিসঙ্গত? প্রধানই বুঝা উচিত, কারণ, "অক্ষর অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ বা জীব, তাহা হইতেও পর"। এই শ্রুতি অক্ষর শব্দের অর্থ প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অস্থূল, অসূক্ষ্ম ইত্যাদি ধর্ম্মও প্রকৃতিতে সম্ভব হয়। "যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর বা পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়" এই শ্রুতিতে যদিও পরব্রহ্ম অর্থে অক্ষর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলেও প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ ও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থই প্রথম প্রতীত হয়, অতএব এ স্থলে অক্ষর বলিতে প্রধানকেই বুঝা উচিত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অক্ষর শব্দের অর্থ পরব্রহ্মই, কেন না, শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই অক্ষর অম্বরান্ত যাবতীয় পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন"। অম্বর শব্দের অর্থ আকাশ, অন্ত শব্দের অর্থ পার বা শেষ সীমা, অতএব অম্বরান্ত শব্দে আকাশের সীমাভূত অব্যাকৃত বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে, সেই অম্বরান্ত প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছেন, অক্ষর অম্বরান্ত বা অব্যক্ত প্রকৃতিরও আধার, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে। "কিসে আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত?" এই প্রশ্নোক্ত আকাশ শব্দটি বায়ুবিশিষ্ট আকাশ নহে, পরন্তু সেই আকাশেরও পারভূত অব্যক্ত প্রকৃতি। অতএব যে অক্ষরকে শ্রুতি অব্যক্ত প্রকৃতির আধার বলিয়াছেন,

সেই অক্ষরই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পারে না। সুতরাং পরব্রহ্মই অক্ষর, প্রকৃতি নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১০ ॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—সা চ—অম্বরান্তের ধারণও, প্রশাসনাৎ—শাসন বা নিযমন করা হেতুক। শ্রুতিতে শাসন পূর্ব্বক ধারণ করিতেছেন, এইরূপ উক্তি আছে, শাসন পূর্ব্বক ধারণ করা চেতন ভিন্ন অচেতনের পক্ষে সম্ভব নহে, অতএব ঐ অম্বরান্ত যাবতীয় পদার্থের ধারণকর্তৃত্ব পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, অন্যের নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, কার্য্যমাত্রই কারণের অধীন, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, সুতরাং কারণও ত কার্য্যের ধারণকর্ত্তা হইতে পারে, এই যুক্তিবলে ঘটের কারণভূত অচেতন মৃত্তিকা কার্য্যভূত ঘটের ধারণকর্ত্তা, ঘট মৃত্তিকা হইতেই উদ্ভূত ও মৃত্তিকাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। যাঁহারা প্রকৃতিকে কারণ বলেন, এই যুক্তি অনুসারে প্রকৃতিই অম্বরান্ত পদার্থকে ধারণ করিয়া আছে, তাঁহাদের এ উক্তি ত অসঙ্গত বলিতে পার না, অতএব ঐ অম্বরান্তধারক অক্ষর প্রকৃতি নহে, ব্রহ্ম, ইহা নিঃসংশয়ে কি করিয়া বলিতে পার? এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিতে আছে, "হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত হইয়া আছে" এ স্থানে একটি প্রশাসন বা প্রকৃষ্ট শাসন শব্দ আছে, অম্বরান্তর এই যে পদার্থ-সমূহে প্রশাসন বা শাসন পূর্ব্বক ধারণ অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে নিয়মন, ইহা অচেতনের পক্ষে সম্ভব নহে, চেতন পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম। অচেতন মৃত্তিকা ঘটের কারণ হইলেও তাহাতে শাসনকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না, অতএব প্রশাসন শব্দের

উল্লেখ থাকায় অম্বরান্ত পদার্থ-সমূহের ধারণ পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম এবং অক্ষরই ঐ পরমেশ্বর ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, প্রকৃতিকে যদি অক্ষর না-ই বল, জীব বলার ত কোন বাধা নাই, কারণ, জীব সূক্ষ্ম ভূত পর্য্যন্ত যাবতীয় জড় পদার্থের আধার, অতএব সর্ব্বাধারত্ব তাঁহাতে আছে, আর অস্থূল অসূক্ষ্ম ইত্যাদি বিশেষণও তাঁহাতে উপপন্ন হইতে পারে। "অব্যক্ত প্রকৃতি অক্ষরে লীন হয়" ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মবিষয়ে অক্ষর শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়, অতএব ঐ অক্ষর জীবই হউন। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—"হে গার্গি। এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া রহিয়াছে" "হে গার্গি। এই অক্ষরেরই প্রকৃষ্ট শাসনে দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে" ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্যে সেই অম্বরান্তধারণ কার্য্য অক্ষরের প্রশাসনেই হইতেছে, এইরূপ উপদেশ আছে। প্রশাসনের অর্থ প্রকৃষ্ট শাসন, এই প্রকার শাসন ও নিজ শাসনাধীন সর্ব্ববস্তুকে ধারণ বা নিয়মিতভাবে চালনা করা বদ্ধ বা মুক্ত কোন অবস্থাপন্ন জীবের পক্ষেই সম্ভব নহে, অতএব পুরুষোত্তমই ঐ শাসনকর্ত্তা অক্ষর, জীব নহে ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যভাবব্যাবৃত্তেঃ—পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থের নিষেধ হেতুক, চ—ও। শ্রুতি অক্ষরকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলেন নাই, এ জন্যও অক্ষর বলিতে অচেতন প্রকৃতি বা জীব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অন্য পদার্থ অর্থাৎ অচেতনের ভাব, অন্যভাব, তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে

ব্যপস্থাপন হেতুক। অক্ষরশব্দবাচ্য পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অন্য পদার্থ বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা শ্রুতি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রুতি এমন কতকগুলি বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অক্ষরের অচেতন প্রকৃতি অর্থ নিরাস করিয়া চেতন অর্থই স্থাপন করিয়াছেন, যথা—"হে গার্গি। এই অক্ষর সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, ইচ্ছা করিতেছেন, জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, মনন করিতে পারে না, জানিতে পারে না"। দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না ইত্যাদি বাক্য অচেতন প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইলেও দেখিতেছে শুনিতেছে ইত্যাদি বাক্য অচেতনের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। আর "ইনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি নাই" ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় উপাধিবিশিষ্ট জীবও অক্ষর শব্দের অর্থ হইতে পারে না অতএব এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা অচেতন প্রকৃতি ও সোপাধিক জীবের নিষেধ হেতুকও অক্ষর শব্দ ব্রহ্মেরই বোধক এবং অম্বরান্তধারণকর্ম্ম তাঁহা ভিন্ন অন্য কাহারও নহে ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—অন্য পদার্থের সদ্ভাবের নিষেধ অন্যভাবব্যাবৃত্তি। "ইঁহা ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই" এই বাক্য দ্বারা যেমন এই অক্ষর অন্য কর্ত্তৃক অদৃষ্ট, অথচ স্বয়ং অন্যের দ্রষ্টা হইয়া স্বব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আধারস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন, তেমনই ইঁহা কর্ত্তৃক অদৃষ্ট, অথচ ইঁহার দ্রষ্টা হইয়া ইঁহার আধারভূত অন্য কোন পদার্থ নাই, এই অর্থ প্রতিপাদন করিয়া অন্য পদার্থের সদ্ভাব নিষেধ করিতেছে, অতএব অন্য পদার্থের সদ্ভাবনিষেধ দ্বারাই অক্ষর শব্দের জীব বা প্রকৃতি অর্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার আর একটি ব্যাখ্যা শাঙ্কর ভাষ্যেরই অনুরূপ বলিয়া তাহা আর পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হইল না ॥ ১২ ॥

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ—ঈক্ষধাতুর কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ হেতুক, সঃ—তিনি কি না পরমাত্মা। পিপ্পলাদ ঋষি ওঁ-কারে যাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, তিনি পরমাত্মা, কারণ, ঐ বাক্যের শেষে ঐ ধ্যেয় পুরুষ উপাসকের দর্শনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রশ্নোপনিষদে সত্যকাম নামক শিষ্যকে গুরু পিপ্পলাদ বলিতেছেন—"হে সত্যকাম। এই যে ওঁকার, যিনি ইহাকে পর ও অপর অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই আয়তন অর্থাৎ সোপানস্বরূপ ওঁকার দ্বারা একতর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন, "যিনি অ উ ম এই ত্রিমাত্র ওম্ এই অক্ষরের দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যভাব প্রাপ্ত হন, তিনি সামগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন।" এই শ্রুতিতে "ওঁকারোপাসনা দ্বারা পর ও অপরের মধ্যে একটিকে প্রাপ্ত হন" এইরূপ বলিয়া পরে আবার বলিয়াছেন, "ব্রহ্মলোকে নীত হন।" এক্ষণে সংশয় এই যে, ঐ বাক্যে পরব্রহ্ম অথবা অপরব্রহ্ম কাহার উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইল? ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এই পরিচ্ছিন্ন ফল অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী ফলের উল্লেখ থাকায় অপরব্রহ্মবিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, এইরূপই বুঝায়, কেন না, যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি যে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ অস্থায়ী ফল পাইবেন, ইহা সম্ভব নয়, যে হেতু, ব্রহ্ম সর্ব্বগত। যদি বল, "পরপুরুষ" এই বিশেষণ থাকায় অপরব্রহ্মের আশঙ্কা হইতে পারে না। তাহার উত্তর—ঐ বিশেষণের দ্বারা অপরব্রহ্মবোধের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না, যে হেতু "পিণ্ডাপেক্ষা প্রাণ পর অর্থাৎ

স্থূলাভিমানী বিরাট অপেক্ষা সমষ্টিশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ"। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—এ স্থানে ঈক্ষধাতুর যে কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনক্রিয়া, তাহার উল্লেখ থাকায় পরব্রহ্মকেই ধ্যান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পিপ্পলাদ যে শ্রুতি বলিয়াছেন, ঐ শ্রুতির শেষে "উপাসক স্বীয় ধ্যেয় শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দেখে, আত্মা হইতে অভেদে সাক্ষাৎ করে, অতএব এই দর্শনব্যাপারের উল্লেখ থাকায় যিনি ওঁকারে ধ্যেয়, তিনি নির্গুণ পরমাত্মা ভিন্ন সগুণ নহেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সত্যকামের প্রশ্নে অথর্ব্ববেদীয়গণ বলিয়াছেন, "যিনি অ উ ম এই মাত্রাত্রয়াত্মক 'ওম্' এই অক্ষরের দ্বারা অর্থাৎ ওঁকাররূপে পরমপুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে পরিণত হন, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন, সামসমূহ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন, তিনি অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে জীব, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পুরুষকে দর্শন করেন।" যিনি পরমপুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে ঈক্ষণ বা দর্শন করেন, এই ধ্যান আর ঈক্ষণের কর্ম্ম পরমপুরুষ। এ স্থানে সংশয় এই—এই পরমপুরুষ কি জীবসমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা? অথবা সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম? জীবসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা হওয়াই উচিত কারণ, "একমাত্রাত্মক প্রণবের উপাসক মনুষ্যলোক, দ্বিমাত্রাত্মক প্রণবের উপাসক অন্তরীক্ষলোক ও ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবের উপাসক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়" শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকায় অন্তরীক্ষলোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যে লোক, তাহা জীবসমষ্টিরূপ চতুরানন ব্রহ্মারই, ইহা বুঝা যাইতেছে, অতএব সেই লোকে উপস্থিত ব্যক্তি যাঁহাকে দেখিবেন, তিনি সেই লোকাধিপতি ব্রহ্মা ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? ব্রহ্মার পক্ষেও পরাৎপর, এই বিশেষণ উপপন্ন হয়, দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ যে ব্যষ্টিজীব, সেই ব্যষ্টিজীব অপেক্ষা সমষ্টিজীব ব্রহ্মা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ; অতএব

উক্ত শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট পরমপুরুষ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই। এই আশঙ্কার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—না, এই পরমপুরুষ ব্রহ্মা নহেন, পরমাত্মাই, যে হেতু, ঈক্ষ-ধাতুর কর্ম্ম যে দর্শন, সেই দর্শনের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পরমাত্মাই ঈক্ষ-ধাতুর কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। "জ্ঞানী ব্যক্তি ওঁকাররূপ আয়-তনের দ্বারাই সেই শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় পদকে প্রাপ্ত হন" এই শ্লোকোক্ত পর, শান্ত ইত্যাদি ধর্ম্ম যে পরমাত্মারই, তাহা "ইহাই অমৃত, ইহাই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম" এই শ্রুতি হইতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে জীব, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ" এই শ্রেষ্ঠ শব্দও পরমাত্মা-কেই বুঝাইতেছে, ব্রহ্মাকে নহে, কারণ, ব্রহ্মাও সৃষ্ট পদার্থ, তিনিও কর্ম্মফলে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তিনিও জীব। আর অন্তরীক্ষ লোকেরও উপর অবস্থিত যে ব্রহ্মলোক, তাহা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক, এই যে বলা হইয়াছে, ইহাও অসঙ্গত, কারণ, "সেই শান্ত অজর অমৃত অভয়" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরমাত্মাই যে ঈক্ষধাতুর কর্ম্ম অর্থাৎ দর্শনীয়, ইহা যখন নিশ্চিত হইল, তখন সেই দর্শনকর্ত্তার গম্যস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম লোক নশ্বর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক হইতে পারে না। অতএব উক্ত পরম-পুরুষ শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে, সগুণ ব্রহ্ম নহে ॥ ১৩ ॥

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—উত্তরেভ্যঃ—পরবর্ত্তিবাক্যসমূহ হইতে, দহরঃ—দহরাকাশশব্দে ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যে যে দহরাকাশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ পরব্রহ্ম, যে হেতু ঐ শ্রুতিবাক্যের শেষভাগে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহা দ্বারা দহরাকাশশব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ছান্দোগ্য

উপনিষদে "এই ব্রহ্মপুর নামক দেহে যে দহর বা ক্ষুদ্রায়তন পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহার মধ্যে যে দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষণ কর, তাহাকে জান" এই উক্তি আছে। এই যে ক্ষুদ্রায়তন হৃৎপদ্মরূপ গৃহে, দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্র আকাশ, এই আকাশ কি প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ? না জীব? না পরমাত্মা? ঐ শ্রুতিমধ্যে আকাশ ও ব্রহ্মপুর এই দুইটি শব্দ আছে, আকাশ শব্দে ভূতাকাশ ও পরব্রহ্ম এই দুই অর্থই পাওয়া যায়, এই জন্যই সংশয় হয়, ঐ দহরাকাশ কি ভৌতিক আকাশ? না পরব্রহ্ম? আর হৃদয়মধ্যে যখন জীব বাস করিতেছেন, তখন এই শরীর জীবরূপ ব্রহ্মেরও পুর হইতে পারে, আবার পরব্রহ্মেরও পুর হইতে পারে, কারণ, পরব্রহ্মও এই দেহমধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। জীবেও ব্রহ্মের কোন কোন গুণ আছে, এজন্য লোকে ও শাস্ত্রে জীবকে ব্রহ্ম বলে, অতএব ঐ দহরাকাশ ভূতাকাশও হইতে পারে, জীবও হইতে পারে। এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—এই দহর বা দহরাকাশ শব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, ভূতাকাশও নহে, জীবও নহে, কারণ, এই বাক্যের শেষে এমন কতকগুলি বাক্য আছে, যাহা কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই প্রসিদ্ধ আকাশ যে পরিমিত, অভ্যন্তরস্থ দহরাকাশও তৎপরিমিত, ইহারই মধ্যে পৃথিবী ও স্বর্গ অবস্থিত"। এ স্থানে প্রসিদ্ধ বহিরাকাশকে দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্দেশ করায় দার্ষ্টান্তিক অন্তরস্থ দহরাকাশ যে ভূতাকাশ নহে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। দহরাকাশ শব্দে জীবও হইতে পারে না, কারণ, জীবকে আত্মা বলিলেও সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণ তাঁহাতে নাই, অতএব দহরাকাশ পরমেশ্বরই ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যগণ এইরূপ বলেন, "এই ব্রহ্মপুর নামক দেহে ক্ষুদ্র পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, তাহার মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে অন্বেষণ

করা ও জানিতে চেষ্টা করা উচিত"। এ স্থলে সংশয়—এই হৃৎপদ্মমধ্যবর্ত্তী দহরাকাশ কি মহাভূতপঞ্চকের অন্তর্গত আকাশ? অথবা জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা? মহাভূতবিশেষই হওয়া উচিত, কারণ, আকাশশব্দ ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম অর্থে প্রসিদ্ধ হইলেও ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই আশঙ্কা খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—পরবর্ত্তী বাক্যসমূহ দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করিতেছে, "সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি যে গুণসমূহ দহরাকাশে শ্রুতি প্রয়োগ করিয়াছেন সেইগুলিই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং উহা ভূতাকাশ বা জীব কিছুই নহে॥ ১৪॥

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ॥ ১৫॥

সূত্রার্থ ঃ—গতিশব্দাভ্যাং—জীবের গম্য ও ব্রহ্মলোক এই দুইটি বাক্য দ্বারাও, তথাহি—সেইরূপই, দৃষ্টং—দেখা যায়, লিঙ্গঞ্চ—জ্ঞাপক লক্ষণও। ঐ দহরবাক্যের শেষে, দহরই জীবের গম্য ও ব্রহ্মলোক, এইরূপ বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও জীবের প্রতিদিন ব্রহ্মলোকগমনপ্রসঙ্গ দেখা যায় এবং তাহাই দহরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে প্রধান হেতু।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—দহরবাক্যের শেষে "এই সমস্ত প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছে, অথচ তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না" এই বাক্যে "দহর"কে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে এবং প্রজাশব্দবাচ্য জীবেরও তাহাই গতি বলা হইয়াছে, এই গতি ও ব্রহ্মলোক এই দুইটি বাক্য দহরশব্দের অর্থ যে পরমেশ্বর, তাহা প্রতিপাদন করিতেছে। অন্য শ্রুতিতেও সুষুপ্তি অবস্থায় প্রতিদিন জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত আছে দেখা যায়, আর প্রস্তুত দহরার্থেই ব্রহ্মলোক

শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ঐ দুইটি শব্দই জীব বা ভূতাকাশকে নিরাস করিয়া ব্রহ্ম অর্থকে প্রতীত করাইতেছে। ব্রহ্মার লোক এইরূপ সমাস করিলে ব্রহ্মলোকশব্দ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সত্যলোক বুঝাইতে পারে বটে, কিন্তু জীবসমূহ প্রতিদিনই সত্যলোক নামক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, ইহা কল্পনারও অযোগ্য, অতএব ব্রহ্মরূপ লোক এই সমাস দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়, ইহাই বুঝাইতেছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"ভূবিদ্যাবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিরন্তর ভূমির উপর বিচরণ করিয়াও যেমন ভূমধ্যস্থ স্বর্ণাদিনিধি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ এই সমস্ত প্রজাও প্রতিদিনই এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাহা প্রাপ্ত হয় না" এই শ্রুতিতে "এই ব্রহ্মলোক" এই শব্দটি প্রকৃত দহরাকাশকে নির্দ্দেশ করিয়া সমস্ত জীব সেই স্থানে প্রত্যহ গমন করিতেছে, এইরূপ বলা হইয়াছে। জীবের গম্য এই দহরাকাশকে ব্রহ্মলোক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশই দহরাকাশের পরব্রহ্মতা প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত দুইটি বাক্যই যে দহরের পরব্রহ্মত্ববোধক, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—অন্য শ্রুতিতেও, সুষুপ্তিকালে সমস্ত জীব অহরহ পরব্রহ্মে গমন করিতেছে, বা লীন হইতেছে এইরূপ উক্তি আছে দেখা যায়, আর ব্রহ্মলোকশব্দও পরব্রহ্ম অর্থে শ্রুত্যন্তরে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব এই সমস্ত বাক্যই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ে উৎকৃষ্ট লিঙ্গ বা কারণ ॥ ১৫ ॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—অস্য—পরমাত্মার, ধৃতেশ্চ মহিম্নঃ—জগদ্ধারণরূপ মহিমারও, অস্মিন্—এই দহরাকাশে, উপলব্ধেঃ—প্রতীতি-

হেতুক। জগদ্ধারণ পরমেশ্বরেরই মহিমা, ইহা শ্রুত্যন্তরে বর্ণিত হইয়াছে, দহরাকাশেও সেই জগদ্ধারণরূপ কার্য্য বর্ণিত আছে, এ নিমিত্তও দহরাকাশ ব্রহ্ম।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জগদ্ধারণ হেতুকও এই দহর পরমেশ্বর। শ্রুতি বাহ্যাকাশের সহিত দহরাকাশের তুলনা করিয়া দহরাকাশেই সকলের অবস্থিতি, এইরূপ বলিয়া ঐ দহরাকাশই সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট আত্মা, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, "যিনি আত্মা, তিনিই লোকসমূহের সাঙ্কর্য্যদোষ নিবারণের নিমিত্ত সেতুস্বরূপ হইয়া লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন।" এই শ্রুতিতে জগদ্ধারণরূপ মহিমা দহর সম্বন্ধেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই মহিমা পরমেশ্বরেরই, অন্য শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়, অতএব এই ধারণ হেতুকও দহর শব্দের অর্থ পরমেশ্বরই, ভূতাকাশাদি অন্য কেহ নহে ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যিনি আত্মা" এইরূপে প্রস্তুত দহরাকাশকেই আত্মশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া "তিনিই লোকসমূহের সাঙ্কর্য্যদোষ দূরীকরণার্থ ধারক সেতুস্বরূপ" এই শ্রুত্যুক্ত জগদ্বিধারণ কর্ম্মই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। অন্য শ্রুতিতে জগদ্বিধারণ কর্ম্ম পরমেশ্বরেরই মহিমা বলিয়া উল্লিখিত আছে। পরব্রহ্মের এই জগদ্ধারণমহিমা দহরাকাশেও যখন উপলব্ধি হইতেছে, তখন এই দহরাকাশই পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—প্রসিদ্ধেশ্চ—প্রসিদ্ধি হেতুকও। শাস্ত্রে আকাশ শব্দ পরব্রহ্মার্থেই প্রসিদ্ধ, এজন্যও দহরাকাশ পরমেশ্বর।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা" "এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন" এই সমস্ত শ্রুতিতে আকাশ-শব্দ পরমেশ্বর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব দেখা যাইতেছে, আকাশশব্দ পরমেশ্বরার্থেই প্রসিদ্ধ। উক্ত শব্দ ভূতাকাশ অর্থে প্রসিদ্ধ হইলেও নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা যে আকাশ, সে আকাশ কখনই ভূতাকাশ হইতে পারে না, জীবার্থেও আকাশ-শব্দের প্রয়োগ কোন স্থানেই দেখা যায় না, অতএব পরমেশ্বরই দহরাকাশ, জীব বা ভূতাকাশ নহে ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, কে বা বাঁচিত, কে বা চেষ্টা করিত" "এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে সমুৎপন্ন" এই সমস্ত শ্রুত্যুক্ত আকাশশব্দ পরব্রহ্মার্থেই প্রসিদ্ধ। ভূতাকাশ অর্থে আকাশ-শব্দ প্রসিদ্ধ হইলেও, এই প্রসিদ্ধি অপেক্ষা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণযুক্তপ্রসিদ্ধিই বলবতী, অতএব এ আকাশ ভূতাকাশ নহে ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—ইতরপরমর্শাৎ—অপর পদার্থ অর্থাৎ জীবের সম্বন্ধে উল্লেখ থাকা হেতুক, সঃ—জীব, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অসম্ভবাৎ—অসম্ভব হেতুক। বাক্যশেষে যেমন ব্রহ্মবিষয়ে উক্তি আছে, তেমনই জীববিষয়েও উক্তি আছে, অতএব দহর-শব্দে এখানে জীবই হউক, ইহা বলিতে পার না, যে হেতু, বাক্যশেষোক্ত ধর্ম্মসমূহ জীবে সম্ভব হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দহরবাক্য-শেষে পরমেশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ থাকায় যদি দহরশব্দে পরমেশ্বরকেই গ্রহণ

কর, তাহা হইলে ঐ বাক্যশেষেই "এই যে সম্প্রসাদ, ইনি এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ লাভ পূর্ব্বক নিজস্বরূপে পরিণত হন, তিনি এই আত্মা" এই শ্রুতিতে সম্প্রসাদ নামক জীবেরও প্রসঙ্গ থাকায় দহর শব্দের অর্থ জীবই হউক, ইহা বলিতে পার না, কারণ, জীব বুদ্ধি অহঙ্কার ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি অভিমানবিশিষ্ট, উক্ত অভিমান পরিত্যাগ না করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি ধর্ম্ম তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে না। অতএব আকাশের সহিতও তাঁহার তুলনা অসম্ভব ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দহরবাক্যশেষে যে সমস্ত প্রয়োগ আছে, সেই প্রয়োগবশে দহরাকাশ পরব্রহ্ম, তোমার এ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর অর্থাৎ পৃথক্ বস্তু জীবেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উল্লেখ আছে; যথা—"এই সম্প্রসাদ, ইনি শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পরমপুরুষকে লাভ পূর্ব্বক নিজস্বরূপে পরিণত হন, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি। যদিও উপমানোপমেয়ভাবের অসঙ্গতিবশতঃ দহরাকাশ ভূতাকাশ হইতে পারে না, তাহা হইলেও উক্ত বাক্যশেষবলে জীবাত্মা অর্থ করা অযৌক্তিক হয় না। আরও প্রকাশাত্মক ইত্যাদি ধর্ম্মসম্বন্ধ হেতুক আকাশ শব্দ জীবার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণসমূহ জীবে থাকা সম্ভব নহে, অতএব দহরাকাশ জীব নহে ॥ ১৮ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—উত্তরাৎ—পরবর্ত্তী বাক্য হইতে, চেৎ—যদি, আবির্ভূতস্বরূপস্তু—স্বরূপের প্রকাশমাত্র। পরবর্ত্তী বাক্য দেখিয়া দহরকে যদি জীব বলিতে চাও, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে,

কারণ, পরবর্ত্তী বাক্যে যে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণ জীবেরই সম্বন্ধে আরোপ করিতেছে, বাস্তবিকপক্ষে জীবের তাহা স্বরূপ-প্রকাশমাত্র, কিন্তু সার্ব্বকালিক নহে, জীবের স্বরূপাবির্ভাব ও ব্রহ্ম একই কথা, অতএব জীব ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্মই উহার মুখ্যার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে ইতরপরামর্শহেতুক যে জীবের আশঙ্কা করিয়াছিলে, বাক্যশেষোক্ত ঐ ধর্ম্মসমূহ জীবে থাকা সম্ভব নহে বলিয়া তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় পরবর্ত্তী প্রজাপতিবাক্যের দ্বারা দহরের জীবত্বাশঙ্কা করিতেছেন। "সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট আত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকে জানিবে" প্রজাপতি ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "চক্ষুর্মধ্যে যে এই পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই চক্ষুর্মধ্যস্থ দ্রষ্টৃপুরুষ বলিয়াছেন। প্রজাপতি উক্তরূপ অবস্থাবিশিষ্ট জীবের বিষয় উল্লেখ করিয়া সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবেরই এবং ইহাই "অমর, অভয় ও ব্রহ্ম" এই কথা বলিয়াছেন। কিছু পরেই পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "এই যে সম্প্রসাদাখ্য জীব, ইনিই শরীর হইতে সমুত্থিত অর্থাৎ দেহাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া পরজ্যোতিঃ লাভ করত স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং তিনিই উত্তম পুরুষ" এই শ্রুতিতে দেহাভিমানপরিত্যাগী জীবকেই পরমপুরুষ বলা হইয়াছে, অতএব দহরাকাশ জীব, যদি এরূপ আশঙ্কা কর, তাহার উত্তরে বলিব, না, উক্ত প্রজাপতি-বাক্যও দহরের জীবত্বসমর্থক নহে, কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য, জীবের স্বরূপাবির্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবের প্রকাশ। জীবভাব উপাধিকল্পিত, উপাধিবিশিষ্ট জীবের যত দিন পর্য্যন্ত "আমি" "আমার" ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান দূর না হয়, আমিই

নির্ব্বিকার ব্রহ্ম ইত্যাদি পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় না হয়, তত দিনই তাহার জীবত্ব, যখন তিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরজ্যোতিকে লাভ করিতে সমর্থ হন, তখন নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম হন। প্রজাপতি-বাক্যে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট জীব, দেহাভিমানপরিত্যাগী পরজ্যোতিঃপ্রাপ্ত, অতএব ব্রহ্ম, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবে থাকিতে পারে না, অতএব দহর জীব নহে, ব্রহ্মই ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"নিষ্পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসা-বিরহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প যে আত্মা, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই জ্ঞাতব্য, যে এই আত্মাকে অবগত হয়, সে সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়" পরবর্ত্তী প্রজাপতির এই বাক্য ও অন্যান্য শ্রুতির বিবিধ বাক্য দ্বারা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি গুণসমূহ জীবের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়; অতএব জীবই দহরশব্দের তাৎপর্য্য, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। এই সম্ভাবনা নিরাকরণার্থ বলিতেছেন, দহরাকাশ জীব হইতে পারে না, প্রজাপতি-বাক্যে জীবের সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত ইত্যাদি যে সমস্ত গুণসম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আবির্ভূত স্বরূপমাত্র। জীবের স্বাভাবিক সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তত্বাদি গুণসমূহ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, পরে ঐ জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শরীর হইতে সমুত্থিত ও পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হন এবং সেই সময়ই তাঁহার নিজের স্বরূপটি অবির্ভূত হয় বা প্রকাশ পায়। প্রজাপতিবাক্যে কথিত জীবের পাপ-নির্ম্মুক্তত্বাদি গুণসমূহ সেই সময়কে উদ্দেশ করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে, স্বরূপাবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, অতএব জীবের পক্ষে সেটা সার্ব্বকালিক নহে। দহরাকাশের উক্ত গুণসমূহ অনাবৃত স্বভাব অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানাদি দ্বারা তাহা কখনই আবৃত হয় না, সর্ব্বপাপ-মুক্তত্বাদি গুণসমূহ উহার সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ—জীবের

স্বরূপাবির্ভাব হইলেও সেতুত্ব সর্ব্বলোকবিধারণত্ব ইত্যাদি গুণসমূহ তাঁহাতে একেবারেই অসম্ভব, অতএব ঐ সেতুত্বাদি গুণ ও সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি সত্যশব্দগত ব্যুৎপত্তিও দহরের সর্ব্বলোকনিয়স্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ ঃ—অন্যার্থশ্চ—প্রযোজনান্তরসম্পাদনের নিমিত্তও, পরামর্শঃ—অনুসন্ধান বা বর্ণনা। দহরবাক্যশেষে যে জীববিষয়ক বর্ণনা আছে, তাহা জীবের পরমেশ্বরভাব প্রতিপন্ন করার জন্যই হইয়াছে, জীবভাব বুঝান উহার তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু স্বরূপপ্রকটনই তাহার উদ্দেশ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—দহরের পরমেশ্বরার্থ স্বীকার করিলে দহরবাক্যশেষে "এই যে সম্প্রসাদ" ইত্যাদিরূপে জীববিষয়ক বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার কোন সার্থকতাই থাকে না, কারণ, উহাতে জীবোপাসনার উপদেশ বা প্রকৃতিবিষয়ে বিশেষোপদেশ কিছুই বুঝা যায় না, তবে এ অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এই সম্ভাবনায় বলিতেছেন, ঐ জীববিষয়ে বর্ণনার অন্য উদ্দেশ্য আছে। এই যে অবস্থাবিশিষ্ট জীবের বর্ণনা, উহা জীবস্বরূপস্থাপনবিষয়েই পর্য্যবসিত হয় নাই, পরন্তু পরমেশ্বররূপ প্রকটনের নিমিত্তই উহার অবতারণা। "এই সম্প্রসাদ বা সুষুপ্ত জীব শরীরাভিমান হইতে সমুত্থিত হইয়া আকাশশব্দবাচ্য পরজ্যোতি পরব্রহ্মরূপে পরিণত হইয়া নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হন" এই শ্রুত্যুক্ত ঈদৃশ অবস্থাপন্ন জীব নিষ্পাপত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্য আত্মা, অর্থাৎ এ অবস্থায় তাঁহার আর জীবত্ব থাকে না,

তখন তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হন। এই অর্থ বুঝাইবার নিমিত্তই জীববিষয়ক প্রসঙ্গ উক্ত স্থলে অবতারণা করা হইয়াছে ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সর্ব্বপাপবিমুক্তত্ব জগদ্বিধারণত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ যেমন দহরাকাশেরই আছে, তেমনই মুক্ত পুরুষও দহরোপাসনা দ্বারা সর্ব্বপাপবিমুক্ত প্রভৃতি কল্যাণকর গুণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হন। এই উক্তি দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই জীবের স্বরূপলাভের হেতু, এই জন্যই এ স্থলে প্রজাপতিবাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ বা জীববিষয়ক প্রসঙ্গের অবতারণা। তাৎপর্য্য এই যে, দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা জীবের স্বরূপবোধ-প্রকটনের নিমিত্তই জীববিষয়ে প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, দহরাকাশই জীব, ইহা প্রতিপাদনের জন্য নহে ॥ ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—অল্পশ্রুতেঃ—অল্পত্ব শ্রবণ হেতুক, ইতি—ইহা, চেৎ—যদি বল, তদুক্তং—তাহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দহর শব্দের অর্থ অল্প, শ্রুতি উপাস্য আকাশকে দহরাকাশ বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের পক্ষে অল্প এই বিশেষণ অসঙ্গত, এ আশঙ্কার উত্তর—১ম অধ্যায়ে ২য় পাদের ৭ম সূত্রেই দেওয়া হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "হৃৎপদ্মাভ্যন্তরে দহরাকাশ।" দহর শব্দের অর্থ অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, পরমেশ্বরের পক্ষে ঐ অল্পত্ব সঙ্গত হয় না, জীবপক্ষে সঙ্গত হয়, কারণ, জীবকে সূচ্যগ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এ আপত্তির উত্তর ১অঃ ২পাঃ ৭ম সূত্রেই দেওয়া হইয়াছে যে, উপাসনাসৌকার্য্যার্থ তাঁহার

ঐরূপ অল্পত্ব কল্পিত হইয়াছে মাত্র, ঐ অল্পত্ব তাঁহার বাস্তবিক নহে ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই হৃদয়মধ্যে দহরাকাশ" আকাশের এই অল্পপরিমাণত্বসূচক শ্রুতি সূচ্যগ্রতুল্য সূক্ষ্ম জীবের পক্ষেই সঙ্গত হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হয় না, এ প্রশ্নের যাহা উত্তর দেওয়া উচিত, তাহা পূর্ব্বেই "নিচায্যত্বাদেবম্" এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। অতএব অবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দোষের দ্বারা অস্পৃষ্ট, স্বাভাবিক নিরতিশয় জ্ঞান বল ইত্যাদি অপরিমিত উদার-গুণের সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই দহরাকাশ, জীবাদি অন্য কেহ নহে ॥ ২১ ॥

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—তস্য চ—তাঁহারই, অনুকৃতেঃ—অনুকরণ হেতুক। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাকে কেহই প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য যাবতীয় তেজঃপদার্থ তাঁহারই আভা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁহারই অনুকরণ করে মাত্র, অতএব অনু-করণকারী ও অনুকার্য্য কখনই এক পদার্থ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"সে স্থানে অগ্নি ত দূরের কথা, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ কেহই দীপ্তি পায় না, অর্থাৎ অন্য পদার্থকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না, সকলেই সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে অনুসরণ করিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহারই প্রভা দ্বারা এ সমস্তই প্রভাসম্পন্ন হইতেছে।" এ স্থলে প্রশ্ন এই যে, যাঁহার প্রভা দ্বারা এই সমস্ত প্রতিভাত হইতেছে, সেই জ্যোতি-র্ম্ময় পদার্থ কি কোন তেজোধাতু? অথবা স্বপ্রকাশ আত্মা? কোন

তেজঃপদার্থ হওয়াই সম্ভব, কারণ, উক্ত শ্রুতির প্রথমেই আছে, যেখানে সূর্য্যাদিও ভান প্রাপ্ত হয় না বা অন্য তেজঃপদার্থের উদ্ভাসক হয় না। এ স্থানে তেজঃপদার্থ সূর্য্যাদির ভান নিষিদ্ধ হইয়াছে, দেখা যায়, তেজঃপদার্থ সূর্য্য যাবৎকাল প্রকাশিত থাকেন, তাবৎকাল চন্দ্র-তারাদি অন্য তেজঃপদার্থ প্রকাশ পায় না; অতএব তেজোন্তরের প্রকাশনে অসমর্থ কোন তেজই হওয়া উচিত। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাজ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আত্মাই এ স্থানে ঐ বাক্যের লক্ষ্য, কোন সাধারণ তেজঃপদার্থ নহে, কারণ, অনুকরণ করে বা অনুভান করে, এইরূপ বলা হইয়াছে। "সেই প্রভাময়কেই সকলে অনুভান করিতেছে" এই যে "অনুভান" কথাটি, ইহা দ্বারা প্রাজ্ঞ বা স্বপ্রকাশ আত্মা এই অর্থ স্বীকার করিলেই সঙ্গত হয়, কারণ, প্রাজ্ঞ আত্মাকেই শ্রুতি প্রভাস্বরূপ বা প্রকাশস্বভাব ও সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বলিয়াছেন। স্বপ্রকাশ আত্মাই সকলের প্রকাশক, সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থমাত্রেই তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব সেই দহরাকাশবাচী পরব্রহ্মের অনুকরণ হেতুক যখন সর্ব্বপাপবিমুক্তত্বাদি গুণবিশিষ্ট ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন সে দহরাকাশ হইতে পারে না। অনুকরণ অর্থে সাম্য বা সাদৃশ্য। মুক্ত জীবাত্মার ব্রহ্মসাদৃশ্যলাভ শ্রুত্যন্তরে উক্ত আছে, অতএব প্রজাপতিবাক্যনির্দ্দিষ্ট জীব অনুকরণকারী, আর অনুকার্য্য ব্রহ্মই দহরাকাশ ॥ ২২ ॥

অপি চ [illegible]তে ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—অপি চ স্মর্য্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রেও। স্মৃতিশাস্ত্রও ঐরূপই বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও স্বপ্রকাশ আত্মার ঐরূপ সর্ব্বভাসকতারূপ স্মৃত বা কথিত আছে। যথা—"সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেহই তাঁহাকে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করে না। যে স্থানে গেলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না, তাহাই আমার উৎকৃষ্ট ধাম" ইত্যাদি॥ ২৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার সাম্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সৃষ্টিকালেও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে না, প্রলয়কালেও কোনরূপ পীড়া প্রাপ্ত হয় না" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত এই শ্লোকে, সংসারী জীবও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে পরমব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে, ইহা স্মৃত বা উক্ত হইয়াছে॥ ২৩॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—শব্দাদেব—শ্রুতিবাক্য হেতুকই, প্রমিতঃ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। কঠোপনিষদে যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষের বর্ণনা দেখা যায়, তিনি পরমাত্মা, জীব নহেন, কারণ, তাঁহার বিশেষণরূপে ঈশান ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—"দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আছেন।" অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ, "নির্ধূম অগ্নির ন্যায় ইনিই ভূতভবিষ্যতের ঈশান বা ঈশ্বর, ইনি আজও আছেন, কালও আছেন" শ্রুতিতে এই যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের উল্লেখ আছে, ইনি কি জীবাত্মা? না পরমাত্মা? যিনি অসীম, দৈর্ঘ্যবিস্তারবর্জ্জিত, সেই পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণরূপ একটা সীমানির্দ্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। জীবাত্মা উপাধিবিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন, তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে, অতএব এ স্থানে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ জীব হওয়াই সঙ্গত।

এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, এ স্থানে ঐ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ জীব নহে, পরমাত্মা, কারণ, ঐ পুরুষকে ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান বা নিয়ন্তা বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর ভিন্ন অপ্রতিহত-নিয়ন্তৃত্ব অন্য কাহার নাই, অতএব ঐ "ঈশান" শব্দটি থাকার জন্যই উক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ পরমেশ্বর, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ হৃদয়মধ্যে অবস্থিত" ইত্যাদিরূপে কঠবল্লীতে নির্দ্দিষ্ট এই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ কি জীবাত্মা? না পরমাত্মা? "সূর্য্য তুল্য তেজস্বী, সঙ্কল্প ও অহঙ্কারযুক্ত যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, প্রাণাধিপতি সেই পুরুষ নিজকর্ম্মফলে সঞ্চরণ করেন" এই শ্রুতিতে জীবকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে। কোন শ্রুতিতেই উপাসনার নিমিত্তও পরমেশ্বরের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্ব উল্লেখ নাই, তদ্ভিন্ন জীবেরও ঈশানত্ব আছে, কারণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণবিষয়ে জীবের নিয়ন্তৃত্ব আছে। অতএব ঐ পুরুষই জীবই। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন, ঐ পুরুষ পরমেশ্বর, কারণ, "ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান" এই বিশেষণ শব্দটি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত আছে, কর্ম্মফলাধীন জীব শরীরাদির ঈশান হইতে পারে, কিন্তু ভূত-ভবিষ্যৎ সকল বিষয়েরই নিয়ন্তৃত্ব জীবপক্ষে কখন উপপন্ন হয় না ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—হৃদি—হৃদয়ে, অপেক্ষয়া—অবস্থানসাপেক্ষে, তু—পুনঃ, মনুষ্যাধিকারত্বাৎ—মানুষকে অধিকার করিয়াই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হেতুক। মানুষকে উদ্দেশ করিয়াই শাস্ত্রবাক্য রচিত, মানুষই উপাসক, সেই মানুষের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, হৃদয়েই

পরমেশ্বরের অভিব্যক্তি, অতএব এই হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারেই তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও যেমন বাঁশের পর্ব্বানুসারে অর্থাৎ বাঁশের একটা গ্রন্থি বা পাব হইতে অন্য গ্রন্থি পর্য্যন্ত শূন্যস্থানটি হস্তপরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, সেইরূপ পরমাত্মাও সর্ব্বগত হইলেও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অবস্থান করেন বলিয়াই তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে অপ্রমেয় পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্রতা উপপন্নই হয় না, অথচ "ঈশান" ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ থাকায় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। এ স্থলে একটা আশঙ্কা করিতেছেন—আচ্ছা, প্রাণী ত এক প্রকার নহে, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জাতীয় প্রাণিভেদে হৃদয়ের পরিমাণও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ, অতএব হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা অযুক্ত। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—শাস্ত্রোক্তি সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য হইলেও, মানুষই তাহার মর্ম্মগ্রহণে ও তদনুসারে উপাসনাদি করিতে অধিকারী, এ জন্য বিশেষ করিয়া মানুষের উদ্দেশেই রচিত। সকল মানুষই নিজ নিজ হস্তানুসারে সাড়ে তিন হাত পরিমাণ উচ্চ, এবং সেই অনুসারেই হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। অতএব অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মনুষ্য-হৃদয়ে অবস্থান-হেতুক পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব কল্পনা অসঙ্গত নহে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপাসকের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, পরমাত্মাও উপাসনার নিমিত্তই উপাসকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, অতএব হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব কল্পনা অসঙ্গত হয় না। জীবও হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া তদনুসারে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। অন্য শ্রুতিতেও জীবের সূচ্যগ্রমাত্র পরিমাণের বিষয় উক্ত হইয়াছে। গাথা,-

ঘোড়া, সাপ প্রভৃতির হৃদয় অঙ্গুষ্ঠাপেক্ষা স্বল্প বা বৃহৎ হইলেও মনুষ্যহৃদয়ের অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে, কারণ, উপাসনাধিকার মানুষের পক্ষেই সম্ভব, শাস্ত্রও মানুষের উদ্দেশেই রচিত ॥ ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—সম্ভবাৎ—সম্ভাবনা হেতুক, তদুপর্য্যপি—সেই মনুষ্যদিগের উপরিস্থিত দেবতাদিগেরও অধিকার আছে, বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ মুনি বলেন। বাদরায়ণ মুনি বলেন, কেবল মনুষ্যই যে ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, তাহা নহে, মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও সে অধিকার আছে, কারণ, তাঁহাদেরও মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রভৃতি থাকা সম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মানুষের নিমিত্তই শাস্ত্র, মানুষের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, অতএব তদন্তর্গত পুরুষও অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, ইহা বলা হইয়াছে। আচ্ছা, তোমার এ কথা স্বীকার করিলাম, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভবিষয়ে কেবল মানুষেরই অধিকার, অন্যের নাই, এমন কোন নিয়ম ত নাই। বাদরায়ণ বলেন, উপাসনার সামর্থ্য, মুক্তি-লাভের ইচ্ছা, জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রভৃতি যেগুলি শাস্ত্রাধিকারিত্বের কারণ, তাহা দেবতাতেও থাকা সম্ভব, অতএব মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও শাস্ত্রাধিকারিত্ব আছে। বিকারজনক ঐশ্বর্য্য অনিত্য, এ আলোচনা তাঁহাদেরও হইতে পারে এবং এই জন্য মুক্তিস্পৃহাও হইতে পারে। আর উপাসনার নিমিত্ত যে দেহের প্রয়োজন, পুরাণাদিতে দেখা যায়, তাঁহাদের সেই দেহও আছে, সুতরাং উপাসনার সামর্থ্যও আছে; অতএব মনুষ্যই যে কেবল উপাসনাধিকারী, তাহা নহে, দেবতারাও অধিকারী ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনাবিষয়কে শাস্ত্র মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই রচিত, ইহা বলা হইয়াছে, উক্ত প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে দেবতা প্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, ইহা বিচার করিতেছেন। প্রথমেই বলিতেছেন—দেবতারা অশরীরী, অতএব বিবেকাদি সাত প্রকার সাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সামর্থ্য তাঁহাদের নাই, সুতরাং সামর্থ্য ও প্রার্থিত্ব এ উভয়েরই অভাব বশতঃ অধিকারও নাই। এরূপ সম্ভাবনাব খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—দেবতাদিগেরও মুক্তিলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা ও উপাসনা-সামর্থ্য থাকা সম্ভব, অতএব তাঁহাদেরও ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত। দেবতাদেরও প্রার্থিত্ব ও সামর্থ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন—দুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা পীড়িত হওয়ার, এবং সর্ব্ববিধ দোষলেশশূন্য, অসীম, অসংখ্য কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মেও উৎকৃষ্ট ভোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, এ জ্ঞান হেতুক, মোক্ষার্থিত্ব দেবতাদেব পক্ষেও সম্ভব; কর্ম্মক্ষম সুদৃঢ় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি থাকায় উপাসনাব সামর্থ্যও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। ব্রহ্মাদি দেবগণও যে দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীব, তাহা সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টি ও উপাসনাপ্রকরণে এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদিতেও স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে দেখা যায়; অতএব দেবতারাও যখন দেহাদিবিশিষ্ট, তখন তাঁহাদেরও ব্রহ্মজ্ঞানলাভবিষয়ে নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—কর্ম্মণি—কর্ম্মবিষয়ে, বিরোধঃ—অসঙ্গতি হয়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, তাহা বলিতে পার না, অনেক-প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ—বিবিধ রূপ গ্রহণ করিতে দেখা যায় বলিয়া।

দেবতাদের শরীর আছে, অতএব উপাসনারও অধিকার আছে, ইহা বিরুদ্ধ না হইলেও যাগাদি কর্ম্মবিষযে বিরোধ ঘটিতে পারে, কারণ, একই সমযে বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থলে একই ইন্দ্র একই সমযে উপস্থিত হইতে পারেন না। এরূপ যদি বল, তাহার উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে দেখা যায যে, তাঁহারা একই সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শরীরী বলিয়া দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পুরোহিত যেমন সাক্ষাৎ-ভাবে উপস্থিত থাকেন, তেমনই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ দেবতাদেরও সাক্ষাৎ-ভাবে উপস্থিত থাকা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না, আর তাহা সম্ভবও নহে, কারণ, একই সময়ে অনুষ্ঠিত বহু যজ্ঞে একই ইন্দ্রের সশরীরে অধিষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে না, অতএব এই কর্ম্মবিষয়েই তাঁহাদের বিগ্রহবত্তা-স্বীকার যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, এ স্থলেও কোন বিরোধ নাই, কারণ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে দেখা যায়, একই দেবতাত্মা একই সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন, অতএব দেবতারা শরীরবিশিষ্ট হইলেও বহু যজ্ঞস্থলে একই সময়ে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, ইহা স্বীকারে কোন বিরোধ হয় না ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—দেবতা প্রভৃতির শরীর আছে, এ কথা স্বীকার করিলে উপাসনাদি বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত না হইলেও যাগাদি কর্ম্মে বিরোধ হওয়া সম্ভাবনা, কারণ, বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক

অনুষ্ঠিত বহু যজ্ঞে আহূত একই ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতির একই সময়ে প্রত্যেক যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠান হওয়া অসম্ভব, অথচ সেই সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান দেখা যায়। এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে একই সময়ে অধিষ্ঠান অসম্ভব নয়, কারণ, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণ একই সময়ে অনেক শরীর ধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ কার্য্য করিয়াছেন, শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে দেখা যায়; অতএব অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ইন্দ্রাদির পক্ষেও তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব ॥ ২৭ ॥

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—শব্দে—বৈদিকশব্দে বিরোধ, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহা বলিতে পার না, অতঃ—এই বৈদিকশব্দ হইতেই, প্রভবাৎ—উৎপত্তি হেতুক, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং—শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা যায়। দেবতা প্রভৃতি শরীরী, ইহা স্বীকার করিলে যাগাদিকর্ম্মে না হয় বিরোধ নাই হইল, কিন্তু বৈদিকশব্দে ত বিরোধ-সম্ভাবনা হয়। না, ইহাও বলিতে পার না, কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণানুসারে জানা যায়, এই বৈদিকশব্দ হইতেই দেবাদির উৎপত্তি।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাগাদিকর্ম্ম-বিষয়ে দেবতাদের শরীরিত্ব স্বীকার না হয় বিরুদ্ধ নাই হইল, কিন্তু শব্দ-বিষয়ে বিরোধের ত যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ, অর্থের সহিত বৈদিক শব্দের নিত্য-সম্বন্ধ; এজন্য উৎপত্তিবিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করে না, সুতরাং বেদ ও বৈদিক শব্দের স্বতঃ প্রামাণ্য জৈমিনি মুনি পূর্ব্ব-মীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অথচ এক্ষণে ব্যাসদেব উত্তর-মীমাংসায়

দেবতারা শরীরী, এইরূপ স্বীকার করিতেছেন, পরন্তু তাঁহারা শরীরী হইলেও নিজেদের বিভূতিবলে একই সময়ে বহু শরীর ধারণ করিয়া বহু যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন, ইহাও সম্ভব হইতে পারে বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা যখন শরীরী, তখন অবশ্যই জননমরণশীল অর্থাৎ অনিত্য, অতএব পূর্ব্বকথিত শব্দার্থের নিত্য সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। শব্দ নিত্য, অর্থও নিত্য, তাহাদের সম্বন্ধও নিত্য, এইরূপে যে বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, দেবতারা যদি নাশধর্ম্মী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নাম, রূপ, শব্দ ও তাহার অর্থ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়, অথচ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শব্দ অর্থ ইহারা নিত্য। এরূপ যদি আপত্তি কর, তাহার উত্তরে বলিব, না, তোমার এরূপ আপত্তি বিচারসহ নহে, কারণ, এই বৈদিক শব্দ হইতেই দেবাদি যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, দেবাদি নষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নামবাচক শব্দার্থ নষ্ট হয় না, কারণ, তাহা উৎপত্তিবিশিষ্ট নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝাইতেছি—শব্দের সহিত আকৃতির সম্বন্ধ, আকৃতিমানের নহে, 'গো' বলিলে তদাকৃতিবিশিষ্ট একটি প্রাণী বুঝায়, সেই প্রাণীটি কালে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গোত্ব বা গোজাতি কখন নষ্ট হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রাদির আকৃতিধারী ব্যক্তি বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধিস্থ আকৃতি বা তদ্বাচক শব্দ বা অর্থ কখনই নষ্ট হয় না। অতএব দেবতারা শরীরী, ইহা স্বীকার করিলেও শব্দপ্রামাণ্যে কোন বিরোধ হয় না ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—দেবতাদের অনেক শরীর ধারণ করিবার শক্তি থাকায় কর্ম্মবিষয়ে বিরোধ না হয় না হইল, কিন্তু অনিত্য অর্থ-সম্বন্ধ বশতঃ বৈদিক শব্দে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রাদি শব্দ বৈদিক, বেদ নিত্য, অতএব ইন্দ্রাদি শব্দও নিত্য, কিন্তু দেবতারা শরীরী হইলে সাবয়ব ইন্দ্রাদির নাশ,

অতএব অনিত্যতা নিশ্চিত। সুতরাং ইন্দ্রাদি পদার্থের জন্মের পূর্ব্বে ও নাশের পর ইন্দ্রাদি-প্রতিপাদ্য পদার্থ না থাকায় বেদে উল্লিখিত ইন্দ্রাদি শব্দের কোন অর্থই থাকে না, তাহা হইলেই অনিত্য শব্দের উল্লেখ করায়, বেদকেও অনিত্যত্ব-দোষভাগী হইতে হয়। যদি এরূপ প্রশ্ন উঠে, তাহার উত্তরে বলিব, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ, বৈদিক ঐ ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে—দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি শব্দ-সমূহ যেমন কোন একটি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয়, বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ সেরূপ নহে; পরন্তু গো, অশ্ব ইত্যাদি শব্দের ন্যায় স্বভাবতই কোন একটি আকৃতিবিশেষেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্ররূপ একটি ব্যক্তি বিনষ্ট হওয়ার পর বিধাতা বুদ্ধিস্থ বৈদিক ইন্দ্র শব্দ হইতে সেই শব্দপ্রতিপাদ্য ইন্দ্র পদার্থের কল্পনা করিয়া তদাকারবিশিষ্ট দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করেন, এইরূপ অনাদিপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ইহার বহু প্রমাণ আছে, তাহা হইতেই ইহা জানা যায়; অতএব দেবাদি শরীরী হইলেও বৈদিক শব্দের নিরর্থকতা বা বেদের অনিত্যতা আশঙ্কা সম্ভব নহে ॥ ২৮ ॥

অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—অতএব চ—এই হেতুকও, নিত্যত্বং—বৈদিক শব্দের নিত্যতা। বেদ শব্দ হইতেই নিয়তাকৃতিবিশিষ্ট দেবাদি উৎপন্ন, অতএব বেদশব্দসমূহও নিত্য অর্থাৎ অনাদি অনন্ত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, ইহা সর্ব্বসম্মত, কিন্তু দেবাদিব্যক্তি বৈদিকশব্দ হইতে

উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করা বেদের নিত্যত্বের বিরোধী, এ আশঙ্কারও সমাধান করা হইয়াছে। এক্ষণে বৈদিক শব্দের নিত্যত্বোক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করার নিমিত্ত বলিতেছেন—নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট দেবাদি জগৎ (দেবাদি-ব্যক্তি নহে) বেদশব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া নিত্য, অতএব বেদশব্দও নিত্য বলিয়া জানিবে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র বশিষ্ঠ ইত্যাদি শব্দসমূহ তত্তৎব্যক্তির বাচক না হইয়া সেই সেই আকৃতির বাচক, এবং সেই সেই শব্দের অর্থ স্মরণ পূর্ব্বকই সেই সেই পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই হেতুই "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি বেদবাক্যে বশিষ্ঠাদি মুনিগণের মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব, ঋষিত্ব ইত্যাদি প্রতীত হইলেও বেদের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না, কারণ, "মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদি বেদোক্তি হইতেই সেই সেই কাণ্ড, সূক্ত ও মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিদের আকৃতি, প্রভাব ইত্যাদি চিন্তা করিয়া সেই সেই প্রভাববিশিষ্ট সেই সেই আকার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদি স্মরণকার্য্যে নিয়োগ করেন। তাঁহারা প্রজাপতি হইতে শক্তিলাভ করিয়া ও শক্তির অনুরূপ তপস্যাচরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন না করিয়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ সেই মন্ত্রসমূহ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করেন। এই হেতুই বেদের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না, অথচ বশিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্ত্তৃত্ব বা মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় ॥ ২৯ ॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

সূত্রার্থ।—সমাননামরূপত্বাচ্চ—একই নাম এবং একই প্রকার আকৃতি হেতুকও, আবৃত্তৌ অপি—কল্পান্তে সৃষ্টিকালেও, অবিরোধঃ—বিরোধ হয় না, দর্শনাৎ—শ্রুতি হইতে, স্মৃতেশ্চ—

স্মৃতি হইতেও জানা যায়। কল্পান্তে যখন পুনরায় সৃষ্টি হয়, তখনও সৃষ্ট পদার্থসমূহের পূর্ব্বকল্পের সমানই নাম রূপ দর্শন হেতুকও কোন বিরোধ হয় না, অর্থাৎ প্রলয়কালেও সমূলে বিনষ্ট হয় না। তাহার সংস্কার বা বীজ থাকে, ইহা শ্রুতিস্মৃতি-দর্শনে জানা যায়, অতএব শব্দার্থের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—একটি পশুর জন্ম, অপর পশুর বিনাশ যেমন প্রবাহরূপে দৃষ্ট হয়, দেবতাদিরও যদি সেইরূপই একের জন্ম, অপরের বিনাশ হয়, মহাপ্রলয়ে সকল বস্তুরই সমূলে বিনাশ যদি কোন কালেই না হয়, তাহা হইলে নাম, নামধারী ও নামকর্ত্তা ইহাদের ব্যবহারের বিচ্ছেদ হয় না, অতএব উহাদের নিত্যসম্বন্ধ হেতুক শব্দবিষয়ক বিরোধ দূর হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতিস্মৃতি দৃষ্টে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ নামরূপের সহিত নিঃশেষরূপে ধ্বংস হয় ও পুনর্বার নূতন সৃষ্টি হয়। শ্রুত্যাদিসম্মত এই মহাপ্রলয় যদি সমূলে ধ্বংসকারী হয়, তাহা হইলে প্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ আর থাকে না, সুতরাং বিরোধও পরিহার হয় না। এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—সংসার অনাদি, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, এই অনাদি সংসারে সুষুপ্তিরূপ দৈনন্দিন প্রলয়ের পর জাগরণরূপ অভিনব সৃষ্টিতে যেমন পূর্ব্বজাগরণকালিক নামরূপের অন্যথা হয় না, একরূপই থাকে, সেইরূপ মহাপ্রলয়েও কোন বস্তুর সমূলে ধ্বংস হয় না, বীজরূপে বা সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে সমস্ত বস্তুই থাকে, সেই সেই বীজ হইতেই পূর্ব্বের তুল্য সৃষ্টি হয়, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ইহার বহু প্রমাণ আছে, অতএব কল্পান্তে পুনঃ সৃষ্টিকালেও নামরূপাত্মক জগতের আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায় পরসৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান হয়, সুতরাং শব্দপ্রামাণ্যেরও কোন বিরোধ ঘটে না ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আচ্ছা, দৈনন্দিন প্রলয়ে বেদশব্দানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইন্দ্রাদির আকৃতি স্মরণ করিয়া প্রজাপতি কর্ত্তৃক অন্য ইন্দ্রাদির সৃষ্টি না হয় হইল, কিন্তু মহাপ্রলয়ে বিধাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত-সমূহের উপাদান-স্বরূপ অহঙ্কারের পরিণামভূত শব্দ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়, সে সময়ে বিধাতা কর্ত্তৃক বেদশব্দানুসারে সৃষ্টি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? কি করিয়াই বা বিনষ্ট বেদকে নিত্য বলা চলে ? অতএব বেদের নিত্যত্ববাদিগণ কর্ত্তৃক দেবাদির শরীরিত্বস্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের প্রবাহরূপে অনাদিতা কিরূপে স্বীকার করা যায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মহাপ্রলয়ে সর্ব্বজগৎ বিনষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার জগৎসৃষ্টি-কালে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই পূর্ব্বকথিত নামরূপের সমানই হয় বলিয়া কোন বিরোধ হইতে পারে না, শ্রুতি-স্মৃতিতে এইরূপই দৃষ্ট হয়, যথা—প্রলয়ান্তে সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের পূর্ব্বাকৃতি স্মরণ করিয়া "আমি বহু হইব" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিজেতেই লীনভাবে বা বীজরূপে অবস্থিত মহত্তত্ত্ব হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও বেদসমূহ আবিষ্কার করিয়া হিরণ্যগর্ভকে উপদেশ করত পূর্ব্বেরই ন্যায় দেবাদি সৃষ্টিবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং অন্তর্য্যামীরূপে তন্মধ্যে অবস্থিতি করিলেন ইত্যাদি, অতএব শব্দেও কোন বিরোধ হয় না। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা দেবতাদেরও মুক্তি-লাভেচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা হেতুক ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে অধিকার আছে, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩০ ॥

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ ।—মধ্বাদিষু—মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে, অসম্ভবাৎ—অসম্ভব হেতুক, অনধিকারম্—অধিকার নাই, জৈমিনিঃ—জৈমিনি মুনি এইরূপ বলেন। মধুবিদ্যা বলিতে এক প্রকার সূর্য্যোপাসনা

বুঝায়। জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্যাতে দেবতাদিগের অধিকার সম্ভব নহে, অতএব একটা বিদ্যায় যখন অধিকার থাকা অসম্ভব, তখন ব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবতাদের অধিকার নাই।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বলিয়া যে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে পুনর্বায় আপত্তি দেখাইতেছেন। জৈমিনি মুনির মত এই যে, দেবতাদের অধিকার নাই, যেহেতু, মধু প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার সম্ভব হয় না, কারণ, "এই আদিত্যই দেবমধু" এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণ উক্তরূপে সূর্য্যোপাসনা করিবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। দেবতারাও উপাসক, ইহা স্বীকার করিলে উপাসক আদিত্য কোন্ উপাস্য আদিত্যের উপাসনা করিবেন? আদিত্য ত এক বৈ দুই নয়। অতএব মধুবিদ্যাতে যখন দেবতাদের অধিকার থাকা সম্ভব নয়, তখন বিদ্যাত্ব-প্রসঙ্গাবে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার থাকাও সম্ভব হইতে পারে না, উভয়ই যখন বিদ্যা, তখন একটি থাকিলে অপরটিও থাকা সম্ভব ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতাদেরও অধিকার আছে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে উপাসনাতে যে দেবতা উপাস্য, তাহাতে তাঁহাদের অধিকার আছে কি না? অর্থাৎ যে উপাসনাতে যে দেবতা স্বয়ং উপাস্য, সে স্থলে নিজেই নিজেকে উপাসনা করিতে পারেন কি না? জৈমিনি বলেন, সেই মধু প্রভৃতি বিদ্যাতে তাঁহাদের অধিকার নাই, কেন না, থাকা অসম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে—মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে আদিত্য বসু প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। বসু প্রভৃতি দেবগণ বসু প্রভৃতির

উপাসনা দ্বারা বসু প্রভৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, অতএব মধু-বিদ্যা প্রভৃতিতে বসু প্রভৃতি দেবতায় যখন নূতন করিয়া বস্বাদি ভাব প্রাপ্ত হয় না, আর নিজেরই উপাসনারূপ দোষও সম্ভব হয়, অথচ আদিত্য বসু প্রভৃতির উপাস্য অন্য আদিত্য বসুও নাই, তখন দেবতাদের অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনির মত ॥ ৩১ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—জ্যোতিষি—জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে, ভাবাচ্চ—বিদ্যমান হেতুকও। আদিত্যাদি শব্দসমূহ জড়পদার্থ পিণ্ডাকৃতি একটা জ্যোতিঃপদার্থের বাচক, জড়পদার্থ আদিত্যাদি উপাসনার অধিকারী হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই যে দ্যুলোকে অবস্থিত মণ্ডলাকার জ্যোতিঃপদার্থ, যাহারা দিবারাত্রি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে, লোকে তাহাতেই দেবতা-বাচক আদিত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়, যথা—সূর্য্যদেব, চন্দ্রদেব ইত্যাদি। বেদবাক্যের শেষেও ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। মৃৎপিণ্ড যেমন অচেতন জড়, সেইরূপ ঐ জড় জ্যোতিঃপিণ্ডেরও হৃদয়, শরীর, চেতনা ইত্যাদি যে কিছু আছে, ইহা জানা যায় না, সুতরাং হৃদয়াদি না থাকায় তাহাদের ইচ্ছা বা উপাসনাসামর্থ্যও থাকিতে পারে না। যেমন আদিত্যাদি জড়পিণ্ডের নাই, তেমনই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়েরও নাই। যদি বল, পুরাণাদিতে দেবতারা শরীরী, এরূপ উক্তি আছে, অতএব তাহাদের চৈতন্যাদিও আছে, তাহার উত্তর—ঐ সমস্ত উক্তির কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, অতএব মিথ্যা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ, দেবতাদের শরীর বা চেতনা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অতএব দেবতাদের অধিকার নাই ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ পরব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, দেবগণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবতা ও মনুষ্য উভয়েরই তুল্যাধিকার থাকিলেও পুনরায় দেবগণের সম্বন্ধে এই যে বিশেষোক্তি, ইহা দ্বারাই দেবগণের আত্মোপাসনা নিষিদ্ধ হইতেছে। অতএব বসু প্রভৃতির মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অধিকার নাই ॥ ৩২ ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—তু—কিন্তু, বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ মুনি বলেন, ভাবং—অস্তিত্ব, অস্তি—আছে, হি—নিশ্চয়। বাদরায়ণ মুনি কিন্তু বলেন, দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় নিশ্চয়ই অধিকার আছে।

শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাদরায়ণ মুনির মত এই যে, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে দেবতাদের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু মুমুক্ষুত্ব, উপাসনার সামর্থ্য ইত্যাদি অধিকারের কারণ-সমূহ দেবতাদেরও বিদ্যমান থাকায় শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। কাহারও কোন একটি বিষয়ে অধিকার নাই বলিয়া যে সকল বিষয়েই সে অনধিকারী, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। মনুষ্যদের মধ্যেও রাজসূয়যজ্ঞে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণাদির নাই, তাই বলিয়া কি ব্রাহ্মণাদির কোন যজ্ঞেই অধিকার নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে? যে যুক্তিবলে ক্ষত্রিয় রাজসূয়-যজ্ঞে অধিকারী, সেই যুক্তিবলেই দেবতারাও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী। আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক, জড়, অচেতন, অতএব বিগ্রহ-বিশিষ্ট চেতন দেবতা নাই, এ উক্তিও অযৌক্তিক, বিগ্রহবিশিষ্ট চেতন

দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ আছে, তাঁহারা নিজ নিজ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিঃ-পদার্থরূপেও অবস্থান করিতে পারেন, আবার স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিবার সামর্থ্যও তাঁহাদের আছে, ইহার বহু প্রমাণ আছে। অতএব প্রার্থনা ইত্যাদি থাকার দরুণ দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকা প্রতিপন্ন হয়। শাস্ত্রে যে ক্রমশঃ মুক্তির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাও বিদ্যাধিকার দ্বারাই সম্ভব হয়,অন্যথা অসম্ভব ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাদরায়ণ বিবেচনা করেন, আদিত্য, বসু প্রভৃতি দেবতাদেরও মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অধিকার আছে, কারণ, তাঁহাদেরও আত্মরূপে নিজেতেই অবস্থিত ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা বস্বাদিভাবপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মলাভেচ্ছা হওয়া সম্ভব। আরও, এই কল্পে যে বসু, প্রভৃতি, কল্পান্তরে তাঁহারাই আবার বসুত্বাদিপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন। এই প্রকরণে কার্য্য ও কারণ উভয়বিধ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; প্রথমে আদিত্য, বসু প্রভৃতি কার্য্যভূত ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দেশ করিয়া পরে আদিত্যের অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত কারণভূত ব্রহ্মের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কার্য্য ও কারণ উভয়বিধ ব্রহ্মেরই উপাসক কল্পান্তরে বস্বাদি পদলাভ করিয়া পরে কারণভূত পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। অতএব আদিত্য, বসু প্রভৃতিরও এরূপ উপাসনা করা অযৌক্তিক নয়। বৃত্তিকারও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রাবস্থিত, অতএব সর্ব্বত্রই তিনি উপাস্য, সুতরাং মধুবিদ্যা প্রভৃতিতেও দেবতাদিগের অধিকার থাকা সম্ভব ॥ ৩৩ ॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—তদনাদরশ্রবণাৎ—তাহার অনাদরসূচক বাক্য-শ্রবণ হেতুক, অস্য—এই জানশ্রুতির, শুক্—শোক হইয়াছিল,

তদাদ্রবণাৎ—সেই শোকের দ্বারা আক্রান্তি হেতুক অথবা আর্দ্রতা-প্রাপ্তিবশতঃ, সূচ্যতে—সূচিত হইতেছে, হি—নিশ্চয়। হংসের অবজ্ঞাসূচক বাক্যশ্রবণে জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয় রাজার শোক বা মনঃপীড়া উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই শোকের দ্বারা আক্রান্ত বা কাতর হওয়ায় রৈক্ব মুনি শূদ্র শব্দের দ্বারা সূচিত করিয়াছিলেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, এই সূত্রে তাহার আলোচনা করিতেছেন। শূদ্রেরও মুক্তিপ্রার্থনা ও উপাসনা-সামর্থ্য আছে, অতএব শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকা উচিত। শাস্ত্রে শূদ্র যজ্ঞাধিকারী নয়, এরূপ উক্তি থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যায় তাহার অধিকার নাই, এরূপ স্পষ্ট নিষেধ দেখা যায় না। শূদ্রের অগ্নিস্থাপনের অধিকার নাই বলিয়াই যজ্ঞে অধিকার নাই, কিন্তু অনগ্নিকত্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাধক হইতে পারে না, শূদ্র বিদুর বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন, ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে সংবর্গবিদ্যাপ্রকরণে লিখিত আছে, জানশ্রুতি নামক রাজা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত রৈক্বনামক ঋষির নিকট গমন করিয়াছিলেন ও রৈক্ব তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, অতএব শ্রুতিতেও শূদ্রের অধিকারবোধক উক্তি আছে, সুতরাং শূদ্রও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী, এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী, উপনয়ন হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার জন্মে, শূদ্রের উপনয়ন নাই, সুতরাং বেদাধ্যয়নেরও অধিকার নাই, বেদাধ্যয়নের দ্বারা বেদের গূঢ়ার্থ অবগত হইলে তবে বৈদিক ক্রিয়ার অধিকারী হয়, শূদ্রের বেদাধ্যয়নের অধিকার না থাকায় বৈদিক ক্রিয়াতেও অধিকার

নাই। সংবর্গবিদ্যায় যে শূদ্র শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা শূদ্রের অধিকার-বোধক নহে, কারণ, সে স্থলে শূদ্রের অধিকার বুঝাইতে পারে, এমন যুক্তিসঙ্গত কোন কথাই নাই। পক্ষান্তরে, সংবর্গ-বিদ্যাধিকারোক্ত শূদ্র শব্দ, জাতিশূদ্রের উক্ত বিদ্যাধিকারের বোধক হইলেও সর্ব্ববিদ্যাতেই অধিকারের বোধক হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে ঐ শূদ্র জাতি-শূদ্রার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। হংসরূপী কোন ঋষি জানশ্রুতি রাজার প্রতি অনাদরসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই অনাদরবাক্য শ্রবণ হেতুক তাঁহার শোক বা মনঃপীড়া হয়, রৈক্ক মুনি নিজ তপোবলে রাজার সেই শোক জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করেন। সূত্রে বলিয়াছেন, তদাদ্রবণাৎ অর্থাৎ সেই শোক হেতুক আদ্রবণ বা গমন করিয়াছিলেন, অথবা শোকই রাজাকে রৈক্ক ঋষির নিকট লইয়া গিয়াছিল, এই অর্থেই শূদ্রশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্রুধাতুর অর্থ গমন, শুচ+দ্রু+অ এই অর্থে শূদ্র শব্দ হইয়াছে, যে স্থানে অবয়বার্থের সম্ভাবনা আছে, সে স্থানে রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করাই উচিত। জাতিশূদ্রের বেদাধিকার না থাকায় বিদ্যাধিকারও নাই, অতএব উক্ত শূদ্র শব্দের অবয়বার্থই এ স্থলে সঙ্গত ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না, ইহাই বিচার করিতেছেন। সামর্থ্য ও প্রার্থিত্বই অধিকারের কারণ, শূদ্রের পক্ষেও তাহা থাকা সম্ভব, অগ্নিবিদ্যায় অনধিকারী শূদ্রের অগ্নিবিদ্যাসাধ্য কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও কেবল মানসিক বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তামাত্র দ্বারা অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মোপাসনায় তাহার অধিকার নাই, ইহা বলা যায় না। যদি বল, শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, উপাসনা শাস্ত্রীয়-ক্রিয়াসাপেক্ষ; কিন্তু এ আপত্তিও যুক্তিসহ নহে, কারণ, প্রত্যেক বর্ণেরই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়ায় অধিকার আছে, শূদ্রেরও স্ববর্ণোচিত

ক্রিয়ায় অধিকার আছে। শূদ্রজাতি যজ্ঞে অনধিকারী, এই নিষেধবাক্য কেবল অগ্নিবিদ্যাসাধ্য যজ্ঞাদিবিষয়ক, ব্রহ্মোপাসনার নিষেধক নহে, অতএব শূদ্রেরও ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে। বলিতে পার, যে কখন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করে নাই, সুতরাং ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাঁহার উপাসনার প্রণালীই বা কি, ইহা যে জানে না, ব্রহ্মোপাসনা সে কিরূপে করিবে? তাহার উত্তরে জানাইতেছি, বেদবেদান্তে শূদ্রের অধিকার না থাকিলেও ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণে অধিকার আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনাপ্রণালী জানা যাইতে পারে। শূদ্র বিদুর ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যায় শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা প্রতীত হয়। ব্রহ্মবিদ্যাশ্রবণাভিলাষী জানশ্রুতিকে রৈক নামক আচার্য্য শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, অতএব শূদ্রও অধিকারী। এই সিদ্ধান্ত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—শূদ্রের অধিকার সম্ভব নহে, কারণ, তাহার বেদে অধিকার নাই, বেদে অধিকার না থাকায়, ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি তাহার অজ্ঞাত, উপাসনার প্রণালী না জানিলে তাহা করিতে সমর্থ হয় না, ইচ্ছা থাকিলেও অসমর্থ ব্যক্তির অধিকার থাকা সম্ভব নহে। পুরাণাদিতে শূদ্রের যে অধিকার আছে, তাহা তাহাদের পাপক্ষয়ের নিমিত্ত, উপাসনার নিমিত্ত নহে, পুরাণ বেদার্থের অবিরোধী, বৈদিক মতেরই পরিপোষক। বিদুরাদির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মান্তরীণ, প্রাক্তন কর্ম্মফলেই তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূদ্রজন্মেও তাঁহার পূর্ব্ব-জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। সংবর্গ-বিদ্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন শূদ্রের অধিকারসূচক নহে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু জানশ্রুতির ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবহেতুক হংসরূপী কোন ঋষি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই অনাদরসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার শোক বা মনঃপীড়া হয় এবং তৎক্ষণাৎই রৈক মুনির নিকট আদ্রবণ বা গমন-

করিয়াছিলেন। রাজা শোক দ্বারা আদ্রবণ বা আক্রান্ত হওয়ায় অথবা শোক বশতঃ দ্রুত গমন করায় রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র সম্বোধন করিয়াছিলেন, ঐ সম্বোধন শূদ্রজাতিপর নহে। "শুচ" ধাতুর উত্তর "র" প্রত্যয় করিয়া উকারের দীর্ঘ ও "চ" স্থানে "দ" হওয়ায় শূদ্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যে শোক করে, সেই শূদ্র, রাজার শোকার্ত্তভাব লক্ষ্য করিয়াই এই শূদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—উত্তরত্র—পরে, চৈত্ররথেন—চৈত্ররথ এই শব্দ দ্বারা, লিঙ্গাৎ—সাহচর্য্যরূপ লক্ষণ থাকায়, ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চ—ক্ষত্রিয়জাতিত্ব জ্ঞান হেতুকও। ঐ আখ্যায়িকার শেষভাগে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত জানশ্রুতির উল্লেখ থাকায় তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত সংবর্গ-বিদ্যার শেষে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক কোন ক্ষত্রিয়ের সহিত জানশ্রুতির একত্র ভোজনাদির বিষয় কথিত আছে, অতএব ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র ভোজনাদিরূপ লিঙ্গ বা লক্ষণ হেতুকও জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয়, তাহা জানা যায়, এ জন্যও পূর্ব্বোক্ত শূদ্র সম্বোধন শূদ্রজাতি-পর নহে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সংবর্গবিদ্যাখ্যায়ি-কার প্রারম্ভে জানশ্রুতির প্রতি "বহুদাতা" "বহুপকান্নবিতরণকারী" "সারথিকে বলিয়াছেন" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত আছে, বহুগ্রাম প্রদান, জনপদের আধিপত্য, সারথি প্রেরণ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও জানশ্রুতি যে

শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়, ইহা জানা যায়। ঐ আখ্যায়িকার শেষেও চিত্ররথবংশোৎপন্ন অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের সহিত জানশ্রুতির একত্র নামোল্লেখও তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ, শূদ্রত্বের নহে ॥ ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—সংস্কারপরামর্শাৎ—উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকায়, তদভাবাভিলাপাচ্চ—তাহার অভাবের উক্তি থাকা হেতুকও। উপনয়নসংস্কার হওয়ার পর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ গ্রহণে অধিকারী হয়, শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে, শূদ্রের উপনয়নসংস্কার নিষিদ্ধ, ইহাও শাস্ত্রোক্তি, অতএব শূদ্র উপনয়নে অনধিকারী বলিয়াও তাহার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মবিদ্যোপদেশবিষয়ে উপনয়ন-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের বিধান আছে, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি, দ্বিজ নহে, "অভক্ষ্যভক্ষণে শূদ্রের পাপ হয় না এবং সে উপনয়নসংস্কারেরও অধিকারী নহে" এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি থাকায় শূদ্র বিদ্যাধিকারী নহে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারা শূদ্রের অধিকারবিষয়ে কোন প্রমাণই নাই, ইহা উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে শ্রুতি-স্মৃত্যনুমোদিত প্রমাণ দ্বারা তাহার অনধিকারিত্ব দেখান যাইতেছে—ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশপ্রকরণে উপনয়নসংস্কারবিষয়ে উল্লেখ আছে, "শূদ্রের কোন পাতক নাই, সে উপনয়নসংস্কারেরও যোগ্য নহে," "চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি অর্থাৎ দ্বিজ নহে, সে উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্য" এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কারের অভাবই প্রকাশ করিতেছে, অতএব শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকারী ॥ ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—তদভাবনির্দ্ধারণে—শূদ্রত্বাভাব নিশ্চয় হইলে পর, প্রবৃত্তেশ্চ—উপনয়নসংস্কারে প্রবৃত্তি হেতুকও। সত্যকাম জাবাল ব্রহ্মোপদেশ লইবার জন্য গুরুসমীপে গমন করার পর, গুরু গৌতম যখন নিশ্চযরূপে জানিতে পারিলেন, সত্যকাম শূদ্র নহে, তখনই তিনি সত্যকামের উপনয়ন-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, এ জন্যও শূদ্রের উপনযন-সংস্কার ও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ এরূপ বলিতে সমর্থ হয় না, তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই, অতএব হে সৌম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, গৌতম ঋষি জাবালের সত্য-বাক্য শ্রবণে, সে যে শূদ্র নহে, ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে উপনীত করিতে ও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাও শূদ্রের অনধিকারিত্বের প্রমাণ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ সত্যবাক্য বলিতে পারে না। হে সৌম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর" এই শ্রুতিতে জানা যায়, শ্রবণেচ্ছু জাবালের শূদ্রত্বের অভাব নিশ্চয় হওয়ার পরই গৌতম তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা দ্বারাও শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ—শ্রবণ, অধ্যয়ন ও তাহার অর্থ নিষিদ্ধ হেতুক, স্মৃতেশ্চ—স্মৃতি হেতুকও, অস্য—এই

শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রের পক্ষে বেদ শ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং স্মৃতিতেও নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার অধিকার নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বেদের শ্রোতা শূদ্রের কর্ণদ্বয় রাঙ্ বা লাক্ষা গলাইয়া বন্ধ করিবে" "শূদ্র জঙ্গম শ্মশানস্বরূপ, তাহার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিবে না" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানও নিষেধ করিয়াছেন, অতএব শূদ্রের অধিকার নাই। বিদুর, ধর্ম্ম-ব্যাধ প্রভৃতি কয়েক জন শূদ্র জন্মান্তরে দ্বিজ ও বেদজ্ঞ ছিলেন বলিয়া এ জন্মেও তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানোৎপত্তি রোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণে চতুর্ব্বর্ণেরই অধিকার আছে, শূদ্র ইতিহাস-পুরাণ দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিবে, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞানলাভে তাহার অধিকার নাই। ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"শূদ্র গতিশীল শ্মশানস্বরূপ," "অতএব শূদ্রসমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে না," "যে হেতু শূদ্র পশু সদৃশ, অতএব যজ্ঞানধিকারী" এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা শূদ্রের বেদ-শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, "শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে রাঙ্ বা সীসা ও লাক্ষা গালাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বা ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদীর্ণ করিবে, ইহাকে ধর্ম্ম বা ব্রত সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবে না"। স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত এই সমস্ত দণ্ডবিধানের দ্বারাও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ।—কম্পনাৎ—কম্পন হেতুকও। যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া এই সমস্তই কম্পিত বা স্পন্দিত হইতেছে; উপানিষদে এই কম্পন শব্দ প্রযুক্ত থাকায়ও সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমেশ্বরই, যে হেতু, সর্ব্বজগতের কম্পন বা স্পন্দকারণই তিনি।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে বিচার শেষ করিয়া এক্ষণে পুনরায় প্রকৃত বাক্যার্থ-বিষয়ে বিচার আরম্ভ করিতেছেন—"প্রাণ স্পন্দমান হইলেই এই সমস্ত জগৎ নিঃসৃত হয়, এই প্রাণ অতিভয়প্রদ বজ্রস্বরূপ উদ্যত রহিয়াছে, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা মুক্ত হন" এই শ্রুতিতে "প্রাণ এজতি" এইরূপ প্রয়োগ আছে, "এজ" ধাতুর অর্থ কম্পন বা স্পন্দন; এই সমস্ত জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়াই স্পন্দমান বা চেষ্টমান হইতেছে, উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ের কারণ কোন একটি মহৎ পদার্থ আছেন, ইঁহাকে জানিলেই মুক্ত হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য, এই প্রাণ ও ভয়ানক বজ্র কি পদার্থ? সাধারণ-ভাবে দেখিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণবায়ু ও ইন্দ্রের অশনি নামক বজ্রই বুঝায়, যে হেতু প্রাণ ও বজ্র ঐ দুই অর্থেই প্রসিদ্ধ। এই সম্ভাবনা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন—পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী বাক্য সমালোচনা দ্বারা এ স্থলে প্রাণ ও বজ্র শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। এই প্রকরণের পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মবিষয়েই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যভাগে হঠাৎ বায়ু সম্বন্ধের অবতারণা করার কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যায় না। "প্রাণ এজতি" এই শ্রুতির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে বলা হইয়াছে, এ স্থানে জগৎ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে বলা হইয়াছে,

অতএব এই প্রাণ শব্দ পরমাত্মা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বায়ু অর্থে নহে। "তিনি প্রাণেরও প্রাণ" এই বাক্যে পরমাত্মাকে প্রাণও বলা হইয়াছে। এজ ধাতুর অর্থ যে কম্পন বা স্পন্দন অর্থাৎ জীবের চেষ্টা, তাহার কর্তৃত্বও পরমাত্মার পক্ষেই উপপন্ন হয়, কেবল বায়ুর নহে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"মর্ত্ত্য জীব প্রাণবায়ু বা অপানবায়ু কাহার দ্বারাই জীবিত থাকে না, কিন্তু ঐ প্রাণ ও অপান যাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারাই জীবিত থাকে, তিনি প্রাণেরও প্রাণ।" ইহার পরেও বলা হইয়াছে—"অগ্নি ও সূর্য্য তাঁহার ভয়েই সন্তাপ দিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু ও যম তাঁহার ভয়েই স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত আছেন"। এই সমস্ত শ্রুতিতে যিনি বায়ুর সহিত সর্ব্ব-জগতের ভয়কারণ বলিয়া উল্লিখিত, তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন বায়ু হইতে পারেন না। আরও উক্ত বাক্যের পূর্ব্বে "উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক" এ কথাও একমাত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতে পারে। অতএব প্রাণ শব্দে এ স্থানে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কথাপ্রসঙ্গে সমাগত অধিকারবিচার সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থই ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, এই বাক্যের দ্বারা তিনিই যে পরমব্রহ্ম, ইহা সমর্থিত হইলেও সেই সমর্থনকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—"অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত" "অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ অন্তরাত্মা" এই দুইটি শ্রুতির মধ্যে "প্রাণ এজতি" অর্থাৎ "প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই সমস্ত জগৎ নিঃসৃত হয়, অতি ভয়ানক বজ্রের ন্যায় উদ্যত রহিয়াছেন, যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত বা মুক্ত হন। ইঁহার ভয়েই অগ্নি ও সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু ও যম ইঁহার ভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত আছেন"। এই শ্রুতিতে প্রাণ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে নিখিল জগৎ ও অগ্নি-সূর্য্যাদি সকলেই অবস্থিত এবং তাঁহা হইতেই

নিঃসৃত, উঁহারা তাঁহারই ভয়ে এজিত বা কম্পিত হইতেছেন, তাঁহার শাসন না মানিলে কি ভয়ানক শাস্তি হইবে, এই বিবেচনায় উদ্যত বজ্রের ন্যায় তাঁহারই মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে"। এই সমস্ত শক্তি একমাত্র পরব্রহ্ম পরমপুরুষেরই অবগত হওয়া যায়, অতএব উক্ত ধর্ম-বিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষও পরব্রহ্মই ॥ ৩৯ ॥

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—জ্যোতিঃ—জ্যোতিঃ শব্দও পরব্রহ্মবাচক, দর্শনাৎ—ব্রহ্মার্থেই অন্যত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা দেখা হেতুক। ছান্দোগ্যে প্রজাপতিবাক্যে যে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা পরব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, সে স্থানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে উক্ত আছে, "এই সম্প্রসাদ বা সুষুপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে উত্থিত ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজ স্বরূপে পরিণত হন"। এই পরমজ্যোতিঃ শব্দ বলিতে তমোনাশক দৃষ্টিগোচর তেজ না পরমাত্মা? কি বুঝিতে হইবে? জ্যোতিঃশব্দ তেজ অর্থেই প্রসিদ্ধ, অতএব এ স্থানে তেজই বুঝিতে হইবে। এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন,—না, এ স্থানে জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, কারণ, ঐ প্রকরণে ব্রহ্মই আলোচ্য বলিয়া তাঁহারই অনুবৃত্তি হইতে দেখা যায়, যথা—"সেই পরমপুরুষই পর-জ্যোতিঃ" ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ কেহই প্রভাবিস্তার করিতে পারে না, অগ্নি ত তুচ্ছ, তাঁহারই প্রভাতে এই সমস্তই প্রতিভাত হইতেছে, জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকেই

অনুসরণ করিয়া সকলে প্রকাশিত হইতেছে।" অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থ-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে এই শ্রুতি আছে, এই শ্রুতিতে সর্ব্ব-তেজের আবরক, সর্ব্বতেজের কারণ ও অনুগ্রাহক যে জ্যোতিঃ পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, আর এই শ্লোকই আথর্ব্বণ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারেই উল্লিখিত দেখা যায়। পরমজ্যোতির্ম্ময়ত্বও পরব্রহ্মেরই সর্ব্বত্রই উক্ত হইয়াছে। অতএব এ জন্যও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পদার্থ পুরুষোত্তম পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ নহে ॥ ৪০ ॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১

সূত্রার্থ।—আকাশঃ—আকাশশব্দ পরব্রহ্মবাচক, অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ—ভিন্নার্থ বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ থাকা হেতুক, ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আকাশ শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম, কারণ, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের নির্ব্বাহক অথচ তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক, নামরূপ যাহা হইতে অন্তর বা ভিন্ন, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা" ছান্দোগ্যে এইরূপ উক্তি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই আকাশ কি পরব্রহ্ম? অথবা প্রসিদ্ধ ভূতাকাশ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আকাশশব্দ ভূতাকাশ অর্থেই প্রসিদ্ধ, অতএব ভূতা-কাশই ঐ আকাশ শব্দের অর্থ, নামরূপের নির্ব্বাহক এই ধর্ম্মটাও ভূতাকাশ বিষয়ে যোজনা করা চলে, ব্রহ্মের যে স্রষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ, তাহাও স্পষ্ট-রূপে এখানে উল্লেখ নাই, অতএব ভূতাকাশই হইবে। এই আশঙ্কা সমাধানার্থ বলিতেছেন—এ স্থানে আকাশ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে,

কারণ, অর্থান্তরের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ যে অর্থ থাকিলে ভূতাকাশ বুঝায়, তাহা হইতে অন্যার্থ এখানে বুঝাইতেছে। "নামরূপ যাহা হইতে ভিন্ন, তাহাই ব্রহ্ম" ইহা দ্বারাই ঐ আকাশকে নামরূপ হইতে ভিন্ন বা অতিরিক্ত বলা হইয়াছে। একমাত্র ব্রহ্মই নামরূপের অতিরিক্ত, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই নামরূপের দ্বারা অভিব্যক্ত। নামরূপের নির্ব্বাহকতাও একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে না। অতএব উক্ত শ্রুতি-কথিত আকাশকে নামরূপ হইতে ভিন্ন বলায় ব্রহ্মকেই বুঝাইবে, ভূতাকাশকে নহে ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে উক্ত আছে, "আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহা হইতে ভিন্ন অথবা নামরূপ যাহার মধ্যে আছে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা"। এ স্থানে এই আকাশ বলিতে মুক্তাত্মা অথবা পরমাত্মা কাহাকে বুঝাইবে? মুক্তাত্মা বুঝাই উচিত, কারণ, "অশ্বেরা যেরূপ রোমসমূহ কম্পিত করে, তদ্রূপ পাপকে দূর করিয়া রাহুমুখ-বিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নিজেকে বিমুক্ত করিয়া নশ্বর শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারলাভ জন্য কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি"। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অব্যবহিত পরেই এই শ্রুতি দ্বারা মুক্তাত্মাই বুঝিতে হইবে। এই সংশয় নিরাকরণ জন্য বলিতেছেন, না, আকাশ শব্দে এখানে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে, কারণ, অর্থান্তরত্বাদির অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ আছে। অর্থান্তর কি, তাহাই দেখাইতেছেন—"আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক বা সম্পাদক" এই শ্রুত্যুক্ত নামরূপের সম্পাদকতাই বদ্ধ বা মুক্ত উভয়াবস্থ জীবাত্মা হইতে আকাশের অর্থান্তরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। কর্ম্মফলভোগী বদ্ধ জীব নিজেই নামরূপকে ধারণ করে, সে নামরূপের নির্ব্বাহক কখনই হইতে পারে না। আর মুক্তাবস্থ জীবের পক্ষেও যখন জগন্নির্ম্মাণব্যাপার অসম্ভব, তখন সে-ও নামরূপের নির্ব্বাহক হইতে পারে না। নিখিল বিশ্বনির্ম্মাণ-বিষয়ে

সুনিপুণ ঈশ্বরের নামরূপনির্ব্বাহকত্ব শ্রুতিসম্মত, অতএব নামরূপবিশিষ্ট জীবাত্মা হইতে নামরূপনির্ব্বাহক এই আকাশ অর্থান্তরভূত পরব্রহ্মই হইবে, জীব নহে। শ্রুতিতেও আছে, "যে হেতু এই আকাশ নামরূপের অন্তরা অর্থাৎ তাহা দ্বারা অস্পৃষ্ট পৃথক্ বস্তু, সেই জন্যই তিনি নামরূপের নির্ব্বাহ-কর্ত্তা। অর্থান্তরত্বাদি এই আদিশব্দের দ্বারা তাহার আত্মত্ব ব্রহ্মত্ব অমৃতত্বাদি হেতুসমূহও পরিগৃহীত হইতেছে। নিরপেক্ষ মহত্বাদি গুণসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব, অতএব এই আকাশ পরব্রহ্মই ॥ ৪১ ॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ।—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ—সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায়, ভেদেন—পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ হেতু। জীবের সুষুপ্তি ও উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন আছে, পরমেশ্বরে তাহা নাই, ইহা দ্বারাই জীব ও পরমেশ্বরে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৃহদারণ্যকো-পনিষদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে—"এই সকলের মধ্যে আত্মা কোন্‌টি ?" জনকের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "প্রাণসমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণপুরুষ" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া আত্মবিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত প্রশ্নোত্তর কি সংসারিস্বরূপমাত্রপ্রতিপাদনপর ? অথবা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপর ? অর্থাৎ জীবাত্মবিষয়ক না পরমাত্মবিষয়ক ? জীবাত্মবিষয়কই হওয়া সম্ভব, কারণ, ঐ প্রকরণের আরম্ভ ও শেষে যে "বিজ্ঞানময়" শব্দটি আছে, তাহা শারীর জীবেরই সূচক। এই সম্ভাবনা পরিহারার্থ বলিতেছেন—ঐ বাক্য কেবল জীবমাত্রপরই নহে, উহাতে পরমেশ্বরের উপদেশই বিশেষরূপে আছে, কারণ, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিবিষয়ে শারীর জীব হইতে পরমেশ্বরের

পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ আছে। সুষুপ্তিবিষয়ে বলা হইয়াছে,—"এই পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞ আত্মা বা পরমাত্মার সহিত একীভূত হওয়ায় বাহ্য আভ্যন্তর কোন বিষয়ই জানিতে পারে না"। উৎক্রান্তিবিষয়েও বলা হইয়াছে,—"উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহত্যাগকালে শারীর বা জীবাত্মা প্রজ্ঞাত্মা বা পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়"। এই উভয় স্থলেই জীব হইতে পরমেশ্বরকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব আরণ্যকোক্ত ঐ শ্রুতি অসংসারী পরমেশ্বরেরই স্বরূপপ্রতিপাদিকা, ইহাই জানিবে॥ ৪২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পৃথক্‌রূপে উল্লেখ থাকায় জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা যে একটি পৃথক্ পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত। বাজসনেয় উপনিষদে "কোন্‌টি আত্মা?" এই প্রশ্নের উত্তরে "প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময়" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তি অবস্থায় অল্পজ্ঞ জীবের বিশেষজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভূতভাব উক্ত হইয়াছে। এইরূপ উৎক্রমণকালেও "প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জীব দেহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে।" সুষুপ্তই হউক বা উৎক্রান্তই হউক, কোন অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ স্বল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞের সহিত ঐক্যভাব বা তদ্দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নহে, জীবান্তরের সহিতও নহে, কারণ, তাহারও সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব, অতএব জীব ও পরমাত্মা পৃথক্ পদার্থ॥ ৪২ ॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

সূত্রার্থ।—পত্যাদিশব্দেভ্যঃ—পতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ হেতুক। উক্ত বাক্যে অধিপতি, ঈশান, নিয়মনশক্তিবিশিষ্ট

ইত্যাদি বিশেষণ থাকাতেও উক্তবাক্যের অভিধেয় পরমেশ্বর-মাত্র, জীব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঐ বাক্যে "তিনি সকলের বশকর্ত্তা, সকলের ঈশান অর্থাৎ নিয়ামক, সকলের অধিপতি" ইত্যাদি পতি প্রভৃতি বিশেষণ শব্দগুলি অসংসারিস্বরূপ-প্রতিপাদনপর ও সংসারি-স্বরূপনিষেধপর অর্থাৎ পরমাত্মপ্রতিপাদক ও জীবাত্মার নিষেধক, এ কারণেও ঐ বাক্য পরমাত্মারই প্রতিপাদক, ইহাই নিশ্চিত ॥ ৪৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশকারী, সকলেব ঈশ্বর, তিনি সৎকর্ম্মের দ্বারাও বড় হন না, বা অসৎকর্ম্ম দ্বারাও ছোট হন না, ইনিই জগতের ধারণকর্ত্তা" পরবর্ত্তী এই শ্রুতিতে পত্যাদি শব্দ আছে, তাহা জীবের সহিত একীভাবাপন্ন পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, কারণ, এই সর্ব্বাধিপতিত্ব, জগদ্বিধারণত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি ধর্ম্মসমূহ মুক্ত জীবের পক্ষে কোনরূপেই সম্ভব হয় না, অতএব নামরূপনির্ব্বাহক আকাশ মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহাই সাধু সিদ্ধান্ত ॥ ৪৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

তমঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং বিদীর্ণং তং গোগণৈঃ।
যস্য সংবদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে॥

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—আনুমানিকমপি—অনুমানকল্পিত প্রধানও, একেষাং মতে—কাহার কাহারও মতে শাব্দ অর্থাৎ বেদের প্রতিপাদ্য, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহা বলিতে পার না, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ—শরীরবিষয়ে রূপকরূপে বিন্যাস করিয়া গ্রহণ করা হেতুক, দর্শয়তি চ—সেইরূপই দেখাইয়াছেন। সাংখ্যোক্ত প্রধান অনুমানগম্য হইলেও কোন কোন বেদশাখায় তাহার উল্লেখ থাকায় তাহা বৈদিক শব্দ, এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সে স্থলে শরীরবিষয়ে রূপক কল্পনার নিমিত্তই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং শ্রুতিও উক্ত রূপক স্পষ্ট করিয়া দেখাইযাছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এই প্রতিজ্ঞার পর ব্রহ্মলক্ষণ বলা হইয়াছে। সেই লক্ষণ প্রধানের লক্ষণের সহিত সমান, এ আশঙ্কাও সূত্রান্তরের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, এক্ষণে যে আশঙ্কা নিরাকরণার্থ চতুর্থ পাদের অবতারণা, তাহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বে যে প্রধানকে অশব্দ অর্থাৎ বৈদিক শব্দের অবিষয় বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, কোন

কান শাখায় প্রধানবাচক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়; এই কারণেই কপিলাদি মহর্ষিগণ প্রধানের জগৎকারণত্ব বেদসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; অতএব যতক্ষণ সেই সমস্ত প্রধানবাচক শব্দের অন্যার্থতা প্রতিপাদন না করা যায়, ততক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই যে জগৎকারণ, এই সিদ্ধান্ত সংশয়শূন্য হয় না, সুতরাং সেই সমস্ত শব্দের অন্যার্থতা দেখাইয়া সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত এই চতুর্থ পাদের অবতারণা। প্রধান বা প্রকৃতি অনুমানগম্য হইলেও কোন কোন শাখায় বেদসম্মত শব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কঠশ্রুতিতে মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ পর বা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ উক্তি আছে। সাংখ্য-স্মৃতিতেও ঠিক ঐ নাম ও ক্রমানুসারে মহৎ অব্যক্ত ও পুরুষ এইরূপ উক্তি আছে। সাংখ্যপ্রসিদ্ধ অব্যক্তশব্দ—শব্দাদিহীন, অতএব ব্যক্ত নহে, অব্যক্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রধানকে বুঝায়। কঠোক্ত অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত শব্দের ন্যায় ব্যক্ত নহে, অতএব অব্যক্ত এই অর্থেই প্রযুক্ত, অতএব উভয় অব্যক্তই যদি একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা যে অশব্দ বা অবৈদিক, তাহা বলা চলে না, সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি অনুসারে তাহাই জগৎ-কারণ, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না। সাংখ্যে যে স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক প্রধান বা অব্যক্ত প্রসিদ্ধ, কঠশ্রুত্যুক্ত অব্যক্তও যে সেই পদার্থ, এরূপ বুঝিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। সেখানে কেবল 'অব্যক্ত' এই শব্দটি উক্ত হইয়াছে, ঐ শব্দটি "ব্যক্ত নহে, অতএব অব্যক্ত" এই যৌগিকার্থ দ্বারা যে কোন সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। অব্যক্ত নামে কোন রূঢ় পদার্থ নাই, সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত শব্দের প্রধানার্থতা পারিভাষিকী, সাংখ্যপরিভাষা দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ হয় না। প্রকরণার্থ পর্য্যালোচনা দ্বারাও সাংখ্য ও শ্রুতির অব্যক্ত একই বলিয়া প্রতীতি হয় না, শ্রুত্যুক্ত 'অব্যক্ত' শব্দ শরীররূপ রূপকবিন্যাস জন্যই পরি-গৃহীত হইয়াছে। প্রকরণ আলোচনা দ্বারাই সে স্থানে জানা যায়, অব্যক্ত

শব্দের দ্বারা শরীরকে রথ, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে অশ্বরজ্জু, ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে তাহাদের গোচর বা ভ্রমণস্থান ইত্যাদিরূপে রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। শ্রুতি ঐ স্থানে অব্যক্ত শব্দে শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন, সাংখ্যের প্রধান নহে॥ ১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে মোক্ষ-লাভের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মই জগতের জন্মাদির কারণ, তিনি অচেতন প্রধান ও বদ্ধ-মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কোন কোন বেদশাখাতে এমন কতকগুলি বাক্য আছে, যাহা দ্বারা অব্রহ্মাত্মক সাংখ্যোক্ত প্রধানই জগতের জন্মাদির কারণ বলিয়া প্রতীত হয়। এই আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র কারণ, প্রধান নহে, তাহাই দৃঢ়রূপে সমর্থনের জন্য বলিতেছেন—কঠোপনিষদে—"ইন্দ্রিয়া-পেক্ষা রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, তদপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহৎ আত্মা, মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ" এইরূপ উক্তি আছে। এ স্থানে সন্দেহ এই যে, উক্ত "অব্যক্ত" শব্দটি কি সাংখ্যোক্ত অব্রহ্মাত্মক প্রধান? না অন্য কিছু? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ক্রমপ্রণালী আলোচনা করিলে অব্যক্ত শব্দে প্রধানকে বুঝাই যুক্তিসঙ্গত, অতএব অব্যক্তই জগৎ-কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—না, এ স্থানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা অব্রহ্মাত্মক প্রধানকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই, আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও রূপরসাদি বিষয়সমূহে যে রথী, রথ, সারথি, বল্গা, অশ্ব ও বিচরণভূমিরূপ রূপক কল্পনা করা হইয়াছে, ঐ রূপকের মধ্যে রথরূপ শরীরকেই অব্যক্ত শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কঠশ্রুতিতে, অশ্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করার উপায়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র, সাংখ্যোক্ত প্রধানের প্রসঙ্গই ঐ শ্রুতিতে নাই॥ ১॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—সূক্ষ্মন্তু—সূক্ষ্মশরীরই, তদর্হত্বাৎ—অব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য বলিয়া অথবা পুরুষের প্রয়োজনসাধনে যোগ্য বলিয়া। রথরূপকে যে অব্যক্তকে শরীর বলা হইয়াছে, সূক্ষ্ম কারণশরীর অভিপ্রায়েই ঐ শরীর শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, কারণ, শরীর অতিসূক্ষ্ম, যাহা অতিসূক্ষ্ম, তাহাই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রকরণ এবং বাক্যশেষ আলোচনা দ্বারা অব্যক্ত শব্দের অর্থ শরীর বলিতেছ বটে, কিন্তু শরীর ত স্পষ্টই স্থূল, ইহা দৃশ্যমান, অব্যক্ত শব্দের অর্থ অস্পষ্ট, তবে ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত কি করিয়া বলা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অব্যক্ত বলিতে সূক্ষ্ম, যাহা সূক্ষ্ম, তাহাই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য। ঐ অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম শব্দ এ স্থলে কারণ-শরীর অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, স্থূলশরীরাভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই। যদিও এই স্থূলশরীর স্বয়ং অব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে, তাহা হইলেও ইহার উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্মভূতসমূহ অব্যক্ত শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য, প্রকৃতিবাচক শব্দও অনেক স্থানে বিকারার্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, এ স্থানেও তাঁহাই হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, শরীর ত ব্যক্ত, ইহাকে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা কিরূপে অভিহিত করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত বা অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরস্পর অবিমিশ্রিত সূক্ষ্ম ভূতসমূহই অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। এ স্থানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরাবস্থাপন্ন সেই অব্যাকৃতকেই বল

হইয়াছে, কারণ ও বিকারাবস্থাপন্ন অর্থাৎ শরীররূপে পরিণত সেই জড়-পদার্থ অব্যাকৃতই, অচেতন রথের ন্যায় পুরুষের প্রয়োজনসাধনে প্রবৃত্তির যোগ্য ॥ ২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ—তদধীনত্বাৎ—তাহার অধীনতা বশতঃ, অর্থবৎ—প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্মশরীর ঈশ্বরাধীন, স্বাধীন নহে, অতএব উহা প্রয়োজনীয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ, বীজরূপে অবস্থিত, পূর্ব্বাবস্থাবিশিষ্ট জগৎকেই অব্যক্ত শব্দের বাচ্য বল, এবং তদনুসারে বীজীভূত শরীরকেও অব্যক্ত শব্দের বাচ্য বল, তাহা হইলে সেই প্রধানেরই জগৎকারণবাদ মতের সমর্থন করা হইল, কারণ, এই জগতের পূর্ব্বাবস্থাকেই সাংখ্যকারগণ প্রধান বলেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আমরা যদি স্বতন্ত্র বা পৃথক্ কোন পূর্ব্বাবস্থাকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে প্রধান কারণবাদ স্বীকার করা হইত, কিন্তু আমরা জগতের এই পূর্ব্বাবস্থাকে পরমেশ্বরের অধীন বলিয়াই স্বীকার করি, সাংখ্যের ন্যায় স্বতন্ত্র নহে; তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহাই প্রয়োজনীয়। কেন না, সেই পূর্ব্বাবস্থা ভিন্ন পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয় না, কারণ, শক্তি ভিন্ন পরমেশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না, পরমেশ্বর স্বয়ং অশক্তি, শক্তি সহযোগেই তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব, ঐ শক্তি মায়া বা অবিদ্যা, জ্ঞানের দ্বারা সেই বীজশক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই মুক্ত ব্যক্তিগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। অবিদ্যাত্মিকা সেই বীজশক্তিই অব্যক্তশব্দবাচ্য, উহা পরমেশ্বরের আশ্রিত। অতএব শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত অনুমানগম্য স্বতন্ত্র প্রধান নহে ॥ ৩॥

• **শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা** ।—পরমকারণস্বরূপ পরমপুরুষের অধীন বলিয়া সূক্ষ্মভূতসমূহও প্রয়োজনীয়। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, আমরা অব্যক্ত ও তাহার পরিণামবিশেষকে একেবারেই যে অস্বীকার করি, তাহা নহে, স্বীকার করি, কিন্তু পরমপুরুষের শরীর, অতএব তাহা হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া, অর্থাৎ তাঁহারই অংশভূত ও আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করি। প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ব্বপদার্থই তৎস্বরূপেই নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করে, তাহা না হইলে তাহাদিগের স্বরূপ, অবস্থিতি ও প্রবৃত্তিগত ভেদসমূহ থাকিতে পারে না। শাস্ত্রান্তর ইহা অস্বীকার করে বলিয়াই তাহাদের সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়াকে পরিহার করা হইয়াছে। শ্রুতি-স্মৃতির জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বর্ণনপ্রকরণে ও পরম পুরুষেব মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রকরণে প্রকৃতি, বিকার, পুরুষ সকলই তাঁহারই স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ ।—জ্ঞেয়ত্ব—জানা কর্ত্তব্য এই বিষয়ের, অবচনাচ্চ—অনুক্তি হেতুকও। শ্রুতি অব্যক্তকে জ্ঞেয় পদার্থ বলিয়া কোন স্থানেই নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত বা প্রধান জ্ঞেয বলিয়া উক্ত হইযাছে, অতএব এক পদার্থ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সাংখ্যকারগণ বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানেই মুক্তি। গুণময়ী প্রকৃতিকে না জানিলে সেই গুণ হইতে পুরুষের ভেদ জানিতে পারা যায় না, অতএব মুক্তিলাভের নিমিত্ত প্রধান বা প্রকৃতিকে জানা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্তও তাহাকে জানা প্রয়োজন হয়। শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত জ্ঞেয়, এরূপ উক্তি কোন স্থানেই নাই,

কেবল "অব্যক্ত" এই শব্দ মাত্র আছে; ইহা জ্ঞাতব্য কি উপাসিতব্য, এরূপ কোন বাক্যই নাই, অতএব এই অব্যক্ত শব্দ দ্বারা প্রধানকে বলা হয় নাই। কেবল বিষ্ণুর পরমপদ দেখাইবার নিমিত্তই রথরূপকের দ্বারা শরীরাদির অনুসরণ করিয়া ঐ অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি সাংখ্যোক্ত অব্যক্তই শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত হইত, তাহা হইলে এই অব্যক্তও যে জ্ঞেয়, এরূপ উক্তি থাকিত। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ অর্থাৎ স্থূল বা বিকার, প্রকৃতি ও পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, সাংখ্যকারগণের এই উক্তি দ্বারা তাহাদের সকলেরই জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, শ্রুতি-কথিত অব্যক্ত যে জ্ঞেয়, এরূপ উক্তি নাই, অতএব এ অব্যক্ত সাংখ্যসম্মত অব্যক্ত নহে ॥ ৪ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—বদতি—বলেন, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, হি—যে হেতুক, প্রকরণাৎ—প্রকরণানুসারে, প্রাজ্ঞঃ—আত্মা। শ্রুতিতেও অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বচন আছে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব—না, নাই, প্রকরণানুসারে জানা যায়, উহা আত্মাই জ্ঞেয় এই উদ্দেশে বলা হইয়াছে, অব্যক্তাখ্য প্রধানকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে সাংখ্যকার বলেন, শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব-বচন নাই, ঐ উক্তি অসঙ্গত, কারণ, ইহার পরেই অব্যক্ত শব্দের দ্বারা উদ্দিষ্ট প্রধানকে জানিতে বলিয়াছেন, যথা—"শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, অক্ষয়, সনাতন, অনাদি,

অনন্ত, মহতেরও পর তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন"। সাংখ্য-স্মৃতিতে যেমন প্রধান শব্দাদিহীন মহতের পর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এই শ্রুতিতেও ঠিক সেইরূপই বস্তু জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব এ স্থানেও অব্যক্ত শব্দে প্রধানকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি—উক্ত শ্রুতিতে প্রধানই জ্ঞাতব্য, এরূপ নির্দ্দেশ নাই, যে প্রকরণে ঐ শ্রুতি আছে, উহা আত্মবিষয়ক প্রকরণ, সুতরাং প্রকরণানুসারে জানা যায়, পরমাত্মাই জ্ঞেয়, ইহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরমাত্মারই অশব্দত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, অতএব ইহাই স্থির যে, এখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে জ্ঞেয় বলা হয় নাই॥ ৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বিহীন, অক্ষয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতেরও পর সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়" পরবর্ত্তী এই শ্রুতিতে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা যদি বল, না, তাহা বলিতে পার না, এই শ্লোকে প্রাজ্ঞ পরমপুরুষই উপাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, কা ণ, "বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার বল্গা, সেই ব্যক্তিই সংসার-মার্গের পারভূত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাই আলোচিত হইয়াছেন॥ ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ॥ ৬॥

সূত্রার্থ।—ত্রয়াণামেব চ—তিনটি বিষয়েরই, এবং—উক্ত প্রকারে, উপন্যাসঃ—উল্লেখ, প্রশ্নশ্চ—ও প্রশ্ন। এ স্থানে মাত্র অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা বিষয়েই প্রশ্ন ও উত্তর থাকায় উক্ত অব্যক্ত প্রধানও নহে, জ্ঞেয়ও নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কঠবল্লীতে দেখা যায়, যম কর্ত্তৃক নচিকেতাকে বরপ্রদানপ্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিনটি পদার্থেরই মাত্র উল্লেখ ও তদ্বিষয়ক প্রশ্ন আছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের প্রশ্নাদি নাই, এ জন্যও শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত প্রধানও নহে, জ্ঞেয়ও নহে, প্রধান হইলে নচিকেতাকে বরপ্রদান বা তৎকর্ত্তৃক প্রশ্ন কিছুরই সামঞ্জস্য হয় না॥ ৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে "মনুষ্যের মৃত্যুর পর এই যে সংশয় আছে," এইরূপে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উপায়, উপেয় ও উপেতা অর্থাৎ ভগবানের উপাসনাপ্রাণালী, উপাস্য ভগবান্ ও উপাসক—কেবল এই তিন বিষয়েরই জ্ঞেয়ত্বরূপে উল্লেখ ও তদ্বিষয়ক প্রশ্ন দেখা যায়, অব্যক্ত প্রভৃতি অন্য কাহারও নহে। কঠোপনিষদে আছে, মুমুক্ষু নচিকেতা মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রদত্ত তিনটি বরের মধ্যে তৃতীয় বরে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা উপেয় বা প্রাপ্য, উপেতা বা প্রাপক ও উপায় বা উপাসনার স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছিলেন ও মৃত্যু তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব এ স্থানে এই তিনটিরই মাত্র জ্ঞেয়ত্ব-বিষয়ে উল্লেখ ও প্রশ্ন হইয়াছে, সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত বা প্রধানের কোন উল্লেখই নাই॥ ৬॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—মহদ্বচ্চ—মহৎ শব্দের ন্যায়ও। শ্রুত্যুক্ত মহৎ শব্দ যেমন সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্বের বোধক নহে, সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত বা প্রধানাখ্য তত্ত্বের বোধক নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যকারগণ যে অর্থে মহৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ শব্দ সে অর্থে

প্রবৃত্ত হয় নাই। কারণ, "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ" "আত্মা মহান্ ও বিভু" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'আত্মা' ও 'পুরুষ' এই দুইটি শব্দ মহৎ শব্দের বিশেষণ আছে, অতএব বৈদিক মহৎ শব্দ যেমন সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব নহে, সেইরূপ বৈদিক 'অব্যক্ত' শব্দও সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত বা প্রধান নহে। অতএব সাংখ্যোক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব নাই ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বুদ্ধি হইতেও মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট" এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দের সহিত মহৎ শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদরূপে উল্লেখ থাকায় যেমন সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্বকে বুঝাইতেছে না, তেমনই এখানে আত্মা অপেক্ষাও অব্যক্তের পরত্ব উল্লেখ থাকায় শ্রুতিসম্মত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত নহে ॥ ৭ ॥

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—চমসবৎ—চমসের ন্যায়, অবিশেষাৎ—বিশেষ উল্লেখ না থাকায়। কোন বিশেষ অর্থ নিশ্চয় করার উপযোগী প্রমাণ না থাকায় শ্রুত্যুক্ত অজা-শব্দ যে প্রধানকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে, এরূপ বলা চলে না, যেমন চমস বলিলে কোন বিশেষ অর্থকেই বুঝায় না, তদ্রূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধান-কারণবাদী পুনরায় প্রধানের বৈদিকত্বই যুক্তিসম্মত, ইহাই বলিতেছেন। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" এই বেদমন্ত্রে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ শব্দ দ্বারা রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে উদ্দেশ করা হইয়াছে। রঞ্জিত করে বলিয়া লোহিত শব্দের অর্থ রজোগুণ। প্রকাশ করে বলিয়া শুক্ল শব্দের অর্থ

সত্ত্বগুণ। আবরণ করে বলিয়া কৃষ্ণশব্দের অর্থ তমোগুণ। যদিও গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তাহা হইলেও অবয়বধর্ম্মানুসারে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনরূপে বিভক্ত। যাহার জন্ম নাই, সেই অজা, সাংখ্যও তাহাকে মূল প্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ জন্মরহিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অজা শব্দ ছাগী অর্থে প্রসিদ্ধ হইলেও এই বিদ্যাপ্রকরণে সে অর্থ বুঝাইতে পারে না। "সেই ত্রিগুণাত্মিকা অজা বহু প্রজা প্রসব করিতেছে; অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ, সেই অজা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া মোহবশতঃ তাহাকেই আপনার মনে করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করত পুনঃ পুনঃ সংসারী হইতেছে। আবার অন্য এক অজ পুরুষ জ্ঞানলাভ করত ভোগে বিরক্ত হইয়া এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিত হইতেছে" এই সমস্ত উক্তি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতিও শ্রুতিমূলক। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদে বলিতেছেন—ঐ মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যোক্ত প্রধান যে শ্রুতিমূলক, তাহা বলা যায় না, কেন না, ঐ মন্ত্র স্বতন্ত্র কোন একটা নিশ্চিত মতকে সমর্থন করিতেছে না, অন্য যে কোন অর্থ কল্পনা করিয়াও অজাশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপপন্ন করা যায়। অতএব বিশেষ কোন কারণ-নির্দেশ না থাকায় ঐ মন্ত্র-বর্ণিত অজা শব্দ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, ইহা বলিতে পার না। কোন বেদমন্ত্রে আছে, "চমস অধোভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধে গোলাকার"। ইহা দ্বারা এই বস্তুটাই চমস, ইহা যেমন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ, অধোভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধে গোলাকার যে কোন বস্তুই চমস হইতে পারে, এ স্থানেও 'অজা' শব্দ ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টার্থক জানিবে। ঐ চমস মন্ত্রের শেষে "ইহা তাহার মস্তক, কারণ, ইহা অধোদেশে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধভাগে গোলাকার" এইরূপ উল্লেখ থাকায় চমস নামক কোন বিশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি হয়, এখানে সেরূপ কোন

বাক্যই নাই, যাহা দ্বারা অজা-শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বুঝাইতে পারে ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই সূত্রে কেবল সাংখ্যোক্ত সিদ্ধান্তেরই নিরাস করা হইতেছে, ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কারাদি তত্ত্বসমূহের সত্তাকে নিরাস করা হয় নাই, যে হেতু, শ্রুতি-স্মৃতি তাহাদিগকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "এক অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বা বদ্ধ জীব নিজের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী বহু প্রজাসৃষ্টিকারিণী লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এক অজার সেবা অর্থাৎ অনুগমন করে, অপর অজ বা মুক্ত জীব ভোগানন্তর ইহাকে পরিত্যাগ করে"। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকেই বলা হইয়াছে? অথবা ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতিকে বলা হইয়াছে? কি যুক্তিসঙ্গত? সাংখ্যসম্মত কেবল প্রকৃতিই সঙ্গত, কেন না, "অজামেকাম্" এই শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতির অকার্য্যত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব বিষয়ে এবং স্বতন্ত্রভাবে নিজের অনুরূপ বহুপ্রকার সৃষ্টিকর্তৃত্ব-বিষয়ে উল্লেখ থাকিতে দেখা যায়, এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন—না, শ্রুতি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে বলেন নাই, কারণ, যাহার জন্ম নাই, সেই অজা, এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কেবল জন্মরাহিত্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে, সাংখ্যসম্মত অব্রহ্মাত্মক অজা বুঝাইতে পারে, চমসের ন্যায় এরূপ কোন বিশেষ লক্ষণই এ স্থানে নাই। "অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" এই শ্রুত্যুক্ত চমসশব্দে অধোভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধে গোলাকার কোন ভোজনপাত্রমাত্র বুঝায়, কোন পাত্রবিশেষের প্রতীতি হয় না; কিন্তু তাহার পরেই, "ইহা তাহার মস্তক, ইহা অধোভাগে গর্ত্তবিশিষ্ট ও ঊর্দ্ধে গোলাকার" এই বাক্যশেষের দ্বারা যেমন চমসবিশেষের প্রতীতি হয়, তদ্রূপ এ স্থানে এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, যাহার দ্বারা সাংখ্যোক্ত অজা বুঝাইতে পারে।

অতএব এ স্থানে ঐ শ্রুতিতে অব্রহ্মাত্মক সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে বলা হয় নাই ॥ ৮ ॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—জ্যোতিরুপক্রমা—জ্যোতিঃ প্রভৃতি, তু—ই, অজা বলিয়া জানিবে, হি—যে হেতু, একে—কোন কোন শাখীরা, তথা—সেইরূপই, অধীয়তে—বলেন। পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, জল ও ক্ষিতিই অজামন্ত্রের অজা, যে হেতু, কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ সেইরূপই অধ্যয়ন করেন অর্থাৎ বর্ণনা করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয়ের উপাদানকারণস্বরূপ তেজ, জল ও ক্ষিতি নামক সূক্ষ্ম ভূতত্রয়ই অজা, সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণাত্মিকা অজা এখানে শ্রুতিসম্মত নহে, যে হেতু, সামবেদের এক শাখায় তেজ, জল ও অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, এইরূপ বলিয়া তাহারাই যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "অজামেকাম্" এই শ্রুতির যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের, শুক্লরূপ জলের ও কৃষ্ণরূপ অন্ন বা পৃথিবীর, অতএব ঐ সূক্ষ্ম ভূতত্রয়ই লোহিতাদি শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে এবং তাহাই অজা, সাংখ্যোক্ত প্রধান নামক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মই হইয়াছে উপক্রম অর্থাৎ কারণ যাহার, সেই জ্যোতিরুপক্রম। "অজামেকাম্" এই শ্রুত্যুক্ত অজা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, যে হেতু, তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণ ব্রহ্মই অজার কারণ, এইরূপ বলেন।

"অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহান্ আত্মা বা ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরে সন্নিহিত" এইরূপ বলিয়া "তাঁহা হইতেই পঞ্চেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়" ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত লোক ও ব্রহ্মাদি যাবতীয় জীবসমূহ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, এইরূপ বলিয়া সকলের কারণস্বরূপা অজাও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, অতএব পরবর্ত্তী বাক্য হইতে যেমন চমসগত বিশেষত্ব নির্ণীত হয়, সেইরূপই অন্য শাখোক্ত বাক্য হইতে অজাশব্দের বিশেষার্থ নির্ণীত হওয়ায় এই অজাও ব্রহ্মাত্মিকা, ইহা নিশ্চিত হইতেছে, অতএব এই অজাশব্দে সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুঝাইতেই পারে না ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—কল্পনোপদেশাচ্চ—কল্পনার উপদেশ হেতুকও, মধ্বাদিবৎ—মধু প্রভৃতি শব্দের ন্যায়, অবিরোধঃ—বিরোধ নাই। তেজ, জল, পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে জাত হইলেও কল্পনাবলে অজা নামে অভিহিত হয়। যেমন আদিত্য অমধু হইলেও তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ভূতসূক্ষ্ম তেজ প্রভৃতিকেও অজ বলিয়া কল্পনা করায় কোন দোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তেজ, অপ ও অন্ন ইহারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, অতএব ইহারা অজাপদবাচ্য হইতে পারে না, যাহার জন্ম নাই, সেই অজ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই অজা শব্দ যৌগিক বা যাহার জন্ম নাই, সেই অজ, এই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ অজা নহে, উহা এক প্রকার কল্পনামাত্র। শ্রুতি তেজ, জল ও অন্নরূপ চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির কারণকে ছাগীরূপে কল্পনা করিয়াছেন, যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা কোন ছাগী নিজের অনুরূপ বহু সন্তান প্রসব করে, এবং

কোন ছাগ তাহার প্রতি আসক্ত ও তাহার সমসুখদুঃখভাগী হইয়া অবস্থান করে, আবার অন্য কোন ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তেজ, জল ও অন্নস্বরূপিণী, ত্রিবর্ণা, ভূতপ্রকৃতি এই অজাও নিজের অনুরূপ চরাচরাত্মক বহু বিকার-সমূহকে প্রসব করে। মুগ্ধ জীব ইহাকে উপভোগ করে, জ্ঞানী জীব পরিত্যাগ করে। সূর্য্য মধু না হইলেও তাহাকে যেমন উপাসনার জন্য মধুরূপে কল্পনা করা হয়, বাক্য-সমূহ ধেনু না হইলেও যেমন ধেনুরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ ঐ তেজ প্রভৃতি জাত পদার্থ হইলেও তাহাকে অজা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, ইহাতে কোনই বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, এই আত্মা যদি পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, তবে তাহার অজাত্ব বা জন্মরাহিত্য কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, অসঙ্গত হয় না, কারণ, ইহা কল্পনার উপদেশ, কল্পনা শব্দের অর্থ রচনা বা সৃষ্টি, জগৎসৃষ্টির উপদেশ হেতুক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, "মায়ী অর্থাৎ ঈশ্বর ইহা হইতেই জগৎ সৃষ্টি করেন"। এই শ্রুতিতে অজারও জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। সকলের ঈশ্বর সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি উপদেশ হইতে জানা যায়, এই প্রকৃতির কার্য্য ও কারণরূপ দুইটি অবস্থা আছে, প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন ও নামরূপবিহীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত হয়, আর সৃষ্টিকালে সত্ত্বাদিগুণরূপে অভিব্যক্ত ও নামরূপে বিভক্ত হইয়া অব্যক্ত ইত্যাদি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতি তেজ জল অন্নাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃস্বরূপিণী হইয়া অবস্থিত হয়। এইরূপে যখন সে কারণাবস্থায় থাকে, তখন তাহার নাম অজা, আর কার্য্যাবস্থায় যখন থাকে, তখন সে জ্যোতিরুপক্রমা বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না, অতএব

অজাত্বে ও ব্রহ্মোৎপন্নত্বে কোন বিরোধ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, মধ্বাদিবৎ অর্থাৎ মধুবিদ্যায় উক্ত মধু প্রভৃতির ন্যায়। মধুবিদ্যায় উক্তি আছে, "এই আদিত্যই দেবতাদিগের মধু" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তাহার পর উদিত হইয়া আর উদিত বা অস্তমিত কিছুই হইবে না, একভাবেই অবস্থিত হইবে"। ইহা হইতে জানা যায়, কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের কার্য্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় বেদ-চতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্য কর্ম্মফলের আশ্রয়হেতু বসুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-নিমিত্ত তাঁহাকে মধুরূপে কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাহাতে যেমন তাঁহার উদয়াস্তময়ত্ব-কল্পনা বিরুদ্ধ হয় না, এখানেও তেমনই অজত্ব ও জায়মানত্বে বিরোধ নাই জানিবে, অতএব ঐ মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই বলা হইয়াছে, সাংখ্যোক্ত অজা প্রকৃতি নহে ॥ ১০ ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—সংখ্যোপসংগ্রহাদপি—সংখ্যা দ্বারা গ্রহণ হেতুকও, ন—না, নানাভাবাৎ—বহুবিধত্ব হেতুক, অতিরেকাচ্চ—আধিক্য হেতুকও। "পাঁচ পাঁচ জন" এই মন্ত্রে সংখ্যাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হওযায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এইরূপে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই বলা হইযাছে, এরূপ বলিতে পার না, কারণ, সাংখ্যে বহু তত্ত্বের বিষয় উল্লিখিত আছে, এবং আকাশও আর একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব হইয়া পড়ে, অতএব পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত, সুতরাং "পাঁচ পাঁচ জন" এই মন্ত্রে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কথিত হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যোক্ত

অজা যে অজামন্ত্রোক্ত অজা নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হইলেও পুনরায় অন্য মন্ত্র দ্বারাও সাংখ্যমতের বৈদিকত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাই বলিতেছেন—"যাহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃত ব্রহ্ম আত্মাকে জানিয়া অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়" এই শ্রুতিতে "পাঁচ পাঁচ" দুইবার উল্লেখ থাকায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইতেছে, তাহাতে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে, কারণ, সাংখ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই উল্লেখ আছে; সুতরাং শ্রুত্যুক্ত এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সহিত সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সামঞ্জস্য থাকায় সাংখ্যোক্ত প্রধানাদিও বেদানুমত। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের মত-খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—সংখ্যাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকাতেই প্রধানাদির বৈদিকত্ব সমর্থিত হয় না, কারণ, সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নানাবিধ, ইহাদের পাঁচ পাঁচ এমন কোন সাধারণ ধর্ম্ম নাই, যাহা দ্বারা পঞ্চবিংশতির মধ্যে অন্য পাঁচ পাঁচ সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই চারিটির প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ সংখ্যাবিশিষ্ট হইলেও অপর পাঁচটির প্রত্যেকের পঞ্চ-সংখ্যাবিশিষ্টত্ব নাই। যদি বল, সমুদয় গণনা দ্বারা ত পঞ্চবিংশতি সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে; "ইন্দ্র পাঁচ সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই" এ স্থানে যেমন পাঁচ সাত অর্থাৎ বারো বৎসর বৃষ্টি হয় নাই বুঝাইতেছে, পঞ্চবিংশতি তেমনই হইবে, এ যুক্তিও সঙ্গত নহে, কারণ, তাহাতে লক্ষণার আশ্রয়গ্রহণরূপ দোষ হয়। 'পঞ্চ পঞ্চজনা' এই শ্রুতির দ্বিতীয় 'পঞ্চ' শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হওয়ায় উহা এক পদ, এক পদ হওয়ায় পাঁচ পাঁচ পঁচিশ এরূপ ধারণা হইতে পারে না, অতএব পঞ্চ পঞ্চ জন এইরূপ ভাবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এখানে বুঝাইতে পারে না। আরও দেখ, "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই শ্রুতিতে আত্মা ও আকাশ এ দুইটি পঞ্চবিংশতি অপেক্ষা অতিরিক্ত আছে, এই দুইটিকে ধরিলে এখানে ২৭টি হইয়া যায়। সাংখ্যে পুরুষ ও আকাশ পঞ্চবিংশতির

অন্তর্গত। সুতরাং শ্রুত্যুক্ত জন শব্দের অর্থও তত্ত্ব নহে, সুতরাং কেবল পাঁচ পাঁচ সংখ্যা দ্বারাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে বুঝাইতে পারে? এখানে পঞ্চজন শব্দটি সমস্ত পদ, পঞ্চজন নামে প্রসিদ্ধ কোন বস্তুকে উদ্দেশ করিয়াই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। সেই পঞ্চজন কত সংখ্যাবিশিষ্ট? এই জিজ্ঞাসা সমাধানের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, পাঁচ পঞ্চজন; যেমন "সাত সপ্তর্ষি" প্রয়োগ হয়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে॥ ১১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—বাজসনেয় শাখায় আছে—"পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহাতে অবস্থিত, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি, সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া মুক্ত হয়।" এই মন্ত্র কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক? অথবা অন্য কিছু? এই সংশয়ের প্রাথমিক আলোচনা দ্বাবা ইহাই মনে হয় যে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে বুঝাইবার জন্যই ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ, এ স্থানে প্রথম 'পঞ্চ' শব্দটি 'পঞ্চজন' শব্দের বিশেষণ হওয়ায় সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই হইবে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বলিতেছেন,—"পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইহা দ্বারা পঞ্চবিংশতি সংখ্যা বুঝাইলেও সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পাওয়া যায় না, কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ পদার্থ। "যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চজন প্রতিষ্ঠিত" এ স্থানে "যাঁহাতে" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, এইরূপই বুঝায়, সুতরাং উক্ত পঞ্চজনের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতীত হইতেছে। পরে "তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি" এ স্থানেও "তাঁহাকে" এই শব্দেব দ্বারা ঐ ব্রহ্মকেই পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং এই পঞ্চজন সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ পদার্থ। আরও দেখ, সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে এ স্থানে তত্ত্বেরও আধিক্য হইয়া যাইতেছে; "যাঁহাতে" এই শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আত্মা ও আকাশ এই দুইটি শব্দ অতিরিক্ত থাকায় "তাঁহাকে ষড়্‌বিংশ, কেহ বা

সপ্তবিংশ বলেন" এই শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বতত্ত্বের আশ্রয়ভূত পরমেশ্বর পরমপুরুষই পঞ্চ পঞ্চজন মন্ত্রের দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। আরও দেখ, সংখ্যা গ্রহণের দ্বারাও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বুঝাইতেই পারে না, কারণ, পাঁচের দ্বারা গুণিত আর পাঁচটির সমূহ, এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবই হয় না। সাংখ্যোক্ত পাঁচটি পাঁচটি তত্ত্বের জাতি প্রভৃতি এমন কোন ধর্ম্মই নাই, যাহার দ্বারা একটি পাঁচের মধ্যে অপর পাঁচটি সংখ্যার সন্নিবেশ করা যায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট পাঁচটি এইরূপেই এক পঞ্চের মধ্যে সংখ্যা অপর পাঁচটি সন্নিবেশের কারণ আছে, ইহাও বলা যায় না, "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" মন্ত্রে আকাশকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা হেতুক পঞ্চমহাভূতও সিদ্ধ হয় না, অতএব এই "পঞ্চজন" একটি নাম মাত্র, "সপ্ত সপ্তর্ষি" এই বাক্যের ন্যায় পঞ্চ সংখ্যা-বিশিষ্ট পঞ্চজন নামক কোন পদার্থই এ স্থানে বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—প্রাণাদয়ঃ—প্রাণ প্রভৃতি, বাক্যশেষাৎ—শেষ অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায়। উক্ত "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এই শ্রুতির পর প্রাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকায় পঞ্চ পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি পাঁচটিকে বুঝাইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত পঞ্চ-জন বলিতে কাহাকে বুঝাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পঞ্চ পঞ্চ-জনা এই মন্ত্রের পর ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত "যিনি প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, অন্নেরও অন্ন, মনেরও মনকে জানেন" এই মন্ত্রে প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সান্নিধ্যবশতঃ পঞ্চজন শব্দে ঐ পাঁচটিকেই বুঝাইতেছে। যদি বল, প্রাণাদি শব্দের বা তত্ত্ব শব্দের

জন অর্থে প্রয়োগ ত কোন স্থানেই দেখা যায় না, তবে কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—উভয় স্থানেই প্রসিদ্ধি-ব্যতিক্রম ঘটিলেও পরবর্ত্তী বাক্যে প্রাণ শব্দের উল্লেখ থাকায় প্রাণাদিই গ্রাহ্য ; বিশেষতঃ ঐ প্রাণাদির জনের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জন অর্থে প্রাণাদি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। জনবাচী পুরুষ শব্দও প্রাণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, যথা—"সেই এই পাঁচটি ব্রহ্ম পুরুষ" "এ বিষয়ে প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা" ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে প্রজা অর্থেও পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, সে অর্থ করিলেও দোষ হয় না ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ঐ পঞ্চ পঞ্চজন কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যাঁহারা প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ, অন্নেরও অন্ন ও মনেরও মনকে জানেন" পঞ্চজন মন্ত্রের শেষে উক্ত ব্রহ্মাশ্রিত এই প্রাণাদিই পঞ্চ পঞ্চজন বলিয়া অভিহিত ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ ।—একেষাং—কাহার কাহার মতে, অন্নে অসতি—অন্ন শব্দ না থাকিলেও, জ্যোতিষা—জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা। কাণ্ব-শাখায় অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা পঞ্চ সংখ্যা পূরণ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ।—মাধ্যন্দিন শাখায় প্রাণাদির মধ্যে অন্ন শব্দের উল্লেখ থাকায় পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি-পঞ্চক হইতে পারে, কিন্তু কাণ্বশাখায় প্রাণাদির মধ্যে অন্ন শব্দের উল্লেখ নাই, সে স্থানে কি হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কাণ্বশাখায় পঞ্চ পঞ্চজন এই মন্ত্রের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত "দেবগণ সেই জ্যোতিরও

জ্যোতিকে উপাসনা করেন" এই মন্ত্রে জ্যোতিঃশব্দের উল্লেখ আছে, অতএব কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের মতে অন্ন শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও, ঐ জ্যোতিঃশব্দের দ্বারাই তাহাদের পঞ্চ সংখ্যা পূরণ হইবে। বলিতে পার, উভয় শাখাতেই ত জ্যোতিঃশব্দের উল্লেখ আছে, তবে এক শাখা অন্নের দ্বারা, এক শাখা জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা পঞ্চ সংখ্যা পূরণ করেন কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অপেক্ষার ভেদ বশতই এরূপ হয়। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নহে। স্মৃত্যাদিতে যে প্রধান শব্দ আছে, তাহার বিষয় পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পঞ্চ পঞ্চজন এই মন্ত্র কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন দুই শাখাতেই একই রূপ, কিন্তু কাণ্বশাখায় পরবর্ত্তী "প্রাণেরও প্রাণ" এই মন্ত্রমধ্যে অন্ন শব্দের উল্লেখ নাই, অতএব কাণ্ব-শাখার মতে পঞ্চ পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি বলা যায় না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কাণ্বশাখায় অন্নশব্দেব উল্লেখ না থাকিলেও ঐ মন্ত্রের পূর্ব্বে যে জ্যোতিঃশব্দ আছে, সেই জ্যোতিঃশব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়-সমূহই পঞ্চজন বলিয়া প্রতীত হয়। পঞ্চজন মন্ত্রের পূর্ব্বে "দেবগণ জ্যোতিঃসমূহেরও জ্যোতিঃ, আয়ুঃ ও অমৃতস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন" এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে জ্যোতিরও জ্যোতি বলা হইয়াছে, এবং কতকগুলি জ্যোতির কার্য্য ব্রহ্মেরই অধীন, ইহাও প্রতপন্ন করা হইয়াছে। পঞ্চ পঞ্চজনা এই মন্ত্রে কোন বিশেষ অর্থের নির্দ্দেশ না থাকায়, উক্ত জ্যোতিঃপদার্থগুলি বিষয় সমূহের প্রকাশক ইন্দ্রিয়-সমূহ, এবং ঐ ইন্দ্রিয়-সমূহই পঞ্চজন, ইহাই প্রতীত হয়। "যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত" এই মন্ত্রোক্ত পঞ্চজনশব্দবাচ্য ইন্দ্রিয়সমূহ ও আকাশশব্দবাচ্য মহাভূত-সমূহ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা বলায় সমস্ত তত্ত্বই ব্রহ্মাশ্রিত, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রসঙ্গই এ স্থানে নাই, অতএব সংখ্যা-গ্রহণ

থাকুক বা নাই থাকুক, বেদান্তের কোন স্থলেই সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৩ ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ ঃ—আকাশাদিষু—আকাশ প্রভৃতি বিষয়ে, কারণত্বেন চ—কারণরূপেও, যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট উক্তির ব্যতিক্রম না থাকা হেতুক। ব্রহ্মই যে আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থের একমাত্র কারণ, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত বিষয়ের কোন বিরোধই নাই অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে নানাবিধ মতভেদ থাকিলেও সৃষ্টি-কর্ত্তার বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তবাক্যের একমাত্র প্রতিপাদ্য, এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান যে বেদসম্মত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ স্থানে অপর একটি আশঙ্কা হইতেছে, ব্রহ্মই যে জগতের জন্মাদির কারণ, বেদান্তবাক্য-সমূহের ব্রহ্মই যে একমাত্র প্রতিপাদ্য, ইহা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ, বিবিধ প্রকার মত দেখা যায়। প্রত্যেক বেদান্তেই সৃষ্টিক্রমবিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায়, কোন বেদান্তে আত্মা হইতে প্রথমে আকাশের সৃষ্টি, কোন বেদান্তে প্রথমে তেজ, কোথাও বা প্রাণাদি, এইরূপে সৃষ্টিক্রমের নানাবিধ ভেদ কথিত আছে, উক্তরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি থাকায় বেদান্ত-বাক্য-সমূহকে জগৎকারণ অবধারণ-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ বলা সঙ্গত নহে, স্মৃতি ও যুক্তিসঙ্গত কারণান্তর স্বীকার করাও উচিত। এই সম্ভাবনা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন—যদিও প্রত্যেক বেদান্তেই সৃজ্যমান আকা-শাদি বিষয়ে ক্রমের বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয়ে

কোন বিরুদ্ধ মতই দেখা যায় না, এ বিষয়ে সকলেই একমত, প্রত্যেক বেদান্তেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বময়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মাই স্রষ্টা, এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কার্য্যবিষয়ে মতভেদ থাকিলেই যে কারণ ব্রহ্ম বিষয়েও মত-ভেদ থাকিতে হইবে, এরূপ বলা যায় না, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রধানকেই যাঁহারা জগতের কারণ বলেন, তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র কারণ, ইহা বলা যায় না, কারণ, কোন শ্রুতিতে সংপূর্ব্বিকা, কোন শ্রুতিতে বা অসংপূর্ব্বিকা, কোন শ্রুতিতে বা "এই জগৎ পূর্ব্বে অসংস্বরূপই ছিল, তাহাই সৎ ছিল, তাহাই সম্ভূত হইয়াছিল" এইরূপে বিবিধ প্রকার সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত থাকায় বেদান্তে একমাত্র পদার্থ হইতেই যে সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ কথিত হয় নাই, অতএব বেদান্তে সৃষ্টি-কর্ত্তার অনিশ্চয়তা হেতু ব্রহ্মকেই জগতের একমাত্র কারণ বলা চলে না, পরন্তু প্রধানই যে কারণ, ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায়। "তৎকালে সেই এই জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল" ইহা দ্বারা অব্যক্ত প্রধানেই জগতের প্রলয় বলিয়া "সেই অব্যাকৃতই নাম ও রূপের দ্বারা ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছিল" এই বাক্যে সেই অব্যক্ত হইতেই জগতের সৃষ্টি হয় বলা হইয়াছে। যাহা নাম-রূপের দ্বারা ব্যক্ত হয় নাই, তাহাই অব্যাকৃত বা অব্যক্ত, অব্যক্তই প্রধান, এই প্রধান স্বভাবতঃই নিত্য ও সর্ব্ববিধ পরিণামের আশ্রয়; অতএব "সৎ অসৎ" এই দুইটি শব্দই তাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে, অতএব সাংখ্যসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ প্রধানই জগতের কারণ, বেদান্তবাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই মতখণ্ডনার্থ বলিতেছেন—তোমার এ মত সমর্থনের অযোগ্য, "যাঁহা হইতে এই জগতের জন্মাদি" এই সূত্রে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট একমাত্র ব্রহ্মই আকাশাদির

কারণরূপে ব্যপদিষ্ট বা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছে" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই উক্তরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্ববিধ দোষলেশ-বিবর্জ্জিত একমাত্র পরব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—সমাকর্ষাৎ—সম্যক্‌রূপ আকর্ষণ হেতু। "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই শ্রুত্যুক্ত 'অসৎ' শব্দ অভাবার্থক নহে, অবিদ্যমানার্থক; অতএব জগৎকারণ-বিষয়ে শ্রুতিতেও মত-ভেদ নাই, কারণ, সেই সেই স্থানে "সৎ"কে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই শ্রুতিতে অসৎ শব্দ নিরাত্মক অভাবার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, কারণ, উক্ত স্থলে "যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া কেহ মনে করে, তবে সে নিজেও অসৎ, যে অস্তি অর্থাৎ সৎ বলিয়া জানে, তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে" এই বাক্যের দ্বারা অসদ্বাদের অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এইরূপ বাক্যের নিন্দা দ্বারা সৎ ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মত্ব নির্ণয়ানন্তর "তিনি কামনা করিলেন" এই বাক্যের দ্বারা প্রস্তুত সেই পদার্থকে আকর্ষণ ও তাঁহা হইতেই এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া "তাঁহাকেই সত্য এইরূপ বলা হয়" এইরূপে উক্ত প্রস্তাবের উপসংহার পূর্ব্বক প্রস্তাবিত সৎপদার্থ-বিষয়ে "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই উদাহরণ দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকে যদি অভাবাত্মক অসৎ পদার্থকে বলাই অভিপ্রেত হইত,

তাহা হইলে এক পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া অন্ত পদার্থের উদাহরণ হেতুক বাক্যটি উন্মত্তপ্রলাপের স্থায়ই হইত। নামরূপবিশিষ্ট ব্যাকৃত বস্তুই সৎ শব্দে প্রসিদ্ধ। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়াই "সৎ ব্রহ্ম অসতের স্থায় ছিলেন" ইহা উপচার করা হইয়াছে। "সেই সৎ ছিলেন" এই বাক্যকে সমাকর্ষণ করিয়া "সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল" এ শ্রুতিকেও ঐ অর্থে যোজনা করিতে হইবে। অসৎ শব্দে যদি অত্যন্তা-ভাবই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে "সেই সৎ ছিল" ইহা দ্বারা কাহাকে আকর্ষণ করিবে? যাহার একেবারেই অভাব, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব, অতএব অসৎ শব্দের অর্থ অবিদ্যমান, অভাব নহে॥ ১৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এ স্থলেও অসৎকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এ স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, আনন্দময় ব্রহ্মই সমাকৃষ্ট বা সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন, কারণ, "সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে আনন্দময় অন্তরাত্মা অন্য" "তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব" "যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, এই সমস্তই সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হইলেন" এই সমস্ত ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারা আনন্দময় সত্যসঙ্কল্প সকলের স্রষ্টা ব্রহ্মকে সকলের মধ্যে প্রবেশ নিমিত্ত সকলের আত্মস্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "উক্ত বিষয়ে একটি শ্লোক আছে" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থের সাক্ষিস্বরূপ "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই শ্লোকটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরেও "ইঁহার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সেই ব্রহ্মকেই সমাকর্ষণ পূর্ব্বক সকলের শাসন-কর্তৃত্ব নিরতিশয় আনন্দদায়িত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ তাঁহারই বলিয়া

অভিহিত হইয়াছে; অতএব এই মন্ত্র সেই ব্রহ্ম-বিষয়েই অভিহিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপাত্মক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপবিশিষ্টভাবে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল না, এই কারণেই অসৎ শব্দে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এ স্থানেও এইরূপই সমাধান করিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—জগদ্বাচিত্বাৎ—জগৎকে বুঝাইতেছে বলিয়া। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে "যিনি পুরুষের কর্ত্তা, তিনি অবশ্যই জ্ঞাতব্য" এই যে বলা হইয়াছে, এই জ্ঞাতব্য পুরুষ পরমেশ্বর, কারণ, সে স্থানে পুরুষ শব্দে জগৎকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কৌষীতকী ব্রাহ্মণে বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে এইরূপ লিখিত আছে—"হে বালাকে! এই সমস্ত পুরুষের যিনি কর্ত্তা, এই সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানা অবশ্যই উচিত" এই শ্রুতিতে যিনি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি কি জীব? অথবা মুখ্যপ্রাণ? অথবা পরমাত্মা? কি বুঝিতে হইবে? "এই সমস্ত যাহার কর্ম্ম" এই বাক্যের দ্বারা প্রাণকেই বুঝাইতেছে, কারণ, স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াই কর্ম্ম, ঐ স্পন্দন প্রাণেরই আশ্রিত। ঐ বাক্যের শেষেও প্রাণের উল্লেখ আছে। শ্রুত্যন্তরেও আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ, প্রাণই সকল দেবতার প্রধান, প্রাণই ব্রহ্ম, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। আবার "এ সকল যাহার কর্ম্ম" ইহা দ্বারা জীবকেই জানিতে বলিয়াছেন, ইহাও বুঝাইতে পারে, কারণ, জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম আছে, তদ্ব্যতীত বাক্যশেষে জীবকে বুঝাইতে পারে,

এরূপ বাক্যও আছে। জীব প্রাণধারী, অতএব জীবকে প্রাণ বলাও অসঙ্গত নহে। সুতরাং জীব বা মুখ্য প্রাণ ইহাদের মধ্যে একটিই এখানে গ্রাহ্য, পরমেশ্বর নহে, কারণ, পরমেশ্বরবোধক কোন লক্ষণই এ স্থানে নাই। এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—এই পুরুষসমূহের কর্ত্তা বলিতে এ স্থানে পরমেশ্বরকেই বুঝিতে হইবে, জীবও নহে, প্রাণও নহে, প্রারম্ভ-বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রতীত হয়। এই প্রকরণের প্রারম্ভেই বালাকি অজাতশত্রুর সহিত 'তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিতেছি' বলিয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ সমস্ত বাদানুবাদের দ্বারা উক্ত বাক্যস্থ কর্তৃপুরুষ শব্দে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ জগতের স্রষ্টা নাই, জগৎ পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, ইহাই সর্ব্ববেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যবাদী পুনরায় নিজমত সমর্থনার্থ বলিতেছেন—বেদান্তবাক্যসমূহ যদিও চেতনাকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা হইলেও সেই সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রধান ও পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু জগৎকারণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রতীত হয় না; কৌষীতকী শাখ্যাধ্যায়িগণ বালাকি ও অজাতশত্রুর কথোপকথনপ্রসঙ্গে ভোক্তা পুরুষকেই জগৎকারণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া অধ্যয়ন করেন, "তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিতেছি" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "হে বালাকে! যিনি এই সমস্ত পুরুষের কর্ত্তা, এই জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে জানা প্রয়োজন" এইরূপে অজাতশত্রু বালাকিকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেন। "ইহা যাঁহার কর্ম্ম" এই কর্ম্মের উল্লেখ থাকায় প্রকৃতিরও অধ্যক্ষ ভোক্তা পুরুষই ব্রহ্মরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহেন, কারণ, তাঁহার কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, পুণ্য-পাপাদিরূপ কর্ম্ম ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের পক্ষেই সম্ভব। যাহা

কৃত হয়, তাহাই কর্ম্ম, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্ম্মশব্দে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য জগৎকেই বুঝাইতেছে, এই জগৎ যাহার কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞাতব্য, এইরূপ অর্থ করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক্ পদার্থ পরমাত্মাকেই এখানে বুঝাইতেছে, এরূপ বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে "হে বালাকে। যিনি এই সমস্ত পুরুষের কর্ত্তা, ইহা যাঁহার কর্ম্ম, এইরূপে কর্ত্তা ও কর্ম্মের পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। লোকসমাজে ও বৈদিকপ্রয়োগে পুণ্যপাপরূপ অর্থেই কর্ম্মশব্দ প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভোক্তার কর্ম্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন "এই সমস্ত পুরুষের কর্ত্তা" এই বাক্যটিও ভোক্তা পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। ইহার সারার্থ এই যে—আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবের ভোগ্য ও ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের যিনি কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও হেতুভূত পুণ্য ও পাপ যাঁহার কর্ম্মস্বরূপ, তাঁহাকেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেতন পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগৎকারণ। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—জগদ্বাচিত্ব হেতুক। এ স্থানে পুরুষশব্দে, পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মফলের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ এবং নিজেতে প্রকৃতি-ধর্ম্মসমূহ আরোপ পূর্ব্বক সেই প্রকৃতির পরিণামের হেতুস্বরূপ সাংখ্যোক্ত পুরুষ অভিহিত হন নাই, পরন্তু অবিদ্যাদি সমস্ত দোষলেশ হইতে বিমুক্ত, অসংখ্য কল্যাণজনক গুণের একমাত্র আধার পুরুষোত্তম পরমাত্মাই এখানে অভিহিত হইতেছেন, কারণ, "এই সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম" ইহার "এই" শব্দের সহিত সংসৃষ্ট কর্ম্মশব্দটি পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের কার্য্যভূত জগতেরই বাচক। এ স্থানে উক্ত কর্ম্মশব্দটি পুণ্যপাপরূপ কর্ম্ম নহে, পরন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা উপস্থাপিত চেতনাচেতনমিশ্রিত নিখিল জগতেরই বোধক। "যিনি ইহাদের কর্ত্তা, এই সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম" এই বাক্যে

কর্ত্তা ও কর্ম্মের পৃথক্‌ভাবে উল্লেখের হেতু এই যে, হে বালাকে! তুমি যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহাদের যিনি কর্ত্তা, তাহারা যাঁহার কার্য্যস্বরূপ, বিশেষ আর কি বলিব, নিখিল বিশ্বই যাঁহার কার্য্য, পরমকারণভূত সেই পুরুষোত্তমই একমাত্র জ্ঞাতব্য। জীবের কর্ম্মফলই জগদুৎপত্তির কারণ হইলেও জীব নিজেই নিজের ভোগ্য ও ভোগের উপকরণভূত পদার্থসমূহের উৎপাদক হইতে পারে না, পরন্তু নিজ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থসমূহই ভোগ করে, সুতরাং পুরুষগণের প্রতি সাংখ্যোক্ত পুরুষের কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, অতএব সমস্ত বেদান্তবাক্যে পরম কারণরূপে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই বেদ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৬।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—জীব ও মুখ্যপ্রাণের লক্ষণ থাকায়, ন—না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, তৎ—তাহা, ব্যাখ্যাতং —ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বাক্যশেষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের বোধক লক্ষণসমূহ থাকায়, উহা ব্রহ্মার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যদি বল, তাহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাক্যশেষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের লক্ষণ-সমূহ থাকায় উহাদের একটিরই এখানে গ্রহণ করা উচিত, পরমেশ্বরের নহে, সাংখ্যবাদী এই যে আপত্তি করিয়াছেন, ইহার প্রত্যুত্তর "নোপাস্ত্য ত্রৈবিধ্যাৎ" এই সূত্রেই দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যবাদীর ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে, জীব, মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্ম এই তিনের উপাসনার প্রসক্তি হয়, কিন্তু তাহা অসঙ্গত, উপক্রম ও উপসংহারে,

ঐ বাক্য ব্রহ্মবিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এই কথা দ্বারাই জীব ও মুখ্যপ্রাণ বুঝিবার সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। প্রাণশব্দও ব্রহ্মার্থে প্রযুক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। জীববোধক যে সমস্ত লক্ষণ আছে, তাহাও উপক্রম ও উপসংহারে ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ থাকায় তাহার সহিত অভেদাভিপ্রায়েই যোজনা করিয়া সমাধান করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব ও মুখ্য-প্রাণের লক্ষণ কীর্ত্তিত হওয়ায় এই প্রকরণে ভোক্তা পুরুষকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, পরমাত্মাকে নহে, এই যে বলা হইয়াছে, ইহার সমাধান প্রতর্দ্দনবিদ্যাতেই করা হইয়াছে। যে স্থানে উপক্রম ও উপসংহারের আলোচনা দ্বারা বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়াই নিশ্চিত হয়, সে স্থানে অন্যপদার্থজ্ঞাপক লক্ষণসমূহও তাহারই অনুকূল করিয়া ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য ইহা প্রতর্দ্দনবিদ্যাতেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এ স্থানেও বাক্যের প্রারম্ভে, বাক্যের মধ্যে ও বাক্যের শেষেও ব্রহ্মবিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ থাকায় ব্রহ্মপ্রতিপাদনই ঐ বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য, ইহা বুঝা যায়। অতএব ঐ স্থানে জীব ও মুখ্য প্রাণের বোধক যে সমস্ত উক্তি আছে, সেগুলি ও ব্রহ্মবিষয়েই অনুগত করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রতর্দ্দন-বিদ্যায় তিন প্রকার উপাসনা উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের লক্ষণসমূহ ব্রহ্মেই প্রযুক্ত, ইহা বলা হইয়াছে। প্রাণ শব্দও ব্রহ্মার্থেই সেখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব প্রাণরূপ শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকা যুক্তিসঙ্গত ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥

সূত্রার্থ।—জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য, তু—কিন্তু বলেন,

প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি—প্রশ্নোত্তর দ্বারাও, অন্যার্থম্—অন্য অর্থাৎ জীবের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই, একে চ—কোন কোন শাখাধ্যায়িগণও, এবম্—এইরূপই। কিন্তু জৈমিনি মুনি বলেন, প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর দেখিয়া জানা যায়, ব্রহ্মকে বুঝাইবার নিমিত্তই শ্রুতি জীবভাবের উপদেশ করিয়াছেন। বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণও এইরূপই বলেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত কৌষীতকীবাক্য জীবকে উদ্দেশ করিয়া বা ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা লইয়া কোন বিবাদই হইতে পারে না, কারণ, প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন, ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিবার জন্যই জীব বোধক বাক্য-সমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রশ্নে দেখা যায়, রাজা অজাতশত্রু সুপ্তপুরুষকে জাগরিত করিয়া, জীব যে প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় জীবাতিরিক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, উত্তরেও ঐরূপই প্রসঙ্গ আছে। এই প্রশ্নোত্তর পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যায়, কৌষীতকীবাক্য, পরমাত্মাই বেদ্য এইরূপ বলিয়াছেন। বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণও বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদে বিজ্ঞানময় শব্দের দ্বারা জীবকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মার উল্লেখ করিয়াছেন॥ ১৮।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবের লক্ষণ সমূহকে ব্রহ্মপর বলিয়া যোজনা করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জৈমিনি আচার্য্য বলেন, প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায়, জীব হইতে ভিন্ন পদার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনের নিমিত্তই উক্ত বাক্যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইয়াছে—"তাহারা উভয়ে সুপ্ত পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিল"। এই সমস্ত বাক্যে জীব যে প্রাণাদি

হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক্, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই প্রশ্ন করা হইয়াছে। সুপ্ত জীব যাহাতে অবস্থিত হইয়া জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধপ্রকার সুখদুঃখানুভবজন্য কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নতা ও সুস্থতা প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় ভোগের নিমিত্ত যাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা, ইত্যাদি বাক্যে সুষুপ্তির আধাররূপে প্রসিদ্ধ পরমাত্মাই জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আরও দেখ, বাজসনেয়-শাখিগণও এই বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদে সুষুপ্ত জীব হইতে তাহার আশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উক্ত কৌষীতকীবাক্যে পুরুষ বা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ নিখিল জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই জ্ঞাতব্য, এইরূপ উল্লিখিত হওয়ায় সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা তদধিষ্ঠিত প্রধান যে জগৎকারণ, ইহা বেদান্তের কোন বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৮ ॥

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—বাক্যান্বয়াৎ—বাক্যের সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্যও। পূর্ব্বাপর বাক্যসমূহের পর্য্যালোচনা দ্বারা জানা যায়, পূর্ব্বাপর বাক্যসমূহের সামঞ্জস্য-রক্ষা হেতুক, উক্ত বাক্যের ব্রহ্মার্থতাই যুক্তিযুক্ত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, "হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী পতির ইচ্ছায় বা পতির সন্তোষের নিমিত্ত তাহাকে ভালবাসে না" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "কেহ কাহার ইচ্ছাক্রমে প্রিয় হয় না, পরন্তু সকলেই নিজেরই সুখকামনায় সকলের প্রিয় হয়; অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য

নিদিধ্যাসিতব্য, এই আত্মদর্শন-শ্রবণাদি দ্বারা সমস্তই দৃষ্ট শ্রুত ইত্যাদি হয়"। এ স্থানে যে এই আত্মশব্দের উল্লেখ আছে, এই আত্মা কি জীবাত্মা না পরমাত্মা? আত্মকামনায় প্রিয় হয়, এই প্রিয়শব্দের দ্বারা ভোক্তা জীবাত্মারই সমর্থন হইতেছে, এইরূপ মনে হয়, পরে আবার "আত্মবিজ্ঞান হইলেই সর্ব্ববিজ্ঞান হয়" এইরূপ উপদেশ থাকায় পরমাত্ম-বিষয়েই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহাও মনে হয়, অতএব কোন্‌টি বুঝিতে হইবে? জীবাত্মা না পরমাত্মা? বাক্যের প্রারম্ভ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, জীবাত্মা বিষয়েই উপদেশ করিয়াছেন, কারণ, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, ধন ইত্যাদি সমস্তই আত্মার ভোগের উপকরণ, সুতরাং আত্মার সুখের নিমিত্তই উহারা প্রিয়, এইরূপ আরম্ভ দ্বারা শ্রুতি ভোক্তা জীবাত্মারই সূচনা করিয়াছেন। এইরূপ বাক্যমধ্যে ও বাক্যশেষেও যে সমস্ত প্রসঙ্গ আছে, তাহাও জীবাত্মারই বোধক, অতএব "আত্মাকে জানিতে পারিলেই সমস্তই জানা হয়" এই বাক্য ঔপচারিক মাত্র, উহাও ভোক্তা জীবাত্মাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। এই মতের প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন—ঐ বাক্যের অভিধেয় জীবাত্মা নহে, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে পরমাত্মা অর্থেই ঐ বাক্যের সমন্বয় দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে আত্মবিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন, আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না, জীব স্বয়ংই মুক্তিকামী, ঐ আত্মা যদি জীবাত্মাই হয়, তাহা হইলে জীবাত্মার জ্ঞানে জীবের মুক্তি, ইহা একেবারেই অসম্ভব, অতএব পরমাত্ম-বিষয়েই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য, জীবাত্মবিষয়ে নহে ॥ ১৯ ॥

শ্রী ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানেও সাংখ্যোক্ত পুরুষাখ্য পঞ্চবিংশতত্ত্বের সমর্থক বাক্য দেখা যায়, অতএব তদতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন—বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে আছে, "হে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির

জন্য পতি প্রিয় হন না, আত্মার প্রীতি ইচ্ছাতেই পতি প্রিয় হন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন, "কাহারও প্রীতির জন্যই কেহ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই সকলের প্রিয় হয়" "আত্মাকে দেখিবে, শুনিবে, মনন করিবে, একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে, আত্মাকে দর্শন-শ্রবণাদি করিলে এই সমস্তই জানা যায়।" এ স্থানে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ইত্যাদি বলিয়া যে আত্মার উপদেশ করা হইয়াছে, ঐ আত্মা কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ? অথবা সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা? বাক্যারম্ভে, বাক্যমধ্যে ও বাক্যশেষে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহা দ্বারা সাংখ্যোক্ত পুরুষ হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। বাক্যের প্রথমেই স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, পশু ইত্যাদি প্রিয়বস্তুর সংযোগ থাকায় উহা জীবাত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এইরূপ বাক্যমধ্য ও বাক্যশেষের উক্তি-সমূহও জীবাত্মারই প্রতিপাদক, অতএব উক্ত আত্মা ঈশ্বর নহে, সাংখ্যোক্ত পুরুষই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—ঐ বাক্যে সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই প্রতীত হইতেছেন, কারণ, তাহা হইলেই বাক্যাংশ-সমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য সাধিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পরমাত্মবিষয়ে নানা উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সেই আত্মাকে জানিলেই মুক্ত হয়" ইত্যাদি। অতএব "আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি বলিয়া যাঁহার উপদেশ করা হইয়াছে, মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া তিনি পরমাত্মাই হইবেন, জীবাত্মা নহে। আরও দেখ, "আত্মার প্রীতিকামনায়" এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দ জীবাত্মবোধক হইলেও "আত্মা দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি বাক্যস্থ আত্মা পরমাত্মাই হইবেন। ইহার সারার্থ এই যে, যে হেতু পতি-প্রভৃতির প্রিয়সাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আত্মার অর্থাৎ নিজেরই প্রীতির জন্য তাহাদিগকে নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয়, সেই জন্যই যে পরমাত্মা নিজের নিরপেক্ষ নির্দ্দোষ ও

নিরতিশয় প্রিয়, সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ; কিন্তু যাহারা দুঃখমিশ্রিত কিঞ্চিৎ সুখপ্রদ, অথচ পরিণামে কেবল দুঃখপ্রদ, পরাধীন পতি-পত্নী-পুত্রাদি-বিষয়সমূহ দ্রষ্টব্য নহে। আরও, এই প্রকরণে জীবাত্মবাচক শব্দের দ্বারাও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় "আত্মার প্রীতির নিমিত্ত" "আত্মাই দ্রষ্টব্য" এই উভয় স্থলেই আত্মশব্দদ্বয় একমাত্র পরমাত্মা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ—প্রতিজ্ঞার সাফল্যের, লিঙ্গং—লক্ষণ, আশ্মরথ্যঃ—আশ্মরথ্য মুনির অভিমত। আশ্মরথ্য মুনি বলেন, প্রিয়শব্দ দ্বারা সূচিত জীবাত্মাই দ্রষ্টব্য ইত্যাদি উক্তি, আত্মাকে জানিলেই সবই জানা হয়, এই প্রতিজ্ঞার সমর্থনেরই লক্ষণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"আত্মাকে জানিলেই এই সমস্তই জানা হয়, যাহা কিছু দৃশ্যমান, সবই আত্মা" এই যে সব প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, পূর্বোক্ত "আত্মার প্রিয়কামনায়' ইত্যাদি স্থলে প্রিয়শব্দের দ্বারা জীবকেই বুঝাইতেছে এবং সেই জীবই দ্রষ্টব্য ইত্যাদি উক্তি-সমূহ উক্ত প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিকেই সূচনা করিতেছে অর্থাৎ সমর্থন করিতেছে। জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞান হইলেও জীবাত্মার জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব একটিকে জানিলেই সবই জানা হয়, এই প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়া যায়, সেই জন্যই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের সমর্থনার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা দেখান হইয়াছে, আশ্মরথ্য আচার্য্য এইরূপ বলেন। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যখন কোন ভেদ নাই,

তখন একেকে জানিলেই উভয়কেই জানা যায়। জীবতত্ত্বজ্ঞানেই ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানেই জগত্তত্ত্বে জ্ঞানলাভ হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য বলেন—জীবাত্মবোধক শব্দ দ্বারা যে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সে কেবল "একেকে জানিলেই সবই জানা হয়" এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সামঞ্জস্যবিধানের নিমিত্ত। পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন এই জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হন, তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য হেতুক পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেও জীববিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল" এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে উভয়ের একত্ব-নির্দ্দেশ হেতুক, এবং "প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন অগ্নিতুল্যই সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একমাত্র অক্ষর ব্রহ্ম হইতেই বিবিধ প্রাণী উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়" এই বাক্যেও ব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি ও তাঁহাতেই লয় উল্লেখ থাকায় জীব ও ব্রহ্মের অভেদই প্রতিপন্ন হইতেছে, এই জন্যই এ স্থানে জীবশব্দের দ্বারা পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবে ॥ ২০ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—উৎক্রমিষ্যতঃ—উৎক্রমণ বা দেহাদি হইতে নিষ্ক্রমণকারী জীবের, এবংভাবাৎ—এইরূপ অবস্থা হেতুক, ইতি—এইরূপ, ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমি বলেন। ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্য বলেন, জীব যখন দেহেন্দ্রিয়াদিতে আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কালেই জীব পরমাত্মার ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিবার জন্যই শ্রুতি উক্তরূপ অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সকল উপাধি-সংস্পর্শ হেতু কলুষীভূত হইয়া ব্রহ্মই জীব নামে আখ্যাত হন, পরে জ্ঞান-ধ্যান ইত্যাদি সাধনসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সেই কলুষতা দূর হয়, তখন দেহাদি উপাধি-সমূহে বিরক্ত হইয়া তাহা হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ মুক্ত হন, এবং তৎকালেই জীব-ভাবের অভাব হেতুক পরমাত্মার সহিত ঐক্যলাভ হয়, সেই ঐক্যাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ সমস্ত বাক্য বলিয়াছেন, ঔড়ুলোমি আচার্য্য এইরূপ বলেন। শ্রুতিতে আছে—"এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্ন বা আসক্তিবিমুক্ত জীব এই শরীর হইতে নিক্রান্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ লাভ করত নিজ-স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হন"। কোন কোন স্থলে নদীর দৃষ্টান্তের দ্বারাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, নাম রূপ জীবেরই, ব্রহ্মের নহে। যথা—"প্রবহমাণা নদী যেমন নিজের গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নাম-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ জীবও নিজের আশ্রয় নাম-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমপুরুষে বিলীন হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জীব ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন, অতএব উভয়ে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া এক বিজ্ঞানেই সকলের বিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের সমর্থনের জন্য জীবশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত, কারণ, "জ্ঞানী ব্যক্তির জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, জীবের জন্ম নাই, এবং জীবেরই প্রাক্তন কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি, নচেৎ সৃষ্টিবৈষম্যের কোন সমাধান হয় না। আরও দেখ, ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি আকাশাদির ন্যায়ই সুলভ, অতএব তাহার জন্য সাধনাদির অনুষ্ঠানও নিরর্থক হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ ঘটাদি যেমন তাহার কারণস্বরূপ মৃত্তিকাতে পরিণত হইলে

বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবেরও কারণস্বরূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি, তাহার বিনাশই বলিতে হইবে; অতএব মোক্ষ তাহার পক্ষে অপুরুষার্থ অর্থাৎ প্রার্থনীয় হইতে পারে না। জীবাত্মার উৎপত্তি ও প্রলয়বিষয়ে পরে বিস্তৃত-ভাবে উপপাদন করা যাইবে। এই জন্যই ঔড়ুলোমি বলেন, "এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ মায়ামোহবিনির্ম্মুক্ত জীব এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে লাভ করত নিজস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে পরিণত হয়" "প্রবহমাণ নদী-সমূহ যেমন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ নাম-রূপ পরিত্যাগ করত সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিও নাম-রূপ হইতে মুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন" এই সমস্ত শ্রুতিতে দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকারী জীবেরই পরমাত্মভাব হয় বলিয়া উক্তি থাকায় এ স্থলে জীব শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—অবস্থিতেঃ—অবস্থিতি হেতুক, ইতি—এইরূপ, কাশকৃৎস্নঃ,—কাশকৃৎস্ন বলেন। কাশকৃৎস্ন নামক আচার্য্য বলেন, পরমাত্মাই দেহমধ্যে জীবভাবে অবস্থান করেন বলিয়া শ্রুতি ঐরূপ অভেদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কাশকৃৎস্ন আচার্য্য বলেন, এই পরমাত্মাই জীবাত্মরূপে দেহমধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া উভয়কে অভিন্নরূপে যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে আছে—"ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপ গ্রহণপূর্ব্বক বিকাশ প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিত, ইহা দেখাইয়াছেন। তেজঃ প্রভৃতি যে সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে, সে সময়ে জীবের সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ

নাই, যাহা দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীব পৃথক্ পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে, কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য ও ঔড়ুলোমির মত অপেক্ষা কাশকৃৎস্নের মতই বেদের অনুযায়ী বলিয়া মনে হয়। জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়। জীবকে ব্রহ্মের বিকারবিশেষ স্বীকার করিলে, কালে বিকারের বিনাশ হয়, অতএব জীবের মুক্তি বা নাম-রূপের জীবাশ্রিততা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞানকল্পিত নাম-রূপবিশিষ্ট দেহাদি আশ্রয় জন্যই জীব পরমাত্মার ভেদ, উহা বাস্তবিক নহে, সমস্ত বেদান্তবাদিকর্ত্তৃক এ অর্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রুতিস্মৃতিতেও ইহার অনুকূল বহু প্রমাণ আছে। ব্রহ্মই জীব। যাঁহারা জীবকে পৃথক্ পদার্থ বলেন, তাঁহারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়ে বাধা প্রদান পূর্ব্বক মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ সম্যক্ জ্ঞানলাভেরই বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাঁহারা মোক্ষকে জন্য অতএব নশ্বর বলেন, অতএব তাঁহাদের উক্তি একেবারেই অযৌক্তিক॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে যে বলা হইয়াছে, দেহ হইতে উৎক্রমণকালে জীবের ব্রহ্মভাব হয় বলিয়া জীবশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইয়াছে, এ উক্তি বিচারসহ নহে, সুতরাং অযৌক্তিক। দেহ হইতে উৎক্রমণের পূর্ব্বে জীবের যে অব্রহ্মভাব, তাহা কি স্বাভাবিক? না ঔপাধিক? তাহার মধ্যেও আবার জিজ্ঞাস্য, উহা কি পারমার্থিক? না অপারমার্থিক? অর্থাৎ ঐ স্বাভাবিক বা ঔপাধিক ভাব যথার্থ না অযথার্থ? ঐ অব্রহ্মভাব যদি স্বাভাবিক বল, তাহা হইলে কোন কালেই তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম হইতে তাহার ভেদ যখন স্বাভাবিক, তখন সেই ভিন্ন বস্তু বিদ্যমান থাকিতে ভেদের অভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা কখনই হইতে পারে না। আর যদি বল, ভেদের সহিত তাহার স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া

যায়, তাহা হইলে বিনাশহেতুকই তাহার ব্রহ্মভাব হইতে পারে না, পরন্তু তাহাতে অপুরুষার্থত্বাদি দোষও সম্ভাবিত হয়। আর যদি বল, উহা যথার্থই ঔপাধিক, তাহা হইলে জীবের ব্রহ্মভাব ত পূর্ব্ব হইতেই আছে, উৎক্রমণের সময় ব্রহ্মভাব হয়, ইহা বিশেষ করিয়া বলার কোন সার্থকতাই থাকে না। আরও দেখ, "এই শরীর সমুত্থিত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে পূর্ব্বে অব্রহ্মভাববিশিষ্ট জীবের উৎক্রমণকালে যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়, এরূপ বলেন না, পরন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ স্বরূপের প্রকাশ পায়, ইহাই বলিয়াছেন। পরেও বলিলেন, "ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা প্রকাশ পায়" ইত্যাদি। অতএব "জীবরূপে পরমাত্মা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া" "যিনি অক্ষর অর্থাৎ জীবের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্ব-পাপবিনির্ম্মুক্ত, দিব্যরূপী এক অদ্বিতীয় নারায়ণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে, নিজেরই শরীরস্বরূপ জীবাত্মাতে অন্তরাত্মরূপে অবস্থিতি করেন, এইরূপ উল্লেখ থাকায় জীবশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ইহাই কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মত। অন্যান্য শ্রুতিসমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারাও কাশকৃৎস্নের মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয় এবং সূত্রকারও কাশকৃৎস্নের মতই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণোক্ত আত্মশব্দ পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, এবং পরব্রহ্মই জগৎকারণ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা তদধিষ্ঠিত প্রকৃতি নহে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ২২ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকৃতিশ্চ—উপাদানকারণও, প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-নুপরোধাৎ—প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ হেতুক অর্থাৎ সামঞ্জস্যরক্ষার্থ। প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত-বাক্যের সামঞ্জস্যরক্ষার্থ

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ব্রহ্ম কেবল জগতের নিমিত্তকারণই নহেন, উপাদানকারণও; ইহা স্বীকার না করিলে. প্রতিজ্ঞা- ও দৃষ্টান্তের বিরোধ উপস্থিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অভ্যুদয় বা স্বর্গাদিলাভের নিমিত্তভূত ধর্ম্মকে জানা যেমন আবশ্যক, তেমনই মোক্ষ-লাভের হেতুভূত ব্রহ্মকেও জানা আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণেও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগৎকারণ, কিন্তু ঐ কারণ কোন্ কারণ? ঘট-কুণ্ডলাদি কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা-সুবর্ণাদি যেমন উপাদান কারণ, সেইরূপ উপাদান-কারণ? না কুম্ভকার-স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্তকারণ? আপাত-দৃষ্টিতে নিমিত্তকারণ বলিয়াই মনে হয়, কারণ, ব্রহ্ম ঈক্ষা বা আলোচনা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রুতিতে এই-রূপই উক্তি আছে। আলোচনা পূর্ব্বক কর্তৃত্ব নিমিত্তকারণেরই অন্ত-র্গত, ইহা ঘট-কর্ত্তা কুম্ভকারাদিতেই দেখা যায়। লোকব্যবহারেও দেখা যায়, কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে বিবিধ আলোচনার অনন্তর তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আদিকর্ত্তার সম্বন্ধেও এই যুক্তি অবশ্যই প্রযোজ্য, কারণ, তিনি ঈশ্বর। মনুষ্যদের রাজা বা বৈবস্বতাদিও ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভুশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা লৌকিক কার্য্যের প্রতি যেমন নিমিত্তকারণ বলিয়াই প্রতীত হন, উপাদানকারণ নহে, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও জগৎকার্য্যের পক্ষে নিমিত্তকারণত্বই সঙ্গত, উপাদানকারণত্ব নহে। কার্য্য উপাদানকার-ণেরই অনুরূপ, ইহাই নিয়ম। কার্য্যভূত এই জগৎ অবয়ববিশিষ্ট, অচেতন ও অশুদ্ধ বা বৈকারিক, ব্রহ্ম যদি ইহার উপাদানকারণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতেও কার্য্যভূত জগতের ঐ ধর্ম্মগুলি থাকা আবশ্যক, কিন্তু শাস্ত্র বলে, "ব্রহ্ম নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনিন্দিত, নিরঞ্জন বা বিশুদ্ধ" ইত্যাদি। অতএব সাংখ্যপ্রসিদ্ধ অশুদ্ধ অচেতন সাবয়বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিরিক্ত

কোন পদার্থকেই জগতের উপাদানকারণ ও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে নিমিত্ত-কারণ বলা উচিত। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—না, ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত দ্বিবিধ কারণই বলা উচিত; কারণ, তাহা হইলে শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হয় না। শ্রুতিতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে—এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, ঘটাদির উপাদানকারণস্বরূপ এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সমস্ত মৃন্ময় বস্তুরই জ্ঞান হয় ইত্যাদি। উপাদানকারণের জ্ঞান না হইলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয় না; অতএব অন্য অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণ, এবং অন্য উপাদানও না থাকায় তিনিই ইহার উপাদানকারণ॥ ২৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা:—পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা নিরীশ্বর সাংখ্য বা কপিলমতাবলম্বী নিরস্ত হইলে পর সেশ্বর সাংখ্য বা পতঞ্জলির মতাবলম্বী আবার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—বেদান্তশাস্ত্র ঈক্ষণাদি চেতনপদার্থের গুণযোগ থাকায় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও প্রধানকেও আবার জগতের উপাদানকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাও প্রতীত হয়, কারণ, বেদান্তশাস্ত্র, ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, জড়, পরিণামী অর্থাৎ বিকারবিশিষ্ট প্রধান বা প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সর্ব্বজ্ঞ নির্ব্বিকার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরই যে জগৎকারণ, ইহা বলেন নাই। শ্রুতি দৃষ্টে ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর উপাদানকারণস্বরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—"প্রকৃতি আমা দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া চরাচর বিশ্বকে প্রসব করিতেছে"। অতএব শ্রুতিস্মৃতি উভয়ত্রই যখন দেখা যাইতেছে যে, প্রধানে অধিষ্ঠান ব্যতীত কেবল ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রধানকে উপাদানকারণ না বলিলেও প্রধানের

অভিন্ন ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই প্রধানের উপাদানকারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা ব্যতীতও সাধারণতঃ উপাদান ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই ভেদ দেখা যায়। অচেতন মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদিই ঘট-বলয়াদির উপাদানকারণ, আর চেতন কুম্ভকার-স্বর্ণকারাদি নিমিত্তকারণ হয়; অতএব এক ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান দুই-ই, বেদান্তবাক্য ইহা প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই, অতএব ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ ও ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রধান উপাদানকারণ। এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—না, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণই নন, তিনি উপাদানকারণও, যে হেতুক, তাহা স্বীকার না করিলে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ অর্থাৎ অবিরোধ বা সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা উক্ত আছে। তাহার দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন—একমাত্র মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা কারণের জ্ঞানেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, ইহা দেখাইতেছেন। নিমিত্তকারণস্বরূপ কুম্ভকারকে জানিলে যেমন ঘটাদি জানা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত জগতের বিজ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়। ব্রহ্মকে যদি উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উপাদানীভূত মৃত্তিকাদিজ্ঞানে ঘটাদিবিজ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বজগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মকে জানিলেই ব্রহ্মকার্য্য জগতের জ্ঞান হইতে পারে। কারণই রূপান্তরিত হইয়া কার্য্য নামে অভিহিত হয়, উহারা পৃথক্ দ্রব্য নহে, অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, ইহা নিশ্চিত হইল ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—অভিধ্যোপদেশাচ্চ—সৃষ্টিসঙ্কল্পের উপদেশ হেতুকও।

শ্রুতিতে "আমি সৃষ্টি করিব" ব্রহ্মের এইরূপ সঙ্কল্পের উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদানকারণতা উভয়ই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি কামনা বা সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব", "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব" এই দুই শ্রুতিতে সঙ্কল্পের উপদেশ থাকায় আত্মার কর্ত্তৃত্ব বা নিমিত্তকারণতা ও প্রকৃতি বা উপাদানকারণতা উভয়ই দেখান হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব" "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের নিজেরই বহু হইবার সঙ্কল্পের উপদেশ থাকায় "আমিই চেতনাচেতন বিবিধরূপে বহু হইব এবং জন্ম গ্রহণ করিব" ইত্যাদিরূপে সঙ্কল্প পূর্ব্বকই সৃষ্টির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; এ জন্যও ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান দ্বিবিধ কারণই হইবেন ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—সাক্ষাচ্চ—সাক্ষাৎভাবেও, উভয়াম্নানাৎ—উভয়েরই কথন হেতুক। শ্রুতি সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রহ্মকেই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ দুই-ই বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই সমস্ত ভূতই আকাশ বা ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন হয় ও আকাশেই বিলীন হয়" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই সাক্ষাৎভাবে প্রলয় ও সৃষ্টির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এ জন্যও ব্রহ্ম প্রকৃতি বা উপাদানকারণ; কারণ, যাহা হইতে

যাহার উৎপত্তি ও যাহাতে লয়প্রাপ্তি হয়, তাহাই তাহার উপাদান ; যেমন ধান্যাদির উপাদান পৃথিবী। "আকাশাদেব" অর্থাৎ আকাশ হইতেই এই "এব" বা নিশ্চয়ার্থক শব্দ দ্বারা আকাশ বা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদান নাই, ইহাই সূচিত হইয়াছে। কার্য্যের নাশও উপাদান ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কেবল প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও সঙ্কল্পের উপদেশ হেতুকই যে ব্রহ্মের উভয়বিধকারণত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে, শ্রুতি সাক্ষাৎভাবেও ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব বলিয়াছেন, "বল কি ? কোথায় সেই বৃক্ষ ছিল ? সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ও সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্রষ্টা ব্রহ্মের উপাদান কি ? এবং উপকরণই বা কি ? লোকব্যবহারে এই সমস্ত জিজ্ঞাসিত হইলে পর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিরুদ্ধ নহে, এ জন্য তিনি উপাদান ও উপকরণ, ইহা বলাও অসঙ্গত হইতে পারে না, অতএব ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত দ্বিবিধ কারণই হইতে পারেন ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—আত্মকৃতেঃ—নিজের কৃতি হেতুক, পরিণামাৎ—পরিণাম বশতঃ। ব্রহ্ম স্বয়ংই নিজেকে বিকাররূপে পরিণত করিয়াছেন বলিয়াও ব্রহ্মই উপাদানকারণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে করিলেন" অর্থাৎ বিশ্বাকারে পরিণত করিলেন, ব্রহ্মপ্রকরণোক্ত ব্রহ্মের এই শ্রুতিতে নিজেরই কর্ম্মত্ব ও কর্তৃত্ব দেখান

হইয়াছে, "নিজেকে" কর্ম্মপদ, "নিজেই করিলেন" ইহা কর্তৃপদ ; এ কারণেও ব্রহ্ম প্রকৃতি বা উপাদানকারণ। যদি বল, পূর্ব্ব হইতেই যাহা "কর্ত্তা" বলিয়া অবধারিত আছে, তাহার আবার ক্রিয়মাণতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যাহা নাই, তাহারই "করা" সম্ভব হয়, যাহা আছে, তাহার আবার করা কি ? ইহার উত্তরে বলিব, পরিণামাৎ অর্থাৎ পরিণত করিলেন। আত্মা বা ব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও আপনাকে বিকাররূপে অর্থাৎ জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপ পরিণাম মৃত্তিকাদি উপাদানেও দৃষ্ট হয়। আপনাকে আপনিই—এই "আপনিই" শব্দ দ্বারা অন্য কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই এই অর্থ প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ নিজেই নিমিত্ত। "পরিণামাৎ" এই পদটি যদি পৃথক্-সূত্র হয়, তাহা হইলে—"তিনি প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, তিনি বাক্যের গোচর, বাক্যের অগোচরও" এই ব্রহ্মাধিকরণ শ্রুতিতে ব্রহ্মই বিকাররূপে পরিণত হন, এইরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মই উপাদানকারণ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "তিনি নিজেই নিজেকে করিয়াছিলেন" এই শ্রুতি দ্বারা সৃষ্টিবিষয়ে কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব উভয়ই সেই ব্রহ্মেরই প্রতীত হওয়ায় নিজেকেই বহুরূপে পরিণত করায় তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। নাম-রূপের দ্বারা অবিভক্ত অর্থাৎ নাম-রূপহীন আত্মা কর্ত্তা, আর নাম-রূপের দ্বারা বিভক্ত অর্থাৎ নাম-রূপবিশিষ্ট আত্মা কর্ম্ম, সুতরাং কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বের কোন বিরোধ হয় না। "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ" "ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ" "তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-পিপাসা-বিবর্জ্জিত" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত, স্বভাবতই চেতন ও অচেতন

পদার্থে অবস্থিত, সমস্ত দোষলেশবর্জ্জিত, নিরতিশয় জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের পুরুষের অনীপ্সিত অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্র জগৎপ্রপঞ্চরূপে নিজেকে বহুরূপে পরিণত করার ইচ্ছা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, বিরোধ হয় না, পরিণামই তাহার কারণ। এ স্থানে পরব্রহ্মবিষয়ে যে পরিণামের উপ-দেশ করা হইয়াছে, তাহা পরিণামের স্বাভাবিকত্ব হেতুকই দোষাবহ হয় না, বরঞ্চ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যকেই সূচিত করে। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরিণাম সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ আছে যে—নিজের শরীরস্বরূপ জগৎ-প্রপঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদি কারণপরম্পরাক্রমে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম জড়পদার্থমাত্রে পরিণত হয়, উক্ত তমঃও ব্রহ্মেরই শরীর বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করার অযোগ্য অতি সূক্ষ্ম দশা প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায়, তদনন্তর উক্তরূপ তমঃশরীরবিশিষ্ট, সর্ব্ববিধ উপাদেয় কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, নিজের লীলার উপকরণস্বরূপ এবং নিজেরই শরীরস্বরূপ সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থসমূহের আত্মরূপী পরব্রহ্মই "আমি পূর্ব্বকল্পের ন্যায় নাম-রূপের দ্বারা বিভক্ত চেতনাচেতনাত্মক প্রপঞ্চশরীর ধারণ করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রলয়ক্রমে নিজেকে জগৎশরীররূপে পরিণত করেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মের শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম নিজশরীরস্থানীয় সেই নামরূপাদিকে পৃথক্‌রূপে পরিণত করেন ও নিজে অবিকৃত অবস্থাতেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হন, সুতরাং উক্ত বিরোধের কোন আশঙ্কাই নাই। অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি বা প্রধান নহে ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—যোনিশ্চ—উৎপত্তি অর্থাৎ উপাদানকারণ, হি-

যেহেতু, গীয়তে—কথিত হন। যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকেই জগতের যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়াছেন, এ জন্যও তাঁহার উপাদানকারণত্ব সিদ্ধ হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদান্তশাস্ত্রে "ব্রহ্মই যোনি বা প্রকৃতি" এইরূপ বর্ণিত হওয়ায় তিনিই প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ। বেদান্তে আছে, "তিনি কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ বা আত্মা ও ব্রহ্মযোনি বা পূর্ণপ্রকৃতি" "পণ্ডিতগণ সর্ব্বভূতের প্রকৃতি,বা মূলকারণস্বরূপ যাঁহাকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন"। যোনি শব্দের অর্থ প্রকৃতি, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। এইরূপে লোক বেদ উভয়ত্রই ব্রহ্মেরই প্রকৃতিত্ব প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলে, আলোচনা বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণেই পরিদৃষ্ট হয়, উপাদানকারণে নহে, তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, শাস্ত্রার্থ লোকপ্রযোজ্য অর্থের অনুসরণও করে না, অনুমানগম্যও নহে, শাস্ত্রার্থ শাস্ত্রানুকূলই করণীয়। শাস্ত্রই ঈক্ষিতা বা আলোচক ঈশ্বরকে প্রকৃতি বা উপাদানকারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতিকারণই। এ বিষয়ে পরে পুনবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবিব ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"কর্ত্তা, ঈশ্বর, যোনি অর্থাৎ উপাদান, ব্রহ্ম পুরুষকে" "ধীরগণ সর্ব্বভূতের যোনিরূপ যাঁহাকে দর্শন করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই যোনিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যোনি শব্দের অর্থ উপাদানকাবণ, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ দুই-ই ॥ ২৭ ॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ।

সূত্রার্থ।—এতেন—ইহা দ্বারা, সর্ব্বে—অপর সমস্তই, ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ—ব্যাখ্যা করা হইল, ব্যাখ্যা করা হইল। প্রধানকারণবাদ খণ্ডনার্থ যে সমস্ত যুক্তি দেখান হইল, ইহা দ্বারাই পরমাণ্বাদি-কারণবাদও খণ্ডন করা হইল জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণতাবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। এরূপ ভাবে খণ্ডন করিবার কারণ এই যে, বেদান্তমধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণাভাস আছে, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সেগুলিকে সাংখ্যোক্ত প্রধানবাদের সমর্থক বলিয়াই ভ্রম করিতে পারে। সাংখ্যেও কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকৃত হওয়ায় তাহা বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত, এই জন্যই কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকার নিজ নিজ গ্রন্থে ঐ মত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এই জন্যই সূত্রকার প্রধানবাদখণ্ডনার্থ এত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, পরমাণুকারণবাদাদি খণ্ডনার্থ তিনি এত আয়াস স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ মতও খণ্ডনীয়, এই জন্যই সূত্রকার প্রধান মল্লকে পরাস্ত করিলেই যেমন সকল মল্লকেই পরাস্ত করা হয়, এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন, যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করা হইল, পরমাণুপ্রভৃতির কারণবাদও ইহা দ্বারাই খণ্ডন করা হইল জানিবে; কারণ, তাহারাও প্রধানকারণবাদের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। "ব্যাখ্যা করা হইল, ব্যাখ্যা করা হইল" এই দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তিসূচক ॥ ৮ ॥

প্রথম অধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পাদচতুষ্টয়ে প্রদর্শিত এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত জগৎকারণপ্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমূহ যে চেতনাচেতনবিলক্ষণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক, তাহা ব্যাখ্যা করা হ ল। "ব্যাখ্যা করা হইল, ব্যাখ্যা করা হইল" এই দুইবার উক্তি অধ্যায়সমাপ্তির দ্যোতক ॥ ২৮ ॥

প্রথম অধ্যায়ের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার
চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দুর্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং,
পরীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুত্তরাশ্রয়ম্।
সুদর্শনেন শ্রুতিমৌলিমব্যথং,
ব্যধাৎ স কৃষ্ণঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ॥

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গাৎ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ—স্মৃতি-সমূহের নির্ব্বিষয়তাদোষ উপস্থিত হয়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ—অন্য স্মৃতিরও নির্ব্বিষয়তাদোষ উপস্থিত হইতে পারে। ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হইলে কপিলাদিকৃত স্মৃতিগ্রন্থসমূহ নিতান্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে, এরূপ আশঙ্কা তুমি যদি কর, তাহার উত্তরে আমি বলিব, ব্রহ্মই কারণ, ইহা স্বীকার না করিলে মন্বাদি অন্যান্য স্মৃতিও নিরর্থক হইয়া পড়ে; অতএব যে স্থানে একপক্ষকে স্বীকার করিলে অন্য-পক্ষের নৈরর্থক্যদোষ সঙ্ঘটিত হয়, সে স্থানে পূর্ব্বপক্ষই হয় না;

বিশেষতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে শ্রুতিই প্রামাণ্য, অতএব তোমার আপত্তি অযৌক্তিক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রথমাধ্যায়ে ঘটাদির পক্ষে মৃত্তিকাদির ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর জগতের উৎপত্তিকারণ, উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তা বলিয়া স্থিতির কারণ, এবং এই বিস্তৃত জগৎকে আত্মাতেই লীন করেন বলিয়া লয়েরও কারণ অর্থাৎ তিনি এই চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সমস্ত বেদান্তবাক্যই সমন্বয়ে "তিনিই আমাদের সকলের আত্মা" এবং প্রধান বা পরমাণুর কারণবাদ অবৈদিক, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধুনা স্বপক্ষে স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ পরিহার, প্রধানাদিবাদীদের যুক্তি যুক্তিই নহে, যুক্তির ভান মাত্র, বেদান্তোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধশূন্য, অতএব যুক্তিসিদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রতিপাদনের নিমিত্ত দ্বিতীয়াধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই সাংখ্যোক্ত বিরোধসমূহ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার পরিহার করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই যা বলা হইয়াছে, তাহা অযৌক্তিক, কারণ, এ মত স্বীকার করিলে স্মৃতিগ্রন্থসমূহের অনবকাশ বা অপ্রামাণ্য দোষ উপস্থিত হয়। কাপিল বা ষষ্টিতন্ত্র নামক সাংখ্যস্মৃতি পরমর্ষিপ্রণীত ও শিষ্টগণকর্ত্তৃক সমাদৃত। অন্যান্য কতকগুলি স্মৃতিও কাপিলস্মৃতিরই মতানুসরণ করে। ব্রহ্মই কারণ, ইহা স্বীকার করিলে ঐ সমস্ত স্মৃতির অপ্রামাণ্য হেতুক কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। ঐ সমস্ত স্মৃতিতে স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানই জগতের কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ দিয়াছেন। কপিলাদি-প্রণীত স্মৃতিসমূহ মোক্ষোপযোগী তত্ত্বজ্ঞানলাভ উদ্দেশেই প্রণীত হইয়াছে, অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মবিষয়ে নহে, তত্ত্বোপদেশিকা স্মৃতিও যদি অপ্রামাণ্য হয়,তাহা হইলে তাহাদের আনর্থক্য

দোষই সঙ্ঘটিত হয়, অতএব ঐ সমস্ত স্মৃতির সহিত যাহাতে বিরোধ না হয়, এইরূপ ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। কপিলাদি ঋষিগণ যে অপ্রতিহত-জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, ইহা স্মৃতিকারগণ ত বলেনই, শ্রুতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের মত অপ্রামাণিক, ইহা মনে করাও অসম্ভব, এ জন্য স্মৃতির অনুকূলেই বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত। এই মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—এক স্মৃতির অপ্রামাণ্য-দোষ আশঙ্কা করিয়া যদি তুমি ঈশ্বরের কারণবাদ অস্বীকার কর, তাহা হইলে তোমারই প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ঈশ্বরকারণবাদিনী অন্যান্য স্মৃতিরও অপ্রামাণ্যদোষ সঙ্ঘটিত হয়। ভগবদ্গীতা, মহাভারতাদি পুরাণ ও আপস্তম্বাদি বহু স্মৃতি পরমেশ্বরকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়াছেন। স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধে বেদার্থানুযায়িনী স্মৃতিই গ্রাহ্য, ইহা পূর্ব্বমীমাংসায় জৈমিনি মুনি বলিয়া গিয়াছেন। কপিলাদি ঋষিগণ সিদ্ধ, অপ্রতিহতজ্ঞানসম্পন্ন, অতএব তাঁহারা বৈদিকমত পরিহার করিয়াই অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জানেন, ইহাও বলিতে পার না, কারণ, সিদ্ধি ধর্ম্মসাপেক্ষ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, ধর্ম্মও বেদার্থজ্ঞানমূলক, আগে বেদজ্ঞান, পরে বেদার্থানুষ্ঠান, পরে সিদ্ধি। শ্রুতিও কপিলের জ্ঞানবত্তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কপিল এক নহেন, বহু কপিল ছিলেন, শ্রুতি কোন্ কপিলকে প্রশংসা করিয়াছেন, কোন্ কপিল সাংখ্যবক্তা, তাহার নিশ্চয়তা কি? সাংখ্যকার কপিল যে কেবল প্রধানকেই কারণ বলিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি জীবকেও নানা বলিয়াছেন, নানা জীব বেদবিরুদ্ধ, বেদানুযায়ি-মনুবচনেরও বিরুদ্ধ; বেদ অনাদি স্বতঃসিদ্ধ, পুরুষবাক্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে, সুতরাং বেদবিরুদ্ধবিষয়ে স্মৃতির অপ্রামাণ্যাশঙ্কা দোষাবহ নহে, বেদবিরুদ্ধবিষয়ে স্মৃতির অপ্রামাণ্যাশঙ্কা যে দোষাবহ নহে, ইহার কারণান্তর আছে, তাহা পরসূত্রে বলিব ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের বিষয়ীভূত, অচেতন প্রধান ও অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পুরুষ হইতেও পৃথক্‌, সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা ও অপুরুষার্থ সম্বন্ধবিরহিত, অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, আনন্দময়, অপরিমিত উদারগুণের সাগর, সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, সকলের অন্তরাত্মাস্বরূপ একমাত্র পরব্রহ্মই যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্ভাবনীয় সর্ব্ববিধ আপত্তি নিরসন পূর্ব্বক স্বমতের অখণ্ডনীয়তা প্রতিপাদনের নিমিত্ত দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ সাংখ্যস্মৃতির সহিত বেদান্তের যে বিরোধ, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। "শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে স্মৃতিশাস্ত্র অনাপেক্ষিক" এই জৈমিনিবচনানুসারে শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা হেতুক পূর্ব্বোক্ত শ্রৌত সিদ্ধান্তের অন্যথা হইতে পাবে না,; শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু উক্তরূপ সমাধান "যজ্ঞীয় দর্ব্বা স্পর্শ করিয়া পান করিবে" ইত্যাদিরূপ যে স্থানে আপনা হইতেই শ্রুতির অর্থনিশ্চয় সম্ভাবিত হয়, সেই স্থানেই শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অনাদরণীয়, কিন্তু এ স্থানে বেদান্ততত্ত্ব অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, অতএব উক্ত সিদ্ধান্তই যে ঠিক, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ; সুতরাং পরমর্ষি কপিল-প্রণীত স্মৃতির সহিত উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইলে শ্রুতির অন্যার্থ কল্পনা করা বিরুদ্ধ হইতে পারে,না। এ স্থানে ইহাই বলা হইতেছে যে, বেদের প্রাচীন ভাগ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত কর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কপিল তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ সকলেই কপিলকে আপ্ত অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ অপ্রতিহত-জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াছেন, এতাদৃশ পরমর্ষি কপিল-প্রণীত, মোক্ষ ও তৎসাধনপ্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে

বেদান্তের প্রকৃতার্থ নিশ্চয় হইতে পারে না, যথাশ্রুত অর্থ স্বীকার করিলেও আপ্তপুরুষরচিত সাংখ্য-স্মৃতি অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে, অতএব সাংখ্য-প্রতিপাদিত অর্থই বেদান্তপ্রতিপাদ্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এরূপ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকারণবাদী মন্বাদি স্মৃতিরও অপ্রামাণিকতা দোষ উপস্থিত হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না, কারণ, তাহারা ধর্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থন করত সাবকাশ বা প্রামাণিক বা সফল হইবে। পরন্তু সাংখ্যস্মৃতিসমূহ কেবল তত্ত্বপ্রতিপাদনেই তৎপর, অতএব সাংখ্যের মত অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্যস্মৃতিরই অপ্রামাণিকত্ব দোষ আপতিত হয়, এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, এক স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার জন্য তোমার মত গ্রহণ করিলে অন্য স্মৃতির আবার অপ্রামাণিকত্বদোষ ঘটিতে পারে। মনু, গীতা, আপস্তম্বাদি স্মৃতি-সমূহ ও মহাভারতাদি সকলেই ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন। যদি কপিলোক্ত সাংখ্যস্মৃতির দ্বারাই বেদান্তের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে মন্বাদি স্মৃতি-সমূহেরও উক্তরূপ মহাদোষ ঘটে। বেদান্তপ্রতিপাদ্য অর্থের স্পষ্টীকরণার্থ প্রমাণান্তরের সাহায্যগ্রহণ উচিত হইলেও সমধিক আপ্ত-প্রণীত অথচ বেদান্তার্থের সমর্থনকারী স্মৃতি-সমূহের যাহাতে অপ্রামাণ্য-দোষ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য বেদান্তার্থের বিরুদ্ধবাদী কপিলস্মৃতি অবশ্যই উপেক্ষণীয়। উপবৃংহণ বা সমর্থনের অর্থই হইতেছে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত অর্থের বিশদীকরণ, ঐরূপ বিশদীকরণব্যাপার শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির দ্বারা হইতে পারে না। আর কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বিষয়-সমূহের বিশদী-করণ হেতুক কপিলস্মৃতি প্রামাণিক, ইহাও বলিতে পার না, কারণ, পরমপুরুষ পরব্রহ্মের আরাধনার নিমিত্ত ধর্ম্মের বিধান, ঐ সমস্ত স্মৃতি যদি সেই পরমপুরুষকেই প্রতিপাদন না করে, তাহা হইলে তাঁহার আরা-ধনায় উপায়স্বরূপ ধর্ম্মপ্রতিপাদনও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শ্রুত্যাদি কপিলকে আপ্তপুরুষ বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মৃতির মতানুসারে বেদান্তার্থ স্থির করা উচিত, এই যে বলিয়াছ, ইহাও অসঙ্গত; কারণ, শ্রুতি-স্মৃতিতে মহাজ্ঞানীদের মধ্যে বৃহস্পতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কপিল আপ্ত বলিয়া কপিলের মতই যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি-প্রণীত "লোকায়ত" নামক নাস্তিক্য-মতানুসারেও বেদান্তার্থ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হইয়া পড়ে ॥ ১ ॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—ইতরেষাঞ্চ—অন্য সকলেরও, অনুপলব্ধেঃ—অজ্ঞানতাহেতুক। সাংখ্যস্মৃতি যে প্রধান ভিন্ন মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব নামক অপর দুইটি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, লোকে বা বেদে কোথাযও তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্বের সহিত পঠিত প্রধানও অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রমাণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যস্মৃতিতে প্রধান হইতে যে মহদাদি তত্ত্বের কল্পনা উৎপত্তি করা হইয়াছে, লোকসমাজে কি বেদে কোথায়ই তাহাদের বিষয় দৃষ্ট হয় না। ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ লোকে বেদে প্রসিদ্ধ থাকায় স্মরণ করিতে পারা যায়। যেমন ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থের অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ লোকে বেদে উল্লেখ না থাকায় মহদাদিরও অস্তিত্ব নাই। কোন কোন শ্রুতিতে মহৎ-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও সাংখ্যোক্ত মহৎ-শব্দার্থে তাহা উল্লিখিত হয় নাই, সে সকলের তাৎপর্য্য "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" এই সূত্রেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অতএব মহদাদিরূপ কার্য্য-স্মৃতির অপ্রামাণ্যহেতুক প্রধানরূপ কারণস্মৃতির অপ্রামাণ্যস্বীকার যুক্তি-সিদ্ধ, সুতরাং সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণিকত্বস্বীকার দোষাবহ নহে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নিজের যোগশক্তির

প্রভাবে কপিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মতানুসারেই বেদান্তার্থ নির্ণীত হওয়া উচিত। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা নিজ নিজ যোগশক্তির প্রভাবে পরাপরতত্ত্বের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন, "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, সমস্তই সংসার-ব্যাধির ঔষধ" এই শ্রুতিতে উক্ত, যাঁহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ-স্বরূপ, সেই মনু প্রভৃতি অপরাপর বহু মহাত্মাদিগের মতে কপিলের উপ-দেশানুযায়ী তত্ত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ কপিলের মত ভ্রান্তিমূলক, তদ্দ্বারা বেদান্তার্থের অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥ ২ ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—এতেন—ইহার দ্বারা, যোগঃ—যোগস্মৃতি, প্রত্যুক্তঃ—প্রত্যাখ্যাত হইল। যে যুক্তি দ্বারা সাংখ্যস্মৃতির মত অপ্রামাণ্যবোধে প্রত্যাখ্যান করা হইল, সেই যুক্তি অনু-সারেই পাতঞ্জলযোগস্মৃতিরও অপ্রামাণ্যতাবশতঃ প্রত্যাখ্যান করা হইল।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রেও লোকে বেদে অপ্রসিদ্ধ শ্রুতিবিরুদ্ধ স্বতন্ত্র প্রধানকে কারণ ও মহদাদিকে কার্য্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, অতএব সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিরও প্রত্যাখ্যান সাধিত হইল। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুল্যযুক্তি অনুসারে উহা ত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, পুনরায় অতিদেশসূত্রের প্রয়োজন কি ? (অতিদেশ শব্দের অর্থ —অমুক বস্তু অমুকের মত ইত্যাদিরূপ নির্দেশ) তাহার উত্তরে বলিতেছি, ঐরূপ করার প্রয়োজন আছে। বেদে উক্তি আছে, যোগই আত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ, যথা—"আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

বা যোগ করিবেন"। বেদে যোগবিষয়ক বহু লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রেও "যোগ তত্ত্বজ্ঞানের উপায়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং অষ্টকাদিস্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতির অংশবিশেষ প্রামাণিক ও অনিন্দনীয়, ইহা বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত। যোগস্মৃতির এই আশঙ্কা নিবারণার্থই উক্ত অতিদেশসূত্রের উল্লেখ। যোগের অংশবিশেষে বৈদিকমতের সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেও অংশবিশেষ বেদবিরুদ্ধ ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই কাপিলস্মৃতি-নিরাকরণের দ্বারা যোগস্মৃতিও নিরাকৃত হইল। আচ্ছা, এ স্থানে এমন কি বেশী আশঙ্কা উপস্থিত হইল, যাহা নিরাকরণের নিমিত্ত পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা প্রয়োজন হইতেছে? বরঞ্চ যোগস্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করায় বেদান্তবিহিত যোগই মুক্তিলাভের উপায়রূপে উক্ত হওয়ায় এই যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বা প্রকাশ-কারক বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগস্মৃতি দ্বারাই বেদান্তের উপবৃংহণ বা মতের সমর্থনই ন্যায্য হয়। এই আপত্তিনিরসনার্থ বলিতেছেন—যোগস্মৃতিও অব্রহ্মাত্মক প্রধানকে জগতের কারণ বলায়, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নহে, এই মত স্বীকার করায় ধ্যেয়স্বরূপ আত্মা ও ঈশ্বরের ব্রহ্মরূপতা জগতের উপাদানকারণত্বাদি সর্ব্ববিধ কল্যাণ-জনক গুণের অভাব থাকায়, বেদবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করায়, অবৈদিকত্বহেতুক, এবং যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাও শরীরী বলিয়া কখন না কখন রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বশতঃ তৎকর্ত্তৃক বিরচিত রজঃ ও তমোগুণবহুল পুরাণাদির ন্যায় যোগস্মৃতিও ভ্রান্তিমূলক, অতএব তদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য অর্থের সমর্থন অযৌক্তিক ॥ ৩ ॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, অস্য এই জগতের, বিলক্ষণত্বাৎ—

বিপরীত লক্ষণহেতুক, তথাত্বঞ্চ—তাদৃশবৈলক্ষণ্যও, শব্দাৎ—শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্ম এই জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ হইতে পারেন না, কারণ, ব্রহ্ম শুদ্ধ ও চেতন, জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন , শুদ্ধ ও চেতন উপাদান হইতে শুদ্ধ ও চেতনের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক, অতএব এই লক্ষণের বৈষম্যই আমার মতের সমর্থক। শাস্ত্রদৃষ্টেও জানা যায়, ব্রহ্ম জগৎ হইতে বিলক্ষণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাংখ্যস্মৃতির মত খণ্ডন করিয়া এক্ষণে তর্কঘটিত আপত্তি খণ্ডন করা যাইতেছে—তুমি যে বলিয়াছ, চেতন ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকারণ, তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ, প্রকৃতিভূত ব্রহ্মের সহিত বিকার বা কার্য্যরূপ জগতের লক্ষণের অসামঞ্জস্য। ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া কথিত এই অচেতন ও অশুদ্ধ জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিপরীতলক্ষণবিশিষ্ট, ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, প্রকৃতি ও বিকার বা কারণ কার্য্যের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সুখ-দুঃখাত্মক অচেতন কারণ হইতেই সুখদুঃখাদির দ্বারা আক্রান্ত এই অচেতন জগতের উৎপত্তিস্বীকার সঙ্গত, বিসদৃশলক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম হইতে নহে। উক্তি আছে, প্রকৃতির সহিত বিকারের লক্ষণসাম্য থাকে , জগতের সহিত ব্রহ্মের সারূপ্য নাই, অতএব জগৎ ব্রহ্মকার্য্য নহে, ব্রহ্ম বিশুদ্ধ ও চেতন. জগৎ অশুদ্ধ ও অচেতন, প্রধান অচেতন অশুদ্ধ, অতএব প্রধানের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় জগৎ প্রধানেরই বিকার বা কার্য্য। শাস্ত্রও জগতের সহিত ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখা যায় ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যস্মৃতির

বিরোধবাদী তর্কসাহায্যে পুনরায় আপত্তি করিতেছেন—জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য, এই বলিয়া যে সাংখ্যমত খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত, কারণ, প্রত্যক্ষাদি দ্বারা জানা যায়, জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর অর্থাৎ পরাধীন, দুঃখাত্মক ও চেতনাচেতনপদার্থবিশিষ্ট ; অতএব তোমার অভিমত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে জগৎ বিপরীতগুণসম্পন্ন। কেবল যে প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হয়, তাহা নহে, "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" অর্থাৎ চেতন ও অচেতনরূপ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হয়। যে বস্তু যাহার কার্য্য অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহা তাহা হইতে পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত হয় না ; যেমন মৃত্তিকা হইতেই ঘট ও স্বর্ণ হইতে কটক উৎপন্ন হয়, কিন্তু মৃত্তিকা হইতে কটক বা স্বর্ণ হইতে মৃদ্ঘট উৎপন্ন হয় না। অতএব জগতের সহিত ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য হেতু জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সাংখ্যমতানুসারে কার্য্য অর্থাৎ জগতের সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত প্রধানেরই জগতের কারণ হওয়া উচিত। আচ্ছা, এরূপও ত দেখা যায়, যাহারা অচেতন বলিয়াই প্রসিদ্ধ, শ্রুতিতে তাহাদেরও চৈতন্যযোগ শোনা যায়, যথা—"পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন" "জলসমূহ কামনা করিয়াছিল" ইত্যাদি। পুরাণেও নদী, সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির চৈতন্যসম্বন্ধে উক্তি আছে, অতএব ব্রহ্মের সহিত জগতের বৈলক্ষণ্য নাই। ইহার উত্তর পরসূত্রে বলিতেছেন ॥ ৪ ॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—অভিমানিব্যপদেশস্তু—অভিমানী বা তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ মাত্র, বিশেষানুগতিভ্যাং—বিশেষোক্তি ও গ্রন্থান্তরেও সেইরূপ অনুসরণ করা হেতুক। "মৃত্তিকা বলিল, জল

বলিল” এই সমস্ত উক্তি দ্বারা সেই সেই দ্রব্যের অভিমানী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইযাছে, সেই সেই ভূত বা ইন্দ্রিয়মাত্রকে লক্ষ্য করিযা নহে ; কারণ, শ্রুতি সেই সেই দেবতার নামোল্লেখ করিয়া তাহাদের বিশেষিত করিয়াছেন এবং ইতিহাস-পুরাণাদিও সেই মতেরই অনুগমন করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—“মৃত্তিকা বলিয়াছিল” ইত্যাদিরূপ শ্রুতি দেখিয়া ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহকে চেতন পদার্থ বলিয়া মনে করিও না, কেন না, ঐ ঐ স্থানে মৃত্তিকাদি বা বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতাকে উদ্দেশ করিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে ; ঐ সকলেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চেতন, সেই জন্যই “বলা, বিবাদ করা” ইত্যাদি চেতনোচিত ব্যবহারবিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবল অচেতন ভূত বা ইন্দ্রিয়সমূহ-বিষয়ে ঐরূপ প্রয়োগ হয় নাই, কারণ, বিশেষ ও অনুগতি দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভোক্তা বা জীব চেতন, ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ অচেতন, এইরূপ বিভাগের দ্বারা উহাদের বিশেষ বা চেতনের সহিত পার্থক্য পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, সমস্তই চেতন হইলে এরূপ বিশেষোক্তির কোন সার্থকতাই থাকে না। আরও দেখ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও প্রাণসংবাদে বিবদমান প্রাণসমূহ যে কেবল ইন্দ্রিয় নহে, এই আশঙ্কা নিবাবণার্থ দেবতাশব্দ উল্লেখ দ্বারা উহাদের অধিষ্ঠাত্রী চেতনেরই পরিগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ বিবাদ চেতনেরই, ইহাই বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস-পুরাণাদিতেও অভিমানিনী বা অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতারই অনুগতি বা উল্লেখ দেখা যায়। অতএব ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, যে হেতুক, জগতে ব্রহ্মের কোন লক্ষণই নাই। বাদীর এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলেন" ইত্যাদি স্থলে পৃথিব্যাদিশব্দের দ্বারা পৃথিব্যাদির অভিমানিনী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, "আমি এই তিনটি দেবতাকে" ইত্যাদি শ্রুতিতে তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবীকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত অর্থাৎ দেবতা এই বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুগতি শব্দের অর্থ অনুপ্রবেশ। "অগ্নি বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন" "সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বাক্যাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে অগ্ন্যাদির তত্তৎ ইন্দ্রিয়সমূহমধ্যে প্রবেশের বিষয় জানা যায়। অতএব অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্মের কার্য্য, ইহা সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত, সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রধানই যে জগতের উপাদানকারণ, ইহা বেদান্তশাস্ত্র দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সম্ভাবনার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন ॥ ৫ ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—দৃশ্যতে তু—দেখাও যায়। চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, তোমার এ আপত্তি অসঙ্গত, কারণ, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশনখাদির, আবার অচেতন গোময়াদি হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, অতএব চেতন হইতেই চেতন বা অচেতন হইতেই অচেতন উৎপন্ন হইবে, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত নহে, বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লক্ষণের বৈষম্য হেতুক এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত নহে, এই যে আপত্তি তুমি করিয়াছ, তাহা ঐকান্তিক অর্থাৎ নিয়মিত নহে। লোকে সচরাচর দেখা

যায়, চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ মনুষ্য হইতে অচেতন কেশ-নখাদি উৎপন্ন হয়, আবার অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ গোময়াদি হইতে বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়, অতএব চেতন হইতে চেতন বা অচেতন হইতে অচেতনই উৎপন্ন হইবে, এরূপ দৃঢ় নিয়ম কিছু নাই, ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যদি বল, পুরুষ বা বৃশ্চিকাদি চেতন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দেহ ত আর চেতন নহে, সেই অচেতন দেহ হইতে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি, আর অচেতন গোময়াদি হইতে বৃশ্চিকাদির অচেতন দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলিলেও তোমাকে এটুকু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কোন অচেতন পদার্থ চেতনের কারণ বা আশ্রয় হয়, আবার কেহ বা তাহা হয় না; সুতরাং যে কোনরূপেই হউক বৈলক্ষণ্য থাকিয়াই যায়, তাহার নিবারণ হয় না। অতএব বৈলক্ষণ্য বশতঃ জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না, এরূপ সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক, একমাত্র শ্রৌত প্রমাণানুসারেই চেতনের কারণত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তর্কের এ স্থানে কোন অবসরই নাই ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উভয়ের বৈলক্ষণ্য হেতুক ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না, তোমার এই উক্তি অযৌক্তিক, পরস্পর বিপরীতলক্ষণবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়েরও কার্য্য কারণভাব দেখা যায়। মধু প্রভৃতি হইতে তাহার বিসদৃশলক্ষণবিশিষ্ট কীটাদির উৎপত্তিই ইহার দৃষ্টান্ত। আচ্ছা, এ স্থানে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, সেই সেই পদার্থের অচেতন অংশেই কার্য্যকারণভাব থাকায় বৈলক্ষণ্য হয় না, লক্ষণের সামঞ্জস্যই আছে, অতএব এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে। তুমি এরূপ আপত্তি করিতে পার বটে, কিন্তু তাহাতেও তোমার মতানুযায়ী কার্য্যকারণের সামঞ্জস্যসিদ্ধি হয় না। দেখ, পদার্থ মাত্রেরই একটা না একটা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে, কোনরূপ সাদৃশ্য থাকিলেই

যদি সদৃশ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটি হইতে অপরের উৎপত্তি মানিতে হয়, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই সকলের উৎপত্তি হইতে পারে? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থের ভিন্নতা প্রতিপাদন করে, নিজ নিজ কার্য্যে তদ্রূপ ধর্ম্মের অনুবৃত্তিই সালক্ষণ্য, কিন্তু মধু প্রভৃতি হইতে কীটাদির উৎপত্তি-বিষয়ে সেরূপ নিয়ম দেখা যায় না, অতএব বিপরীতলক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকা বা স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট ও মুকুটাদিরূপ কার্য্যে যেরূপ মৃত্তিকা ও স্বর্ণের অনুবৃত্তি দেখা যায়, মধু ও গোময়াদি হইতে উদ্ভূত কীট ও বৃশ্চিকে পদার্থান্তর হইতে পার্থক্যবোধক সেরূপ কোন ধর্ম্মেরই অনুবৃত্তি দেখা যায় না ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—অসৎ—অবিদ্যমান, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, তাহা বলিতে পার না, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ—কেবল বাক্য-মাত্রেই নিষেধ হেতুক। চেতনকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যভূত এই জগৎ ছিল না, একপ আপত্তিও করিতে পার না, কারণ, ঐ যে "অসৎ" অর্থাৎ সত্তার প্রতিষেধ, উহা কেবল বাক্যমাত্রেই নিষেধ, নিষেধ করিবার বিষয়েরই যখন অভাব, তখন উহা বাস্তব নিষেধ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—নামরূপ-বিহীন শুদ্ধ চেতন ব্রহ্মকেই যদি নামরূপবিশিষ্ট অশুদ্ধ অচেতন জগৎরূপ কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যে ছিল না, একেবারেই নূতন সৃষ্টি হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সৎকার্য্যবাদী তোমার পক্ষে ইহা সঙ্গত নহে, এরূপ যদি বল, তাহার

উত্তর এই যে—ঐ দোষ দোষ নহে, কারণ, ইহা কেবল বাক্যতই নিষেধ, ইহার নিষেধ্য বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং এই নিষেধ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারে না। বর্ত্তমানেও যেমন এই সকল কার্য্য-কারণরূপে বিদ্যমান, উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা সেইরূপই কারণরূপে সৎ বা বিদ্যমান ছিল, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণরূপে কার্য্য বিদ্যমান থাকায় উহা কোন কালেই নিষিদ্ধ হইবার নহে। বর্ত্তমানেও এই জগৎরূপ কার্য্য কারণরূপকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি এই সমস্তকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দেখে, এ সমস্তই তাহাকে আক্রম বা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে" ইত্যাদি। অতএব নামরূপবিহীন ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে বা পরে কোন সময়েই নামরূপবিশিষ্ট এই জগৎরূপ কার্য্য কারণরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় না, সুতরাং "উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য" বাদীর এ আপত্তি সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে কার্য্যকারণের অভেদ-প্রতিপাদনপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করিব ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—কার্য্যস্বরূপ জগৎ হইতে কারণরূপ ব্রহ্ম বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, ইহা স্বীকার করিলে কার্য্য ও কারণ এই দুইটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং জগৎরূপ কার্য্য পরব্রহ্মরূপ কারণে বিদ্যমান নাই, এ জন্য অসৎ জগতেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, এরূপ বলিতে পার না, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্যকারণের লক্ষণসামারূপ নিয়মমাত্রেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, কারণ হইতে কার্য্য যে পৃথক্ দ্রব্য, এরূপ বলা হয় নাই এবং কারণস্বরূপ ব্রহ্মই যে বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, এ মতও পরিত্যক্ত হয় নাই ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—অপীতৌ—প্রলয়কালে, তদ্বৎ—উক্তরূপ, প্রসঙ্গাৎ প্রসঙ্গ হেতুক, অসমঞ্জসম্—অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা স্বীকার করিলে, কার্য্যভূত জগতের ন্যায় কারণ-ভূত ব্রহ্মেরও অশুদ্ধত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হওয়ায় নানারূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যমাত্রই কারণে বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং কার্য্যের দোষসমূহ কারণে সংক্রামিত হওয়ায় নানারূপ বিরোধ উপস্থিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জগৎ স্থূল, সাবয়ব, অচেতন, অশুদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, ব্রহ্মকেই যদি উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট জগতের কারণ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রলয়কালে ঐ জগৎ কারণস্বরূপ ব্রহ্মে যখন মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায়, তখন কার্য্যের সেই অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্মসমূহও কারণে সংক্রামিত হওয়ায় কারণস্বরূপ ব্রহ্মেরও অশুদ্ধত্বাদি দোষ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অতএব "সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগৎকারণ" এই ঔপনিষৎ মতও অসমঞ্জস বা অর্ব্বাচীন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় অসামঞ্জস্য—এই সমস্ত বিভাগ প্রলয়ে একীভূত হইয়া যাওয়ায় বিভাগের কোনরূপ নিয়ামক কারণ না থাকায় পুনরুৎপত্তিকালে এইটি ভোক্তা, এইটি ভোগ্য ইত্যাদিরূপ বিভাগ-ক্রমে সৃষ্টিও হইতে পারে না। তৃতীয় অসামঞ্জস্য—ভোক্তা অর্থাৎ জীবসমূহ পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ায় পুনরুৎপত্তিকালে মুক্তজীবেরও পুনরুৎপত্তিসম্ভাবনা হইয়া যাওয়ায় পুনরুৎপত্তিকালে মুক্ত জীবেরও পুনরুৎপত্তিসম্ভাবনা হইয়া পড়ে। যদি বল, প্রলয়কালেও জগৎ পর-ব্রহ্মের সহিত বিভক্তভাবেই থাকে, ইহাও বলিতে পার না, কারণ, বিভক্তই

যদি থাকিল, তাহা হইলে আবার প্রলয় কি ? প্রলয়ও হইতে পারে না। কার্য্যকারণের ঐক্যবাদও সম্ভব হইতে পারে না, অতএব উপনিষদ্বাক্য-সমূহ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে। এই অসামঞ্জস্যের সমাধানের নিমিত্ত পর-সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে অপীতি অর্থাৎ প্রলয়পূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি ইত্যাদি হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্তই 'অপীতি' এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। "হে সৌম্য ! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎস্বরূপেই ছিল" "এই জগৎ অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্ব্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ আছে, এইরূপ দেখা যায়। কার্য্য ও কারণের ঐক্য যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকার্য্যস্বরূপ এই জগতের ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় ইত্যাদিও হয়, সুতরাং কুণ্ডলগত বৈশিষ্ট্য যেমন তাহার উপাদান স্বর্ণে সংঘটিত হয়, তদ্রূপ কার্য্যগত অপুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের অনুপযোগী ধর্ম্মসমূহও ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় "যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় নিতান্তই সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে, কারণ, অসর্ব্বজ্ঞ অচেতন ইত্যাদি জগতের ধর্ম্ম যদি ব্রহ্মেও সংক্রামিত হয়, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বজ্ঞ চেতন ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মগুলি একেবারেই অসংলগ্ন হয়, অতএব ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে অশুদ্ধত্বাদি নানাবিধ দোষের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ইহার উত্তর পরসূত্রে বলিতেছেন ॥ ৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—ন তু—কিন্তু নয়, দৃষ্টান্তভাবাৎ—দৃষ্টান্ত বিদ্যমান হেতুক। যে দোষের বিষয় বলা হইল, উহা দোষ বলিয়া

গণ্য হইতে পারে না, কার্য্য কারণে লীন হইলেও কার্য্যধর্ম্ম যে কারণে সংক্রামিত হয় না, এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কার্য্য কারণে লীন হইয়া নিজ ধর্ম্ম দ্বারা কারণকে দূষিত করে, এই যা বলা হইয়াছে, এ দোষ দোষই নহে, এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে, অতএব উপনিষদ্বাক্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্যই নাই। দেখ, মৃত্তিকানির্ম্মিত শরাবাদি পদার্থ-সমূহ বিভাগ অর্থাৎ শরাবাদিরূপ কার্য্যাবস্থায় ছোট বড় মাঝারি নানাবিধ আকারবিশিষ্ট থাকে, কিন্তু তাহারা যখন পুনরায় প্রকৃতিভাব অর্থাৎ স্বকারণ মৃত্তিকাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তখন নিজের ছোট বড় প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমূহ কারণভূত মৃত্তিকাতে সংক্রামিত করে না। পৃথিবীবিকার চতুর্ব্বিধ ভূত পৃথিবীতেই যখন মিশ্রিত হইয়া যায়, তখন সে নিজ ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীকে সংসৃষ্ট করে না, এইরূপ কার্য্যজগৎও লয়কালে কারণ ব্রহ্মকে স্বধর্ম্মাক্রান্ত করে না। আমাদের পক্ষে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু তোমার পক্ষে কোনই দৃষ্টান্ত নাই। আরও দেখ, কার্য্য যদি কারণে নিজ ধর্ম্মের সহিত প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার আর লয়ই হইত না, কার্য্য কারণ অভিন্ন হইলেও কার্য্যই কারণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কারণ কখন কার্য্যস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, এ বিষয়ে "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রে বর্ণনব ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—একই বস্তুর দুই প্রকার অবস্থা সংঘটিত হইলেও গুণ ও দোষস্পর্শবিষয়ে অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট জগতের সংস্পর্শেও যে তিনি দূষিত হন না, এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত থাকায় কোনরূপই অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চেতনাচেতন পদার্থ-সমূহাত্মক শরীরে আত্মরূপী পরব্রহ্ম

সঙ্কোচ ও বিকাশরূপ কার্য্যকারণভাববিশিষ্ট দ্বিবিধ অবস্থা সত্ত্বেও কোন বিরোধ হয় না, কারণ, সঙ্কোচ ও বিকাশ পরব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চেতনা, চেতন পদার্থেই অবস্থিত, শরীরনিষ্ঠ দোষ-সমূহ আত্মাতে সংক্রামিত হয় না এবং আত্মগত গুণ-সমূহও শরীরে সংক্রামিত হয় না, যেমন, দেবতা-মনুষ্য ইত্যাদি দেহধারী জীবসমূহের দেহনিষ্ঠ বালকত্ব, যুবত্ব ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা-সমূহ আত্মাতে সংক্রামিত হয় না, এবং আত্মগত জ্ঞান সুখাদি ধর্ম্মসমূহও দেহে সংক্রামিত হয় না. অথচ দেবতা জন্মাইল, মনুষ্য জন্মাইল, এবং সেই দেবতা বা মনুষ্যই বালক যুবা বৃদ্ধ ইত্যাদিরূপে মুখ্য-ভাবেই নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনই শরীরগত দোষ আত্মাতে সংক্রামিত হয় না, বাস্তবিকপক্ষে সূক্ষ্মশরীরী জীবগণেরই দেবমনুষ্যাদিভাব হইয়া থাকে, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ" এই সূত্রে বলিব ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—স্বপক্ষদোষাচ্চ—নিজের পক্ষেও দোষাশঙ্কা হেতুক। সাংখ্যবাদী ব্রহ্মকারণবাদীর বিপক্ষে যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহার নিজের পক্ষেও সেই সমস্ত দোষ বর্ত্তমান আছে, অতএব তাহা খণ্ডন জন্য চেষ্টা অনাবশ্যক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন, বৈলক্ষণ্য হেতুক ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না, প্রধানকে উপাদানকারণ বলিলেও সেই দোষই বিদ্যমান থাকে, কেন না, তাঁহারাও শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে শব্দাদি বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন; অতএব প্রতিবাদীর নিজের পক্ষেও সেই একই দোষ থাকিয়া যায়। কারণের বিপরীত গুণসম্পন্ন কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার

করায় উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ উভয় পক্ষেই সমান। সাংখ্য-মতে কার্য্যমাত্রেই সৎ, কিন্তু কার্য্যে কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় তাঁহার উক্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। আরও দেখ, প্রলয়কালে কারণরূপ প্রকৃতিতে কার্য্যরূপ জগতের বিলীন হইয়া যাওয়া সাংখ্যও স্বীকার করেন, অতএব তিনি বেদান্তমতে যে সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহার নিজ মতেও সেই সমস্ত দোষই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ দোষ উভয় পক্ষেই সমান হওয়ায় উহার উল্লেখই হইতে পারে না ও দোষ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ব্রহ্মকারণবাদ নির্দ্দোষ বলিয়াই যে তাহা গ্রাহ্য, এমন নহে, পরন্তু প্রধানকারণবাদ নানা দোষে দূষিত বলিয়াও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকারণবাদই স্বীকার্য্য। প্রধানের কারণত্ব স্বীকার করিলে জগতের উৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না, কারণ, উক্ত মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতুকই নির্ব্বিকার ও চিন্ময় পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম-সমূহ আরোপ করা হয় ও তন্নিবন্ধনই জগৎ-সৃষ্টি হয়। নির্ব্বিকার চিন্ময় পুরুষে যে প্রকৃতি-ধর্ম্মের আরোপ হয় বলা হইল, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ঐ আরোপের হেতুস্বরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যটা কিরূপ? উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব? না প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? অথবা পুরুষগতই কোন বিকার? না, পুরুষগত কোন বিকার হইতে পারে না, কারণ, পুরুষের বিকার কোন শাস্ত্রই স্বীকার করেন না। প্রকৃতিরও বিকার হইতে পারে না, কারণ, প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের ফল বলিয়া স্বীকার করায় সেই বিকারই আবার অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না, আর কেবল প্রকৃতির সদ্ভাবকেই সান্নিধ্য স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাসের প্রসঙ্গ আসিতে পারে, অতএব প্রধান-কারণবাদীর মতে জগতের সৃষ্টিই সম্ভাবিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে

সাংখ্যমতখণ্ডনসময়ে "অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ" এই সূত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে ॥ ১০ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি
চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—তর্কের স্থিরতা না থাকায়, অপি—ও, অন্যথা—অন্যপ্রকার অর্থাৎ তর্কের স্থিরতা, অনুমেয়-মিতি চেৎ—অনুমিত হয় যদি, এবমপি—তাহা হইলেও, অবি-মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—মুক্তির অভাবের সম্ভাবনা। তর্ক কখন স্থির থাকে না, এক প্রসঙ্গ হইতে অন্য প্রসঙ্গ, তাহা হইতে অন্য প্রসঙ্গ, এইরূপে তর্ক কখন স্থির মত প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব শাস্ত্রগম্য বস্তুতে তর্ক অকর্ত্তব্য। যদি তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব অনু-মান করিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ এরূপ তর্কের উত্থাপন করিব, যাহা অস্থির হইতে পারিবে না, তাহা হইলেও তর্কের মোচন হয় না, অর্থাৎ তর্কের নিবৃত্তি কোন কালেই হয় না, এক তর্ক হইতে অন্য তর্ক, তাহা হইতে অন্য তর্ক এইরূপে ক্রমাগত উহার জের চলিয়াই যায় অথবা তর্ক দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাতে মুক্ত হয় না, এরূপ প্রসঙ্গও উপস্থিত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে সমস্ত বিষয় শাস্ত্রগম্য, কেবল তর্ক দ্বারাই তাহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, শাস্ত্রযুক্তিবিহীন কেবল পুরুষের বুদ্ধির প্রাথর্য্য বশতঃ উদ্ভূত যে তর্ক, সে তর্ক দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তর্কের কল্পনা উদ্দাম, তর্ক কেবল বাড়িয়াই যায়, যে যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন, সে সেই

পরিমাণই কল্পনা-সাহায্যে নিজ মত ব্যক্ত করে। দেখ, কোন তার্কিক বিশেষ যত্ন সহকারে একটি তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অপর তার্কিক আবার তাহার দোষ দেখাইয়া তর্ক উত্থাপন করেন, তদপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অপর তার্কিক আবার তাহারও দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করেন, এইরূপে প্রত্যেক পুরুষের বিভিন্ন মতবাদ হেতুক তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব হইতেই পারে না। যদি বল, প্রসিদ্ধনামা কপিলাদির মাহাত্ম্য জগৎপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদের তর্ক প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অখণ্ডনীয়, তাহার উত্তরে বলিব, ঐরূপ প্রসিদ্ধনামা কপিল, কণাদ, গৌতমাদিরও পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হয়, ইঁহাদের এক জন সর্ব্বজ্ঞ, অন্যে অসর্ব্বজ্ঞ, তাহার প্রমাণ কি? যদি বল, আমরা এমন তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমানবলে এমন তর্ক উত্থাপন করিব, যাহার অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতেই পারে না, কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যদি সর্ব্বতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে লোকব্যবহারেরই উচ্ছেদ হইয়া যায়। তর্কমাত্রই মিথ্যা স্বীকার করিলে লোকের বিষয়বিশেষে প্রবৃত্তি বা বিষয়বিশেষে নিবৃত্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, লোকে অতীত ও বর্ত্তমান দেখিয়া ভবিষ্যৎসুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রুতির কোন অর্থে সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপ তর্কের দ্বারাই পণ্ডিতগণ তাহার সমীচীন অর্থ স্থির করেন। তর্কের অপ্রতিষ্ঠিততাই গুণ, দোষ নহে, এইরূপে উত্তরোত্তর তর্কের প্রসার দ্বারা কুতর্ক পরিহার দ্বারা নির্দ্দোষ তর্কের গ্রহণ সম্ভব হয়। পূর্ব্বপুরুষ মূর্খ ছিলেন বলিয়া আমাকেও মূর্খ হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠিততা দোষ নহে, ইহা যদি বল, তাহা হইলেও মোক্ষপ্রসঙ্গ অর্থাৎ উক্ত দোষের মোচন হয় না। কোন কোন বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব অর্থাৎ অখণ্ডনীয়তা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিবিষয়ে অর্থাৎ জগৎ

কারণসম্বন্ধে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষ অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং তর্কের মোচন বা শেষ হয় না। অতএব শাস্ত্র ও শাস্ত্রসঙ্গত তর্ক দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, প্রধান নহে ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শাক্যসিংহ, ঔলূক্য, কণাদ, অক্ষপাদ, গৌতম, ক্ষপণক বা বৌদ্ধবিশেষ, কপিল, পতঞ্জলি ইত্যাদি দ্বারা উত্থাপিত তর্ক-সমূহ পরস্পর বাধা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতস্থাপনার্থ অন্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাতেই তর্কের অপ্রতিষ্ঠিততা-দোষ সম্যক্ প্রতীত হয়, অতএব শ্রুতিসম্মত ব্রহ্মকারণবাদই স্বীকার্য্য, প্রধানকারণবাদ নহে। আচ্ছা, যদি বল, এই সমস্ত শাক্যাদি কর্তৃক উত্থাপিত তর্ক-সমূহের দোষ দেখাইয়া আমরা অন্য প্রকারে এরূপ ভাবে প্রধানকারণবাদের সমর্থনার্থ অনুমান করিব, যাহা দ্বারা তোমার প্রদর্শিত দোষ-সমূহকে অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহার উত্তরে বলিব, তাহা হইলেও মনুষ্যের বুদ্ধি-কল্পিত একমাত্র তর্ককেই অবলম্বন করিলে তর্কের অপ্রতিষ্ঠিততা-দোষের পরিহার দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ, দেশান্তরে বা সময়ান্তরে তোমা হইতেও শ্রেষ্ঠ তর্ক করিতে সুনিপুণ ব্যক্তি তোমার তর্কের দোষ দেখাইয়া তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, অতএব অতীন্দ্রিয়বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ এবং সেই শাস্ত্রমত সমর্থনের জন্যই তর্কের আবশ্যকতা। মনুও বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধী তর্ক দ্বারা আর্ষ ধর্ম্মোপদেশকে জানিতে চেষ্টা করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে সমর্থ হন, অন্যে নহে। অতএব বেদ-বিরোধী বলিয়া সাংখ্যস্মৃতির মত উপেক্ষণীয় ॥ ১১ ॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—এতেন—ইহা দ্বারাই, শিষ্টাপরিগ্রহা অপি—

শিষ্টগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মতবাদ-সমূহও, ব্যাখ্যাতাঃ—প্রত্যাখ্যান করা হইল। যে সকল যুক্তি দ্বারা প্রধানের কারণবাদকে খণ্ডন করা হইল, সেই সকল যুক্তি দ্বারাই মনু প্রভৃতি সুধীগণ কর্ত্তৃক দূষিত অন্যান্য কারণবাদও খণ্ডিত হইল জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কোন কোন অংশে সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের সাদৃশ্য থাকায় ও সাংখ্যের তর্ক-শক্তিরও প্রাবল্য থাকায় বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি সাংখ্যের কোন কোন মতকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এ জন্য প্রধানকারণবাদ সমর্থনের নিমিত্ত যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। সম্প্রতি কতকগুলি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পরমাণ্বাদির কারণবাদ সমর্থনের নিমিত্ত বেদান্তবাক্যের বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় প্রধান মল্ল অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই অন্য সমস্ত মল্লকেই পরাস্ত করা হইল, এই ন্যায়ানুসারে বলিতেছেন, এই প্রধানের কারণবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত প্রদর্শিত যুক্তি-সমূহের দ্বারাই মনু, ব্যাস প্রভৃতি শিষ্টগণ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত পরমাণু প্রভৃতির কারণবাদও খণ্ডন করা হইল জানিবে, ঐ খণ্ডনের যুক্তি উভয় পক্ষেই সমান, সুতরাং তদ্বিষয়ে আশঙ্কার কিছু নাই ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শিষ্ট শব্দের অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে অনুক্ত। যাহারা বেদের মত গ্রহণ করে নাই, তাহাদিগের অপরিগ্রহ। ইহা দ্বারা অর্থাৎ বেদের বিরুদ্ধবাদী সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারাই বেদের বিরুদ্ধবাদী অবশিষ্ট কণভক্ষ বা কণাদ, অক্ষপাদ, গোতম, ক্ষপণক বা বৌদ্ধ ও ভিক্ষু বা জৈনদিগের মতও খণ্ডন হইল জানিবে ॥ ১২ ॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—ভোক্ত্রাপত্তেঃ—ভোক্তৃবিষয়ে আপত্তি হেতুক, অবিভাগশ্চেৎ—কোন ভেদ নাই, এরূপ যদি বল, স্যাৎ—ভেদ আছে, লোকবৎ—লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়। যদি বল, ব্রহ্মের কারণবাদ স্বীকার করিলে, ভোক্তাও ভোগ্য বা ভোগ্যও ভোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ভোক্তা ও ভোগ্যের অবিভাগ অর্থাৎ অমুক ভোক্তা অমুক ভোগ্য এরূপ ভেদ থাকে না, কারণ, উক্ত মতে যে ভোক্তা, সেই ভোগ্য, এইরূপই দেখান হইযাছে; তাহার উত্তরে বলিব, লৌকিক ব্যবহারেও অভিন্ন পদার্থের ভেদবিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মকারণ-বাদের বিপক্ষে প্রকারান্তরে পুনরায় তর্ক উত্থাপন করা হইতেছে। শ্রুতি নিজ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা যদি সেই বিষয় বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থকে স্বীকার করা উচিত, যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ যথাশ্রুত অর্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া সে স্থানে অর্থান্তর গৃহীত হয়। তর্কও আবার নিজ বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহা দেখা যায়, যেমন ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না, অতএব প্রমাণান্তর দ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থের বাধা উৎপাদন শ্রুতির পক্ষে অযৌক্তিক। প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থ শ্রুতি কর্ত্তৃক কোথায় বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে? ইহা যদি প্রশ্ন কর, তাহা হইলে বলিতেছি, দেখ, চেতন জীব ভোক্তা, শব্দাদি বিষয় ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ্যের এইরূপ বিভাগ

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, যেমন দেবদত্ত ভোক্তা ও অন্ন ভোগ্য। ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ভোক্তৃ-ভোগ্যের বিভাগ লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ, ব্রহ্ম যখন সকলেরই কারণ, তখন তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই এক ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাহাদের পরস্পরের অভিন্নতা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, অতএব হয় ভোক্তা ভোগ্যভাব, নয় ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাদের কোন ভেদই থাকে না, কিন্তু এই সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ বিভাগের লোপ করা অসঙ্গত। এখন যেরূপ ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল, এবং পরেও এইরূপ থাকিবে, অতএব এই প্রসিদ্ধ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগের অভাবসম্ভাবনায় ব্রহ্মই জগৎকারণ, এরূপ নির্দ্ধারণ অযৌক্তিক ; ইহা যদি কেহ বলে, তাহার উত্তরে বলিব, আমাদের মতেও ঐরূপ বিভাগ অসঙ্গত নয়, লোকমধ্যে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। দেখ, সমুদ্র জলাত্মক, জলবিকার-সমূহ জল হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তাহা জল হইতে ভিন্ন না হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ ইত্যাদি বিবিধ ভেদব্যবহার দেখা যায়, এ স্থলেও ঠিক সেইরূপই ভোক্তৃ-ভোগ্যও ভিন্নভাবাপন্ন নহে, ব্রহ্ম হইতেও তাহারা ভিন্ন নহে। ভোক্তা ব্রহ্মের বিকার নহে, কারণ, শ্রুতি আছে, "তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন"। এ স্থানে কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট অবিকৃত ব্রহ্মেরই ভোক্তৃত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাহা হইলেও উপাধি জন্য যেমন ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি নামভেদ হয়, সেইরূপ কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে প্রবেশ জন্য একটা ঔপাধিক বিভাগ স্বীকার করা হয়, অতএব পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হইলেও সমুদ্র-তরঙ্গাদির ন্যায় ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ বিভাগ অসঙ্গত হয় না ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সাংখ্যকার পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তু-সমূহই পরব্রহ্মের

শরীর এবং পরব্রহ্মই কারণ, জীব তাঁহার কার্য্য ; অতএব কার্য্যকারণ-ভাব হেতুক জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর বিভাগ অসঙ্গত নহে, এই যা বলা হই য়াছে, তাহা সঙ্গত নহে , কারণ, ব্রহ্ম যদি শরীরী হন, তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাঁহারও শারীরসম্বন্ধ বশতঃ সুখদুঃখাদিভোগ অবশ্যম্ভাবী। দেখাও যায় যে, শরীরধর্ম্ম বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি বিকার না ঘটিলেও জীবের শারীরিক ধাতু-সমূহের সাম্য বা বৈষম্য জন্য সুখ-দুঃখ-ভোগ ঘটিয়া থাকে, অতএব শরীরী ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভাব হেতুক, আর কেবল ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলেও ঘটকুণ্ডলাদির পক্ষে মৃত্তিকা-সুবর্ণাদির ন্যায় ব্রহ্মেও জাগতিক যাবতীয় অপুরুষার্থ ধর্ম্ম-সমূহের সংক্রমণসম্ভাবনা হেতুক প্রধানকারণবাদ স্বীকারই শ্রেয়ঃ ; ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, জীব ও ঈশ্বরের স্বভাবগত বিভাগ বা বৈষম্য আছে। শরীরী বলিয়াই যে জীবের শারীর ধাতু-সমূহের সাম্য-বৈষম্য-জন্য সুখ-দুঃখভোগ হয়, তাহা নহে, পরন্তু পুণ্যপাপরূপ কর্ম্ম জন্যই তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। শ্রুতিতে দেখা যায়, জীব যখন কর্ম্মসম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তখন শরীরসত্ত্বেও অপুরুষার্থের লেশমাত্রও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্থূলসূক্ষ্মাত্মক নিখিল জগৎ সর্ব্বপাপাতীত পরমাত্মার শরীর হইলেও কর্ম্ম-সম্বন্ধের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই, সুতরাং কোনরূপ অপুরুষার্থ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। লোকব্যবহারে ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, যাহারা রাজাদেশ পালন করিয়া চলে, তাহারা রাজানুগ্রহ লাভ করত সুখভোগ করে, রাজাদেশ অমান্যকারী রাজকোপে পড়িয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, শরীর-সম্বন্ধ রাজা প্রজা উভয়েরই সমান, কিন্তু শরীরধারী হইলেও শাসনকর্ত্তা সেই রাজাকে প্রজার অনুগ্রহ-নিগ্রহ জন্য সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥ ১৩ ॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—তদনন্যত্বং—তাহাদের অর্থাৎ কার্য্যকারণের কোন ভেদ নাই, আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—আরম্ভণশব্দ ইত্যাদি হইতে জানা যায়। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি শব্দ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কার্য্য ও কারণে কোন ভেদ নাই, উহা একই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপ বিভাগ ব্যবহারিক, ইহা স্বীকার করিয়া সাংখ্যবাদীর আপত্তির উত্তর দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐরূপ কোন বিভাগ নাই, যেহেতু শাস্ত্রাদি হইতে কার্য্যকারণের একত্বই অবগত হওয়া যায়। আকাশাদি-সমন্বিত জগৎ কার্য্য, পরব্রহ্ম কারণ। আরম্ভণশব্দাদি হইতে জানা যায় যে, কারণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যস্বরূপ জগৎ বাস্তবিকপক্ষে ভিন্ন নহে। আরম্ভণশব্দের অর্থ কি, তাহাই বলিতেছেন—ছান্দোগ্য উপনিষদ, এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ বলিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "হে সৌম্য! যেমন একমাত্র মৃৎ-পিণ্ডকে জানিতে পারিলে মৃন্ময় ঘট, শরাব ইত্যাদির জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘট, শরাব ইত্যাদি বিকার-সমূহ একটা একটা বাক্যের দ্বারা আবদ্ধ পরিচয়াত্মক নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, বাস্তবিকপক্ষে ঐ বিকার সকল মিথ্যা, একটা নামমাত্র, ব্রহ্ম-বিষয়েও এইরূপই দৃষ্টান্ত জানিবে অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ঐ বাচারম্ভণ শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, একমাত্র কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত কার্য্যভূত জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ব্রহ্মকে জানিলে সমস্তই তন্ময় বলিয়া জ্ঞান হইবে। "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই আদি শব্দের দ্বারা "এই সমস্তই ব্রহ্মময়" "ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই আত্মা"

"তিনিই তুমি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত আত্মৈকত্ব-প্রতিপাদক বচন-সমূহও উদাহরণার্থ গ্রাহ্য বুঝাইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন ঘটাকাশাদি মহাকাশ হইতে পৃথক্ নহে, মরীচিকা যেমন বালুকাময় ভূমি হইতে ভিন্ন নহে, তেমনই ভোক্তা, ভোগ্য ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই সত্য, অন্য কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে কারণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যরূপ জগতের অভেদ প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তকেই দৃঢ়রূপে সমর্থনের নিমিত্ত প্রতিবাদ পূর্ব্বক সমাধা করিতেছেন। কণাদের মতাবলম্বিগণ বলেন—কার্য্য-কারণের অভেদ হইতে পারে না, উভয়ের মধ্যে বুঝিবার বৈলক্ষণ্যই তাহার কারণ। দেখ, তন্তু ও বস্ত্র, মৃত্তিকা ও ঘট কারণকার্য্যভাবাপন্ন, তন্তু বলিলে কেহ বস্ত্রকে বুঝে না, আবার বস্ত্র বলিলেও তন্তুকে বুঝায় না। মৃত্তিকা ও ঘটে অভেদ হইলে, ঘটের কার্য্য জল আহরণ মৃত্তিকার দ্বারাই সম্পন্ন হইত বা মৃত্তিকার কার্য্য ভিত্তিনির্ম্মাণও ঘটের দ্বারাই সম্পন্ন হইত, কিন্তু তাহা হয় না। আরও দেখ, আগে কারণ, পরে কার্য্য, কারণ ও কার্য্য এক হইলে তাহা হইতে পারে না। আকারভেদ বশতঃও কারণ কার্য্য এক হইতে পারে না, কারণ হয় পিণ্ডাকার, কার্য্য হয় স্থূলে গোল ইত্যাদি। মৃত্তিকা থাকিতেও ঘট নষ্ট হইয়া যায়, কারণও কার্য্যে সংখ্যাসাম্যও থাকে না, কারণভূত তন্তু অনেক, কার্য্যভূত বস্ত্র মাত্র একখানি হয়, অর্থাৎ অনেকগুলি সূত্রসংযোগে একখানিমাত্র বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কারণ হইতে কার্য্য পৃথক্ পদার্থ এবং তাহা সত্য; অতএব ব্রহ্মের কার্য্য নিখিল জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, এই আপত্তি যদি কেহ করে, তাহার উত্তরে

বলিতেছি—ব্রহ্ম ও জগতের অভেদপ্রতিপাদক আরম্ভণশব্দাদি হইতে জানা যায়, পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন পদার্থ। আরম্ভণশব্দাদির অর্থ করিতেছেন—যে সমস্ত বাক্যের আদিতে আরম্ভণশব্দ আছে, তাহাই আরম্ভণশব্দাদি, "বিকারমাত্রই বাক্যের দ্বারা আরব্ধ নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য" "হে সৌম্য! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপেই ছিল" "এ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক" ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণোক্ত এই সমস্ত শ্রুতিকে গ্রহণের অভিপ্রায়ে আদিশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত বাক্যই পরব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনাত্মক জগতের অভেদই প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ ঃ—ভাবে—বিদ্যমানতাতে, চ—ও, উপলব্ধেঃ—উপলব্ধি হেতুক। কারণ বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয়, এ নিমিত্তও কারণ ও কার্য্য অভিন্ন পদার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—কারণ বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, এ জন্যও কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের ও তন্তু থাকিলেই বস্ত্রের উপলব্ধি হয়। এক পদার্থের বিদ্যমানতায় অন্য পদার্থের উপলব্ধি দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন অশ্ব দেখিলে বা অশ্ব থাকিলে গোরুর উপলব্ধি হয় না। কুম্ভকার ও ঘটের মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ থাকিলেও যেমন কুম্ভকার থাকিলেই ঘটের উপলব্ধি হয় না, তেমনই কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধিই হয় না, অর্থাৎ গো অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় মৃত্তিকা ও ঘট সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হইলে মৃত্তিকার কারণতা উচ্ছেদ হইত। যদি বল, অন্য পদার্থ সদ্ভাবে অন্যের উপলব্ধি হইতে

দেখা যায়, যেমন অগ্নির সম্ভাবে ধূমের উপলব্ধি, তাহার উত্তরে বলিব, না, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গোষ্ঠস্থ ভাণ্ডবিশেষে ধূম দেখা যায়; অতএব অগ্নি-সদ্ভাবে ধূম-সদ্ভাব, ইহা নিশ্চিত নিয়ম নহে। যদি বল, অবস্থাবিশেষ ধূম বিশেষিত হয়, অগ্নি না থাকিলে এইরূপ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ধূম দেখা যায় না, অতএব অগ্নি থাকিলে নিশ্চয়ই ধূম থাকিবে, তাহার উত্তরে বলিব, আমাদের মতও তাহাই, ঐরূপ বলিলে কোন দোষ থাকে না। তদ্ভাবানুরক্তা অর্থাৎ সেই ভাবেতেই ভাবিত বুদ্ধিকে আমরাও কার্য্য-কারণের অভেদপ্রতিপত্তি-বিষয়ে হেতু স্বীকার করি, কিন্তু অগ্নি ও ধূমে তাদৃশ বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে না। আরও দেখ, প্রত্যক্ষেও কার্য্য-কারণের অভিন্নতা উপলব্ধি হয়, যথা—কতকগুলি সূত্রের কৌশলে সন্নিবেশ ভিন্ন বস্ত্রনামক কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা লোহিতাদি রূপ ও বায়ুমাত্রা আকাশমাত্রার অনুমান করিবে, পরে অদ্বিতীয় একমাত্র পরব্রহ্মের অনুভূতি হইবে, এই অদ্বয় ব্রহ্মই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কুণ্ডলাদিরূপ কার্য্যের সদ্ভাবই কারণভূত স্বর্ণাদির উপলব্ধিহেতু হয়। "এই কুণ্ডল স্বর্ণ" এইরূপ স্বর্ণের জ্ঞান হেতু কার্য্যকারণের অভেদজ্ঞান জন্মে। সুবর্ণাদি দ্রব্যান্তরমধ্যে কিন্তু মৃত্তিকাদির উপলব্ধি হয় না, এই হেতুই কারণভূত দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া বালকত্ব যুবকত্ব ইত্যাদির ন্যায় কার্য্য নামে অভিহিত হয়। যদি বল, ধূম অগ্নিকার্য্য, কিন্তু ধূমেত কারণভূত অগ্নির কোন অভিজ্ঞান দেখা যায় না, তাহার উত্তরে বলিতেছি—হাঁ, কোন অভিজ্ঞান নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কোন দোষ হয় না, কারণ, অগ্নিস্পৃষ্ট কাঁচা কাঠ হইতেই ধূম উৎপন্ন হয় বলিয়া অগ্নি সে স্থানে নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ নহে, কাঁচা বা ভিজা কাঠের গন্ধের সহিত

ধূমগন্ধের সাদৃশ্য থাকায় উক্তরূপ কাঠেরই কার্য্য ধূম, সুতরাং ঐ কাষ্ঠই ধূমের উপাদানকারণ, অগ্নি নহে। অতএব ঘটরূপ কার্য্য দেখিলে যেমন মৃত্তিকার উপলব্ধি হয়, কুণ্ডলরূপ কার্য্য দেখিলে যেমন স্বর্ণরূপ কারণের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ কার্য্যের বিদ্যমানতাতেই "তাহাই এই" অর্থাৎ সেই উপাদানই এই, এইরূপ উপলব্ধি হয় বলিয়া বুদ্ধি প্রতীতি ইত্যাদি ধর্ম্ম-গুলি যে অবস্থাভেদবশতই উদ্ভূত, দ্রব্যভেদ হইতে নহে, তাহা জানা যায়। অতএব কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—সত্ত্বাচ্চ—অবস্থান হেতুকও, অবরস্য—পশ্চাৎ-কালজাত কার্য্যের। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কারণরূপে অবস্থান করে বলিয়া অর্থাৎ কারণেই লীন হইয়া থাকে বলিয়াও কার্য্য কারণ ভিন্ন নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অবরকালীন বা পশ্চাদ্ভাবী কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কারণরূপে অবস্থিত থাকে, ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়। "এই জগৎ পূর্ব্বে সৎই ছিল" "অগ্রে এই সমস্ত এক আত্মরূপেই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে "ইদং" বা "এই" শব্দবাচ্য জগৎকার্য্যটি কারণের সহিত সামানাধিকরণ্যরূপে উক্ত হওয়াতেও কার্য্য-কারণ ভিন্ন নহে। যে বস্তু যাহাতে তদাকারে না থাকে, তাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হয় না, যেমন বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সর্ষপ ইত্যাদি হইতে হয়, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে অভিন্নভাবে থাকে বলিয়াই উৎপন্ন কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা জানা যায়। যেমন কোন কালেই কারণ-ব্রহ্মের সত্তার ব্যভিচার হয় না, এইরূপ কার্য্যজগতের

সত্তারও কোন কালেই ব্যভিচার হয় না। সত্তা একই, এ জন্যও কার্য্য কারণের কোন ভেদ নাই ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—(শ্রীভাষ্যে "অবরস্ত" এই স্থানে "অপরস্ত" এইরূপ পাঠ আছে) "এই সমস্ত ঘট, শরাব ইত্যাদি পূর্ব্বে মৃত্তিকাই ছিল" লোকে এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হয়। "ইহা পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপেই ছিল" বেদেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, এইরূপে লোকব্যবহার ও বেদে কার্য্যই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব অপর অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান হেতুকও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতাই প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—অসদ্ব্যপদেশাৎ—অসৎ বলিয়া উল্লেখ থাকায়, ন ইতি চেৎ—সৎ নহে ইহা যদি বল, ন—না, তাহা বলিতে পার না, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ—বাক্যশেষ হইতে জানা যায়, ঐ উক্তি ধর্ম্মান্তরবিষয়ক। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ শব্দের উল্লেখ থাকায় কার্য্যের অসত্ত্বাই প্রতিপন্ন হইতেছে, এ জন্য "সত্ত্বাৎ" এই হেতুপ্রদর্শন সঙ্গত হয় না, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তর—না, বলিতে পার না, বাক্যশেষ হইতে জানা যায়, ঐ শ্রুতি ধর্ম্মান্তরবিষয়ে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে জগৎ ব্যক্তধর্ম্মবান্ ছিল না, অব্যক্তধর্ম্মবান্ ছিল।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।— "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্বাও

উক্ত হইয়াছে, এই "অসৎ" শব্দের উল্লেখ থাকায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা ছিল না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, সত্তা ছিল। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ ছিল, এই যে উক্তি, ইহা একেবারেই ছিল না, এ অভিপ্রায়ে বলা হয় নাই। ব্যক্ত নামরূপ ধর্ম্ম হইতে অব্যক্ত নামরূপের ধর্ম্মান্তর বা ব্যবহারিক ভেদ আছে, সেই ধর্ম্মান্তর অনুসারেই ঐরূপ অসত্তার উল্লেখ হইয়াছে। "অসৎ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণরূপে বিদ্যমান থাকায় কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উক্ত প্রকরণের শেষ বাক্যের দ্বারা ইহা জানা যায় যে, উৎপত্তির পর তাহার ধর্ম্মসমূহ ব্যক্তীভূত হয়, সুতরাং তাহার ব্যবহারও অন্যরূপ হয়। বাক্যারম্ভকালে যাহা সন্দিগ্ধার্থ বলিয়া মনে হয়, শেষ বাক্যের দ্বারা সেই সন্দেহ দূরীভূত হইয়া অর্থ-নিশ্চয় হয়। এ স্থানেও "অগ্রে এই জগৎ অসৎ ছিল" এই আরম্ভবাক্যে যাহাকে 'অসৎ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাক্যশেষে আবার তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া "সেই সৎ ছিল" এই শ্রুতি দ্বারা সৎ বলা হইয়াছে। যাহা একেবারেই অসৎ, তাহাকে অগ্রে ছিল না, এরূপ বলা চলে না, ইহা দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, এই অসত্তা একেবারেই ছিল না, এ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। অতএব ইহাই স্থির হইল যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের ঐ অসত্তোক্তি ধর্ম্মান্তরবিষয়ক, অর্থাৎ পূর্ব্বে ইহা নাম-রূপের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া ব্যক্তভাবে ছিল না, সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল, পরে নাম-রূপবিশিষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইলে সৎ এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লোকব্যবহারেও দেখা যায়, নাম-রূপের দ্বারা ব্যক্তীভূত বস্তুকেই সৎ অর্থাৎ আছে এইরূপ বলা হয়, নাম-রূপের দ্বারা যতক্ষণ স্পষ্ট না করা যায়, ততক্ষণ তাহাকে "অসদিব" অসৎপ্রায় ছিল, এইরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—লোকব্যবহারানুসারে ও বেদ হইতে কারণে কার্য্যের সত্তা অবগত হওয়া যায়, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, "ইহা অগ্রে অসৎই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকে অসৎ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লোকব্যবহারেও দেখা যায়, "এই সমস্ত ঘট-শরাবাদি পূর্ব্বাহ্ণে ছিল না" অর্থাৎ যাহা এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা পূর্ব্বে ছিল না, এইরূপই প্রয়োগ করে, অতএব তোমার কার্য্য-কারণের অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তোমার উক্তি ঠিক নহে, কারণ, ধর্ম্মান্তরের দ্বারা উক্তরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ যে অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যদ্রব্যের অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থেরই সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন ধর্ম্মান্তর বা অবস্থান্তরানুসারে হয়, তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছরূপে অর্থাৎ একেবারেই ছিল না, এ অর্থে উল্লেখ করা হয় নাই। সত্তা ও অসত্তা দ্রব্যেরই ধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অসত্তা সত্তাধর্ম্মের বিপরীত, "এই" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জগতের নাম ও রূপ সত্ত্বধর্ম্ম, এই সত্ত্বধর্ম্মের বিরোধী যে সূক্ষ্মাবস্থা বা নাম-রূপের অনভিব্যক্তাবস্থা, তাহাই অসত্ত্ব। যদি বল, তোমার উক্তি যে যথার্থ, তাহার প্রমাণ কি? বাক্যশেষ হইতেই তাহা জানা যায়। অসৎ বাক্যের শেষে "অগ্রে এই সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ কিছুই ছিল না" এই স্থানে "নিজেকেই সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন" বাক্যশেষে অবস্থিত "মনকে সৃষ্টি করিলেন" এই উক্তি দ্বারা অসৎ শব্দের অর্থ যে একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে, তাহা নিশ্চিত হইতেছে, অতএব নাম-রূপবিশিষ্ট জগতের যে নাম-রূপবিহীন সূক্ষ্মাবস্থা, তাহাই অসত্ত্ব ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—যুক্তেঃ—যুক্তি হইতে, শব্দান্তরাচ্চ—অন্যশব্দ হইতেও। যুক্তি ও অন্য শব্দ দ্বারাও জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য কারণের সহিত অভিন্নাবস্থায় থাকে।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহারা দধি, ঘট বা কুণ্ডলাদি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা উহাদের উপাদানকারণ দুগ্ধ, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে যে দধি প্রস্তুত করিবে, সে মৃত্তিকা, বা যে ঘট প্রস্তুত করে, সে দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। অসৎকার্য্যবাদে অর্থাৎ পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না, ইহা স্বীকার করিলে ঐরূপ নিয়মিত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি কোথাও নাই থাকে, তাহা হইলে কেবল দুগ্ধ হইতেই বা দধি হয় কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা হয় না কেন? মৃত্তিকা হইতেই বা ঘট হয় কেন? দুগ্ধ হইতেই বা হয় না কেন? যদি বল, কার্য্য থাকা না থাকা বা কারণ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন নিয়ম নাই, কিন্তু দধি-সম্বন্ধীয় একটা বিশিষ্ট শক্তি দুগ্ধেই থাকে, মৃত্তিকায় থাকে না, এবং ঘট-সম্বন্ধীয় শক্তি মৃত্তিকাতেই থাকে, দুগ্ধে থাকে না, এরূপ বলিলে অসৎ-কার্য্যবাদ অবশ্যই নিবারিত হইয়া সৎকার্য্যবাদই প্রতিপন্ন হইবে; কেন না, পূর্ব্বাবস্থার একটা আতিশয্য বা শক্তি স্বীকার হইতেছে, সেই শক্তিই কারণে থাকিয়া কার্য্যকে নিয়মিত করে, অতএব শক্তি কারণেরই আত্মভূত ও কার্য্য শক্তিরই আত্মভূত, এই যুক্তি দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের সত্ত্ব ও কারণের সহিত অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। আবার শব্দান্তরের দ্বারাও উহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রুতি "এই সমস্ত পূর্ব্বে অসৎ ছিল" ইত্যাদিরূপে অসদ্বাদবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া "অসৎ

হইতে কিরূপে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে" ইত্যাদিরূপ প্রতিবাদানন্তর "ইহা অগ্রে সৎই ছিল" এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত স্থলে "এই" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট জগৎরূপ কার্য্যের সৎ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মরূপ কারণের সহিত সামানাধিকরণ্য বা ভেদাভাব উক্ত হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্ত্ব ও কারণের সহিত অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পূর্ব্ব সূত্রে উল্লিখিত "অসৎ" এই শব্দের পর অসদ্বিপরীত "সৎ" শব্দের যে উল্লেখ হইয়াছে, এই শব্দান্তর দ্বারাও সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্ত্বা ও কারণাভিন্নত্ব প্রমাণিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যুক্তি দ্বারাও "অসৎ" শব্দের ধর্ম্মান্তর বা অবস্থান্তর অর্থই জানা যাইতেছে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে পদার্থেরই ধর্ম্ম, যুক্তি দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া যায়; কেন না, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট হইলে "ঘট আছে" অর্থাৎ ইহাই ঘট, এইরূপ ব্যবহার হয়, আবার সেই মৃত্তিকারূপ দ্রব্যেরই উক্ত ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তর সঙ্ঘটিত হইলে "ঘট নাই" এইরূপ অসৎ ব্যবহারের হেতু হয়, তাহার মধ্যে আবার কপালাদি অবস্থা ঘটাবস্থার বিরোধী বলিয়া সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থা প্রাপ্ত মৃত্তিকার "নাই" এই ব্যবহারের হেতু, সেই অবস্থান্তর ব্যতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া কোন পদার্থই উপলব্ধি হয় না, এবং সেই অবস্থা দ্বারাই অভাব ব্যবহারের উপপত্তি হওয়ার অভাব বলিয়া একটা পৃথক্ পদার্থের কল্পনা করারও প্রয়োজন হয় না। যেমন যুক্তি দ্বারা অসৎ শব্দের অর্থ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি অবগত হওয়া যায়, তেমনই শব্দান্তরের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়। শব্দান্তরশব্দে পূর্ব্বে উল্লিখিত "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎই ছিল" এই সমস্ত শ্রুতিই বুঝাইতেছে, সে স্থানে "হে সৌম্য! কিরূপে এরূপ অর্থাৎ অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে?"

ইত্যাদিরূপে জগতের তুচ্ছত্ব অর্থাৎ অত্যন্ত অসত্বকে নিষেধ করিয়া "অগ্রে এই জগৎ সৎই ছিল" ইত্যাদিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। "তৎকালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই পরে নাম-রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে" এই শ্রুতিতেও জগতের সত্ব স্পষ্ট-রূপেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—পটবচ্চ—পট অর্থাৎ বস্ত্রের ন্যায়ও। সংবে-ষ্টিত অর্থাৎ গুটান বা ভাঁজ করা ও প্রসারিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তেও-জানা যায় যে, কার্য্য-কারণ অভিন্ন পদার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্যক্‌রূপ বেষ্টিত বা ভাঁজ করা বস্ত্র দেখিলে যেমন তাহা বস্ত্র কি অন্য কোন-পদার্থ, ইহা স্পষ্ট বোধ হয় না, পরে তাহা প্রসারিত করিলে বস্ত্র বলিয়াই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, অথবা সংবেষ্টিত অবস্থায় বস্ত্র বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তার কতটা, ইহা জানা যায় না, তাহাই আবার প্রসারিত করিলে তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের ও সংবেষ্টিত বস্ত্র হইতে ইহা পৃথক্ পদার্থ নহে, একই পদার্থ, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়, এইরূপ সূত্রাদিরূপ কারণাবস্থাতে অবস্থানকালেও পটাদিরূপ কার্য্য অস্পষ্টই থাকে, অর্থাৎ বস্ত্রাদিরূপে উপলব্ধি হয় না, পরে তুরী, বেমা ও তন্তুবায় ইত্যাদির ব্যাপারে বস্ত্রাদিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিলে তখন স্পষ্টই বস্ত্রাদি বলিয়া জানা যায়। এই সংবেষ্টিত ও প্রসারিত বস্ত্রের দৃষ্টান্তেও জানা যায় যে, কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে, অর্থাৎ সূতা ও বস্ত্র একই পদার্থ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যেমন সূত্র-সমূহ

পরস্পর সংযোগবিশিষ্ট হইয়া পট বা বস্ত্র এই নাম-রূপাত্মক অন্য একটি কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ জানিবে॥ ১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—যথা চ প্রাণাদি—প্রাণাদির ন্যায়ও। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক বায়ুপঞ্চকের ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে ঐ সকল কেবল কারণরূপে বিদ্যমান থাকে। ইহা দ্বারা এই বলা হইল যে, মূল প্রাণবায়ুর সহিত কার্য্যভূত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের যেমন অভেদ স্বীকৃত হয়, কার্য্য-কারণের অভেদও তেমনই জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লৌকিক ব্যবহারেও যেমন দেখা যায়, প্রাণ অর্থাৎ মূলবায়ুর ভেদবিশেষ প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ুর ক্রিয়া প্রাণায়াম দ্বারা নিরুদ্ধ হইলে উহারা কেবল কারণরূপে বিদ্যমান থাকিয়া জীবনধারণরূপ কার্য্যমাত্রই সম্পাদন করে, দেহের আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে না; ঐ সকল প্রাণই আবার সময়ান্তরে স্বস্বক্রিয়াবিশিষ্ট হইয়া জীবনধারণরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়াও তদতিরিক্ত আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, বায়ুত্ব-পুরস্কারে মূল প্রাণবায়ু হইতে ঐ পঞ্চ বায়ুর কোন ভেদ নাই, বায়ুর স্বভাবানুসারে সবই এক পদার্থ, এইরূপ কার্য্য ও কারণেও কোন ভেদ নাই, অতএব নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া ব্রহ্মে ও জগতে কোন ভেদই নাই; এইরূপে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়" এই শ্রৌত প্রতিজ্ঞাও সফল হয় জানিবে॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহমধ্যস্থ একই বায়ু যেমন বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াভেদে প্রাণ অপানাদি পৃথক্ পৃথক্ নামরূপে

পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ একই ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিচিত্র জগদাকার প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নামরূপে বিরাজিত হন, অতএব পরমকারণ পরব্রহ্ম হইতে জগৎ যে পৃথক্ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২০ ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—ইতরব্যপদেশাৎ—ইতর অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিলে অথবা ব্রহ্মই জীব এইরূপ বলিলে, হিতাকরণাদি-দোষপ্রসক্তিঃ—অহিতাচরণরূপ দোষের সম্ভাবনা। জীব ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হয় অথবা ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় জীবভাব প্রাপ্ত হন, এ কথা বলিলে, নিজের অহিতকর নরকাদি-সৃষ্টিকরণরূপ দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে, স্বেচ্ছায় নিজের অনিষ্টজনক কার্য্য কেহ করে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই মত খণ্ডনার্থ পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন। শ্রুতি জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মই জীবভাব স্বীকার করেন, এইরূপ বলিয়াছেন। অন্যান্য বিবিধ শ্রুতিও আত্মশব্দের দ্বারা জীবকে নির্দ্দেশ করিয়া জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। চেতন ব্রহ্ম হইতেই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে নিজের অহিতকর ক্রিয়াকরণ জন্য দোষের সম্ভাবনা ঘটে, কারণ, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন, সুতরাং ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ও জীবের স্রষ্টৃত্ব একই কথা। যে কর্ত্তা স্বাধীন, তিনি নিজের প্রীতিকর হিতক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করেন, অনিষ্টজনক জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগাদি অনর্থসমূহের উৎপাদনে কখনই সহায়তা করেন না। কোন স্বাধীন ব্যক্তিই নিজের কারাগার নিজে প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে না, অতএব ব্রহ্মই যদি স্রষ্টা ও জীব হন, তাহা

হইলে তিনি কখনই নিজেরই অনিষ্টকর জন্ম-মরণাদি সৃষ্টি করিয়া নরকাদি যাতনা ভোগ করিবেন কেন? অত্যন্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম কেনই বা অত্যন্ত মলিন দেহে আত্মভাবে প্রবেশ করিবেন? সৃষ্টি করিলেনই যদি, তবে নিজের যাহা কিছু দুঃখকর, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখকর বস্তুই বা গ্রহণ করেন না কেন? জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়, কেহ কোন কার্য্য করিলে, তাহা স্মরণ করিয়া বলে, আমি ইহা করিয়াছি, ব্রহ্মই স্রষ্টা হইলে তিনিও ত স্মরণ করিতে পারিতেন যে, এই জগৎ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। আরও দেখ, ঐন্দ্রজালিক যেমন নিজের ইচ্ছাকৃত মায়াকে অনায়াসেই উপসংহার করে, জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মও ত তেমনই নিজের মায়াকৃত এই সৃষ্টি ও শরীরকে অনায়াসেই উপসংহার করিতে পারেন, কিন্তু তাহা করিতে পারেন না কেন? অতএব নিজের হিতানুষ্ঠান করিতেও যখন তাঁহাকে দেখা যায় না, তখন চেতন ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ উক্তি অযৌক্তিক ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিবিধ শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে, ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা যদি ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মেতর জীবের ব্রহ্মভাব উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, তখন নিজের শুভাশুভ তিনি নিশ্চয়ই জানেন; অতএব তাঁহার সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছানুরূপ হিতকর জগৎ সৃষ্টি না করা ও অহিতকর জগৎ সৃষ্টি করা রূপ বিবিধ দোষ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। এই জগৎ আধ্যাত্মিকাদি বহু দুঃখের আকর, কোনও স্বাধীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজের অনিষ্টকর এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। যে সমস্ত শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করে, অভেদবাদী তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, কারণ, ভেদ স্বীকার করিলে জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব সিদ্ধ

হইতে পারে না, অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—অধিকন্তু—অধিক অর্থ পৃথক্, ভেদনির্দ্দেশাৎ—ভেদনির্দ্দেশ হেতু। শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জীবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করায় জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক বা পৃথক্ পদার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত 'তু' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, অতএব তিনি জীব হইতে অধিক অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, তাঁহাকেই আমরা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলি, জীবকে নহে, নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষের সম্ভাবনাই হইতে পারে না; তিনি নিত্যমুক্ত, হিত বা অহিত কোন কর্ত্তব্যই তাঁহার নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞান বা শক্তির কোন প্রতিবন্ধকই হইতে পারে না। জীব কিন্তু উক্ত প্রকার নহে, তাঁহার পক্ষে হিতাকরণাদিদোষ সম্ভব হইতে পারে, কারণ, "আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ত্তা ও কর্ম্মের ভেদ অর্থাৎ জীব কর্ত্তৃকই আত্মা দ্রষ্টব্য ইত্যাদি ভেদ উল্লেখ থাকায় জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই জানিবে। আচ্ছা, "তিনিই তুমি" ইত্যাদিরূপ শ্রুতিতে ত আবার জীব-ব্রহ্মের অভেদও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, একই বস্তুতে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদাভেদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছি, মহাকাশ ও ঘটাকাশের দৃষ্টান্তানুসারে উভয়ই সম্ভব হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহা প্রতিপাদনও করা হইয়াছে, এ জন্য উক্ত দোষ হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপ বিবিধ শ্রুতিতে পরস্পরের ভেদনির্দ্দেশ থাকায় জীব হইতে

ব্রহ্মের পার্থক্যই প্রমাণিত হয়, সুতরাং ব্রহ্মের হিতাকরণাদিদোষসম্ভাবনাও ইহার দ্বারা দূরীভূত হইতেছে জানিবে ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলিতেছেন—'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তি সূচক, প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ দুঃখভোগ করে বলিয়া তদপেক্ষা ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ, যে হেতু "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা বা জীব হইতে পৃথক্, আত্মা বা জীব যাহাকে জানে না" "যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত, দিব্য একমাত্র দেব নারায়ণ" ইত্যাদি শ্রুতি জীবাত্মা হইতে পরব্রহ্মকে পৃথক্রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২২

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ ।—অশ্মাদিবচ্চ—প্রস্তরাদির ন্যায়ও, তদনুপপত্তিঃ—তুমি যে দোষ দেখাইয়াছ, তাহা অসঙ্গত। প্রস্তরাদির দৃষ্টান্তেও একই বস্তুর বিবিধপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, অতএব তুমি যে দোষ দেখাইয়াছ, তাহা অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রস্তর মাত্রেই পার্থিব, পার্থিবত্ব সম্বন্ধে প্রস্তরমাত্রেই এক হইলেও হীরকাদি কোন কোন প্রস্তর বহুমূল্য হয়, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি কোন কোন প্রস্তর অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য ও অল্পগুণসম্পন্ন হয়, কোন কোন প্রস্তর বা কেবলমাত্র কুক্কুরশৃগালাদি দূরীকরণোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়; আবার যেমন একই বীজ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইলে পত্র, পুষ্প, ফল, গন্ধ ইত্যাদি বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়, অথবা যেমন একই অন্নরস রক্ত, মাংস, কেশ, লোম, নখ

ন্ত্যাদি বিবিধরূপে পরিণত হয়, তেমনই একই ব্রহ্মের জীবপ্রাজ্ঞভেদে বিবিধ কার্য্যবৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে, অতএব তোমার প্রদর্শিত দোষের সঙ্গতিই হয় না। প্রামাণিক শ্রুতিসমূহও বলিয়াছেন, বিকারসমূহ বাচারম্ভণমাত্র, অতএব স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের ন্যায় বৈচিত্র্য " ২৩।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সম্পদা বিকার বা অবস্থান্তর প্রাপ্তির যোগ্য, অতি হেয়, অচেতন প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও তৃণাদি পদার্থের যেমন অনিন্দনীয়, নির্বিকার, সর্ববিধ উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর গুণ-সমূহ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত ঐক্য উপপন্ন হয় না, তদ্রূপ অনন্ত দুঃখভোগের যোগ্য খদ্যোততুল্য জীবচৈতন্যেরও সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট ও অসংখ্য কল্যাণকর গুণের একমাত্র আশ্রয় ব্রহ্মপদার্থের স্বভাবলাভ উপপন্ন হয় না। "আত্মা যাহার শরীর" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায়, জীব ব্রহ্মেরই শরীর, ব্রহ্ম জীবাত্মরূপেই অবস্থান করেন, এই অর্থস্থিতি হেতুকই জীব-ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ-নির্দ্দেশ বিরুদ্ধ নহে, বরঞ্চ উক্ত অর্থের সমর্থকই হয়। চেতনাচেতন বস্তুশরীরাত্মক ব্রহ্ম বিবিধ রূপে অবস্থিত, তন্মধ্যে সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুশরীরাত্মক ব্রহ্ম কারণ, এবং স্থূল চেতনাচেতন বস্তুশরীরাত্মক সেই ব্রহ্মই জগদাত্মক কার্য্য, এই-রূপে জগৎ ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয়　　জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে॥ ২৩॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ ।—উপসংহারদর্শনাৎ—উপসংহারদর্শনহেতুক, ন ইতি চেৎ—ব্রহ্ম কারণ নয়, ইহা যদি বল, ন—না, বলিতে পার না, হি—যে হেতু, ক্ষীরবৎ—দুগ্ধের ন্যায়। কোন কার্য্য সাধন করিতে গেলে, বিবিধ প্রকার উপাদান সংগ্রহ করিতে

হয়, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়, অতএব কেবল একাকী ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না, ইহা যদি তুমি বল, তাহার উত্তরে বলিব, দুগ্ধ যেমন উপাদান ব্যতীতও দধিরূপে পরিণত হয়, কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাদান-নিরপেক্ষ হইয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই যা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত, কারণ জগতে সর্ব্বদাই দেখা যায়, ঘট-পটাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, কুম্ভকার মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র ইত্যাদি বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তবে সেই কার্য্য সম্পাদন করে, আবশ্যকীয় উপাদান ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম একাকীই জগৎকারণ, ইহাই তোমার মত, কিন্তু কোন উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াই কেমন করিয়া তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন? ইহা তুমি যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, একক ব্রহ্মই জগতের কারণ, এ উক্তি অসঙ্গত নহে। দেখ, দুধ বা জল জমিয়া দধি ও তুষাররূপে পরিণত হয়, কিন্তু তাহারা ঐরূপে পরিণত হওয়ার বিষয়ে কোনরূপ বাহ্যিক কারণের অপেক্ষা করে না, এ স্থলেও দুগ্ধ বা জলের ন্যায়ই ব্রহ্ম কারণনিরপেক্ষ হইয়াই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। যদি বল, দুগ্ধাদির দধিভাবে পরিণত হওয়ার পক্ষে উষ্ণতা, অম্লরস (দম্বল) ইত্যাদি বাহ্যিক উপকরণসমূহ আবশ্যক, তবে দুগ্ধের দৃষ্টান্ত কিরূপে সঙ্গত? তাহার উত্তরে বলিব, এ দৃষ্টান্তও দোষাবহ নহে, দুগ্ধ স্বয়ংই দধিভাবে পরিণত হয়, তবে পরিণত হইতে যতটুকু সময় লাগে, উষ্ণত্বাদি সাধন-সমূহ তদপেক্ষা অল্পসময়ে অন্যনিরপেক্ষভাবে দধিরূপে পরিণত করে। দুগ্ধের আপনা হইতেই দধিভাবে পরিণত হইবার ক্ষমতা যদি না থাকিত

তাহা হইলে উষ্ণত্বাদি কারণসহযোগেও সে দধিভাব প্রাপ্ত হইত না। উষ্ণত্বাদিই যদি দধিভাবের কারণ হইত, তাহা হইলে তৎসংযোগে বায়ু বা আকাশও দধিরূপে পরিণত হইত। উপকরণ-সমূহ দ্বারা তাহার সত্ত্বর পূর্ণতা সম্পাদিত হয় মাত্র। ব্রহ্ম স্বয়ং পরিপূর্ণশক্তিবিশিষ্ট, উপকরণান্তরের দ্বারা তাঁহার শক্তির পূর্ণতা-সাধন করিতে হয় না, এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণও যথেষ্ট আছে, অতএব দুগ্ধাদির ন্যায় বিচিত্র শক্তিযোগে একই ব্রহ্মের বিবিধ পরিণাম অসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতা ও অন্য সর্ব্বপদার্থ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য যে বিরুদ্ধ নহে, তাহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; সম্প্রতি তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই বিচিত্র জগৎসৃষ্টি করাও যে বিরুদ্ধ নহে, ইহাই প্রমাণ করিতেছেন। এ স্থানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, যাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ, কার্য্যসম্পাদন-বিষয়ে তাহাদের নানাবিধ উপাদানের আবশ্যক হয়, ইহা দেখিয়া সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মেরও উপাদান কারণসমূহের সহায়তা ভিন্ন জগতের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তোমার এরূপ আশঙ্কার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ ব্যক্তিও সেই সেই কার্য্যসম্পাদনের উপযোগী দ্রব্যসমূহের সাহায্যেই তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, অতএব পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও সৃষ্টিকার্য্যের উপযোগী উপকরণসমূহ ব্যতীত তাঁহার স্রষ্টৃত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না, কোন কোন মন্দমতি ব্যক্তি এইরূপ তর্ক উপস্থিত করে। তাহাদের এই তর্ক খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, ঘট-পটাদির কারণস্বরূপ কুম্ভকার-তন্তুবায়াদির সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি থাকিলেও মৃত্তিকা, সূত্র ইত্যাদি উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়াই তত্তৎকার্য্য সম্পাদন করে। যাহারা ঘট-পটাদি প্রস্তুত করিতে অসমর্থ, তাহারা মৃত্তিকাদি উপকরণ-সমূহ

পাইলেও তাহা সাধন করিতে পারে না, সমর্থাসমর্থের এইটুকুই পার্থক্য ; অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মও সৃষ্টির উপযোগী উপকরণসমূহের সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টিসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন না। "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অসহায় বা একাকী ছিলেন, সুতরাং সহায়শূন্যভাবে তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন, কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ সকল কর্ত্তাই যে উপকরণের অপেক্ষা করেন, তাহা নহে ; তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যেমন দধি ও হিম ইত্যাদিরূপ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ দুগ্ধ-জলাদি কোন উপকরণের অপেক্ষা না করিয়াই উক্ত কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ একাকী ব্রহ্মেরও সর্ব্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ সম্ভব। দুগ্ধাদি দধি প্রভৃতিরূপে পরিণত হইতে যে আতঞ্চন অর্থাৎ "দম্বল" ইত্যাদির অপেক্ষা করে, সে কেবল শীঘ্র দধিভাবে পরিণত হইবার নিমিত্ত অথবা সুস্বাদুত্বসম্পাদনের নিমিত্ত ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—দেবাদিবদপি—দেবতা প্রভৃতির ন্যায়ও, লোকে —জগতে দেখা যায়। জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, দেবতা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোন উপকরণ ব্যতীতই স্ব স্ব অভিপ্রায়সাধনে সমর্থ হন, সেইরূপ ব্রহ্মও কোন উপকরণের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অচেতন দুগ্ধাদি কোনরূপ বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই দধ্যাদিরূপে পরিণত হইতে পারে, হউক, কিন্তু চেতন কুলালাদিকে যখন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, তখন চেতন ব্রহ্মও উপকরণের

সাহায্য না লইয়া কেমন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? এরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিতেছি, দেবতা ইত্যাদির দৃষ্টান্তেই আমরা ঐরূপ বলিয়াছি। দেখ, জগতে ইতিহাস-পুরাণাদি দৃষ্টে ইহা জানা যায় যে, মহা প্রভাবশালী দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ চেতন হইয়াও কোনরূপ বাহ্য উপকরণের অপেক্ষা না করিয়াই ঐশী শক্তির প্রভাবে কেবল চিন্তামাত্রেই নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট শরীর, প্রাসাদ, রথ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করেন, তন্তুনাভ বা মাকড়সা একাকীই সূত্র সৃষ্টি করে, বক শুক্র অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীতও গর্ভধারণ করে, পদ্মিনী প্রস্থানোপযোগী কোন সাহায্য না পাইলেও এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে, সেইরূপ চেতন ব্রহ্মও কোনরূপ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া একাকীই জগৎ সৃষ্টি করেন। কুম্ভকারাদি ও দেবাদি উভয়েই চেতন হইলেও কার্য্যারম্ভকালে কুম্ভকারাদির বাহ্যিক উপকরণ আবশ্যক করে বটে, কিন্তু দেবাদির যেমন তাহা করে না, চেতন ব্রহ্মেরও সেইরূপ কোন সাধনের অপেক্ষা করে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেবাদিগণ যেমন স্ব স্ব লোকে ইচ্ছামাত্রেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সৃষ্টি করেন, সেইরূপ এই পুরুষোত্তমও কেবল নিজ ইচ্ছামাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন। দেবতাদিগের উক্তরূপ শক্তি বেদাদি হইতেই জানা যায়, ব্রহ্মের শক্তিও বেদাদি হইতেই জানা যায়। দেবাদির দৃষ্টান্ত দেওয়ার অভিপ্রায় এই যে, ঐ দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মশক্তিবিষয়েও অনায়াসে ধারণা করিতে পারা যাইবে ॥ ২৫ ॥

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ—সমগ্রেরই প্রাপ্তিসম্ভাবনা, নির-

ষবত্বশব্দব্যাকোপো বা—অথবা নিরবয়ব এই উক্তিরও অন্যথা হয়। ব্রহ্ম জগতের কারণ, এরূপ বলিলে, তাঁহার যখন অবয়ব নাই, তখন সমস্ত অংশটাই জগৎরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বই থাকে না, এই একটা দোষ ঘটে, অথবা উক্ত দোষ যাহাতে না ঘটিতে পারে, সে জন্য তাঁহাকে যদি সাবয়ব বল, তাহা হইলে, তাঁহাকে যে নিরবয়ব বলা হয়, এ উক্তির মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অদ্বিতীয় একমাত্র চেতন ব্রহ্মই দুগ্ধ ও দেবতা প্রভৃতির ন্যায় বাহ্যিক উপকরণের সাহায্য না লইয়াই স্বয়ংই জগৎরূপে পরিণত হন, ইহা প্রমাণিত হইলেও শাস্ত্রার্থকে দৃঢ়রূপে সমর্থনের নিমিত্ত পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া ঐ সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইতেছেন।—শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, উক্ত নিরবয়ব ব্রহ্ম জগতের কারণ, ইহা স্বীকার করিলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন। যদি পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্ম অবয়ববিশিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার একাংশ বা কোন কোন অবয়ব জগৎরূপে পরিণত হইত, অপরাংশ ব্রহ্মরূপেই থাকিত, যখন তাহা নাই, তখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই জগৎরূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনায় ব্রহ্মের মূল পর্য্যন্ত উচ্ছেদরূপ দোষ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে। সমূল ব্রহ্মেরই যদি উচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে "তাঁহাকে দেখিবে, জানিবে" ইত্যাদি উপদেশই নিষ্ফল হয়। আর এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত যদি তাঁহাকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহার নিরবয়বত্ববোধক যে সমস্ত শব্দ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে সেগুলিরও ব্যাকোপ বা আনর্থক্য-দোষ সঙ্ঘটিত হয় ও ব্রহ্ম অনিত্য,

এরূপ আশঙ্কাও উপস্থিত হইতে পারে, অতএব কোন প্রকারেই ব্রহ্ম সাবয়ব, এ মত সমর্থন করিতে পারা যায় না ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই জগৎ পূর্ব্বে সংস্বরূপই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন, কারণাবস্থায় চেতনাচেতন বিভাগ না থাকায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন। অবিভক্ত নিরবয়ব একমাত্র সেই ব্রহ্মই "আমি বহু হইব" এই ইচ্ছা করিয়া আকাশ, বায়ু ইত্যাদি অচেতনরূপে ও ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে সেই পরব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল, ব্রহ্মের চেতনাংশ জীবভাবে ও অচেতনাংশ আকাশাদিভাবে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে "অগ্রে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল" কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়বত্ববোধক এই শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থ নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয়। যদিও সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুসমূহরূপশরীরধারী ব্রহ্মই কারণ ও স্থূল চেতাচেতনবস্তুসমূহরূপশরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্য, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি শরীরী অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকার করায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষ দুর্নিবার হইয়া পড়ে, নিরবয়ব ব্রহ্মের বহু হওয়াও উপপন্ন হয় না, আর যে অংশের কার্য্যত্বরূপে কোনই উপযোগিতা নাই, সে অংশের অবস্থিতিরও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না, অতএব সমস্তই অসঙ্গত বোধ হয় ও ব্রহ্মকারণবাদও উপপন্ন হয় না ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুতেস্তু—কিন্তু শ্রুতির, শব্দমূলত্বাৎ—শব্দই মূল বলিয়া। শ্রুতি-প্রমাণানুসারে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি ও জগৎ-ব্যতিরেকেই ব্রহ্ম অবস্থিত। আর শব্দপ্রমাণেও

জানা যায়, ব্রহ্ম নিরবয়ব ও তাঁহার একাংশই জগৎ, অতএব কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সূত্রের "তু" শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন-সূচক, অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি হইতেই পারে না, এ জন্য আমাদের সিদ্ধান্তেও কোন দোষ নাই। কারণ, শ্রুতি ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ইহা যেমন বলিয়াছেন, তেমনই প্রকৃতি ও বিকৃতিকে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করায় ও ব্রহ্মের একাংশে জগৎ অবস্থিত, এইরূপ নির্দ্দেশ করায় জগৎ ব্যতিরেকে তাঁহার অবস্থান ও বলিয়াছেন। যদি ব্রহ্মের সর্ব্বাংশই জগৎরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলে অবিকৃত ব্রহ্মের অভাব হেতু "হে সৌম্য! জীব তৎকালে সতের সহিত সংযুক্ত বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়" সুষুপ্তিকালিক এই বিশেষণ অসঙ্গত হয়। আরও দেখ, শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিন্তু বিকার বা জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর, অতএব অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন শ্রুতি তাঁহাকে নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দেরও কোনরূপ হানি হয় না। ব্রহ্ম শব্দমূলক অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা হয় না, শব্দ বা শ্রুতি ব্রহ্মের অকৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ একাংশের দ্বারা জগৎরূপে পরিণতি ও নিরবয়বত্ব উভয়ই প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব আমাদের অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে কোনরূপ দোষের প্রসক্তিই নাই ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তু শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষের পরিহার করিতেছেন, কৃৎস্নপ্রসক্তি ইত্যাদি যে সমস্ত অসামঞ্জস্য তুমি দেখাইয়াছ, তাহা হয় না, কারণ, শ্রুতি ব্রহ্মের

নিরবয়বত্ব ও সেই নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতেই নানাবিধ জগৎ-সৃষ্টির বিষয় বলিয়াছেন। বেদোক্ত বিষয়কে বেদানুসারেই গ্রহণ করা উচিত। যদি বল, "অগ্নি দ্বারা সিঞ্চন করিবে" এরূপ প্রয়োগ যেমন অসংলগ্ন, তেমনই শ্রুতিও পরস্পর অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, শব্দই উক্তরূপ সিদ্ধান্তের মূল, অর্থাৎ এই ব্রহ্মরূপ পদার্থ অন্য সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ জাতীয় কেবলমাত্র শব্দ বা বৈদিক প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞেয়, অতএব তাঁহার বিস্ময়কর শক্তিবিষয়ে কোন উক্তিই পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে যে সমস্ত বিষম দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তিনি তাহাদের বহির্ভূত, কোন দোষই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—আত্মনি চ—আত্মাতেও, এবং—এইরূপ, বিচিত্রাশ্চ—নানাবিধও, হি—যে হেতুক। যে হেতুক একমাত্র আত্মাতেও এইরূপ বিচিত্র সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, এ জন্য অবিকৃত-ভাবে থাকিয়াও ব্রহ্মের বিবিধ সৃষ্টিপ্রসঙ্গ দোষাবহ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা এক হইলেও স্বপ্নে তাঁহার স্বরূপের হানি না হইয়াও বিবিধ প্রকার সৃষ্টি হয়, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে। লোকমধ্যেও ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, দেবতা বা ঐন্দ্রজালিকগণের স্বরূপের কোন অন্যথা না হইয়াও হস্তী অশ্বাদি বিবিধ প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহারা নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই মায়াবলে আপনাতে হস্তী অশ্বাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এইরূপ স্বরূপের হানি না হইয়াও একমাত্র ব্রহ্মেতে বিবিধাকার সৃষ্টি হয়, এ উক্তিতে কোনরূপ সন্দেহ হইতেই পারে না ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, যদি এইরূপে এক বস্তুসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম অপর বস্তুতে আরোপ করা যায়, তাহা হইলে ঘটাদি অচেতন পদার্থে যে ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতেও সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু পদার্থ-সমূহের স্বভাবের বৈচিত্র্য বশতঃই তাহা হয় না, এই জন্যই বলিতেছেন, যে হেতু শক্তি-সমূহ নানাবিধ। পরস্পর বিরুদ্ধ অগ্নিজলাদির যেমন বিরুদ্ধ উষ্ণত্বাদি শক্তিও বিচিত্র দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জাগতিক সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে বিজাতীয় পরব্রহ্মেও; সেই সেই বস্তুতে যাহা দেখা যায় না, এমন সহস্র সহস্র শক্তির বিদ্যমানতাবিষয়ে কোন অসঙ্গতিই হইতে পারে না, অতএব জাগতিক সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে বিলক্ষণ পরব্রহ্মে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কোন দোষই সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—স্বপক্ষদোষাচ্চ—স্বপক্ষ অর্থাৎ সাংখ্যের নিজ পক্ষেও উক্তরূপ দোষ থাকায়ও। সাংখ্যকার যে সমস্ত দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, উক্ত কৃৎস্নপ্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ-সমূহ তাঁহার নিজপক্ষেও থাকায়, উহার উল্লেখই তাঁহার পক্ষে অন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধান কারণবাদীদিগের মতেও নিরবয়ব, অপরিচ্ছিন্ন বা অসীম, শব্দাদিহীন প্রধান, সাবয়ব, সসীম শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের কারণ, অতএব সাংখ্য-পক্ষেও প্রধানের নিরবয়বত্ব হেতুক কৃৎস্নপ্রসক্তি-দোষ অথবা নিরবয়বত্ব শব্দের নৈরর্থক্য-দোষ থাকায় উভয়পক্ষই সমান দুষ্ট। যদি বল, সাংখ্য-বাদিগণ প্রধানকে নিরবয়ব বলেন না, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রধান, এবং ঐ গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, সুতরাং প্রধানও সাবয়ব। তাহার উত্তরে

বলিব, এই প্রকার সাবয়বত্ব-কল্পনা দ্বারা প্রকৃত দোষের পরিহার হয় না, কারণ, সত্ত্ব-রজস্তম এই গুণত্রয়ও প্রত্যেকেই সমান, নিরবয়ব, তাহাদের মধ্যে এক একটি অপর দুইটির সহযোগে সজাতীয় প্রপঞ্চ-সমূহের কারণ হয়, অতএব প্রদর্শিত দোষ সাংখ্যমতেও সমানই হইতেছে, সুতরাং কেহই কাহার পক্ষে দোষারোপ করিতে পারেন না, পরন্তু ব্রহ্মকারণবাদী নিজ পক্ষের দোষ পরিহার করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বপক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানাদিকে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও জাগতিক বস্তু-সমূহের সহিত প্রধানাদির কোন বৈজাত্য না থাকায় লোকদৃষ্ট দোষসমূহ তাহাতেও সম্ভব হইতে পারে, এ জন্য সকল পদার্থ হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আরও দেখ, প্রধান নিরবয়ব, নিরবয়ব প্রধান হইতে মহদাদি নানাবিধ জগতের সৃষ্টিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ই প্রধানের অবয়ব; সে বিষয়েও ইহা বিচার্য্য যে, ঐ গুণত্রয়ের সমষ্টিই কি প্রধান? অথবা উক্ত গুণত্রয়ের দ্বারা আরব্ধ বস্তুই প্রধান? যদি গুণত্রয়ারব্ধ বস্তুকেই প্রধান বল, তাহা হইলে "প্রধানই জগতের কারণ" এই নিজের উক্তিরই বিরোধ হয়, স্বোক্ত সংখ্যারও বিরোধ হয় এবং নিরবয়ব উক্ত গুণত্রয়ের কার্য্যারম্ভও বিরুদ্ধ হয়। যদি বল, উহাদের সমষ্টিই প্রধান, তাহা হইলেও, উহারা স্বয়ংই যখন নিরবয়ব, তখন উহাদের এমন কোন অংশ নাই, যাহার সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন স্থূলদ্রব্য আরম্ভ করিতে পারে, সুতরাং কোন স্থূলদ্রব্যের উৎপাদনই তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরমাণু-সমূহেরও কোন অংশ নাই, অতএব তাহারাও পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন স্থূলকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং যাঁহারা পরমাণুকেই জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও উক্ত দোষের প্রসক্তি হয় ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বোপেতা চ—সর্ব্বশক্তিসমন্বিতও, তদ্দর্শনাৎ—সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া। শ্রুতিতে দেখা যায়, তিনি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, এ জন্যও তাঁহা হইতেই এই বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম এক হইলেও লোকাতীত সামর্থ্যবলে নানাবিধ জগৎসৃষ্টি তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে অলৌকিক শক্তিশালী, তাহা কিরূপে জানিব? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায়, পরমদেবতা পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইঁহার বিবিধ প্রকার পরা শক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়" এই শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্ববিধ পদার্থান্তর হইতে বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন করিয়া "সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বও প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব পরব্রহ্ম সর্ব্ববিধ পদার্থান্তর হইতে বিজাতীয় ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—বিকরণত্বাৎ—ইন্দ্রিয় না থাকায়, ন—না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, তদুক্তং—তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিহীন, অতএব তাঁহার সর্ব্বশক্তি থাকা সম্ভব নহে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্, অমনা" ইত্যাদি শ্রুতি পরা দেবতাকে ইন্দ্রিয়বিহীন বলিয়াছেন, অতএব তিনি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইলেও কিরূপে কার্য্য করিতে পারেন? দেবতাগণ চেতন ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়াও আধ্যাত্মিক কার্য্যকরণযোগে সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহা জানা যায়, কিন্তু "নেতি নেতি" এই শ্রুতি দ্বারা যাঁহার সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই দেবতা যে সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিতেছি, এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতি গভীর এই ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে, তর্কের দ্বারা ইহার কোন মীমাংসা হয় না। ব্যক্তিবিশেষের যে সামর্থ্য থাকিতে পারে, অন্য ব্যক্তিরও যে সেই সামর্থ্যই থাকিবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, অতএব ব্রহ্মের পক্ষে সর্ব্ববিধ বিশেষ বা বাস্তব ভেদ না থাকিলেও সর্ব্বশক্তিযোগ অসম্ভব হইতে পারে না। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণও আছে, "তিনি হস্তপাদ-বিহীন হইলেও গমন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ, চক্ষু-কর্ণ না থাকিলেও দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকেন।" এই শ্রুতি নিরিন্দ্রিয় ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ ও সর্ব্বশক্তিমান হইলেও "তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ দেহ ও করণ বা ইন্দ্রিয় নাই" এই শ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রিয়শূন্যতা হেতুক তাঁহার পক্ষে কোনরূপ কার্য্যারম্ভ সম্ভব নহে, ইহা যদি বল, "শব্দমূলত্বাৎ" "বিচিত্রাশ্চ হি" এই দুই সূত্রেই তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও যে সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, এ বিষয়ে "চক্ষু না থাকিলেও দর্শন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন,

হস্তপাদশূন্য হইয়াও দ্রুতগামী ও গ্রহণ করিতে সমর্থ" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ ॥ ৩১ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, প্রয়োজনবত্ত্বাৎ—প্রয়োজনবিশিষ্টতা হেতুক। এই সূত্র দ্বারা পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, কারণ, লোক কোন প্রয়োজনসাধনের নিমিত্তই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁহার কোন প্রয়োজনই নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চেতন ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এ বিষয়ে অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। চেতন পরমাত্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, প্রবৃত্তি প্রয়োজনসাপেক্ষ, প্রয়োজন না থাকিলে কেহ সামান্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয় না, গুরুতর কার্য্য ত দূরের কথা। এ বিষয়ে লোক-প্রসিদ্ধ শ্রুতিও আছে, "হে মৈত্রেয়ি। সকলের সুখের জন্য এ সকল প্রিয় হয় না, আত্মসুখের জন্যই এ সকল প্রিয় হয়।" উচ্চ নীচ নানাবিধ জগৎ-প্রপঞ্চের রচনা সামান্য চেষ্টার কার্য্য নহে, বিপুল চেষ্টা ও প্রয়োজন বশতঃই ইহা সিদ্ধ হয়। চেতন পরমাত্মার এই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি যদি নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে তাঁহার পরিতৃপ্তত্ব অর্থাৎ তিনি পূর্ণকাম বা নিত্যতৃপ্ত, তাঁহার কাম্যবিষয় কিছুই নাই, এই শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইয়া যায়, প্রয়োজন না থাকিলে কার্য্যে প্রবৃত্তিই আসিতে পারে না। যদি বল, উন্মাদগ্রস্তচেতন বুদ্ধিবিপর্য্যয় বশতঃ বিনা প্রয়োজনেও কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ দেখা যায়, পরমাত্মাও সেইরূপ বিনা প্রয়োজনেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ

এই যে শ্রুতি, ইহা মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব চেতন ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি, এরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা—যদিও সর্ব্ববিধ পদার্থ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম নিজেই অর্থাৎ কোন সহায়নিরপেক্ষ হইয়াই এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাহা হইলেও ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সম্ভবপর হয় না, কারণ, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই, বিবিধপ্রকার সৃষ্টি, প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে, বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করে, তাহারা হয় নিজের অথবা অন্যের কোন প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশেই করে। পরব্রহ্ম স্বভাবতই আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি জগৎসৃষ্টির দ্বারা এমন কি লাভ করিবেন, যাহা তিনি এত দিন লাভ করিতে পারেন নাই? অন্যের জন্যও তাঁহার প্রয়োজন নাই, যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে অপরের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের দ্বারাই পরার্থতা সিদ্ধ হইতে পারে। কোন ব্যক্তিই করুণাবশতঃ এরূপ প্রকার জন্ম মৃত্যু-জরাদি বিবিধ দুঃখসঙ্কুল জগৎ সৃষ্টি করে না, করুণা-বশতঃ সৃষ্টি করিলে বরঞ্চ কেবল সুখময় জগৎই সৃষ্টি করিতেন, অতএব প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—লোকবত্তু—কিন্তু লোকের ন্যায়, লীলাকৈবল্যম্—লীলা মাত্র। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্টই আছে যে, প্রয়োজন না থাকিলেও লোকে ক্রীড়াচ্ছলেও বিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত

হয়, সেইরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও ব্রহ্ম কেবল লীলাবশতই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তোমার আপত্তি যুক্তিসহ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সূত্রে যে 'তু' শব্দটি আছে, তাহা উক্ত আপত্তির খণ্ডনসূচক। জগতে যেমন সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন রাজা বা রাজমন্ত্রীর কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবলমাত্র লীলার্থ অর্থাৎ চিত্তবিনোদনের জন্যই ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, অথবা বাহ্যিক কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল স্বভাববশতই যেমন নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়, এইরূপ ঈশ্বরেরও কোনরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল স্বভাবের বশেই লীলারূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে। ঈশ্বর যে কোনরূপ প্রয়োজনসাধনোদ্দেশে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি বা যুক্তি কিছু দ্বারাই সমর্থিত হয় না। তাঁহার এরূপ স্বভাব কেন, তিনি চুপ করিয়া থাকেন না কেন, একপ প্রশ্ন করাও সঙ্গত হয় না। আমাদের পক্ষে জগৎসৃষ্টি গুরুতর বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও অপরিমিতশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষে কেবল লীলামাত্র ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যেমন জগতে সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর, প্রভূত শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও কেবল-মাত্র চিত্তবিনোদনের জন্যই কন্দুকাদি ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দেখা যায় তেমনই সম্পূর্ণকাম পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মেরও নিজের ইচ্ছামাত্রে চেতনা-চেতনাত্মক বিবিধ জগতের সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বংসবিষয়ে যে প্রবৃত্তি, কেবল লীলাই তাহার প্রয়োজন, অন্য কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৩৩ ॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে— তারতম্য ও নির্দ্দয়তা, ন—নাই, সাপেক্ষত্বাৎ—কর্ম্মাধীনতা হেতুক, তথা—সেইরূপই, হি—যে

হেতুক, দশ যুক্তি—দেখাইতেছেন। জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, এরূপ বৈষম্য দেখিয়া বা দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখিয়া তাঁহাকে পক্ষপাতী বা নির্দ্দয় বলিযা দোষ দিতে পার না, কারণ, সুখদুঃখাদি জীবের কর্ম্মফলকে অপেক্ষা করে। শ্রুতিও সেইরূপই দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্তব্যাখ্যা।—স্থূণানিখনন ন্যায় অর্থাৎ কোন খুঁটী পুতিতে হইলে তাহাকে যেমন কতকটা তুলিয়া আবার জোরে বসাইয়া দেয়, আবার তোলে, আবার জোরে বসাইয়া দেয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে ঐ খুঁটী খুব দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়, সেইরূপ নিজ বাক্যের দৃঢ়তা-সম্পাদনের নিমিত্ত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি-বিষয়ে পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, বৈষম্য বা পক্ষপাতিতা ও নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দ্দয়তারূপ দোষের সম্ভাবনা বশতঃ ঈশ্বরই যে জগৎস্রষ্টা, এরূপ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, তিনি দেবতা প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুখী, পশু প্রভৃতিকে অত্যন্ত দুঃখী, আবার মনুষ্য প্রভৃতিকে কখন সুখী, কখন দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় বিষম কার্য্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার তিনি করেন নাই। এইরূপ বৈষম্যপ্রদর্শনের দ্বারা ইতর ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার রাগ-দ্বেষাদি থাকা অনুমিত হয় এবং তজ্জন্য শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে যে নির্ম্মলস্বভাব ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার প্রজাসমূহের দুঃখসৃষ্টি ও সংহার করায় অতি নিন্দনীয় নির্দ্দয়তা ক্রূরতা ইত্যাদি দোষেও তিনি দূষিত হন। এরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিতেছি, বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষে ঈশ্বর দূষিত হইতে পারেন না, কারণ, তিনিও সাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মফলকে অপেক্ষা করিয়াই তাঁহাকে সুখ-দুঃখাদি-বিধান করিতে হয়। যদি কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবেই এইরূপ বিষম সৃষ্টি করিতেন, তাহা

হইলে তাঁহাকে উক্ত দোষদ্বয়ে দুষ্ট বলা যাইতে পারিত। কেবল ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি করেন না, তাঁহাকেও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি করিতে হয়। এই যে সৃষ্টি-বৈষম্য, ইহা সৃজ্যমান প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। ধান্যাদি উৎপত্তিবিষয়ে মেঘ যেমন সাধারণ কারণমাত্র, তাহার উৎকর্ষাপকর্ষবিষয়ে বীজের উৎকর্ষাপকর্ষতাই অসাধারণ কারণ. ঈশ্বরও সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদি সৃষ্টিবিষয়ে সাধারণ কারণ, দেবমনুষ্যাদি-বৈষম্যবিষয়ে সেই সেই জীবগত কর্ম্মই অসাধারণ কারণ। যদি বল, তোমার এ উক্তির সত্যতা কিরূপে বিশ্বাস করিব? তাহার উত্তর, "ঈশ্বর যাহাকে এ লোক হইতে উন্নতলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য ও পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপ হয়" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তরূপ উক্তির সত্যতাবিষয়ে প্রমাণ। স্মৃতিও জীবের কর্ম্মবিশেষানুসারেই ঈশ্বরের অনুগৃহীতত্ব-নিগৃহীতত্ব দেখাইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরবয়ব, চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু হইতে উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন পরমপুরুষের পক্ষে চেতনাচেতনাত্মক বিচিত্র জগৎসৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা হইলেও দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাত্মক উৎকৃষ্ট মধ্যম ও নিকৃষ্ট সৃষ্টিজন্য তাঁহাতে পক্ষপাতিতাদোষের প্রসক্তি হইতে পারে ও অতি-দারুণ দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট করায় তাঁহার নির্দয়তাদোষে দুষ্টিও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, না, পক্ষপাতিতা বা নির্দয়তাদোষের দ্বারা তিনি দুষ্ট হইতে পারেন না, কারণ, উৎকৃষ্ট, মধ্যম, নিকৃষ্ট ইত্যাদি যে সৃষ্টিবৈষম্য, তাহা সৃজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কর্ম্মফলানুসারেই হইয়া থাকে। "যে সৎকর্ম্মকারী, সে উৎকৃষ্ট হয়,

যে পাপকর্ম্মকারী, সে অপকৃষ্ট হয়, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী হয়" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসমূহ, দেবতা প্রভৃতি জীবসমূহের দেবাদি শরীরপ্রাপ্তিবিষয়ে নিজ নিজ কর্ম্মফলকেই যে অপেক্ষা করে, তাহা দেখাইয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, কর্ম্মাবিভাগাৎ—কর্ম্মের বিভাগ না থাকায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অনাদিত্বাৎ—অনাদিত্বহেতুক। সৃষ্টির পূর্ব্বে পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের বিভাগ ছিল না, অতএব উক্তরূপ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টরূপ সৃষ্টিবৈষম্যজনক কোন কর্ম্মই ছিল না, ইহাও বলিতে পার না, কারণ, এই সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যখন আদি-অন্তহীন, তখন তোমার ঐ আপত্তি অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপেই বিদ্যমান ছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে কোনরূপ বিভাগই ছিল না, সবই একরূপ ছিল, অতএব যে কর্ম্মানুসারে এরূপ বিষম সৃষ্টি হইতে পারে, সেরূপ কর্ম্মই ছিল না। সৃষ্টির পর শরীরাদির বিভাগ হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে শরীরাদির বিভাগ হয়; এইরূপ ইতরেতরাশ্রয় অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের হেতুরূপ দোষেরও প্রসক্তি হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মফলানুসারে যে সৃষ্টিবৈষম্য হয়, এ কথা অসঙ্গত, যে হেতু শরীরাদির বিভাগ ভিন্নও কর্ম্ম হয় না, আবার কর্ম্ম ভিন্নও শরীরাদির বিভাগ হয় না। অতএব ঈশ্বর বিভাগের পর কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্টাদি তারতম্য করিতে পারেন, করুন, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে উক্তরূপ বৈষম্যজনক কর্ম্ম না থাকায় প্রথমসৃষ্টি সমান হওয়াই উচিত;

এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, ইহা দোষের বিষয় নহে, কারণ, সংসার অনাদি ; এই সংসারের বা সৃষ্টির যদি আদি থাকিত, তাহা হইলে এ দোষ হইতে পারিত, কিন্তু এই অনাদি সংসারে বীজাঙ্কুরের ন্যায় অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুর কি অঙ্কুর হইতে বীজ, ইহার যেমন কোন্‌টা প্রথম, তাহার নিশ্চয়তা নাই, হেতু-হেতুমদ্ভাবে বিদ্যমান কর্ম্ম ও সৃষ্টিবৈষম্যের প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য, এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, এই সংসাব যে অনাদি, ইহা কিরূপে জানা যাইবে ? তাহার উত্তর দিবার জন্য পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হে সৌম্য ! অগ্রে এই জগৎ কেবল সৎরূপই ছিল" এই শ্রুতিতে কোনরূপ বিভাগের উল্লেখ না থাকায় সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব বলিয়া কেহ ছিল না ; সে সময়ে যখন জীবই ছিল না, তখন তাহার কর্ম্ম বলিয়াও কিছু ছিল না ; কর্ম্মই যখন থাকিল না, তখন কর্ম্মাপেক্ষায় সৃষ্টিবৈষম্য, ইহা কিরূপে বলা চলে ? ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, জীব ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহের অনাদিত্ব হেতুক উক্ত আপত্তি হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—উপপদ্যতে চ—উপপন্নও হয়, অপি—এবং, উপলভ্যতে চ—উপলব্ধিও হয়। সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি দ্বারাও উপপন্ন হয়:এবং শ্রুতিস্মৃতি দ্বারাও উপলব্ধি হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সংসারের অনাদিত্বই যুক্তিসিদ্ধ, সংসার আদিমান্ অর্থাৎ প্রাথমিক হইলে অকস্মাৎ উৎপত্তিহেতুক মুক্ত জীবেরও পুনরায় সংসারে উৎপত্তিপ্রসঙ্গ, অকৃতা-

ভাগম অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ ও কৃতনাশ অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহার ফলভোগ না করা ইত্যাদি দোষের প্রসক্তি হয় সুখদুঃখাদিবৈষম্যের কোন হেতুই নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর যে বৈষম্যের হেতু নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক-রূপতাহেতুক কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের কারণ নহে, রাগদ্বেষাদিরূপ ক্লেশের বাসনাখ্য সংস্কার হইতে যে কর্ম্ম উদ্ভূত হয়, সেই কর্ম্মানুসারিণী অবিদ্যাই সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। কর্ম্ম ভিন্ন শরীর হয় না, আবার শরীর ভিন্নও কর্ম্ম হয় না, অতএব সংসার আদিমান্, ইহা স্বীকার করিলে এইরূপ পরস্পরাশ্রয়রূপ দোষের প্রসক্তি হয়, আর অনাদি স্বীকার করিলে বীজাঙ্কুরন্যায়ানুসারে কোন দোষেরই আশঙ্কা হয় না। শ্রুতি ও স্মৃতিতেও সংসারের অনাদিত্ববিষয়ে বহু প্রমাণ আছে, সুতরাং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনেও সংসারের অনাদিত্ব-উপলব্ধি হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সংসার অনাদি হইলেও তাহার উক্তরূপ অবিভাগ উপপন্ন হয়, যে হেতু, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-নামক বস্তুটি ব্রহ্মশরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্-রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে। উক্তরূপ সমাধান অস্বীকার করিলে অকৃতাভ্যাস অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হয় নাই, তাহার ফল-ভোগপ্রসঙ্গ আর কৃতপ্রণাশ অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহার ফলভোগ না করা, এই দুইটি দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। জীব এবং সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত প্রমাণ দ্বারাও উপলব্ধি হয়। অতএব সর্ব্বপদার্থ হইতে উৎকৃষ্টগুণবত্তা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও কেবল লীলারূপ প্রয়োজনবত্তা হেতুক জীবের কর্ম্মফলানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মই যে জগৎকারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৩৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ—সকল ধর্ম্মের উপপত্তি হেতুকও। যাহা কিছু কারণধর্ম্ম, তৎসমস্তই ব্রহ্মকারণে উপপত্তি হওয়ায় বেদান্তমতে ব্রহ্মকারণবাদই নির্দ্দোষ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চেতন ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, এই অবধারিত বেদান্তমতবিষয়ে বাদিপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দোষসমূহকে খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি বিশেষরূপে বাদিপক্ষের মতখণ্ডনার্থ নূতন প্রকরণ আরম্ভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বপক্ষসংশোধনপ্রধান প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। যে হেতু এই চেতন ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে প্রদর্শিত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা ইত্যাদি যাবতীয় কারণধর্ম্মই তাঁহাতে উপপন্ন হয়, সেই হেতুক এই উপনিষৎ দর্শন বা বৈদান্তিক মত সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অতীত, ইহাতে কোন সন্দেহ বা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিতই হইতে পারে না ॥৩৭॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার
প্রথম পাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধান ও পরমাণু ইত্যাদিকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কারণধর্ম্মের যে সমস্ত বিরোধ উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণত্বের সমর্থক সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মে উপপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধানাদি নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার
প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যঃ সাক্ষাৎ শঙ্করোপমঃ।
সর্ব্বেষাং পরমার্হশ্চ সাংখ্যযুক্তিবিশারদঃ॥

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্॥ ১॥

সূত্রার্থ।—রচনানুপপত্তেশ্চ—রচনার অসঙ্গতিহেতুক, ন—না, অনুমানম্—অনুমান অথবা প্রধান। চেতন ব্যতীত অচেতনের দ্বারা এরূপ জগৎরচনা একেবারেই উপপন্ন হয় না, অতএব জগৎরূপ বিচিত্র রচনা দৃষ্টে অচেতন প্রধানই কারণ, এরূপ অনুমান করিতেই পারা যায় না, অথবা অনুমান অর্থাৎ প্রধান জগৎ-রচনাকারী, ইহা হইতেই পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই শাস্ত্র যদিও বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্যনিরূপণের জন্যই প্রবৃত্ত, তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল যুক্তি দ্বারাই কোন সিদ্ধান্ত করিতে বা সিদ্ধান্তের দোষ দেখাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত নহে, তথাপি বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যাকারিগণ কর্ত্তৃক বেদান্ত-বাক্যের বিরুদ্ধবাদী সাংখ্যাদিদর্শনের মত অবশ্যই খণ্ডনীয়, এ জন্য এই দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করিতেছেন। তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যই বেদান্তার্থ-নিরূপণ আবশ্যক, উক্তার্থনিরূপণের দ্বারা প্রথমেই স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, এবং পরপক্ষ নিরাকরণের দ্বারা তাহা সমর্থিতও হইয়াছে। যদি বল, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞান-নিরূপণের জন্য কেবল স্বপক্ষস্থাপন করাই উচিত, পরবিদ্বেষজনক প্রতিপক্ষের মতখণ্ডনের আবশ্যকতা কি? তাহার উত্তরে বলিব, প্রয়োজন যথেষ্টই আছে সাংখ্যাদিশাস্ত্রও মহৎ

ও মহাজন কর্ত্তৃক সমাদৃত, দেখিবামাত্রই মনে হয়, ইহারাও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিবার নিমিত্তই রচিত, এ জন্য কতকগুলি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উদ্দেশে এই সমস্ত শাস্ত্রের মতই গ্রাহ্য, ইহা মনে করিতে পারে, বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ কপিল কর্ত্তৃক কথিত ও যুক্তিসম্মত বলিয়া সাংখ্যমতেই তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, এই সম্ভাবনাতেই তাহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য যত্ন প্রয়োজন। যদি বল, সাংখ্যমতের খণ্ডন পূর্ব্বে বহুস্থানেই করা হইয়াছে, আবার করার কি আবশ্যক? তাহার উত্তরে বলিতেছি, সাংখ্যাদিশাস্ত্র নিজমতস্থাপনার্থ বেদান্তবাক্যসমূহের অর্থকে নিজের অনুকূলরূপে যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, ব্যাখ্যাভাস মাত্র, ইহাই পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বেদবাক্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রভাবে তাহার যুক্তি খণ্ডন করিবেন, ইহাই এ অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যবাদিগণ বলেন, ঘটাদিপদার্থে মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ থাকায় মৃত্তিকাদিই যেমন তাহার কারণ, তেমনই সুখ দুঃখমোহাত্মক যাবতীয় বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক পদার্থে সুখদুঃখাদিসম্বন্ধ থাকায় সুখদুঃখমোহাত্মক কোন এক সামান্য বা জাতি তাহাদের কারণ হওয়া উচিত। সুখদুঃখমোহাত্মক সেই সামান্য পদার্থটি গুণত্রয়াত্মক, মৃত্তিকাদির ন্যায় অচেতন প্রধান, উহা চেতন পুরুষের প্রয়োজনসাধনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া স্বভাববশতঃই বিচিত্র বিকার অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণত হয়। এই মতের প্রতিবাদার্থ আমরা বলি, সাংখ্যকার কেবল দৃষ্টান্তবলেই এই মত নিরূপণ করিতেছেন বটে, কিন্তু চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত কোন অচেতন পদার্থকে স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের প্রয়োজনসাধক কোন পদার্থ রচনা করিতে দেখেন নাই; গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে কেবল অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদি তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্ শিল্পী দ্বারাই তাহা রচিত হয়। লোষ্ট্র-পাষাণাদি অচেতনসমূহ যখন কোন বুদ্ধিমান্ চেতনের সহায়তা ভিন্ন

সামান্য গৃহ-খট্টাদিও নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তখন অচেতন প্রধানই বা কিরূপে স্বতন্ত্রভাবে, বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য এই জগৎ রচনা করিতে সমর্থ হইতে পারে ? যেমন কুম্ভকার কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই মৃত্তিকাদি ঘটাদি বিবিধাকারে পরিণত হয়, তদ্রূপ প্রধানও কোন চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ইহাই সঙ্গত কল্পনা। অচেতনমাত্রই চেতনাধিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিলে কোনরূপ বিরোধ ত হয়ই না, বরঞ্চ চেতনের কারণত্ব স্বীকার করায় শ্রৌতমতের সমর্থনই করা হয়। অচেতনের কারণত্ব স্বীকার করিলে এই জগৎরচনা-বিষয়ে উপপত্তি না হওয়ায়, অচেতন প্রধান জগৎকারণ, ইহা অনুমিত হইতে পারে না ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরব্রহ্মই যে জগৎকারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে, উক্ত মতবিষয়ে প্রতিবাদিপক্ষ কর্ত্তৃক আরোপিত দোষও খণ্ডন করা হইয়াছে। সম্প্রতি নিজমতের দৃঢ়তা-সম্পাদনার্থ প্রতিবাদীর মতকে পুনরায় দূষিত করা হইতেছে, তাহা না করিলে কতকগুলি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভ্রান্তযুক্তিকে প্রামাণিক মনে করিয়া বৈদিকমতে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে, এই জন্যই এই দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা হইতেছে। জগৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ও সুখদুঃখমোহাদি দ্বারা আক্রান্ত; অতএব জগতের সহিত সাদৃশ্য থাকায় গুণত্রয়ের সাম্যরূপ প্রধানই জগতের কারণ। যেমন মৃন্ময় ঘটের পক্ষে মৃত্তিকারূপ দ্রব্যই কারণ, ইহাও সেইরূপ। ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক জগতের পক্ষে গুণত্রয়ের সাম্যরূপ প্রধানই একমাত্র কারণ, ইহাই তাঁহাদের মত। এই সাংখ্যসিদ্ধান্তের উত্তরে বলা যাইতেছে যে, রচনার অনুপপত্তি হেতুকও অনুমান অর্থাৎ প্রধান জগৎকারণ নহে। যাহা অনুমিত হয়, অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা যাহাকে জানা যায়, তাহাই অনুমান বা প্রধান। তোমা কর্ত্তৃক উক্ত প্রধান এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে কখনই সমর্থ

নহে, যে হেতুক, সে নিজে অচেতন, এবং তাহার স্বভাববিষয়ে অভিজ্ঞ কোন চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতও নহে ; যাহা স্বয়ং অচেতন, তাহা যাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন অভিজ্ঞ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কিছুই করিতে সমর্থ হয় না ; যেমন রথ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণকার্য্যে অচেতন কাষ্ঠাদি তত্তৎকার্য্যে নিপুণ কোন চেতন কর্ত্তৃক যতক্ষণ না অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত হয়, ততক্ষণ রথাদিরূপে পরিণত হইতে পারে না, সেইরূপ অচেতন প্রধানও প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে জগতের কারণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—প্রবৃত্তেশ্চ—প্রবৃত্তিরও। প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হেতুকও অচেতন স্বয়ংই জগতের কারণ হইতে পারে না। কার্য্যে উন্মুখ হওয়াকে প্রবৃত্তি বলে, অচেতনের স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্তি অসম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—রচনা দূরে থাকুক, রচনার নিমিত্ত যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কোন একটা বিশিষ্ট কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আন্তরিক ইচ্ছাবিশেষ, তাহাই অচেতন প্রধানের স্বতন্ত্রভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। প্রধানের প্রবৃত্তি হইতেছে, সাম্যা-বস্থার অন্যথাভাব বা সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব-প্রাপ্তি, এরূপ প্রবৃত্তি চেতনানধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের হইতেই পারে না, যে হেতু অচেতন মৃত্তিকা বা রথাদিতে ঐরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায় না। অচেতন মৃত্তিকাদি বা রথাদি কুম্ভকারাদি বা অশ্বাদির দ্বারা পরিচালিত না হইয়া কোন বিশিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রমাণের দ্বারাই অদৃষ্ট বস্তুরও জ্ঞান হয় ; অতএব অচেতনের প্রবৃত্তি হওয়া

অসম্ভব ও অদৃষ্ট বলিয়া অচেতন প্রধান জগৎকারণ, ইহা অনুমিত হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগৎকারণ, এ পক্ষে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অচেতন প্রধানের পক্ষে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কাষ্ঠাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ কোন চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন কাষ্ঠাদির যেমন কোন কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হয় না, অভিজ্ঞ চেতন কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই যেমন তাহার কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেইরূপ প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানেরও জগৎকারণতা উপপন্ন হয় না ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ ।—পয়োঽম্বুবৎ—দুগ্ধ ও জলের ন্যায়, চেৎ—যদি বল, তত্রাপি—সে স্থানেও। যদি বল, দুগ্ধ ও জল যেমন চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও আপনা হইতেই ক্ষরিত হয়, সেইরূপ প্রধানও চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উত্তরে বলিব, না, সে স্থানেও চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রবৃত্তি হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ভাল, তাহাই যদি হয়, দুগ্ধ অচেতন হইয়াও যেমন স্বভাববশতই বৎসের দেহবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়, অথবা জল যেমন স্বভাবতই লোকোপকারের নিমিত্ত ক্ষরিত হয়, এইরূপ প্রধান অচেতন হইলেও স্বভাববশতই পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মহদাদিতত্ত্বরূপে পরিণত হয়; এরূপ যদি সাংখ্যবাদীর অভিমত হয়, তাহার উত্তর এই যে, তাদৃশ উক্তি সমীচীন নহে, কারণ, উক্ত দুগ্ধ ও জলও চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা অনুমিত হয়। শ্রুতি আছে, "যিনি জলে থাকিয়াও জল হইতে

পৃথক্, যিনি অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, হে গার্গি! সেই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই পূর্ব্ববাহিনী নদী সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ, ঈশ্বর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠান জন্যই যাবতীয় লোকের পরিস্পন্দন সম্পাদিত হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। এই শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠান জন্যই জলের ক্ষরণ হয়, এই জন্যই জলের ন্যায় এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আর ধেনু চেতন, বৎসের প্রতি স্নেহবশতঃ ইচ্ছা করিয়াই দুগ্ধের প্রবর্ত্তন করায় এবং বৎসের চোষণ দ্বারা ঐ দুগ্ধ নিঃসৃত হয়; এ স্থানেও চেতনের অধিষ্ঠান স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং চেতনাধিষ্ঠানবশতই অচেতনের প্রবৃত্তি, স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্য ঈশ্বরসাপেক্ষ॥ ৩॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধান প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে এই বিচিত্র জগৎ রচনা করিতে পারে না, এই যে বলা হইয়াছে, তাহা সমীচীন হয় নাই, কারণ, অচেতন দুগ্ধ ও জলের যেরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়, অচেতন প্রধানেরও সেইরূপ প্রবৃত্তি হইতে পারে। দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা রাখে না, এবং আপনা হইতেই তাহাতে আস্থপরিস্পন্দ প্রভৃতি পরিণাম-পরম্পরা অর্থাৎ দধিরূপ বিকৃতিভাবপ্রাপ্তির অনুকূল ক্রিয়াপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। আরও দেখ, মেঘ হইতে পতিত জল যেমন একই প্রকার আস্বাদযুক্ত হইয়াও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিত্থ বা কৎবেল, নিম, তেঁতুল ইত্যাদিতে আপনা হইতেই বিবিধ রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বভাবতই পরিণমন-শীল প্রধানও প্রলয়কালে কাহার দ্বারা পরিচালিত না হইয়াও উপযুক্ত পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত হয়, আবার সৃষ্টিকালে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্যপ্রযুক্তই বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে যে, "প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে গুণসমূহেরও জলের ন্যায়

পরিণামভেদ ও তজ্জন্য কার্য্যভেদ হয়" অতএব অব্যক্ত প্রধানও অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; ইহা যদি আশঙ্কা কর, তাহার উত্তরে বলিব, তুমি যে দুগ্ধ জল ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখাইলে, তাহাদেরও চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না ; অর্থাৎ তাহারাও চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এ বিষয়ে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ—পৃথক্‌ভাবে অবস্থানাভাবপ্রযুক্তও, অনপেক্ষত্বাৎ—অপেক্ষা না করা হেতুক। কর্ম্মও প্রধানের রূপবিশেষ, প্রধান ব্যতীত কর্ম্ম অবস্থিত হইতে পারে না, পুরুষও উদাসীন, এ জন্য উহাদের নিয়মিত প্রবর্ত্তকতা নাই, নিয়ামকতা না থাকিলে কখন সৃষ্টি, কখন প্রলয়, একপ হওয়ার কারণ কি ? উক্ত কারণে সাংখ্যমতেও সৃষ্টি ও প্রলয় সম্ভব হয় না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রধান বলে, গুণত্রয় ব্যতীত প্রধানের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অর্থাৎ প্রধানকে সৃষ্টি বা প্রলয়কার্য্যে উন্মুখ করায়, এমন কোন বাহ্য কারণ নাই। পুরুষ স্বয়ং উদাসীন, তিনি প্রবর্ত্তকও নন, নিবর্ত্তকও নন, অতএব প্রধান কাহার অপেক্ষা করেন না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রধান যখন কাহার অপেক্ষা করেন না, তখন তিনি কখন মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হন, আবার কখন হন না, ইহা অসঙ্গত। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে ঐরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি অর্থাৎ কখন সৃষ্টি কখন প্রলয় বিরুদ্ধ নহে,

কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, মহামায়াবী, শক্তি ও মায়াবলে তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব হয় ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীতই প্রধান মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিলে, কেবলমাত্র সৃষ্টি ব্যতীত প্রতিসর্গ বা প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতি করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ প্রধান যখন কাহার দ্বারা প্রেরিত না হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবেই নিজ কার্য্য জগৎ রচনা করে, তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থিত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে, সুতরাং কখনই প্রলয় ঘটিতে পারে না। অতএব প্রাজ্ঞ চৈতন্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না। সত্যসঙ্কল্প প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেই সৃষ্টি, প্রলয় ও বিবিধ সৃষ্টিব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে। প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ণাভীষ্ট, পরিপূর্ণ, অসীম ও অতিশয়ানন্দময়, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন প্রাজ্ঞের পক্ষে সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী ব্যবস্থার কারণ না থাকিলেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায় তাঁহাতে নির্দ্দয়ত্ব-দোষের আরোপ হইতে পারে, অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ উভয় পক্ষেই সমান, এরূপ বলিতে পার না, কারণ, পরিপূর্ণেরও লীলাবশতঃ প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, এবং সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষেও পরিণামবিশেষপ্রাপ্ত প্রকৃতিকে দর্শন করা-রূপ সৃষ্টি ও প্রলয়বিশেষের হেতু হওয়া সম্ভব হইতে পারে। আবার জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মও উত্তমাধমাদি সৃষ্টি-বৈষম্যের হেতু হইতে পারে। অতএব প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিত প্রধান কারণ হইতে পারে না। আচ্ছা, যদিও প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রকৃতির পরিস্পন্দনপ্রবৃত্তিও অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবৃত্তিও সম্ভব হইতে পারে না, এরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তথাপি অন্যনিরপেক্ষেরই অর্থাৎ স্বাধীনেরই পরিণামে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, কারণ, অন্যত্রও সেইরূপই দেখা যায়। দেখা যায় যে, গাভী প্রভৃতি

কর্ত্তৃক সেবিত তৃণ জল প্রভৃতি আপনা হইতেই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়; অতএব প্রকৃতিও স্বয়ংই জগদাকারে পরিণত হয়, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যত্র—স্থানান্তরে, অভাবাৎ—অদৃষ্ট হেতুক, চ—ও, ন—না, তৃণাদিবৎ—তৃণাদির ন্যায়। ধেনু প্রভৃতি জীব কর্ত্তৃক সেবিত তৃণ ব্যতীত অন্য তৃণ দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না, অতএব তৃণাদি যেমন স্বয়ংই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, প্রধানও সেইরূপ মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, এ কথা বলিতে পার না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৃণ, পল্লব, জল প্রভৃতি যেমন কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতই দুগ্ধাদি আকারে পরিণত হয়, এইরূপ প্রধানও কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়াই মহদাদিরূপে পরিণত হয়। তৃণাদির দুগ্ধাদিরূপে পরিণতি-বিষয়ে কোন কারণান্তরই দেখা যায় না, উক্ত কারণান্তর জানিতে পারিলে, সেই সেই কারণ সহযোগে ইচ্ছানুসারে তৃণাদিকে দুগ্ধাদিরূপে পরিণত করিতে পারা যাইত, তাহা যখন পারা যায় না, তখন তৃণাদির স্বাভাবিক পরিণামের ন্যায় প্রধানেরও স্বাভাবিক পরিণাম হয়, এরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিতেছি, তৃণাদি যদি স্বাভাবিক-ভাবেই দুগ্ধরূপে পরিণত হইত, তাহা হইলে প্রধানেরও স্বাভাবিক পরিণাম স্বীকার করিতাম, কিন্তু তৃণাদির পরিণাম-বিষয়ে কারণান্তর দৃষ্ট হয়, দেখ, গাভী কর্ত্তৃক সেবিত তৃণাদিই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, গাভী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা বৃষভসেবিত তৃণাদির পরিণামে তাহা হয় না, গাভীর দেহসংযোগ ব্যতীত স্থানান্তরে তৃণাদি ক্ষীররূপে পরিণত যখন হয় না, তখন সহকারী

কারণকে অপেক্ষা করে না, এ কথা বলা চলে না। মনুষ্যগণ প্রচুর দুগ্ধ পাইবার অভিলাষে ধেনুকে প্রচুর তৃণ সেবন করায় ও প্রচুর দুগ্ধ লাভ করে, অতএব তৃণাদির যেমন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, প্রধানেরও সেইরূপ নাই ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, তৃণাদিও প্রাজ্ঞ চেতন কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে পরিণামভাব প্রাপ্ত হয় না বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত সমীচীন হয় না, যে হেতু, তৃণ জল প্রভৃতি যদি বৃষভ কর্ত্তৃক সেবিত বা পরিত্যক্ত হইলেও দুগ্ধরূপে পরিণত হইত; তাহা হইলে প্রধানও প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়াই জগৎরূপে পরিণত হয়, ইহা বলা সম্ভব হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব গাভী প্রভৃতি কর্ত্তৃক সেবিত তৃণাদিকে প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরই দুগ্ধরূপে পরিণত করেন ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—অভ্যুপগমেঽপি—স্বীকার করিলেও, অর্থাভাবাৎ—পুরুষ-প্রয়োজনের অভাবহেতুক। প্রধান অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই মহত্তত্বাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিলেও পুরুষার্থের অপেক্ষাভাব হেতুক "পুরুষার্থা প্রবৃত্তিঃ" সাংখ্যের এই প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ ঘটে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আপনা হইতেই প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলেও বাদীর বিশ্বাসের অনুরোধে প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জগদাকারে পরিণত হয়, ইহা স্বীকার করিলেও দোষ খণ্ডিত হয় না, কারণ, তাহাতে প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ ঘটে। প্রধান অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া

স্বতই প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার করিলে, যেমন কোন সহকারী কারণকে অপেক্ষা করে না, তেমনই কোন প্রয়োজনকেও অপেক্ষা করে না, তাহার প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এবং "পুরুষের মোক্ষরূপ প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে প্রধান প্রবৃত্ত হয়" সাংখ্যের এই প্রতিজ্ঞারও হানি হয়। সাংখ্যকার যদি এরূপ বলেন যে, প্রধান সহকারী কারণের অপেক্ষা করে না কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে প্রধান কি প্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা বিচার করিতে হইবে। কেবল ভোগ? না মোক্ষ? অথবা উভয় প্রয়োজনই সাধিতে প্রবৃত্ত হয়? পুরুষের ভোগসাধনই যদি প্রধানের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ, কারণ, পুরুষ উদাসীন, তাঁহাতে কোন অতিশয় বা বিকারবিশেষ আরোপিত হইতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ ভোগীর মুক্তিপ্রসঙ্গও আসিতে পারে না। আর যদি বল মোক্ষসাধনই প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও মোক্ষ সিদ্ধ থাকায় প্রবৃত্তি নিরর্থক হয়। আর যদি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ভোক্তব্য পদার্থ-সমূহের অন্ত না থাকায় মুক্তি-প্রসঙ্গ কোন কালেই আসিতে পারে না। ঔৎসুক্যনিবৃত্তিই প্রয়োজন, ইহাও বলা যায় না, কারণ, অচেতন প্রধানের উৎসুকতা সম্ভব নহে, সর্ব্বদোষাদিবিমুক্ত নির্ম্মল পুরুষেরও ঔৎসুক্য অসম্ভব। অতএব পুরুষার্থ-সাধনোদ্দেশে প্রধানের প্রবৃত্তি, এ বাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অনুমানের দ্বারা প্রধানের সিদ্ধি স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায়, তাহার অনুমান করাও সঙ্গত হয় না। "পুরুষের মোক্ষার্থ ও প্রধানের দর্শনার্থ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্ত হইবে, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন" এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ এই দুইটিই প্রধানের প্রয়োজন, কিন্তু চৈতন্যমাত্রশরীর, নিষ্ক্রিয়,

নির্ব্বিকার, নির্ম্মল পুরুষের পক্ষে ঐ ভোগ ও মোক্ষ দুইটি বিষয়ই সম্ভব হয় না, কেন না, তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ, তাঁহার প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ বা প্রকৃতির সহিত বিয়োগরূপ মোক্ষ, কিছুই সম্ভবপর হয় না। এইরূপ প্রকার পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সান্নিধ্যহেতুক প্রকৃতির পরিণামরূপ সুখ-দুঃখ-দর্শনাত্মক ভোগ সম্ভাবিত হইলেও প্রকৃতির নিত্য সান্নিধ্য বশতঃ মুক্তিসম্ভাবনা কোন কালেই হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—পুরুষাশ্মবৎ—পুরুষও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, তথাপি—তাহা হইলেও। পঙ্গু ও অন্ধ পুরুষের অথবা লৌহ ও অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক প্রস্তরের দৃষ্টান্তানুসারেও যদি প্রধানের প্রবৃত্তি কল্পনা কর, তাহা হইলেও দোষ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কিন্তু গতিশক্তিহীন কোন পঙ্গু ব্যক্তি যেমন গতিশক্তিসম্পন্ন কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীন কোন অন্ধ পুরুষে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহাকে পরিচালিত করে, অথবা যেমন অয়স্কান্ত বা চুম্বক প্রস্তর স্বয়ং নিশ্চল থাকিয়াও লৌহকে চালিত করে, পুরুষও সেইরূপ ভাবে প্রধানকে প্রবৃত্ত করে, এরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিব, তাহা হইলেও প্রধানের স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্তি স্বীকার ও পুরুষের পরিচালকত্ব অস্বীকার হেতুক সাংখ্যমতে প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ হইতে মুক্তি নাই। পঙ্গু পথ-নির্দ্দেশের দ্বারা অন্ধকে চালিত করিতে পারে, কিন্তু নির্গুণ নিষ্ক্রিয় উদাসীন পুরুষ কিরূপে প্রধানকে পরিচালিত করিবে? পুরুষ চুম্বক-প্রস্তরের ন্যায় কেবল সান্নিধ্যবশতই প্রধানকে প্রবৃত্ত করে, ইহাও বলা যায় না, কারণ,

পুরুষের সান্নিধ্য ত তাহার পক্ষে সর্ব্বদাই আছে, এই সর্ব্বদা থাকার জন্য প্রবৃত্তিও সর্ব্বদাই হওয়া উচিত। চুম্বক-প্রস্তরের সান্নিধ্য কদাচিৎ, বিশেষতঃ তাহা পরিমার্জ্জনাদিকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ মার্জ্জিত না হইলে ও সন্নিকটে স্থাপিত না হইলে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না, এ জন্য পুরুষ ও চুম্বক-প্রস্তরের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত। আরও দেখ, প্রধান অচেতন, পুরুষও উদাসীন, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, এরূপ কোন তৃতীয় পদার্থও সাংখ্যমতে নাই। সাংখ্যমতে উভয়-সত্যতা বিরুদ্ধ, কিন্তু বেদান্তমতে কল্পিত ও অকল্পিতে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, যদিও চেতনামাত্রবপুঃ পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রধানও দৃষ্টিশক্তিরহিত, তাহা হইলেও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি হয়। জগতে দেখাও যে, গতিশক্তিহীন অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গুর সান্নিধ্যবশে তাহারই দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তিহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং অয়স্কান্ত বা চুম্বক-প্রস্তরের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়াশীল হয়, তেমনই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে। সাংখ্যে উক্তিও আছে যে, "পুরুষের প্রধানের স্বরূপদর্শনার্থ ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত পঙ্গু ও অন্ধ সংযোগের ন্যায় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হয় ও তাহার ফলেই সৃষ্টি হয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে ও মুক্তিলাভ করিবে, এই নিমিত্তই পুরুষের সান্নিধ্য হেতু কেবল প্রধানই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছি যে, এরূপ হইলেও প্রধানের প্রবৃত্তির অসম্ভাব্যতা-দোষ পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়; যে হেতু, পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও পথপ্রদর্শন ও তদুপযোগী সহস্র সহস্র প্রকার উপদেশপ্রদানাদি ব্যাপার আছে, আর অন্ধও চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ অয়স্কান্তমণিরও

লৌহের নিকটে গমনাদি ব্যাপার আছে, কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অতএব তাঁহার পক্ষে কোন বিকার বা কার্য্যই সম্ভব নহে। আর সন্নিধানও যখন সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্ব্বদাই হওয়া উচিত. বিশেষতঃ পুরুষ নিত্যমুক্ত, তাঁহার বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়েরই অভাব ॥ ৭ ॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ—অঙ্গাঙ্গিভাবের বা একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি-বশতও। সাংখ্যমতে গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সৃষ্টি করে, কিন্তু সেরূপ পারস্পরিক সাহায্যঘটনা দেখা যায় না, আবার অঙ্গাঙ্গিভাব বা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকেও সৃষ্টি হয় না, সুতরাং সাংখ্যমতের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অন্যায্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না, সে বিষয়ে কারণান্তরও আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের পরস্পর প্রাধান্যভাব ত্যাগ করিয়া সমভাবে ও স্বরূপমাত্রে যে অবস্থান, সেই অবস্থার নামই প্রধান; এ অবস্থায় উক্ত গুণত্রয় স্বরূপনাশভয়ে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, সুতরাং পরস্পরের প্রতি যে অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ তারতম্য বা উপকার্য্য-উপকারকভাব, তাহাও সিদ্ধ হয় না। আবার চিরকাল প্রধানাবস্থা থাকাও সাংখ্যমতের বিরুদ্ধ, কারণ, সাম্যাবস্থার ভঙ্গ ভিন্ন সৃষ্টি হয় না, অথচ সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করিতে পারে, এরূপ কোন বাহিরে অর্থাৎ গুণত্রয়াতিরিক্ত বস্তু সাংখ্যমতে নাই, সুতরাং গুণত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্তক যে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি, তাহাও হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের

উৎকর্ষাপকর্ষজন্ত অঙ্গাঙ্গিভাব বা প্রাধান্য অপ্রাধান্য বশতই জগৎ-সৃষ্টি হয়, ইহাই তোমরা বলিয়া থাক ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুণত্রয়ের মধ্যে একটির আধিক্য ঘটিলেই অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রথমটি হয় অঙ্গীই, শেষ দুটি হয় অঙ্গ, এই অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেই সৃষ্টি। কিন্তু প্রলয়াবস্থায় গুণত্রয় সাম্যভাবে অবস্থিত থাকে, সুতরাং পরস্পরের ন্যূনাধিক্য-ভাবের অভাব বশতঃ অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপত্তি হেতুক জগৎ-সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আর যদি তৎকালেও বৈষম্য স্বীকার কর, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টির সম্ভাবনা-দোষ উপস্থিত হয়, প্রলয় হইতেই পারে না, সেজন্যও প্রাজ্ঞ চৈতন্য কর্তৃক অপরিচালিত প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যথা—অন্যপ্রকার, অনুমিতৌ চ—অনুমান করিলেও, জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ—জ্ঞানশক্তি বা চৈতন্যের অভাব হেতুক। গুণ নিরপেক্ষ নহে, কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়াই গুণের স্বভাব প্রবর্ত্তিত হয়, এরূপ বলিলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ অর্থাৎ প্রধান অচেতন বলিয়া জগৎরচনা-কার্য্য তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না, অতএব দোষেরও পরিহার হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যকার যদি বলেন, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুপপত্তিরূপ দোষ ঘটিতে না পারে, আমরা সেইরূপ প্রকার অনুমান করিব। দেখ, গুণত্রয় কূটস্থ ও নিরপেক্ষস্বভাব, ইহার কোন প্রমাণ না থাকায় আমরা তাহা স্বীকার করি না, কার্য্যানুসারেই গুণের স্বভাব প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই আমাদের মত। যে যে ভাবে কার্য্যোৎপত্তি হইলে তাহা সুসঙ্গত হয়, সেই ভাবেই

গুণের স্বভাব প্রবর্ত্তিত হয়, গুণের স্বভাব কূটস্থ বা নিশ্চল নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি, অতএব সাম্যাবস্থাতেও গুণত্রয় বৈষম্যলাভের যোগ্য হইয়াই অবস্থিতি করে। ইহার উত্তরে বলা যায়, সাংখ্যকার এরূপ বলিলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় অর্থাৎ জড়পদার্থ বলিয়া তৎকর্তৃক জগৎ-রচনার অনুপপত্তিরূপ পূর্ব্বোক্তদোষের পরিহার হয় না। কার্য্যানুসারে প্রধানের জ্ঞানশক্তি আছে, এরূপ কল্পনা করিলে সাংখ্যকারকে প্রতিবাদিত্বই ত্যাগ করিয়া কোন এক চেতন পদার্থ এই বিবিধ জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেও ব্রহ্মের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে। গুণসমূহ বৈষম্য-প্রাপ্তির উপযোগী হইলেও, এরূপ কোন কারণ দেখা যায় না, যে কারণে সাম্যাবস্থাতেও তাহাদের বৈষম্য ঘটিতে পারে, আর, বিনা কারণেও তাহারা বৈষম্যকে ভজনা করে, ইহা বলিলে সর্ব্বদাই তাহাদের বৈষম্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত দোষের পরিহার হয়ই না ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে দোষ দেখান হইয়াছে, তাহার পরিহার নিমিত্ত প্রকারান্তরে প্রধানের কর্তৃত্ব অনুমান করিলেও জ্ঞানশক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্তদোষসমূহই সম্ভাবিত হইতে পারে, অতএব কোনরূপেই প্রধানের সিদ্ধি প্রমাণিত হয় না ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পর বিরোধহেতুকও, অসমঞ্জসম্—অসঙ্গতিদোষ। শ্রুতিস্মৃতির সহিত সাংখ্যমতের বিরোধ হওয়ায় সাংখ্যোক্ত পদার্থবিষয়ক জ্ঞান সমীচীন নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কোন সাংখ্যকার বলেন, ইন্দ্রিয় সাতটি মাত্র, আবার কেহ বলেন, না, একাদশটি ইন্দ্রিয়।

সাংখ্যের কোন স্থানে আছে, মহত্তত্ত্ব হইতেই তন্মাত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার কোন স্থানে অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রসমূহ উৎপন্ন, এইরূপ বলা হইয়াছে, কোন স্থানে বা তিনটি অন্তঃকরণ, কোন স্থানে বা একটিমাত্র অন্তঃকরণ বলা হইয়াছে, সাংখ্যকারদিগের পরস্পর এইরূপ মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীতও ঈশ্বরকারণবাদিনী শ্রুতি ও স্মৃতির সহিতও সাংখ্যের বিরোধ প্রসিদ্ধ। এইরূপে সাংখ্যকারগণের মতের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় উহা অপ্রামাণিক ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যকারগণের মত পরস্পরবিরুদ্ধ, দেখ, প্রকৃতি নিজে পরার্থ অর্থাৎ পুরুষার্থ, দৃশ্য বা জড় ও পুরুষের ভোগ্য বলিয়া পুরুষকেই তাহার অধিষ্ঠাতা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাহার পরেই প্রকৃতিরূপসাধন দ্বারাই পুরুষকে কৈবল্যলাভ করিতে হইবে, এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন, পুরুষ নিত্যনির্ব্বিকার, চৈতন্যমাত্রস্বরূপ বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই প্রকৃত স্বরূপ, এবং এই জন্যই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সাধনার অনুষ্ঠান ও মুক্তি, তাহাও প্রকৃতিরই। এইরূপ প্রকার নির্ব্বিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে ইতরেতর ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের ও পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্মের আরোপ হওয়ায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ও পুরুষের ভোগ-মোক্ষ সাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ নানাবিধ সামঞ্জস্যহীন বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। দেখ, নিত্যনির্ব্বিকার, অকর্ত্তা, উদাসীন, কৈবল্যমাত্রস্বরূপ পুরুষের পক্ষে সাক্ষিত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে না, উক্তরূপ পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাস বা আরোপ-মূলক ভ্রমও সম্ভব নহে, কারণ, অধ্যাস ও ভ্রম উভয়ই বিকারবিশেষ ও চেতনের ধর্ম্ম, এ জন্য জড় প্রকৃতির পক্ষেও তাহা সম্ভব নহে। কোন চেতন পদার্থের যে পদার্থবিশেষে অন্যপদার্থের ধর্ম্ম বা গুণের অনুসন্ধান,

তাহারই নাম অধ্যাস, ঐ অধ্যাস চেতনেরই ধর্ম্ম ও বিকারবিশেষ। পুরুষ নির্ব্বিকার, অতএব প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রেই তাঁহাতে অধ্যাসাদি বৈকারিক ধর্ম্মসমূহ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি বল, সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম সর্ব্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে। প্রকৃতি-পুরুষের সান্নিধ্য যে এ বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর, তাহা পূর্ব্বেই "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, তাহা হইলে সে নিত্যমুক্ত পুরুষের উপকারিণী, ইহা কিরূপে বলা যায়? আবার ইহাও বলা হয় যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট প্রকৃতিকে দেখিয়াছে, প্রকৃতি তখনই সেই পুরুষের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে অর্থাৎ তাহাকে আর সুখদুঃখাদিভোগের জন্য আকর্ষণ করিতে পারে না; এ উক্তিও সঙ্গত নহে, কারণ, নিত্যমুক্ত নির্ব্বিকার পুরুষ কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, বা অধ্যাস্তও করে না। আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেকেও নিজে দেখিতে পায় না এবং পুরুষের আত্মদর্শনকেও নিজের দর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না। আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভব হয় না। অতএব এইরূপ বিবিধপ্রকার বিরোধ থাকায় সাংখ্যকারদিগের দর্শন বা মত নিতান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সুতরাং অপ্রামাণিক ॥ ১০ ॥

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—মহদ্দীর্ঘবৎ বা—মহৎ ও দীর্ঘের ন্যায়, হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং—দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে। বৈশেষিক মতে হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইতে ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু হইতে যেমন মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক দ্ব্যণুক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ চেতন ব্রহ্ম হইতেও অচেতন জগৎই উৎপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন করিয়া এক্ষণে পরমাণু-কারণবাদ খণ্ডন করিতেছেন। পরমাণুকারণবাদী ব্রহ্মকারণবাদে যে দোষারোপ করেন, প্রথমতঃ তাহারই মীমাংসা করা হইতেছে। বৈশেষিকদিগের মত এই যে, কারণে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, কার্য্যেও সেই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয়, যেমন, শুক্লবর্ণ সূত্রসমূহের দ্বারা আরব্ধ বস্ত্র শুক্লবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলে তাঁহার কার্য্যভূত জগৎও চেতন হইত, কিন্তু জগৎ যখন চেতন নয়, তখন চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না। বৈশেষিকদিগের এই মত যে যুক্তিসহ নয়, তাহা তাঁহাদিগেরই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। বৈশেষিকদিগের মতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ যে, পরমাণুসমূহ কিছুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই থাকে, সে সময়ে তাহাদের রূপ ও পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ অণুত্বপরিমাণ নিজেদের অনুরূপই থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়-কালে পরমাণুসমূহ পরস্পর পৃথক্ ও নিশ্চল অবস্থাতেই থাকে, পরে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে তাহারা অদৃষ্টানুসারে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদিক্রমে কার্য্যসমূহ আরম্ভ করে অর্থাৎ পরস্পর সংযোগে চরাচরাত্মক জগৎ সৃষ্ট হয় এবং কারণে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহারা কার্য্যেও তত্তুল্য গুণান্তর উৎপাদন করে। দুটি পরমাণু মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক আরম্ভ করে, তখন পরমাণুস্থিত শুক্লাদি গুণসমূহ দ্ব্যণুকেও অপর শুক্লাদি গুণসমূহ উৎপাদন করে, কিন্তু পরমাণুর বিশেষ গুণ যে পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ বা অণুত্ব, দ্ব্যণুকে সেই অপর পারিমাণ্ডল্য উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ, বৈশেষিকেরা দ্ব্যণুকের অন্যবিধ পরিমাণ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণু-হ্রস্ব। আবার দুটি দ্ব্যণুক যখন চতুরণুক আরম্ভ করে, তখনও দ্ব্যণুকের শুক্লাদি গুণ চতুরণুকেও

অপর শুক্লাদি গুণ উৎপাদন করায়, কিন্তু দ্ব্যণুকের অণুত্ব-হ্রস্বত্ব পরিমাণ চতুরণুকে উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ, তাঁহাদের মতে চতুরণুকের পরিমাণ মহদ্দীর্ঘ। এইরূপ যখন বহু পরমাণু বা বহু দ্ব্যণুক অথবা দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু কার্য্য আরম্ভ করে, তখনও পরমাণ্বাদির শুক্লাদি গুণ কার্য্যেও শুক্লাদি গুণ উৎপাদন করে বটে, কিন্তু নিজ নিজ পরিমাণ কার্য্যে সংক্রামিত করিতে পারে না, ঐ সকল কার্য্যদ্রব্যের পরিমাণ কারণ দ্রব্যের সংখ্যানুসারে উৎপন্ন হয়, পরিমাণানুসারে হয় না। অতএব যখন দেখা যাইতেছে, পরমাণু পরিমণ্ডল বা অণুপরিমাণ হইলেও তাহা হইতে অণু-হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক চতুরণুক ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, অণু হয় না, অথবা, দ্ব্যণুক অণু-হ্রস্ব হইলেও তাহা হইতে যেমন মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, অণু-হ্রস্ব হয় না, তখন চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তোমার কি ক্ষতি হইতে পারে? অতএব পরিমণ্ডল বা অণু যেমন অন্য অণু উৎপাদন করিতে পারে না অর্থাৎ পরমাণুগত গুণসমূহ পরমাণুজাত দ্রব্যসমূহে নিজের অন্যান্য গুণসমূহ উৎপাদন করিলেও নিজের পরিমাণগুণকে উৎপাদন করিতে পারে না, তেমনই চেতন ব্রহ্মকারণ হইতে জগৎরূপ অচেতন কার্য্য উৎপন্ন হয়, চেতন হয় না, ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দ্রব্যবিশেষ হইতে অবিকল তত্তুল্য দ্রব্যই উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, ইহার ব্যতিক্রমও হয় ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যাম্বুধাব্ধি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রধানকারণবাদ অযুক্তিযুক্ত ও পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহার অসামঞ্জস্য দেখান হইয়াছে, এক্ষণে পরমাণুকারণবাদের অসামঞ্জস্য প্রতিপাদন করা যাইতেছে। হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদ্দীর্ঘ অর্থাৎ ত্র্যণুক উৎপত্তিবাদের ন্যায় বৈশেষিকদিগের অন্যান্য মতও সামঞ্জস্যহীন। তাৎপর্য্য এই

যে, পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদিক্রমে জগতের উৎপত্তিবর্ণনা যেমন অসঙ্গত, অন্যান্য বর্ণনাও সেইরূপই অসঙ্গত। দেখ, সূত্রাদি অবয়বসমূহ নিজের অংশভূত ছয়টি পার্শ্বের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বা বস্ত্রের উৎপাদন করে ; এইরূপ পরমাণুসমূহও নিজের ছয়টি পার্শ্বের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই দ্ব্যণুকাদির উৎপাদন করিবে, তাহা না হইলে, পরমাণু সমূহের অংশভেদ না থাকায় নিরংশ সহস্র পরমাণুসংযোগেও একটিমাত্র পরমাণু অপেক্ষাও বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না, সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, মহত্ত্ব ইত্যাদি পরিমাণের উল্লেখই হইতে পারে না। আর পরমাণুসমূহের অংশভেদ স্বীকার করিলেও নিজ নিজ অংশ দ্বারা তাহারা সাংশ বা সাবয়ব, তাহারাও আবার নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, এইরূপে অনবস্থা বা আসমগ্রস্ত দোষ সঙ্ঘটিত হইয়া পড়ে ; অতএব এ স্থলে বৈদিক মতই গ্রাহ্য ॥ ১১ ॥

উভয়থাঽপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—উভয়থাঽপি—দুই প্রকারেই, ন না, কর্ম্ম—কার্য্য, অতঃ—এ জন্য, তদভাবঃ—তাহার অভাব। পরমাণুসমূহের যে প্রথম ক্রিয়া বা বিক্ষোভ, তাহার কারণকে অঙ্গীকার কর বা না-ই কর, উভয় পক্ষেই কর্ম্ম বা বিক্ষোভ বা স্পন্দন হয় না, পরমাণুসমূহের সংযোগ ও বিভাগ, উভয়ই ক্রিয়ামূলক, পরন্তু তাহা হওয়া অসম্ভব, অথবা পরমাণুতে কিংবা আত্মাতে অদৃষ্ট থাকে, সেই অদৃষ্টবশতই পরমাণুতে ক্রিয়া হয়, এ মতেও প্রথম কর্ম্ম বা বিক্ষোভ হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ক্রিয়ার অভাবে সৃষ্টিরও অভাব হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অধুনা পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করিতেছেন। বৈশেষিককার কণাদের মত এই যে, বস্ত্রাদি সাবয়ব দ্রব্যসমূহ স্বনিষ্ঠ সূত্রাদি দ্রব্য-সমূহের সংযোগে উৎপন্ন হয়, ইহাই সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জগতে যাহা কিছু সাবয়ব দ্রব্য, সমস্তই স্বনিষ্ঠ সেই সেই দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই এই অবয়ব-অবয়বি-বিভাগ যে স্থানে শেষ হয় অর্থাৎ যাহাকে আর বিভক্ত করা যায় না, ক্ষুদ্রতার চরমে উপনীত, সেই অংশের নাম পরমাণু। পর্ব্বত-সমুদ্রাদি করিয়া নিখিল বিশ্ব সাবয়ব, সাবয়ব বলিয়াই তাহারা আদ্যন্ত-বৎ বা উৎপত্তিবিনাশশীল। কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণুসমূহই জগতের কারণ। তাঁহাদিগের মতবিষয়ে আমরা এই বলিতে চাই যে, সূত্র-সমূহের সংযোগে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগও ক্রিয়া সাপেক্ষ অর্থাৎ তন্তুবায়াদির চেষ্টাতেই সেই সংযোগ সাধিত হয়। সুতরাং পরস্পর পৃথক্‌রূপে অবস্থিত পরমাণুসমূহের সংযোগও ক্রিয়াসাপেক্ষ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্মমাত্রই কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ, সুতরাং তাহার একটা নিমিত্ত-কারণ কিছু আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, স্বীকার না করিলে, নিমিত্তকারণের অভাব হওয়ায় পরমাণুসমূহের আদ্য ক্রিয়া বা চলনও হইতে পারে না। আর যদি নিমিত্তকারণ থাকা স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই নিমিত্তকারণ কি প্রযত্ন? অথবা পরস্পর সংঘাত? অথবা অদৃষ্ট? কাহাকে স্বীকার করিবে? যাহাকেই কেন স্বীকার কর না, আমাদের বিবেচনায় কিন্তু ঐ তিনের একটিও হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণুর আদ্যকর্ম্ম অর্থাৎ চলন বা পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না, কারণ, তৎকালে শরীর না থাকায় আত্মার গুণ যে প্রযত্ন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, দেহাভ্যন্তরস্থ মনের সহিত আত্মার সংযোগে আত্মগুণ প্রযত্ন জন্মে, ইহা দ্বারাই অভিঘাতাদি

নিমিত্তকারণ-সমূহও সম্ভব হইতে পারে না, ইহাও বলা হইল। প্রযত্ন অভিঘাতাদি কারণসমূহ সৃষ্টির পর ক্রিয়ার উৎপত্তি করায়, অতএব প্রথম কর্ম্মের প্রতি তাহারা নিমিত্ত হইতে পারে না। আর যদি অদৃষ্টকেই প্রথম কর্ম্মের নিমিত্ত বল, তাহা হইলে ঐ অদৃষ্ট আত্মসমবায়ী, না পরমাণুসমবায়ী? অর্থাৎ আত্মগত না পরমাণুগত? অদৃষ্ট অচেতন, অতএব ঐ উভয় পক্ষের কোন পক্ষেই অণু-সমূহের পরস্পর সংযোগে অদৃষ্টকে নিমিত্তকারণ বলা যায় না। অচেতন যতক্ষণ চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ সে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইতেও পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম বা সক্রিয়ত্ব বিষয়ে কোন নিমিত্তকারণ না থাকায় তাহারা ক্রিয়াশীল বা পরস্পর সংযুক্তও হয় না। আবার সংযুক্ত না হওয়ায় দ্ব্যণুকাদি কার্য্য-সমূহও উৎপন্ন হয় না। প্রথম সৃষ্টিকালে নিমিত্তকারণ না থাকায় পরমাণু-সমূহের পরস্পর সংযোগরূপ কর্ম্ম যেমন সম্ভব হইতে পারে না, এইরূপ মহাপ্রলয়েও তাহাদের পরস্পর বিভাগরূপ কর্ম্মেরও নিমিত্ত না থাকায় তাহাও সম্ভব হইতে পারে না, অতএব সংযোগ ও বিভাগ উভয়েরই কারণ না থাকায় সৃষ্টি ও প্রলয় কিছুই হইতে পারে না, এইরূপই প্রসক্তি হইতে পারে এবং তজ্জন্যই পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—পরমাণুকারণবাদ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত এই যে, পরমাণু-সমূহ প্রথমতঃ ক্রিয়াশীল হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরস্পরের সংযোগ ঘটে, এবং সেই সংযোগানুসারেই দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদিক্রমে জগৎ উৎপন্ন হয়। সেই নিখিল জগতের উৎপত্তিকারণস্বরূপ পরমাণু-সমূহের যে আদ্য কর্ম্ম বা সক্রিয়ত্ব, তাহা অদৃষ্টজন্য, এইরূপই স্বীকার: করিতে হয়। অগ্নির

ঊর্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি, পরমাণু ও মনের প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্টজন্য। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাণুর এই যে আদ্য কর্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্টজন্য? অথবা আত্মগত অদৃষ্টজন্য? এই দ্বিবিধ প্রকারেই আদ্য কর্ম্মের সম্ভব হয় না, যে হেতু, জীবের পাপপুণ্য অনুষ্ঠানজন্য অদৃষ্ট পরমাণুগত হওয়া অসম্ভব, আর যদি সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই ক্রিয়া উৎপত্তি হইতে পারে। আর আত্মগত অদৃষ্ট কথনই পরমাণু-সমূহের কর্ম্ম উৎপত্তি-বিষয়ে হেতু হইতে পারে না। যদি বল, অদৃষ্টবান্ আত্মার সংযোগ বশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট প্রবাহের অর্থাৎ জীবের পাপপুণ্যধারার নিত্যতা বশতঃ নিত্যই সৃষ্টি হইতে পারে, কদাচিৎ সৃষ্টির প্রসঙ্গ হইতে পারে না। আচ্ছা, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম যখন পরিপক্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ফলপ্রসবো মুখ হয়, তখনই ফলদানে সমর্থ হয়, তাহার মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট তখনই পরিপক্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ বা জন্মান্তরে হয় কেহ বা কল্পান্তরে হয়, অতএব সবই বিপাককে অপেক্ষা করায় সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপাদনের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। না, ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ জীবাত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন কালে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট-সমূহ যে একই সময়ে একরূপ ফল প্রসব করিবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই, অতএব একই সময়ে সর্ব্ববস্তু-সংহার অথবা দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত কোন ফল প্রসব না করিয়াই অদৃষ্টের অবস্থিতি সঙ্গত হয় না। আর ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অদৃষ্টে কোনরূপ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত হয় ও সেই অদৃষ্ট-সংযোগে পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম হয়, ইহাও বলা যায় না, কারণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব জগৎসৃষ্টিবিষয়ে

পরমাণুগত কর্ম্ম-পূর্ব্বকত্ব বা পরমাণুর কারণতা-স্বীকার একেবারেই অপ্রামাণিক ও অযুক্তিযুক্ত ॥ ১২ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ—সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করাতেও, সাম্যাৎ—সমানত্ব বশতঃ, অনবস্থিতেঃ—অনবস্থিতিদোষের। সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করাতেও অনবস্থা বা অসামঞ্জস্য দোষ সমানই থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যের সহিত জাতি, গুণ প্রভৃতি পদার্থের নিত্যসম্বন্ধপ্রতীতি জন্য যেমন সমবায় স্বীকার করিতে হয়, তেমনই দ্রব্যের সহিত ঐ সমবায়েরও নিত্য-সম্বন্ধ-প্রতীতির জন্য আর একটি সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহার জন্যও আবার আর একটা স্বীকার করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থিতিদোষ সমানই থাকায় উক্ত মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমবায় স্বীকার করাতেও পরমাণুকারণবাদ সমর্থন-যোগ্য হয় না। দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, ঐ দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ, ইহাই বৈশেষিকের মত। ইহা স্বীকার করিলেও সাম্য বশতঃ অনবস্থাদোষসম্ভাবনায় পরমাণুকারণবাদ সমর্থিত হয় না, কারণ, দুইটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক হয়, ঐ দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হইলেও কেবল সমবায়-সম্বন্ধ দ্বারা যেমন পরস্পরকে সংযুক্ত করে, তেমনই সমবায়ও সমবায়ি-দ্রব্য হইতে পৃথক্ পদার্থ বিধায়, তাহারও অন্য সমবায়সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হওয়া উচিত। সেই সমবায়ের জন্যও আবার অন্য সমবায় কল্পনা করিতে হয়, এইরূপে উত্তরোত্তর

অনন্ত সম্বন্ধের কল্পনা দ্বারা অনবস্থাদোষেরই প্রসক্তি হইয়া পড়ে। অতএব পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করাতেও সামঞ্জস্য সাধিত হয় না, কারণ, তাহাতেও অনবস্থা-দোষের সমতাই থাকিয়া যায় অর্থাৎ অবয়বী জাতি ও গুণের প্রতিপাদন জন্য যেমন সমবায়সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তেমনই সমবায় প্রতিপাদনের জন্যও অপর সমবায়ের কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে, আবার তাহার জন্যও অপর সমবায়ের কল্পনা আবশ্যক হয়, এইরূপে অনবস্থিতি বা কল্পনার শেষ না হওয়ায় অসামঞ্জস্য ঘটে, অতএব এইরূপ একটা অদৃষ্ট বা অনুভবের বহির্ভূত সমবায় কল্পনা করিয়া তাহারও আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ১৩ ॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।–নিত্যমেব চ—সর্ব্বদাই, ভাবাৎ—সম্ভাব হেতুক। পরমাণু-সমূহ প্রবৃত্তিস্বভাববিশিষ্ট, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিত্যই সৃষ্টির সম্ভাবনা, প্রলযের সম্ভাবনাই থাকে না। আর উহারা নিবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন, ইহা স্বীকার করিলে কোন কালেই সৃষ্টিপ্রসঙ্গ হইতে পারে না, অতএব পরমাণু-কারণবাদ অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, পরমাণু-সমূহ হয় প্রবৃত্তিস্বভাব, না হয় নিবৃত্তিস্বভাব, অথবা উক্ত দ্বিবিধস্বভাব, কিংবা কোন স্বভাববিশিষ্টই নয়, এই চারি প্রকারের মধ্যে যে কোন একটা স্বীকার করিলেও কোন প্রকারই উপপন্ন হয় না। দেখ, যদি প্রবৃত্তিস্বভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিত্যই প্রবৃত্তি

বা সৃষ্টিকার্য্যে ইচ্ছার সদ্ভাব বশতঃ প্রলয় হইতেই পারে না। নিবৃত্তি-স্বভাব স্বীকার করিলে নিত্যই সৃষ্টিকার্য্যে অনিচ্ছাপ্রযুক্ত সৃষ্টি হইতেই পারে না। একই পদার্থে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। কোন স্বভাবই না থাকা স্বীকার করিলে নিমিত্তবশতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও অদৃষ্ট ঈশ্বরেচ্ছা প্রভৃতি নিমিত্ত-সমূহের নিত্য সান্নিধ্য বশতঃ হয় নিত্য প্রবৃত্তি, না হয় নিত্য নিবৃত্তির সম্ভাবনারূপ দোষ আপতিত হয়, এ জন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ॥১৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমবায় সম্বন্ধের নিত্যত্ব অনিত্যত্ব, উভয় পক্ষেই উক্ত দোষ সমান। নিত্যত্ব স্বীকার করিলে অন্য দোষও হয়, তাহাই দেখাইতেছেন—সমবায় একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধী জগতেরও নিত্যই সদ্ভাব হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হওয়ায় অসামঞ্জস্য-দোষ ঘটিতেছে ॥ ১৪ ॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—রূপাদিমত্ত্বাচ্চ—রূপাদিবিশিষ্টতা হেতুকও, বিপর্য্যয়ঃ—অণুত্ব-নিত্যত্বাদিরও বৈপরীত্য হইতেছে, দর্শনাৎ—যে হেতু, সেইরূপই দেখা যায়। পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট, এইরূপ স্বীকার করাতেই তাহার অণুত্ব ও নিত্যত্ব দূরীভূত হইয়া স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কারণ, জগতে স্থূল ও অনিত্য পদার্থই রূপাদিবিশিষ্ট, এইরূপ দেখা যায়।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অবয়ব-বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহকে অংশাংশরূপে বিভক্ত করিতে করিতে যখন আর বিভাগ সম্ভব হয় না অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম অংশকে আর ভাগ করা যায় না, তাহাই

পরমাণু। রূপরসাদিবিশিষ্ট ঐ পরমাণু চতুর্ব্বিধ, চতুর্ব্বিধ পরমাণুই আবার রূপাদিবিশিষ্ট চতুর্ব্বিধ ভূত ও ভৌতিক পদার্থ-সমূহের উৎপাদক ও নিত্য, ইহাই বৈশেষিকগণের অভিমত, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ অভিমত একেবারেই নিরালম্বন বা যুক্তিহীন। কারণ, পরমাণুসমূহ রূপাদিবিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করাতেই তাহাদের নিত্যত্ব ও অণুত্ব খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাহারা পরমাণুকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় বৈশেষিক মতের বিপর্য্যয় হইয়া যাইতেছে। জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু নিজের কারণ অপেক্ষা অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয়। দেখ, সূত্র অপেক্ষা বস্ত্র স্থূল ও অনিত্য অর্থাৎ শীঘ্র বিনাশশীল হয়, আবার সূত্র-সমূহও অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয়, অংশুও আবার অংশুতর অংশুতম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিক দর্শন পরমাণু-সমূহকে রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করায় তাহাদের কারণ আছে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এবং কারণ থাকিলেই সেই কারণ অপেক্ষা তাহারা স্থূল ও অনিত্য, ইহা আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, বৈশেষিকদিগের এই মত, পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করাতেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—পার্থিব, আপ্য, তৈজস ও বায়ব্য এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করায় তোমাদের অভিমত নিত্যত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও নিরবয়বত্বাদি ধর্ম্মসমূহের বিপরীত অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব ও সাবয়বত্বাদি ধর্ম্মসমূহের সম্ভাবনা হইতেছে, কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থসমূহ অনিত্য ও তাদৃশ কারণান্তর হইতেই উৎপন্ন হয়, এইরূপ দেখা যায়। অতএব এ স্থানেও তোমার মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় পরমাণুকারণবাদ একেবারেই অযৌক্তিক ॥ ১৫ ॥

উভযথা চ দোষাৎ ॥ ১৬

সূত্রার্থ ।—উভযথা চ—উভয প্রকারেই, দোষাৎ—দোষ হেতুক। পরমাণু-সমূহের উপচয বা অপচয হওয়া স্বীকার করিলেও দোষ থাকিয়া যায়, অস্বীকার করিলেও দোষ থাকিয়া যায়, কোনরূপেই দোষের পরিহার হয না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পৃথিবী স্থূল, গন্ধ রস, রূপ ও স্পর্শ গুণবিশিষ্ট। জল পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও রূপ-রস-স্পর্শ-গুণবিশিষ্ট। তেজ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও রূপ এবং স্পর্শগুণবিশিষ্ট। বায়ু, তেজ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম-এই চারিটি ভূত উপচয ও অপচযগুণবিশিষ্ট। পরমাণু-সমূহও ঐ চারিটি ভূতের ন্যায উপচয ও অপচয-গুণবিশিষ্ট বলিযা কল্পনা কর কি না? অর্থাৎ পৃথিবী চারিটি গুণবিশিষ্ট বলিযা স্থূল, জল তিনটি গুণবিশিষ্ট বলিযা সূক্ষ্ম ইত্যাদি বলিযা যেমন লোকে দৃষ্ট হয, সেইরূপ পার্থিব পরমাণু অধিক গুণবিশিষ্ট, জলীয় পরমাণু ইত্যাদি তদপেক্ষা ক্রমশঃ অল্পাল্পগুণবিশিষ্ট, এরূপ স্বীকার কর? কি কর না? স্বীকার করিলেও দোষ পরিহার হয় না, না করিলেও দোষ পরিহার হয় না, উভয় পক্ষেই দোষ অপরিহার্য্য। দেখ, পরমাণুতে গুণের উপচয় অপচয় কল্পনা করিলে মূর্ত্তির উপচয় বা বৃদ্ধি হওয়ায উপচিতগুণবিশিষ্ট পরমাণুর পরমাণুত্বই থাকে না। আর যদি পরমাণুর লক্ষণের সাম্যবিধান জন্য অর্থাৎ পরমাণুর পরমাণুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপচয় বা অপচয স্বীকার না কর, অর্থাৎ সমস্ত পরমাণু-জাতিতেই এক একটি গুণ স্বীকার কর, তাহা হইলে কারণের গুণসমূহই কার্য্যদ্রব্যে গুণ উৎপাদন করে, এই ন্যায়ানুসারে, তেজে স্পর্শ, জলে রূপ ও স্পর্শ, পৃথিবীতে রূপ, রস ও স্পর্শ গুণের উপলব্ধি হইতে পারে না। আর

যদি ঐ চারিটির প্রত্যেকেই গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে, জলে গন্ধের, তেজে গন্ধ ও রসের, বায়ুতে রূপ, রস ও গন্ধের উপলব্ধি হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন পরমাণুকারণবাদ একেবারেই অযৌক্তিক ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পরমাণুসমূহ রূপাদি-বিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিলেই যে কেবল দোষ হয়, তাহা নহে, স্বীকার না করিলেও দোষ হয়, কারণ, কারণগত গুণসমূহই কার্য্যগত গুণের আরম্ভক, এই ন্যায়ানুসারে পরমাণুসমূহ রূপাদিবিহীন হইলে পরমাণুজাত পৃথিব্যাদি পদার্থ-সমূহও রূপাদিবিহীন হইয়া যায়। আবার, এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত রূপাদিমত্তা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয়। এইরূপে উভয়পক্ষেই দোষসম্ভাবনায় বৈশেষিকমত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিহীন হইতেছে ॥ ১৬ ॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—অপরিগ্রহাৎ—গ্রহণ না করা হেতুক, চ—ও অত্যন্তম্—অতিশয, অনপেক্ষা—অপেক্ষার অযোগ্য। মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরমাণুকারণবাদ স্বীকার করেন নাই, অতএব শিষ্ট গণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়াতেও পরমাণুকারণবাদ বৈদিক-মতাবলম্বীদিগের পক্ষে অগ্রাহ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—মনু প্রভৃতি বেদজ্ঞগণ সৎকার্য্যত্বাদি অংশের উপজীবনের নিমিত্ত প্রধানকারণ-বাদের কোন কোন অংশ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোন তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিই পরমাণুকারণবাদের কোন অংশই স্বীকার করেন নাই, এ জন্যও এই মত বেদবাদীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণই উপেক্ষণীয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রুতি ও ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যমত পরিত্যক্ত হইলেও বেদবাদিগণ সৎকার্যবাদ প্রভৃতি কোন কোন অংশ স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু এই বৈশেষিকমতের কোন অংশই তাঁহারা স্বীকার না করায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়ায় মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষণীয় ॥ ১৭ ॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—সমুদায়—উভয়ের সংঘাত বা মিলনে, উভয়-হেতুকেঽপি—দ্বিবিধ কারণ হইতে সমুৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও, তদপ্রাপ্তিঃ—তাহার প্রাপ্তি হয় না। বৌদ্ধগণ বলেন, পরমাণু-হেতুক বাহ্যপ্রপঞ্চ ও চিত্তহেতুক অন্তঃপ্রপঞ্চ এই উভয়ের সমুদায় বা মিলন সমুদায় ব্যাপারের নির্বাহক, তাহাও অযৌক্তিক, কারণ, তাঁহাদের মতে ঐ সমস্তের মিলন হইতেই পারে না। অর্থাৎ তাঁহারা ক্ষণভঙ্গবাদী, পূর্ব্বক্ষণীয় পদার্থ পরক্ষণে থাকে না, ইহাই তাঁহাদের মত, সুতরাং পরস্পরের সমুদায় বা মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, অতএব তাঁহাদের মত ভ্রান্ত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শিষ্টগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য ইত্যাদি কারণে বৈশেষিক মত উপেক্ষণীয়, এ কথা বলা হইয়াছে। বৈশেষিকগণ অর্দ্ধ-বৈনাশিক অর্থাৎ অর্দ্ধবৌদ্ধ, বৌদ্ধগণ বিনাশবাদী, তাঁহারা কোন বস্তুরই নিত্যতা স্বীকার করেন না, কিন্তু বৈশেষিকগণ সকল পদার্থই নশ্বর স্বীকার করিলেও কোন কোন বস্তুর অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন, সুতরাং বৌদ্ধের তুলনায় তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক। অর্দ্ধবৈনাশিক মতই যখন অগ্রাহ্য, তখন সর্ববৈনাশিকের মত যে অগ্রাহ্য হইবে, ইহা বলাই

বাহুল্য। সম্প্রতি তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে। বৌদ্ধমত অনেক প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার বাদী দেখা যায়, কেহ কেহ সকলেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেহ কেহ সর্ব্বশূন্যবাদী অর্থাৎ সবই শূন্য, এইরূপ বলেন। যাঁহারা সকলেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, পৃথিব্যাদি ভূত ও চক্ষুরাদি ভৌতিক এই সমস্ত বাহ্য পদার্থও আছে, আবার চিত্ত ও জ্ঞানাদি চৈত্ত, এই সমস্ত আভ্যন্তরিক পদার্থও আছে। ইঁহাদিগের মতসম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, আর রূপাদি ও চক্ষুরাদি ভৌতিক। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু ক্রমশঃ খর, উষ্ণ ও চলন-স্বভাববিশিষ্ট, ইহারাই পরস্পর সংহত বা মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। আর রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক যে পঞ্চ স্কন্ধ বা পাঁচটি বিভাগ, ইহারা অধ্যাত্ম বা আন্তর, ইহারা পরস্পর সংহত বা মিলিত হইয়া সর্ব্ববিধ আন্তর-ব্যবহার সম্পাদন করিতেছে। এই মত নিরসনার্থই বলা হইতেছে যে, পরমাণুহেতুক ভূত-ভৌতিক সংঘাত ও স্কন্ধহেতুক পঞ্চস্কন্ধরূপ সংঘাত, এই উভয়হেতুক অর্থাৎ উভয়প্রকার সমুদায় বা সংহতি যাহা বৈনাশিকদিগের অভিমত, তাহা অনুপপন্ন অর্থাৎ ঐ উভয়প্রকার ভাব সংহতি বা মিলিতই হইতে পারে না। কারণ, যাহারা সমুদায়ী অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হইবে, সেই পরমাণু ও স্কন্ধ-সকল অচেতন, ভোগ করে, শাসন করে, এমন কোন স্থির চেতন পদার্থ তাঁহাদের মতে নাই, যাহার প্রভাবে ঐ সকল পরমাণু সংহত হইতে পারে। নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরমাণু ও স্কন্ধসমূহের সংযোগকর্ত্তা কেহ নাই, তাহারা আপনা হইতেই সংহত হয়, ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির সম্ভাবনা হইতে পারে, প্রলয় ও মোক্ষ হইতেই পারে না। আশয় অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রবাহ, প্রবাহান্তর্গত এক একটি বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহাও নিরূপিত হয় না, বিশেষতঃ ক্ষণবিনাশী অর্থাৎ

জন্মের পরক্ষণেই যাহারা মরে, তাহাদের কোন ক্রিয়াই নাই, সুতরাং তাহাদের প্রবৃত্তিও হইতে পারে না, অতএব তাহাদের সমুদায় বা সংঘাত হওয়া অসম্ভব এবং সেই অসম্ভাব্যতাবশতঃ তদাশ্রয় লোকযাত্রাও বিলুপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈশেষিক পরমাণুকারণবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, বৌদ্ধগণও পরমাণু হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, এ জন্য তাঁহাদের মতও অনুপপন্ন, সম্প্রতি ইহাই দেখাইতেছেন। উক্ত বৌদ্ধগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য-পরমাণুর সংঘাতরূপ পৃথিব্যাদি ভূত ও ঘটপটাদি ভৌতিক বাহ্য পদার্থ, আর চিত্ত ও চৈত্ত অর্থাৎ চিত্তগত সুখদুঃখাদি আভ্যন্তর পদার্থ, আর এই সমস্তই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ। অপর সম্প্রদায় বলেন, পৃথিব্যাদি বাহ্যপদার্থসমস্ত বিজ্ঞানের অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা অনুমেয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অপর আর এক সম্প্রদায় বলেন, বিজ্ঞানই যথার্থ সৎপদার্থ, বাহ্যপদার্থ কিছুই নাই, তাহারা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় অলীক। এই তিন সম্প্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থসমস্তকে ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বলেন। ইঁহারা উক্ত ভূত, ভৌতিক, চিত্ত ও চৈত্ত ব্যতীত আত্মা আকাশাদিরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আর চতুর্থ সম্প্রদায় বলেন, সবই শূন্য অর্থাৎ শূন্যই সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা। এই চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই মত খণ্ডন করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, পার্থিব পরমাণুসমূহ রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ এই চতুর্ব্বিধ স্বভাব বা ধর্ম্মবিশিষ্ট। জলীয় পরমাণুসমূহ রূপ, রস ও স্পর্শ এই ত্রিবিধ স্বভাববিশিষ্ট। তৈজস পরমাণুসমূহ রূপ ও স্পর্শ এই দ্বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট আর বায়ব্য পরমাণুসমূহ কেবলমাত্র স্পর্শস্বভাববিশিষ্ট। এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুই ক্ষিতি, অপ্, তেজ

ও বায়ু এই চতুর্বিধ স্থূলভূতরূপে সংহত বা মিলিত হয়, এবং সেই পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হইতেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সংঘাত হয়। আর শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী জ্ঞাতৃত্বাভিমানসম্পন্ন বিজ্ঞানসন্তান বা বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবাহই আত্মরূপে অবস্থিত হয় এবং তাহা হইতেই সর্ব্ববিধ লৌকিক ব্যবহার সম্পাদিত হয়। ইঁহাদের এই মত সম্বন্ধে বলা যাইতেছে যে, উভয় প্রকার হেতু হইতে সমুদায় বা সংহতি স্বীকার করিলেও সেই সমুদায় বা সংহতি পদার্থটিই অসিদ্ধ। অর্থাৎ, পরমাণু হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতরূপ সমুদায়, আর পৃথিব্যাদি ভূত হইতে উৎপন্ন শরীর, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থরূপ সমুদায়, এই দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন সমুদায় স্বীকার করিলেও জগৎরূপ সমুদায়ের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, তাঁহাদের মতে পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ ক্ষণস্থায়ী, যাহারা পরক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহারা কখন্ বা সংহতি সম্পাদনের চেষ্টা করিবে? কখন্ই বা সংহত হইবে? কখন্ই বা বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে? কখন্ই বা হেয় উপাদেয়রূপে ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে? ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥১৯॥

সূত্রার্থ।—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ—পরস্পর পরস্পরের কারণ বলিয়া, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহাতেও হয় না, উৎপত্তি-মাত্রনিমিত্তত্বাৎ—কেবল উৎপত্তিরই কারণ। যদি বল, অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির প্রতি যখন কারণ, তখন তাহাদের সংহতি হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হইতে পারে না, অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তিবিষয়ে কারণ হইতে পারে না, যে হেতু তাহারা উৎপত্তির পরক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈনাশিক বৌদ্ধ যদি বলেন, অবিদ্যা প্রভৃতির ভোক্তা, নিয়ন্তা, সংহন্তা বা মেলনকর্ত্তা কোন স্থির চেতন যদিও আমরা স্বীকার করি না, তাহা হইলেও ইহারা পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তিকারণ এবং সেই জন্যই লোকযাত্রা-নির্ব্বাহেরও কোন অসঙ্গতি হয় না, সমস্তই সঙ্গত হব। সেই লোকযাত্রা সুসঙ্গত হইলেই অপর কোন নিয়ন্তা প্রভৃতির অপেক্ষাও নাই। এই অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষডায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, অনুশোচনা, দুঃখ ও দুর্ম্মনস্কতা ইত্যাদি সমূহ পরস্পর পরস্পর হইতে উৎপন্ন হয়। কোন বৌদ্ধতন্ত্রে সংক্ষেপে, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে ইহাদের বর্ণনা আছে, কিন্তু সকলের মতেই এই অবিদ্যাদিসমূহ অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই অবিদ্যাদিসমূহ পরস্পর নিমিত্ত-নৈমিত্তিক বা কার্য্যকারণভাবে সর্ব্বদাই আবর্ত্তিত হইতে থাকায় তাহাদের সংঘাত বা মিলন সাধিত হয়। বৌদ্ধদিগের এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিব, না, তাহা সাধিত হয় না, কারণ, অবিদ্যাদিসমূহ পরস্পরের উৎপত্তিমাত্রেরই কারণ, কিন্তু সঙ্ঘাতের কারণ নয়। সঙ্ঘাতের কোন কারণ যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহা উপপন্ন হইতে পারিত, কিন্তু ক্ষণস্থায়িবাদী বৌদ্ধমতে তাহা নাই। অতএব অবিদ্যাদি পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হয় হউক, কিন্তু, তাঁহাদের মতে যখন শাস্তা ভোক্তা বলিয়া কেহ নাই, তখন ক্ষণ-বিধ্বংসী ঐ সমস্ত অবিদ্যাদির সংঘাত বা মিলন সিদ্ধ হইতে পারে না॥১৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৌদ্ধগণ এইরূপ বলেন যে, যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণস্থায়ী, তাহা হইলেও অবিদ্যা দ্বারা এ সমস্তই উপপন্ন হইতে পারে। দেখ, অবিদ্যা শব্দের অর্থ ক্ষণস্থায়ী পদার্থে চিরস্থায়িরূপ বিপরীত বুদ্ধি। সেই অবিদ্যা দ্বারাই অনুরাগ বা বিদ্বেষাদি সংস্কার জন্মায়, তাহা হইতে চিত্তস্ফুরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে

নামসংজ্ঞক চিত্ত ও চৈত্তধর্ম্মসমূহ, ও পৃথিব্যাদি মূর্ত্তদ্রব্য, তাহা হইতে ষডায়তন নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে স্পর্শনামক কায়, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পুনশ্চ তাহা হইতে অবিদ্যাদি জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ অনাদিকাল হইতে পরস্পরের উৎপত্তিমূলক এই অবিদ্যাদি চক্রপবিবৃত্তির ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, পৃথিব্যাদি ভূত-ভৌতিক-ময় সংঘাত ব্যতীত এই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তির কারণ বলিয়া সংঘাত-ভাবাদি উপপন্ন হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, ঐ অবিদ্যাদি পৃথিবী প্রভৃতি ভূত-ভৌতিক সংঘাতভাবের প্রতি কারণ নহে, এ জন্য উহা উপপন্ন হয় না, কারণ, অস্থির পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ অবিদ্যা, অথবা তন্নিমিত্ত অনুরাগবিদ্বেষাদি অন্য ক্ষণস্থায়ী পদার্থসমূহের মিলনসম্পাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে রজতাদি-বুদ্ধি শুক্তি প্রভৃতি পদার্থের সংহতভাবের কারণ হয় না। আরও দেখ, ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ব-বুদ্ধি হয়, সে সেই সময়েই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব কাহার অনুরাগাদি উৎপন্ন হইবে? ॥ ১৯ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—উত্তরোৎপাদে—পর পর পদার্থের উৎপত্তি-কালে, চ—ও, পূর্ব্বনিরোধাৎ—পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থের নিরোধ বা অপগম হেতুক। সংস্কার বিজ্ঞান ইত্যাদি পর পর বস্তু যে সময় উৎপন্ন হয়, সে সময়ে অবিদ্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থসমূহের নিরোধ অর্থাৎ অপগম হয়, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবিদ্যাদি দ্রব্যসমূহ পর পর সংস্কারাদি দ্রব্যকে উৎপাদন করিতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—এই অবিদ্যাদি দ্রব্যসমূহ কেবল উৎপত্তিরই কারণ, তাহারা মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা উৎপত্তিরও কারণ হয় না, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ বলেন, পরবর্ত্তী ক্ষণ উৎপন্ন হওয়ামাত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ অর্থাৎ পরবর্ত্তী দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কারণস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা, পূর্ব্ব ও পরক্ষণের কারণ-কার্য্যভাব স্থাপন করিতেই সমর্থ হইবেন না, কেন না, যে পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়াছে বা বিনষ্ট হইতেছে, তাহার অভাব বশতঃ ঐ পূর্ব্বক্ষণ পরক্ষণের হেতু হইতে পারে না যদি বল, পূর্ব্বক্ষণ যে সময়ে বিদ্যমান ছিল, সেই সময়ে উত্তরক্ষণের হেতু হয়, কিন্তু তাহাও উপপন্ন হয় না, কারণ, বর্ত্তমান ক্ষণের পুনর্ব্যাপার কল্পনা করিতে গেলে তাহার অন্য ক্ষণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদই বিনষ্ট হয়, এই সমস্ত কারণে বৌদ্ধমত সঙ্গত নহে ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উত্তরক্ষণের উৎপত্তিকালে অর্থাৎ যে ক্ষণে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কালে কারণস্বরূপ পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হওয়ায় উত্তরক্ষণের প্রতি পূর্ব্বক্ষণের কারণত্ব হইতে পারে না, এ জন্যও ক্ষণিকবাদীর মতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর অভাবকেই অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষণের বিনাশকেই যদি হেতু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্ববস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে। আর যদি বল, পূর্ব্বক্ষণের অবস্থানমাত্রই হেতু, কার্য্যক্ষণে ঐ হেতু না থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না, তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্ব্বক্ষণই তাহার উত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি ত্রৈলোক্যের যাবতীয় পদার্থেরই হেতু হইতে পারে। আর যদি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী তুল্যজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী একটিমাত্র ঘটই উত্তরক্ষণভাবী

সর্ব্বদেশবর্ত্তী সমস্ত ঘটেরই হেতু হইতে পারে। আর যদি একটি-মাত্র পদার্থের একটিমাত্র ক্ষণই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে কোন্ কার্য্যের হেতু, তাহা জানা যায় না। আর যদি বল, যে দেশে ঘটোৎপত্তির যে ক্ষণ আছে, তাহা সেই দেশেরই উত্তর-কালভাবী ঘটক্ষণের হেতু, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সেই দেশটিকে স্থির বলিয়া মনে করিতেছ? আরও দেখ, চক্ষু প্রভৃতির সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে, জ্ঞানোৎপত্তিকালে তাহা না থাকায় কোন পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—অসতি—থাকে না ইহা স্বীকার করিলে, প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—প্রতিজ্ঞাহানি হয়। অন্যথা—থাকে স্বীকার করিলে, যৌগপদ্যং—একই সময়ে অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। কার্য্যোৎপত্তিকালে কারণস্বরূপ পূর্ব্বক্ষণ থাকে না, ইহা স্বীকার করিলে বৌদ্ধদিগের "চিত্ত-চৈত্ত পদার্থসমূহ চারি প্রকার কারণে উৎপন্ন হয়" এই প্রতিজ্ঞা-হানি হয়। আর ইহার অন্যথা অর্থাৎ কারণবস্তু বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার করিলে কারণ-কার্য্যের একই সময়ে অবস্থান মানিতে হয়, আর তাহা হইলে পদার্থমাত্রই ক্ষণিক, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বক্ষণ উত্তরক্ষণের হেতু হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে, তবে তাঁহারা যদি এমন কথা বলেন যে, কারণ না থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার

উত্তরে বলিতে হইতেছে যে, "চারি প্রকার কারণে চিত্ত ও চৈত্ত পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়" তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়; আর তাহা হইলে বস্তু-সমূহের উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বদা সমস্ত বস্তু হইতেই সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। আর যদি বল, উত্তরক্ষণ যতক্ষণ উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ পূর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কারণ ও কার্য্যের যৌগপদ্য বা সমকালবর্ত্তিতা স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা হইলেই "সর্ব্বসংস্কারই ক্ষণস্থায়ী" তোমাদের এ প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হয়॥ ২১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কারণ ব্যতীতও কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা যদি বল, তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই সর্ব্ববিধ কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে কেবল যে উৎপত্তিরই বিরোধ হয়, তাহা নহে, পরন্তু তোমাদের, "অধিপতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, সহকারী, অবলম্বন ও সমনন্তরপ্রত্যয়, বিজ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে এই চারিটি কারণ" এই যে প্রতিজ্ঞা, এ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষও উপস্থিত হয়। আর যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-দোষপরিহারার্থ এরূপ বল যে, একই ঘটক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই অপর ঘটক্ষণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলেও কার্য্য ও কারণাত্মক দুইটি ঘটক্ষণেরই যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ কোথাও দেখা যায় না, বিশেষতঃ তাহাতে তোমাদের ক্ষণস্থায়িত্বরূপ প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হয়। আর যদি বল, ক্ষণিকবাদই স্থির-সিদ্ধান্ত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত বিষয়ের সংযোগ ও তদ্বিষয়জ্ঞানের যৌগপদ্য অর্থাৎ রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সংযোগক্ষণেই জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে, অথচ তোমরাও ইন্দ্রিয়সংযোগ ও জ্ঞানের পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিয়া থাক॥ ২১॥

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২২॥

সূত্রার্থ।—প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ—স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার বিনাশই অসম্ভব হয়, অবিচ্ছেদাৎ—বিচ্ছেদ না থাকায়। পরস্পর সম্বদ্ধ কার্য্য-কারণপরম্পরার বিচ্ছেদ না হওয়ায় প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ বুদ্ধিবিনাশ ও অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশ এই উভয়ই অসম্ভব হয।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈনাশিক বা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ, প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ "আমি ইহা নষ্ট করি" এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক পদার্থের বিনাশ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ অবুদ্ধি-পূর্ব্বক পদার্থের বিনাশ ও আকাশ অর্থাৎ আবরণাভাব এই তিনটি ভিন্ন অন্য সমস্তই বুদ্ধিবোধ্য, সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপাদ্য ও ক্ষণিক বলিয়া থাকেন। এই তিনটিই অবস্তু, স্বরূপশূন্য ও অভাবমাত্র বিবেচনা করেন। তাহার মধ্যে আকাশের বিষয়ে পরে বলা যাইবে; প্রথমে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধেরই প্রতিবাদ করা যাইতেছে। বৈনাশিকগণ যে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলেন, এ দুইটিই অসম্ভব, কারণ, তাঁহাদের মতে কার্য্য-কারণপরম্পরার বিচ্ছেদ নাই। দেখ, এই যে প্রতিসংখ্যানিরোধ, ইহারা সন্তান বা প্রবাহবিষয়ক ? না ভাব-বিষয়ক ? সন্তান বা প্রবাহবিষয়ক সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, সন্তানসমূহমধ্যে সন্তানী অর্থাৎ প্রবাহান্তর্গত পদার্থসমূহ পরস্পর কারণ-কার্য্যভাবে থাকায় সন্তান বা প্রবাহ বা পারম্পর্য্য-ধারার বিচ্ছেদ অসম্ভব। ইহার তাৎপর্য্য,—একটি তরঙ্গ যেমন অপর একটি তরঙ্গকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়, সে আবার অন্য তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয়, এইরূপ একটি ভাব অপর ভাব বা পদার্থ

উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নষ্ট হয়, সে আবার আর একটিকে উৎপাদন করিয়া নষ্ট হয়, এইরূপ চিরকাল অবিচ্ছিন্নভাবে উৎপত্তি ও বিনাশের ধারা থাকে। অবিদ্যা সংস্কারকে উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়, সংস্কার আবার বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়, এইরূপ উহারাও পরস্পর কারণ-কার্য্যপরম্পরা বলিয়া গণ্য হয়। ভাবগোচর হওয়াও সম্ভব নহে, যে হেতু, কোন পদার্থেরই নিরন্বয় বা নিরুপাখ্য বিনাশ সম্ভব হয় না, সকল অবস্থাতেই প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত পদার্থের বিচ্ছেদ দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে প্রত্যভিজ্ঞা বা জ্ঞান স্পষ্ট না হইলেও অন্যত্র অন্বয়ী পদার্থের বিচ্ছেদ দৃষ্ট না হওয়ায় সে বস্তুরও অবিচ্ছেদ অনুমিত হয়, অতএব বৌদ্ধদিগের পরিকল্পিত উক্ত প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অনুপপন্ন ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত যুক্তি অনুসারে অসৎ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি যে হইতে পারে না, তাহা দেখান হইল। এক্ষণে সৎবস্তুর যে নিরন্বয় বিনাশও হইতে পারে না, তাহাই বলা যাইতেছে। ক্ষণিকবাদিগণ বলেন যে, মুদ্গরের দ্বারা আঘাতের অনন্তরই সদৃশপরিণামপ্রবাহের অবসানরূপ উপলব্ধিযোগ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষগম্য যে নৈরন্বয় স্থূল বিনাশ, তাহাই প্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ যে কোন দ্রব্যের অবয়ববিশ্লেষণপূর্ব্বক বিনাশ, যেমন মুদ্গরাঘাতে ঘটের ধ্বংসসাধন যাহা সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহাই প্রতিসংখ্যানিরোধ বা স্থূলবিনাশ। আর সদৃশপরিণামপ্রবাহেই প্রতিক্ষণেই জায়মান, কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে যাহা বোধগম্য হয় না, এরূপ নিরন্বয় যে সূক্ষ্ম বিনাশ অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করে বা পরিবর্ত্তিত হয়, পূর্ব্বক্ষণে যে অবস্থা ছিল, পরক্ষণে আর সে অবস্থা থাকে না, অথচ যতক্ষণ তাহা সম্পূর্ণভাবে ভিন্নরূপ ধারণ না করে, ততক্ষণ ঐ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না, ইহারই

নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ; এই পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকে সহসা তাহা অনুভব করিতে পারে না। ঐ দ্বিবিধ বিনাশই সম্ভব হয় না ; কারণ, সদ্‌বস্তুর নিরন্বয়বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিচ্ছেদ অসম্ভব, সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এই জন্যই নিরন্বয় বিচ্ছেদ অসম্ভব। অবস্থাবিশিষ্ট দ্রব্য কিন্তু একই এবং স্থির, ইহা পূর্ব্বে কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার কালে প্রতিপাদন করিয়াছি ॥ ২২ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—উভয়থা চ—উভয় প্রকারেই, দোষাৎ—দোষ হেতুক। অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ বা অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, উভয় পক্ষেই দোষ হেতুক বৌদ্ধমত অযৌক্তিক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৌদ্ধগণ যে অবিদ্যানিরোধ বা মোক্ষকে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত বলিয়া কল্পনা করেন, তাহা কি যমনিয়মাদি অঙ্গের সহিত সকল জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়? না, আপনা হইতেই হয়? যদি সাঙ্গ সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা হয়, তাহা হইলে, অহেতুক বিনাশ বা পদার্থসমূহ স্বভাবতই ক্ষণবিধ্বংসী, এই মত পরিত্যাগ করিতে হয়। আর যদি আপনা আপনিই হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে অবিদ্যাদিনিরোধের উপায় প্রদর্শন করা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইরূপ দুই পক্ষেই দোষ-সম্ভাবনা-বশতঃ বৌদ্ধমত সামঞ্জস্যবিহীন ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ক্ষণিকত্ববাদি-গণের মতে যে, তুচ্ছ বা অবস্তু হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়, এবং তদনন্তর

পুনরায় তুচ্ছত্বকেই প্রাপ্ত হয়, তাহা যে সম্ভব নয়, ইহা বলা হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ মত স্বীকার করিলেও দোষ ঘটে, কারণ, তুচ্ছ কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে কার্য্যও তুচ্ছই হয়; যে হেতু, যে বস্তু হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু কারণানুরূপই হইতে দেখা যায়; যেমন, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন ঘট ও মুকুটাদি মৃন্ময়, স্বর্ণময় হইতেই দেখা যায়। অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না এবং সেরূপ প্রতীতিও হয় না। আর সদ্-বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ সত্য হইলে উৎপত্তির পরক্ষণেই সমগ্র জগতেরই তুচ্ছত্বপ্রাপ্তি হয়। আবার তাহার পরেও তুচ্ছ কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইলে, সেই পূর্ব্ব-তুচ্ছাত্মতা দোষই হইতে পাবে, অতএব উভয় প্রকারেই দোষ থাকা বশতঃ তোমাদের কথিত প্রকার উৎপত্তি-বিনাশ হইতে পারে না॥ ২৩॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—আকাশে চ—আকাশেও, অবিশেষাৎ—বিশেষ না থাকায়। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের ন্যায় আকাশেরও বস্তুত্ব-প্রতিপত্তিহেতুক তাহাকে অভাব পদার্থ বলা অযৌক্তিক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৌদ্ধগণ যে প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশকে নিরূপাখ্য অর্থাৎ অবস্তু বা তুচ্ছ বলেন, তন্মধ্যে নিরোধ-দ্বয়ের অবস্তুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, সম্প্রতি আকাশের অবস্তুত্ববাদ খণ্ডন করা যাইতেছে। প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের বস্তুত্বপ্রতীতির সহিত কোন পার্থক্য না থাকায় আকাশেরও অবস্তুত্ব স্বীকার অযৌক্তিক। "আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই আকাশের বস্তুত্ব

প্রমাণিত হইতেছে। যাঁহারা শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে ইহা বলা যাইতেছে যে, গন্ধাদি গুণ-সমূহ পৃথিব্যাদি বস্তুসমূহকে আশ্রয় করিয়াই যেমন বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, সেই-রূপ শব্দগুণও আকাশকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত, অবস্তু বা অভাব-পদার্থ কাহার আশ্রয় হইতে পারে না, অতএব আকাশ বস্তু, অবস্তু বা তুচ্ছ নহে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থ-সমূহের স্থিরত্ব-প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতি-সংখ্যানিরোধের তুচ্ছত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে; সৌগতগণ উক্ত নিরোধ-দ্বয়ের সহিত আকাশকেও যে তুচ্ছ বলেন, এক্ষণে তাহাই খণ্ডন করা যাইতেছে। দেখ, পৃথিব্যাদি পদার্থ-সমূহকে যেমন ভাবরূপ বা অতুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনই আকাশেরও প্রতীতিসিদ্ধিবিষয়ে কোন পার্থক্য না থাকায় আকাশের নিরূপাখ্যতা বা তুচ্ছতা স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ। "এই আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে, এই আকাশে গৃধ্র উড়িতেছে" ইত্যাদি বাক্যে শ্যেনাদির উড্ডয়নের আশ্রয় বলিয়াই আকাশের প্রতীতি হইতেছে, অতএব আকাশ তুচ্ছ পদার্থ হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—অনুস্মৃতেশ্চ—অনুস্মরণ হেতুকও। অনুস্মৃতি বা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণও অনুভবকর্ত্তারই হয়, সুতরাং অনুভবকর্ত্তা যে ক্ষণিক নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে পদার্থমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, এ উক্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বৈনাশিক সমস্ত পদার্থকেই ক্ষণিক বলায় উপলব্ধিকেও ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অনুস্মৃতি-হেতুক তাহা অসম্ভব। উপলব্ধির নামান্তর অনুভব, উপলব্ধি বা অনুভবের পশ্চাৎ যে স্মরণ উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম অনুস্মৃতি; এই অনুস্মৃতি ও উপলব্ধি এক জন কর্ত্তাতেই সম্ভব হইতে পারে, এক ব্যক্তি অনুভব করিল, অপরে তাহা স্মরণ করিল, ইহা হইতে পারে না। পূর্ব্বদ্রষ্টা ও পশ্চাৎদ্রষ্টা অর্থাৎ অনুভবকর্ত্তা ও স্মরণকর্ত্তা যদি একই ব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে "এই বস্তু আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, এখন আবার দেখিতেছি" এরূপ প্রয়োগ কি প্রকারে হইতে পারে? আরও দেখ, দর্শন ও স্মরণ ক্রিয়ার কর্ত্তা যে একই, ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারে না, এ বিষয়ে সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যভিজ্ঞা আছে। দর্শন ও স্মরণকর্ত্তা ভিন্ন ব্যক্তি হইলে "আমি স্মরণ করিতেছি, অন্য ব্যক্তি দেখিয়াছিল" এইরূপই প্রতীতি হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব দর্শন ও স্মরণ বিষয়ে যখন একেরই সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে, তখন বৈনাশিকের ক্ষণিকবাদের হানি অপরিহার্য্য ও ক্ষণিকবাদ একেবারেই অসঙ্গত ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বে যে বস্তুর স্থিরত্ব-বিষয়ে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে। অনুস্মরণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বানুভূত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অথবা প্রত্যভিজ্ঞা। "পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম বা অনুভব করিয়াছিলাম, ইহা সেই বস্তুই বটে" এইরূপে পূর্ব্বে অনুভূত বস্তু-সমূহ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। সাদৃশ্য-বশতঃ অগ্নিশিখা প্রভৃতির যেমন একত্ব-প্রতীতি হয়, এই প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ সাদৃশ্যমূলক ভ্রমমাত্র, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, এরূপ মোহগ্রস্ত এক জন জ্ঞাতার অস্তিত্বই

ত তোমরা স্বীকার কর না। আরও দেখ, অপর ব্যক্তি অন্তের অনুভূত পদার্থের সহিত নিজের অনুভূত পদার্থের সাদৃশ্য বা একত্ব কল্পনা করিতে পারে না, অতএব যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কালবর্ত্তী বস্তুগত সাদৃশ্য অনুভব জন্য একত্ব-ভ্রম হয়, এরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে সেই ভিন্ন ভিন্ন কালবর্ত্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আরও দেখ, অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেমন ভেদজ্ঞাপক প্রমাণ উপলব্ধি করা যায়, জ্ঞাতব্য ঘটাদি বিষয়ে ভেদজ্ঞাপক সেরূপ কোন প্রমাণই উপলব্ধি হয় না, যাহার দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাকে সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। আরও দেখ, জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বস্তুকে যাঁহারা ক্ষণিক বলেন, তাঁহাদের মতে অনুমানোপযোগী ব্যাপ্তির অবধারণ ও তাহা স্মরণ পূর্ব্বক অনুমান স্বীকার করা দুঃসাধ্য, আর এই বস্তু ক্ষণিক, এরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক হেতু প্রভৃতির নির্দ্দেশও উপপন্ন হয় না, যে হেতু, প্রতিজ্ঞা বা সাধ্য নির্দ্দেশের উপক্রমসময়েই ত তোমাদের মতে বক্তা বিনষ্ট হইয়া যায়, অথচ জানা না থাকিলে একের আরব্ধ কার্য্য অপরে সম্পন্ন করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, অসতঃ—অবিদ্যমান বস্তু হইতে, অদৃষ্টত্বাৎ—দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া। অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বা তুচ্ছ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কোথায়ই দেখা যায় না, অতএব ক্ষণিকবাদীর মত যুক্তিসঙ্গত বা গ্রাহ্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিনাশবাদিগণ কোন একটা স্থির ও অনুযায়ী বা অনুরূপ কারণ স্বীকার না করায় অভাব হইতেও ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। এজন্যও

বিনাশবাদীর মত যুক্তিসঙ্গত নহে। "উপমর্দ্দন বা বিনাশ ব্যতীত কোন বস্তুরই প্রাদুর্ভাব হয় না" এই বলিয়া তাঁহারা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি দেখান। বিনষ্ট বীজ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতেই দধি, বিনষ্ট মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘট উৎপন্ন হয় ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তও তাঁহারা দেখান। কূটস্থ বা নির্ব্বিকার কারণ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত বস্তু হইতেই সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইত, বিশেষ কিছু থাকিত না, বিকার বা বিনাশ ব্যতীত যখন কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না, তখন কূটস্থ কাহারও কারণ নহে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব অভাবগ্রস্ত বা বিনষ্ট বীজাদি হইতেই অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হইতে যখন দেখা যায়, তখন অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বৈনাশিক-দের এই মতের প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন, না, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না, যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারিত, তাহা হইলে দ্রব্যোৎপত্তি-বিষয়ে কারণবিশেষ স্বীকার করার কোন আবশ্যকতাই ছিল না, কেন না, অভাবত্বের কোন বিশেষই নাই, সবই এক। আরও দেখ, অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হইলে সমস্ত বস্তুই অভাবযুক্ত হইত, কিন্তু কোন বস্তুই অভাবান্বিত দেখা যায় না, অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অযুক্ত। আরও দেখ, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে ভূত-ভৌতিকলক্ষণ দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বে একবার বলিয়া এক্ষণে আবার অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় বলায় নিজ বাক্যেরই মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৌদ্ধগণ বলেন, জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে জ্ঞাতব্য বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে উহা

জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ইহা ঠিক নহে, কারণ, জ্ঞানোৎপত্তির হেতুত্বই জ্ঞানবিষয়ত্ব অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থ-সমূহ হইতে যখন সর্ব্বদাই জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হইবে কেন? অতএব জ্ঞেয় পদার্থ সমূহই জ্ঞানের বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এরূপ হইতে পারে না, অসতের কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি কোথায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখ, জ্ঞানে যে নীলাদি আকারের উপলব্ধি হয়, তাহা বিনষ্ট অসৎ পদার্থের আকার হইতে পারে না; কেন না, ঐরূপ কোথায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মী অর্থাৎ ধর্ম্ম বা গুণ যাহাতে আছে, এমন পদার্থ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার ধর্ম্মকে অপর পদার্থে সংক্রামিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিবিম্বাদিও স্থির বা বিদ্যমান পদার্থেরই পড়ে, বিনষ্ট পদার্থের পড়ে না, তাহাও আবার ধর্ম্মী বা সেই সেই পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবল তদ্গত নীলপীতাদি ধর্ম্মের পড়ে না, অতএব পদার্থ সমূহের বৈচিত্র্য জন্য যে জ্ঞান বৈচিত্র্য, তাহা জ্ঞানকালে জ্ঞেয় পদার্থের অবস্থান হেতুকই সম্ভব হইতে পারে, অভাব হেতুক নহে। ২৬ ॥

উদাসানানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—উদাসীনানামপি—নিশ্চেষ্টদিগেরও, এবং—এইরূপ, সিদ্ধিঃ—কার্য্যসিদ্ধি হইত। অভাব হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরও অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে, নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরও

অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারিত ; কারণ, অভাব ত সর্ব্বদাই সুলভ। কৃষক কর্ষণ না করিয়াও শস্য লাভ করিতে পারিত, কুম্ভকার মৃত্তিকার সংস্কার না করিয়াও ঘট প্রস্তুত করিতে পারিত, স্বর্গ ও মোক্ষলাভও বিনা চেষ্টাতেই হইতে পারিত, কিন্তু তাহা কখন হয় না এবং কেহ স্বীকারও করে না, অতএব অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয়, এ সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এইরূপে ক্ষণ-স্থায়িত্ব, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অকারণ বিনাশ ইত্যাদি স্বীকার করিলে, উদ্‌যোগবিহীন পুরুষেরও অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে। ইষ্টলাভই বল, আর অনিষ্টপরিহারই বল, সবই চেষ্টাবিশেষের দ্বারা সম্পন্ন হয়। যদি সমস্ত পদার্থই ক্ষণবিধ্বংসী হয়, তাহা হইলে চেষ্টা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ কোন বিষয়ই থাকে না, আর সিদ্ধি-লাভ যখন বিনা কারণেও হইতে পারে, তখন উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিরও ঐহিক পারত্রিক ফল লাভ, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্তও অনা-য়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৭ ॥

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, অভাবঃ—অসদ্ভাব, উপলব্ধেঃ—উপ-লব্ধি হেতুক। প্রত্যেক জ্ঞানেই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হয়, অতএব যোগাচার বৌদ্ধেরা যে বলেন, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, সমস্তই জ্ঞানের আকারবিশেষ, তাহা ভ্রান্ত মত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঘটপটাদি বাহ্যিক পদার্থ-সমূহকে আশ্রয় করিয়া সমুদায়ের অপ্রাপ্তি-দোষ উদ্ভাবিত হওয়ায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া বলিতেছেন,

বুদ্ধদেব কতকগুলি শিষ্যকে বাহ্যবস্তুবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে দেখিয়া, তাহাদেরই অনুরোধে এই বাহ্যার্থবাদ-প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার অভিমত তাহা নহে। একমাত্র বিজ্ঞান-স্কন্ধই তাঁহার অভিপ্রেত, বাহ্যার্থবাদের উপদেশ নহে। বিজ্ঞানবাদে প্রমাণ প্রমেয় ফল ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহারই বুদ্ধিতে আরূঢ় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া অন্তরেই থাকিয়া উপপন্ন করে। বাহ্যপদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণাদিরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। সমস্ত ব্যবহারই অন্তরস্থ, বহিঃস্থ নহে, বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যপদার্থ কিছু নাই, ইহা কিরূপে জানিলে? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, বাহ্যবস্তু অসম্ভব বলিয়াই আমরা ঐরূপ বলি। আরও দেখ অনুভবরূপ যে সাধারণ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উৎপন্ন হয়, যেমন স্তম্ভজ্ঞান, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি, এই ব্যবহার জ্ঞানের বিশেষ ভাব ব্যতীত উপপন্ন হয় না, এ জন্য জ্ঞানের তত্তৎ-বিষয়ের সারূপ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য, তাহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের দ্বারাই বাহ্যবস্তু-ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, সুতরাং বাহ্যবস্তুর সদ্ভাবকল্পনা অনা-বশ্যক। এই সমস্ত হেতুতে বাহ্য পদার্থ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই অন্তরে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই মত খণ্ডনার্থ বৈদান্তিক বলি-তেছেন, বাহ্য পদার্থের অভাব, ইহা তুমি বলিতে পার না, কারণ, সর্ব্বদাই তাহার উপলব্ধি হইতেছে। ইহা স্তম্ভ, ইহা ঘট, ইহা পট ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক জ্ঞানেই বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, যাহা সর্ব্বদাই উপলব্ধি হইতেছে, তাহার অভাব কিরূপে হইতে পারে? কোন ব্যক্তি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া যদি বলে, "আমি ভোজন করি নাই, তৃপ্তিলাভও করি নাই" ইহা বলাও যেমন, আর ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা স্বয়ং বাহ্যবস্তু উপলব্ধি করিয়াও "বাহ্য পদার্থ কিছু নাই, আমি

কোন বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না” ইহা বলাও তেমনই ; এরূপ বাদীর বাক্য একেবারেই অগ্রাহ্য ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচার সম্প্রদায় এক্ষণে প্রতিপক্ষ হইয়া বলিতেছেন—তোমরা যে বাহ্যপদার্থ-সমূহের বৈচিত্র্য জন্যই জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়া থাক, তাহা অসঙ্গত , কারণ, পদার্থ-সমূহের ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞান-সম্বন্ধী আকারও স্বভাবতই বিচিত্র, স্বরূপের সেই বৈচিত্র্য, সংস্কার বা বাসনাবশেই উৎপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞানের প্রবাহই সেই বাসনা। অর্থাৎ একটি ঘটবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক, আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটবিষয়ক জ্ঞানও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক, এইরূপ জ্ঞানের প্রবাহই বাসনা। আচ্ছা, জ্ঞান আন্তরিক পদার্থ, তাহার আবার বাহ্যিক সর্ষপ বা পর্ব্বতাদি আকার কিরূপে হয় ? এইরূপে বাহ্যিক পদার্থের ব্যবহারযোগ্যতা-বিষয়েও জ্ঞানের প্রকাশই কারণ, তাহা না হইলে, ইহা নিজের, ইহা অপরের, এইরূপে নিজের ও পরের পদার্থমধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না ; অথচ প্রকাশমান জ্ঞানের সাকারত্বও অবশ্যই স্বীকার্য্য , কেন না, যাহা নিরাকার, তাহা প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না। জ্ঞেয় ও জ্ঞানের যে এই তুল্যরূপ আকার উপলব্ধি, ইহা জ্ঞানেরই আকার, জ্ঞেয় বিষয়ের নহে, সেই আকারকে যে বহির্দ্দেশগত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা ভ্রমজন্যই। জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের উপলব্ধি এক সময়েই হওয়ায়ও জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ একই, জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বলিয়া কিছু নাই ; অতএব বিজ্ঞানই একমাত্র যথার্থ বস্তু, বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছু নাই। এই মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—জ্ঞান ব্যতীত পদার্থ নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না , কারণ, জ্ঞাতার নিজের আবশ্যকীয়

বিশেষ বিশেষ ব্যবহার-সম্পাদনকালেই জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, সাধারণতঃ লোকে এইরূপই অনুভব করে যে, "আমি ঘটকে জানিতেছি"। সর্ব্বলোকসাক্ষী প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান এইরূপ সকর্ম্মক ও সকর্ত্তৃক জ্ঞা ধাতুর অর্থ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানই একমাত্র সত্য, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া আবার বাহ্যবস্তুর সত্যতা স্বীকার করায় সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদই হয়, ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত খণ্ডন প্রসঙ্গে সম্যক্‌রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। অতএব বাহ্যপদার্থ নাই, এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—বৈধর্ম্ম্যাচ্চ—বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তাহেতুকও, ন—না, স্বপ্নাদিবৎ—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায়। বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিতাবস্থায় দৃষ্ট পদার্থও বাহ্যাবলম্বনশূন্য, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত মত অসিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাহ্যবস্তুর অভাববাদী বৌদ্ধগণ যে বলেন, স্বপ্নবিজ্ঞানের ন্যায় স্তম্ভাদি-বিষয়ক জাগ্রদ্‌বিজ্ঞানও বাহ্য পদার্থ ব্যতীতই উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন। জাগরণকালিক জ্ঞান ও স্বপ্নকালিক জ্ঞান একরূপ হইতে পারে না, কারণ, স্বপ্ন ও জাগরণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট, স্বপ্নকালিক জ্ঞান বাধিত হয়, জাগরণকালিক জ্ঞান অবাধিতই থাকে, ইহাই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা। স্বপ্নে যে বহু-জন-সমাগম অনুভব করিয়াছিল, জাগরিতাবস্থায় তাহা মিথ্যা বলিয়াই উপলব্ধি হয়। নিদ্রাবস্থায় আমার চিত্ত অত্যন্ত গ্লানিযুক্ত ছিল, সেই জন্যই ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল, বাস্তবিক জনসমাগমই নাই, এইরূপে স্বাপ্নজ্ঞান বাধিত হয়, কিন্তু জাগরিতাবস্থায় যে স্তম্ভাদি বস্তু উপলব্ধি হয়, তাহা কোন

অবস্থাতেই বাধিত হয় না। স্বপ্নদর্শন এক প্রকার স্মৃতি, আর জাগরণাবস্থায় দর্শন উপলব্ধি। উপলব্ধি ও স্মৃতি যে ভিন্ন পদার্থ, তাহা তোমরা নিজেরাই অনুভব করিয়া থাক। স্বপ্ন ও জাগরণ যে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা দেখান হইল ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বপ্নকালিক জ্ঞান ও জাগরণকালিক জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া জাগরণকালিক জ্ঞানকে অর্থশূন্য বলা যাইতে পারে না, স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহা নিদ্রাদি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ জ্ঞান পরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর জাগরণকালিক জ্ঞান ঠিক তাহার বিপরীত, অতএব তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই, সমস্ত প্রকার জ্ঞানই যদি অর্থ-শূন্য বা অর্থনির্ব্বিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের সাধ্য বা অভীপ্সিত পদার্থও সিদ্ধ হয় না; কারণ, তোমাদের পরিকল্পিত আলম্বন-বিহীন অনুমানও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর ঐ অনুমানের অর্থবত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জ্ঞানত্ব হেতুটিও অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী হইয়া পড়ে, এবং তাহা হইলেই অর্থ-শূন্যতারও অসিদ্ধি হয় ॥ ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, ভাবঃ—সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, অনুপলব্ধেঃ—যে হেতু উপলব্ধি হয় না। বৌদ্ধেরা বলেন, বাহ্য বস্তুর সত্তা না থাকিলেও জ্ঞানের বৈচিত্র্য অসম্ভব নয়, তাহা অসঙ্গত; কারণ, বাহ্যবস্তু না থাকায় তদ্বিষয়ক উপলব্ধিও হয় না, এবং উপলব্ধির অভাবে বাসনারও ভাব বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাহ্যবস্তু না

থাকিলেও বাসনার বৈচিত্র্য হইতেই জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য সিদ্ধ হয়, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদার্থ বলিতেছেন, তোমাদের মতে বাহ্যপদার্থের অনুপলব্ধি বা অভাব উক্ত হইয়াছে, বাহ্যপদার্থের অভাব হইলে বাসনার অস্তিত্বও সম্ভব হয় না। দেখ, পদার্থের উপলব্ধি হইলেই তজ্জন্য নানারূপ বাসনা বা জ্ঞানসংস্কার হইতে পারে, সেই পদার্থেরই যদি অনুপলব্ধি বা অভাব হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত বিবিধ বাসনার উদ্ভব হইবে? অর্থাৎ জ্ঞানই যদি না হয়, জ্ঞান-সংস্কার কোথা হইতে আসিবে? বাসনা এক প্রকার সংস্কারবিশেষ, সেই সংস্কার কোন একটা আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, এবং থাকেও না, ইহাই সর্ব্বদা লোকমধ্যে দেখা যায়; তোমাদের মতে বাসনার কোন আশ্রয়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কোন প্রমাণ দ্বারাও তাহার উপলব্ধি হয় না ॥৩০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কেবল অর্থশূন্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য জ্ঞানের সত্তা সম্ভব হয় না, কোন স্থানেই তাহা দেখা যায় না, যে হেতু, কর্ত্তা ও কর্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথায়ই উপলব্ধি হয় না। স্বপ্নকালিক জ্ঞানও অর্থশূন্য অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধশূন্য নহে, তাহা খ্যাতিনিরূপণপ্রস্তাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—ক্ষণিকত্বাচ্চ—ক্ষণস্থায়িত্ব হেতুকও। বৌদ্ধমতে পদার্থমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তাঁহাদের আলয়বিজ্ঞানও ক্ষণিক, ক্ষণিক বলিয়াই উক্ত আলয়বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাসনার আশ্রয় বা আধারস্বরূপ যে আলয়-বিজ্ঞান বা অহংজ্ঞান, বৌদ্ধগণ

প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় তাহাকেও ক্ষণিক বলায়, ঐ আলয়বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয় হইতে পারে না, যে পদার্থ ক্ষণস্থায়ী, সে অন্যের আধার কিরূপে হইবে? বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সর্ব্বার্থদর্শী কোন এক জন সাক্ষী বা দ্রষ্টা না থাকিলে, দেশ, কাল ও নিমিত্তাধীন বাসনাপেক্ষ স্মৃতি প্রতিসন্ধান ইত্যাদি ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি আলয়বিজ্ঞানকে ক্ষণিক না বলিয়া স্থির পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাদের ক্ষণিকত্ববাদ-সিদ্ধান্ত বিফল হইয়া যায়। এইরূপে বাহ্যার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী দ্বিবিধ বৌদ্ধমতই খণ্ডন করা হইল। শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত সমস্ত প্রমাণবিরুদ্ধ, এ জন্য তাহা খণ্ডনের চেষ্টা অনাবশ্যক বলিয়াই পরিত্যক্ত হইল ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রীভাষ্যকার রামানুজ এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারেই, অনুপপত্তেশ্চ—অসঙ্গতি হেতুকও। কোন প্রকারেই বৌদ্ধমতের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অধিক কি বলিব, এই বৌদ্ধমতের যুক্তিযুক্ততা স্থাপনের নিমিত্ত যে দিক্ দিয়াই পরীক্ষা করা যায়, সর্ব্বপ্রকারেই ঐ মত বালুকাকূপের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহার সপক্ষে কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, পরস্পর-বিরুদ্ধ এই তিনটি বাদ উপদেশ করিয়া বুদ্ধদেব নিজের অসম্বদ্ধ-প্রলাপিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব এই মত মুমুক্ষুদিগের সর্ব্বপ্রকারেই অগ্রাহ্য ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—একণে সর্ব্বশূন্য-বাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রতিবাদিরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন। শূন্য-বাদই বুদ্ধমতের চরম সিদ্ধান্ত। শিষ্যদিগের বুদ্ধির যোগ্যতানুসারেই তিনি বাহ্যপদার্থ স্বীকার করিয়া ক্ষণিকত্বাদির উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। বিজ্ঞান বা বাহ্যপদার্থ কিছুই নাই, শূন্যই একমাত্র সত্য পদার্থ, অভাব বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই মোক্ষ, ইহাই বুদ্ধের মত। অহেতুসাধ্য অর্থাৎ কোন-রূপ কারণকে অপেক্ষা করে না বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিসঙ্গত এবং শূন্যই সত্য। এই মত-খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রকারেই অসা-মঞ্জস্য হেতুক তোমার অভিপ্রেত সর্ব্বশূন্যত্ব সম্ভবই হইতে পারে না। তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সৎ বলিতে চাও? না অসৎ বলিতে চাও? অথবা অন্য কিছু বলিতে চাও? যাহাই কেন বল না, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব বা শূন্যতা সম্ভব হইতে পারে না, যে হেতু, লোকে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তাহাদের প্রতীতিবিষয়ে বিদ্যমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব "সমস্তই শূন্য" এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা "সমস্তই সৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ন্যায় সমস্ত বিদ্যমান বস্তুর অবস্থাবিশেষযোগ্যতাই তোমা কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত হই-তেছে, সুতরাং কোন উপায়েই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা বা শূন্যতা বাদ সমর্থিত হইতেছে না॥ ৩২॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, একস্মিন্—এক বিষয়ে, অসম্ভবাৎ—অসম্ভব হেতুক। একই পদার্থে একই সময়ে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব হেতুক জৈন মতও অগ্রাহ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৌদ্ধমত

খণ্ডন করা হইল, এক্ষণে বিবসন বা দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যাইতেছে। ইঁহাদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ এই সাতটি পদার্থ, এতদতিরিক্ত পদার্থ তাঁহারা স্বীকার করেন না। সংক্ষেপে তাঁহারা জীব ও অজীব এই দুইটিমাত্র পদার্থই স্বীকার করেন, অপর পাঁচটি ইহারই অন্তর্ভূত। জীব ও অজীবের আবার অপর পাঁচটি প্রপঞ্চ বা বিস্তার বলিয়া থাকেন; তাহাদের নাম—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় এই পাঁচটি অস্তিকায় নামে অভিহিত করেন। ইহাদেরও আবার বহু অবান্তরভেদ তাঁহাদের মতে বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেকের সপক্ষে সপ্তভঙ্গী নামক স্থায়ের অবতারণা করেন। সেই সপ্তভঙ্গী অর্থাৎ সাতটি বিভাগযুক্ত স্থায়ের নাম—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যং, স্যাদস্তি চাবক্তব্যঞ্চ, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঞ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যঞ্চ, অর্থাৎ সম্ভবতঃ আছে, সম্ভবতঃ নাই, সম্ভবতঃ আছেও বটে, আবার নাইও বটে, সম্ভবতঃ অবক্তব্য, সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে, নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে, সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে, সম্ভবতঃ আবার অবক্তব্যও বটে। এইরূপ একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গী স্থায় যোজনা করেন। এই মত-বিষয়ে আমরা বলিতে চাই যে, একই পদার্থে এতগুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের এককালীন সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের মত যুক্তিবিরুদ্ধ। দেখ, একই বস্তুতে একই সময়ে পরস্পরবিরুদ্ধ শৈত্য ও ঔষ্ণ্য যেমন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সত্ত্ব অসত্ত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম্মগুলিও জীবাদি পদার্থের কোন পদার্থেই সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয় না; যে স্থানে একের সত্তা আছে, সে স্থানেই তাহার আবার অসত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ যে স্থানে একের অসত্তা, সেই স্থানেই তাহারই আবার

সত্তাই বা কিরূপে সম্ভব? এই সমস্ত যুক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জৈন মত সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অশ্রদ্ধেয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইল। জৈনগণ পরমাণু-সমূহকেই জগতের কারণ বলেন, এক্ষণে সেই মত খণ্ডন করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কর্ত্তা নাই, এই জীবাজীবাত্মক জগৎ—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্‌গল, কাল ও আকাশ এই ষড়্‌দ্রব্যাত্মক। তাহার মধ্যে জীব আবার বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট। গতিশীল জীবদিগের স্বর্গাদি গমনের কারণস্বরূপ জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মবিশেষের নাম ধর্ম্ম। উক্ত প্রকার জীবদিগের স্থিতির কারণস্বরূপ এক প্রকার ব্যাপক ধর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম পুদ্‌গল। এই পুদ্‌গল আবার পরমাণুরূপ ও পরমাণুসমষ্টিভেদে অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, শরীর ও চতুর্দ্দশ ভুবনভেদে দুই প্রকার। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এইরূপ ব্যবহারের হেতুভূত অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যবিশেষের নাম কাল। আকাশ এক ও অনন্ত প্রদেশ। তাহার মধ্যে পরমাণু ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি দ্রব্য জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, পুদ্‌গলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় এই পঞ্চবিধ অস্তিকায় নামেও অভিহিত হয়। বহুদেশবর্ত্তী দ্রব্য বুঝাইতে অস্তিকায় শব্দ প্রযুক্ত হয়। জীবদিগের মোক্ষোপযোগী অপর কয়েকটি পদার্থও তাঁহারা উল্লেখ করেন, যথা—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, নির্জ্জর, সংবর ও মোক্ষ। তাহার মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও বীর্য্যগুণবিশিষ্ট। অজীব—জীবের ভোগ্য বস্তু-সমূহ। জীবের ভোগোপকরণস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির নাম আস্রব। বন্ধ আট প্রকার ;—চারি প্রকার ঘাতিকর্ম্ম ও চারি প্রকার অঘাতিকর্ম্ম ; তাহার মধ্যে জীবের জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখ এই স্বাভাবিক গুণ-সমূহের

বাধাজনক কর্ম্মের নাম ঘাতিকর্ম্ম; আর শরীরের আকার, শরীরাভিমান, শরীরস্থিতি ও তজ্জন্য সুখ-দুঃখ উপেক্ষা ইত্যাদির কারণস্বরূপ যে কর্ম্ম, তাহার নাম অঘাতিকর্ম্ম। জিনদেবের উপদেশানুযায়ী মোক্ষসাধন তপস্যার নাম নির্জ্জর। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধক সমাধির নাম সংবর। বাসনাদিনিবৃত্তিহেতুক আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ-প্রকাশের নাম মোক্ষ। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের কারণস্বরূপ পরমাণু একই প্রকার, বৈশেষিকদিগের ন্যায় চারি প্রকার নহে। আরও তাঁহারা বলেন, পদার্থমাত্রই সত্ত্ব অসত্ত্ব, নিত্যত্ব অনিত্যত্ব ও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব ইত্যাদিরূপে অনৈকান্তিক বা বিবিধ ভেদবিশিষ্ট; যে হেতু, (১) হয় ত আছে, (২) হয় ত নাই, (৩) হয় ত আছেও বটে অথচ নাইও বটে, (৪) হয় ত অবক্তব্য, (৫) হয় ত আছেও বটে অথচ অবক্তব্যও বটে, (৬) হয় ত নাইও বটে অথচ অবক্তব্যও বটে, (৭) হয় ত আছেও বটে, নাইও বটে অথচ অবক্তব্যও বটে, এইরূপে সমস্ত পদার্থেই সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের অবতারণা করা যায়। বস্তুমাত্রই দ্রব্যাত্মক, এ জন্য দ্রব্যরূপে সত্ত্ব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্মেরও উপপাদন করিয়া থাকেন, অথচ পর্য্যায় অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে তাহার বৈপরীত্যও উপপাদন করিয়া থাকেন। দ্রব্যের অবস্থাবিশেষের নাম পর্য্যায়। সেই অবস্থাবিশেষও আবার ভাব ও অভাবস্বরূপ বলিয়া সত্ত্ব অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ পদার্থমাত্রেই থাকিতে পারে, তাহাতে কোনরূপ অনুপপত্তি হয় না। এই মত-খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, না, তোমাদের এ উক্তি অসঙ্গত; কারণ, ছায়া ও আতপ যেমন একই সময়ে একই স্থানে থাকা অসম্ভব, তেমনই একই বস্তুতে একই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ থাকা অসম্ভব। আচ্ছা, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ একই বস্তুতে একই সময়ে থাকা আমাদের মতে অসম্ভব হয়,

ইহা যদি বল, তাহা হইলে তোমরা বৈদান্তিকেরা একই ব্রহ্মকে কিরূপে সর্ব্বাত্মক বলিয়া উল্লেখ কর? ইহার উত্তরে এই বলিব যে, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমের শরীর বলিয়াই ঐরূপ উল্লেখ করা হয়। শরীর, শরীরী ও তাহার ধর্ম্মসমূহের যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব এই জৈন মত একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নহে ॥ ৩৩ ॥

এবং চাত্মাহকার্ৎস্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—এবঞ্চ—এরূপ হইলে, আত্মাহকার্ৎস্ন্যং—আত্মার অকৃৎস্নতা অর্থাৎ অসম্পূর্ণতা হয়। জৈনগণ আত্মাকে অকৃৎস্ন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ বা মধ্যমপরিমাণ বলেন, বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশ যেমন অসম্ভব, জৈনমতে আত্মার অকৃৎস্নত্ব উক্তিও সেইরূপ অসম্ভব ও সদোষ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জৈনমতে একই পদার্থে একই সময়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া উক্ত মত যেরূপ সদোষ, সেইরূপ তাঁহাদের মতে জীবাত্মার অকার্ৎস্ন্য বা মধ্যমপরিমাণত্বও আর একটি দোষ। মধ্যমপরিমাণের অর্থ পরিমাণ। জৈনরা বলেন, জীব শরীর-পরিমাণ, ঐ জীব যদি শরীর-পরিমাণই হন, তাহা হইলে আত্মা অসম্পূর্ণ, অসর্ব্বগত ও পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হন, আর তাহা হইলেই তিনি ঘটাদির ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়েন। দেখ, শরীরের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই, মনুষ্যের জীবাত্মা মনুষ্যশরীরের পরিমাণই হন, সেই আত্মা কোনরূপ কর্ম্মবিপাকে যদি হস্তিজন্ম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অতি বৃহৎ হস্তি-শরীরকে ব্যাপিতে পারেন না, আবার যদি বল্মীক বা উই-জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অতি

ক্ষুদ্র বল্মীকদেহে তাহার স্থানই হইতে পারে না। আরও দেখ, জন্মান্তর ত দূরের কথা, এই জন্মেই বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাবস্থাতেও শরীর একভাবে থাকে না, তাহাতেও ঐ একই দোষ সঙ্ঘটিত হয়। অতএব তোমাদের মতে মধ্যমপরিমাণতা সামঞ্জস্যহীন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তোমার মতই স্বীকার করিয়া লইলে আত্মার অকৃৎস্নতা অর্থাৎ অসম্পূর্ণতা-দোষ-প্রসক্তি হয়। তোমাদের মতে, জীব শরীরের পরিমাণের সমান পরিমাণবিশিষ্ট ও তাঁহার গন্তব্যস্থানও অসংখ্য, তাহা যদি হয়, তাহা হইলে যে আত্মা হস্তিশরীরে অবস্থিত, তাঁহাকে যদি তদপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণ পিপীলিকাদেহে প্রবেশ করিতে হয়, সে কালে স্বল্পস্থানে প্রবেশ করায় তাঁহার সমস্ত দেহ সে স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং অসম্পূর্ণতা বা ন্যূনতারূপ দোষ আপতিত হয় ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—ন চ—নহে, পর্য্যায়াদপি—পর্য্যায়ক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিলেও, অবিরোধঃ—বিরোধপরিহার, বিকারাদিভ্যঃ—বিকারাদিদোষহেতুক। অবস্থাবিশেষে অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিলেও বৈকারিক অর্থাৎ অনিত্যত্বাদি দোষসম্ভাবনা-বশতঃ বিরোধ-পরিহার হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ জীব যখন বৃহৎ শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন অবয়বের উপচয় হয়, আবার যখন ক্ষুদ্রশরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন অবয়বের অপচয় হয়, এ কথা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, পর্য্যায়ক্রমে দেহের

উপচয় অপচয় হয় বলিলেও নির্ব্বিবাদে জীবের দেহ-পরিমাণত্ব উপপাদন করিতে পারিবে না, কারণ, অবস্থাবিশেষে সর্ব্বদাই উপচয় অপচয় হওয়ায় তাঁহার বৈকারিক দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, আর বিকারবিশিষ্ট হইলেই চর্ম্মাদির ন্যায় অনিত্যতাদোষেরও প্রসক্তি হয়, আর তাহা হইলেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ-স্বীকারও ব্যাহত হয়। আরও দেখ, অংশবিশেষের উপচয় অপচয় হওয়ায় শরীরাদির অনাত্মত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ শরীর যেমন আত্মা নহে, আত্মাও তেমনই আর আত্মা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না, অতএব জৈনমত সর্ব্বপ্রকারেই অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যাশ্রুস্বামি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাশ এই দুই-ই আত্মার ধর্ম্ম, অতএব পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তরপ্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মা হস্তিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিকাশ ও পিপীলিকাদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হন, ইহা স্বীকার করিলেই উক্ত বিরোধ ঘটিতে পারে না। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, সঙ্কোচ-বিকাশরূপ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি স্বীকার করিলেও বিরোধপরিহার করা যায় না, কারণ, তাহাতে বিকার ও বিকারজন্য অনিত্যত্বাদি-দোষসম্ভাবনাবশতঃ আত্মাও ঘটাদির ন্যায় অনিত্য পদার্থ হইয়া যান ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ—অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালিক পরিমাণের অবস্থিতিহেতুকও, উভয়নিত্যত্বাৎ—উভয়েরই নিত্যতাবশতঃ, অবিশেষঃ—কোন বিশেষ নাই। জৈনমতে মোক্ষকালিক জীবপরিমাণের অবস্থিতির নিত্যত্বদর্শনহেতুকও আদ্য ও মধ্য পরিমাণের নিত্যতাবশতঃ কোন বিশেষ অর্থাৎ জীব-শরীর-পরিমাণবিশিষ্ট এই মতের কোন বৈশিষ্ট্যই থাকে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জৈনগণ অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় জীবপরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ অন্ত্যাবস্থার ন্যায় অর্থাৎ অন্ত্য জীবপরিমাণের নিত্যতার ন্যায় আদ্য মধ্য জীবপরিমাণও নিত্য হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় আদ্য, মধ্য, অন্ত্য কোন অবস্থাতেই বিশেষ বা পার্থক্য থাকে না, সর্ব্বাবস্থাতেই এক-রূপই পরিমাণে থাকায় সঙ্কোচ-বিকাশ বা হ্রাস-বৃদ্ধি-প্রাপ্তিও হয় না, সুতরাং পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি না থাকায় সর্ব্বাবস্থাতেই জীব হয় অণু-পরিমাণ, না হয় বৃহৎ-পরিমাণ, শরীর-পরিমাণ নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অতএব বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতও অসঙ্গত ও অশ্রদ্ধেয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মোক্ষাবস্থায় জীবের যে অন্ত্য বা শেষ পরিমাণ, মুক্তিলাভের পর আর দেহান্তর পরিগ্রহ না করায়, সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ উপচয়-অপচয় না হইয়া একভাবেই থাকিয়া যায়, অতএব মোক্ষাবস্থাপন্ন আত্মার পরিমাণ ও আত্মা উভয়েরই নিত্যত্ব অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাশ না হওয়া হেতুক, তাহাই আত্মার স্বাভাবিক পরিমাণ, সুতরাং তাহার পূর্ব্বেও ঐ পরিমাণাপেক্ষা আত্মার পরিমাণের কোন বিশেষ নাই, অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই দেহের সমান হইতে পারে না, এ জন্য এই জৈনমত অত্যন্ত অসঙ্গত ॥ ৩৬ ॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—পত্যুঃ—পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্বও সম্ভব হয় না, অসামঞ্জস্যাৎ—সামঞ্জস্য না থাকায়। প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদান-কারণ নহেন, এ মতও অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ঈশ্বর কেবল জগতের অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন, এই শৈবমতের প্রতিবাদ করা যাইতেছে। আচ্ছা, এ স্থানে যে ঈশ্বর-কারণবাদ অস্বীকার করা হয় নাই, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" এই দুই সূত্রে আচার্য্য স্বয়ংই ঈশ্বরের প্রকৃতিভাব ও অধিষ্ঠাতৃভাব অর্থাৎ উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্ব উভয় স্বভাবই প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। এই সূত্রে যদি তিনি ঈশ্বরকারণবাদ একেবারেই অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে সূত্রকারের পূর্ব্ববাক্য ও পরবর্ত্তী বাক্যের বিরোধহেতুক তিনি অনৃতবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন, এই জন্যই ঈশ্বর উপাদানকারণ নহেন, নিমিত্তকারণ-মাত্র, বেদান্তবিরুদ্ধ এই মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বেদবিরুদ্ধ ঈশ্বর-কল্পনা অনেক প্রকার, কোন কোন সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্তকারণমাত্র, ঐ প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর ইঁহারা পরস্পর বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। শৈবগণ বলেন, পশুপতি মহেশ্বর পশু অর্থাৎ জীবগণের বন্ধনমুক্তির জন্য কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখ এই পাঁচ প্রকার পদার্থ উপদেশ করিয়া-ছেন, পশুপতি মহেশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ। বৈশেষিক প্রভৃতিও নিজ নিজ মতানুযায়ী ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলেন। এই সমস্ত মতের প্রতিবাদে বলিতেছেন,—পতি অর্থাৎ ঈশ্বর, অসামঞ্জস্যবশতঃ প্রকৃতিপুরুষের অধিষ্ঠাতৃরূপে জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। দেখ, ঈশ্বর উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ প্রাণী সৃষ্টি করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ ও তিনি রাগদ্বেষাদির বশীভূত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, অতএব আমা-দের ন্যায় তিনিও অনীশ্বর বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। যদি বল, প্রাণিগণের

কর্ম্মানুসারেই উত্তমাদি সৃষ্টি হয়, এ জন্য তিনি সদোষ হইতে পারেন না, তাহার উত্তরে বলিব, প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বরের প্রবৃত্তি এবং সেই কর্ম্ম আবার ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী, এরূপ নির্দ্ধারণ ইতরেতরাশ্রয়দোষদুষ্ট, অতএব ইহার দ্বারা তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষ-নিবারণ হয় না। ঈশ্বর যখন কর্ম্মের প্রেরক বা প্রযোজক, তখন অবশ্যই তিনি রাগাদিদোষে দুষ্ট, রাগাদিদোষের প্রেরণা ব্যতীত কেহই স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না, লোক যে পরার্থে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও স্বার্থের জন্য, অতএব তিনি স্বার্থপর হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং নিমিত্তকারণবাদীর মত অসঙ্গতি-হেতুক উপেক্ষণীয় ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈনমত বেদবিরুদ্ধ ও সামঞ্জস্যহীনতা হেতুক মোক্ষার্থিগণের অগ্রাহ্য, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এক্ষণে উক্ত দোষবশতঃই পাশুপত মতও যে অগ্রাহ্য, তাহাই বলা যাইতেছে। পাশুপতমতাবলম্বিগণ কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রক্রিয়া ও ঐহিক-পারত্রিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা ব্যতীতও নিমিত্ত ও উপাদানকারণের পার্থক্য, পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ ও ছয় প্রকার মুদ্রাধারণাদিকেই মোক্ষসাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কালামুখ সম্প্রদায়ও নরকপালপাত্রে আহার, শবের ভস্মে স্নান, তাহা ভোজন, দণ্ডধারণ, সুরাকুম্ভস্থাপন ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহকে ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্ববিধ ফললাভের উপায় বলেন। ইঁহাদের এই সমস্ত মতের প্রতিবাদে বলা যাইতেছে যে, অসামঞ্জস্যবশতঃ পতি অর্থাৎ পশুপতির মত আদরণীয় নহে। পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ তাঁহাদের নিজের উক্তিরই পরস্পর অনৈক্য ও বেদবিরুদ্ধতাই সেই অসামঞ্জস্য। ছয় প্রকার মুদ্রিকাধারণ, ভগরূপ আসনে উপবিষ্ট আপনাকে ধ্যান করা ইত্যাদি

ক্রিয়াসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ এবং তাহাদের আচার উপাসনাপদ্ধতি, তত্ত্ব-পরিকল্পনা ইত্যাদি বেদবিরুদ্ধ। বেদ একমাত্র পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া থাকেন। পরব্রহ্মস্বরূপ পরম-পুরুষ নারায়ণকে স্বরূপে জানাই মোক্ষোপায় উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শিবও ছিলেন না" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণেরই অস্তিত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বাদির উপদেশ করায় পশুপতির মত অগ্রাহ্য ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ—সম্বন্ধের অনুপপত্তিবশতও। ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি-পুরুষের কোন সম্বন্ধ থাকা স্বীকার না করিলে ঈশ্বর তাহাদের ঈশিতা বা নিয়ন্তা হইতে পারেন না, কিন্তু কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া সাংখ্যাদি সকল মতই সামঞ্জস্যবিহীন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেশ্বর সাংখ্যবাদিগণ ঈশ্বরকে প্রধানপুরুষের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বলেন, কিন্তু উক্তরূপ স্বতন্ত্র ঈশ্বর কোন সম্বন্ধ ব্যতীত প্রকৃতি-পুরুষের ঈশিতা বা নিয়ামক হইতে পারেন না, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধই তাঁহাতে ঘটান যায় না। তোমাদের মতে প্রকৃতি, পুরুষ, ঈশ্বর সকলেই সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার, অতএব সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হয় না। ঐ তিনের মধ্যে কে আশ্রয়, কে আশ্রিত, ইহা নির্ণয় না হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। কার্য্যের দ্বারা বোধগম্য হইতে পারে, এমন অন্ত কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। যদি বল, ব্রহ্মকারণবাদীরাও ত কোন যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ দেখাইতে পারেন

না, তাহার উত্তরে বলিব, না, আমাদের মতে অনুপপত্তি কিছুই নাই, সংযোগাদিসম্বন্ধ না থাকিলেও তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদরূপ সম্বন্ধ আছে এবং তাহা উপপন্নও হয়, সুতরাং সাংখ্যযোগবাদিগণের ও বেদবিরুদ্ধমতাবলম্বী অন্যান্য সম্প্রদায়েরও ঈশ্বরকল্পনা সামঞ্জস্যশূন্য, অতএব তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রীভাষ্যকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ।—অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ—অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণার অনুপপত্তিহেতুকও। ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে সৃষ্টিবিষয়ে প্রবৃত্ত করান, সামঞ্জস্য না থাকায় এরূপ উক্তিও উপপাদন করা যায় না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে ঘটাদিরূপে পরিণত করে, তার্কিকদিগের পরিকল্পিত ঈশ্বরও সেইরূপ প্রধানে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রবৃত্ত করান, তাঁহাদিগের এ উক্তির কোন সঙ্গতি দেখা যায় না, কারণ, মৃত্তিকাদি হইতে বিলক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ, রূপাদিবিহীন প্রকৃতি কখন ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় হইতে পারে না, সুতরাং তার্কিকদিগের পরিকল্পিত ঈশ্বরের কোন উপপত্তিই করা যায় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদবিরোধী পাশুপতাদিগণ কেবল অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরকে যদি নিমিত্তকারণ বলিয়া কল্পনা করেন, তাহা হইলে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে ঈশ্বরেরও কুম্ভকারাদির ন্যায় অধিষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্তিকাদিতে কুম্ভকারাদির অধিষ্ঠান যেমন

উপপন্ন হয়, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির প্রধানে অধিষ্ঠান তেমন উপপন্ন হয় না, সাকার না হইলে অধিষ্ঠান হইতে পারে না, সুতরাং নিরাকার ঈশ্বরেরও অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না ॥ ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—করণবৎ—ইন্দ্রিয়াদির ন্যায়, চেৎ—যদি বল, ন—না, ভোগাদিভ্যঃ—ভোগাদি হেতুক। যদি বল, জীব যেমন অশরীরী হইয়াও ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা হইয়া ভোগ করেন, সেইরূপ অশরীরী ঈশ্বরও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন; তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা জীবের ভোগ দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া কিছু ভোগ করেন, ইহা দেখা যায় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের ও প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের পার্থক্য থাকায় ইন্দ্রিয় ও জীব প্রকৃতি ও ঈশ্বরের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পুরুষ অর্থাৎ জীব যেমন অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিবিহীন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে অধিষ্ঠিত হন, তেমনই ঈশ্বরও অপ্রত্যক্ষ রূপাদিবিহীন প্রধানে অধিষ্ঠান করেন, ইহা বলিলেও তাহা উপপন্ন হয় না, যে হেতু, ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রত্যক্ষ হইলেও ভোগদর্শনের দ্বারা জীবের অধিষ্ঠান বলিয়া অনুমান করা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে কোন ভোগাদিই দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সাদৃশ্য অর্থাৎ যে যাহাতে অধিষ্ঠান করে, সে তাহার ভোগের উপকরণ, ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও সংসারী জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি-ভোগ স্বীকার করিতে হয় এবং তাঁহার ঈশ্বরত্বই লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভোক্তা জীব অশরীরী হইলেও যেমন তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই মহেশ্বর স্বয়ং অশরীরী হইয়াও প্রধানে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, এরূপ যদি বল, তাহাও উপপন্ন হয় না। কারণ, তাহা হইলে মহেশ্বরেরও ভোগাদির আশঙ্কা ঘটে। জীবের দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান পুণ্য পাপরূপ কর্ম্মফলেই সম্ভাবিত হয়, এবং সেই কর্ম্মফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, মহেশ্বরেরও সেইরূপ হইলে পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্টবত্তা স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার ফলভোগাদিও তাঁহাতে সম্ভাবিত হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রকৃতির অধিষ্ঠান ঈশ্বর, ইহা সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ।—অন্তবত্ত্বং—বিনশ্বরতা, অসর্ব্বজ্ঞতা—সর্ব্বজ্ঞতার অভাব, বা—অথবা। তার্কিকদিগের অভিমত ঈশ্বরের নশ্বরতা অথবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, এই দোষ সম্ভাবিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ কারণেও তার্কিকদিগের পরিকল্পিত ঈশ্বরের সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত, তার্কিকগণ ইহা স্বীকার করেন। প্রধান ও পুরুষও তাঁহাদের মতে অনন্ত ও সকলে পরস্পর পৃথক্। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত প্রধান, পুরুষ ও আত্মা অর্থাৎ নিজের সংখ্যা ও পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন না অপরিচ্ছিন্ন? অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট না অনির্দ্দিষ্ট? পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন, যাহাই কেন স্বীকার কর না, উভয় পক্ষেই দোষপ্রসক্তি। কারণ, পরিচ্ছিন্নতা স্বীকার করিলে, সেই পরিচ্ছিন্নতা বশতই অর্থাৎ সসীমত্ব হেতুক প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর সকলেরই নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; লোকমধ্যেও ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, ঘটাদি যে কোন

বস্তু সংখ্যা ও পরিমাণবিশিষ্ট বা সসীম, অর্থাৎ এতগুলি ও এত বড় এইরূপ নির্দ্দেশবিশিষ্ট, তাহাই অন্তবৎ অর্থাৎ নশ্বর বা অনিত্য। প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর এই তিনটিও বিভিন্ন বলায় তাঁহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা সসীম ও সেই জন্যই নশ্বর। আর তোমাদের মতে যদিও জীব অনন্ত, অতএব অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংখ্যার কোন নির্দ্দেশ নাই, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদিগের নিকট জীবসংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট হইলেও ঈশ্বরের নিকট অনির্দ্দিষ্ট নহে, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা-ধর্ম্মের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ আমরা জানি না বলিয়া তিনিও যদি না জানেন, তাহা হইলে তিনি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে তার্কিকদিগের সম্মত ঈশ্বরকারণবাদ অসঙ্গত ও উপেক্ষণীয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পশুপতিও পুণ্যাপুণ্যরূপ অদৃষ্টবিশিষ্ট, সুতরাং কর্ম্মফলভোগী, ইহা স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় তিনিও অন্তবান্ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অধীন ও অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়েন, এই কারণেই পাশুপত মত একেবারেই উপেক্ষণীয় ॥ ৪১ ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ।—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ—উৎপত্তির অসম্ভাব্যতা হেতুক। জীবের উৎপত্তি নাই, সুতরাং জীবের উৎপত্তি অসম্ভব হেতুক ভাগবত মতও অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ ও অধিষ্ঠাতা, উপাদানকারণ নহেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া এক্ষণে যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত দ্বিবিধ কারণই বটেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন

করা যাইতেছে। এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বর যে উপাদান-কারণ ও নিমিত্তকারণ দুই-ই বটেন, ইহা ত শ্রুতিসম্মত বলিয়া পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আর শ্রৌতমতের সমর্থনকারিণী ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতির মতও প্রমাণ, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে, তবে কি জন্য ঈশ্বরই উপাদান ও নিমিত্তকারণ এই মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছুক হইতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছি যে, যদিও এই অংশটুকুর সহিত কোন বিরোধ লক্ষিত হয় না, কিন্তু অন্যান্য অংশে শ্রৌত মতের সহিত বিরোধ থাকায়, তাহাই খণ্ডন করা যাইতেছে। ভাগবতকার বলেন, নিরঞ্জন, জ্ঞানস্বরূপ, ভগবান্ বাসুদেবই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব, তিনি আপনাকে বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ এই চতুর্ব্যূহরূপে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। তাহার মধ্যে বাসুদেবকে পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণকে জীব, প্রদ্যুম্নকে মন ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার এই চারিটি নামান্তরেও অভিহিত করিয়াছেন। এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেব পরা প্রকৃতি বা মূলকারণ, আর সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ইঁহারা তাহার কার্য্য অর্থাৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। জীব শত শত বর্ষ ধরিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানের মন্দিরমার্জ্জনাদি ক্রিয়া, পূজার উপকরণসংগ্রহ, যাগ, বেদাধ্যয়ন বা অষ্টাক্ষর-মন্ত্রজপ, ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা যে বলেন, প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ, সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা এই যে নারায়ণ, তিনি নিজেই নিজেকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থিত আছেন ইত্যাদি, এ উক্তির সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই, তাহা খণ্ডনও করিতেছি না, কারণ, "তিনি এক প্রকারও হন, আবার তিন প্রকারও হন" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাগে বিভক্ত হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়। মন্দিরমার্জ্জনাদিরূপ আরাধনাদিবিষয়ে যাহা যাহা ভাগবতে

উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও আমাদের মতভেদ নাই, তবে তাঁহারা যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, এই বিষয়েই কিছু বলিতেছি। বাসুদেবনামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণনামক জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে জীবে অনিত্যত্বাদিদোষের আরোপ করা হয়, কারণ, যাহা উৎপত্তিবিশিষ্ট, তাহাই অনিত্য, আর তাহা হইলেই জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না, যেহেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্যও থাকিতে পারে না। আচার্য্য ব্যাসদেব "নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রে জীবের উৎপত্তি নাই, জীব নিত্য, ইহা দেখাইবেন, অতএব ভাগবতদিগের কল্পনা অসঙ্গত ॥ ৪২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সাংখ্যাদি তন্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায়, স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত মোক্ষলাভের উপায়জ্ঞাপক পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। পরমকারণ পরব্রহ্ম বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ-নামা জীব, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ননামক মন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতকারদিগের মত। এ স্থানে এই যে জীবের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, "বিপশ্চিৎ অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত" ইত্যাদি শ্রুতি জীবের অনাদিত্বই প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ।—ন চ—না, কর্ত্তুঃ—কর্ত্তা হইতে, করণং—করণ অর্থাৎ মন উৎপন্ন হয়। কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ জন্য ভাগবতকল্পনা অসঙ্গত।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে কার্য্যসাধক কুঠারাদি করণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না, এ জন্যও ভাগবতকল্পনা অসঙ্গত। ভাগবতকারগণ বলেন, সঙ্কর্ষণনামক কর্ত্তা জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক করণ মন উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সেই কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন যে প্রদ্যুম্ননামক করণ মন, তাহা হইতে অনিরুদ্ধ-নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে, দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে এই মত আমরা স্বীকার করিতে পারি না, ইহার সমর্থক কোন শ্রুতিও দেখা যায় না ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সঙ্কর্ষণনামক কর্ত্তা জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক করণ মনের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, "ইহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিতে পর-ব্রহ্ম হইতে মনের উৎপত্তি দেখা যায়। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতেছে। পরবর্ত্তী সূত্রে এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ।—বিজ্ঞানাদিভাবে বা—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তিসম্পন্ন স্বীকার করিলেও, তদপ্রতিষেধঃ—উক্তদোষের প্রতিষেধ হয় না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, এই সঙ্কর্ষণাদিকে জীবাদিভাবে বলা তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে, ইঁহারা সকলেই জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজ প্রভৃতি ঐশ্বরিক ধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বরই, ইঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠান, নিরবদ্য অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমপুরুষ বাসুদেবই, তাহা হইলে বর্ণিত উক্ত উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ ঘটিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছি, এরূপ হইলেও উৎপত্তির অসম্ভবরূপ

দোষের পরিহার হয় না, প্রকারান্তরেও ঐ দোষ থাকিয়া যায়; কেমন করিয়া থাকে, তাহা বলিতেছি। সমানধর্ম্মবিশিষ্ট এই বাসুদেবাদি ঈশ্বরচতুষ্টয় পরস্পর পৃথক্, একাত্মক নহেন, ইহাই যদি তোমাদের বলার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, একমাত্র ঈশ্বরের দ্বারাই যখন কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তখন বহু ঈশ্বর-কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন, ইহা ব্যতীত, ভগবান্ বাসুদেবই একমাত্র ঈশ্বর ও পরমার্থতত্ত্ব, এই সিদ্ধান্তেরও হানি হয়। আর যদি বল, ঐ চারিটি এক ভগবানেরই ব্যূহ, এবং সকলেই সমানধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহা হইলেও দোষ সমানই থাকিয়া যায়, তাহার পরিহার হয় না, কারণ, কার্য্যকারণের মধ্যে আধিক্য-ন্যূনতা থাকাই নিয়ম, তাহা না থাকিলে, কে কারণ, কে কার্য্য, তাহা নির্ণয় করা যায় না, উঁহারা চারি জনেই সমধর্ম্মা হইলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি জন্য কোনরূপ তারতম্য স্বীকার করেন না, সকলকেই বাসুদেব বলিয়া থাকেন। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই ভগবানের ব্যূহ, ভগবানের ব্যূহ যে কেবলমাত্র চারিটিতেই পর্য্যবসিত, তাহা নহে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বিজ্ঞানাদিশব্দের অর্থ বিজ্ঞান ও আদি অর্থাৎ সকলের আদিকারণ পরব্রহ্ম। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ইঁহারা যখন পরব্রহ্ম, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র কখনই অপ্রামাণিক হইতে পারে না। ইহাতে এই কথাই বলা হইতেছে যে, যাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই ঐরূপ বলেন যে, উক্তরূপ জীবের উৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। উক্ত শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্ম এই যে, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্ম বাসুদেবই নিজের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয়দানের নিমিত্তই স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত

করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। অতএব সঙ্কর্ষণাদিও পরব্রহ্ম বাসুদেবেরই স্বেচ্ছাধৃত শরীরস্বরূপ বলিয়া "তিনি জন্মগ্রহণ না করিয়াও বহুরূপে আবির্ভূত হন" এই শ্রুতিতে ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্য জন্য যে স্বেচ্ছায় দেহধারণরূপ জন্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপাদন করায় উক্ত পঞ্চরাত্রেরও প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। পঞ্চরাত্রোক্ত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, জীব; মন ও অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, অতএব আকাশ, প্রাণ ইত্যাদি শব্দ যেমন ব্রহ্মকে বুঝায়, তেমনই জীবাদি শব্দ দ্বারাও সঙ্কর্ষণাদির উল্লেখ বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৪৪ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ ।—বিপ্রতিষেধাচ্চ—নিষেধ হেতুকও। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ উক্তি থাকায়, তাঁহাদের জীবোৎপত্তিবাদ অগ্রাহ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—এই শাস্ত্রে গুণ-গুণিরূপ নানাবিধ বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ইত্যাদি গুণ, সঙ্কর্ষণাদি, আত্মা ও ভগবান্ বাসুদেব নিজেই গুণ আবার নিজেই গুণী, ইত্যাদিরূপ উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ, কারণ, শাণ্ডিল্য বেদচতুষ্টয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভ করিতে না পারিয়া এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি উক্তিরূপ বেদনিন্দাও তাঁহাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, অতএব তাঁহাদের কল্পনা অসঙ্গত ও উপেক্ষণীয় ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়-পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পরমসংহিতা প্রভৃতিতে জীব নিত্য, ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় যেরূপ জীবের উৎপত্তিবাদ

নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও তদ্রূপ জীবের উৎপত্তিবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। লোকে ও বেদে জীবের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার যেরূপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা "নাত্মা শ্রুতেঃ" এই সূত্রে পরে বলা যাইবে। অতএব পঞ্চরাত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হওয়ায়, জীবের উৎপত্তিবাদ আছে বলিয়া তাহা প্রামাণ্য নহে, এ মত অবশ্যই পরিহার্য্য। ভগবান্ বাসুদেব ভক্তদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদের তাৎপর্য্যবোধক এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্র স্বয়ংই রচনা করিয়াছেন, সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥ ৪৫ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয়-পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-
সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ব্যোমাদিবিষয়াং গোভির্বিমতিং বিজঘান যঃ।
স তাং মদ্‌বিষয়াং ভাস্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিহনিষ্যতি ॥

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, বিয়ৎ—আকাশ, অশ্রুতেঃ—অশ্রবণ হেতুক। জীবের ন্যায় আকাশও উৎপন্ন পদার্থ নয়, উহা নিত্য, কারণ, উৎপত্তিপ্রকরণে আকাশের উৎপত্তিবিষয়ে কিছুই উক্ত হয় নাই।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদান্ত-শাস্ত্রে উৎপত্তিবিষয়ে নানাবিধ মত দেখা যায়। কেহ কেহ আকাশ, বায়ু, জীব ও প্রাণ ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন, কেহ কেহ করেন না। কোন কোন শ্রুতিতে আবার ইহাদের উৎপত্তির ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বা-পর্য্যবিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়, কেহ পূর্ব্বে আকাশ, পরে তেজ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে বলেন, আবার কেহ বা আগে তেজ, পরে অন্যান্যের উৎপত্তি বলেন। শ্রুতিবিরোধবশতঃ বিপক্ষের মত যেমন অগ্রাহ্য, তেমনই স্বপক্ষেও পরস্পর বিরোধবশতঃ বেদান্তমতও অগ্রাহ্য, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে সম্ভাবনায় সমস্ত বেদান্তোক্ত সৃষ্টিশ্রুতির অর্থ বিশদ করার নিমিত্ত এই তৃতীয় পাদ আরম্ভ করিতেছেন, সৃষ্টি-প্রকরণের অর্থ পরিস্ফুট হইলেই পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি হইবে। এক্ষণে আকাশের উৎপত্তি আছে কি নাই, ইহাই প্রথম বিচার্য্য। প্রথমেই ধরা যাউক, আকাশের উৎপত্তি নাই, কারণ, উৎপত্তি-প্রকরণে ইহার উৎপত্তিবিষয়ে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ছান্দোগ্য

উপনিষৎ "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎরূপেই ইহা ছিল" এইরূপে সৎশব্দের বাচ্য ব্রহ্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া "তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদিরূপে পঞ্চমহাভূতের মধ্যম অর্থাৎ তৃতীয় ভূত তেজকে আদি করিয়া অর্থাৎ প্রথমে তেজোবিষয়ে উল্লেখ করিয়া পরে জল ও অন্ন অর্থাৎ ক্ষিতির উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহের জ্ঞানবিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু আকাশের উৎপত্তি-প্রতিপাদিকা কোন শ্রুতিই না থাকায় আকাশ উৎপন্ন পদার্থ নহে ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ।—সাংখ্য প্রভৃতি বেদবহির্ভূত তন্ত্রসমূহ ন্যায়াভাসমূল-হেতুক অর্থাৎ তাহাতে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক যুক্তি নহে, স্থূল দৃষ্টিতে মাত্র যুক্তির ন্যায় মনে হওয়ায় এবং বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন বশতঃও তাহাদের অসামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে স্বপক্ষে বিরুদ্ধার্থাদি দোষ যে নাই, তাহাই জানাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মের কার্য্যরূপে কথিত চেতনাচেতনাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তিবিষয়ে যে কোনরূপ দোষ নাই, তাহাই দেখাইতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথম সংশয়ের বিষয়, আকাশের উৎপত্তি আছে কি নাই? কি যুক্তিসঙ্গত? আকাশের উৎপত্তি নাই, ইহাই সঙ্গত, কারণ, কোন শাস্ত্রেই এ বিষয়ে কিছু শ্রুত হয় না। যাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহাই শুনা সম্ভব হয়, শাস্ত্রে আকাশকুসুম বা আকাশের উৎপত্তি ইত্যাদি অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ থাকা সম্ভব হইতে পারে না। আত্মার ন্যায় নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি নিরূপণ করা সম্ভব নহে, এই উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াই ছান্দোগ্য উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদিরূপে তেজ প্রভৃতির উৎপত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়

আথর্ব্বণ প্রভৃতি উপনিষদে "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইয়াছে" "এই পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল সমুৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদিরূপে যে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

অস্তি তু ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—অস্তি তু—কিন্তু আছে। ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তিবিষয়ে উল্লেখ না থাকিলেও অন্য শ্রুতিতে কিন্তু আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তিবিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে তাহা আছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্ত" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে প্রথম তেজের সৃষ্টি, তৈত্তিরীয়ে প্রথম আকাশের সৃষ্টি উল্লেখ থাকায় শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ হইতেছে। শ্রুতিদ্বয়ের এই বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া একবাক্যতা করা উচিত বটে, কিন্তু কি উপায়ে একবাক্যতা সম্পাদন করা যাইতে পারে, তাহা জানা দুরূহ, কারণ, একবার বলা হইয়াছে "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন," আবার বলা হইয়াছে "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, তিনি আকাশ সৃষ্টি করিলেন" এই বাক্যে একবারমাত্র উক্ত তৎশব্দবাচ্য স্রষ্টার সহিত স্রষ্টব্য তেজ ও আকাশের কোন সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। যদি বল, "তিনি ব্যঞ্জন পাক করিয়া অন্ন পাক করিতেছেন" ইত্যাদি স্থলে যেমন একবারই উক্ত কর্ত্তার সহিত দুইটি কর্ত্তব্যের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, এ স্থলেও সেইরূপ "তিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন" এইরূপ যোজনা করিব। আমরা বলি, তাহাও যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ, ছান্দোগ্যে দেখা যায়,

প্রথম তেজের সৃষ্টি হইয়াছে; আবার তৈত্তিরীয়কে দেখা যায়, প্রথম আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে, দুইটিই প্রথমে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, আর এইরূপ উক্তি শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধই সূচনা করিতেছে। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" এ শ্রুতি-তেও "তাঁহা হইতেই আকাশ, তাঁহা হইতেই তেজ সমুৎপন্ন হইয়াছে"। একবারমাত্র উক্ত "তাঁহা হইতে" এই অপাদান পদের আকাশ এবং তেজের সহিত একই সময়ে সম্বন্ধও উপপন্ন হয় না, এতদ্ব্যতীত "বায়ু হইতে অগ্নি" এরূপ পৃথক্ উল্লেখও আছে। এই শ্রুতিবিরোধ পরিহারের নিমিত্ত কেহ কেহ পরবর্ত্তী সূত্রের উল্লেখ করেন ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বাস্তবিকপক্ষে আকাশের উৎপত্তি আছে। আকাশের উৎপত্তি প্রমাণান্তরের দ্বারা সমর্থিত না হইলেও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাপিকা শ্রুতি আকাশের উৎপত্তি প্রতি-পাদন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। যে অর্থ শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অবয়বশূন্য বলিয়াই তাহার উৎপত্তি নাই ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্যের দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। নিরবয়বত্বই যে আত্মার অনুৎ-পত্তির সমর্থক নহে, কারণান্তরও আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ২ ॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—গৌণী—গৌণ অর্থবোধিকা, অসম্ভবাৎ—অসম্ভব হেতুক। আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, এ জন্য আকাশের উৎপত্তি-বোধক শ্রুতিসমূহ গৌণ অর্থাৎ মুখ্য নহে, ঔপচারিক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তিবিষয়ে কোন উক্তি নাই, তবে যে কোন কোন শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা গৌণ, অর্থাৎ উৎপত্তিই তাহার মুখ্যার্থ

নহে, কারণ, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, অসম্ভব বলিয়াই আকাশের উৎপত্তি ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থ নহে। সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত এই কারণত্রয় অবলম্বন করিয়াই পদার্থ-সমূহ উৎপন্ন হয়, ঐ কারণত্রয়ের একটিও না থাকায় আকাশের উৎপত্তি নাই। উৎপত্তিবিশিষ্ট তেজ প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে রূপান্তর সম্ভবিত হয়, অর্থাৎ তেজ যখন অনুদ্ভূত বা অপ্রকাশিত থাকে, তখন তাহার আলোকপ্রদানাদি কোন কার্য্যই থাকে না, আবার প্রকাশিত হইলেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু আকাশ সর্ব্বকালেই সমভাবে থাকে, কোন কালেই তাহার ইতর-বিশেষ নাই। অতএব লোকব্যবহারে যেমন "আকাশ অর্থাৎ শূন্য বা ফাঁক কর, আকাশ জন্মাইল" ইত্যাদিরূপ গৌণ প্রয়োগ হয়, যেমন এক-মাত্র আকাশেরই ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদিরূপ ভেদ-ব্যবহার হয়, সেই-রূপ এই উৎপত্তিশ্রুতিও গৌণ বলিয়াই জানিবে ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতি গৌণ বলিয়া কল্পনা করাই সঙ্গত, কারণ "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতিতে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্ম হইতে প্রথম তেজ উৎপন্ন হইল, এই তেজ উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব উক্তি হেতুক আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা অসম্ভব ॥ ৩ ॥

শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—শব্দাচ্চ—শ্রুতি হইতেও। কেবল তর্ক-যুক্তি দ্বারাই যে আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা নহে, শ্রুতি দ্বারাও তাহাই প্রমাণিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বায়ু ও অন্তরীক্ষ এই দুইটি অমৃত অর্থাৎ নিত্য" এই শ্রুতিও আকাশের

অনুৎপন্নত্বই দেখাইয়াছেন, যাহা অমৃত, তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। "ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য" এই শ্রুতিও সর্ব্বগতত্ব ও নিত্যত্ব ধর্ম্মের দ্বারা আকাশের সহিত ব্রহ্মকে উপমিত করিয়া আকাশেও যে ঐ ধর্ম্মদ্বয় আছে, তাহা সূচিত করিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। "আকাশ যেরূপ অনন্ত, আত্মাও সেই-রূপ অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিও উহার উদাহরণ। আকাশ উৎপত্তিধর্ম্মী হইলে ব্রহ্মের সহিত তাহাকে উপমিত করা হইত না, অতএব ব্রহ্মের ন্যায় আকাশও নিত্য, ইহাই নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, "বায়ু ও আকাশ এই দুইটি অমৃত অর্থাৎ নিত্য" এই শ্রুতিতে আকাশের নিত্যতাসূচক অমৃত শব্দের প্রয়োগও রহিয়াছে, অতএব আকাশের উৎ-পত্তিসূচক শ্রুতি আকাশের অভিব্যক্তি বা তদনুরূপ কোন গৌণার্থেরই বোধক, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—স্যাচ্চ—হইতেও পারে, একস্য—একটি শব্দের, ব্রহ্মশব্দবৎ—ব্রহ্মশব্দের ন্যায়। যেমন একই ব্রহ্মশব্দ অন্নাদিতে গৌণ ও আনন্দে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ একই সম্ভূত-শব্দ আকাশে গৌণ ও তেজ প্রভৃতিতে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই সূত্রটি পূর্ব্বসূত্রোক্ত শঙ্কাঘটিত আশঙ্কার প্রত্যুত্তর। আচ্ছা, একই সম্ভূত-শব্দ তেজ প্রভৃতিতে মুখ্যার্থে আর আকাশে গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, "তপস্যা

দ্বারা ব্রহ্মকে জান, তপস্যাই ব্রহ্ম' এই প্রকরণে যেমন একই ব্রহ্মশব্দ অন্নাদিতে ও ব্রহ্মজ্ঞানোপায় তপস্যায় গৌণার্থে এবং বিজ্ঞেয় আনন্দময় ব্রহ্মে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনই একই সম্ভূত-শব্দ বিষয়ভেদে মুখ্য ও গৌণ উভয়ার্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং আকাশের উৎপত্তি-সূচক শ্রুতিবাক্য-সমূহ ভাক্ত বা গৌণ, মুখ্য নহে। এই পূর্ব্বপক্ষ সমাধানের নিমিত্ত পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, একই সম্ভূত-শব্দ আকাশবিষয়ে গৌণার্থে ও অগ্ন্যাদিবিষয়ে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— "তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হইতেছে" এ স্থানে ব্রহ্ম শব্দ যেমন প্রকৃতি অর্থে গৌণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আবার সেই প্রকরণেই "তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন ও তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়" এই শ্রুতিতে মুখ্যভাবে ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তেমনই "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুত্যুক্ত একই সম্ভূত-শব্দ আকাশবিষয়ে মুখ্যার্থের অসম্ভাব্যতা বশতঃ গৌণার্থে প্রযুক্ত হইলেও "বায়ু হইতে অগ্নি" ইত্যাদি স্থলে উক্ত সম্ভূত-শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই হইতে পারে ॥ ৫ ॥

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—প্রতিজ্ঞাঽহানিঃ—প্রতিজ্ঞার হানি হয় না, অব্যতিরেকাৎ—ব্যতিরেক অর্থাৎ ভেদ না থাকায়, শব্দেভ্যঃ—শব্দসমূহ হইতে। ব্রহ্ম হইতে পার্থিব বস্তুসমূহের কোন ভেদ না থাকায়, অর্থাৎ "সমস্তই ব্রহ্মময়" এই শ্রুত্যনুসারে সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ও কার্য্য-কারণের অভেদপ্রতিপাদক শব্দসমূহ হইতেও "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞার কোন হানি হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"যাহা জানিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাত পদার্থও জ্ঞাত হয়" "আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিদিত হয়" প্রত্যেক বেদান্তেই উক্তরূপ বহু প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এককে জানিলে সবই জ্ঞাত হওয়া যায় ইত্যাদিরূপ প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয়। বস্তুমাত্রেই যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞার কোন হানি হয় না, আর যদি ভেদ স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-হানি দোষ হয়। বস্তুমাত্রই এক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই অভেদ উপপন্ন হইতে পারে। শব্দ হইতেও অর্থাৎ শাস্ত্র যে প্রকৃতিবিকার বা কারণকার্য্যের অভেদ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতেও প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধি হইতে পারে। "যাহা জানিলে অশ্রুতও শ্রুত হয়" ইত্যাদিরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্য-কারণের অভেদ-প্রতিপাদক মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞার সমর্থন করিয়াছেন, পরে আবার তাহাকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিবার জন্য "অগ্রে এ সমস্তই এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল, তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই সমস্ত শব্দ দ্বারা কারণব্রহ্ম হইতে কার্য্যরূপ জগতের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখ, আকাশ যদি ব্রহ্মকার্য্য না হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলেও আকাশকে জানা যাইত না, এবং তাহা হইলেই প্রতিজ্ঞা-হানি-দোষ হইত, কিন্তু এ স্থলে উক্ত দোষ সঙ্ঘটিত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, তুমি যে বলিয়াছিলে, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আকাশোৎপত্তি মুখ্য নহে, গৌণ, সে বিষয়েও বলিতেছি ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়া আকাশের উৎপত্তিজ্ঞাপক অন্য শ্রুতিসমূহকে গৌণ বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত নহে, যে হেতু, ছান্দোগ্য শ্রুতিও "যাহা শ্রুত হইলে

অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়" ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্তই জ্ঞান হয়, ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করায় আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। আকাশ ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কার্য্য-কারণের অভেদত্ব নিবন্ধন, আকাশ ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রতিজ্ঞা-হানিও হয় না। "হে সৌম্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপেই ছিল" এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক-মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, এইরূপ অবধারণাত্মক "একমেব" শব্দ থাকায় ব্রহ্ম ব্যতীত আকাশাদি কিছুই ছিল না, ইত্যাদি প্রতীত হওয়ায়, "এ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক" ইত্যাদি শব্দ হইতেও আকাশ ব্রহ্মের কার্য্য, অতএব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই তেজের উৎপত্তি-শ্রুতিও আকাশের উৎপত্তি নিবারণ করিতে পারে না, কারণ, উক্ত স্থানে কেবল আকাশের উৎপত্তির বিষয়ে উল্লেখ না থাকাতেই তেজের প্রথমোৎপত্তি প্রতীতি হইতেছে মাত্র, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে উক্ত আকাশের উৎপত্তিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—যাবৎ-বিকারন্তু—বিকারপদার্থমাত্রই, বিভাগঃ—বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন বা উৎপত্তিধর্ম্মী, লোকবৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে। লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা কিছু বিকার অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ, সে সমস্তই বিভাগ অর্থাৎ বিভক্ত বা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, যাহা সৃষ্ট নহে, তাহা বিভক্তও নহে, ইহা দ্বারাও অনুমিত হয়, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সূত্রের

তু-শব্দটি আকাশোৎপত্তির অসম্ভবাশঙ্কানিবারক। আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব, এ আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ, এই জগতে ঘট, ক্ষুদ্র ঘট, উদঞ্চন অর্থাৎ বৃহদাকার ঘট (জালা), কটক, কেয়ূর, কুণ্ডল, সূঁচ, নারাচ, খড়্গ ইত্যাদি যত প্রকার সৃষ্ট পদার্থসমূহ দৃষ্ট হয়, সমস্তই বিভাগবিশিষ্ট অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত লক্ষিত হয়, কিন্তু কোন অবিকৃত বস্তুই বিভক্ত দেখা যায় না। আকাশ পৃথিব্যাদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ পদার্থ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব সেও বিকার বা সৃষ্ট পদার্থ। এই আকাশের দ্বারাই দিক্, কাল, মন ও পরমাণু প্রভৃতিরও বিকারত্ব বলা হইল। আচ্ছা, যদি বিভক্ত হইলেই কার্য্য বা বিকার হয়, তাহা হইলে আত্মাও ত আকাশ হইতে বিভক্ত, সুতরাং ঘটাদির ন্যায় আত্মাও কার্য্য হউক। এরূপ কথা বলিতে পার না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা হইতেই আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা যদি বিকার হইত, তাহা হইলে আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য কোন পদার্থের বিষয় শ্রুত হওয়া যাইত, কিন্তু তাহা শ্রুত হওয়া যায় না। আরও দেখ, আত্মাকে কার্য্য বা সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে আকাশাদি সমস্তই নিরাত্মক, ইহা স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা হইলেই শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। "ব্রহ্ম আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে আকাশের ন্যূনতা প্রতিপাদন করিতেছে। "তাঁহার তুলনা নাই" এই শ্রুতিও ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতেছে। "ব্রহ্ম ব্যতীত সবই আর্ত্ত বা নশ্বর" এই শ্রুতিও ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদির নশ্বরত্ব উক্তি করিয়াছেন। প্রদর্শিত প্রমাণাদি দ্বারা আকাশ যে ব্রহ্মেরই সৃষ্ট, অনুৎপন্ন নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লৌকিক ব্যবহারে দেবদত্তের পাঁচ সাতটি পুত্রের মধ্যে একটিকে নির্দ্দেশ করিয়া "ইহারা সকলেই দেবদত্তের পুত্র" এইরূপ বলিলে যেমন সকলগুলিই দেবদত্ত

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বুঝায়, তেমনই "এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক" এই শ্রুতিতে আকাশও বিকারপদার্থ, ইহা উক্ত হওয়ায়, সেই আকাশও যে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ইহাও বলা হইয়াছে। আকাশের উৎপত্তি যখন প্রমাণিতই হইল, তখন "বায়ু এবং আকাশ অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর" এই শ্রুতিতে আকাশকে যে অমৃত বলা হইয়াছে, তাহা দেবগণের সুচির-কালস্থায়িত্বরূপ অমরত্বাভিপ্রায়ের ন্যায়ই জানিবে॥ ৭॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—এতেন—ইহা দ্বারাই, মাতরিশ্বা—বায়ুও, ব্যাখ্যাতঃ—ব্যাখ্যা করা হইল। আকাশ উৎপন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধান্ত হওয়াতেই মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুও উৎপন্ন পদার্থ, ইহাও বলা হইল।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আকাশ উৎপন্ন পদার্থ, এই ব্যাখ্যা দ্বারাই আকাশাশ্রিত মাতরিশ্বা বা বায়ুও যে উৎপন্ন পদার্থ, তাহা ব্যাখ্যা করা হইল, অর্থাৎ আকাশপক্ষে যে সমস্ত তর্কযুক্ত্যাদি উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেই তর্ক-যুক্তি দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তিমত্তা স্বীকার করা হইল॥ ৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রদর্শিত এই সমস্ত হেতু দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তি স্বীকার করা হইল। আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তিমত্তা স্বীকারের জন্য দুইটি পৃথক্ সূত্র করার উদ্দেশ্য এই যে, "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" এই পরবর্ত্তী সূত্রে মাতরিশ্বা শব্দেরই অনুবৃত্তি হইবে, আকাশের হইবে না॥ ৮॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—অসম্ভবঃ—উৎপত্তির অভাব, তু—কিন্তু, সতঃ—সতের অর্থাৎ ব্রহ্মের, অনুপপত্তেঃ—উপপত্তি না হওয়ায়। সৎ

অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তিকল্পনা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, যাহা নিত্য একরূপ, তাহার উৎপত্তি যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আকাশ ও বায়ুর জন্ম অসম্ভব বলিয়া সকলের জ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহারও জন্ম হয়, ইহা শুনিয়া কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, ব্রহ্মও কোন পদার্থবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন, আকাশাদি বিকার হইতে অন্যান্য বিকারের উৎপত্তি যখন হয়, তখন আকাশের বিকার কোন পদার্থ হইতেই ব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়াছেন, এরূপই বা না হইতে পারে কেন? এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তই এই সূত্রের অবতারণা। অন্য কোন পদার্থ হইতেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি আশঙ্কা হইতেই পারে না, কারণ, ব্রহ্ম কেবল সৎপদার্থ, কেবল সৎ হইতে কেবল সতের উৎপত্তি অসম্ভব। আতিশয্য অর্থাৎ কারণ-কার্য্যের সামান্য-বিশেষ ভাব না থাকিলে প্রকৃতিবিকার বা কারণ-কার্য্যভাব উপপন্ন হইতে পারে না। সৎ-বিশেষ হইতেও তাদৃশ উৎপত্তি কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সামান্য হইতে বিশেষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ হইতে সামান্যের উৎপত্তি হয় না। "তিনিই কারণ, তিনিই জীবের অধিপতি, তাঁহার কেহ জনক ও অধিপতি নাই" এই শ্রুতি ব্রহ্মের জনয়িতা কেহ নাই, ইহাই বলিয়াছেন। আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তিবিষয়ে শ্রুতি আছে, কিন্তু ব্রহ্মের উৎপত্তিবিষয়ে কোন শ্রুতিই নাই। এক বিকার হইতে অন্য বিকারের উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া ব্রহ্মও কাহার বিকার হইতে পারেন না ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অসম্ভব অর্থাৎ অনুৎপত্তি; সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব। একমাত্র ব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তুরই অনুৎপত্তি

সম্ভব হয় না অর্থাৎ উৎপত্তিই হয়, কারণ, তাহা উপপন্ন করা যায় না। ইহা দ্বারা এই বলা হইতেছে যে, কেবল উদাহরণ-প্রদর্শনের জন্যই আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি প্রতিপাদন করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু সৎস্বরূপ পরমকারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি অসম্ভব, তদ্ব্যতীত অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি যাবতীয় প্রপঞ্চেরই এক বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান, এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা যখন কার্য্যভাব অর্থাৎ ইহারা সকলেই ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন ইহাদের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—তেজঃ—তৃতীয়ভূত তেজ, অতঃ—এই বায়ু হইতে, তথা—হি সেইরূপই, আহ—বলিয়াছেন। শ্রুতি বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি হয় বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য উপনিষৎ সৎ হইতে তেজের উৎপত্তি, এবং তৈত্তিরীয় বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় বলিয়াছেন। এ স্থানে তেজের উৎপত্তিবিষয়ে শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ স্থির করাই সঙ্গত; কারণ, শ্রুতি "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই বলিয়া সৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ে "তিনি তপস্যা করত এ সমস্ত সৃজন করিয়াছেন" ইত্যাদিরূপে সমস্ত শ্রুতিই ব্রহ্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, অতএব "বায়োরগ্নিঃ" এই শ্রুতির অর্থ বায়ু হইতে অগ্নি, এরূপ না হইয়া বায়ুর পর অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ অর্থই সঙ্গত। বিপক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, শ্রুতি "বায়ু হইতে অগ্নি" এইরূপ বলায়, এই বায়ু হইতেই তেজ বা

অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে জানিতে হইবে। তেজ বায়ু হইতে উৎপন্ন না হইয়া সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইলে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি-বোধক দ্বিতীয় শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তুমি বলিয়াছিলে, বায়ুর পর অগ্নি, এইরূপ ক্রমার্থক হইবে, আমরা বলিতেছি, তাহা হইতে পারে না, কারণ, "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত" এই শ্রুতিতে আত্মা হইতে এ স্থানে অপাদানে পঞ্চমী হইয়াছে, ইহার পরেও উক্ত অধিকারেই "পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ" এ স্থানেও অপাদানে পঞ্চমী হইয়াছে, সুতরাং উক্ত অধিকারেই উক্ত "বায়োরগ্নিঃ" এ স্থলেও বায়ু হইতে, এইরূপ অপাদানেই পঞ্চমী হইয়াছে, ক্রমার্থে নহে ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের কার্য্য বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী যে সমস্ত কার্য্য, তাহা কি তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে? কেবল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ স্থির করাই সঙ্গত, কারণ, "বায়োরগ্নিঃ" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, বায়ু হইতেই তেজ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

আপঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—আপঃ—জল। তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রুতি বলিয়াছেন, "তাহা জল সৃষ্টি করিল" "অগ্নি হইতে জল সৃষ্ট হইয়াছে"। অতএব এই তেজ হইতেই যে জল উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অগ্নি হইতে জল" "তাহা জল সৃষ্টি করিল" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, এই তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১১ ॥

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—পৃথিবী—জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে, অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ—প্রকরণ, কৃষ্ণাদিবর্ণ ও অন্য শ্রুতি হইতে জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—"সেই জলসমূহ আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা অন্ন সৃষ্টি করিল" এইরূপ শ্রুতি আছে। এ স্থানে সংশয় এই যে, এই অন্নশব্দে কি ধান্যযবাদি বুঝিতে হইবে? অথবা ভক্ষ্যাদি অন্ন বুঝিতে হইবে? কি পৃথিবী বুঝিতে হইবে? এই অন্নশব্দে লোক-প্রসিদ্ধ ধান্যযবাদি বা ভক্ষ্যাদি হওয়াই উচিত, কারণ, অন্ন বলিলে তাহাই বুঝায়। উক্ত শ্রুতির শেষে আছে—"যে যে স্থানে বর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে প্রচুর অন্ন হয়"। বর্ষণ যে স্থানে হয়, সে স্থানে প্রভূত ধান্য-যবাদিই হয়, পৃথিবী হয় না। এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন, অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ, রূপ ও অন্যান্য শ্রুতি পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জল হইতে সমুৎপন্ন এই অন্নশব্দের দ্বারা পৃথিবীকেই বলা হইয়াছে, ধান্যাদিকে বলা হয় নাই। অধিকার দেখ, "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, তিনি জল সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদিরূপে মহাভূত-সৃষ্টির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রমানুসারে উল্লেখযোগ্য পৃথিবী-নামক মহাভূতকে লঙ্ঘন করিয়া সহসা ধান্যাদির বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না। ভূতাধিকারে ভূতবিষয়ক অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। ঐ অন্নের যে রূপ উল্লেখ

আছে, তাহাও পৃথিবী অর্থেরই অনুকূল। "যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নের" ধান্যাদি বা ভক্তাদি খাদ্যদ্রব্যের কৃষ্ণবর্ণতা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যদি বল, পৃথিবীরও ত শুক্ললোহিতাদি বিবিধ বর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহারও ত কৃষ্ণবর্ণতা বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। তাহার উত্তরে বলিতেছি, পৃথিবীর অন্যান্য বর্ণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণই অধিক দেখা যায়, শ্বেত বা লোহিত খুব বেশী দেখা যায় না। পৌরাণিকগণও রাত্রিকে পৃথিবীর রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ, এ জন্যও পৃথিবীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ। শ্রুত্যন্তরেও জল হইতে পৃথিবীরই উৎপত্তি বলা হইয়াছে। "জলের উপরিভাগে যে সর জমিয়াছিল, তাহাই গাঢ় হইয়া পৃথিবী হইয়াছিল"। "পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহ হইতে অন্ন" ইত্যাদিরূপে শ্রুতি পৃথিবী হইতেই ধান্যাদির উৎপত্তি দেখাইয়াছেন। অধিকারাদিবলে প্রসিদ্ধার্থেরও অন্যথা সাধিত হয়, অতএব এ স্থানে অন্নশব্দে পৃথিবীকেই বুঝিতে হইবে, ধান্যাদি নহে ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ, শ্রুতি আছে—"জল হইতে পৃথিবী" "জলসমূহ অন্ন বা পৃথিবী সৃষ্টি করিল"। এ স্থানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতিতে জল হইতে অন্ন হইয়াছে, এই যে উক্তি আছে, এই অন্ন শব্দের অর্থ যে পৃথিবী, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, ঐ অন্নশব্দ মহাভূত-সৃষ্টিপ্রকরণে উক্ত হওয়ায় পৃথিবীকেই বুঝাইতেছে, ইহা বুঝা যায়। ভোজ্য দ্রব্যমাত্রই পৃথিবীবিকার অর্থাৎ পার্থিব, এ জন্য অন্নের কারণস্বরূপ পৃথিবী অর্থেই কার্য্যস্বরূপ অন্নশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ মহাভূত-সৃষ্টি-প্রকরণের শেষে ভূতসমূহের রূপের বিষয় উল্লেখকালে "অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহাই তেজের রূপ, যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের, যাহা কৃষ্ণ, তাহা অন্নের"। এ স্থলে জল ও অগ্নির সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় ঐ অন্ন

শব্দে জল ও অগ্নির সমানজাতীয় পদার্থ অর্থাৎ পৃথিবীই বুঝিতে হইবে। আবার ইহারই সমানজাতীয় প্রকরণে অর্থাৎ অন্নসৃষ্টি-প্রস্তাবে, "অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী" এই শ্রুতিতে অন্ন না বলিয়া পৃথিবীই বলা হইয়াছে। অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হওয়ায় জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২ ॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—তদভিধ্যানাদেব—তাঁহার অধিষ্ঠান ও সঙ্কল্প হেতুকই, তু—কিন্তু, তল্লিঙ্গাৎ—তাঁহার লক্ষণ থাকায়, সঃ—সেই পরমেশ্বর। আকাশাদি অচেতন ভূতসমূহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার পরবর্ত্তী বায়ু প্রভৃতি কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। পরমেশ্বরই সেই সেই রূপে অবস্থিত হইয়া সেই সেই অর্থাৎ তাহার পরবর্ত্তী পদার্থসমূহ সৃজন করিয়াছেন, কারণ, সেই সেই কার্য্য বা সৃষ্ট বস্তুতে পরমেশ্বরেরই বোধক চিহ্নসমূহ দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ভূত বা পদার্থের নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আকাশাদি ভূতসমূহ কি স্বয়ংই নিজের নিজের বিকার সৃজন করিয়াছে? অথবা পরমেশ্বরই সেই সেই রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া চিন্তা বা আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই বিকারসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন? এই সন্দেহস্থলে প্রথমেই মনে হয়, আকাশাদি স্বয়ংই নিজ নিজ বিকার সৃষ্টি করিয়াছে, কারণ, "আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি" ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টির বিষয়ই জানা যায়। আকাশাদি অচেতন পদার্থসমূহের স্বতন্ত্র প্রবৃত্তিও অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইতে পারে না, কারণ, "সেই তেজ ঈক্ষণ বা আলোচনা

করিলেন, সেই জল আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি স্থানে ভূতসমূহেরও চৈতন্যের বিষয় জানা যায়, চেতন না হইলে কি করিয়া আলোচনা করিল? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—পরমেশ্বর নিজেই সেই সেই অর্থাৎ তেজ, জল ইত্যাদিরূপে অবস্থিত হইয়া অভিধান বা আলোচনা পূর্ব্বক সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিতেছেন, কারণ, ঐ সমস্ত বিকারপদার্থে তাঁহার লক্ষণ দেখা যায়। "যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সাধ্যক্ষ অর্থাৎ যাহাদের অধিষ্ঠাতা আছে, এরূপ ভূতসমূহেরই প্রবৃত্তি বা আলোচনাসামর্থ্য দেখাইয়াছেন, অধ্যক্ষবিহীন অচেতন ভূতের দেখান নাই। আরও দেখ, "তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন এবং স্বয়ংই নিজেকে সেই সেই রূপে পরিণত করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহারই সর্ব্বাত্মকতা দেখাইয়াছেন। জল ও তেজের যে আলোচনার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানবশতঃই জানিবে, "এই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা নাই" এই শ্রুতিতে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দ্রষ্টা বা আলোচক না থাকায় বিহিত হওয়ায় পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত ভূতসমূহই স্ব স্ব বিকার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়॥ ১৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির নিরসনার্থ বলিতেছেন, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী সেই সেই বস্তুরূপ শরীরবিশিষ্ট সেই পুরুষোত্তমই মহদহঙ্কার প্রভৃতি কার্য্যসমূহেরও কারণ, তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্বের সূচক অভিধানই উক্তরূপ সিদ্ধান্তের কারণ। অভিধাশব্দের অর্থ "আমি বহু হইব" এই সঙ্কল্প। "সেই তেজ সঙ্কল্প করিল, আমি বহু হইব" "সেই জল সঙ্কল্প করিল, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব।" আত্মার বহুরূপে পরিণতিপ্রাপ্তিবিষয়ে সঙ্কল্পরূপ ঈক্ষণবোধক এই শ্রুতি

হইতে ইহাই জানা যায় যে, মহৎ অহঙ্কার ও আকাশাদিরূপ কারণসমূহের সৃষ্টিও সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্মের পূর্ব্বোক্তরূপ ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়াছে। সেই সেই বস্তুরূপশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মেরই তাদৃশ ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প সম্ভব হইতে পারে, জড় তেজ প্রভৃতির নহে। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে সমস্ত বস্তুরূপ-শরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মেরই সর্ব্বাত্মকত্ব কথিত হইয়াছে। "যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া, যিনি জলে অবস্থিত হইয়া, যিনি তেজে অবস্থিত হইয়া" ইত্যাদি। সুবাল উপনিষদেও "পৃথিবী যাঁহার শরীর" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "অহঙ্কার যাঁহার শরীর, বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অব্যক্ত বা প্রধান যাঁহার শরীর" ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

বিপর্য্যযেণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—বিপর্য্যয়েণ তু—বিপরীতভাবেই, ক্রমঃ—প্রলয়ক্রম, অতঃ—উৎপত্তিক্রমানুসারেই, উপপদ্যতে চ—উপপন্ন হইতেছে। ভূতসমূহ যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীতক্রমেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং ঐরূপ লয়ই যুক্তিসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভূতসমূহের উৎপত্তিক্রম অর্থাৎ যে-টির পর যে-টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বিচারিত হইল, এক্ষণে বিনাশক্রমও বিচারিত হইতেছে। ভূতসমূহের বিনাশ কি অনির্দ্দিষ্টক্রমে অর্থাৎ যথেচ্ছভাবে সাধিত হয়? অথবা যে-টির পর যে-টি উৎপন্ন হইয়াছে, বিনাশও ঠিক সেই ক্রমানুসারেই হয়? অর্থাৎ উৎপত্তি-ক্রমের বিপরীতভাবে হয়? "যাঁহা হইতে ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন ভূতসমূহ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হয়, এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ভূতসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ

তিনই ব্রহ্মের অধীন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিয়মবিশেষের উল্লেখ না থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, প্রলয়সম্বন্ধে কোন ক্রম নাই, যথেচ্ছভাবেই উহা সাধিত হয়. অথবা যে ক্রমে উৎপত্তি হয়, সেই ক্রমেই প্রলয়ও হয়। এ বিষয়ে যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা বলিতেছি। প্রলয়ক্রম এই উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবেই হওয়া উচিত। লোকেও দেখা যায়, যে ক্রমানুসারে মনুষ্য সোপানে আরোহণ করে, তাহার বিপরীতক্রমেই অবরোহণ করে. অর্থাৎ উঠিবার সময় নীচে হইতে উপরে যায় আর নামিবার সময় উপর হইতে নীচে আসে। আরও দেখ, মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি বিনাশকালে মৃত্তিকাতেই পরিণত হয়, জল হইতে সঞ্জাত করকা অর্থাৎ শিলা প্রভৃতি গলিয়া জলেই পরিণত হয়। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই উপপন্ন হয় যে, পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় জলেই পরিণত হয়, জলও তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তেজেই বিলীন হয়, এই ক্রমানুসারে স্থূল স্থূলতর ভূতসমূহ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কারণস্বরূপ সূক্ষ্মতর পদার্থে বিলীন হইতে হইতে পরম কারণ পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্মে লীন হয়। কার্য্যসমূহ নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাহাতে বিলীন না হইয়া একেবারেই সর্ব্ব-কারণের কারণস্বরূপ পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারে না। স্মৃতিও উৎপত্তিক্রমের বিপরীতক্রমেই প্রলয় হয় দেখাইয়াছেন। "হে দেবর্ষি! জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নাশ বা প্রলয় এইরূপভাবে হয়, পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ইত্যাদি পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমানুসারে লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তিক্রম উৎপত্তিবিষয়েই কথিত হইয়াছে, প্রলয়বিষয়ে তাহা যোজনা করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, কার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে কারণের বিনাশকল্পনা যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ, কারণের বিনাশ

হইলে কার্য্য থাকিতেই পারে না, কিন্তু কার্য্য বিনষ্ট হইলেও কারণ থাকিতে পারে, যেমন ঘট বিনষ্ট হইলেও মৃত্তিকা বিনষ্ট হয় না ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অব্যক্ত হইতে মহৎ, তাহা হইতে অহঙ্কার, আকাশ ইত্যাদি পদার্থের যে উৎপত্তিক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বিপরীতক্রমে "ইহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহ উৎপন্ন হয়" এই শ্রুতিতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেরই অব্যবহিতভাবে ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তিক্রম প্রতীত হয়। সেই ক্রমও সেই সেই বস্তুরূপী ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই কার্য্যোৎপত্তির দ্বারাও উপপন্ন হয়। পরম্পরা-সম্বন্ধে কারণত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মানন্তর্য্য অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণত্ব অস্বীকার করিতে হয়। অতএব "ইহা হইতেই প্রাণ, মন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়" এই শ্রুতিও একমাত্র ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমস্ত পদার্থের কারণত্বের সমর্থক ॥ ১৪ ॥

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ ।—অন্তরা—মধ্যে, বিজ্ঞানমনসী—বুদ্ধি ও মন, ক্রমেণ—ক্রমানুসারে, তল্লিঙ্গাৎ—তাঁহার লক্ষণ থাকায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অবিশেষাৎ—বিশেষ না থাকায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা হইতে অনুলোমক্রমে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও উৎপন্ন ভূতসমূহ বিলোমক্রমে আত্মাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শ্রুতিতে আত্মা ও ভূতসমূহের অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে বিজ্ঞান ও মনের ক্রমানুসারে উৎপত্তি কথিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত-ক্রমভঙ্গ দোষ হইতেছে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব,

না, মধ্যে বুদ্ধি ও মনের উৎপত্তির উল্লেখ থাকিলেও তাহাতে কোন বিশেষই নাই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তক্রমের কোন হানিই হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অনুলোম-বিলোমভাবে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয় অর্থাৎ আত্মা হইতে উৎপত্তি ও আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বিষয় উল্লিখিত আছে, ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন আত্মা ও ভূতসমূহের মধ্যে কোন একটি অবকাশে বুদ্ধি ও মনেরও ক্রমানুসারে উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। আরও দেখ, অথর্ব বেদের উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মা ও ভূতসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তির বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভূতসমূহের পূর্ব্বকথিত উৎপত্তি ও প্রলয়বিষয়ে ক্রমভঙ্গ-দোষ উপস্থিত হইতেছে, এরূপ আপত্তি যদি হয়, তাহার উত্তরে বলিতেছি, না, শ্রুতিতে মন ও বুদ্ধির উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ থাকিলেও ভূতোৎপত্তিক্রম হইতে তাহার কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই, ইন্দ্রিয়-সমূহই যখন ভৌতিক, তখন ভূতসমূহের উৎপত্তি-প্রলয়ের দ্বারাই বুদ্ধি, মন প্রভৃতিরও উৎপত্তি-প্রলয় হয়, এ জন্য ইহাদের আর অন্যবিধ ক্রমানুসন্ধান অনাবশ্যক। ইন্দ্রিয়সমূহ যে ভৌতিক, "হে সোম্য! মন অন্নময় অর্থাৎ পার্থিব, প্রাণ জলময়, বাক্য তেজোময়" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ; অতএব ভূতোৎপত্তিক্রমের কোনই বাধা হয় না ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জ্ঞানোৎপত্তির উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমষ্টকে বিজ্ঞান বলে। পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে, "ইহা হইতে প্রাণ, মন ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিতে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা অবগত হওয়া যায়,

অতএব অন্যান্য বাক্য দ্বারাও সমস্ত পদার্থই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহাও সমর্থিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ, উক্ত বাক্য ক্রমবিশেষেরই বোধক, এ স্থানেও সমস্ত স্রষ্টব্য বস্তুর উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে। অন্য শ্রুতিতে নির্দিষ্ট "আকাশ হইতে বায়ু" ইত্যাদি-রূপ সৃষ্টিক্রম এ স্থলেও প্রতীত হইতেছে, আর ঐ আকাশাদির সহিত একত্রেই উক্তিরূপ লিঙ্গ বা লক্ষণ থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, ভূত ও প্রাণ উৎপত্তির মধ্যে বিজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনও ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। অতএব সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এ উক্তি সম্ভব হয় না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, অসম্ভব কিছুই হয় না, কারণ, "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত কোন বিশেষণ নাই অর্থাৎ "ইহা হইতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অভিধেয় যে ইন্দ্রিয়, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বস্তু সম্বন্ধেই তুল্য, উহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এ স্থানে কেবল উহাদের উৎপত্তির বিষয়ই বলা হইয়াছে, অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ক্রমোক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত শ্রুতি ক্রমবিষয়ে নহে। অতএব প্রধানাদিরূপ শরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তেজ প্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিতেছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত শব্দও ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু—স্থাবরজঙ্গমবিষয়ক কিন্তু, স্যাৎ—হয়, তদ্ব্যপদেশঃ—উৎপত্তি-বিনাশের উক্তি, ভাক্তঃ—

গৌণ বা ঔপচারিক, তদ্ভাবভাবিত্বাৎ—তাহার ভাবেই ভাব অর্থাৎ তাহার সদ্ভাবেই সদ্ভাব হেতুক। জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, এ উক্তি মুখ্য নহে, গৌণ. কারণ, ঐ দুটি শব্দ স্থাবর-জঙ্গম দেহের সদ্ভাব ও অসদ্ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেবদত্ত জন্মিয়াছে, দেবদত্ত মরিয়াছে, এইরূপ লৌকিক উক্তি থাকায় ও মনুষ্যদিগের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধান থাকায় "জীব উৎপন্ন হয়, জীব বিনষ্ট হয়" কাহারও কাহারও এইরূপ ভ্রান্তি হয়, এক্ষণে তাহাই অপনোদন করা যাইতেছে। শাস্ত্রবাক্য ও কর্ম্মফলের দ্বারা ইহাই উপপন্ন হয় যে, জীবের উৎপত্তি-বিনাশ নাই। শরীর-বিনাশের সহিত জীবও বিনষ্ট হইলে অন্যদেহগত অর্থাৎ পারলৌকিক স্বর্গনরকাদিভোগরূপ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি পরিহারের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধবাক্য নিরর্থক হইত। তাৎপর্য্য এই যে, জীবও যদি জন্মে বা মরিয়া যায়, তাহা হইলে পাপ-পুণ্যভোগ করে কে? আর পরলোকে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিজন্য শাস্ত্র যে সমস্ত বিধি-নিষেধ দেখাইয়াছেন, তাহার ত কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। শ্রুতিও আছে—"জীব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেহই মরে, জীবের মৃত্যু নাই।" আচ্ছা, লোকে যে সর্ব্বদাই বলে, অমুক জন্মিল, অমুক মরিল, তাহার সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হাঁ, বলে সত্য, কিন্তু ঐ যে উক্তি, উহা ভাক্ত বা গৌণ। আচ্ছা, জীবের জন্মমরণ যদি গৌণই হয়, তবে উহাদের মুখ্য আশ্রয় কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ উক্তি স্থাবর-জঙ্গমদেহবিষয়ক, স্থাবর-জঙ্গমদেহেরই উৎপত্তিবিনাশ হয়, জীবের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, জন্ম-মরণশব্দ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দেহকে লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইলেও সেই

সেই দেহাশ্রিত জীবাত্মাতেই উপচাররূপে বা আনুষঙ্গিকভাবে লোকে ব্যবহার করে, কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে জীবের নহে, কারণ, দেহের প্রাদুর্ভাব বা উৎপত্তিতেই জন্ম আর তাহার তিরোভাব বা বিনাশেই মরণশব্দ প্রযুক্ত হয়। শরীরসম্বন্ধ ভিন্ন কেবল জীবের জন্ম-মৃত্যু কেহই কখন দেখেন নাই। আকাশাদির ন্যায় জীবেরও ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি হয় কি না, তাহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলিবেন। এ সূত্রে জীবের উৎপত্তি-বিনাশ স্থূলভাবে দেহাশ্রিত, বাস্তবিক জীবের নহে, তাহাই দেখান হইল ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে, বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ পদার্থের উল্লেখ করা হয়, তাহার অর্থও ব্যাহত হইয়া যায়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যাবতীয় জঙ্গম ও স্থাবর পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ বাচ্যবিষয়ের একাংশমাত্রকেই ভজনা করে। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকারী বা বিশেষ্য, বেদান্তশ্রবণের পূর্ব্বে, প্রকারীভূত ব্রহ্ম প্রকারভূত সেই সেই বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগ্রাহ্য বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হয় না বলিয়া, আর প্রকারী বা বিশেষ্যের জ্ঞান হইলেই প্রকার বা বিশেষণবিষয়ক জ্ঞানও পর্য্যবসিত হয় বলিয়া জগতে বাচ্যবিষয়ের একাংশস্বরূপ সেই সেই বস্তুবিষয়ে সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি ভাগ ভাগ করিয়া অর্থাৎ বিশেষ বিশেষরূপে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, আত্মা—জীব, অশ্রুতেঃ—শ্রুতি না থাকায় অথবা শ্রুত না হওয়ায়, নিত্যত্বাচ্চ—নিত্যত্বহেতুকও,

তাৎপর্য্যঃ—সেই সেই শ্রুতিবাক্য হইতে। শ্রুতির উৎপত্তি-প্রকরণে জীবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ তাঁহার নিত্যতাই অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।— দেহেন্দ্রিয়রূপ পিঞ্জরের অধ্যক্ষ, কর্ম্মফলভোগী জীব নামক যে আত্মা আছেন, তিনি কি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন? অথবা ব্রহ্মের ন্যায় উৎপত্তিবিহীন অর্থাৎ নিত্য? এ বিষয়ে শ্রুতিসমূহের পরস্পর বিরোধ থাকায় উক্তরূপ সন্দেহ হয়। কোন কোন শ্রুতি অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গোৎপত্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ বলেন। অন্য কোন শ্রুতি বলেন, পরব্রহ্ম অবিকৃতভাবেই স্বকৃত সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া জীবরূপে পরিচিত হইতেছেন, তাঁহার উৎপত্তি নাই। এই দ্বিবিধ মতের মধ্যে প্রথমেই ধরা যাউক, জীবও উৎপন্ন হয়, কারণ, জীবের উৎপত্তি স্বীকার না করিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, পৃথক্ পদার্থ, ইহা বলিলে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" এই যে শ্রৌত প্রতিজ্ঞা, তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়, সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয় না, সুতরাং প্রতিজ্ঞাও থাকে না। পরমাত্মা নিষ্পাপত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট, জীব তাহার বিপরীত, অতএব উভয়ের লক্ষণ এক না হওয়ায় অবিকৃত পরমাত্মাই জীব নামে পরিচিত, ইহা জানার উপায় নাই, আকাশাদি যাহা কিছু বিভক্ত পদার্থ, সবই বিকার বা সৃষ্ট পদার্থ, জীবও আকাশাদির ন্যায় বিভক্ত পদার্থ, কাজেই সেও বিকার, আকাশাদির উৎপত্তির বিষয় শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীবও যখন আকাশাদির ন্যায় পদার্থ, তখন তাহারও উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে, এই সমস্ত এবং অন্যান্য শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীবাত্মারও উৎপত্তি-বিনাশ হয়। এই আশঙ্কা খণ্ডনার্থ বলিতেছেন,—না, জীবের উৎপত্তি

নাই, কারণ, উৎপত্তিপ্রকরণের কোনও অংশেই জীবের উৎপত্তি-বিষয়ে কোন শ্রুতিই নাই। শ্রুতি ইহাকে অজ বা অবিকার অর্থাৎ নিত্য বলিয়া গিয়াছেন, অতএব অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে বিরাজিত হন ও তিনি ব্রহ্মাত্মক, ইহা শ্রুতি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিপশ্চিৎ বা জীব অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তাঁহার জন্মও নাই, বিনাশও নাই" ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আকাশাদি যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, ইহা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি জীবেরও উৎপত্তি আছে কি নাই, এইরূপ সংশয় হইতে পারে, এই সংশয়িত স্থলে প্রথমেই মনে করা যাইতে পারে, জীবের উৎপত্তি আছে, কারণ, তাহা হইলেই এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাটি উপপন্ন হয় ও সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, এই একত্বাবধারণও উপপন্ন হয়। আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহু শ্রুতিবাক্য আছে—"যাঁহা হইতে জগৎপ্রভৃতি প্রসূত হইয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে জীবসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি। উক্তপ্রকার শ্রুতিসমূহে সচেতন জগতের উৎপত্তিবিষয়ক উল্লেখ থাকায় জীবেরও উৎপত্তি হয়, ইহা প্রতীত হইতেছে। "তিনিই তুমি" এই শ্রুতিতে জীবই ব্রহ্ম, এইরূপ উল্লেখ হওয়ায় এবং ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া জীবও নিত্য, ইহা বলিতে পার না, কারণ, "এই সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশাদিও যে ব্রহ্মাভিন্ন, ইহা অবগত হওয়া যায়, এবং জীবকে নিত্য বলিলে আকাশাদিও নিত্য পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, সুতরাং আকাশাদির ন্যায় জীবেরও উৎপত্তি হয়। এই আশঙ্কা খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কারণ, শ্রুতি তাহা বলেন না, "বিপশ্চিৎ অর্থাৎ জীব জন্মেও না, মরেও না" "অজ অর্থাৎ ঈশ্বর ও অনীশ্বর উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীবের

উৎপত্তি নাই, ইহাই জানিতে পারা যায়। "যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, যিনি এক হইয়া অনেকের কামনা পূর্ণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তাঁহার নিত্যত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব আত্মার উৎপত্তি নাই ॥ ১৭ ॥

জ্ঞোঽতএব ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—জ্ঞঃ—জ্ঞানসম্পন্ন, নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, অতএব—এই জন্যই। যে হেতু আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন, এই জন্যই তিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই আত্মা কি বৈশেষিকদর্শনের আত্মার ন্যায় আগন্তুক চৈতন্য অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অচেতন, কিন্তু কারণ বশতঃ তাঁহাতে চৈতন্য-নামক গুণের অধিষ্ঠান হয়? না সাংখ্যমতানুসারে নিত্যচৈতন্যস্বরূপ? কি হওয়া সঙ্গত? আগন্তুক চৈতন্য হওয়াই সঙ্গত, কারণ, অগ্নির সংযোগে ঘট যেমন রক্তবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মনের সংযোগে আত্মারও চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয়। আত্মা যদি নিত্যচৈতন্যবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত আত্মারও চৈতন্য দেখা যাইত, নিদ্রা বা মূর্চ্ছাবস্থায় যে চৈতন্য থাকে না, তাহার প্রমাণ, তাহারা বলে—"অচেতন হইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" ইত্যাদি। সুতরাং আত্মা যখন কখন চেতন, কখন অচেতন, তখন আগন্তুক চৈতন্যবিশিষ্টই স্বীকার করিতে হইবে, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, আত্মা আগন্তুক চৈতন্য-স্বরূপ নহে, জ্ঞ অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, যেহেতু, আত্মার উৎপত্তি নাই, অবিকৃত পরব্রহ্মই দেহসম্বন্ধরূপ উপাধিবশে জীবভাবে অবস্থিত হইয়াছেন।

"বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সুতরাং নিত্যচৈতন্যরূপী পরব্রহ্মই যখন জীবভাবে অবস্থিত হইয়া আছেন, তখন জীবও নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, আগন্তুকচৈতন্য নহে, নিদ্রা বা মূর্চ্ছাবস্থায় চৈতন্যের অভাব হয় না, অচেতনপ্রায় হয়, আর তাহাও বিষয়ের অভাববশতই হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। বৌদ্ধ ও সাংখ্যাদিগের মতানুযায়ী কেবল চৈতন্যই কি আত্মার স্বরূপ? না বৈশেষিকদিগের মতানুযায়ী আগন্তুকচৈতন্যগুণবিশিষ্ট পাষাণতুল্য জড়স্বরূপ? অথবা জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার স্বরূপ? কোন্‌টি সঙ্গত? শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হওয়াই সঙ্গত, কারণ, অন্তর্যামিব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনী শাখায় "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া" এই স্থানে কাণ্বশাখায় "যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া" এইরূপ পাঠ আছে। "বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মাই যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ বিস্তার করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানই কর্তৃস্বরূপ আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রেও "প্রকৃতপক্ষে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল" ইত্যাদিরূপে জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, "যিনি অনুভব করেন, আমি ইহা আঘ্রাণ করিতেছি, তিনিই আত্মা, যিনি মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য পদার্থ দর্শন করিয়া প্রীতি-লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই আত্মা নিশ্চয়ই জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপ, তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপও নন, জড়স্বরূপও নন ॥ ১৮ ॥

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ ।—উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্—উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহ

হইতে প্রয়াণ, গতি অর্থাৎ পরলোকে গমন ও আগতি অর্থাৎ পরলোক হইতে পুনরায় আগমনের। সম্প্রতি জীবের পরিমাণ কি? তাহাই বিচার করিতেছেন। জীবই ব্রহ্ম, এইরূপ বলা হয়, আবার দেখা যায়, জীবের দেহত্যাগ, পরলোকে গমন ও তথা হইতে পুনরাগমনও হইয়া থাকে। জীব ব্রহ্ম হইলে তাঁহার গমনাগমন হইতে পারে না, কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তিনি ত সর্ব্ব-স্থান ব্যাপিয়াই আছেন, তাঁহার আবার গমনাগমন কি? জীবের যখন উৎক্রমণাদি হয়, তখন তিনি ব্যাপক নহেন, সসীম, সসীম ব্যতীত গমনাগমন সম্ভব হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি জীবের পরিমাণ কি? তাহাই বিচার করিতেছেন। এই জীব কি অণু-পরিমাণ? না মধ্যম-পরিমাণ? না মহৎ পরিমাণ? আত্মার উৎপত্তি নাই, তিনি নিত্যচৈতন্যরূপী, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই জীব। পরমাত্মা অনন্ত বা অসীম, তাঁহার কোন পরি-মাণই হইতে পারে না, তবে আবার জীবের পরিমাণ স্থির করার প্রসঙ্গ উত্থাপনের কি আবশ্যক? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—যাহা বলিলে, তাহা সত্য, জীবের উৎক্রমণ, গমন ও আগমন, তাঁহার পরিচ্ছেদ অর্থাৎ পরিমাণ-বত্তা বা সসীমত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। কোন কোন শ্রুতি জীবের অণুপরিমাণত্ব সাক্ষাৎভাবেই স্বীকার করিয়াছেন, এই সমস্ত মতের সামঞ্জস্য-সাধনের জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। "জীব যখন এই দেহ হইতে প্রয়াণ করেন, তখন ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদির সহিতই উৎক্রমণ অর্থাৎ বহি-র্গত হইয়া যান," "যে কেহ এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে," "কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে

পুনরায় ইহলোকে আগমন করে।" এই তিনটি উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি-বিষয়ক শ্রুতি হইতে জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব বা অণুপরিমাণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। যিনি বিভু বা সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার গমনাগমন সম্ভব হয় না, সুতরাং পরিচ্ছেদ-পরিমাণ থাকায় ও জৈনমতে শারীর-পরিমাণত্ব অর্থাৎ মধ্যম-পরিমাণত্ব নিষিদ্ধ হওয়ায় জীবের অণুপরিমাণত্বই পাওয়া যাইতেছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বাভাবিক হইলে সর্ব্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই উপলব্ধি হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী নহে, পরন্তু অণু-পরিমিত, কারণ, তাঁহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি বিষয়ে শ্রুতি আছে। উৎক্রান্তিবিষয়ে শ্রুতি—"জীবাত্মা প্রকাশমান সেই পথে অর্থাৎ হৃদয়াগ্রপথে অথবা চক্ষু হইতে অথবা মস্তক হইতে অথবা শরীরের অন্য কোন স্থান হইতে নিক্রান্ত হন।" গতিবিষয়ে শ্রুতি—"যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।" আগতিবিষয়ে শ্রুতি—"কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত সেই চন্দ্রলোক হইতে পুনরায় ইহলোকে আগমন করে।" জীব বিভু বা সর্ব্বব্যাপী হইলে এই উৎক্রান্ত্যাদি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—স্বাত্মনা চ—আপনা হইতেও, উত্তরয়োঃ—পরবর্ত্তী দুইটির অর্থাৎ গতি ও আগতির। গতি ও আগতি এই দুইটি কর্ত্তার সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট, অর্থাৎ কর্ত্তার চলন না হইলে গমনাগমন সম্ভব হইতে পারে না, এ জন্যও জীব অণুপরিমাণ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—গ্রামের

আধিপত্য নষ্ট হওয়ার ন্যায় চলন ব্যতীতও কখন কখন কর্ম্মক্ষয়ে দেহের আধিপত্য নষ্ট হইতে পারে এবং তজ্জন্য উৎক্রান্তি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু গমনাগমন চলন ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, গমনরূপ ক্রিয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট, কর্ত্তার ইচ্ছা ভিন্ন গমনাগমন-ক্রিয়া সাধিত হইতেই পারে না। অনধাম বা অণুপরিমাণেরই গমনাগমন সম্ভব হয়। যখন গমনাগমনই সম্ভব হইল, তখন উৎক্রান্তি শব্দেও দেহ হইতে অপগমনই বুঝিতে হইবে, দেহের আধিপত্য নষ্ট হওয়া নহে। দেহ হইতে অপগমন বা নির্গমন না হইলে গমনাগমন হইতে পারে না। আরও দেখ, "চক্ষু বা মস্তক বা শরীরের অন্য কোন অবয়ব হইতে উৎক্রান্ত হয়" এই শ্রুতিতে শরীরের অংশবিশেষ উৎক্রমণের অপাদানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুত্যন্তরে দেহমধ্যেও জীবের গমনাগমনবিষয়ে উল্লেখ আছে, ইহার দ্বারাও জীবের অণুত্বই প্রমাণিত হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদিও সর্ব্বব্যাপী আত্মার অবস্থিতি ও শরীরের সহিত বিয়োগরূপ উৎক্রমণ কোনরূপে উপপত্তি করা যায়, কিন্তু গমনাগমন কোনরূপেই উপপাদন করা যায় না। কারণ, তাহা নিজেকেই করিতে হইবে, অতএব আত্মা সর্ব্বগত নহে ও অণুপরিমাণবিশিষ্ট ॥ ২০ ॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—ন না,—অণুঃ—অণুপরিমাণ, অতচ্ছ্রুতেঃ,—যে হেতুক সে বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—তাহা নহে, ইতরাধিকারাৎ—অন্যবিষয়ক প্রসঙ্গ হেতুক। অণুত্বপরিমাণ শ্রুতি না থাকায় অর্থাৎ মহত্ত্বপরিমাণ শ্রুতি থাকায় জীব অণু নহে, ইহা বলিতে পার না, কারণ, ঐ

মহত্বপরিমাণ শ্রুতি ইতরাধিকার অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মেরই পরিমাণ, জীবের অণুত্বের বিরোধী নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে অণুত্বের বিপরীত অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় আত্মা অণু নহে, মহান্, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, ঐ যে অণুত্ববিপরীত মহত্বশ্রুতি, উহা পরমাত্ম-বিষয়ক প্রকরণে উল্লিখিত হওয়ায় দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রে পরমাত্মাই প্রধান জ্ঞাতব্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; সুতরাং ঐ মহত্বপরিমাণবিষয়ক শ্রুতি প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মবিষয়ক বলিয়া জীবের অণুত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ে বিরোধী নহে ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময়" এইরূপে জীববিষয়ে প্রস্তাবের পর "সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা" এই শ্রুতিতে "মহান্" শব্দ উল্লিখিত থাকায় জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, সেস্থানে জীব হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর-বিষয়ক প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে। যদিও প্রথমেই জীববিষয়ক প্রসঙ্গ আছে, তাহা হইলেও "প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রতিহত-বোধবিশিষ্ট আত্মা যাঁহার বিজ্ঞাত হইয়াছে" প্রকরণমধ্যস্থ এই শ্রুতি দ্বারা পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সুতরাং ঐ মহত্বপরিমাণ পরমাত্মবিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, জীববিষয়ে নহে ॥ ২১ ॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ—অণুবাচকশব্দ ও উন্মান

অর্থাৎ অল্প হইতেও অল্প শব্দ থাকায়ও। স্পষ্ট অণুবাচক শব্দ ও অত্যল্প, এই দ্বিবিধ প্রয়োগ থাকাতেও জীবের অণুত্বই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—"পঞ্চ প্রাণ যাহাতে সন্নিবিষ্ট আছে, সেই এই অণুপরিমিত আত্মা মনের দ্বারা জ্ঞাতব্য" এই শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই অণুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ থাকাতেও জীবাত্মা অণু। প্রাণের সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়াতেও জীব অণু বলিয়া অভিহিত হয়। আরও দেখ, উন্মান শব্দও জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। "কেশের অগ্রভাগকে একশত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শত ভাগে বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ হয়, জীবও সেই পরিমিত সূক্ষ্ম" "তিনি অবর হইলেও আরা অর্থাৎ চর্ম্মভেদক সূচী-বিশেষের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম" ইহাই উন্মানশব্দের অর্থ। আচ্ছা, জীব যদি অণুই হন, তাহা হইলে শরীরের একাংশেই তিনি থাকেন, আর একাংশে থাকিয়া একই সময়ে সর্ব্বশরীরে বেদনাদির উপলব্ধি কিরূপে করিতে পারেন? দেখা যায়, জাহ্নবীজলে নিমগ্ন ব্যক্তির একই সময়ে সর্ব্বদেহে শৈত্যোপলব্ধি, গ্রীষ্মকালেও একই সময়ে সর্ব্বদেহে সন্তাপবোধ হয়? পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পঞ্চভাগে বিভক্ত প্রাণ যাঁহাতে সন্নিবিষ্ট আছে, সেই এই অণু আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিবে" এই শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবেই অণুশব্দের উল্লেখ আছে। উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করার নাম উন্মান, অর্থাৎ পরমাণু সদৃশ বস্তুর উল্লেখ করিয়া জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা। "একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একভাগকে আবার

শতভাগে বিভক্ত করিলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, জীবও সেই পরিমাণ জানিবে" "আত্মা অবর অর্থাৎ মহান্ হইলেও আরার অগ্রভাগ-পরিমিত জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতিই জীবের উন্মানত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, অতএব এই জীবাত্মা অণুপরিমাণই ॥ ২২ ॥

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—অবিরোধঃ—বিরোধ হয় না, চন্দনবৎ—চন্দন-প্রলেপের ন্যায়। অণু আত্মা দেহের একাংশে অবস্থিত হইলেও চন্দনের প্রলেপের ন্যায় অর্থাৎ দেহের একাংশে চন্দন-প্রলেপ দিলে তাহা যেমন সর্ব্বদেহের সন্তাপ দূর করে, তদ্রূপ সর্ব্বদেহেই তাঁহার কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যেমন শরীরের কোন এক স্থানে এক বিন্দু শ্বেতচন্দন লেপন করিলেও তাহা সর্ব্বশরীরেই অত্যন্ত প্রীতি উৎপাদন করে, তদ্রূপ আত্মাও দেহের একাংশে অবস্থিত হইলেও সর্ব্বদেহেই বেদনাদি অনুভব করিতে পারেন। ত্বকের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উক্তরূপ বেদনানুভব করা বিরুদ্ধ হয় না। ত্বক্ সর্ব্ব-দেহব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বদেহব্যাপী ত্বকের সহিত সম্বন্ধ থাকায় আত্মা উক্ত বেদনা উপলব্ধি করিতে পারেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহের কোন এক স্থানে এক বিন্দু চন্দন লেপন করিলেও তাহা যেমন সর্ব্বাঙ্গেরই আহ্লাদ উৎপাদন করে, তদ্রূপ আত্মাও দেহের একাংশে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্ব-দেহেই বেদনা অনুভব করিতে পারেন, ইহাতে কোন বিরোধই নাই ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ—অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হেতুক, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অভ্যুপগমাৎ—স্বীকার করায়, হৃদি হি—হৃদয়েই। যদি বল, চন্দনবিন্দু শরীরের এক স্থানেই লেপন করা যায়, ইহা ত প্রত্যক্ষই দেখা যায়, কিন্তু জীব যে এক স্থানেই অবস্থান করেন, তিনি যে অণুপরিমাণ, তাহা ত প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং অপ্রত্যক্ষ বিষযে প্রত্যক্ষ বস্তুর দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে বলিব, জীবও হৃৎপদ্মেই অবস্থান করেন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারও অবস্থিতিস্থান নিশ্চিত আছে, সুতরাং তোমার আপত্তি অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তুমি যে চন্দনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিরোধভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছ, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমান-উপমেয়ের বৈষম্যবশতঃ তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। দেহের একাংশেই চন্দনের অবস্থিতি ও সর্ব্বদেহের আহ্লাদ উৎপাদন প্রত্যক্ষ। আত্মা যে দেহের একাংশে অবস্থিত, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সর্ব্বদেহে তাঁহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ, আত্মার দেহের একাংশে অবস্থিতি যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে চন্দনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। যদি বল, উহা অনুমেয় বিষয়, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, অনুমানও অসম্ভব। সর্ব্বদেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় আত্মাও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কি সর্ব্বদেহব্যাপী বেদনা অনুভব হয়? অথবা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া? অথবা চন্দনবিন্দুর ন্যায় শরীরের একাংশে অবস্থিত ও অণু বলিয়া? এ সংশয় নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং সংশয়ের বিষয়ীভূত অনুমান অগ্রাহ্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, উক্ত দৃষ্টান্ত দোষাবহ নহে, কারণ, চন্দনের ন্যায় আত্মাও যে দেহের এক

স্থানেই অবস্থিত, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে, কোথায় ? তাহা বলিতেছি, "এই আত্মা হৃদয়ে," "যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়াভ্যন্তরে জ্যোতির্ময় পুরুষ" এই সমস্ত বেদান্তবাক্যে আত্মা হৃদয়েই থাকেন, ইহা দেখান হইয়াছে, অতএব চন্দনের দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কোন বৈষম্য-দোষ হয় নাই ॥২৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, চন্দনবিন্দু প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহ দেহের স্থানবিশেষে অবস্থিত হওয়ায় তাহারা আহ্লাদ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু আত্মার ত কোন একটা স্থানবিশেষ নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে, আত্মাও দেহের স্থানবিশেষেই অবস্থান করেন, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। "এই আত্মা হৃদয়মধ্যে অবস্থিত, সে স্থানে একশতটি নাড়ী আছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মা যে হৃদয়েই অবস্থিত, তাহা দেখান হইয়াছে। আত্মাও যে দেহেরই স্থানবিশেষে অবস্থিত, ইহাই জানাইবার জন্যই চন্দনের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

গুণাদ্বাহহলোকবৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—গুণাৎ—গুণহেতুকও, বা—অথবা, আলোকবৎ—আলোকের ন্যায়। চন্দনের দৃষ্টান্ত যদি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আলোকের দৃষ্টান্তে চৈতন্য-গুণের ব্যাপ্তি হেতুক জীব অণু হইলেও সর্ব্বদেহেই তাহার কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে কোন বিরোধ হয় না, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দীপ যেমন এক স্থানে অবস্থিত হইয়াই প্রভা দ্বারা সম্পূর্ণ গৃহকে উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ সূক্ষ্ম জীবও এক স্থানে অবস্থিত হইয়াই নিজ চৈতন্য-গুণের দ্বারা সর্ব্বদেহে কার্য্য করিতে পারেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কেহ যদি এমন কথা বলেন, চন্দন অবয়ববিশিষ্ট পদার্থ, ঐ চন্দনের সূক্ষ্মাবয়ব বা পরমাণু-সমূহ সর্ব্বদেহে বিস্তৃতিলাভ করিয়া তাহার হর্ষোৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু অণুপরিমিত জীব নিরবয়ব বা অমূর্ত্ত পদার্থ, তাঁহার এমন কোন অংশই নাই, যাহার দ্বারা সর্ব্বদেহে বিস্তৃতি লাভ করিয়া বেদনাদি অনুভব করিতে পারেন, অতএব চন্দনের দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। তাঁহাদের আপত্তিখণ্ডনার্থ বলিতেছেন, মন্যাদি বা প্রদীপাদি ভাস্বর পদার্থ-সমূহ গৃহের একাংশে অবস্থিত হইয়াও যেমন নিজ প্রভা দ্বারা গৃহের সর্ব্বাংশেই বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমস্ত গৃহকেই আলোকিত করে, তদ্রূপ অণু জীব এক স্থানে অবস্থিত হইলেও তাঁহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে বিস্তৃতি লাভ করে, এবং তদ্দ্বারাই সর্ব্বদেহেই বেদনাদি অনুভব করিতে পারেন। যদি বল, গুণীকে পরিত্যাগ করিয়া গুণ অন্যত্র থাকিতে পারে না, বস্ত্রের শুক্লগুণ বস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে ত দেখা যায় না, প্রদীপের প্রভার ন্যায় পারে, এ দৃষ্টান্তও দিতে পার না, কারণ, তাহাও দ্রব্য, গুণ নহে, নিবিড়াবয়ববিশিষ্ট তেজের নাম দীপ, আর প্রাবরল বা তরলাবয়ববিশিষ্ট তেজের নাম প্রভা, অতএব তোমার আলোকের দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না, ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সূত্রের বা শব্দটি মতান্তর-খণ্ডনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। আলোকের ন্যায় অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি উজ্জ্বল পদার্থসমূহ যেমন এক স্থানে অবস্থিত হইলেও তাহাদের আলোক বহুদূরব্যাপী হয়, তদ্রূপ আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও, তাঁহার নিজের গুণ জ্ঞান দ্বারা সকল দেহেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আচ্ছা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মা ত বিজ্ঞানমাত্র, তবে কেমন করিয়া আবার জ্ঞানকে গুণপদার্থ বলিতেছ? ইহার উত্তরে পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥২১॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—ব্যতিরেকঃ—পৃথক্‌ভাবে অবস্থান, গন্ধবৎ—গন্ধের ন্যায়। গন্ধ যেমন তদাশ্রয় দ্রব্য হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ গন্ধপরমাণুর বিশ্লেষ হয় না, অথচ গন্ধ-গুণ বিস্তৃতি লাভ করে, তদ্রূপ অণু জীবেরও চৈতন্য-গুণ সমস্ত দেহেই বিস্তৃত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পুষ্পাদি সুগন্ধিদ্রব্যসমূহ নিকটে না থাকিলেও তাহার গন্ধ উপলব্ধি হয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, যেমন গন্ধ পদার্থ গুণ হইলেও তাহার আশ্রয়-স্বরূপ গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে পৃথক্ হইয়া অন্যত্র বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে, তদ্রূপ জীব অণু হইলেও তাঁহার চৈতন্যগুণ তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে স্থানান্তরেও বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—গন্ধ পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান হইলেও যেমন পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ "আমি জানিতেছি" জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান এই জ্ঞানও আত্মা বা জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—তথাচ—সেইরূপই, দর্শয়তি—দেখাইতেছেন। শ্রুতিও চৈতন্যগুণের দ্বারা আত্মার দেহব্যাপিত্ব দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রুতি আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত ও অণুপরিমিত, ইহা বলিয়া, সেই আত্মাই চৈতন্যগুণের

দ্বারা লোম হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ইহা বলিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে অর্থাৎ এই পুরুষই জ্ঞাতা" এই শ্রুতিও পূর্ব্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৮

সূত্রার্থ ।—পৃথগুপদেশাৎ—পার্থক্যের উপদেশ থাকাতেও। আত্মা ও প্রজ্ঞা বা জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই দুইটি শব্দ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেও চৈতন্যগুণের দ্বারা আত্মার সর্ব্বদেহব্যাপিত্ব সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে আরূঢ় হইয়া" এই শ্রুতি আত্মাকে কর্ত্তা ও প্রজ্ঞাকে করণরূপে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করায় চৈতন্যগুণের দ্বারাই আত্মা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। "বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যগুণের দ্বারা এই প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হন" এই শ্রুতিতেও কর্ত্তা জীব হইতে বিজ্ঞানের পৃথক্ উল্লেখও উক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতেছে। অতএব আত্মা অণু, ইহা সিদ্ধান্তিত হওয়ায় বলিতেছেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না" এই শ্রুতিতেও স্পষ্টভাবেই বিজ্ঞাতা অর্থাৎ জীব হইতে বিজ্ঞানের পার্থক্য উপদিষ্ট হইয়াছে। আচ্ছা, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া" "যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞকে প্রকাশিত করিতেছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানই আত্মা বা আত্মার স্বরূপ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে দিতেছেন ॥ ২৮ ॥

তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—তদ্গুণসারত্বাত্তু—ইচ্ছাদি বুদ্ধিগুণ-সমূহের প্রাধান্য হেতুকই, তদ্ব্যপদেশঃ—তাঁহার অণুত্ব কথিত হইয়াছে, প্রাজ্ঞবৎ—পরমাত্মার ন্যায়। জীবাত্মা অণু, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, তবে যে শ্রুতি তাঁহাকে অণু বলিয়াছেন, সে কেবল বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি অনুসারে। উপাসনার জন্য যেমন পরমাত্মাকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া কল্পনা করা যায়, জীবও তদ্রূপ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ সমূহের প্রাধান্যবশতই পরিচ্ছিন্ন ও সংসারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবের উৎপত্তিবিষয় যখন শ্রুত হওয়া যায় না, তখন জীব যে অণু, এ উক্তি অসমীচীন। শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদেশ থাকায় ও পরব্রহ্মই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবে অবস্থান করেন, এইরূপ উক্তি থাকায় পরব্রহ্মই জীব, ইহা উক্ত হইয়াছে। পরব্রহ্মই যদি জীব, তাহা হইলে পরব্রহ্মের যে পরিমাণ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়া উচিত। শ্রুতি পরব্রহ্মকে যখন বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়াছেন, তখন জীবও বিভুই, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত জীবের বিভুত্ববাদ সমর্থিত হইতে পারে। আত্মা শরীরপরিমাণ, ইহা পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অণু ও মধ্যমপরিমাণও নিষিদ্ধ হওয়ায় অবশিষ্ট মহৎপরিমাণই স্থির হয়, তবে কেমন করিয়া জীবের অণুত্ব-উক্তি সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তদ্গুণসারত্বহেতুক অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বুদ্ধির গুণসমূহই প্রধানতঃ আত্মার সংসারভাবের হেতু, সেই জন্যই আত্মা তদ্গুণসার অর্থাৎ বুদ্ধিগুণপ্রধান, সেই বুদ্ধিগুণের প্রাধান্য হেতুকই,

তাঁহার তদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধির গুণ-সমূহের সংযোগ ব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব হইতে পারে না। নিত্যমুক্ত আত্মা কর্ত্তা, ভোক্তা ও সংসারী না হইলেও কেবল উপাধিরূপ বুদ্ধির ধর্ম্মসমূহের আরোপ হেতুকই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসারী বলিয়া কথিত হন সুতরাং বুদ্ধির ধর্ম্মসমূহের প্রাধান্য হেতুকই বুদ্ধির পরিমাণানুসারেই জীবের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির উৎক্রান্তিগমনা-গমনেই জীবের উৎক্রান্ত্যাদি ব্যপদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিজের উৎক্রান্ত্যাদি নাই। সগুণ উপাসনায় উপাধি-গুণপ্রাধান্য বশতঃ ধান্য বা যব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, মনোময় প্রাণ শরীর ইত্যাদিরূপে প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকে যেমন অণু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জীবের অণুত্বব্যপদেশও সেইরূপ। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম্মসমূহের প্রাধান্যবশতই যদি আত্মার সংসারিত্ব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি ও আত্মা এই দুইটি পৃথক্ পদার্থের সংযোগের বিনাশও কখন না কখন অবশ্যম্ভাবী, আর সেই সংযোগ ধ্বংস হইলে বুদ্ধি হইতে বিভক্ত আত্মার নিরালম্বতানিবন্ধন তাঁহার অসদ্ভাব ও অসংসারিত্ব সম্ভাবিত হয়। ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আনন্দই যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সারভূত অর্থাৎ প্রধান গুণ, এবং সেই জন্যই তিনি "আনন্দ" নামে অভিহিত হন, বিজ্ঞানও তেমনই এই আত্মার সারভূত গুণ, এবং সেই জন্যই তিনি "বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২৯ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ—যে কাল পর্য্যন্ত আত্মা সংসারী থাকেন, ততকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিসংযোগ থাকাতেও, ন

দোষঃ—দোষ হয় না, তদ্দর্শনাৎ—শাস্ত্রে সেইরূপই দর্শন করা হেতুক। শাস্ত্রেও দেখা যায়, আত্মার সংসারিত্ব ও বুদ্ধিসংযোগ সমকালস্থায়ী, আত্মা যত দিন সংসারী থাকিবেন, বুদ্ধিসংযোগও তত দিন থাকিবে, সুতরাং পূর্ব্বোক্তি দোষজনক নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যত কাল পর্য্যন্ত সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীবের সংসারিত্ব-নিবৃত্তি না হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব না হওয়ায় জীব যত দিন সংসারী থাকিবেন, তত দিন তাঁহার বুদ্ধির সহিত সংযোগও প্রশমিত হয় না, অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিবার কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধিরূপ উপাধির পরিকল্পনা ব্যতীত জীব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই তিনি জীব ও সংসারী নামে অভিহিত হন। বেদান্ত-শাস্ত্রে নিত্যমুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন চেতনাধাতুর উল্লেখ দেখা যায় না। যদি বল, যাবৎকাল আত্মভাব, তাবৎকালই যে বুদ্ধিসংযোগ থাকে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে বিজ্ঞানময়, হৃদয়াভ্যন্তরে জ্যোতিঃস্বরূপ এই যে পুরুষ, ইনি সমান হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া ইহ ও পরলোকে সঞ্চরণ করেন, যেন ধ্যান করেন, যেন ক্রীড়া করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেই তাহা জানা যায়। উক্ত শ্রুত্যুক্ত বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ বুদ্ধিময়। আচ্ছা, যদি কেহ এরূপ বলেন যে, "হে সৌম্য! তৎকালে সতের সহিত সম্পন্ন হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যহেতুক এবং সৃষ্টপদার্থমাত্রেরই প্রলয় বা নাশ হয়, ইহা স্বীকার করায়, সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আত্মার বুদ্ধির সহিত সংযোগ স্বীকার করিতে পারা যায় না ও থাকেও না, অতএব যাবদাত্মভাবিত্ব-বুদ্ধিসম্বন্ধ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পরসূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন॥ ৩০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মার যাবৎকাল স্থায়িত্ব, বিজ্ঞানেরও তাবৎকাল স্থায়িত্ব, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মা কখনই থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান আত্মার নিত্যসহচর গুণ, অতএব বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা আত্মাকে অভিহিত করা দোষাবহ নহে। দেখ, গোত্বাদিধর্ম্মসমূহ খণ্ডের সমকালভাবী, অর্থাৎ যত দিন খণ্ডাদি থাকিবে, তাহাতে গোত্বাদিধর্ম্মসমূহও তত কাল থাকিবে, এজন্য গোত্বাদিধর্ম্মবোধক শব্দ দ্বারাও খণ্ডাদির উল্লেখ করিতে দেখা যায়। আরও দেখ, প্রকাশ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এ জন্য অগ্নিকে "প্রকাশ" এই বলিয়াও অভিহিত করা হয়। সূত্রে যে "চ" শব্দটি আছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনই স্বপ্রকাশ, অতএব, আত্মাকে "বিজ্ঞান" বলিয়া অভিহিত করা দোষাবহ নহে ॥ ৩০ ॥

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—পুংস্ত্বাদিবৎ—পুরুষত্বাদির ন্যায়, তু—কিন্তু, অস্য—এই বুদ্ধিসংযোগের, সতঃ—বিদ্যমানের, অভিব্যক্তিযোগাৎ —প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাহেতুক। বাল্যাবস্থায় শুক্র-শ্মশ্রু প্রভৃতি পৌরুষধর্ম্মসমূহ যেমন বীজভাবে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, যৌবনে তাহার প্রকাশ হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আত্মার বুদ্ধিসম্বন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় বা সূক্ষ্ম বীজভাবে বিদ্যমান থাকে, জাগ্রৎ ও সৃষ্টিকালে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লোক-দৃষ্টান্তেও দেখ, বাল্যকালে শুক্রাদি পৌরুষধর্ম্মসমূহ সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ

অপ্রকাশিতভাবে থাকায়, তাহা যেমন নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, পরে যৌবনাদির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদেরও আবির্ভাব হইতে দেখা যায়, বীজরূপে না থাকিলে তাহার প্রকাশ হইতে পারিত না, সেইরূপই এই বুদ্ধিসম্বন্ধও সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে শক্তি বা বীজরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পুনরায় জাগরণ ও সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয়। এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত; কারণ, কোন বস্তুই অকস্মাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব আত্মার স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না, এই যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—*দেহের স্বরূপ-নির্ণয়ে* উক্ত হইয়াছে, এই শরীর রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু, বায়ু, পিত্ত, কফ এই মল বা দোষত্রয়, পিতামাতারূপ দ্বিবিধ-যোনি বা কারণ ও চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারজাত। ইহা হইতে জানা যায়, সপ্তধাতুত্ব শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু বাল্যাবস্থায় ঐ সপ্তধাতুর মধ্যে পুংস্ত্ব অর্থাৎ শুক্র প্রভৃতি অসাধারণ ধাতুসমূহ দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও গূঢ়ভাবে থাকে, পরে যৌবনে তাহার প্রকাশ হয়। এ স্থানে যেমন পুরুষের ঐ ধাতুটিকে কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক বলা যায় না, সেইরূপ সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় এই জ্ঞান গূঢ়ভাবেই বিদ্যমান থাকিয়া জাগ্রদাদি অবস্থায় অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহার স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব অনুপপন্ন হয় না। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায়ও যে "অহং" পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই জাগরণাদিকালে বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা উপলব্ধি হয় মাত্র। আত্মাতে যে এই জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্ম আছে, তাহাও পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, অতএব জ্ঞাতৃত্বই জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও সেই এই আত্মা অণুপরিমিত, মহান্ নহে ॥৩১॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বাঽন্যথা ॥৩২॥

সূত্রার্থ।—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ—সর্ব্বদাই উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির সম্ভাবনা, অন্যতরনিয়মঃ—উভয়ের কোন একটির নিয়ম অর্থাৎ প্রতিবন্ধভাব, বা—অথবা, অন্যথা—অন্যপ্রকার হইলে। বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে সর্ব্বদাই সমস্ত বস্তুর জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের সম্ভাবনা; অথবা আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন একটির শক্তির প্রতিঘাত স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ঐ দুইটিই অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মার উপাধিস্বরূপ অন্তঃকরণকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও বিজ্ঞান এইরূপ বহুনামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন স্থানে বৃত্তিভেদে অর্থাৎ অন্তঃকরণের অবস্থাভেদে মন ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়। সন্দেহাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মিকা বৃত্তি বিজ্ঞান, স্মৃত্যাত্মিকা বৃত্তি চিত্ত। এইরূপ অন্তঃকরণের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য, ইহা স্বীকার না করিলে সর্ব্বদাই উপলব্ধি অথবা সর্ব্বদাই অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গ-রূপ দোষ ঘটিতে পারে। জ্ঞানের কারণস্বরূপ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থসমূহ, ইহারা সর্ব্বদাই যখন সন্নিহিত আছে, তখন সর্ব্বদাই সর্ব্ববিষয়েরই জ্ঞান হইতে পারে। আর উক্ত কারণ-সমূহ সন্নিহিত থাকিতেও যদি তাহার ফল অর্থাৎ জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে কোন সময়েই কোন বস্তুরই জ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু এরূপ দেখা যায় না, সুতরাং বস্তুজ্ঞানের নিয়ামক মনকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আর যদি তাহা অস্বীকার করিয়া কেবল আত্মা ও ইন্দ্রিয়কে স্বীকার কর, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একের শক্তির প্রতিবন্ধ স্বীকার করিতে

হইবে, তাহা না হইলে কেন যে কখন বা জ্ঞান হয়, কখন বা হয় না; ইহার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না ; কিন্তু আত্মার শক্তির প্রতিবন্ধ অসম্ভব, কারণ, তিনি নির্ব্বিকার। ইন্দ্রিয়েরও শক্তি-প্রতিবন্ধ ঘটিতে পারে না, যে হেতু, যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি পূর্ব্বে ও পরেও অপ্রতিহত ছিল, সহসা তাহা প্রতিহত হইতে পারে না। অতএব, যাহার অবধান ও অনবধান অর্থাৎ সংযোগ ও বিয়োগে জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব ঘটে, তাহাই মন বা অন্তঃকরণ ; সুতরাং বুদ্ধির ধর্ম্মসমূহের প্রাধান্য বশতই আত্মার অণুত্বাদিব্যপদেশ, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা —সম্প্রতি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে আত্মার সর্ব্বগতত্ব-বিষয়ে দোষ দেখাইতেছেন,—অন্যথা অর্থাৎ ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বগত ও জ্ঞানস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বদাই এক সময়েই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি দুই-ই হইতে পারে, অথবা অন্যতরনিয়ম অর্থাৎ হয় সর্ব্বদাই কেবল উপলব্ধি অথবা কেবল অনুপলব্ধি, এইরূপ ঘটিতে পারে। দেখ, জগতে ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, কোন বস্তুসম্বন্ধে নিজের জ্ঞান হওয়া বা না হওয়া বিষয়ে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বগত আত্মাই হেতু হন, যদি তিনি কেবল উপলব্ধি অথবা অনুপলব্ধি অথবা উভয়েরই হেতু হন, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সকল বিষয়েই উভয়েরই অর্থাৎ উপলব্ধি অনুপলব্ধি দুইএরই প্রসক্তি হয় ; আর যদি কেবল উপলব্ধিরই হেতু হন, তাহা হইলে কোন সময়েই কোন বিষয়েরই অনুপলব্ধি হইতে পারে না, আর যদি কেবল অনুপলব্ধিরই হেতু হন, তাহা হইলে কোন সময়েই কোন বিষয়েই উপলব্ধি হইতে পারে না। আমাদের মতে অর্থাৎ আত্মা অণু ও জ্ঞানগুণবিশিষ্ট এই মতে, আত্মা যখন আমাদের শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত, তখন সেই স্থানেই তাঁহার উপলব্ধি হয়, অন্যত্র হয় না। আর উপলব্ধিকে যদি ইন্দ্রিয়াধীন বল, তাহা হইলেও সমস্ত আত্মাই যখন

সর্ব্বগত, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্ব্বদা সংযোগ থাকায় এবং অদৃষ্টাদিরও কোন নিয়ম না থাকায় পূর্ব্বোক্ত দোষ সমানই থাকিয়া যায় ॥ ৩২ ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—কর্ত্তা—কর্ত্তা, শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—শাস্ত্রের সাফল্য-হেতুক। শাস্ত্রার্থের মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্তও জীবের কর্ত্তৃত্বই স্বীকার্য্য, অচেতন বুদ্ধির নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তদ্গুণসারত্বাধিকারে অর্থাৎ যে অধিকারে জীবকে বুদ্ধিধর্ম্মবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, সেই অধিকারে জীবের অন্য ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সে স্থানে বলা হইয়াছে, এই জীবই কর্ত্তা, কারণ, তাহা হইলেই অর্থাৎ জীবই করেন, ইহা স্বীকার করিলেই "এইরূপ যজ্ঞ করিবে, হোম করিবে, দান করিবে" ইত্যাদি বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়াই শাস্ত্র তাঁহার কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে ঐ সমস্ত উপদেশ অপ্রাসঙ্গিক হইত। বিশেষতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই "ইনিই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যও সার্থক হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই আত্মা জ্ঞাতা ও অণুপরিমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ঐ আত্মা অর্থাৎ জীবই কি কর্ত্তা? অথবা তিনি নিজে কর্ত্তা না হইয়াও অচেতন গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বকেই আপনাতে আরোপ করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানী হন? এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য। কি হওয়া সঙ্গত? আত্মা নিজে কর্ত্তা নন, এই বিচারই সঙ্গত, কারণ, অধ্যাত্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মার নিজের কোন

কর্তৃত্ব নাই, গুণেরই কর্তৃত্ব। কঠোপনিষদে আছে—"জন্মও নাই মৃত্যুও নাই" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্ম জন্মমরণাদি সমস্তই জীবের সম্বন্ধে নিষেধ করিয়া হননাদিব্যাপারেও তাঁহার কর্তৃত্ব নাই, এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ই "যে ব্যক্তি নিজেকে হন্তা বলিয়া মনে করে, সে আত্মাকে জানে না," ইত্যাদিবাক্যে অকর্তৃত্বই জীবের স্বরূপ, কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার মোহমাত্র; এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব পুরুষ কেবল ভোক্তা মাত্র, প্রকৃতিই কর্ত্তা। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—আত্মাই কর্ত্তা, গুণসমূহ নহে, কারণ, শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদারক্ষাই তাহার হেতু। "স্বর্গেচ্ছু ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" "মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা করিবে" ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যসমূহ, স্বর্গমোক্ষাদি ফলের যিনি ভোক্তা, তাঁহাকেই উক্ত যাগাদি কার্য্যের কর্তৃত্বে নিয়োগ করিতেছে। অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব হইলে অন্য ব্যক্তিকে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করা হইত না। শাসন করে বলিয়াই শাস্ত্র নাম, শাসনের অর্থ কর্ত্তব্যবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মান, জ্ঞানোৎপাদনের দ্বারাই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকত্ব সার্থক হয়, কিন্তু অচেতন প্রকৃতির জ্ঞানোৎপাদন করা সম্ভব নহে, অতএব ভোক্তা চেতন আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা হয় ॥ ৩৩ ॥

বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ :—বিহারোপদেশাৎ—বিহরণ অর্থাৎ সঞ্চরণের উপদেশ থাকাতে। জীব স্বপ্নে বিচরণ করেন, শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ থাকাতেও জীবই কর্ত্তা।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—জীব-প্রকরণের সন্ধ্যাস্থান অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কথিত "সেই অমৃত আত্মা যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই গমন করেন" "নিজদেহে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হন" ইত্যাদি

শ্রুতি জীবের স্বপ্নে বিচরণবিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, এ কারণেও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শ্রীভাষ্যকার বিহারোপদেশাৎ ও উপাদানাৎ এই দুইটি সূত্রকে "উপাদানাৎ বিহারোপদেশাচ্চ" এইরূপ একটি সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের ব্যাখ্যা পরসূত্রে দেওয়া যাইতেছে ॥ ৩৪ ॥

উপাদানাৎ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ ঃ—উপাদানাৎ—গ্রহণ-হেতুক। জীব ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হন, এ জন্যও জীবই কর্তা।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শ্রুতি পূর্বোক্ত জীবপ্রকরণেই "তিনি বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হন" "ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া পরিবর্তিত হন" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয়সমূহকে জীব গ্রহণ করেন, এইরূপ বলিয়াছেন, এ কারণেও জীবই কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"প্রসিদ্ধ মহারাজ যেমন" এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া "এইরূপ এই জীবাত্মাও এই প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া নিজের শরীরমধ্যে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন অর্থাৎ বিচরণ করেন" এই শ্রুতিতে প্রাণসমূহের গ্রহণ ও বিচরণ-বিষয়ে জীবেরই কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দেশবিপর্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ ।—ব্যপদেশাচ্চ—নির্দেশ হেতুকও, ক্রিয়ায়াং—

ক্রিয়াবিষয়ে, ন চেৎ—তাহা যদি না হইত, নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ—নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম থাকিত। শ্রুতি বিজ্ঞান শব্দে লৌকিক বৈদিক ক্রিয়াতে জীবকেই কর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান এই শব্দটিকে কর্ত্তারূপে উল্লেখ না করিয়া বিজ্ঞানের দ্বারা এই করণরূপেই নির্দ্দেশ করিতেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিজ্ঞানই যজ্ঞ ও লৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করে" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান বা জীবকেই লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়া সম্পাদনে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ থাকাতেও জীবই কর্ত্তা। যদি বল, বিজ্ঞান শব্দ ত বুদ্ধি অর্থেই ব্যবহৃত হয়, ইহার দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, এ স্থানে বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা জীবেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুদ্ধির নহে। যদি বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ করা হইত, তাহা হইলে "বিজ্ঞান" এই কর্ত্তৃকারকের প্রয়োগ না থাকিয়া "বিজ্ঞানেন" এই করণকারকেরই প্রয়োগরূপ নির্দ্দেশের ব্যতিক্রমই থাকিত। অন্য শ্রুতিতেও দেখা যায়, বিজ্ঞানশব্দ যে স্থানে বুদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে স্থানে করণকারকের বিভক্তিই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এ স্থানে আপত্তি হইতে পারে, বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মাই যদি কর্ত্তা হন, তাহা হইলে তিনি ত স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সেই স্বাধীন জীব নিয়মিত-ভাবে নিজের যা কিছু প্রিয় ও হিতকর কার্য্য, তাহাই সম্পাদন করিতেন, অপ্রিয় অহিত কার্য্য কখনও করিতেন না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি নিজের অহিত কার্য্যও করেন, স্বাধীন জীবের এরূপ প্রবৃত্তি সঙ্গত হইতে পারে না। পর-সূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিজ্ঞান যজ্ঞ ও কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করে" এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানকে লৌকিক ও বৈদিক

ক্রিয়াসমূহের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায় বিজ্ঞানশব্দবাচ্য জীবকেই কর্ত্তা বলা হইয়াছে। যদি বল, বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা আত্মার নির্দ্দেশ করা হয় নাই, পরন্তু অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধিরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তাহা হইলে কর্ত্তৃকারকের নির্দ্দেশ না থাকিয়া "বিজ্ঞানের দ্বারা" এইরূপ করণকারকের বিভক্তিরই নির্দ্দেশ করা হইত ॥ ৩৬ ॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—উপলব্ধিবৎ—উপলব্ধি বা অনুভবের ন্যায়, অনিয়মঃ—নিয়মের অভাব। আত্মার উপলব্ধির কোন নিয়ম না থাকার ন্যায় প্রবৃত্তিরও কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ তিনি কখন ইষ্টকে অনিষ্ট, আবার কখন অনিষ্টকে ইষ্ট বলিয়া অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহার অনুভূতি অনুসারেই ইষ্টানিষ্টবিষয়ে প্রবৃত্তিরও কোন নিয়ম নাই, কাযেই উক্ত আপত্তির কোন মূল্যই নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই আত্মা উপলব্ধি বা অনুভব করার বিষয়ে স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন হইলেও, অনিয়মিত ভাবে ইষ্টকে হয় ত অনিষ্ট, আবার কখন বা অনিষ্টকেই ইষ্ট বলিয়া মনে করেন ; এইরূপ অনিয়মিতভাবে অর্থাৎ যেমন তিনি মনে করেন, সেইরূপ ভাবেই কার্য্যও সম্পাদন করেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলে যে দোষ হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। "নিত্য উপলব্ধি বা অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হইতে পারে" এই সূত্রে আত্মার বিভুত্ব স্বীকারে উপলব্ধির অনিয়মরূপ যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও সেই দোষই

ঘটিতে পারে। প্রকৃতি সকল পুরুষেরই যখন সমানভাবে ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কার্য্যই সকল পুরুষেরই ভোগার্থ হইতে পারে, অথবা কাহারই হইতে পারে না। সকল আত্মাকেই যখন বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তখন প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের সকলেরই সান্নিধ্যও সমান, কোনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকিতে পারে না, অতএব অন্তঃকরণাদিরও এরূপ কোন নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য সম্ভব হইতে পারে না, যাহা দ্বারা কোনরূপ ব্যবস্থা বা কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ—শক্তির ব্যতিক্রমহেতুক। বুদ্ধিকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার করণশক্তির ব্যতিক্রম হইয়া কর্তৃশক্তিরই আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসঙ্গত, সুতরাং জীবই কর্ত্তা, বুদ্ধি নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিজ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধিই যদি কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধির করণশক্তির বিলোপ ও কর্তৃশক্তির প্রাপ্তি-স্বীকাররূপ শক্তির বিপর্য্যয়-দোষ সম্ভাবিত হয়। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি স্বীকার করিলে "অহং" এই জ্ঞানের যাহা কিছু বিষয়, তাহাও বুদ্ধিরই স্বীকার করিতে হয়। "আমি যাইতেছি" "আমি করিতেছি" ইত্যাদিরূপ প্রবৃত্তি অহঙ্কারপূর্ব্বকই, অর্থাৎ "আমি" এই উল্লেখেই সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে "আমি যাইতেছি" ইত্যাদিরূপ কর্তৃশক্তি-বিশিষ্ট বুদ্ধির আর একটি করণশক্তির কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে, কারণ, কর্ত্তাই সর্ব্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইলেও একটি করণশক্তির অর্থাৎ কার্য্যসাধক পদার্থান্তরের সাহায্য লইয়াই তাঁহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। তাহা হইলে কেবল নাম লইয়াই যাহা কিছু বিরোধ, বস্তুগত

কোন বিরোধ হয় না, অতএব করণ হইতে কর্ত্তা যে পৃথক্, ইহা যখন স্বীকার করিতেই হইতেছে, তখন এ জন্যও বিজ্ঞান ব্যতীতও স্বতন্ত্র জীব কর্ত্তা হইতে পারে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বুদ্ধিকে যদি কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্বশক্তিও যে বুদ্ধিরই, তাহা স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা হইলেই আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তিকে অস্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ বুদ্ধিরই ভোক্তৃত্বশক্তি সিদ্ধ হইলে আত্মার অস্তিত্ব-স্থাপনেও প্রমাণের অভাব ঘটে, কারণ, ভোক্তৃত্বহেতুকই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, ইহাই সাংখ্যবাদী-দিগের সিদ্ধান্ত ॥ ৩৮ ॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ ।—সমাধ্যভাবাচ্চ—সমাধি অর্থাৎ চিত্তসংযমের অভাব হেতুকও। আত্মার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলে শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য যে সমাধি বা যোগশাস্ত্রোক্ত সংযমবিশেষের উপদেশ আছে, তাহারও অভাব অর্থাৎ আনর্থক্য হইয়া পড়ে, সে উপদেশ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বেদান্ত-শাস্ত্রে "আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য" ইত্যাদিরূপ যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ সমাধি বা চিত্তসংযমের উপদেশ আছে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে ঐ উপদেশবাক্যও সঙ্গত হয় না, এ জন্যও আত্মার কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ সমাধিবিষয়েও বুদ্ধিই কর্ত্রী হয়। "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" এই জ্ঞানই হইতেছে সমাধি, কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" এরূপ সমাধি করিতে পারে না, এ জন্যও আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—যথা চ,—যেমন, তক্ষা—সূত্রধর, উভয়থা—দুই প্রকারই। একই সূত্রধর অর্থাৎ ছুতার যেমন বা'স প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যকর্ত্তা হয় ও তজ্জন্য ক্লেশানুভব করে, পরে কার্য্য হইতে বিরত হইলে ঐ সমস্ত অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করত অকর্ত্তা হইয়া বিশ্রাম করে ও তজ্জন্য সুখানুভব করে, সেইরূপ আত্মাও স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করত কর্ত্তা হন ও তজ্জন্য ক্লেশানুভব করেন, পরে সুষুপ্তি অবস্থায় সে সমুদয় পরিত্যাগ করত অকর্ত্তা ও তজ্জন্য সুখানুভব করেন এবং মুক্তা-বস্থাতেও জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারকে ধ্বংস করিয়া অকর্ত্তা ও কেবল হইয়া সুখী হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রবাক্য-সমূহের দ্বারা এইরূপে জীবের কর্তৃত্ব দেখান হইল, এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাভাবিক? না উপাধিজন্য? এ বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ইহাই স্থির করা যাইতে পারে যে, জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক। এই সম্ভাবনায় বলিতেছেন, জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইতে পারে না, স্বাভাবিক হইলে তাঁহার মোক্ষাভাবরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হয়,

এবং অগ্নি যেমন তাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা হইতে কোন সময়েই বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ জীবও কোন সময়েই কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, কর্তৃত্ব দুঃখজনক, উহা হইতে মুক্তি না পাইলে জীবের মোক্ষও হয় না। যদি বল, অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিলেও কাষ্ঠের অভাবে যেমন দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনই জীবের কর্তৃত্বশক্তি থাকিলেও যদি জীব কার্য্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলেই ত তাঁহার মোক্ষলাভ হইতে পারে, সেই কার্য্য-পরিত্যাগও নিমিত্ত-পরিত্যাগেই সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়—না, সম্পূর্ণভাবে নিমিত্ত পরিত্যাগ করা অসম্ভব। যদি বল, মোক্ষলাভের যে সমস্ত উপায় আছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি হইবে। এ উক্তিও সঙ্গত নহে, তাহা হইলে মোক্ষের অনিত্যতা-দোষ সঙ্ঘটিত হয়, যাহা কিছু সাধনাসাধ্য, তাহাই অনিত্য। আরও দেখ, আত্মা নিত্য বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত, এইরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলে উক্তরূপ আত্মজ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং উপাধিধর্ম্মের অধ্যাস বশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা হইলেই ঐ কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিক বা নৈমিত্তিক। শ্রুতিও অনেক স্থলে এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। উপাধিযুক্ত আত্মারই ভোক্তৃত্বাদি, যাহারা বিবেকী, তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা ব্যতীত জীব নামক কোন পৃথক্ পদার্থ কর্তা বা ভোক্তা নাই, জীব ও পরমাত্মায় কোন ভেদই নাই, কিন্তু তাহা হইলেও পরমাত্মা সংসারী বা কর্তা ভোক্তা হন না, অবিদ্যাপ্রভাবেই তাঁহার কর্তৃত্বাদি সঙ্ঘটিত হয়; পরে বা অবিদ্যার প্রভাব দূর হইলেই বিদ্যা দ্বারা কর্তৃত্বাদির অভাব হয়। আচার্য্য ব্যাসদেব এই বিষয়েই বলিতেছেন, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মার কর্তৃত্বকে স্বাভাবিক মনে করা উচিত নহে। এই লোকমধ্যে যেমন দেখা যায় যে, তক্ষা বা সূত্রধার "বাসী" অর্থাৎ কুঠারাকৃতি অস্ত্রবিশেষ প্রভৃতি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যকর্তা হয়

ও তজ্জন্ত দুঃখানুভব করে, সেই ব্যক্তিই আবার গৃহে আগমন করিয়া ও "বাসী" বা "বা'স" প্রভৃতি উপকরণ-সমূহ পরিত্যাগ করত নিশ্চেষ্ট হইয়া বিশ্রাম করে ও তজ্জন্ত সুখানুভব করে, সেইরূপ অবিদ্যাভিভূত আত্মা নানা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় বিবিধ কার্য্যের কর্ত্তা হন ও তজ্জন্ত দুঃখানুভব করেন, তিনিই আবার বিবিধকার্য্যজন্ত শ্রম অপনোদনের নিমিত্ত সুষুপ্তি অবস্থায় নিজের পরমস্বরূপে প্রবিষ্ট ও কার্য্যাদি হইতে বিরত হইয়া কর্ত্তৃত্বশূন্ত হন ও তজ্জন্ত সুখানুভব করেন। এইরূপ মোক্ষাবস্থাতেও জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারকে ধ্বংস করিয়া কেবল আত্মরূপেই বিরাজিত হন ও সুখী হন, অতএব আত্মার কর্ত্তৃত্বও ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সমন্বিত হইলেও, যখন ইচ্ছা হয়, তখন কার্য্য করেন, ইচ্ছা না হইলে করেন না; যেমন তক্ষা বা সূত্রধর "বা'স" প্রভৃতি কার্য্যসাধনের দ্রব্যসমূহ নিকটে থাকিলেও ইচ্ছানুসারে কখন কার্য্য করে, আবার করেও না। কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার ভোগেচ্ছাদির কোন নিয়মিত কারণ না থাকায় সর্ব্বদাই কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে, কোন সময়েই কর্ত্তৃত্বের বিরতি ঘটে না ॥ ৪০ ॥

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ।—পরাৎ—পরমাত্মা হইতে, তু—কিন্তু, তচ্ছ্রুতেঃ—সেইরূপই শ্রুতি থাকায়। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বতন্ত্র কি পরমাত্মার অধীন? এই সন্দেহে বলিতেছেন, শ্রুতি পরমাত্মাকেই সমস্ত বিষয়ের নিয়ামক বলিয়াছেন, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, পরমাত্মারই অধীন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অজ্ঞানাবস্থায় বুদ্ধ্যাদি উপাধিনিমিত্তকই জীবের কর্ত্তৃত্ব, এই যা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে, জীবের এই কর্ত্তৃত্ব কি ঈশ্বরাধীন? না স্বাধীন? এ বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাধীন, পরাধীন নহে, কারণ, ঈশ্বরাধীন বলিয়া বিবেচনা করার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। রাগ-দ্বেষাদি দোষ দ্বারা চালিত এবং কার্য্যসম্পাদনের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ-সমন্বিত এই জীব নিজেই নিজের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে সমর্থ ; ঈশ্বর তাহার কি করিবেন? কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে বৃষভাদির প্রয়োজন, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন হয় না। ইহা সকলেই জানে। ঈশ্বর কর্ত্তা, ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ, প্রাণিসমূহকে ক্লেশজনক কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন, অতএব জীব স্বয়ংই কর্ত্তা, ঈশ্বরাধীন নহে। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, অজ্ঞান অবস্থাতে, সমস্ত কর্ম্মের পরিচালক, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সকলের সাক্ষী, জ্ঞানদাতা পরমাত্মা হইতে দেহেন্দ্রিয়সমন্বিত, বিবেকবিহীন, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ইত্যাদিরূপ সংসার সঙ্ঘটিত হয়, আবার তাঁহারই অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে। শ্রুতিতেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"এই ঈশ্বর যাহাকে ইহলোক হইতে ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে উত্তম কার্য্যে প্রবৃত্তি দেন, আর যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন" "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত অর্থাৎ চালিত করেন" এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরই সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনের হেতু ও কর্ত্তা। এই সিদ্ধান্তে পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, আচ্ছা, ঈশ্বরই যদি সকল কার্য্যের কারয়িতা বা প্রবৃত্তিদাতা হন, তাহা হইলে তিনি কাহাকেও সৎকার্য্যে, কাহাকেও বা অসৎকার্য্যে

প্রবৃত্তি দেওয়ায় তাঁহার বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব ও নির্দ্দয়ত্বই প্রকাশ পায় এবং জীবেরও অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যাহা সে করে নাই, এরূপ কার্য্যের ফললাভরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হয়। ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবের এই কর্তৃত্ব কি স্বাধীন? অথবা পরমাত্মার অধীন? কোন্‌টি পাওয়া যাইতেছে? স্বাধীন বলিয়াই মনে হয়, কারণ, ঐ কর্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন হইলে বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্যসমূহ নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যিনি নিজ বুদ্ধিপ্রভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে সমর্থ, তিনিই নিয়োগের যোগ্য, সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন,—জীবের এই কর্তৃত্ব পরমাত্মা হইতেই সম্পন্ন হয়, স্বতন্ত্রভাবে হয় না, কারণ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জনসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করেন" "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মাও যাঁহাকে জানেন না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে অবস্থিত হইয়াই আত্মাকে সংযত রাখেন" ইত্যাদি। অতএব জীবের কর্তৃত্ব পরমাত্মারই অধীন, স্বাধীন নহে, ইহাই স্থির। আচ্ছা, ইহা স্বীকার করিতে হইলে ত বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্যসমূহের কোন সার্থকতাই থাকে না, তাহার উপায় কি? ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৪১ ॥

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ।—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ—জীব কর্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যাপেক্ষা, তু—পূর্ব্বপ্রদর্শিত আপত্তি খণ্ডনসূচক, বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ—বিহিত ও নিষিদ্ধ বাক্যসমূহের সার্থকতারক্ষার

নিমিত্ত। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কার্য্যানুসারেই ঈশ্বর শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেন। যে পূর্ব্বজন্মে সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাকে সৎকার্য্যেই প্রবৃত্তি দেন, যে অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাকে অসৎ-কার্য্যেই প্রবৃত্তি দেন, সুতরাং ইহা দ্বারা বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র-সমূহের মর্য্যাদাও রক্ষিত হয় এবং প্রদর্শিত দোষও খণ্ডিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব পূর্ব্ব-জন্মে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ যে প্রযত্ন বা চেষ্টা বা কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, ঈশ্বর সেই কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়াই অর্থাৎ সেই কার্য্যানুসারেই তাহাকে প্রবৃত্তি দেন, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটিতে পারে না। জীব নিজকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কার্য্যের তারতম্যানুসারেই নানাবিধ বিষম ফল ভোগ করে, এই ফলবৈষম্যের প্রতি ঈশ্বর মেঘের ন্যায় নিমিত্তকারণ মাত্র। লোকমধ্যে দেখা যায়, নিজ নিজ বীজ হইতে সমুৎপন্ন ধান্য-যব প্রভৃতির উৎপত্তিবিষয়ে মেঘ সাধারণভাবে নিমিত্তকারণমাত্র। মেঘ বর্ষণ না করিলে তাহাদের রস, ফল, ফুল ও পত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ উৎপন্ন হইত না, আবার নিজের নিজের বীজ না থাকিলেও জন্মিত না, এইরূপ ঈশ্বরও জীবের স্বস্বকর্ম্মবীজানুসারেই শুভাশুভ বিধান করেন। জীব কর্ত্তা হইলেও পরাধীন-কর্ত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর করান, জীব করে। ঈশ্বর যে কর্ম্মফলানুসারেই প্রবৃত্তি দেন, তাহা কিসে জানা যাইবে? এই সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেই "স্বর্গ কামেচ্ছু ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" "ব্রাহ্মণ অবধ্য" এই সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয়। জীব অত্যন্তই পরাধীন, ঈশ্বরই বিধিনিষেধাত্মক কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৪২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অন্তর্যামী পরমেশ্বর

সমস্ত কার্য্যেই জীবের চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করান। পরমাত্মার অনুমতি বা ইচ্ছা ভিন্ন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। যদি বল, কিসে ইহা জানা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য অর্থাৎ সার্থকতা প্রভৃতি কারণ হইতেই তাহা জানা যায়। "অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" এই সূত্রের আদি-শব্দে অনুগ্রহ-নিগ্রহাদিকে বুঝাইতেছে। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যেমন, যে ধনে দুই ব্যক্তির সমান অধিকার আছে, তাহাকে যদি পরধনে পরিণত করিতে হয়, অর্থাৎ তাহা যদি অন্য কাহাকেও দান করার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে উভয় ধনীরই সম্মতি আবশ্যক, এক জন অনুমতি না দিলে অপরের দান যখন সিদ্ধ হইতে পারে না, পরন্তু অপরের অনুমতি অনুসারেই দান করিয়াও সেই দানফল নিজেই ভোগ করিয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। ঈশ্বর পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার উক্ত পাপকর্ম্মে অনুমতি বা প্রবৃত্তি দেওয়া যে নির্দ্দয়তাসূচক নহে, তাহা সাংখ্যমত-নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর তাহাকে সদসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন এবং প্রয়োজনানুসারে নিগ্রহানুগ্রহের পাত্রও করেন ॥ ৪২ ॥

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশ-কিতবাদিত্ব-
মধীয়ত একে ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ।—অংশঃ—ভাগ বা অবয়ব, নানাব্যপদেশাৎ—নানাবিধ ভেদ উল্লেখ হেতুক, অন্যথা চাপি—এবং অন্য প্রকারেও, দাশ-কিতবাদিত্বম্—দাশ ও ধূর্ত্তাদি ভাব, অধীয়তে—পাঠ বা বর্ণনা করেন, একে—কোন কোন ব্যক্তি বা আচার্য্য। জীব ও ব্রহ্মের

সম্বন্ধ বিষয়ে নানাবিধ মত বিদ্যমান, কেহ বলেন, সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ; কেহ বলেন, জীব পরব্রহ্মেরই অংশমাত্র। শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়েই কথিত হইয়াছে। কোন কোন শাখায় ব্রহ্মকে দাশ অর্থাৎ জাতিবিশেষ ও ধূর্ত্তাদিরূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ দাশ-ধূর্ত্তাদিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।.

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব ও ঈশ্বরের উপকার্য্য উপকারক বা উপকৃত ও উপকারী ভাব বলা হইয়াছে; প্রভু-ভৃত্য বা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঐ ভাব পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যেই দেখা যায়, এক্ষণে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ? না অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাব-সম্বন্ধ? যদি ঈশ্বর ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ন্তা, আর জীব ঈশিতব্য বা নিয়ম্য হন, তাহা হইলে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হয়, কারণ, প্রভু ভৃত্যেরই উক্তরূপ সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। এই সম্ভাবনা পরিহার জন্যই বলিতেছেন, অংশ, স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও সেইরূপ ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বিবেচিত হওয়াই উচিত। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার আবার অংশ কোথায় যে জীব অংশ হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, অংশের ন্যায় অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে অংশ না থাকিলেও তাহা কল্পনা করিয়াই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, জীবই ব্রহ্ম, এ কথা বলা যায় না, কারণ, "তিনি অন্বেষণের বিষয়ীভূত, তিনি জ্ঞাতব্য" "ইঁহাকে জানিয়া মুনি হয়" এই সমস্ত শ্রুতিতে নানাবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভেদ না থাকিলে ঐ সমস্ত শ্রুতির যুক্তিযুক্ততা থাকে না। যদি বল, প্রভু-ভৃত্যসম্বন্ধেও ত উক্তরূপ ভেদ-নির্দ্দেশ সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অন্যথা অর্থাৎ কেবল ভেদনির্দ্দেশ থাকিতেই যে অংশরূপে

প্রতিপন্ন হয়, তাহা নহে, অন্যরূপেও অভেদ-প্রতিপাদক অর্থাৎ অংশ-বোধক বিবিধ নির্দেশ আছে। কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ ব্রহ্মের দাশ ও কিতব অর্থাৎ প্রতারকভাবও বর্ণনা করিয়াছেন, অথর্ব্ববেদের ব্রহ্ম-সূক্তে "দাসেরা ব্রহ্ম, দাসেরা ব্রহ্ম, এই সমস্ত ধূর্ত্তেরাও ব্রহ্ম" ইত্যাদি রূপে দাসনামে প্রসিদ্ধ কৈবর্ত্ত, দাসনামে প্রসিদ্ধ ভৃত্য, এবং দ্যূতকার প্রভৃতি হীনজাতিকেও ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া দেহপ্রবিষ্ট জীব-মাত্রেরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে যেমন কোন ভেদ নাই, তেমনই চৈতন্যাংশেও জীব ও ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা অবস্থাবিশেষে ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপন্ন হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের অঙ্গাঙ্গিভাব, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের অংশ, ইহাই প্রতীত হয়। এই অংশভাবের পক্ষে অন্য হেতুও আছে, পরসূত্রে তাহাই দেখাইতেছেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিবিধ শ্রুতিবিরোধবশতঃ এই জীব কি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই? অথবা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ? এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এই বিবিধ সংশয়ের মধ্যে প্রথমতঃ, ব্রহ্ম হইতে জীব সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহাই স্থির করা যায়, কারণ, "অজ অর্থাৎ জন্মরহিত দুইটি আত্মার মধ্যে একটি জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ঈশ্বর, আর একটি অজ্ঞ ও অনীশ্বর" এই শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ পৃথক্ই বলা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ "অগ্নি দ্বারা সেক করিবে" ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় ঔপচারিক বা গৌণ। জীব ব্রহ্মের অংশ, এ উক্তিও অসমীচীন, কারণ, তাহা হইলে জীবের দোষসমূহও ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারিত। ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষ জীব,

ইহা বলিলেও যে অশেষ উপপত্তি হইতে পারে, তাহাও নহে, কারণ, ব্রহ্ম অখণ্ডপদার্থ, তাঁহাকে কখনই খণ্ড বলা যাইতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করা অত্যন্ত দুরূহ। এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন— অন্যথা অর্থাৎ একত্বরূপে নির্দ্দেশ থাকায় জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে ভেদ অভেদ দুই প্রকার নির্দ্দেশই দেখা যায়। স্রষ্টা স্রজ্য, নিয়ন্তা নিয়ম্য, সর্ব্বজ্ঞ অজ্ঞ, স্বাধীন পরাধীন ইত্যাদি ধর্ম্মের দ্বারা উভয়েরই ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার "তিনিই তুমি" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে জীব-ব্রহ্মের অভেদও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার অথর্ব্ববেদে "ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাসসমস্ত, এই সমস্ত ধূর্ত্তেরাই ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে দাস ও কিতব বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বজীবেই তিনি ব্যাপকভাবে থাকায় অভেদও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ দুই প্রকার নির্দ্দেশেরই মুখ্যার্থসিদ্ধির নিমিত্ত জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই স্বীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ।—মন্ত্রবর্ণাচ্চ—মন্ত্রের অক্ষরসমূহ হইতেও। বৈদিক-শ্লোকের বর্ণনা দ্বারাও জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈদিক-মন্ত্রের বর্ণসমূহও পূর্ব্বপ্রতিপাদিত অর্থেরই সমর্থন করে। "এই সমস্ত প্রপঞ্চই এই বিরাট্পুরুষের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য, পুরুষ তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। সমস্ত ভূত ইহার পাদ বা অংশ, অপর ত্রিপাদ স্বর্গে ও তাহাই অমৃত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ভূতশব্দ আছে, তাহা জীবপ্রধান স্থাবর-জঙ্গমকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অংশ, পাদ, ভাগ এই কটি শব্দ একার্থবাচক,

সুতরাং বৈদিকমন্ত্রস্থ ঐ পাদ-শব্দ দ্বারাও জীব ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া জানা যাইতেছে। ঐ অংশত্ব সম্বন্ধে অন্য হেতুও পরসূত্রেও দেখাইতেছেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সমস্ত ভূত ইঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ দ্যুলোকে অমৃতরূপে বিরাজ করিতেছে" এই মন্ত্রবর্ণ হইতেও জীব ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পাদশব্দের অর্থ অংশ ॥ ৪৪ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ।—অপিচ—আরও, স্মর্য্যতে—স্মরণ করা যাইতেছে, অথবা স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। আরও দেখ, স্মৃতিও জীবকে ব্রহ্মের অংশত্ব বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই জীবলোকে আমারই সনাতন অংশ জীবস্বরূপে অবস্থিত" ঈশ্বর-গীতার এই বাক্যও জীবের ঈশ্বরাংশত্বই স্মরণ করাইতেছে। আচ্ছা, পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলে, নিয়ন্তা ও নিয়ম্যভাব প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধেই প্রসিদ্ধ। তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, উহা প্রসিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রবাক্য হইতেই অংশাংশিভাব ও নিয়ামক-নিয়ম্যভাব নিশ্চয় করা যায়। উত্তম উপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর অপেক্ষাকৃত হীন উপাধিসম্পন্ন জীবকে শাসিত বা চালিত করেন, এ সিদ্ধান্তে কোন বিরোধই ঘটিতে পারে না। আচ্ছা, জীব যদি সত্যই ঈশ্বরের অংশ হন, তাহা হইলে, সংসারাবস্থায় জীব যে সমস্ত দুঃখভোগ করেন, ঈশ্বরকেও তাহার অংশী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বরপ্রাপ্ত জীবের যদি অধিক দুঃখভোগই হয়, তাহা হইলে তাহার সংসারাবস্থাই ভাল, মোক্ষ নিতান্তই অনর্থক হইয়া পড়ে। ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"জীবলোকে আমার সনাতন অংশই জীবভাবে অবস্থিত" এই স্মৃতিও জীব যে পুরুষোত্তমেরই অংশ, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥ ৪৫ ॥

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকাশাদিবৎ—আলোক প্রভৃতির ন্যায়, ন—না, এবং—এইরূপ, পরঃ—পরমাত্মা। সূর্য্যাদির আলোক অঙ্গুলী প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে বক্রাদি বলিয়া মনে হইলেও তাহা যেমন বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ নয়, এবং অর্থাৎ এইরূপ, পরমাত্মাও জীবের দুঃখভোগের অংশী হন না, জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও উপাধিবশতঃ যে দুঃখভোগ করেন, নির্লিপ্ত পরমাত্মা সে দুঃখ ভোগ করেন না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব যেরূপ সংসারজনিত দুঃখ অনুভব করেন, পরমেশ্বর সেরূপ করেন না। জীব অবিদ্যাপ্রভাবে দেহাদিতে আত্মভাব অর্থাৎ আমিত্ববুদ্ধিবশতঃ সেই দৈহিক দুঃখের দ্বারা নিজেকে দুঃখী বলিয়া মনে করেন কিন্তু পরমেশ্বরের জীবের ন্যায় দেহাদিতে আমিত্ববুদ্ধি বা দুঃখাভিমান কিছু নাই। জীবের যে দুঃখাভিমান, তাহাও বাস্তবিক সত্য নহে। অবিদ্যা কর্তৃক নামরূপাদিবিশিষ্ট দেহাদিতে আত্মাভিমানবশতই ভ্রান্তজীবের দুঃখবোধ। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারা ভ্রান্তিবশেই "আমার পুত্র, আমার স্ত্রী" ইত্যাদি বোধে তাহাতে আসক্ত হয়, তাহারাই স্ত্রীপুত্রাদি-বিয়োগে দুঃখানুভব করে, কিন্তু অনাসক্ত পরিব্রাজকাদি সেরূপ দুঃখানুভব করেন না। যখন লৌকিক পুরুষেরও তত্ত্ব-জ্ঞানের সার্থকতা দৃষ্ট হয়, তখন বিষয়সম্পর্কবিহীন, নিত্য চৈতন্যমাত্রস্বরূপ

আত্মার যে দুঃখানুভব হইতে পারে না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—প্রকাশাদির ন্যায়, সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক বা প্রভা সমস্ত আকাশব্যাপী হইলেও অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিসম্বন্ধবশতঃ অঙ্গুলী প্রভৃতি পদার্থবিশেষের দ্বারা আবৃত হইলে অথবা তাহাদের উপরে পতিত হইলে, সেই পদার্থের আকারানুসারে সরল বা বক্রাদিভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহা যেমন বাস্তবিক তদাকারবিশিষ্ট নহে, সেইরূপ অবিদ্যাপ্রভাবে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসংযুক্ত জীবনামক অংশ দুঃখানুভব করিলেও অংশী ঈশ্বর সে দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অগ্নি, সূর্য্য ইত্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহের প্রকাশ বা প্রভা যেমন তাহাদের অংশ, দেহ যেমন দেহধারী দেবতা মনুষ্য প্রভৃতির অংশ, সেইরূপ জীবও পরমাত্মার অংশ। একটি বস্তুর একদেশত্ব অর্থাৎ একই স্থানে অবস্থিতি অথবা তাহার কোন একটা অবয়বের নাম অংশ, বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণ-বিশিষ্ট কোন বস্তুর যে বিশেষণ, ঐ বিশেষণ তাহার অংশ, লোকে "এই অংশটি বিশেষণ আর এই অংশটি বিশেষ্য" এইরূপ পৃথক্‌ভাবেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, বিশেষণ ও বিশেষ্যে অংশাংশিভাব থাকিলেও উহাদের একটা স্বাভাবিক পার্থক্য দেখা যায়। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাববিশিষ্ট জীব ও পরমাত্মারও অংশাংশিভাব ও স্বভাবভেদ উপপন্ন হয়। এই জন্যই বলিতেছেন, জীব যেরূপ, পরমাত্মা ঠিক সেরূপ নহে। প্রভা হইতে প্রভাসম্পন্ন বস্তু যেরূপ পৃথক্, প্রভাস্থানীয় নিজের অংশস্বরূপ জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও সেইরূপই পৃথক্। এরূপ জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যভাবজন্য স্বভাবভেদকে আশ্রয় করিয়াই ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আর তাঁহাদের অভেদনির্দ্দেশ-বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে দেখান হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ।—স্মরন্তি চ—স্মরণ করাও হয়। ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণও বলিয়াছেন যে, জীবের দুঃখের দ্বারা পরমাত্মা দুঃখিত হন না, শ্রুতিও এইরূপই বলেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তাহার মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তিনি কর্মফলের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। যিনি কর্মাত্মস্বরূপ অর্থাৎ কর্মাশ্রয় জীব, তিনিই বন্ধন ও মুক্তি দ্বারা যুক্ত হন অর্থাৎ মুক্তি ও বন্ধন তাঁহারই" ইত্যাদিরূপে ব্যাসাদি মুনিগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, জীবের দুঃখ দ্বারা পরমাত্মা দুঃখস্পৃষ্ট হন না। সূত্রের চশব্দটি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রুতিও ঐরূপই বলেন। আচ্ছা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদের দ্বারা জীবের অংশত্ব সিদ্ধ হয়, এ কথা বলিয়াছ বটে, কিন্তু ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপাদন করা যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে উক্ত বাক্য সঙ্গত হইত, কিন্তু জীব-ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়। কারণ, ব্রহ্মাত্মবোধেই জীবের মুক্তি, এজন্য স্বভাবগত ভেদনির্দেশ করিয়া অভেদোপদেশই শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।' ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার মুখ্য অংশও জীব হইতে পারে না, ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং একই পরমাত্মা সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা ও জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপেই বিধি-নিষেধশাস্ত্রের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। যে ভাবে হয়, তাহা পরসূত্রে দেখাইতেছেন॥ ৪৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরাশরাদি মহর্ষিগণও প্রভা ও প্রভাসম্পন্নের ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায়, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও শরীর ও আত্মভাবেই অংশাংশিভাব বিদ্যমান, এইরূপই

বলেন। সূত্রস্থ চ-শব্দটি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, শ্রুতিও জগৎ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে "জীবাত্মা যাঁহার শরীর" ইত্যাদি বাক্যে অংশাংশিস্বভাব স্বীকার করিয়াছেন। আচ্ছা, এইরূপে যদি সমস্ত জীবই ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম কর্তৃক প্রবৃত্ত, জ্ঞাতৃত্ব ইত্যাদি সমান হয়, তাহা হইলে কাহারও পক্ষে বেদাধ্যয়নাদি বিষয়ে অধিকার, কাহারও বা কেবল দর্শনাদি বিষয়ে অধিকার, আবার কাহারও বা এ সমস্তবিষয়ে নিষেধ বা অনধিকারিত্ব, এই সমস্ত বৈষম্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ।—অনুজ্ঞাপরিহারৌ—আদেশ ও নিষেধ বা অধিকার ও অনধিকার, দেহসম্বন্ধাৎ—দেহের সহিত সম্পর্কবশতঃই, জ্যোতিরাদিবৎ—জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের ন্যায়। দেহের সহিত সম্পর্ক থাকায় জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধেরও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ঋতুকালে ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইবে" ইহা শাস্ত্রীয় বিধি, "গুরুপত্নী গমন করিবে না" ইহা শাস্ত্রীয় পরিহার বা নিষেধ। "অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে পশু বধ করিবে" ইহা অনুজ্ঞা বা শাস্ত্রীয় বিধি। "কোন জীবেরই হিংসা করিবে না" ইহা পরিহার বা শাস্ত্রীয় নিষেধ। আত্মা এক হইলেও কেবলমাত্র দেহ-সম্বন্ধবশতই অর্থাৎ দেহমধ্যে অবস্থান করাতেই উক্তরূপ বিধি ও নিষেধসূচক বাক্যসমূহ সফল হয়। এই দেহসম্বন্ধ বলিতে কি বুঝাইবে? তাহার উত্তর দিতেছেন—পরস্পর সম্মিলিত দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে "আমিই" এই বিপরীত জ্ঞান ইহারই নাম দেহসম্বন্ধ। "আমি যাইতেছি" "আমি আসিতেছি"

ইত্যাদিরূপ অহংজ্ঞান বা আমিত্ববুদ্ধি সকল প্রাণীরই দেখা যায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ ব্যতীত ঐ বুদ্ধির অপগম হয় না, আত্মার ঐক্য স্বীকার করিলেও উক্তরূপ অবিদ্যাজন্য দেহাদি উপাধিসম্বন্ধকৃত পার্থক্য থাকায় অনুজ্ঞা-পরিহার-বাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—জ্যোতিঃ অর্থাৎ বহ্নি এক হইলেও যেমন যজ্ঞাগ্নি পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য, আর শ্মশানাগ্নি অপবিত্র বলিয়া অগ্রাহ্য, সূর্য্যের আলোক সর্ব্বস্থানেই এক হইলেও যেমন অপবিত্র স্থানে পতিত ঐ আলোক অস্পৃশ্য, আর পবিত্র স্থানে পতিত গ্রাহ্য ইত্যাদির ন্যায় ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অগ্নিস্বরূপে সমস্ত অগ্নিই এক হইলেও যেমন শ্রোত্রিয়-গৃহ হইতেই লোকে তাহা গ্রহণ করে, শ্মশানাদিস্থ অগ্নিকে পরিত্যাগ করে, শ্রোত্রিয় অন্নগ্রহণ যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, অভিশাপগ্রস্তের অন্ন পরিত্যাজ্য এইরূপ ব্রহ্মাংশত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মে জীবমাত্রেই এক হইলেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপ শুচি অশুচি দেহসম্বন্ধবশতঃ স্থানবিশেষে অনুজ্ঞা বা বিধি, আবার স্থানবিশেষে পরিহার বা নিষেধ উপপন্ন হয় ॥ ৪৮ ॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ।—অসন্ততেশ্চ—অসন্ততি অর্থাৎ সকল দেহের সহিত সম্বন্ধের অভাব হেতুকও, অব্যতিকরঃ—পরস্পর সাঙ্কর্য্যদোষ ঘটে না। একের দেহের সহিত অন্যের দেহের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এক জনের বুদ্ধির সহিত অপরেরও কোন সম্বন্ধ নাই, এ জন্য ঐ বুদ্ধিসংযুক্ত জীবের সহিত দেহান্তরের সম্বন্ধের অভাব স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং কর্ত্তা ও ভোক্তা পরস্পর ভিন্ন, এই ভিন্নতা বশতঃই স্বর্গাদি

কর্ম্মফলের ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্যদোষ সঙ্ঘটিত হয় না, অর্থাৎ সকল দেহেই আত্মা এক হইলেও যে বুদ্ধিসংসৃষ্ট জীব যে কর্ম্ম করে, সেই সে কর্ম্মের ফল ভোগ করে, অন্য-বুদ্ধিসংসৃষ্ট অন্য দেহ-গত জীব তাহার ফলভোগ করে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা এক হইলেও বিশেষ বিশেষ দেহসম্বন্ধ বশতঃ অনুজ্ঞা-পরিহার হইতে পারে, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু আত্মার একত্ব স্বীকার করিলে, সকল দেহস্থিত কর্ত্তা যখন একই, তখন একের কৃত কর্ম্মের ফল অন্যকেও ভোগ করিতে হয়, আর তাহা হইলেই ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য অর্থাৎ পরস্পরানুষ্ঠিত কর্ম্মের সংমিশ্রণ-দোষ ঘটিতে পারে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, এরূপ ঘটিতে পারে না, কারণ, কর্ত্তা ও ভোক্তা আত্মার সর্ব্বগতি অর্থাৎ সকল দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই, জীব উপাধির অধীন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির অসন্তান হেতুক অর্থাৎ এক-দেহস্থ বুদ্ধির সহিত দেহান্তরস্থ বুদ্ধির সম্বন্ধ না থাকায় এক দেহগত জীবের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত দেহান্তরগত জীবের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের কোনরূপ সাঙ্কর্য্যদোষ ঘটে না ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মের অংশরূপে সর্ব্বদেহগত জীবই এক হইলেও তাহাদের অণুপরিমাণ বশতঃ প্রত্যেক শরীরেই ভিন্ন ভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকায় ভোগের ব্যতিকর অর্থাৎ একের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলের ভোগে অপরেরও সেই ভোগরূপ সাঙ্কর্য্য বা সংমিশ্রণ-দোষ ঘটে না ॥ ৪৯ ॥

আভাস এব চ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ।—আভাস এব চ—আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বমাত্র

অথবা বাস্তবিক হেতু নহে, হেতু-সদৃশ মাত্র। জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, জীবও তেমনই বুদ্ধিতে পরমাত্মার প্রতিবিম্বমাত্র।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জলে পতিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় এই জীবও পরমাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব-মাত্রই বলিয়া জানিবে, সাক্ষাৎ পরমাত্মাও নহে বা কোন পদার্থান্তরও নহে। এক জলাশয়ে পতিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব কম্পিত হইলে অন্য জলাশয়-গত প্রতিবিম্ব যেমন কম্পিত হয় না, তেমনই এক জীবের কর্ম্মফলসম্বন্ধের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ ঘটে না, সুতরাং কর্ম্ম ও তৎফলের যোনরূপ সাঙ্কর্য্যই হইতে পারে না। আভাস অবিদ্যারই কার্য্য, সুতরাং সেই আভাসাশ্রিত সংসারও অবিদ্যারই কার্য্য, সেই অবিদ্যার অপগম হইলেই যথার্থ ব্রহ্মাত্মবোধের স্ফুরণ হয়, এ উপদেশ সঙ্গত॥ ৫০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভ্রমাবিষ্ট ব্রহ্মই জীব, এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতেও অবিদ্যাজন্য উপাধিভেদ বশতঃ ভোগব্যবস্থা প্রভৃতি উপপন্ন হয়। এই জন্য পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অখণ্ড, একরস, কেবল প্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের স্বরূপের তিরোধান পূর্ব্বক উপাধিভেদ প্রতিপাদন করার নিমিত্ত যে সমস্ত হেতু কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস। প্রকাশই যাঁহার একমাত্র স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি কেবল জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহার প্রকাশের তিরোধান অর্থে প্রকাশের স্বরূপনাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বিশেষতঃ অবিদ্যাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও, সর্ব্ববিধ উপাধি দ্বারা স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করায় ভোগের ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্যদোষ তদবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তাহার পরিহার হয় না॥ ৫০ ॥

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫১ ॥

সূত্রার্থ।—অদৃষ্টানিয়মাৎ—অদৃষ্টেরও নিয়ম না থাকায় অমুক আত্মার অদৃষ্ট এইরূপ, এতাদৃশ কোন নিয়ম বা স্থির ব্যবস্থা না থাকায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষ তদবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, অদৃষ্টই ফলভোগের ব্যবস্থা করিবে, সেই সাঙ্কর্য্য-দোষ ঘটিতে দিবে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সমস্ত আত্মাই প্রতি-দেহেরই বাহিরে ও অন্তরে একই ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে, এই আত্মার এই অদৃষ্ট, এরূপ নিয়মেরও কোন হেতু দেখা যায় না, সুতরাং সাঙ্কর্য্যদোষের পরিহার হয় না ॥ ৫১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পারমার্থিক উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই জীব, এ মতেও উপাধিভেদের হেতুস্বরূপ অনাদি অদৃষ্ট-বশেই ভোগসাঙ্কর্য্যের অভাবরূপ ব্যবস্থা হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, উপাধিপরম্পরার হেতুস্বরূপ অদৃষ্টও যখন ব্রহ্মের স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তখন তাহাও ভোগের নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট হেতু হইতে পারে না, সুতরাং অব্যবস্থাও দূর হয় না; কারণ, উপাধি ও অদৃষ্ট-সমূহের সহিতও ব্রহ্মেরই সম্বন্ধ থাকায়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব ॥ ১ ॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ।—অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চ—অভিসন্ধি প্রভৃতিস্বীকারেও,

এবং—এইরূপই। পূর্ব্বোক্ত দোষ পরিহার জন্য অভিলাষাদি স্বীকার করিলেও তাহা পরিহার হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা ও মনের সংযোগে যে সমস্ত অভিসন্ধি বা অভিলাষাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও সমস্ত আত্মারই সান্নিধ্যবশতঃ সাধারণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষভাবেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহা স্বীকার করিলেও নিয়মিত কোন হেতু থাকা উপপন্ন হয় না, এবং তজ্জন্য উক্তদোষেরও পরিহার হয় না॥ ৫২॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অদৃষ্টের কারণ-স্বরূপ অভিসন্ধি প্রভৃতি বিষয়েও অর্থাৎ অদৃষ্ট বশতই যে ভোগাদি বিষয়ে অভিলাষ, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত হেতু বশতই অনিয়ম থাকিয়া যায়, তাহার পরিহার হয় না॥ ৫২॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ॥ ৫৩॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সূত্রার্থ।—প্রদেশভেদাৎ—প্রদেশভেদহেতুক, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অন্তর্ভাবাৎ—অন্তর্গত, হেতুক। যদি বল, মনঃসংযোগও শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই হয়, অন্যত্র ত হয় না, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিলেও দোষের পরিহার হয় না, কারণ, তাহাও শরীরেরই অন্তর্ভূত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—যদি বল, আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও শরীরেই অবস্থিত মনের সহিত যখন তাঁহার সংযোগ হয়, তখন ত শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই হয়, অর্থাৎ সেই সেই শরীরস্থ আত্মাতেই হয়, অন্যত্র হয় না; সুতরাং অভিলাষাদি, অদৃষ্ট ও

সুখ-দুঃখের একটা প্রদেশকৃত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই সম্ভব হয়। তাহা বলিলেও ওরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না, কারণ, আত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন সেই ব্যাপিত্ব-সম্বন্ধেই সমস্ত আত্মাই সমস্ত শরীরেই অন্তর্ভূত হইয়া আছেন, সে অবস্থায় বৈশেষিকগণ কি প্রকারে আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ কল্পনা করিতে পারেন? সর্ব্বব্যাপী অতএব নির্দ্দিষ্ট-প্রদেশবিরহিত আত্মার প্রদেশ আছে, এরূপ উক্তি কাল্পনিকমাত্র, এবং ঐ কাল্পনিকতাবশতঃ উহা স্বীকারে বাস্তবিক কার্য্যের নিয়মনও সম্ভব হয় না। আরও দেখ, শরীর যখন সকল আত্মারই সন্নিধানে উৎপন্ন হয়, তখন এইটি এই আত্মারই শরীর, অপর আত্মার নহে, ইহাও নির্দ্দিষ্টভাবে বলা যায় না, অতএব আত্মা একই, বহু নহেন, এই সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই এবং বিবিধ প্রকার উপাধির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার ভেদকল্পনা অযুক্তিযুক্ত অর্থাৎ তিনি অবিভক্তই থাকেন বটে, তথাপি উপাধিসম্বন্ধযুক্ত ব্রহ্মের প্রদেশ বা অংশভেদ হেতুক ভোগব্যবস্থা অবশ্যই উপপন্ন হয়, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, উপাধিসমূহেরও সেই সেই স্থানে সম্বন্ধ থাকায় অর্থাৎ উপাধিসমূহও যখন সেই সেই ব্রহ্মপ্রদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তখন সমস্ত উপাধিই সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্যদোষের পরিহার হয় না, সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধকল্পনা করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই সেই প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

মার্ত্তণ্ডং ধ্বান্তনাশায় ত্রিলোকস্বামিনং মুদে।
বিঘ্নেশং বিঘ্নবিধ্বস্ত্যৈ প্রণমামি মুহুর্ম্মুহুঃ॥

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—তথা—সেইরূপই, প্রাণাঃ—প্রাণসমূহ। পরব্রহ্ম হইতে যেমন আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহও সেইরূপই পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৃতীয় পাদে আকাশাদিবিষয়ে যে সমস্ত শ্রুতিবিরোধ ছিল, তাহার পরিহার করিয়া সম্প্রতি চতুর্থ পাদে প্রাণবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করা যাইতেছে। "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "সেই এই আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত" ইত্যাদি উৎপত্তিপ্রকরণোক্ত শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই। কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণ উৎপন্ন নহে, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে, যথা—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল। তৎকালে কি ছিল? সেই ঋষিরাই অগ্রে ছিলেন। কে সেই ঋষিগণ? প্রাণেরই সেই ঋষি" এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বেই প্রাণের সদ্ভাব কথিত হইয়াছে। শ্রুত্যন্তরে আবার প্রাণের উৎপত্তিও বর্ণিত হইয়াছে—"অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" "এই আত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে"। এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি থাকায় কোন্‌টি প্রকৃত, ইহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রাণের অস্তিত্বশ্রুতি থাকায় ঐ শ্রুতিকে

মুখ্য ও উৎপত্তিশ্রুতিসমূহকে গৌণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সমস্যা দূর করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, প্রাণসমূহও সেইরূপ অর্থাৎ আকাশাদি যেমন পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, প্রাণসমূহও সেইরূপই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আকাশাদি যাবতীয় পদার্থই সৃষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পরে জীবে কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব থাকিলেও স্বরূপের অন্যথাভাবরূপ উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ জীব জন্য পদার্থ হইলেও অন্য উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং সেই উপলক্ষেই জীবের স্বরূপেরও বিচার দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে। সম্প্রতি জীবের ভোগসাধন ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা যাইতেছে। এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্যত্ব কি জীবের ন্যায় ? অথবা আকাশাদির ন্যায় ? কি হওয়া সঙ্গত ? পূর্ব্বপক্ষবাদী, জীবের ন্যায়ই এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, প্রাণসমূহও সেইরূপ, প্রাণশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ ; জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, ইন্দ্রিয়-সমূহও সেইরূপই উৎপন্ন হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। জীবের উৎপত্তি নাই, ইহা যেমন শ্রুতি হইতেই জানা যায়, সেইরূপ প্রাণেরও অনুৎপত্তিবিষয় শ্রুতি হইতে জানা যায়। প্রাণের অনুৎপত্তিবিষয়ে কি শ্রুতি আছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল, ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তৎকালে কি ছিল ? সেই ঋষিগণ সৃষ্টির পূর্ব্বে সংরূপে ছিলেন। কে সেই ঋষিগণ ? প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি" এই শ্রুতিতে জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়সমূহের সদ্ভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাণশব্দটি বহুবচনান্তরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় উহা দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকেই বুঝাইতেছে। তবে প্রাণের উৎপত্তিবোধক যে সমস্ত শ্রুতি

আছে, তাহা জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় গৌণার্থক বলিয়াই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আকাশাদির ন্যায়ই প্রাণসমূহও উৎপন্ন হইয়া থাকে, কারণ, "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপেই ছিল" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই ছিল" এই সমস্ত শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থই ছিল, ইহাই অবধারিত হইয়াছে। বিশেষতঃ "এই পরমাত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তির উল্লেখ থাকায় সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহাদের অবস্থান সম্ভব হয় না। "অগ্রে ইহা অসৎই ছিল" "প্রাণই সেই ঋষি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রাণশব্দ দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝান হইয়াছে, অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহকে বুঝায় না॥ ১॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—গৌণী—গৌণার্থবোধক অসম্ভবাৎ—সম্ভব না হওয়ায়। প্রাণের উৎপত্তি-সূচক শ্রুতি-সমূহকে গৌণার্থক বলিয়া স্বীকার করিলে নানাবিধ দোষ সংঘটিত হয়, সুতরাং গৌণার্থ-স্বীকার অসম্ভব বলিয়া মুখ্যার্থই গ্রাহ্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রাণের সত্তাবোধক শ্রুতি থাকায়, উৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহ গৌণ, এই যা বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"হে ভগবন্! কোন বস্তুকে জানিলে এই সমস্তই জানিতে পারা যায়?" এই শ্রুতিতে একের বিজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পদার্থেরই জ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা-সাধনের নিমিত্ত "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। প্রাণাদি সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলেই ঐ প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, কেন না, প্রকৃতি ভিন্ন বিকার নাই। কিন্তু

প্রাণের উৎপত্তি-শ্রুতিসমূহকে গৌণ বলিলে উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না, অতএব প্রাণের উৎপত্তি শ্রুতি গৌণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব বা সঙ্গত হইতে পারে না ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শ্রীভাষ্যকার "গৌণ্যসম্ভবাৎ" "তৎ প্রাক্ শ্রুতেঃ" এই দুইটি সূত্রকে এক করিয়া "গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ" এইরূপে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ জন্য ইহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী সূত্রে দেওয়া গেল ॥ ২ ॥

তৎ প্রাক্ শ্রুতেঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ ।—তৎ—তাহার অর্থাৎ জন্মবাচক পদের, প্রাক্—পূর্ব্বে, শ্রুতেঃ—শ্রবণ হেতুক। "জায়তে" অর্থাৎ জন্মে এই ক্রিয়াপদটির প্রাণের সহিতও অন্বয় হয়, সুতরাং আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে" এই শ্রুতিতে জন্মবাচক "জায়তে" অর্থাৎ "জন্মিয়াছে" এই পদটি পূর্ব্বে প্রাণবিষয়ে শ্রুত অর্থাৎ প্রাণের সহিত অন্বিত হইয়া পরে আকাশাদি পর পর পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়াছে। ঐ "জায়তে" বা জন্মিয়াছে পদটি আকাশাদি বিষয়ে মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্থিরীকৃত হওয়ায় আকাশাদির সহিত একত্রেই উল্লিখিত প্রাণবিষয়েও মুখ্যভাবেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত, সুতরাং প্রাণেরও জন্ম আকাশাদির ন্যায়ই মুখ্য, গৌণ নহে। একই প্রকরণস্থিত একই বাক্যে একবারমাত্র প্রযুক্ত একটিমাত্র শব্দ বহু বাক্যের সহিত অন্বিত হইয়াও কোথাও মুখ্যার্থবোধক, কোথাও গৌণার্থবোধক হইবে, ইহা কল্পনা করাও অসঙ্গত ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, "ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" এই শ্রুত্যুক্ত ঋষি ও প্রাণ শব্দ যদি ব্রহ্মার্থকই হয়, তাহা হইলে বহুবচন প্রয়োগ কেমন করিয়া সঙ্গত হয়? ব্রহ্ম ত এক ভিন্ন বহু নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মেরই অবস্থানবোধক শ্রুতি থাকায় এবং ব্রহ্মে যখন বহুবচন প্রয়োগ সম্ভবই হয় না, তখন ঐ বহুবচন গৌণার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, মুখ্যার্থে নহে ॥ ৩ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—তৎপূর্ব্বকত্বাৎ—তাঁহারই পূর্ব্ববর্ত্তিত্বহেতুক অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কারণতা হেতুক, বাচঃ—বাক্য, প্রাণ ও মনের। সূত্রস্থ বাক্শব্দটি দ্বারা বাক্য, প্রাণ, মন এই তিনটিকেই বুঝাইবে। বাক্য, প্রাণ ও মন এই তিনটিই ব্রহ্মপূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট, এইরূপ উক্ত হওয়ায় বাক্য ও মনের ন্যায় প্রাণের জন্মও মুখ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" এই প্রকরণে যদিও তেজ, জল ও অন্ন অর্থাৎ ক্ষিতি এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে প্রাণের উৎপত্তি বর্ণিত হয় নাই, তাহা হইলেও ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, তেজ জল ও অন্নকে বাক্য প্রাণ ও মনের কারণ বলিয়া উল্লেখ থাকায় ও তাহার সহিত একত্রে পঠিত হওয়ায় প্রাণাদি সকল পদার্থই ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত, ইহা প্রমাণিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রাণ শব্দটি যে পরমাত্মারই বাচক, সে বিষয়ে কারণান্তরও আছে; পরমাত্মা ব্যতীত

অন্তবস্তর বাচক বাক্ অর্থাৎ নাম এই শব্দটি সেই বাক্যের বা নামের বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরেই সৃষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি না হইলে তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি অনাবশ্যক, পদার্থ-সৃষ্টি হইলে তবে তাহার নামকরণ হয়, "এই জগৎ তৎকালে অনভিব্যক্ত ছিল, পরে নাম-রূপবিশিষ্ট হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল" এই শ্রুতি হইতেই জানা যায়, তৎকালে নাম-রূপবিশিষ্ট কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং বাগিন্দ্রিয়েরও কোন কার্য্য না থাকায় সেই ইন্দ্রিয়সমূহেরও অস্তিত্ব ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—সপ্ত—সাতটি, গতেঃ—অবগতি হেতুক, বিশেষিতত্বাচ্চ—বিশেষরূপে নির্দ্দেশ থাকাতেও। প্রাণের সংখ্যা সাতটি মাত্র, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় এবং শ্রুতি বিশেষরূপেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রাণের উৎপত্তিবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ মীমাংসা করা হইল, এক্ষণে সংখ্যাবিষয়ক বিরোধ মীমাংসা করা যাইতেছে। মুখ্য প্রাণের বিষয়ে পরে বলা হইবে। সম্প্রতি ইতর অর্থাৎ গৌণ প্রাণ কতগুলি, তাহাই নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে, কারণ, এ বিষয়ে শ্রুতিসমূহে বহু মতভেদ আছে। কোন শ্রুতি সপ্ত প্রাণ, কেহ অষ্ট প্রাণ কেহ বা নব প্রাণ, কেহ দশ, কেহ একাদশ, কেহ দ্বাদশ, কেহ বা ত্রয়োদশ প্রাণও বলিয়াছেন। এতগুলি বিরোধী মতের মধ্যে কোন্টি গ্রাহ্য? সাতটি প্রাণ, এই মতই গ্রাহ্য, কারণ, "তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতি হইতেই তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। "শীর্ষদেশস্থ প্রাণ সাতটি" এই শ্রুতিতে আবার পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ দ্বারাও

নির্দেশ করা হইয়াছে। আচ্ছা, প্রদর্শিত শ্রুতি অনুসারে সপ্ত প্রাণ, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু অষ্ট, নবম ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহার সম্বন্ধে কি মীমাংসা হইবে? উত্তরে যদি বল, হাঁ, শ্রুতি আছে সত্য, কিন্তু বিরোধের স্থলে কোন একটি সংখ্যাই গ্রহণ করা উচিত, সবগুলিই গ্রাহ্য হইতে পারে না, সে ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যা কল্পনারই ন্যায্যতার অনুরোধে সপ্ত সংখ্যাই নিশ্চয় করা উচিত, অন্যান্য সংখ্যাবোধক শ্রুতিগুলিও বৃত্তিভেদানুসারে গ্রহণযোগ্য। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুবাদ্মি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই ইন্দ্রিয়সমূহ কি সাতটি মাত্র? অথবা একাদশটি? শ্রুতিতে নানাবিধ বিরুদ্ধোক্তিই এই সংশয়ের কারণ। গতি ও বিশেষোক্তি থাকায় সাতটিমাত্র ইন্দ্রিয়, ইহাই বিচারে পাওয়া যায়, "এই সাতটি লোক, যে সমস্ত লোকে হৃদয়গুহা-মধ্যে অবস্থিত সাতটি সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ করে" এই শ্রুতিতে জায়মান বা ম্রিয়মাণ জীবের সহিত সাতটিমাত্রেরই লোকান্তরে সঞ্চরণরূপ গতি শ্রুত হইতেছে। "যেমন জ্ঞানপঞ্চক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ও বুদ্ধি মনের সহিত অবস্থিত হয়, কোনরূপ কার্য্যই করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলা হয়" এই শ্রুতিতে গতিবিশিষ্ট প্রাণসমূহের স্বরূপেরও বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরমা গতি শব্দের অর্থ—শরীরমধ্যে সঞ্চরণ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষের নিমিত্ত গমন। এইরূপে জন্ম ও মৃত্যু এই উভয়কালেই জীবের সহিত সাতটিমাত্রই গমন করে, এই শ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় "জ্ঞানানি" অর্থাৎ জ্ঞানসাধন এই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করায়, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ বা নাসিকা, বুদ্ধি ও মন, জীবের এই সাতটিমাত্র ইন্দ্রিয়ই প্রতীত হইতেছে। অপর যে আটটি হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত প্রাণ বোধক শ্রুতি দেখা যায়, জীবের সহিত ঐ সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়ের

লোকান্তরে গমনসূচক শ্রুতি না থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যদিও তাহাদিগকে প্রাণশব্দে অভিহিত করা হয়, কিন্তু তাহারা জীবের প্রতি অল্পমাত্রই উপকারসাধন করে বলিয়াই গৌণভাবেই ঐরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—হস্তাদয়স্তু—হস্ত পদ প্রভৃতিও, স্থিতে—অবধারিত হওয়ায়, অতঃ—অতএব, ন—না, এবং—এইরূপ। অন্য শ্রুতিতে হস্তাদি প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের উল্লেখ থাকায় একাদশ ইন্দ্রিয় এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, অতএব ইন্দ্রিয় সাতটি মাত্র, ইহা বলা যায় না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হস্তও প্রাণ, সে গ্রহণকার্য্যে ব্যাপৃত হস্ত দ্বারাই কর্ম্ম করে" ইত্যাদি শ্রুতিতে সপ্তেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত হস্তাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে, সুতরাং ইন্দ্রিয় কেবল সাতটি, ইহা বলা যায় না। ন্যূন ও অধিক সংখ্যার মধ্যে বিরোধ হইলে অধিক সংখ্যাই লোকে গ্রহণ করে, কারণ, অল্পসংখ্যা অধিকেতেই অন্তর্ভূত, কিন্তু অধিকসংখ্যা অল্পের অন্তর্ভূত হইতে পারে না, সুতরাং অল্প সংখ্যা কল্পনারই ন্যায্যতা বশতঃ সপ্তসংখ্যাই গ্রাহ্য, এই যে বলিয়াছ, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। পরবর্ত্তী অধিকসংখ্যার অনুরোধে প্রাণ একাদশটিই, ইহাই স্থির। যদিও একাদশেরও অধিক দ্বাদশ ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে, ইহা সত্য, কিন্তু শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিষয়ক পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বচন, গ্রহণ, ভ্রমণ, মলোৎসর্গ ও আনন্দ অর্থাৎ সম্ভোগবিষয়ক পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর সর্ব্ববিষয়ক মন, এই শব্দগ্রহণাদিরূপ

একাদশটি কার্য্যের অতিরিক্ত কার্য্য নাই, যাহার জন্য একাদশাধিক ইন্দ্রিয় কল্পনা করা প্রয়োজন হইতে পারে ; সুতরাং নাম ও কার্য্য দ্বারা প্রাণ একাদশটিই পাওয়া যাইতেছে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—জীব যত দিন শরীরে অবস্থিত হন, তত দিন হস্তাদিও তাঁহার ভোগের সহায় হয়, এবং তাহাদের কার্য্যভেদও আছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশটিই, সাতটি নহে। কর্ণেন্দ্রিয়াদির কার্য্যের ন্যায় হস্তাদিরও গ্রহণাদিরূপ বিভিন্ন কার্য্য আছে, অতএব হস্তাদিও ইন্দ্রিয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অণবশ্চ ॥ ৭

সূত্রার্থ।—অণবশ্চ—অণুপরিমাণও। প্রাণসমূহ অতি সূক্ষ্ম।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এক্ষণে প্রাণসমূহের অন্যবিধ স্বভাব নিরূপণ করিতেছেন। প্রস্তাবিত এই প্রাণসমূহ অণুপরিমাণ বলিয়াই জানিবে। অণু বলিতে এ স্থানে পরমাণুতুল্য নহে, কিন্তু সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতাই প্রাণের অণুত্ব, পরমাণুতুল্য হইলে, একই সময়ে সর্ব্বশরীরব্যাপী কার্য্য করা সম্ভব হইত না। প্রাণ যদি স্থূল হইত, তাহা হইলে, গর্ত্ত হইতে সর্প বহির্গত হওয়ার সময় যেমন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ তাহারও শরীর হইতে বহিরাগমন দেখিতে পাইত, অতএব প্রাণ অতিসূক্ষ্ম। আর প্রাণ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অসীম নহে, সসীম, সর্ব্বব্যাপী হইলে, প্রাণের উৎক্রান্তি, গমন ও আগমন-প্রতিপাদিত শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়িত ও জীবের বুদ্ধি-গুণপ্রাধান্যও অসিদ্ধ হইত, অতএব প্রাণ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রদেশ-বিশেষে অবস্থিত, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই সেই প্রাণ-সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত" এই শ্রুতিতে প্রাণের অনন্ততা-বিষয়ের উল্লেখ থাকায় প্রাণসমূহ সর্ব্বব্যাপী, ইহা আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"মুখ্য প্রাণ যখন উৎক্রমণ করে অর্থাৎ জীবের সহিত গমন করে, তখন অন্য প্রাণসমূহও তাহার সহিত উৎক্রমণ অর্থাৎ তাহার অনুগমন করে" এই শ্রুতিতে প্রাণের উৎক্রমণাদিবিষয় উল্লিখিত হওয়ায় প্রাণ যে পরিমিত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। আর উৎক্রমণকালে পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ যখন তাহাদিগকে দেখিতে পায় না, তখন তাহারা যে অণু, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রেষ্ঠশ্চ—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান বা মুখ্যপ্রাণও। মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্য প্রাণও ব্রহ্মেরই বিকার বা ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন। এই শ্রেষ্ঠশব্দ বলিতে মুখ্যপ্রাণকেই বুঝাইবে. কারণ. শ্রুতিতে আছে "প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ"। প্রাণের জ্যেষ্ঠতার কারণ, শুক্রনিষেককাল হইতেই প্রাণের ক্রিয়া হয়। অর্থাৎ গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তৎকালে যদি প্রাণের ক্রিয়া না হইত, তাহা হইলে যোনিতে নিষিক্ত শুক্র হয় পচিয়া যাইত, না হয় গর্ভই সম্ভূত হইত না। কর্ণচ্ছিদ্রাদিরূপ স্ব স্ব স্থান-বিভাগ নিষ্পন্ন হইলে পর সেই সেই স্থানে কর্ণাদি প্রাণসমূহের ক্রিয়া হয়, এ জন্য তাহারা জ্যেষ্ঠ নহে। প্রাণের শ্রেষ্ঠতার কারণ গুণাধিক্য, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, চক্ষুরাদি প্রাণসমূহ মুখ্য প্রাণকে বলিল—"তোমা ব্যতীত আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না" ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে মুখ্য অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণই শরীরস্থিতির কারণ বলিয়া শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত হইয়াছে। "বায়ুবিহীন স্বধার সহিত সেই একই বস্তু তৎকালে স্পন্দমান ছিল" এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও নিজের কার্য্যস্বরূপ স্পন্দনের অস্তিত্ব উক্ত হওয়ায় প্রাণের সদ্ভাব কথিত হইয়াছে. "ইহা হইতে জন্মিয়াছেন" এই শ্রুতিতে যে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা, জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ন্যায় গৌণার্থে উপপন্ন করা যাইতে পারে, অতএব মুখ্য-প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না।' এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয়, তাহা স্বীকার না করিলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একত্বাবধারণ অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহা ব্যতীতও "ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে" এই শ্রুতিতে পৃথিব্যাদির উৎপত্তির ন্যায় প্রাণেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। আরও প্রাণের যে উৎপত্তি নাই, এরূপ নিষেধবাক্যও কোন স্থানে দেখা যায় না। "বায়ুবিহীন স্বধার সহিত" এই যে শ্রুতি, ইহা জীবসম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় নাই, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বর্ত্তমানতা মাত্র বলিয়াছে, কারণ, সেই স্থানেই "বায়ুবিহীন" এই শব্দটির প্রয়োগ আছে, প্রাণ ত বায়ু ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সুতরাং তৎকালে প্রাণের সদ্ভাব থাকিলে উক্ত বিশেষণ প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। ॥ ৮ ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ ।—ন—না, বায়ুক্রিয়ে—বায়ু ও ইন্দ্রিয়-সমূহের কার্য্য, পৃথগুপদেশাৎ—পৃথক্‌রূপে উল্লেখ থাকায়। মুখ্য প্রাণ বায়ুও নহে, বায়ুর বিকারও নহে, ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াবিশেষও

নহে, কারণ, শ্রুতিতে বায়ু ও ক্রিয়া হইতে প্রাণকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইযাছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই মুখ্য প্রাণের স্বরূপ কি? তাহাই এক্ষণে বিচার করা হইতেছে। "যে প্রাণ, সেই বায়ু, এই বায়ু পঞ্চবিধ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, প্রাণ বায়ুবিশেষ। অথবা শাস্ত্রান্তরের অর্থাৎ সাংখ্যের অভিপ্রায়ানুসারে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি বা স্ব স্ব ব্যাপারই প্রাণ। তাঁহারা বলেন, "প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়সমূহের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার"। এই দ্বিবিধ মতের উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণ বায়ুও নহে, ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারও নহে, কারণ, "প্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, সেই চতুর্থ পাদ প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ও তাপ প্রদান করিতেছে" এই শ্রুতিতে বায়ু হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রাণ শব্দের উল্লেখ আছে, প্রাণ যদি বায়ু হইত, তাহা হইলে বায়ু হইতে তাহাকে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইত না। আর বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রস্তাবে প্রাণকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, প্রাণ যদি ইন্দ্রিয়সমূহেরই ব্যাপার হইত, তাহা হইলে তাহাদের হইতেও প্রাণের পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকিত না। আরও দেখ, "ইহা হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ, বায়ু, ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিতেও বায়ু ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অতএব বায়ু ও ক্রিয়া হইতে প্রাণ পৃথক্ পদার্থ, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই এই শ্রেষ্ঠ প্রাণ কি মহাভূতান্তর্গত দ্বিতীয় ভূত শুদ্ধ বায়ু? অথবা তাহারই স্পন্দনরূপ ক্রিয়া? অথবা কোনরূপ বিশেষাবস্থাপ্রাপ্ত বায়ুই? এই ত্রিবিধ সংশয়ে প্রথমতঃ তাহাকে বায়ু বলিয়াই স্বীকার করা গেল, কেন না, "যে

প্রাণ সেই বায়ু" এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা কেবল বায়ুতে প্রাণত্বের প্রসিদ্ধি না থাকায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপ বায়ুর ক্রিয়াতে প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় প্রাণশব্দে বায়ুর ক্রিয়াই বুঝিতে হইবে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—"ইহা হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে" এই শ্রুতিতে প্রাণ বায়ু ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ থাকায় প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু হইতে পারে না। আর উক্তরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকাতেই প্রাণশব্দে বায়ুর ক্রিয়াও হইতে পারে না, কারণ, তেজ প্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে তেজ প্রভৃতি ভূতের সহিত পৃথক্‌ভাবেও কোথাও উল্লেখ করিতে দেখা যায় না। "যে প্রাণ, সেই বায়ু" এ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, অবস্থাবিশেষপ্রাপ্ত বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজ প্রভৃতির ন্যায় পৃথক কোন পদার্থ নহে। যখন শ্বাস-প্রশ্বাসাদিতেও "প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণ শব্দ প্রসিদ্ধ, কেবল বায়ুর ক্রিয়াতেই নহে ॥ ৯ ॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—চক্ষুরাদিবৎ—চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায়, তু—কিন্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ—তাহাদের সহিত উপদেশ থাকায়। চক্ষুঃ প্রভৃতির সহিত প্রাণের একসঙ্গে উল্লেখ থাকায় প্রাণ জীবের ন্যায় কর্ত্তা ভোক্তা নহে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ, অর্থাৎ জীব চক্ষুরাদি দ্বারা যেমন বিষয়ভোগ করেন, তেমনই মুখ্য প্রাণের দ্বারাও বিষয় ভোগ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, শ্রুতিতে যখন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণের অধীন ও প্রাণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ

উল্লেখ আছে, তাহা ব্যতীত প্রাণেরও ত অনেক মহিমার কথা শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, তখন এই শরীরে জীবের ন্যায় প্রাণেরও স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে, ইহাই বা স্বীকার করিবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি যেমন তাঁহার রাজ্যভোগের সহায় মাত্র, স্বাধীন নহে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহও জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের সহায় মাত্র, স্বাধীন কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। মুখ্য প্রাণও ঐ রাজার মন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় জীবের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের উপকরণমাত্র, স্বাধীন কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে, কারণ, প্রাণসংবাদ প্রকরণে চক্ষুরাদির সহিত একসঙ্গেই প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সমস্ত পদার্থ তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাদেরই একত্রে উল্লেখ করা হইয়া থাকে এবং তাহাই সঙ্গত ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই প্রাণ কি বায়ুর বিকারবিশেষ হইয়াও অগ্নির ন্যায় একটি পৃথক্ ভূত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, না, এই প্রাণ কোন ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগের সহায়বিশেষ। প্রাণও যে জীবের ভোগোপকরণ অর্থাৎ সহায়বিশেষ, তাহা অপরাপর উপকরণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত একত্রেই উল্লিখিত হওয়ায় জানা যায়। প্রাণসংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুরাদির সহিতই এই প্রাণও উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—অকরণত্বাচ্চ—করণত্ব না থাকিলেও, ন—না, দোষঃ—দোষ, তথা হি—সেইরূপই, দর্শয়তি—দেখাইতেছেন। মুখ্য প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় জ্ঞানক্রিয়ার করণ না হইলেও দোষ হয় না, যে হেতু, শ্রুতি তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যবিশেষ দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, যদি চক্ষুরাদির ন্যায় মুখ্য প্রাণকেও জীবের ভোগোপকরণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে চক্ষুরাদির যেমন রূপাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় আছে, মুখ্য প্রাণেরও সেইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় থাকা উচিত, যাহা দ্বারা তাহাকেও জীবের করণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। আরও দেখ, একাদশ প্রাণের রূপগ্রহণাদি একাদশটি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ একাদশের অতিরিক্ত এমন কোন দ্বাদশ কার্য্য ত দেখা যায় না, যাহা দ্বারা এই দ্বাদশ প্রাণকেও জীবের করণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—চক্ষুরাদির যেমন পৃথক্ পৃথক্ বিষয় আছে, প্রাণেরও সেইরূপ বিষয়বিশেষের প্রসঙ্গ বা সম্ভাবনা দোষাবহ নহে, কারণ, প্রাণ অকরণ অর্থাৎ করণতুল্য, অর্থাৎ চক্ষুরাদির ন্যায় জ্ঞানক্রিয়ার করণ না হইলেও শরীরাদির ন্যায় জীবের ভোগোপকরণ। চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণের বিশেষ কার্য্য নির্দ্দেশের দ্বারা করণত্ব স্বীকৃত না হইলেও যে তাহার কোন কার্য্য নাই, এরূপ নহে, তাহারও বিশেষ কার্য্য আছে। শ্রুতি প্রাণসংবাদাদি প্রকরণে, প্রাণান্তরের পক্ষে যে কার্য্য অসম্ভব, এমন সমস্ত বিশেষ কার্য্য মুখ্যপ্রাণের সম্বন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন। অপরাপর প্রাণ বা ভোগোপকরণ ইন্দ্রিয় দেহ ত্যাগ করিলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই রহিত হয় মাত্র, জীবনের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না, কিন্তু প্রাণ এই দেহ ত্যাগ করিলে দেহটাই অস্পৃশ্য ঘৃণ্য হইয়া যাইবে, সুতরাং জীবনই মুখ্য প্রাণের বিশেষ কার্য্য; জীবের উৎক্রান্তি বা স্থিতি মুখ্য প্রাণেরই অধীন বা বিশেষ কার্য্য ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণও যদি করণ হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যেমন জীবের উপকারসাধক বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে, প্রাণেরও সেইরূপ

থাকা উচিত, কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না, অতএব প্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় নহে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, অকরণত্বহেতুক, (করণ শব্দের অর্থ ক্রিয়া) জীবের বিশেষ কোন উপকারসাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষ প্রদর্শন করিতেছ, বাস্তবিকপক্ষে সে দোষ হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি শরীরেন্দ্রিয়ধারণাত্মক বিশেষ উপকারসাধনরূপ মুখ্য প্রাণের ক্রিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তিতেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের স্থিতির কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহা দেখাইবার পর প্রাণের উৎক্রান্তিতে শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া পড়ে, শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন, অতএব প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় শরীরেন্দ্রিয়ের ধারণাদিরূপ কার্য্য দ্বারা জীবের উপকারসাধন করিতেছে, সুতরাং তাহার করণত্বও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১১ ॥

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—পঞ্চবৃত্তিঃ—পঞ্চবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট, মনোবৎ—মনের ন্যায়, ব্যপদিশ্যতে—কথিত হয়। মন যেমন পঞ্চবিধ বৃত্তি বা ব্যাপারবিশিষ্ট, প্রাণও তেমনই পঞ্চবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণের প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবিধ বৃত্তি বা অবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, এ জন্যও মুখ্যপ্রাণের যে বিশেষ কার্য্য আছে, তাহা জানা যায়। কার্য্যভেদেই এই বৃত্তিভেদ হইয়াছে। প্রাণের কার্য্য নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি, অপানের কার্য্য মলনিঃসরণাদি, ব্যানের কার্য্য বীর্য্যবত্তা বা বলসাধ্য কর্ম্ম, উদানের কার্য্য উৎক্রান্তি প্রভৃতি, আর সমানের কার্য্য

সর্ব্বাঙ্গে অন্নরসকে সঞ্চারিত করা। শ্রবণেন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত শব্দাদি পঞ্চবিধ বিষয়গ্রহণরূপ যেমন মনের পাঁচটি বৃত্তি, এইরূপ প্রাণও পঞ্চবিধ ব্যাপার-বিশিষ্ট ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নামভেদ এবং কার্য্যভেদ থাকায় প্রাণ অপান প্রভৃতিও পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কামাদি বৃত্তিভেদ ও তাহাদের কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, একই মনের অবস্থাভেদমাত্র, সেইরূপই প্রাণাদি পাঁচটিও একই মুখ্য প্রাণের বৃত্তি বা অবস্থাভেদমাত্র, মুখ্য প্রাণ হইতে উহারা ভিন্ন নহে। কারণ, শ্রুতিতে আছে—"কামনা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়, ইহারা সকলে মনই" মন হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। "প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ইহারাও সকলে প্রাণই" প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে ॥ ১২ ॥

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—অণুশ্চ—অণুপরিমাণও। এই মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় সূক্ষ্ম।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় অণুপরিমিত বলিয়াই জানিবে। এ স্থানেও অণুশব্দের অর্থ পরমাণু নহে, সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত, কারণ, প্রাণ পঞ্চবিধ-বৃত্তিভেদে সর্ব্বশরীরব্যাপী, এ জন্য পরমাণুতুল্য নহে। উৎক্রমণকালে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে দেখিতে পায় না, অতএব সূক্ষ্ম এবং তাহার উৎক্রমণ, গমন ও আগমন হয় বলিয়া পরিচ্ছিন্ন ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"জীবের উৎক্রমণ-কালে প্রাণও তাঁহার সহিত উৎক্রমণ করে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, এই মুখ্য প্রাণও অণু ॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু—অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান কিন্তু, তদামননাৎ—শ্রুতিতে সেইরূপই উক্তি থাকা হেতুক। বাগাদি প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠান-বশতই এবং তাঁহাদের ইচ্ছা দ্বারাই চালিত হইয়া স্ব-স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রস্তাবিত সেই এই প্রাণ-সমূহ কি নিজের প্রভাবেই নিজ নিজ কার্য্যে সমর্থ হয়? অথবা কোন দেবতার অধিষ্ঠানবশতঃ হয়? এক্ষণে তাহাই বিচার করিতেছেন। প্রথমতঃ ইহাই মনে করা যাউক যে, নিজ নিজ কার্য্যের স্ব শক্তি, সেই শক্তির প্রেরণায় নিজ প্রভাবেই প্রাণ-সমূহ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি দেবতাদের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রাণের প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্ব-সম্ভাবনা হয় ও জীবের ভোক্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব-স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কারণ, শ্রুতিতে সেইরূপই উক্তি আছে, "অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন" এইরূপ "বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছেন" ইত্যাদি। এই যে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির বাগ্ভাব বা প্রাণভাব ও মুখ-নাসিকায় প্রবেশ দেবতাস্বরূপে অধিষ্ঠান মাত্র, দেবতার অধিষ্ঠান বা সম্বন্ধমাত্র ব্যতীত তাঁহাদের বাগাদি বা মুখাদিতে কোন

বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, প্রাণ-সমূহ নিজ প্রভাবেই স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, শকটাদি ভারবহনে সমর্থ হইলেও বৃষাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বা চালিত হইয়াই কার্য্যক্ষম হয়, নিজ ক্ষমতায় হয় না ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রীভাষ্যকার এই সূত্র ও পরবর্ত্তী "প্রাণবতা শব্দাৎ" এই দুই সূত্র একই সূত্র ধরিয়া একসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ জন্য পরবর্ত্তী সূত্রে একত্রই দুই সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইবে ॥ ১৪ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—প্রাণবতা—জীবের সহিত, শব্দাৎ—শ্রুতিপ্রমাণ বশতঃ। শ্রুতিপ্রমাণে ইহাই জানা যায় যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের সহিতই ইন্দ্রিয়সমূহের সম্বন্ধ, সুতরাং জীবই ভোক্তা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভোক্তা নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগেরই ভোক্তৃত্ব-সম্ভাবনা, জীবের ভোক্তৃত্ব থাকে না, এই যে উক্তি করা হইয়াছে, তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। শ্রুতিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণ-সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রভু প্রাণযুক্ত জীবের সহিতই এই সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের সম্বন্ধ। আরও দেখ, ইন্দ্রিয় অনেক, সুতরাং অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও অনেক, একই দেহে সকলেরই ভোক্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু জীব এক, এ জন্য একই দেহে একমাত্র জীবের ভোক্তৃত্ব সম্ভব এবং তাহাই সঙ্গত ॥১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, তাহাদিগের সংখ্যা ও পরিমাণ বলা

হইয়াছে। সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, তাহাও পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জীবই যে নিজের ভোগের সহায় এই ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা,তাহাও সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এবং "এই জীব এইরূপেই এই সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহকে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-সমূহকে গ্রহণ করিয়া নিজ দেহে যথেচ্ছভাবে বর্ত্তমান আছেন" ইহাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে প্রাণের অধিষ্ঠাতা, তাহাদের এই অধিষ্ঠাতৃত্ব কি স্বাধীন? না পরমাত্মাধীন? এই প্রকার সংশয়স্থলে প্রথমেই মনে হয়, তাহাদের ঐ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বাধীন। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন— প্রাণবান্ জীবের সহিত অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগের যে ইন্দ্রিয়দিগের অধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহা সেই পরমাত্মার আমনন অর্থাৎ সঙ্কল্প বা ইচ্ছাবশতঃই সম্পন্ন হয়। যদি বল, তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—শব্দ হইতে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র হইতেই জানা যায় যে, ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহাদের অভিমানী অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও জীবাত্মার যে নিজ নিজ কার্য্যসমূহে প্রবৃত্তি, তাহা পরমপুরুষেরই ইচ্ছাধীন, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকলে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে॥ ১৫॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ॥ ১৬॥

সূত্রার্থ।—তস্য চ—তাহারও, নিত্যত্বাৎ—নিত্যতা বশতঃ। এই দেহে জীবেরই ভোক্তৃত্ব নিয়মিত, কারণ, দেহ জীবেরই স্বকর্ম্মফলার্জ্জিত, এ জন্য জীবই ভোক্তা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ভোক্তা নহেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পুণ্যপাপ-সংস্পর্শ ও সুখদুঃখভোগ জীবেরই ঘটে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের নহে, এ জন্যও

এই দেহে জীবই নিয়মিত ভোক্তা। সেই দেবতাগণ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, এই তুচ্ছদেহে তাঁহাদের ভোক্তৃত্বকল্পনা অসঙ্গত। শ্রুতিতেও আছে—"পুণ্যই এই দেবতাদিগকে স্পর্শ করে, পাপ ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। উৎক্রমণাদিকালে প্রাণ-সমূহ জীবের অনুগমন করে দেখা যায়, এ জন্য জীবের সহিতই প্রাণের নিত্য সম্বন্ধ, দেবতাদের সহিত নহে, অতএব দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা বা পরিচালক হইলেও জীবের ভোক্তৃত্ব-বিলোপ হয় না, দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহের পক্ষ বা অধিষ্ঠাতা মাত্র, ভোক্তৃত্বের পক্ষ বা অভিলাষী নন" ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব্বপদার্থেই নিত্য, এবং স্বরূপের অনুবন্ধিত্বও নিয়ত সর্ব্বপদার্থের স্বরূপে অবস্থিতি বিষয়েও তাহারই অধিষ্ঠান অব্যাভিচারিত, এ জন্যও সেই পরমাত্মার ইচ্ছা বশতঃই দেবতাদিগের অধিষ্ঠাতৃত্ব অপরিহার্য্য, অর্থাৎ পরমাত্মার ইচ্ছাতেই অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান হয়, স্বেচ্ছায় নহে। "তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী হইলেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমপুরুষ চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুতেই নিয়ন্তৃ অর্থাৎ পরিচালকভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ও তজ্জন্যই সমুদয় পদার্থ স্বরূপে বিদ্যমান আছে ॥ ১৬ ॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—তে—তাহারা, ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ, তদ্ব্যপদেশাৎ—সেইরূপেই উল্লেখ থাকায়, অন্যত্র—অন্যত্র, শ্রেষ্ঠাৎ—শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য প্রাণ ভিন্ন। মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্য সকল প্রাণকেই শাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—একটি মুখ্য প্রাণ ও অপর একাদশটি গৌণ বা অপ্রধান প্রাণের বিষয় বর্ণিত হইল। এ বিষয়ে অন্য একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে এই যে, যে একাদশটি অপ্রধান প্রাণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা কি মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তি বা অবস্থাভেদ? অথবা পৃথক্ পদার্থ? প্রথমেই ধরা যাউক, অন্যান্য প্রাণ মুখ্য প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "আমরা সকলে ইঁহারই রূপ প্রাপ্ত হইব" এই বলিয়া তাহারা সকলে তাঁহারই রূপ প্রাপ্ত হইল ইত্যাদিরূপে মুখ্য ও অমুখ্য প্রাণের বিষয় উত্থাপন করিয়া অমুখ্য প্রাণসমূহের মুখ্যাত্মতা অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মুখ্যপ্রাণেরই অবস্থাবিশেষ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণ অপানাদি যেমন মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদ, সেইরূপ বাগাদি একাদশটিও মুখ্য প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—বাগাদি একাদশটি মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, কারণ, "ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণশব্দকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং প্রস্তাবিত প্রাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অবশিষ্ট একাদশটি ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়, অতএব মুখ্য প্রাণ হইতে অপর একাদশটি প্রাণ পৃথক্ পদার্থ॥ ১৭॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—প্রাণশব্দের দ্বারা যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অপরগুলিই ইন্দ্রিয়? এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বলিতেছেন, যখন সমস্ত কয়টিকে "প্রাণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সকলেই যখন করণ বা জীবের ভোগোপকরণ, তখন সকলেই ইন্দ্রিয়পদবাচ্য। এই সম্ভাবনার পরিহারার্থ বলিতেছেন—শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য প্রাণ ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট প্রাণগুলিই ইন্দ্রিয়, কারণ, "চক্ষুরাদি দশটি ও মন একটি

এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও রূপ-রসাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ার্থ" গীতোক্ত এই শ্লোকে মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতিকেই ইন্দ্রিয়শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রাণশব্দের উক্তি নাই, অতএব মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অপর প্রাণসমূহেই ইন্দ্রিয়শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—ভেদশ্রুতেঃ—ভেদশ্রবণহেতুকও। শ্রুতিও মুখ্য প্রাণ হইতে বাগাদি প্রাণসমূহকে পৃথক্ বলিয়াছেন, এ জন্যও উহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুখ্য প্রাণ হইতে ইতর প্রাণ-সমূহ যে পৃথক্ পদার্থ তাহা কিসে জানিব? "মন, বাক্য ও প্রাণ, এই সমস্তকে আত্মার নিমিত্ত সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বাগাদি হইতে মুখ্য প্রাণকে পৃথক্ করিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এ জন্যও মুখ্য প্রাণ হইতে অন্য প্রাণসমূহ পৃথক্ পদার্থ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রীভাষ্যকার এই সূত্রও পরসূত্র দুইটি "ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ" এইরূপ একত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ জন্য পরসূত্রে শ্রীভাষ্যানুযায়ি-ব্যাখ্যা করা হইবে ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—বৈলক্ষণ্যাচ্চ—বৈলক্ষণ্যহেতুকও। বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম থাকাতেও মুখ্য ও গৌণ প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুখ্য প্রাণ হইতে ইতরপ্রাণসমূহ যে পৃথক্ পদার্থ, সে বিষয়ে অন্য হেতুও দেখাইতেছেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সুপ্ত হইলেও অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হইলেও একমাত্র মুখ্য প্রাণই জাগ্রৎ অর্থাৎ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, একমাত্র মুখ্য প্রাণই মৃত্যু বা আসক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় না, অপর সমস্ত প্রাণই মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুখ্য প্রাণেরই অবস্থান এবং উৎক্রমণের দ্বারা দেহেরও অবস্থান ও নাশ হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের অবস্থান বা উৎক্রমণের দ্বারা হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহই রূপ-রসাদি ভোগ্যবস্তু সকল আলোচনা করে, মুখ্য প্রাণ করে না। মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের এই সমস্ত বৈলক্ষণ্য বা লক্ষণভেদ থাকায়ও উহারা পরস্পর পৃথক পদার্থ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইহা হইতে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে প্রাণ শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ পৃথক্ বলিয়াই জানা যায়। উক্ত শ্রুতিতে মনের পৃথক্ উল্লেখ থাকিলেও "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" গীতার এই উক্তিতে মনকেও ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই গণ্য করা হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে প্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উপলব্ধি হয় না। মনের সহিত সংযুক্ত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্পাদন করে, আর প্রাণ শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ধারণ করে, এইরূপ পরস্পরের কার্য্যভেদ বশতঃ শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যে বিলক্ষণ বা পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রতীত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের অবস্থিতি প্রাণের অধীন, অর্থাৎ প্রাণই ইন্দ্রিয়সমূহকে ধারণ করিয়া আছে, এই জন্যই ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে—"সেই ইন্দ্রিয়সমূহ মুখ্যপ্রাণেরই রূপ অর্থাৎ শরীরস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তি প্রাণেরই

অধীন হইয়াছিল, প্রাণের স্থিতিতেই তাহাদের স্থিতি, প্রাণের ইচ্ছাতেই তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল, এই জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—সংজ্ঞামূর্ত্তিকপ্তিস্তু—নাম ও রূপ কল্পনা কিন্তু, ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ—যিনি ত্রিবৃৎ করিয়াছেন তাঁহার, উপদেশাৎ—উপদেশহেতুক। সৃষ্ট পদার্থসমূহের নাম ও রূপকল্পনাও ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমাত্মারই কর্ম্ম, কারণ, শাস্ত্রে সেইরূপই উপদেশ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম প্রকরণে তেজ, জল ও অন্ন বা পৃথিবী এই ভূতত্রয়ের সৃষ্টির বিষয় বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, আমি এই তিন দেবতা অর্থাৎ তেজ, জল ও অন্নে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপের দ্বারা ব্যক্ত হইব ও তাহাদের অর্থাৎ ঐ তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক করিব"। ত্রিবৃৎ শব্দের অর্থ— উক্ত তিন সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত করিয়া স্থূলভূতে পরিণত করা। এ স্থানে সন্দেহ এই যে, এই নাম-রূপের দ্বারা ব্যক্তি বা স্থূলসৃষ্টির কর্ত্তা কি জীব? অথবা পরমেশ্বর? পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, জীব ইহার কর্ত্তা, কেন না, "এই জীবাত্মার দ্বারা" এইরূপ বিশেষণ আছে। লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, রাজা চার পুরুষের দ্বারা শত্রুসৈন্যের সংখ্যা নির্ণয় করেন, অথচ "আমি করিব" এইরূপ প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদন করে চার, কিন্তু রাজাতেই কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়, সেইরূপ পরমাত্মাও

জীবের দ্বারা নাম-রূপ ব্যক্ত করেন, অর্থাৎ নাম-রূপব্যাকরণের কর্তৃত্ব জীবে থাকিলেও পরমাত্মাতেই "আমি করিব" এইরূপ কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। আরও দেখ "ঘট, শরাব, গো, অশ্ব" ইত্যাদি নাম ও রূপবিষয়ে জীবেরই ব্যাকরণতা বা ব্যক্ত করার কর্তৃত্ব দেখা যায়, সুতরাং জীব কর্তৃকই নাম-রূপের ব্যক্তীভাব হইয়াছে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—সংজ্ঞা-মূর্ত্তির কৢপ্তি অর্থাৎ নামরূপের ব্যাক্রিয়া বা ব্যক্তাভাব বা সৃষ্টি ত্রিবৃৎকারী অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই কার্য্য। শ্রুতিও বলিয়াছেন, পরমেশ্বরই নাম-রূপের বা নাম-রূপাত্মক স্থূল সৃষ্টির কর্ত্তা। "জীব" এই পদের সহিত "অনুপ্রবেশ" এই ক্রিয়া পদের সম্বন্ধ, "ব্যাকরণ" এই ক্রিয়া পদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, উহার সহিত "আমি" এই পদেরই সম্বন্ধ, সুতরাং জীববিশেষণ থাকিলেও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। সমস্ত উপনিষদই একবাক্যে বলিয়াছেন—পরমেশ্বরই নামরূপের ব্যাকর্ত্তা ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভূত ও ইন্দ্রিয়-সমূহের সমষ্টি-সৃষ্টি ও জীবসমূহের কর্তৃত্ব যে পরব্রহ্মেরই অধীন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবসমূহের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে পরমেশ্বরেরই অধীন তাহাও পূর্ব্বেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, নাম-রূপের ব্যক্তীকরণরূপ জগতের এই যে ব্যষ্টি-সৃষ্টি অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টি, ইহা কি সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার কার্য্য? অথবা তেজঃপ্রভৃতি শরীরধারী পরমেশ্বরের জলাদি-সৃষ্টির ন্যায় হিরণ্যগর্ভরূপ দেহধারী পরমাত্মার কার্য্য? আলোচনায় প্রতীত হয় যে, সমষ্টি-জীবরূপ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মেরই কার্য্য, কারণ, "এই জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবেরই কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়, পরমদেবতা "জীবাত্মরূপে" এই বাক্য উচ্চারণ করায় নিজ স্বরূপে নাম-রূপ প্রকাশ করিব, এরূপ আলোচনা করেন নাই, পরন্তু

নিজের অংশস্বরূপ জীবরূপেই নামরূপ প্রকটনের আলোচনা করিয়াছিলেন। আচ্ছা, এইরূপ হইলেই ত "আমি চার বা গুপ্তচরের দ্বারা শত্রু-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিব" এই বাক্যের ন্যায় "ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ ব্যক্ত হইব, এই উত্তম পুরুষের ক্রিয়া ও "প্রবেশ করিয়া" এই কর্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়া উভয়ই লাক্ষণিক বা গৌণার্থক হইয়া পড়ে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না: কারণ, সে স্থানে রাজা ও চার উভয়েরই স্বরূপতই পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া লাক্ষণিকত্ব হইয়াছে, এ স্থানে কিন্তু জীব পরমাত্মারই অংশ বলিয়া তাঁহার ই স্বরূপ, সুতরাং সেই জীবরূপে প্রবেশ ও ব্যক্তীকরণ, এ উভয়ই পরমাত্মারই কার্য্য, অতএব লাক্ষণিকত্বের কোন প্রসঙ্গই এ স্থানে হইতে পারে না, সুতরাং নাম-রূপের দ্বারা ব্যক্তীকরণের কর্ত্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ। স্মৃতি-শাস্ত্রেও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণবিষয়ে উল্লেখ আছে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—নাম-রূপের ব্যক্তীকরণ ত্রিবৃৎকারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য, কারণ, শ্রুতিতে সেইরূপ উপদেশ আছে। "সেই এই দেবতা আলোচনা বা ইচ্ছা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতা অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতত্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব, তাহাদের প্রত্যেকটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব" এই শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণের ও নাম-রূপ-ব্যাকরণের কর্ত্তা এক জনকেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, নাম-রূপব্যাকরণের কর্ত্তা পরব্রহ্মই, চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নহেন ॥ ২০ ॥

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—মাংসাদি—মাংস, পুরীষ ও মন, ভৌমং—পার্থিব

পদার্থ, যথাশব্দং—শ্রুতি অনুসারে, ইতরয়োশ্চ—অপর দুইটির অর্থাৎ জল ও তেজেরও। শ্রুতিপ্রমাণানুসারে জানা যায় যে, মাংসাদি ভৌম অর্থাৎ ত্রিবৃৎকৃত পৃথিবীভূত হইতে উৎপন্ন, এবং অপ্ ও তেজেরও কার্য্য আছে, তাহাও শ্রুতিপ্রমাণানুসারেই জ্ঞাতব্য।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আচার্য্য ব্যাস প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত দোষাবশেষের খণ্ডনের নিমিত্ত এই ত্রিবৃৎকরণবিষয়ে শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ দেখাইতেছেন—"ভুক্ত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়, তাহার স্থূলাংশ পুরীষরূপে, মধ্যমাংশ মাংসরূপে ও সূক্ষ্মাংশ মনরূপে পরিণত হয়।" ইহা দ্বারা এই বলা হইল যে, ত্রিবৃৎকৃত ভূমি বা পৃথিবীভূতই ব্রীহি-যবাদি ভোজ্যরূপে পরিণত হইতেছে এবং এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষ কর্ত্তৃক সেবিত উক্ত ব্রীহিযবাদিরূপ ত্রিবৃৎকৃত ভূমি হইতেই মাংস মন ও পুরীষরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহার মধ্যে স্থূলাংশ পুরীষ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়, মধ্যাংশ মাংসের ও সূক্ষ্মাংশ মনের পুষ্টিসাধন করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত ভূতত্রয়ের অপর দুইটি ভূত তেজ ও জলেরও কার্য্য শ্রুত্যনুসারেই নিষ্পন্ন হয় জানিবে। মূত্র, রক্ত ও প্রাণ ত্রিবৃৎকৃত জলের কার্য্য, আর অস্থি, মজ্জা ও বাক্য ত্রিবৃৎকৃত তেজোভূতের কার্য্য ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আচ্ছা, নাম-রূপ-ব্যাকরণ ও ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তা এক বলিয়া যে পরমাত্মাই তাহার কর্ত্তা, ইহা বলিতে পার না, কারণ, জীবেও ত্রিবৃৎকরণের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে, যে হেতু, অণ্ডসৃষ্টির পর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট জীবসমূহের মধ্যে

ত্রিবৃৎকরণের নিয়ম উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়, আর এই ত্রিবৃৎকরণ কার্য্য নাম-রূপের ব্যক্তীভাবের পর শ্রুত হওয়া যায়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন —এই ত্রিবৃৎকরণ কার্য্য ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পর চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, "ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার পরিণতি লাভ করে" এ স্থলে মাংস ও মনকে পুরীষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কারণানুযায়ী কার্য্য হয়, এই নিয়মানুসারে ঐ পুরীষ, মাংস ও মন জলীয় ও তৈজস হইতে পারে, কারণ, ত্রিবৃৎকৃত ভৌম অন্নের পরিণামেই যখন উহারা হয়, তখন জল ও তেজেরও কারণত্ব আছে। এইরূপ পীত জলের ও স্থূলাংশ মূত্র ও সূক্ষ্মাংশ প্রাণের পার্থিবত্ব ও তৈজসত্ব প্রসঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু তাহা ত বাস্তবিক নহে, পরন্তু পুরীষের ন্যায় মাংস ও মনকে পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। ইতর অর্থাৎ জল ও তেজ এ দুইটিরও শ্রুতিসম্মত বিকার বা পরিণামই স্বীকার করা হইয়া থাকে। শ্রুতিতে "পীত জল তিন প্রকারে পরিণত হয়" "ভুক্ত তেজ তিন প্রকারে পরিণত হয়" ইত্যাদি স্থলে জল ও তেজেরই উক্ত তিন প্রকার পরিণাম হয়, এইরূপই প্রতীতি হয়, সুতরাং পুরীষ, মাংস ও মন পৃথিবীবিকার, মূত্র, রক্ত ও প্রাণ জলীয় বিকার এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্য তেজের বিকার, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এই অর্থ করিলেই "হে সোম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজোময়" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত আর বিরোধ থাকে না ॥ ২১ ॥

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

সূত্রার্থ।—বৈশেষ্যাত্তু—আধিক্য হেতুক কিন্তু তদ্বাদঃ—

উক্তরূপ নামকরণ, তদ্বাদঃ—অধ্যায়সমাপ্তিসূচক। বৈশেষ্য অর্থাৎ পৃথিবী জল ও তেজো-ভাগের আধিক্য বশতই অর্থাৎ পার্থিব দ্রব্যে অন্যান্য ভূতের অংশ থাকিলেও পৃথিবীর ভাগ বেশী থাকে, এইরূপ আপ্য ও তৈজস দ্রব্যে স্ব-স্বভাগের আধিক্য থাকায় উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। তদ্বাদ শব্দটি দুইবার উল্লেখ অধ্যায়সমাপ্তির সূচনা করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা একই হইয়া যায়, শ্রুতি যখন তাহাদের কোন পার্থক্য বলেন না, তখন "ইহা তেজ, ইহা জল, ইহা পৃথিবী" এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বৈশেষ্য অর্থাৎ আধিক্য। ত্রিবৃৎকরণ কৃত হইলেও কোন কোন ভূতে কোন কোন ভূতের আধিক্য থাকে, যেমন অগ্নিতে তেজের, জলে অপের, পৃথিবীতে অন্নের অংশ অধিক পরিমাণে থাকে। এই ত্রিবৃৎকরণব্যাপার ব্যবহার-সিদ্ধির নিমিত্ত। ত্রিবৃৎকৃত রজ্জু (তিন খেই সূক্ষ্ম দড়ীকে পাকাইয়া একগাছা দড়ীরূপে পরিণত করা) যেমন একত্বে পরিণত হয়, তদ্রূপ ত্রিবৃৎকৃত ভূত-সমূহও একত্বে পরিণত হওয়ায় তাহাদের ভেদব্যবহার অর্থাৎ এইটি অন্ন, এইটি জল, এইটি তেজ এরূপ প্রকার ব্যবহার হয় না, অতএব ত্রিবৃৎকৃত হইলেও সেই সেই ভূতাংশের আধিক্যানুসারে তেজ, জল, পৃথিবী এইরূপ বিশেষ বিশেষ নামকরণ হইয়াছে॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু ত্রিবৃৎকৃত অন্নাদির প্রত্যেকটিই যখন তেজ, অপ্, অন্ন, এই ভূতত্রয়াত্মক, তখন তাহাদের কেবল অন্ন, অপ্, তেজ এই এক একটি রূপে নির্দ্দেশ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— বৈশেষ্য অর্থাৎ বিশেষভাব। ত্রিবৃৎকরণের দ্বারা প্রত্যেকটি ত্রিরূপ হইলেও অন্নাদি অংশের আধিক্য বশতঃ সেই সেই. ভূতের অন্নাদি নাম করণ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অধ্যায়ের
চতুর্থ পাদ সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

ন বিনা সাধনৈর্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ॥

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥ ১॥

সূত্রার্থ।—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগ্রহণসময়ে, রংহতি—গমন করে, সংপরিষ্বক্তঃ—সংশ্লিষ্ট হইয়া, প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং—প্রশ্ন ও উত্তর হইতে। শ্রুতিতে এতদ্বিষয়ক যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জীব যখন এই দেহ পরিত্যাগ করত দেহান্তর পরিগ্রহ করে, তখন দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই গমন করে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে সাংখ্যাদি স্মৃতি ও ন্যায়ের বিরোধ খণ্ডন এবং প্রতিবাদীদের মতের অসারতা সম্পাদন করা হইয়াছে, শ্রুতি-সমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে এবং জীবের উপকরণস্বরূপ পদার্থ-সমূহ যে জীবাতিরিক্ত ও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন, ইহাও বলা হইয়াছে। সম্প্রতি এই তৃতীয়াধ্যায়ে ভোগোপকরণসমন্বিত

জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, সতত্ত্ব-ব্রহ্মভাব, বিদ্যা বা উপাসনার ভেদাভেদ, গুণসমূহের উপসংহার অনুপসংহার, সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে মুক্তি, সম্যক্ জ্ঞানলাভের উপায় ও বিধিভেদ এবং মুক্তিফলের ঐক্য ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। তাহার মধ্যে প্রথমপাদে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আশ্রয় করিয়া সংসারের গতিভেদ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীব মুখ্য প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, অবিদ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, জন্মান্তরীণ সংস্কার এই সমস্তের সহিতই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। এ স্থানে সন্দেহ এই যে, ঐ জীব কি দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ যাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ বা যাহার পরিণামে অন্য দেহ হইবে, সেই সমস্তের সহিত মিলিতভাবেই গমন করেন? না তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই গমন করেন? আলোচনা দ্বারা প্রথমতঃ ইহাই মনে হয় যে, জীব প্রয়াণকালে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান না, কারণ, শ্রুতিতে ভোগসাধন ইন্দ্রিয়গণ সহ গমনের বিষয় লিখিত আছে বটে, কিন্তু ভূতসূক্ষ্মের গমনবিষয়ে কিছুই জানা যায় না, সুতরাং উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই যান। এই সম্ভাবনায় বলিতেছেন—জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরগমনকালে দেহবীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূতের সহিত মিলিত হইয়াই দেহান্তর আশ্রয় করেন, কারণ, শ্রুতি-বর্ণিত প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতেই ঐ বিষয় জানা যায়। প্রবাহণ নামক রাজা শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"জল পঞ্চবিধ অগ্নিতে আহুত অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়া যেরূপে পুরুষ নাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মানবাকারে পরিণত হয়, তাহা কি তুমি জান?" ইহার উত্তরে "দ্যুলোক, পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পঞ্চবিধ অগ্নিতে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত এই পাঁচটি আহুতির বিষয় বলিয়া, এইরূপে জল পঞ্চমী আহুতিতে মানবাকারে পরিণত হয়" এইরূপ বলা হইয়াছে।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, জীব দেহান্তরগমনকালে অপ্-ভূতের সহিত মিলিত হইয়া গমন করেন ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে ব্রহ্মই মুমুক্ষুদিগের একমাত্র উপাস্য ইত্যাদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্মৃতি, যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে ও ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ের সহিত প্রাপ্তির প্রকারবিষয়ে বিচার করিতেছেন। তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ উপাসনাবিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। উপাসনা আরম্ভের প্রধান উপায় হইতেছে—প্রাপ্তব্য-বস্তু-ব্যতিরিক্ত বিষয়ে বিরক্তি ও প্রাপ্তব্য-বস্তুবিষয়ে অভিলাষ। ঐ বিষয়ে সিদ্ধির নিমিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তরে সঞ্চরণশীল জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থায় বিবিধ দোষসম্বন্ধ ও পরব্রহ্মের দোষশূন্যতা ও সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক গুণাকরতা প্রতিপাদন করিতেছেন। তাহার মধ্যে এই জীব দেহ হইতে দেহান্তরগমনের সময় দেহান্তর আরম্ভের হেতুস্বরূপ সূক্ষ্মভূতসমূহের সহিত মিলিত হইয়াই গমন করেন? অথবা একাকীই গমন করেন? এই বিষয়ে আলোচনা করিলে প্রথমে ইহাই মনে হয় যে, জীব যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে সূক্ষ্মভূত-সমূহ যখন সুলভ অর্থাৎ অনায়াসলভ্য, তখন তিনি একাকীই গমন করেন, উহারা সঙ্গে যায় না। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—তদন্তরপ্রতিপত্তি অর্থাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিকালে জীব সূক্ষ্মভূত-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই গমন করেন, কারণ, প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর হইতেই উহা জানা যায়। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রকরণে এইরূপ প্রশ্নোত্তর বর্ণিত আছে—পাঞ্চালাধিপতি প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে কর্ম্মীদিগের গন্তব্য স্থান, তথা হইতে প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযান নামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃত্তি বা বিচ্ছেদস্থান এবং যাহারা

চন্দ্রলোকে গমন করে না, ইহাদিগের বিষয় তুমি জান কি? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল-সমূহ যেরূপ পুরুষপদবাচ্য হইতে পারে, তাহা জান কি?" তাহার পর এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে দ্যুলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া আহুত জল যেরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রশ্নোত্তর হইতেই জানা যায় যে, দেহান্তরের হেতুস্বরূপ সূক্ষ্মভূত-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই জীব তত্তংস্থানে গমন করেন ॥ ১ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—ত্র্যাত্মকত্বাৎ—ত্রিবৃৎকরণহেতুক, তু—কিন্তু, ভূয়স্ত্বাৎ—আধিক্যহেতুক। কেবল অপ্‌ভূতের সহিত মিলিত হইয়াই যে গমন করেন, তাহা নহে, তেজ ও অন্নও অপ্‌ভূতের সহিত গমন করে, কারণ, ঐ অপ্‌ভূতও ত্রিবৃৎকৃত, অর্থাৎ জল, তেজ ও অন্ন বা পৃথিবী, এই তিন মিশ্রিত, সুতরাং একের গমনে অপর দুইটির গমনও সিদ্ধ হয়। তন্মধ্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহারই নামোল্লেখ হয়, অপ্‌ভূতে জলীয়াংশের আধিক্য থাকায় অপ্ এই নাম হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে ইহাই প্রতীত হয় যে, কেবল অপ্‌ভূতের সহিতই জীব দেহান্তর আশ্রয় করেন, তবে সূক্ষ্মভূতসমূহের সহিত গমন করেন, এ উক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি হইতে জানা যায়, জল বা অপ্‌ভূত ত্র্যাত্মক অর্থাৎ ভূতত্রয়-মিশ্রিত, কেবল জল নহে। এই দেহে তেজ, অপ্ ও অন্ন, এই ভূতত্রয়েরই

কার্য্য দৃষ্ট হয়, এ জন্য এই দেহ ত্র্যাত্মক অর্থাৎ ভূতত্রয়ের পরিণাম, সুতরাং অপ্ভূতের আরম্ভকত্ব স্বীকার করিলেই অন্য দুইটি ভূতও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আরও দেখ, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ধাতুত্রয় দেহকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াও এই দেহ ত্র্যাত্মক বা ত্রিধাতুক। অপর ভূতসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপ্ভূতের দ্বারা দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং উক্ত প্রশ্নোত্তরে যে অপ্ভূত পরিণামে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, এ উক্তি কেবল আধিক্যকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল জলকে লক্ষ্য করিয়া নহে। দেখাও যায় যে, দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক পরিমাণে থাকে। যদিও দেহে পৃথিবী ভূতের অংশও বহু পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলেও জলভাগ তাঁহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আছে, অতএব জলভাগের বাহুল্যহেতুক অপ্শব্দের দ্বারাই দেহারম্ভক সমস্ত ভূতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই নির্দ্দোষ ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, "অপ্সমূহ পুরুষপদবাচ্য হয়" এরূপ বলিলে জলই পুরুষাকারে পরিণত হয়, এইরূপ প্রতীতি হয়. সুতরাং জীবের সহিত কেবল জলেরই গমন প্রতীত হইতেছে, এ অবস্থায় সমস্ত সূক্ষ্মভূতই তাহার সহিত গমন করে, এ উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাহার উত্তর দিতেছেন—কেবল অপ্ভূতের দ্বারাই দেহারম্ভ সম্ভব হয় না, দেহাদি কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্তই প্রত্যেক ভূতের ত্রিবৃৎকরণ করা হইয়াছিল, তবে যে কেবল জলেরই নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দেহে অপ্ বা জলভূতের অংশের আধিক্য হেতুক, দেহমধ্যে রসরক্তাদি দ্রবধাতুর বাহুল্য থাকায় আরম্ভক ভূতসমূহের মধ্যে অপ্ভূতেরই আধিক্য পরিলক্ষিত হয় ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—প্রাণগতেশ্চ—প্রাণের গমনহেতুকও। জীবের দেহান্তরগমনকালে প্রাণসমূহও গমন করে, এইরূপ শ্রুতি আছে, এ কারণেও কেবল জলের সহিতই জীব গমন করেন না, অন্য ভূতও তাহার সহিত গমন করে, কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহের আশ্রয়রূপে দেহারম্ভক সূক্ষ্মভূতসমূহেরও অনুগমন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"জীবের উৎক্রমণকালে মুখ্যপ্রাণও তাহার সহিত উৎক্রান্ত হয়, অন্যান্য প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ আবার মুখ্যপ্রাণের সহিত উৎক্রমণ করে" এই শ্রুতিতে দেহান্তরগমনকালে প্রাণসমূহের গমনও উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয়ভাবে গমন করিতে পারে না, অতএব ইন্দ্রিয়সমূহের গতি অনুসারেই তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ ভূতান্তরের সহিত সংসৃষ্ট অপ্‌ভূতও গমন করে, ইহা উক্ত বাক্য হইতেই প্রতীত হইতেছে। যখন জীবিতাবস্থায়ও প্রাণসমূহকে নিরাশ্রয়ভাবে কোথাও যাইতে বা থাকিতে দেখা যায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা যে হয় না, ইহা অবশ্যই বুঝা যায় ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"জীবের উৎক্রমণকালে তাঁহার সহিত মুখ্যপ্রাণও উৎক্রান্ত হয়, আবার অন্যান্য প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ সেই উৎক্রমণশীল মুখ্যপ্রাণের অনুগমন করে" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীবের উৎক্রমণকালে প্রাণসমূহ তাঁহার অনুগমন করে। কোন বস্তুই নিরাশ্রয়ভাবে গমন করিতে পারে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়সমূহের গমনকালে তাহার আশ্রয়স্বরূপ সূক্ষ্মভূতসমূহও যে গমন করে, তাহা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে, এ কারণেও জানা যায় যে, জীব সূক্ষ্মভূতসমূহে বেষ্টিত হইয়াই গমন করেন ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ—অগ্নিপ্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, ভাক্তত্বাৎ—গৌণোক্তিহেতুক। উৎক্রমণকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি থাকায় যদি বল, ইন্দ্রিয়সমূহ জীবের অনুগমন করে না, তাহার উত্তরে বলিব, না, গমন করে, শ্রুতির ঐ উক্তি ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ, মুখ্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, দেহান্তরগমনকালে প্রাণসমূহ জীবের অনুগমন করে না, কারণ, "মৃত এই পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে লীন হয়" এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মৃত্যুকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় গমন করে। ইহার উত্তরে বলিব, না, উক্ত শ্রুতি গৌণার্থক, কারণ, ঐ শ্রুতিরই স্থানান্তরে আছে, "লোমসমূহ ঔষধিতে ও কেশসমূহ বনস্পতিতে গমন করে"। কিন্তু লোম বা কেশসমূহ যে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ওষধি বা বনস্পতিতে গমন করে, ইহা সম্ভব হয় না, সুতরাং লোম ও কেশের গমনশ্রুতি যেমন গৌণ, বাগাদির অগ্ন্যাদিগমনও সেইরূপ গৌণ। উপাধিভূত প্রাণকে জীবের পরিত্যাগ করিয়া গমন সম্ভব নহে, প্রাণ ব্যতীত জীবের দেহান্তরভোগও উপপন্ন হয় না। শ্রুতি স্থানান্তরে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন, প্রাণসমূহ জীবের অনুগমন করে, বাগাদি অগ্ন্যাদিতে গমন করে, এ উক্তি উপচার মাত্র, অর্থাৎ বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী অগ্ন্যাদি দেবতাগণ স্ব স্ব

ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্যসাধনবিষয়ে সাহায্য করে মাত্র, মৃত্যুকালে সেই উপকারকত্বই মাত্র নষ্ট হয়, সেই অভিপ্রায়েই উক্ত শ্রুতি লিখিত হইয়াছে ॥৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—"যে কালে এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে ও চক্ষুঃ সূর্য্যে বিলীন হয়" এই শ্রুতি অনুসারে জীবের মৃত্যুকালে প্রাণসমূহ অগ্ন্যাদিতে বিলীন হয়,ইহা শ্রুত হওয়ায় জীবের সহিত প্রাণসমূহের গমন-শ্রুতি অন্যথা অর্থাৎ অসঙ্গত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যদি বল, তাহার উত্তর, না, কারণ, অগ্ন্যাদিতে লয়প্রাপ্তি-শ্রুতিটি ভাক্ত বা গৌণ। ভাক্ত কেন ? তাহাও বলিতেছি,— "লোমসমূহ ওষধি ও কেশসমূহ বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতিও উক্ত শ্রুতির সহিতই একত্রে পঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেশ ও লোম বাস্তবিকই বনস্পতি বা ওষধিসমূহে লয়প্রাপ্ত হয় না , অতএব চক্ষুঃপ্রভৃতির লয়প্রাপ্তি-শ্রুতি চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে অপগমনসূচক মাত্র, চক্ষুরাদির লয়প্রাপ্তিসূচক নহে ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—প্রথমে—প্রথমাগ্নিতে, অশ্রবণাৎ,—শ্রুত না হওয়ায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, তা এব—সেই অপ্-সমূহই, হি—যে হেতু, উপপত্তেঃ—সঙ্গত হওয়ায। পঞ্চাগ্নির প্রথমাগ্নি এতল্লোক, তাহার আহুতি দ্রব্য শ্রদ্ধা, অপ্ নহে, সুতরাং প্রথমে অপ্ শব্দের উল্লেখ না থাকায় অপ্ই পরিণামে পুরুষপদ-বাচ্য হইতে পারে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, যে হেতু সে স্থানেও শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা অপেরই গ্রহণ বুঝিতে হইবে, এবং সেইরূপ হইলেই পূর্ব্বাপরবাক্যসমূহের সঙ্গতি রক্ষা হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আচ্ছা, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু পঞ্চমী আহুতিতে অপ সমূহ পুরুষপদবাচ্য হয়, ইহা তুমি কিরূপে নিশ্চয় করিলে? প্রথমাগ্নিতে অপের উল্লেখ ত দেখা যায় না। শ্রুতির যে স্থানে দ্যুলোক প্রভৃতি পঞ্চাগ্নিকে আহুতিপঞ্চকের আধার বলিয়াছেন, তাহার প্রথমেই "হে গৌতম! এই লোক • অগ্নি" এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "দেবগণ সেই এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন"। এ স্থলে শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোমোপযোগী দ্রব্য বলা হইয়াছে, অপ্‌কে নহে। এইরূপ আপত্তি যদি কর, তাহার উত্তরে বলিব, শ্রুতির ঐ উক্তি দোষাবহ নহে, যে হেতু, ঐ শ্রুতিতেও শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা প্রথমাগ্নিতে অপ্‌কেই আহুতির দ্রব্য বলা হইয়াছে, এবং এইরূপ অর্থ করিলেই ঐ প্রশ্নোত্তরের আদি, মধ্য ও অন্ত বাক্যের একবাক্যতা রক্ষিত হয়, নচেৎ এক প্রকার প্রশ্নের অন্য প্রকার উত্তর হওয়ায় তাহা উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় নিরর্থক হয়। প্রশ্ন হইল—অপ্‌সমূহ পঞ্চমী আহুতিতে কি প্রকারে পুরুষপদ-বাচ্য হয়? তাহার উত্তরে অপ্‌শব্দের উল্লেখমাত্র না করিয়া যদি শ্রদ্ধার উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যই থাকে না। "শ্রদ্ধাই অপ্‌" এই বৈদিক প্রয়োগে অপ্‌ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, ভূতান্তরসংযুক্ত অপ্‌ভূতের সূক্ষ্মাংশের সহিত মিলিত হইয়া জীব গমন করেন, প্রশ্নোত্তরের দ্বারা এইরূপ জানা যায়, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, দ্যুলোকাগ্নিতে প্রথম হোমে অপ্‌কে আহুতির দ্রব্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, "সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন" এই শ্রুতিতে সে স্থানে শ্রদ্ধাকে হোমের দ্রব্য বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা জীবের একটি মানসিক বৃত্তিবিশেষ। ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, এ কথা

বলিতে পার না, যে হেতু, সে স্থানে শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা অপ্‌কেই বলা হইয়াছে, কারণ, প্রশ্ন ও তাহার উত্তর শ্রবণে ঐ অর্থই সঙ্গত হয়। "পঞ্চমী আহুতিতে অপ্ কিরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়।" ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাই হোমোপযোগী দ্রব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ শ্রদ্ধাশব্দে যদি অপ্‌কে না বুঝায়, তাহা হইলে এক প্রশ্নের অন্যবিধ উত্তর হওয়ায় নিতান্তই অসঙ্গত হয়। অপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের বৈদিক প্রয়োগ দেখা যায় "অপ্ প্রণয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্" ইতি। "দেবতাগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন হন" এই শ্রুতির যে সোমাকারে পরিণতি, তাহাও অপের পক্ষেই সম্ভব হয়, অতএব জীব ভূতান্তর-সংযুক্ত জলের সহিতই গমন করেন, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—অশ্রুতত্বাৎ—শ্রুত না হওয়ায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, ইষ্টাদিকারিণাং—যজ্ঞাদিকর্ত্তাদিগের, প্রতীতেঃ—প্রতীতিহেতুক। যদি বল, অপ্‌ভূতের সহিত জীব গমন করেন, এরূপ কোন শ্রুতি আছে, ইহা শ্রবণ করি নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগকারী, এরূপ জীবগণ ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এই উক্তির দ্বারা অপের সহিত জীবেরও গমন প্রতীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রশ্নোত্তরের দ্বারা, অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে শ্রদ্ধাদিক্রমে পুরুষাকারে পরিণত হয়, ইহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও জীবও যে তাহার সহিত মিলিত হইয়া গমন করেন,

এরূপ কোন শ্রুতি নাই। অপ্‌বোধক শ্রদ্ধাশব্দের ন্যায় জীববোধক কোন শব্দই এ স্থানে নাই, অতএব অপ্‌ভূতের সহিত জীব গমন করেন, এ উক্তি অসঙ্গত, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, অসঙ্গত নহে, কারণ, "যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যাগাদি উপলক্ষে দান, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা ও দত্ত, এই তিনটি কর্ম্মের উপাসনা করে, তাহারা ধূম অর্থাৎ ধূমাদিচিহ্নিত দক্ষিণায়নপথ প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ ধূমাদির দ্বারা পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন। "আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এই চন্দ্রমাই প্রসিদ্ধ সোমরাজা" এই শ্রুতি দ্বারাও উক্ত অর্থ প্রতীত হইতেছে। "সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে সোম রাজা উৎপন্ন হন" এই শ্রুতি ও পূর্ব্ব-শ্রুতির সামঞ্জস্য থাকায় শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য অপ্‌ভূতের সহিতই জীবের গমন প্রতীত হইতেছে, অতএব জীব আহুতিরূপে দত্ত অপের সহিত মিলিত হইয়াই স্বকর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত গমন করেন, এ উক্তি অসঙ্গত নহে॥ ৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জীব অপ্‌ভূতের সহিত মিলিত হইয়া গমন করেন, তাহা উপপন্ন হয় না, কারণ, এই বাক্যের মধ্যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি জলেরই কয়েকটি অবস্থাবিশেষ হোমোপযোগী দ্রব্য বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় মাত্র, জীব সম্বন্ধে কোন উল্লেখই নাই। ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, সে স্থানে ইষ্টাদিকারী অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদনকারীদিগের প্রতীতি হইয়াছে। এই বাক্যেরই শেষ ভাগে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত-কর্ম্মকর্ত্তাগণ দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়া সোম রাজা হন, পরে উক্ত পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে পুনরায় ইহলোকে আগমন করিয়া গর্ভরূপে পরিণত হন। "যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত এই

কর্ম্মত্রয়ের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমাদিচিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ প্রাপ্ত হয়," এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে বলা হইয়াছে—"পিতৃলোক হইতে আকাশে, ও আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করেন, ইনি সোমরাজা, ইনিই দেবতাদিগের অন্ন, দেবগণ ইহাই ভক্ষণ করেন" "সেই স্থানে যতকাল পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষয় না হয়, তাবৎ বাস করিয়া পরে পুণ্যক্ষয়ে সেই পথেই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে" "যে যে জীব অন্নাহার করে, যে যে প্রাণী শুক্রনিষেক করে, তাহারা বহুলাংশে তদ্রূপই হয়।" এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জীব সূক্ষ্মভূত-সমূহের সহিত মিলিত হইয়াই গমন করেন, অতএব পূর্ব্বোক্তি অসঙ্গত হয় না ॥ ৬ ॥

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—ভাক্তং—গৌণ, বা—অথবা, অনাত্মবিত্ত্বাৎ—আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ, তথা হি—সেইরূপই দর্শয়তি—দেখাইয়াছেন। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিগণ যে দেবতাদের অন্ন হন, এ উক্তি ভাক্ত বা গৌণ মাত্র, মুখ্য নহে, কারণ, তাহারা অনাত্মজ্ঞ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা তাহাদের অজ্ঞাত, এবং সেই জন্যই শ্রুতি তাহাদিগকে পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন। দেবতারা পশু চর্ব্বণ করেন না, তাহাদের দ্বারা কেবলমাত্র তৃপ্তি লাভ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যখন অন্য শ্রুতিতে ধূমচিহ্নিত পথের দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক দেবতাদিগের ভক্ষ্য হয়, এই উক্তি দেখা যাইতেছে, তখন ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত গমন করে, এই উক্তি কেমন করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত

জীবের যেমন কোন ভোগ সম্ভব হয় না, তেমনই দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহারা কিরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জীবের যে অন্নরূপে পরিণতিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, উহা উক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক বা গৌণ, মুখ্যার্থক নহে, কারণ, শ্রুতি আছে, "স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যাগ করিবে"। যজ্ঞকর্ত্তা চন্দ্রলোকে গিয়া যদি ভোগই করিতে না পায়, উপরন্তু তাহাদিগকে দেবতাদিগের ভোজ্য হইতে হয়, তাহা হইলে কি জন্য লোকে ক্লেশবহুল যজ্ঞাদি করিবে? "বৈশ্যগণ রাজাদিগের অন্ন, পশু বৈশ্যদিগের অন্ন" এ স্থানে অন্নশব্দ যেমন ভোগের উপকরণ বা ভোগসাধনের উপায় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উক্ত স্থলেও অন্নশব্দ কেবল ভোগোপকরণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চন্দ্র-লোকগত জীব দেবগণের ভোগের উপকরণমাত্র, এবং এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি জীবগণকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে দেবতারা জীবকে মোদকাদির ন্যায় চিবাইয়া বা গিলিয়া ফেলেন না। শ্রুতি আছে—"দেবতারা ভক্ষণ বা পান করেন না, তাঁহারা এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন" ইত্যাদি। আরও দেখ, যাহারা আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, অথচ যাগাদি কর্ম্ম করে, তাহারাই দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ হয়। যজ্ঞাদি কর্ম্মফলে তাহারা দেবলোকে গিয়া দেবতাদের আদেশপালনাদি করত তাঁহাদের ভোগসুখের সাহায্য করে, অতএব অপ্‌ভূতের সহিত জীবের গমনোক্তি অসঙ্গত নহে ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"দেবগণ তাহাকে অর্থাৎ সোমরাজাকে ভক্ষণ করেন" এইরূপ বলা হইয়াছে, অথচ জীব কখনই ভক্ষ্য হইতে পারে না। অতএব দেবগণের ভক্ষ্য সোমরাজা জীব হইতে পারেন না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যাগাদিকারী পুরুষেরা আত্মতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, তাহারা ইহলোকে

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের উপাসনা করত তাঁহাদের প্রীতিসাধন করে, পরে তাহাদের সেই উপাসনায় দেবগণ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে স্বর্গাদিলোকে লইয়া যান ও সে স্থানে তাহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ভোগ লাভ করত দেবগণের বিবিধ উপকারসাধন করিয়া তাঁহাদের ভোগের সহায়তা করে। এইরূপে যাগকারিগণ ইহলোক ও পরলোক দুই লোকেই দেবতাদের ভোগোপকরণ হয়। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই আত্মজ্ঞদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও অনাত্মজ্ঞদিগের দেবভোগ্যত্বই দেখাইয়াছেন। সুতরাং জীব দেবগণের ভক্ষ্য হন, এ উক্তি কেবল ভোগের উপকরণ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এ জন্য উহা ভাক্ত বা ঔপচারিক, দেবগণ ভক্ষণও করেন না, পানও করেন না, তৃপ্তিই তাঁহাদের ভক্ষণ; অতএব জীব সূক্ষ্মভূতসমূহের সহিত মিলিত হইয়াই গমন করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশযবান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—কৃতাত্যয়ে—অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের ক্ষয় হইলে, অনুশয়বান্—অবশিষ্ট কর্ম্মফলের সহিত, দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-স্মৃতি হইতে, যথেতং—যেরূপে গমন হইয়াছিল, অনেবঞ্চ—সেরূপেও নহে। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, জীব নিজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ফলভোগ শেষ হইলে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলের সহিত ইহলোকে পুনর্ব্বার আগমন করেন। গমনকালে যে পথ দিয়া যে ভাবে গমন করিয়াছিলেন, এই আগমনকালেও সেইরূপ ভাবেই, আবার স্থানবিশেষে অন্যভাবেও প্রত্যাগমন করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই স্থানে কর্ম্মফলের ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করিয়া পরে এই পথেই পুনরাগমন করে। যাহারা সদাচরণশীল, তাহারা ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা পাপাচারী, তাহারা কুকুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে" এই শ্রুতিতে যাগাদি কর্ম্মকারিগণ ধূমমার্গ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে গমনানন্তর কর্ম্মফলভোগান্তে তথা হইতে পুনরায় ইহলোকে অবতীর্ণ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, তাহারা কি কর্ম্মের সমস্ত ফলই নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া আসে? অথবা অবশিষ্ট কিছু সঙ্গে লইয়া আসে? উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে মনে হয়, নিঃশেষরূপেই ভোগ করিয়া আসে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্বরূপে বলিতেছেন—শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণানুসারে ইহাই জানা যায় যে, জীবগণ যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিল, উপভোগের দ্বারা সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে, ভোগের নিমিত্ত তাহাদের যে জলময় শরীর হইয়াছিল, উপভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় দর্শন জন্য শোকাগ্নিতে সেই শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার পর তাহাদের সেই কর্ম্মের ক্ষয় হইলে অনুশয়বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মের কিছু শেষ থাকা অবস্থায় অভুক্ত সেই কর্ম্মের সহিতই ইহলোকে অবতরণ করে। তাহারা যে পথে আরোহণ করিয়াছিল, অবতরণও সেই পথেই করে, আবার তাহার বিপরীতভাবেও করে। আরোহণকালে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক এই ক্রমে আরোহণ করে, আর অবতরণকালে চন্দ্রলোক, আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ এই ক্রমে অবরোহণ করে। আরোহণ ও অবতরণে আকাশাদিতে অবতরণ গমনপথের অনুরূপ, আর বায়ু মেঘ ইত্যাদি প্রাপ্তি আরোহণ ক্রমের বিপরীত ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহারা কেবল ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত ক্রিয়া আচরণ করে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের চেষ্টা করে না, তাহারা ধূমাদি পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহা বলা হইয়াছে। এ স্থানে সংশয়ের বিষয় এই যে, জীব যখন প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন কি অনুশয়বিশিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে? না, 'কর্ম্মফল নিঃশেষরূপেই ভোগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে? কি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? প্রথমেই মনে হয়, সেই স্থানেই নিঃশেষরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আসে, অতএব অবশিষ্ট কিছুই থাকে না ও সঙ্গেও আনে না। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন—শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, অবশিষ্ট কর্ম্ম সঙ্গে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রুতি আছে—"যাহারা ইহলোকে রমণীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা অবিলম্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা কপূয় অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা কুক্কুর, শূকর বা চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হয়।" স্মৃতিও আছে—"বিভিন্ন বর্ণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমী স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরলোকে গমন পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, তদনন্তর সেই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, ধন, চরিত্র, সুখ ও মেধা-বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা বিপরীত কর্ম্মাচরণ করে, তাহারা বিনষ্ট অর্থাৎ চিরদুঃখভাগী হয়" ইত্যাদি। অতএব চন্দ্রলোকগত ব্যক্তিগণ অবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই যে যে প্রকারে ও যে যে পথে গমন করিয়াছিল, ঠিক সেই পথেই সেই প্রকারেই অথবা প্রকারান্তরেও প্রত্যাবর্ত্তন করে। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাস দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক এই ক্রমে আরোহণ করে, আর, চন্দ্রলোক হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অভ্র ও মেঘ এই ক্রমে অবতরণ বা প্রত্যাবর্ত্তন করে। তন্মধ্যে

আকাশ ও ধূমে অবতরণ আরোহণের তুল্য অর্থাৎ যে প্রকারে আরোহণ করিয়াছিল, তদনুরূপ, আর বায়ু, অভ্র ও মেঘে অবতরণ প্রকারান্তর, অর্থাৎ আরোহণের সময় এ ক্রম ছিল না ; অতএব অনেক বা ক্রমের অন্যথাভাব ॥ ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—চরণাৎ—আচরণ বা আচারবোধক শব্দ হেতুক, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, উপলক্ষণার্থা—উপলক্ষণের নিমিত্ত, ইতি—এইরূপ, কার্ষ্ণাজিনিঃ—কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য্য। শ্রুতিতে "রমণীয়চরণা" এই চরণ বা আচরণ শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই শুভাশুভ আচরণফলেই জীব উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ভুক্তাবশেষ কর্ম্মের দ্বারা করে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, এরূপ উক্তি সত্য নহে, কার্ষ্ণাজিনি মুনি বলেন, ঐ চরণ শব্দ অনুশয় বা ভুক্তাবশেষ কর্ম্মেরই উপলক্ষণ বা বোধক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত "রমণীয়াচরণশীল" ইত্যাদি যে শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐ শ্রুত্যুক্ত চরণ বা আচরণের তারতম্যানুসারেই উচ্চ বা নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, অনুশয় জন্য করে না। চরণ এবং অনুশয় শব্দ একার্থক নহে, চরণ শব্দে আচার, শীল বা চরিত্র বুঝায়, আর অনুশয় শব্দে ভুক্তফল কর্ম্মের অবশিষ্ট কর্ম্মকে বুঝায়। ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—ঐ চরণ শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নহে, কারণ, কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্য বলেন, ঐ চরণ শ্রুতি অনুশয় শব্দেরই উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ এই চরণ

শব্দই আচরণের ন্যায় শুভাশুভরূপ কর্ম্মকেও বুঝাইবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল আচরণ হইতেই সদসদ্‌গতি হয় না, সদসদ্‌গতি শুভাশুভ কর্ম্মাচরণেরই ফল ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—"রমণীয়চরণাঃ" "কপূয়চরণাঃ" অর্থাৎ সদাচরণ অসদাচরণ শ্রুতির এই চরণ শব্দ পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মকে বুঝায় না, যে হেতু, ঐ চরণ শব্দটি সর্ব্বত্রই আচারার্থেই প্রসিদ্ধ। বেদে চরণ ও কর্ম্ম শব্দ পৃথক্ পৃথক্ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব চরণ অর্থাৎ শীল বা স্বভাব হইতেই যোনিবিশেষপ্রাপ্তি হয়, অনুশয় হইতে হয় না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, তাহা নহে, অনুশয় হইতেই হয়, কারণ, কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের মত এই যে, উক্ত চরণ শব্দ এ স্থানে কর্ম্মশব্দের উপলক্ষণের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে কেবল আচারের দ্বারা সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তি অসম্ভব, সুখ দুঃখ পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মেরই ফল ॥ ৯ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—আনর্থক্যং—ব্যর্থতা, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, তদপেক্ষত্বাৎ—তাহারও অপেক্ষা বা প্রয়োজন থাকায়। যদি বল, চরণ শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ অনুশয়ই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সদাচারের বিধানের কোন সার্থকতাই থাকে না, নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বলা যায়—না, তাহা নহে, কারণ, শ্রৌত স্মার্ত্ত সমস্ত কর্ম্মই সদাচারকে অপেক্ষা করে। পবিত্রাচারী না হইলে কর্ম্মে অধিকারও হয় না, কৃতকর্ম্মের ফলও হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—আচ্ছা,

কার্ষ্ণাজিনির মতানুযায়ী অর্থ না হয় স্বীকারই করিলাম, কিন্তু, চরণশব্দের শ্রুতিসম্মত শীল বা আচরণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য লাক্ষণিক বা গৌণার্থ অনুশয় গ্রহণ করিব? শ্রুতিসম্মত বিহিত ও নিষিদ্ধ সাধু ও অসাধুরূপ আচরণের ফলেই ত শুভাশুভ যোনিতে জন্মগ্রহণ হইতে পারে? আচারেরও ত কিছু ফল থাকা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত? তাহা স্বীকার না করিলে আচারের বিধানই নিরর্থক হইয়া যায়। এরূপ যদি বল, তাহার উত্তর—ঐরূপ দোষ অর্থাৎ আনর্থক্য-দোষ হয় না, কারণ, আচারেরও অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে। ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মসমূহ আচার-সাপেক্ষ, সদাচারী না হইলে কোন কর্ম্মেই অধিকার হয় না, ঐ সমস্ত কর্ম্ম আরব্ধ হইলে সেই সঙ্গে যে সমস্ত সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আরব্ধ কর্ম্মের কোন না কোনরূপ উৎকর্ষসাধন করে, অতএব কার্ষ্ণাজিনির অভিমত আচার সহ অনুষ্ঠিত কর্ম্মই অনুশয়স্বরূপ হয় এবং তাহাই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে স্মৃতিবিহিত আচার-সমূহ নিষ্ফল, সুতরাং তাহার বিধানও নিরর্থক। এরূপ যদি বল, তাহার উত্তর—না, নিরর্থক নহে, কারণ, 'সন্ধ্যাবিহীন কদাচারী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মেই অনধিকারী" "আচার-হীন ব্যক্তিকে বেদসমূহও পবিত্র করিতে পারে না" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়, পুণ্যকার্য্যমাত্রই সদাচারসাপেক্ষ, যাহারা সদাচারী, তাহারাই কেবল পুণ্যকার্য্যের অধিকারী; অতএব পূর্ব্বোক্ত চরণশ্রুতি কর্ম্মেরই উপলক্ষণমাত্র ॥ ১০ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—সুকৃতদুষ্কৃতে—পুণ্য ও পাপকর্ম্ম, এব—নিশ্চয়ই,

ইতি তু—এইরূপই কিন্তু, বাদরিঃ—বাদরিনামক আচার্য্য। বাদরিনামা আচার্য্য বলেন, চরণ শব্দে পুণ্য ও পাপ-কর্ম্মকেই বুঝায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—চরণ শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃতকেই বুঝায়, ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত। চরণ, অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম এই তিনটি শব্দ একার্থক। সাধারণতঃ কর্ম্মমাত্রেই "চর" ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম করে, সাধারণ লোক-সমূহ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে—"এই মহাত্মা ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন।" আচারও এক প্রকার ধর্ম্ম ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পুণ্যকর্ম্ম আচরণ করিতেছে" "পাপকর্ম্ম আচরণ করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্ম অর্থে "চর" ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং গোবলীবর্দ্দন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বলীবর্দ্দ বা ষাঁড় গোজাতীয় হইলেও লোকে ঐ বলীবর্দ্দের বিশেষত্ব সূচনার নিমিত্ত যেমন গোশব্দ উল্লেখ করিয়া আবার বলীবর্দ্দ শব্দ প্রয়োগ করে, তদনুসারে প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধ কর্ম্ম বিষয়েও কর্ম্ম ও আচার শব্দের পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশের উপপত্তি হওয়ায়, বিশেষতঃ মুখ্যার্থের দ্বারাই প্রয়োজনসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে লক্ষণা স্বীকারের অনৌচিত্য হেতুকও সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মই চরণশব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ, ইহাই বাদরি আচার্য্যের অভিমত ॥ ১১ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—অনিষ্টাদিকারিণামপি—যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদেরও, চ—আরও, শ্রুতং—শ্রুত হওয়া যায়

যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করে না, পরন্তু অনিষ্ট বা নিন্দিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কারিগণ চন্দ্রলোকে গমন করে, ইহা বলা হইয়াছে, যাহারা তাহা করে না, উপরন্তু নিন্দিত কর্ম্মই করে, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি না, এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য। বিচারের প্রথমাবস্থায় ইহাই মনে হয় যে, তাহারাও চন্দ্রলোকে যায়, কারণ, "যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে" কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এই শ্রুতিতে কোন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বিশেষরূপ নির্দ্দেশ না থাকায় এবং "যে কেহ" এইরূপ থাকায় দেহান্তে সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে। আরও দেখ, "পঞ্চমী আহুতিতে" এই শ্রুতিতে আহুতি-সংখ্যার উল্লেখ থাকায় পুনর্জ্জন্মকালে দেহারম্ভও চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ব্যতীত হইতে পারে না। যদি বল, ইষ্টকারী অনিষ্টকারী সকলেই তুল্যগতি প্রাপ্ত হয়, ইহা ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহার উত্তর, অনিষ্টকারীরা চন্দ্র-লোকে যায় মাত্র, সে স্থানে তাহাদের সুখভোগ হয় না॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহারা জ্ঞানার্জন পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা চন্দ্র-লোকে গমন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভুক্তাবশেষ কর্ম্মের সহিতই পুনরাগমন করে, ইহা বলা হইয়াছে। যাহারা বিহিত কর্ম্ম করে না, অথচ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, এই দ্বিবিধ অনিষ্টকারী বা পাপাচরণশীল ব্যক্তি-গণও চন্দ্রলোকে গমন করে কি না? সম্প্রতি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। এ স্থানে কি যুক্তিসঙ্গত? এই প্রশ্নে, তাহারাও চন্দ্রলোকে

গমন করে, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়, কারণ, "যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে" এই শ্রুতিতে সকলেরই সমানভাবে চন্দ্রলোকে গমনের বিষয় অবগত হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—সংযমনে—সংযমনী নামক যমপুরে, তু—কিন্তু, অনুভূয—অনুভব করিয়া, ইতরেষাং—অনিষ্টকারীদিগের, আরোহাবরোহৌ—আরোহণ ও অবতরণ, তদ্গতিদর্শনাৎ—সেইরূপ গতির বিষয়ই শ্রুত হওয়া যায। ইষ্টানিষ্টকারী উভয়েই চন্দ্রলোকে গমন করে, এ উক্তি সত্য হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতিতে অনিষ্টকারী ব্যক্তি সংযমনী নামক যমপুরে গমন ও তথায় নিজ কর্ম্মানুরূপ যমদণ্ড ভোগ করিযা পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, এইরূপ উল্লেখ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই সূত্রটি পূর্ব্ব-সূত্রের প্রতিবাদ। সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে, ইহা সত্য নহে, কারণ, সুখভোগের নিমিত্তই চন্দ্রলোকে যায়, কেবল অবতরণ জন্য বা বিনা প্রয়োজনে যায় না। ফল-পুষ্প সংগ্রহের উদ্দেশেই লোকে বৃক্ষে আরোহণ করে, বিনা উদ্দেশ্যে বা পতনের নিমিত্ত আরোহণ করে না। অনিষ্টাদিকারীদিগের চন্দ্রলোকে কোন ভোগ হয় না, ইহা বলিয়াছি, অতএব ইষ্টাদিকারিগণই চন্দ্রলোকে আরোহণ করে, অন্যে করে না। যাহারা অনিষ্টকর্ম্মাচরণ করে, তাহারা সংযমন-নামক যমালয়ে গমন পূর্ব্বক নিজের নিজের দুষ্কর্ম্মানুযায়ী যমদত্ত যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় ইহলোকে

প্রত্যাবর্ত্তন করে। শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানা যায়, এইরূপেই তাহাদের আরোহণ-অবরোহণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়॥ ১৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, তাহা হইলে ত পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়েরই সমানগতি হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা হয় না। যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারাও চন্দ্র-লোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যমালয়ে যমবিহিত যাতনা ভোগ করিয়া তাহার পরে চন্দ্রলোকে যায়, পূর্ব্বেই যায় না। যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারা যমের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক যমা-লয়ে গমন করে, ইহা শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রমাণিত হয়॥ ১৩॥

স্মরন্তি চ॥ ১৪॥

সূত্রার্থ।—স্মরন্তি চ—স্মরণও করেন। মনু প্রভৃতি স্মৃতি-কারগণও অনিষ্টকারীর যমপুরে গমনাদি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মনু, ব্যাস প্রভৃতি শিষ্টব্যক্তিগণও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে অনিষ্টকারীর যমপুরে গমন ও যমের অধীন হইয়া পাপকর্ম্মের ফলভোগ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন॥ ১৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হে ভগবন্! ইহারা সকলেই যমের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে পরাশরাদিও বলিয়াছেন, সকলেই যমের বশীভূত হয়॥ ১৪॥

অপি চ সপ্ত॥ ১৫॥

সূত্রার্থ।—অপি চ—আরও, সপ্ত—সপ্তসংখ্যক। নরক

সাতটি এবং পাপীরা সেই স্থানেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহাও তাঁহারা বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, পৌরাণিকগণও দুষ্কর্ম্মের ফলভোগের জন্য রৌরব প্রভৃতি সাতটি নরকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। পাপিগণ সেই সমস্ত নরকেই গমন করে, তাহারা চন্দ্রলোকে কিরূপে যাইবে? চন্দ্রলোকে গমন ত দূরের কথা, তাহারা চন্দ্র দেখিতেও পায় না॥ ১৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—রৌরবাদি সাতটি নরক পাপকর্ম্মাদিগের গন্তব্য স্থান বলিয়াও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন॥১৫॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ॥ ১৬॥

সূত্রার্থ।—তত্রাপি চ—সে স্থানেও, তদ্ব্যাপারাৎ—সেই যমেরই কর্ত্তৃত্ব হেতুক, অবিরোধঃ—কোন বিরোধ হয় না। সেই সকল নরকেও যমেরই কর্ত্তৃত্ব থাকায় সেই সেই নরকে পাপিগণ শাস্তি ভোগ করে। এ উক্তিতে কোন বিরোধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহারা পাপী, তাহারা যমালয়ে যমদত্ত শাস্তি ভোগ করে, এ উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, সেই সেই নরকে চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি কয়েক জন কর্ত্তৃত্ব করেন, স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, সেই সেই নরকে চিত্রগুপ্তাদির কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও যমেরই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যমের আজ্ঞাতেই চিত্রগুপ্তাদি তাহার পরিচালনা করেন॥ ১৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, যাহারা রৌরবাদি সপ্তবিধ লোকে (নরকে) গমন করে, তাহাদের যমলোকপ্রাপ্তি

কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যমের আজ্ঞাতেই সেই সপ্ত নরকে পাপাচারীরা গমন করে। অতএব যাহারা অনিষ্টাদিকারী, তাহারাও যমলোকে গমন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া পরে চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে পুনরায় অবতরণ করে ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—বিদ্যাকর্ম্মণোঃ—বিদ্যা ও কর্ম্মের, ইতি তু—ইহাই কিন্তু, প্রকৃতত্বাৎ—প্রস্তাব বশতঃ। শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযাণ এই দুই প্রকার গতির বিষয়ই বিদ্যা ও কর্ম্ম শব্দ দ্বারা দেখাইযাছেন, কারণ, ঐ প্রকরণে বিদ্যা-কর্ম্মেরই প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর ঐ দুই পথের বিষয় প্রস্তাব করিয়া অনিষ্টকারীদিগের আর একটি তৃতীয় গতি বলিবার জন্য অন্য শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদ্যা ও কর্ম্মপ্রভাবেই দেবযান ও পিতৃযাণ পথে গমন কবিতে পারে, অনিষ্টকারীদিগের বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়েরই অভাব, সুতরাং তাহাদের তৃতীয় পথ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রস্তাবে এইরূপ প্রশ্ন আছে—"তুমি কি জান, যাহার জন্য এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না?" ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—যে সমস্ত জীব "দেবযান ও পিতৃযাণ এই উভয় পথের কোন পথেই যাইতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দংশ-মশকাদি জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বারংবার জন্মগ্রহণ করে এবং শীঘ্রই মৃত্যু মুখে গমন করে, এইরূপে ইহারা দেবযান ও পিতৃযাণের অতিরিক্ত তৃতীয় স্থানেই থাকে, সেই জন্যই এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না, কারণ, তাহারা

চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে না।" এই শ্রুতিতে যে "এই উভয় পথ" এই শব্দটির প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ বিদ্যা ও কর্ম্ম, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্ম্ম অর্থাৎ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম দ্বারাই দেবযান ও পিতৃযাণ-পথে গমন করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যাঁহারা "এই প্রকার জানেন" ইহা দ্বারা বিদ্যা বা জ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, এই বিদ্যা দ্বারাই দেবযান পথ প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই দেবযান-পথে গমনের অধিকারী। ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত এই তিনটি কর্ম্ম, ইহা দ্বারা পিতৃযাণ-পথে গমনের অধিকার প্রাপ্ত হয়।" যে প্রকরণে এই শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই "এই উভয় পথের কোন পথেই" ইত্যাদি শ্রুতিরও প্রস্তাব বা উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা এই বলা হইল যে, যাহারা জ্ঞান দ্বারা দেবযান পথ বা কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযাণ পথে গমনে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তাহাদেরই বারংবার জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবরূপে জন্মগ্রহণরূপ তৃতীয় গতি বা পথ হয়। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যাইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তবিষয়ে বলিতেছেন—যাহারা অনিষ্টকর্ম্মকারী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এ উক্তি অসঙ্গত। কারণ, বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্তই দেবযান ও পিতৃযাণ পথের প্রয়োজন। জ্ঞানাভাব জন্য অনিষ্টাদিকারিগণের যেমন দেবযান পথে গমন সম্ভব হয় না, সেইরূপই ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্মাভাবে পিতৃযান পথেও গমন করা সম্ভব হয় না। বিদ্যার ফলই যে দেবযান আর পুণ্যকর্ম্মের ফলই যে পিতৃযাণ, ইহা কিরূপে জানিলে? ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—উক্ত প্রকরণে বিদ্যা ও কর্ম্ম এই দুই বিষয়েই প্রস্তাব করা হইয়াছে অর্থাৎ দেবযানের উপায়স্বরূপে বিদ্যা আর পিতৃযাণের উপায়স্বরূপে কর্ম্মের বিষয়ই বর্ণিত আছে ॥ ১৭ ॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, তৃতীয়ে—তৃতীয়স্থানে, তথা—সেই-রূপই, উপলব্ধেঃ—উপলব্ধি হেতুক। শাস্ত্রপ্রমাণে ইহাই জানা যায়, তৃতীয় স্থান অর্থাৎ বারংবার জন্মমরণশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-রূপে জন্মপ্রাপ্তিবিষয়ে পঞ্চমী আহুতির নিয়ম নাই, বিনা আহুতিতেই ঐ সকল জীবের দেহপ্রাপ্তি হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষপদবাচ্য হয়, এই আহুতি-সংখ্যার নির্দ্দেশ থাকায় দেহলাভের নিমিত্ত সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। সম্প্রতি ইহারই উত্তর দিতেছেন—দেহলাভের নিমিত্ত পঞ্চমী আহুতি বিষয়ে যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে, তাহা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ জন্মিতেছে এবং অবি-লম্বেই মরিতেছে, এ বিষয়ে গ্রাহ্য নহে, কারণ, শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে জানা যায় যে,—আহুতি-সংখ্যার নিয়ম ব্যতীতও পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে অর্থাৎ বারংবার জন্মিতেছে আর মরিতেছে, এই প্রকারে তৃতীয় স্থান বা দেব-যানপিতৃযাণাতিরিক্ত গতি প্রাপ্তি হয়। আরও দেখ, "পঞ্চমী আহুতিতে অপ্ পুরুষপদবাচ্য হয়" এই শ্রুতিতে পুরুষ শব্দটি মনুষ্যজাতিরই বাচক, কীটপতঙ্গাদির নহে, এজন্য মনুষ্যদেহপ্রাপ্তির নিমিত্তই আহুতি-সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কীটপতঙ্গাদি শরীরলাভের নিমিত্ত নহে ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পঞ্চমী আহুতিতে অপ্ পুরুষপদবাচ্য হয়" দেহারম্ভবিষয়ে এই শ্রুতি আছে, সেই পঞ্চমী আহুতিও চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পর সম্পাদিত হয়, ইহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। যাহারা পাপাচারী, তাহারা যখন চন্দ্রলোকে গমনই করিতে পারে না, তখন তাহাদের পঞ্চমী আহুতিও সম্ভব হয় না, সুতরাং

দেহারম্ভও সম্ভাবিত হয় না। অতএব দেহারম্ভের নিমিত্তই সেই পাপাচারী দিগেরও চন্দ্রলোকে আরোহণ অবরোহণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই সিদ্ধান্ত নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন—তৃতীয় স্থান অর্থাৎ পাপীর দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমী আহুতির প্রয়োজন হয় না, কারণ, শাস্ত্র : মাণে সেই-রূপই জানা যায়। এ স্থানে তৃতীয় স্থান শব্দের দ্বারা কেবল পাপাচরণশীল ব্যক্তিদিগকেই বলা হইয়াছে। "তুমি কি জান, কেন এই চন্দ্রলোক পূর্ণ হইতেছে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে "বারংবার আবর্ত্তন অর্থাৎ জন্ম-মরণশীল সেই এই ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহ এই উভয় পথের কোন পথেই গমন করিতে পারে না, ইহাই 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' অর্থাৎ জন্মিতেছে আর মরিতেছে নামক তৃতীয় স্থান, এই জন্যই এই চন্দ্রলোক পূর্ণ হইতেছে না" এই শ্রুতিতে তৃতীয় স্থান নামক পাপীর দ্যুলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায় দ্যুলোক বা চন্দ্রলোক পূর্ণ হইতেছে না, এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, তৃতীয় স্থানের দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—স্মর্য্যতেঽপি চ—স্মরণ করাও হয়, লোকে—জগতে ও মহাভারতাদিতে। মহভারতাদিতে পঞ্চমী আহুতির অপ্রয়োজনীয়তাও অবগত হওয়া যায় এবং জগতেও দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দ্রোণাচার্য্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতিরও অযোনিজত্ব মহাভারত-রামায়ণাদিতে স্মৃত অর্থাৎ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির স্ত্রীযোনি-বিষয়ক এক আহুতির অভাব ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীযোনি ও পুরুষবীর্য্যবিষয়ক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গরূপ দুই আহুতিরই অভাব দৃষ্ট হয়। সেই সমস্ত

স্থলে যেমন আহুতি-সংখ্যার বিষয়ে নিয়মাভাব বা উপেক্ষা বর্ণিত হইয়াছে, দেহান্তরেও সেইরূপ নিয়মাভাব দেখা যায়। লোকসমাজেও ইহা প্রসিদ্ধ যে, শুক্রনিষেক ব্যতীতও বকী গর্ভধারণ করে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জগতে দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কোন কোন পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিদিগেরও পঞ্চমী আহুতি ব্যতীতও দেহোৎপত্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শনাচ্চ—দর্শন হেতুকও। চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দ্বিবিধ প্রাণীর স্ত্রীপুং-সংযোগ ব্যতীতও উৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, জরায়ুজ অর্থাৎ মনুষ্যাদি, অণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষিসর্পাদি, স্বেদজ অর্থাৎ বৃশ্চিকাদি ও উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ বৃক্ষাদি, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিসমূহের মধ্যে গ্রাম্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ মৈথুন ব্যতীতও স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, এ জন্য আহুতি-সংখ্যার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। উক্ত উভয় প্রাণীর যখন পঞ্চমী আহুতি ব্যতীতও দেহোৎপত্তি হয়, তখন অন্য প্রাণীর পক্ষেও তাহা হইতে পারে ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই এই ভূত অর্থাৎ প্রাণিসমূহের তিন প্রকারই বীজ হইয়া থাকে, যথা অণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী, সর্প প্রভৃতি, জীবজ অর্থাৎ মনুষ্য, গো ইত্যাদি ও উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ বৃক্ষ-বৃশ্চিকাদি" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, কোন কোন প্রাণীর পঞ্চমী আহুতি ব্যতীতও দেহারম্ভ হয়; যেমন উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ অর্থাৎ বৃশ্চিক-মশকাদি ॥ ২০ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ—তৃতীয়শব্দের দ্বারাই প্রাপ্তি, সংশোকজস্য—স্বেদজের। তৃতীয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারাই স্বেদজের উল্লেখ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই এই প্রাণিসমূহের অণ্ডজ, জীবজ অর্থাৎ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিনটি মাত্রই বীজ হয়" এই শ্রুতিতে মাত্র তিন প্রকার প্রাণীর বিষয়ই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তুমি যে চারি প্রকার প্রাণী বলিলে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিন প্রকারের মধ্যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারাই স্বেদজের উল্লেখ করা হইয়াছে জানিতে হইবে; কারণ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়েই ভূমি ও জল ভেদ পূর্ব্বক উৎপন্ন হয় বলিয়া উভয়েই একজাতীয়। স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষাদির উদ্ভেদ অপেক্ষা জঙ্গম অর্থাৎ স্বেদজ বৃশ্চিকমশকাদির উদ্ভেদের বৈলক্ষণ্য থাকায় উহাদের যে অন্যত্র পার্থক্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত সমাধানের বিরোধী নহে ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, "তিন প্রকারই বীজ" শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ থাকায় স্বেদজের বিষয়ে ত কোন প্রসঙ্গই দেখা যায় না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিনের মধ্যে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারাই স্বেদজেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব যাহারা কেবলই পাপাচারী, তাহাদের চন্দ্রলোকে গমনের কোন সম্ভাবনাই নাই ॥ ২১ ॥

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—সাভাব্যাপত্তিঃ—সমানভাবপ্রাপ্তি, উপপত্তেঃ—

যুক্তিসঙ্গত বলিয়া। চন্দ্রমণ্ডলগত প্রাণীরা অবতরণকালে আকাশাদির সদৃশ হয়, আকাশাদি হয না, কারণ, সদৃশ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইষ্টাদি-কারিগণ চন্দ্রলোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখভোগ করিয়া কিঞ্চিদবশেষ কর্ম্মের সহিত অবতরণ করে, ইহা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি কি প্রকারে অবতরণ করে, তাহাই আলোচিত হইতেছে। অবতরণ-বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে যে, "অনন্তর যে পথে তাহারা গমন করিয়াছিল, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। প্রথমে আকাশ হয়, আকাশ হইতে বায়ুভাবপ্রাপ্তি, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র অর্থাৎ সজল মেঘ, অভ্র হইতে মেঘ অর্থাৎ বর্ষণশীল মেঘ, মেঘ হইয়া পরে বারি বর্ষণ করে।" এ স্থলে সন্দেহ এই যে, অবতরণকালে তাহারা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির সাম্য বা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়? শ্রুতিবাক্যানুসারে বুঝা যায়, আকাশাদির স্বরূপই প্রাপ্ত হয়? কারণ, তাহা স্বীকার না করিলে উক্ত শ্রুতির লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ বা শ্রুতমাত্রেই যে অর্থ বোধ হয়, তাহা ও লক্ষণার মধ্যে শ্রুতিই গ্রাহ্য, লক্ষণা নহে। যথাশ্রুতার্থ গ্রহণ করিলে আকাশাদির স্বরূপই প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রতীত হয়। এই সম্ভাবনায় উত্তরে বলিতেছেন—আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সাম্য প্রাপ্ত হয়। ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভোগক্ষয় হইলে ঐ শরীর ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, পরে সূক্ষ্ম সুতরাং লঘু হওয়ায় বায়ুর বশ্যতাকে প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর ধূমাদির সহিত মিশ্রিত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ মেঘে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ষণের দ্বারা ধান্যাদিতে প্রবিষ্ট হয়, সেই ধান্যাদি ভক্ষণের

পরিণামে জাত শুক্রশোণিতই পুরুষপদবাচ্য হয়। এইরূপ অর্থ করিলেই উক্ত শ্রুতি সঙ্গত হয়, তাহা না হইলে অর্থাৎ আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি হইলে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে অবতরণ করা উপপন্ন হয় না। আকাশ সর্ব্ব-ব্যাপী, জীবের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং তাহার সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। শ্রুতি আকাশাদির সাম্যপ্রাপ্তিকেই উপচারক্রমে আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি বলিয়াছেন ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইষ্টাদিকারিগণ সূক্ষ্ম ভূতসমূহের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তাবশেষ কর্ম্ম সহ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহা বলা হইয়াছে। "অনন্তর আরোহণ-প্রকারেই পুন-রায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ সময় প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। বায়ু হইয়া ধূম ও তাহা হইয়া অভ্র অর্থাৎ জলপূর্ণ মেঘ হয়। অভ্র হইয়া মেঘ অর্থাৎ বর্ষণশীল মেঘ হয়, মেঘ হইয়া জলবর্ষণ করে" এই শ্রুতিতে গমনানুরূপ এবং প্রকারান্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্নের বিষয় এই যে, এই জীব প্রত্যা-বর্ত্তনকালে যে আকাশাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবতা-মনুষ্যাদি দেহ-প্রাপ্তির ন্যায়? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্ত হয়? এই সন্দিগ্ধ-বিষয়ে প্রথমেই অনুমিত হয়, শ্রদ্ধাবস্থায় যেমন সোমভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত কোনরূপ বৈশিষ্ট্য না থাকায় আকাশাদি ভাবই প্রাপ্ত হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—তাহার সাভাব্যাপত্তি অর্থাৎ তাহার সাদৃশ্যপ্রাপ্তি হয়, কারণ, সোমভাব ও মনুষ্যাদিভাবে যে তদ্ভাব অর্থাৎ তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তাহা সুখদুঃখভোগের নিমিত্ত, সেই সেই রূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্যই সোম বা মনুষ্যাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই আকাশাদিভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগের কোন সম্ভাবনা না থাকায় তদ্ভাব অর্থাৎ আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এরূপ অর্থ অসঙ্গত,

তবে যে আকাশাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, এরূপ উল্লেখ আছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, অবরোহণকালে আকাশাদির সহিত মিলিত হওয়ার জন্য তাহাদের সাদৃশ্য প্রাপ্তিমাত্র অর্থাৎ অবতরণকালে জীবের সূক্ষ্মদেহটি-মাত্র আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়া থাকে, স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না ॥ ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, অতিচিরেণ—দীর্ঘকাল বিলম্বে, বিশেষাৎ—বৈশিষ্ট্য হেতুক। জীব অবতরণকালে অতি শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদি-ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধান্যযবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে শীঘ্র মুক্ত হয় না। শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায় প্রতীত হয় যে, আকাশ, বায়ু ইত্যাদির সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ-কাল থাকে না, শীঘ্রই একটি হইতে অন্যটিকে প্রাপ্ত হয়, কেবল শস্যভাবেই দীর্ঘকাল থাকিতে হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ধান্যযবাদি-ভাব-প্রাপ্তির পূর্ব্বে আকাশাদি-ভাব-প্রাপ্তি অবস্থায় এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, আকাশ, বায়ু ইত্যাদি ভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করে? অথবা অল্পকাল ঐ ঐ ভাবে থাকিয়া অন্য ভাব প্রাপ্ত হয়? শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ ত দেখা যায় না। এই সংশয় নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন—নাতিচিরেণ অর্থাৎ অল্প অল্প কালই আকাশ, বায়ু ইত্যাদির সদৃশ হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক বৃষ্টিধারার সহিত এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় কিসে তাহা জানিব? এই প্রশ্ন যদি কেহ করেন, তাহার উত্তরে

বলিতেছেন—বিশেষ দর্শন হেতুক, অর্থাৎ আকাশাদি-ভাবে কত দিন করিয়া থাকে, তাহার কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও ধান্যাদি-ভাবে যে দীর্ঘকাল থাকে, শ্রুতি ইহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "এই ধান্যাদি-ভাব হইতে জীব অতি দুঃখে নিষ্ক্রান্ত হয়" এই শ্রুতি ধান্যাদি-ভাব হইতে অতি দুঃখে অর্থাৎ দীর্ঘকালে নিষ্ক্রান্ত হয়, ইহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং আকাশাদি-ভাব সম্বন্ধে কোন উল্লেখই না থাকায় আকাশাদি-সদৃশ হইয়া যে অল্পালকালই অবস্থান করে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আকাশাদি-ভাব-প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ধান্যাদি-ভাব-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীব কি সেই সেই অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করে? অথবা অল্পকাল অবস্থান করে? অথবা এ বিষয়ে কোন নিয়মই নাই? এইরূপ সন্দেহস্থলে কোনরূপ নিয়ামক হেতু না থাকায় প্রতীতি হয় যে, এ বিষয়ে কোন নিয়মই নাই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নাতিচিরেণ অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্রই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ, পরে ধান্যাদি-ভাব-প্রাপ্তি অবস্থায় "ইহা হইতে অতি দুঃখে অর্থাৎ অত্যন্ত বিলম্বে নিষ্ক্রান্ত হয়" এই শ্রুতিতে ধান্যাদি-ভাব হইতে বিলম্বে নিষ্ক্রমণের উল্লেখ থাকায় এবং আকাশাদি বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকায় আকাশাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব-ভাব হইতে শীঘ্র শীঘ্রই নিষ্ক্রান্ত হয়, ইহা বুঝা যায় ॥ ২৩ ॥

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যাধিষ্ঠিতে—অন্য অর্থাৎ জীবান্তর কর্ত্তৃক আশ্রিত ধান্যাদিতে, পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্বের অর্থাৎ আকাশাদির ন্যায়, অভিলাপাৎ—উক্তি হেতুক। চন্দ্রলোক হইতে অবতীর্ণ জীবের

অপর জীব কর্ত্তৃক আশ্রিত ধান্যাদি দেহে সংযুক্ত হয় মাত্র, জাতিস্থাবরে পরিণত হইয়া কোনরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করে না, কারণ, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে যে, ধান্যাদি ভাবেও আকাশাদি ভাবের ন্যায়ই থাকে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবের অবতরণকালে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই পৃথিবীতে তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষকলায় ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে।" এ স্থলে সংশয় এই যে, অবতীর্ণ জীবগণ কি স্থাবরজাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখ-দুঃখ ভোগ করে? অথবা জীবান্তর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদি স্থাবরদেহে সংযুক্ত হইয়া থাকে মাত্র? কি যুক্তিসঙ্গত? শ্রুতিবাক্য আলোচনা দ্বারা প্রথমেই মনে হয়, স্থাবরজাতিরূপেই পরিণত হইয়া তাহাদেরই ন্যায় সুখ-দুঃখ ভোগ করে, কারণ, এই অর্থ করিলে জন্মগ্রহণ করে, এই "জন" ধাতুর মুখ্যার্থতার উপপত্তি হয়। স্থাবরভাবও যে সুখ-দুঃখ-ভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ; ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মে পশু-হিংসাদি ব্যাপার থাকায় তাদৃশ অনিষ্ট ফল হওয়া অসঙ্গত নহে, অতএব চন্দ্রলোকাগত জীবগণের কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায় স্থাবরাদি জন্ম মুখ্যই বলিতে হইবে। এই সম্ভাবনায় উত্তরে বলিতেছেন—উক্ত জীবগণ অবতরণকালে যেমন বায়ু-ধূমাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, বায়ু-ধূমাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ জীবান্তর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদি স্থাবরভাবেও সেই সমস্ত স্থাবরজাতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, তাহাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করে না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "তথদেব" অর্থাৎ বায়ু-ধূমাদি-ভাবের ন্যায়ই, বায়ু-ধূমাদি-ভাবেও যেমন সুখ-দুঃখাদির

কোন উক্তি নাই, ব্রীহিজন্মেও তদ্রূপ সুখদুঃখভোগের কোন উক্তিই নাই। অতএব আকাশাদি ভাবে কোনরূপ সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম ইত্যাদির উল্লেখই না থাকায় তত্তৎকর্ম্মজন্য যে সুখ-দুঃখ-ভোগ বা জন্মবিশেষাদি, তাহা হয় না। ইহা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, অবতীর্ণ জীব জীবান্তরাধিষ্ঠিত ধান্যাদি ব্রীহিতে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"মেঘরূপে: পরিণত হইয়া বর্ষণ করে। তাহারা এই পৃথিবীতে ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল ও মাষকলায় ইত্যাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে" এই শ্রুতিতে জানা যায়, জীবগণ অবতরণ করিয়া ধান্যাদিভাবে জন্মগ্রহণ করে। এ স্থলে সংশয় এই যে, তাহারা কি ধান্যাদিদেহধারী অন্য জীবগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদির সহিত কেবল সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র? অথবা সেই জীবগণই ধান্যাদি দেহরূপে উৎপন্ন হয়? প্রাথমিক আলোচনা ও শ্রুতির "জায়ন্তে" অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, এই প্রয়োগের দ্বারা ইহাই মনে হয় যে, "দেবতা জন্মগ্রহণ করিতেছে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় ধান্যাদিদেহরূপেই উৎপন্ন হয়। এই সম্ভাবিত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, ধান্যাদিদেহধারী জীবান্তর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদিদেহে তাহারা কেবল সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, কারণ, এ স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ আকাশ হইতে মেঘ পর্য্যন্ত হওয়ার ন্যায় তদ্ভাবপ্রাপ্তি হয়, এইরূপই উক্তি আছে। যে স্থানে ভোগকর্ত্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সে স্থানে সেই ভোগের সাধক কর্ম্মের বিষয়ও উক্ত হয়, এই জীব রমণীয় বা সদাচারী, এই জীব কদাচারী ইত্যাদি। আকাশাদি-ভাবে অবস্থানকালে জীবের কোন কর্ম্ম থাকা বিষয়ে যেমন উল্লেখ নাই, এই ধান্যাদি-ভাবেও সেইরূপই কোন কর্ম্মের উল্লেখ নাই, তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মফল ত স্বর্গভোগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় নিশ্চিত

বা প্রশস্ত কর্ম্ম আরম্ভ না করে, তত দিন ত তাহাদের কোন কর্ম্মই নাই, অতএব ধান্যাদি স্থাবর জাতিরূপে জন্মগ্রহণের উপযোগী কোন কর্ম্মাচরণ না করায় ও "আকাশাদি-ভাব-প্রাপ্তির ন্যায়" এইরূপ উল্লেখ থাকায় ধান্যাদি-ভাবে জন্মায়, এ উক্তি ঔপচারিক বা গৌণার্থক ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—অশুদ্ধম্—অধর্ম্মহেতুক অপবিত্র বা অন্যায্য, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতেই জানা যায়। যদি বল, ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মে পশু ইত্যাদি হিংসার বিধান থাকায় উহা অশুদ্ধ অর্থাৎ অধর্ম্মমিশ্রিত বা অবৈধ। তাহার উত্তর, না, অবৈধ নহে, শ্রুতি যজ্ঞাদি কর্ম্মে পশুবধকে অধর্ম্ম বলেন নাই। সুতরাং চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীব পূর্ব্বকৃত পশুবধাদি জন্য অধর্ম্মভাগী হয় না এবং তজ্জন্য স্থাবর-জাতিতেও জন্মগ্রহণ করে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলিলে, পশুবধাদি অনুষ্ঠান হেতুক যাজ্ঞিক কর্ম্ম অশুদ্ধ এবং তাহার ফলও অনিষ্টজনক, সুতরাং চন্দ্রলোকপ্রত্যাগত জীবের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ-রূপে কল্পনা করা যাইতে পারে না, সম্প্রতি তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। কোন্ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, কোন্ কার্য্যে অধর্ম্ম হয়, তাহা নির্ণয়-বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, তাহাদের কোন নিয়মিত দেশ-কালও নাই, শাস্ত্র ব্যতীত কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা জানার উপায় নাই, দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষে যে কার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, সেই কার্য্যই হয় ত আবার দেশান্তরে, কালান্তরে বা নিমিত্তান্তরে অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া

পড়ে। সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত কাহার পক্ষেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয় সহজসাধ্য নহে। হিংসাত্মক ও অনুগ্রহাত্মক উভয় বিধানবিশিষ্টই জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ শাস্ত্রবিহিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যেমন হিংসার ব্যবস্থা আছে, তেমনই বহু লোকহিতকর ব্যবস্থাও আছে, এবং ঐ সমস্ত যজ্ঞ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে, অতএব তাহাকে অশুদ্ধ বা অবৈধ কেমন করিয়া বলিতে পার? আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে "কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না" এই যে শাস্ত্রবাক্য প্রাণিমাত্রেরই হিংসা অধর্ম্ম-জনক বলিতেছে, তাহার কি গতি হইবে? হাঁ, তোমার এ কথা সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উৎসর্গ আর অপবাদ অর্থাৎ সামান্যবিধি ও বিশেষবিধি বলিয়া দুই প্রকার বিধি আছে। প্রাণিহিংসানিষেধবিধি সামান্যবিধি, অবৈধ হিংসা করিবে না, ইহাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। "অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুবধ করিবে" এই বিধির নাম অপবাদ বা বিশেষবিধি। বৈধ হিংসা অধর্ম্ম নহে, উক্ত শ্রুতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সাধু-গণ কর্ত্তৃক যাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, যাহার নিন্দা সাধুগণ করেন না, সেই বেদবিহিত কর্ম্ম কখন অশুদ্ধ নহে, বিশুদ্ধ। উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য চন্দ্র-লোকপ্রত্যাগত জীবের কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায় স্থাবরজাতিতে জন্ম হইতে পারে না। আর ধান্যাদি স্থাবরজাতিতে জন্মও কুক্কুরাদি জন্মের সহিত সমান নহে, বিশিষ্ট পাপাচরণ দ্বারাই কুক্কুরাদি জন্ম হয়, অতএব উক্ত জীবগণ ধান্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হন মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হন না ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবান্তর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্যাদি দেহে সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ভোগ করার কারণ না থাকায় ধান্যাদিস্বরূপে জন্মগ্রহণ করে না, এই যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, ভোগ করার কারণ বর্ত্তমান আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গফলক হইলেও তাহা অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত, অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে ঐ সমস্ত যাগে

পশুহিংসার বিধান আছে। "কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না" এই বাক্য হইতে জানা যায়, হিংসামাত্রই পাপ। অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে হিংসার বিধান, আর কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই নিষেধ, এই দুইটি পরস্পর বিভিন্ন বিষয় বলিয়া এ স্থানে উৎসর্গাপবাদ ভাব বা সামান্যবিধি ও বিশেষবিধিও সম্ভবপর নহে। অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে যে পশুহিংসার বিধি, তাহা কেবল যজ্ঞেরই উপকারক, ইহাই বুঝাইতেছে, আর প্রাণিহিংসা করিবে না, এই নিষেধ, হিংসা যে পাপ, ইহাই বুঝাইতেছে। যদি বল, যজ্ঞে পশুবধ শাস্ত্রানুমোদিত এবং তাহাতে কোনরূপ ফলাসক্তি নাই, অতএব তাহা অধর্ম্ম নহে, এরূপও বলিতে পার না, কারণ, যজ্ঞও স্বর্গাদি কামনাতেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ফল-কামনাবর্জ্জিত নহে। সাধারণ হিংসাও কোন না কোনরূপ কামনাতেই লোকে অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অতএব পাপমিশ্রিত বলিয়া অশুদ্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্মের যে ফল স্বর্গে উপভোগ্য, তাহা স্বর্গেই উপভোগ করিয়া ঐ যজ্ঞে যে হিংসার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার ফল ধান্যাদিরূপ স্থাবরজন্ম গ্রহণ করিয়া অনুভব করে। "শারীরিক কর্ম্ম-দোষে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়" এই মনুবচনও পাপের ফলেই স্থাবরজন্ম হয়, ইহা বুঝাইতেছে। অতএব চন্দ্রলোকাগত জীব ভোগের নিমিত্তই স্থাবরজন্ম প্রাপ্ত হয়, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—না, তাহা হয় না, কারণ, অগ্নি সোমের উদ্দেশে পশুবধের ফলে হত পশুর স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হয় বলিয়া উহা হিংসাবোধক নহে। "হিরণ্ময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করে" এই শ্রুতি যজ্ঞে পশুবধের ফলে ঐ হত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলায় ঐ বধ সমর্থন করিয়াছেন। যে কর্ম্মে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা অধর্ম্ম নহে। আরও দেখ, যে কর্ম্মে প্রভূত সুখ, উন্নতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কিঞ্চিৎ দুঃখদায়ক হইলেও হিংসা ত তাহাকে বলাই যায় না, বরং

তাহা হত পশুর রক্ষা বলিয়াই গণ্য করা উচিত। "হে পশো! এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না, তুমি সুগম পথে দেবত্ব প্রাপ্ত হইতেছ, যে স্থানে কেবল পুণ্যাত্মারাই গমন করেন, পাপীরা যাইতে পারে না, সবিতা দেব তোমাকে সেই স্থান প্রদান করুন" এই মন্ত্রবর্ণও ঐ হত পশুর হিংসা না বলিয়া রক্ষা বা উন্নতিসুখেরই সমর্থন করিয়াছেন। চিকিৎসাকালে চিকিৎসক রোগীর কিঞ্চিৎ দুঃখের কারণ হইলেও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা চিকিৎসককে রক্ষক বলিয়াই পূজা ও আদর করেন, এই বধও সেইরূপই জানিবে ॥ ২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—রেতঃসিগ্‌যোগঃ—শুক্রনিষেককারীর , সহিত সংযোগ, অথ—অনন্তর। চন্দ্রলোকপ্রত্যাগত জীব ধান্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পর যাহারা শুক্র নিষেক করিতে সমর্থ, তাহাদের সহিত সংযুক্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যে যে অন্ন ভক্ষণ করে, যে শুক্র নিষেক করে, বহুলাংশে তাদৃশই হয়" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, অনুশয়ী অর্থাৎ চন্দ্রলোকপ্রত্যাগত জীব ধান্যাদি-ভাবের পর রেতঃসিগ্‌ভাব অর্থাৎ শুক্রনিষেককারীর সহিত সংশ্লেষ বা সংযোগ মাত্র প্রাপ্ত হয়, ধান্যাদি-ভাব অর্থে যে ধান্যাদির সহিত সংযোগ মাত্র, ধান্যাদি-স্বরূপ নহে, এই উক্তি দ্বারাও তাহা সমর্থিত হইতেছে। এ স্থানে রেতঃ-সিগ্‌ভাবের মুখ্যার্থ যে শুক্রনিষেককর্তা, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, জন্মগ্রহণের বহুদিন পরে যৌবন প্রাপ্ত হইলে তবে শুক্রনিষেকে সমর্থ হয়, সুতরাং তদ্ভাবের উপচার কল্পনা ব্যতীত ভক্ষ্যমাণ অন্নসংস্পৃষ্ট উক্ত চন্দ্র-লোকাগত অনুশয়ী জীব কিরূপে শুক্রনিষেক্তা হইতে পারে? এ জন্য

এ স্থলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রেতঃসিগ্‌ভাব শব্দে রেতঃসিগ্‌যোগ অর্থাৎ শুক্রনিষেকে সমর্থ পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট মাত্র হয়, স্বয়ং শুক্রনিষেক্তা হয় না। এইরূপ ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তি শব্দেও ধান্যাদির সহিত সংশ্লেষমাত্রই বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে আর কোন বিরোধই থাকে না ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, এই উক্তির পর "যে যে অন্ন ভোজন করে, যে শুক্র নিষেক করে, বহুলাংশে তৎসদৃশ হয়" এই শ্রুতিতে অনুশয়ী জীবদিগের যে রেতঃসিগ্‌ভাবের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, তাহা যেমন তদ্‌যোগ অর্থাৎ শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষদিগের সহিত সংযোগমাত্র বুঝাইতেছে, ধানাদিভাবপ্রাপ্তি অর্থেও সেই-রূপই ধান্যাদির সহিত সংযোগমাত্রকেই বুঝায়, ধান্যাদির স্বরূপপ্রাপ্তি নহে। অতএব "ধানাদিভাবে জন্মগ্রহণ করে" এই যে উক্তি, ইহা কেবল উপচার অর্থাৎ গৌণার্থক মাত্র ॥ ২৬ ॥

যোনেঃ শরীরম্‌ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—যোনেঃ—যোনিপ্রাপ্তির পর, শরীরং—দেহ। শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষের দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পর স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইলে জীব অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগের জন্য ভোগোপযোগী শরীর প্রাপ্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শুক্রনিষেক-সমর্থ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর স্ত্রীপুরুষসংযোগে শুক্র শোনিতে নিষিক্ত হইলে স্ত্রীগর্ভাশয়ে অবশিষ্ট কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত অনুশয়ী জীবের শরীর উৎপন্ন হয়, ইহাই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, অবরোহণকালে ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তি অবস্থায়

ধান্যাদি-শরীরে ভোগোপযোগী সুখদুঃখবিশিষ্ট ধান্যাদি-শরীরকে প্রাপ্ত হয় না, অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম অর্থে ধান্যাদিসংশ্লেষ মাত্র ॥ ২৭ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার প্রথম পাদ সমাপ্ত ।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যোনিপ্রাপ্তির পরই অনুশয়ী জীবগণের দেহপ্রাপ্তি হয়, কারণ, সেই দেহেই সুখ-দুঃখ-ভোগের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, অর্থাৎ সেই দেহেই ভুক্তাবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করে, সুতরাং দেহপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি অর্থে আকাশাদির সহিত সংযোগমাত্র হয়, কোনরূপ ভোগ হয় না ॥ ২৭ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যার প্রথম পাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বিভূতির্বিরক্তিশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ পুরো
যস্যাঃ পরানন্দতনোর্বিতিষ্ঠতে।
সিদ্ধিশ্চ সেবাসময়ং প্রতীক্ষতে
ভক্তিঃ পরেশস্য পুনাতু সা জগৎ॥

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি॥ ১॥

সূত্রার্থ।—সন্ধ্যে—সন্ধিসময়ে অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অথবা জাগ্রৎ-সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী স্বপ্নাবস্থায়, সৃষ্টিঃ—সৃষ্টি হয়, আহ—উক্ত হইয়াছে, হি—যে হেতু। মৃত্যু হইয়াছে, অথচ তখনও জন্ম হয় নাই, এইরূপ পরলোক ও ইহলোকের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় অথবা জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বপ্নাবস্থায় যে সৃষ্টি হয়, তাহা জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায়ই সত্য, যে হেতু, শ্রুতিতে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বপাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণ দেখাইয়া জীবের সাংসারিক বিবিধ প্রকার অবস্থাভেদ বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি সেই জীবেরই অবস্থাভেদ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতেছেন। শ্রুতি "জীব যে স্থানে সুপ্ত হয়" এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন, "সে স্থানে রথ, রথযোগ অর্থাৎ অশ্বাদি ও পথ কিছু নাই, অথচ রথ, রথযোগ ও পথ সৃষ্টি করে" ইত্যাদি। এ স্থলে সংশয় এই যে, জাগ্রদবস্থায় যেমন বাস্তবিক সৃষ্টি হয়, স্বপ্নে যে সৃষ্টি হয়,

তাহাও কি সেইরূপ বাস্তবিক ? অথবা মায়াময়ী বা কাল্পনিক ? অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মিথ্যা ? এই সংশয়িত বিষয়ে প্রথমেই মনে হয়, সন্ধ্যে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টি সত্য। "তৃতীয় স্বপ্নস্থান সন্ধ্য" এই বৈদিক প্রয়োগ হইতে জানা যায়, সন্ধ্য শব্দের অর্থ স্বপ্নস্থান। ইহলোক ও পরলোক এই দুইএর অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি এই দুইএর সন্ধিতে হয় বলিয়া ইহার নাম সন্ধ্য বা স্বপ্ন, সেই সন্ধ্যস্থানে বা স্বপ্নাবস্থায় যে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায়ই সত্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। কারণ, "অথচ রথ, রথযোগ, পথসমূহ সৃষ্টি করে" এই শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। ঐ শ্রুতির উপসংহার হইতেও জানা যায়, "তিনিই কর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন" ইত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—এইরূপে জাগ্রদবস্থাবিশিষ্ট জীবের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে পরলোকে গমন, তথা হইতে প্রত্যাগমন ও জন্মগ্রহণাদি জন্য দুঃখভাগিত্ব প্রতিপাদন করা হইল। সম্প্রতি এই জীবের স্বপ্নাবস্থা-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। স্বপ্নাধিকারে এইরূপ শ্রুতি আছে—"সে স্থানে রথ, রথযোগ ও পথ কিছুই নাই, অথচ রথ, রথযোগ ও পথ সৃষ্টি করে। সে স্থানে আনন্দ, মুদ্‌ ও প্রমুদ্‌ নাই, অথচ ঐ সমস্ত সৃষ্টি করে। সে স্থানে বেশন্ত অর্থাৎ ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ নাই, অথচ ঐ সমস্ত সৃষ্টি করে। সেই জীবই কর্ত্তা অর্থাৎ এই সমস্ত সৃষ্টি করেন।" এ স্থলে সংশয় এই যে, এই রথাদি সৃষ্টি কি জীবই করেন ? না ঈশ্বর করেন ? কি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ? সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নকালীন এই সৃষ্টি জীবই করেন, কারণ, "তৃতীয় স্বপ্নস্থান বা স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্য" এই শ্রুতিবচনানুসারে জানা যায়, স্বপ্নস্থানকেই সন্ধ্য বলে। সেই সান্ধ্য সৃষ্টি জীবই করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সৃষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা" এই শ্রুতিতে স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—নির্ম্মাতারঞ্চ—নির্ম্মাণকর্ত্তাকেও, একে—কেহ কেহ, পুত্রাদয়শ্চ—পুত্র প্রভৃতি কাম্য পদার্থও। পুত্রাদি শব্দের অর্থ কাম্য। কোন কোন বেদের শাখায় সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্ম্মাণ হয়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, আত্মাই তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা অর্থাৎ আত্মাই তাহা দেখেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, বেদের কোন কোন শাখায় এই স্বপ্নাবস্থায় আত্মাকেই কাম-সমূহের অর্থাৎ কাম্য বস্তু পুত্রাদির নির্ম্মাতা বা স্রষ্টা বলা হইয়াছে। "ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসুপ্ত হইলেও যে পুরুষ বিবিধ কাম অর্থাৎ কামনার বিষয়ীভূত পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া জাগ্রৎ থাকেন" ইত্যাদি। এই শ্রুতির কাম শব্দটি পুত্রাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু কামনার বিষয়ীভূত, তাহাই কাম। লোকে ধন-পুত্রাদিই কামনা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ আত্মাই যে এই নির্ম্মাতা বা স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা প্রকরণ ও প্রকরণশেষের বাক্য হইতেই জানা যায়। জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত প্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক সৃষ্টি যখন সত্য, তখন তাঁহার স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টিও সত্য হইতে পারে। এ সম্বন্ধে শ্রুতি-বাক্যও আছে—"এই জাগরিত স্থানও জীবের। ইনি জাগ্রদবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করেন, সুপ্তাবস্থায় তাহাই দেখেন"। এই শ্রুতি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়াবস্থারই তুল্যতাই দেখাইয়াছেন, অতএব সন্ধ্যসৃষ্টিও বাস্তবিক ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, বেদের কোন কোন শাখায় এই জীবকেই কামসমূহের নির্ম্মাতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "এই ইন্দ্রিয়সমূহ সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ অর্থাৎ জীব নানাপ্রকার কাম নির্ম্মাণ করিতে করিতে জাগরিত থাকেন" ইত্যাদি। উক্ত

শ্রুতিতে কাম্যমানতা প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রার্থনার বিষয়ীভূত বলিয়া কামশব্দে পুত্রাদিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে ; কাম শব্দের অর্থান্তর যে ইচ্ছা, কেবল তাহাই নহে, শ্রুতির অনেক স্থানেই পুত্রাদিকে লক্ষ্য করিয়া কামশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব জীবই স্বপ্নাবস্থায় রথাদি সৃষ্টি করে। জীব যে সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহা প্রজাপতি-বাক্য হইতেও জানা যায়। অতএব সৃষ্টির উপযোগী উপকরণ না থাকিলেও স্বাপ্নিক সৃষ্টি উপপন্ন হয় ॥ ২ ॥

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—মায়ামাত্রং—কেবলই মায়া বা মিথ্যা, তু—কিন্তু, কার্ৎস্ন্যেন—সমগ্রভাবে, অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ—স্বরূপে অভিব্যক্তি না হওয়ায়। স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টি কেবল মায়ামাত্র, সত্য নহে, কারণ, জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় তাহার স্বরূপ একেবারেই প্রকাশ পায় না অর্থাৎ স্বপ্নান্তে তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সন্ধ্যাসৃষ্টি যে সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ, তাহা হইতে পারে না, উহা কেবল মায়া অর্থাৎ মিথ্যা মাত্র, সত্যের লেশও উহাতে নাই, কারণ, কৃৎস্ন অর্থাৎ জাগ্রৎসৃষ্ট সত্য বস্তুর যে সকল ধর্ম্ম, স্বপ্নে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। সূত্রস্থ কৃৎস্ন শব্দের দ্বারা দেশ, কাল, নিমিত্তের সম্ভাব ও বাধা-রাহিত্য বুঝায় ; সত্য বস্তুবিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধারাহিত্য স্বপ্নে সম্ভব হইতে পারে না। দেখ, স্বপ্নে রথাদির থাকার উপযোগী স্থান সম্ভব হইতে পারে না, সঙ্কীর্ণ দেহাভ্যন্তরে কি রথাদি থাকা সম্ভব হয় ? যদি বল, শ্রুতিতে যখন এমন কথাও আছে—"অমৃত অর্থাৎ আত্মা দেহরূপ নীড় হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত বিচরণ করেন," তখন জীব দেহ

হইতে বহির্গত হইয়াই স্বপ্ন দর্শন করে। আরও দেখ, জীব যখন বিভিন্ন দেশস্থিত স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তিনি যে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বপ্ন দর্শন করেন না, ইহা কিরূপে বলিব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, সুপ্ত জীব কখন ক্ষণকালমধ্যে শত শত যোজন দূরে গমন করিয়া আবার তখনই প্রত্যাগমন করে, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? না তাহার সেরূপ সামর্থ্য হইতে পারে? আবার এমন স্বপ্নও লোকে দেখে যে, স্বপ্নে স্থানান্তরে গমন করিয়া আর প্রত্যাগমন করে না, সেই স্থানে থাকিতে থাকিতেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। "আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত অবস্থায় স্বপ্নে পঞ্চালদেশে গমন করিয়া সেই স্থানেই জাগরিত হইলাম" শ্রুতিতে এই একটি স্বপ্নের বিষয় উল্লিখিত আছে, এ স্বপ্নে আর স্বস্থানে প্রত্যাগমনই হইল না। জীব যদি স্বপ্নে সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত ও সেই স্থানেই জাগরিত হইত, তাহা হইলে জাগরিত হইয়া সে পঞ্চালেই থাকিত, কিন্তু জাগরিত হইয়া সে দেখে কি? না, কুরুদেশেই আছে ও সেই স্থানেই জাগরিত হইয়াছে। আরও দেখ, স্বপ্নে জীব যে সমস্ত দেশ যে ভাবে দর্শন করে, সে দেশ ঠিক সে প্রকারও নহে। জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি দেখিত, তাহা হইলে জাগ্রদবস্থায় দর্শনের ন্যায় সত্য দর্শনই হইত, কিন্তু তাহা হয় না, "তিনি যে স্থানে এই সমস্ত স্বপ্ন দর্শন করেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"নিজ দেহেই ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তন করেন" ইহা দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন যে, নিজ দেহেই স্বপ্নদর্শন হয়। অতএব শ্রুতিবিরোধ সমাধানের নিমিত্ত "জীব দেহরূপ নীড় হইতে বহির্গত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতির "জীব দেহরূপ নীড় হইতে বহির্গত হইয়াই যেন" এইরূপ গৌণ ব্যাখ্যাই কর্ত্তব্য, কারণ, যে দেহে অবস্থিত হইয়াও সেই দেহের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধন করে না, তাহাকে দেহ হইতে বহির্গত হওয়ার ন্যায়ই

জানিবে। এই সমস্ত এবং আরও বহু যুক্তির দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়ামাত্র ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বপ্নে রথ, পুষ্করিণী প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহা পরমাত্মারই সৃষ্ট মায়ামাত্র। মায়া শব্দ আশ্চর্য্যবাচক, "দেবতাদের মায়াই যেন জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন" ইত্যাদি প্রয়োগে আশ্চর্য্যার্থেই মায়া শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এ স্থলেও "যে স্থানে রথ, রথযোগ ও পথ নাই" এ কথার অর্থ ঐ সমস্ত বস্তু অন্য পুরুষের অনুভবযোগ্য হয় না। আর "রথ, রথযোগ ও পথের সৃষ্টি করে" ইহার অর্থ, স্বপ্নদর্শনকারীরই কেবল স্বপ্নদর্শনকালে অনুভবযোগ্য হয়, স্বপ্নান্তেই আর তাহা অনুভব হয় না, এ সমস্ত উক্তিই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর আশ্চর্য্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে। এইরূপ আশ্চর্য্য সৃষ্টি একমাত্র সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব, জীবের পক্ষে নহে। জীবও সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও সংসারাবস্থায় তাঁহার যথার্থ স্বরূপের সমগ্রভাবে অভি-ব্যক্তি না থাকায় উক্তরূপ আশ্চর্য্য সৃষ্টি জীবের পক্ষে উপপন্ন হয় না। "পুরুষ বিবিধ কাম্যবস্তু নির্ম্মাণ করিতে করিতে" ইত্যাদি শ্রুতির ঐ নির্ম্মাণকর্ত্তা পদটি পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, জীবাত্মাকে নহে, কারণ, উক্ত শ্রুতির আরম্ভ ও উপসংহারবাক্যে পরমাত্মারই অসাধারণ ধর্ম্ম-সমূহ প্রতীত হয় ॥ ৩ ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্‌বিদঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—সূচকশ্চ—জ্ঞাপকও, হি—নিশ্চয়, শ্রুতেঃ—শ্রুতি হইতে, আচক্ষতে—বলিয়া থাকেন, চ—এবং, তদ্বিদঃ—স্বপ্নবিষয়ে অভিজ্ঞগণ। স্বপ্ন মায়ামাত্র হইলেও উহা ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, শ্রুতি ও স্বপ্নরহস্যবেত্তা পণ্ডিতগণ ইহাই বলিয়া থাকেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বপ্ন মায়ামাত্র বলিয়াই যে তাহাতে সত্যের লেশমাত্রও নাই, তাহা বলা চলে না, কারণ, স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভ ও অশুভের সূচক। শ্রুতি আছে—"কাম্যকর্ম্মবিষয়ে যদি স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন কার্য্যসিদ্ধির সূচনা করে।" "স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট পুরুষ যদি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার অবিলম্বে মৃত্যুর সূচনা করে" ইত্যাদি। যাঁহারা স্বপ্নরহস্যাভিজ্ঞ, তাঁহারাও বলেন, "স্বপ্নে হস্তী ইত্যাদিতে আরোহণ শুভসূচক, গর্দ্দভাদিতে আরোহণ অশুভসূচক" ইত্যাদি। এ সমস্ত বাক্যের দ্বারা এই বলা হইল যে, দৃষ্ট স্বপ্ন যে সমস্ত অর্থের সূচনা করে, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু শুভাশুভসূচক স্ত্রীলোকাদি-দর্শন বাস্তবিকই মিথ্যা, সুতরাং স্বপ্ন যে মায়ামাত্র, তাহা উপপন্ন হইতেছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"কোন কাম্যবিষয়ে যদি স্বপ্নে স্ত্রীলোক দর্শন হয়, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন সেই কর্ম্মের সাফল্যেরই সূচনা করে।" "আর যদি স্বপ্নে কেহ কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার অবিলম্বে মৃত্যুর সূচনা করে" এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, স্বপ্ন শুভ ও অশুভের সূচনা করে, এ কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ জীবের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি হইতে পারে না। আর যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন। যে বিষয় নিজের সঙ্কল্পায়ত্ত বা ইচ্ছাধীন, তাহার অশুভসূচকতা সম্ভব হয় না, কারণ, কেহই অনিষ্টসূচক পদার্থ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করে না, স্বপ্ন জীবের স্বেচ্ছাসৃষ্টি হইলে, তিনি তাহাকে শুভসূচকভাবে সৃষ্টি করিয়াই দেখিতেন; অতএব স্বপ্নসৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃকই কৃত, জীবকর্ত্তৃক নহে ॥ ৪ ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং
ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—পরাভিধ্যানাৎ—পরমপুরুষের সঙ্কল্প হেতুক, তু—কিন্তু, তিরোহিতম্—আচ্ছন্ন, ততঃ—সেই পরমপুরুষ হইতেই, হি—নিশ্চয়ে, অস্য—এই জীবের, বন্ধবিপর্য্যয়ৌ—বন্ধন ও মোক্ষ। জীব যখন পরমাত্মারই অংশ, তখন পরমেশ্বরের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই জীবে আছে, সুতরাং ঐ জীবের সঙ্কল্প বশতঃ স্বপ্নসৃষ্টি সত্য না হওয়ার কারণ কি? এ আশঙ্কা কিন্তু হইতে পারে না, কারণ, জীব পরমাত্মার অংশ হইলেও অবিদ্যাপ্রভাবে তাহার ঐশ্বর্য্য-সমূহ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরমাত্মার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন, মুক্তি ইত্যাদি সঙ্ঘটিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, অগ্নি হইতে উত্থিত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব যখন পরমাত্মারই অংশ, তখন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ এই দুইএরই দাহকতা ও প্রকাশকতা যেমন সমান, তেমনই জীব ও পরমাত্মারও জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যশক্তি সমান হওয়া উচিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং জীবের সেই ঐশ্বর্য্যবলেই স্বপ্নে সৃষ্ট রথাদি সত্য হইবে। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিভাব থাকিলেও উভয়ের ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য প্রত্যক্ষেই জানা যায়। তবে কি ঈশ্বরের সমান ধর্ম্মবত্তা জীবে নাই? না, তাহা নহে, আছে বটে, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকায় তাহা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পার না। তিমিররোগে আচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তি যেমন ঔষধপ্রভাবে পুনরায় দর্শনক্ষম হয়, সেইরূপ নিরন্তর পরমেশ্বর-উপাসনায় নিরত জীবের সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরানুগ্রহেই পুনরায় আবির্ভূত হয়, আপনা

হইতে কোন জীবেরই হয় না, কারণ, ঈশ্বরেচ্ছাতেই জীবের বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই সঙ্ঘটিত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই বন্ধ আর স্বরূপ-জ্ঞানেই জীবের মুক্তি ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জীব যদি স্বভাবতই পাপনাশকত্বাদি অথবা নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে কেন তাহা প্রকাশ পায় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষের সঙ্কল্প বশতই জীবের স্বাভাবিক রূপ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। পরমপুরুষই অনাদিকাল হইতে অনুষ্ঠিত বিবিধ অশুভকর্ম্মজন্য অপরাধী জীবের স্বাভাবিক মঙ্গলময় স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, আবার সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের বন্ধন ও মুক্তি হয়, ইহাই শ্রুতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—দেহযোগাৎ—দেহধারণ হেতুক, বা—অথবা, সঃ—সেই ঐশ্বর্য্যশক্তির তিরোভাব, অপি—ও। অথবা দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগবশতও জীবের সেই ঐশ্বর্য্যশক্তি তিরোহিত হইয়া আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—জীব পরমাত্মারই অংশ হইয়াও কি জন্য তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয়? স্ফুলিঙ্গের দাহকতা ও প্রকাশকারিতা শক্তির ন্যায় তাঁহারও জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট থাকাই ত উচিত? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট থাকাই উচিত, ইহা সত্য বটে, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়বাসনা ইত্যাদির সহিত সংযোগ হওয়ায় জীবের সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি শক্তির তিরোভাব ঘটে। অতএব স্বপ্ন যে মায়ামাত্র, এ উক্তি অসঙ্গত নহে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথবা জীবের সেই স্বরূপের তিরোভাবও দেহসংযোগ বশতও হয়, আর সূক্ষ্ম জড়শক্তির সংযোগবশতও হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহরূপে পরিণত জড় বস্তুর সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে নামরূপের দ্বারা বিভাগের অনুপযোগী অতিসূক্ষ্ম জড় বস্তুর সহিত সংযোগ বশতও হয়, অতএব জীবের স্বাভাবিক রূপের অনভিব্যক্তি বশতই, জীব স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছামাত্রেই রথাদি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়াদি সকলেই সুপ্ত হইলেও জাগরণ ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ একমাত্র পরমপুরুষেই থাকা সম্ভব, অতএব জীবের অল্প অল্প কর্ম্মানুযায়ী ফলের অনুভব জন্যই স্বপ্নকালমাত্র স্থায়ী ও কেবল সেই সেই জীবেরই অনুভবযোগ্য বিষয়সমূহ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করেন, জীব নহে ॥ ৬ ॥

তদভাবো নাড়ীষু তৎ-শ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—তদভাবঃ—তাহার অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের অভাব, নাড়ীষু—নাড়ীসমূহের মধ্যে, তৎশ্রুতেঃ—সেইরূপই শ্রুতি থাকায়, আত্মনি চ—আত্মাতেও। শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাড়ীতে এবং আত্মাতেও অর্থাৎ নিজস্বরূপে জীবের স্বপ্নদর্শনের অভাব হয় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বপ্নাবস্থার আলোচনা শেষ হইল, সম্প্রতি সুষুপ্তাবস্থাবিষয়ে আলোচনা হইতেছে। সুষুপ্তিবিষয়ে বিবিধ শ্রুতি আছে। কোন শ্রুতিতে আছে, "যে সময়ে এই সমস্ত জীব সুপ্ত অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়া ও সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করিয়া কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে অবস্থিত হন।" আবার স্থানান্তরেও নাড়ীবিষয়ে

বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে—"সেই সমস্ত নাড়ীর দ্বারা প্রসর্পিত হইয়া 'পুরীতৎ' নামক নাড়ীতে শয়ন করেন"। আবার স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—"যখন সেই সমস্ত নাড়ীতে সুপ্ত হন, তখন কোনরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন না, অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই যে নাড়ী, পুরীতৎ, ব্রহ্ম ইত্যাদি, ইহারা কি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে থাকে ও তজ্জন্য সুপ্তিস্থানও ভিন্ন ভিন্ন? অথবা পরস্পর সাপেক্ষভাবে আছে ও সে জন্য সুপ্তিস্থানও একই? কি স্থির করা উচিত? প্রথম আলোচনাতে মনে হয়, ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্, কারণ, নাড়ী, পুরীতৎ প্রভৃতি পদার্থ-সমূহ একার্থক, উহাদের কোনরূপ অর্থভেদ নাই, যেমন ব্রীহি, যব ইত্যাদি একার্থ-বোধক পদার্থ সমূহের পরস্পর সাপেক্ষতা দেখা যায় না, তদ্রূপ ঐ সমস্ত পদার্থেরও কোনরূপ সাপেক্ষতা দৃষ্ট হয় না। এ স্থানেও "নাড়ীতে প্রসর্পিত হন, পুরীততে শয়ন করেন" ইত্যাদি সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দেশের সাম্য হেতুক সুষুপ্তি-বিষয়ে নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দৃষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাড়ীতে অবস্থানকালেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয়, ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্তিতেও সুপ্তি হয়, সুতরাং সুপ্তিবিষয়ে ঐ তিন স্থানই সমান, অতএব নাড়ী, পুরীতৎ ইত্যাদির একার্থতা হেতুক কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে, কখন বা ব্রহ্মে সুপ্তির নিমিত্ত উপসর্পণ করেন। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন,—তদভাব অর্থাৎ সেই স্বপ্নদর্শনের অভাব বা সুষুপ্তি নাড়ীসমূহ ও আত্মাতে সমকালেই হয় অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য এক সময়েই নাড়ী-সমূহ ও আত্মাতে উপগত হন, কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে বা কখন আত্মাতে এরূপে বিকল্পে হন না, কারণ, শ্রুতি ঐরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব আত্মাই সুপ্তিস্থান ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি সুষুপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে। শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে যে—"এই জীব যৎকালে সুপ্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সম্পর্কবিরহিত ও সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইয়া কোন স্বপ্নদর্শন করেন না, তৎকালে এই সমস্ত নাড়ীতে প্রসর্পিত হন" "অনন্তর যৎকালে সুষুপ্ত হন, তৎকালে কাহার সম্বন্ধেই কিছু জানিতে পারেন না, তৎকালে হিতা নামক যে দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ অভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই সমস্ত নাড়ী দ্বারা প্রসর্পিত হইয়া পুরীততে গমন পূর্ব্বক তাহাতেই শয়ন করেন।" "যে সময়ে এই পুরুষ সুপ্ত হন, হে সৌম্য! তৎকালে সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন।" এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাড়ী সমূহ, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনটি সুষুপ্তিস্থান। এ স্থলে সংশয় এই যে, ঐ তিনটি সুষুপ্তি-স্থানে কি এক সময়েই সুষুপ্ত হন? অথবা কখন নাড়ী, কখন পুরীতৎ, কখন বা ব্রহ্মে সুষুপ্ত হন? এ বিষয়ে প্রথমেই মনে হয়, যখন একই সময়ে তিনটি স্থানেই অবস্থান করা সম্ভব হয় না ও পরস্পর সাপেক্ষ-ভাবও যখন প্রতীত হইতেছে না, তখন বিকল্প অর্থাৎ কদাচিৎ নাড়ী, কদাচিৎ বা পুরীতৎ ইত্যাদিতেই সুষুপ্ত হন। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—তদভাব অর্থাৎ স্বপ্নাভাব বা সুষুপ্তি নাড়ীসমূহ, পুরীতৎ ও আত্মা এই তিনেতেই একই সময়েই সম্পন্ন হয়, বিকল্পে হয় না, কারণ, শ্রুতিতে এ তিনটিই সুষুপ্তিস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কার্য্যভেদে যে স্থানে সমুচ্চয় বা এককালীনত্ব হওয়া সম্ভব হইতে পারে, সে স্থানে বিকল্প স্বীকার করা অন্যায়। প্রাসাদ, খট্বা ও পর্য্যঙ্কের ন্যায় নাড়ী প্রভৃতিরও কার্য্যভেদ সম্ভব হইতে পারে, তাহার মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ এই দুইটি প্রাসাদ ও খট্বা-স্থানীয় এবং ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয়; অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুষুপ্তিস্থান, প্রত্যেকে নহে ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—অতঃ—এই হেতুক, প্রবোধঃ—জাগরণ, অস্মাৎ—ইহা হইতে। যেহেতু, ব্রহ্ম বা আত্মাই যখন সুষুপ্তিস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, এই হেতু এই আত্মা হইতেই জীব-সমূহের জাগরণও হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রত্যুক্ত সুষুপ্তি অধিকারে এইরূপ উপদেশ আছে যে, যে হেতু আত্মাই সুষুপ্তিস্থান অর্থাৎ আত্মাতেই সুষুপ্ত হয়, এ জন্য এই আত্মা হইতেই প্রবোধ অর্থাৎ জাগরণও হয়, অতএব আত্মাই সুপ্তিস্থান, ইহাই স্থির-সিদ্ধান্ত ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু ব্রহ্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুষুপ্তিস্থান, এ জন্য এই ব্রহ্ম হইতেই জীবগণ প্রবুদ্ধ বা জাগরিত হয়, এই শ্রুতিও উপপন্ন হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সৎ-পদার্থ হইতে আগমন করিয়াও জীবগণ বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতেই আগমন করিতেছি" ॥ ৮ ॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—স এব তু—সেই সৎসম্পন্ন বা সুষুপ্তাবস্থ জীবই, কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ—কর্ম্ম, অনুস্মৃতি অর্থাৎ আমি সেই জীবই এইরূপ স্মরণ, শব্দ বা শ্রুতি ও বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধান হইতে। সুষুপ্ত জীবই পুনর্ব্বার উত্থিত বা জাগরিত হয়, অন্য কেহ নহে, ইহা জীবের কর্ম্ম, তাহার স্মৃতি, বেদ ও শাস্ত্রীয় বিধান হইতেই জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সুষুপ্তি

অবস্থায় জীব সৎসম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়, আবার তাঁহা হইতেই প্রবুদ্ধ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, যিনি সৎসম্পন্ন হন, তিনিই কি প্রবুদ্ধ হন? অথবা অন্য কেহ হন? প্রাথমিক বিচারে মনে হয়, এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, কারণ, জলরাশিতে যদি এক বিন্দু জল নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিন্দুও জলরাশিতেই পরিণত হইয়া যায়; পরে সেই জলবিন্দুকে পুনরায় উদ্ধৃত করিলে উদ্ধৃত বিন্দু যে পূর্ব্বপ্রক্ষিপ্ত বিন্দুই, অন্য বিন্দু নহে, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। এইরূপ সুষুপ্ত জীবও ব্রহ্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া পুনরায় যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন যিনি একীভূত হইয়াছিলেন, তিনিই যে পুনর্ব্বার উত্থিত হয়, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় বলিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন —যে জীব সুপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জীবই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনরায় উত্থিত হন, অন্য কেহ নহে, কারণ, কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধির আলোচনার দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। কর্ম্ম অর্থাৎ অবশিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান দর্শন হেতুক, অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যে কর্ম্ম জীব আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরদিন সেই আরব্ধ কর্ম্মের অবশিষ্টাংশ সম্পাদন করিতে দেখা যায়, যদি অন্য জীব কোন কার্য্য আরম্ভ করেন, অপর জীব সেই কর্ম্মের অবশিষ্টাংশ কেন সম্পাদন করিবেন? ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বদিবস ও পরদিবসের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও তাহার কর্ত্তা একই। অনুস্মৃতি বিষয়েও দেখ—"পূর্ব্বে ইহা আমি দেখিয়াছি" এই যে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ, ইহাও, সুপ্তোত্থিত জীব অন্য কেহ হইলে উপপন্ন হয় না, এক ব্যক্তি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছে, অন্য ব্যক্তি পরে তাহা স্মরণ করিবে, ইহা সম্ভব হয় না। "সুষুপ্ত পুরুষ জাগরণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার যেরূপে সেই সেই স্থানে গমন করেন, সেইরূপেই প্রতিযোনিতে আগমন করেন।" "এই সকল প্রজা প্রত্যহই ব্রহ্মলোকে গমন করিতেছে, অথচ জানে না

যে আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি," "পূর্ব্বপ্রবোধকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক বা নেকড়ে বাঘ, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা ডাঁশ, মশক ইত্যাদি যে যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধেও সে তাহাই হয়" সুষুপ্তি অধিকারে বর্ণিত এই সমস্ত শব্দ বা শ্রুতি হইতেও জানা যায়, সুপ্ত আত্মাই জাগরিত হয়, অন্য আত্মা নহে। এইরূপ কর্ম্মের ও জ্ঞানের বিধি হইতেও জানা যায়, সুপ্ত জীবই জাগরিত হয়, অন্য জীব নহে, অন্য জীব হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিধান অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, সুপ্ত জীবই প্রবুদ্ধ হয়, অন্য জীব নহে ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যে জীব সুষুপ্ত হইয়াছিলেন, জাগরণকালে কি তিনিই উত্থিত হন? অথবা অন্য জীব? এইরূপ সংশয়স্থলে প্রথমেই মনে হয় যে, এই সুষুপ্ত জীব তৎকালে যখন সর্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য ও ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন, এবং মুক্ত জীবের সহিত কোনরূপ পার্থক্য থাকে না, পূর্ব্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিতও কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন অন্য জীবই উত্থিত হন। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—সুপ্ত জীবই উত্থিত হন, কারণ, কর্ম্ম, অনুস্মৃতি শব্দ ও বিধি হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়। কর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইবার পূর্ব্বে সুষুপ্ত জীব কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পুণ্য পাপরূপ কর্ম্মের ফল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হয়। অনুস্মৃতি অর্থাৎ "যে আমি সুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি এইরূপ স্মরণ"। শব্দ অর্থাৎ "সেই সুষুপ্ত জীবগণ জাগরিত অবস্থায় সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি যে যে আকারে থাকে, জাগরিত হইয়াও সেই সেই আকারেই থাকে," এই শ্রুতিবাক্য। বিধি অর্থাৎ সুষুপ্ত জীব যদি মুক্তিই পাইত, তাহা হইলে মুক্তিলাভের নিমিত্ত যে সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে, কোন প্রয়োজনই তাহাদের থাকে না। এই সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সুষুপ্ত জীব

সংসারী অবস্থায় থাকিয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারিশূন্য হওয়ায় জ্ঞান ও উপভোগাদি বিষয়ে অক্ষম হইয়া পরমাত্মাতে উপগত হইয়া বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক পুনরায় ভোগের নিমিত্ত সেই পরমাত্মা হইতেই উত্থিত হন ॥ ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—মুগ্ধে—মূর্চ্ছাবস্থায়, অর্দ্ধসম্পত্তিঃ—অর্দ্ধেক প্রাপ্তি অর্থাৎ না জাগরণ, না মৃত্যু, ইহাদের মধ্যাবস্থায় অবস্থিতি, পরিশেষাৎ—জাগ্রদাদি অবস্থা হইতে অতিরিক্ত অবস্থা বশতঃ। মূর্চ্ছাবস্থাটি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই চারিটি অবস্থার অতিরিক্ত অবস্থা, এ জন্য উহা অর্দ্ধসম্পত্তি অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থার মধ্যবর্ত্তী একটি অবস্থান্তরবিশেষ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লোকসমাজে যাহাকে মুগ্ধ বা মূর্চ্ছা অবস্থা বলে, সে অবস্থাটি কি? সম্প্রতি তাহাই আলোচনা করিতেছেন—দেহধারী জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ। আর দেহ হইতে অপসরণ অর্থাৎ মৃত্যু চতুর্থ অবস্থা, এতদতিরিক্ত কোনরূপ পঞ্চমাবস্থার বিষয় শ্রুতি, স্মৃতি কিছুতেই উল্লেখ নাই; সুতরাং মূর্চ্ছাবস্থাটি উক্ত চারিটি অবস্থারই কোন একটি অবস্থাবিশেষ। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—মূর্চ্ছাকে জাগ্রদবস্থা বলা যায় না, কারণ, জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা রূপ-রসাদি গ্রহণ করিতে পারে, মূর্চ্ছাবস্থায় তাহা পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জাগ্রদবস্থায় দেহ স্থিরভাবেই থাকে, মূর্চ্ছাবস্থায় ভূমিতে পতিত হয়। স্বপ্নাবস্থাও বলা যায় না, কারণ, স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান থাকে, নানাবিধ বিষয়ানুভব করে, মূর্চ্ছাবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না। মৃতাবস্থাও বলা যায় না, কারণ, মূর্চ্ছাবস্থায় দেহের উষ্মা ও প্রাণ উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, মৃতের দেহ শীতল

হইয়া যায়, প্রাণও থাকে না। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর পুনরায় উত্থিত হয়, মৃতব্যক্তি তাহা পারে না। যদি বল, এই তিনের কোনটিই যদি না হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তি অবস্থাই হউক, কারণ, সুষুপ্তিতেও সংজ্ঞা থাকে না ও অমৃত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-বোধও থাকে না, মূর্চ্ছাতেও ত এই লক্ষণই থাকে। না, তাহাও হইতে পারে না, কারণ, মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তি অবস্থায় পার্থক্য বিদ্যমান; মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কখনও কখনও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস ত্যাগ করে না, তাহার দেহ কম্পিত হয়, মুখের আকৃতি ভয়ানক ও চক্ষু বিস্ফারিত হয়, সুষুপ্ত ব্যক্তির মুখ প্রসন্ন থাকে, যথাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, চক্ষু নিমীলিত থাকে, দেহও কম্পিত হয় না। মুদ্গরাঘাতেও মূর্চ্ছিত ব্যক্তি জাগরিত হয় না, সুষুপ্ত ব্যক্তি স্পর্শমাত্রেই জাগরিত হয়। এই সমস্ত একটির সঙ্গেও যখন সামঞ্জস্য নাই, তখন পরিশেষপ্রযুক্ত অর্দ্ধসম্পত্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য, কোন বিষয়ে অসামঞ্জস্য থাকায় মধ্যাবস্থা বলা যায়। নিঃসংজ্ঞতা ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য ও মৃত্যু সুষুপ্তির সহিত অসামঞ্জস্য থাকায় মূর্চ্ছাবস্থাকে অর্দ্ধসম্পত্তি অবস্থা বলা যায় ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি মূর্চ্ছাবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। এই মূর্চ্ছাবস্থা কি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার অন্যতম অবস্থা? অথবা অন্য কোন অবস্থাবিশেষ? এই সন্দেহে প্রথমে ইহাই মনে হয়, মূর্চ্ছা সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্যতম অবস্থা, কারণ, সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি অবস্থান্তর কল্পনাবিষয়ে কোন প্রমাণ দেখা যায় না। এই সম্ভাবনার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা মরণেরই অর্দ্ধসম্পত্তি অর্থাৎ অর্দ্ধ-মৃতাবস্থা, কারণ, পরিশেষ অর্থাৎ সুষুপ্তি প্রভৃতি কোন অবস্থারই অন্যতম অবস্থা-মধ্যে গণ্য না হওয়ায় অবশিষ্ট থাকিল ঐ অর্দ্ধমৃতাবস্থা। ঐ অবস্থায় জ্ঞান থাকে

না, অতএব উহাকে স্বপ্নাবস্থা বা জাগরণাবস্থা বলা যায় না ; কারণ, ভেদ ও আকৃতির বৈলক্ষণ্য বশতঃ সুষুপ্তি বা মৃত্যুও বলা যায় না, আঘাতাদি কারণে মূর্চ্ছা হয়, সুষুপ্তি প্রভৃতির কারণ তাহা নহে, সুতরাং কোন অবস্থারই অন্তর্ভূত না হওয়ায় মূর্চ্ছা মরণের অর্দ্ধসম্পত্তি বা অর্দ্ধমৃতাবস্থা। ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহসম্বন্ধ নিবৃত্তির নাম মৃত্যু. আর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও দেহসম্বন্ধে অবস্থিতির নাম মূর্চ্ছা ॥ ১০ ॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, স্থানতোঽপি—স্থানানুসারেও, পরস্য—পরব্রহ্মের, উভয়লিঙ্গং—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ভাব, সর্ব্বত্র—সর্ব্বস্থানে, হি—নিশ্চয়। সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম একরূপ উল্লেখ থাকিলেও উপাধিভেদে তাঁহার উভয় লিঙ্গ বা দ্বৈবিধ্য হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই তাঁহাকে সর্ব্বদাই একরস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সুষুপ্তি অবস্থাতে উপাধিনিবৃত্তি-হেতুক জীব যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যান, সম্প্রতি শ্রুত্যনুসারে তাঁহারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ে সবিশেষ নির্ব্বিশেষ দ্বিবিধ লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি লক্ষণ সবিশেষ ব্রহ্মবোধক, আর "অস্থূল, অনণু বা অহ্রস্ব, অদ্রুব, অদীর্ঘ" ইত্যাদি লক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বোধক। এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম উক্ত উভয়প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট, ইহাই বুঝা উচিত? কিংবা উক্ত উভয় প্রকারের কোন একটি লক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়াই বুঝা উচিত? যদি উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে কোন একটি

লক্ষণবিশিষ্টই হন, তাহা হইলে সবিশেষলক্ষণবিশিষ্ট না নির্ব্বিশেষ-লক্ষণবিশিষ্ট? কি স্থির করা উচিত? শ্রুতি যখন সবিশেষ নির্ব্বিশেষ দুই প্রকারই বলিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম উক্ত দুই প্রকার লক্ষণবিশিষ্টই হইবেন। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—পরব্রহ্মের উভয়বিধ লক্ষণ স্বভাবতই উপপন্ন হইতে পারে না, একই বস্তু এক সময়ে রূপাদিবিশিষ্ট আবার রূপাদিবিহীন হইতে পারে, এরূপ বিরুদ্ধোক্তি কেহই স্বীকার করিতে পারে না। আচ্ছা, তাহা না হয় না-ই হইল, কিন্তু স্থান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি উপাধিসংযোগে ত দুই প্রকার হইতে পারে? না, তাহাও উপপন্ন হয় না, উপাধিসংযোগেও এক বস্তু অন্য বস্তুর স্বভাবসম্পন্ন হয়, ইহা সম্ভব হইতে পারে না, শুভ্র স্ফটিক রক্তবর্ণ অলক্তকাদি উপাধি-সংযোগেও নিজের স্বচ্ছতা পরিত্যাগ করে না, তবে যে রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, সে কেবল ভ্রম, অতএব উক্ত দ্বিবিধ লক্ষণের কোন একটি লক্ষণবিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই স্বীকার্য্য, সবিশেষ বা সবিকল্পক স্বীকার্য্য নহে। ব্রহ্মপ্রতিপাদক সমস্ত বাক্যেই তাঁহাকে "অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়" ইত্যাদি বলা হইয়াছে ॥১১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত দোষপ্রদর্শনের দ্বারা জীবের অবস্থাবিশেষ নিরূপণ করা হইল, সম্প্রতি ব্রহ্ম-প্রাপ্তিবিষয়ে অভিলাষ উৎপাদনের নিমিত্ত ও তাঁহার নির্দ্দোষত্ব কল্যাণকর-গুণাত্মকত্ব-সমূহ প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মরণ এই সমস্ত অবস্থাতে সেই সেই অবস্থা বশতঃ জীবের যে সমস্ত দোষ হইতে পারে, সেই সেই অবস্থাতে অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মেরও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই বিচার করিতেছেন। ইহার মধ্যে কি যুক্তিসঙ্গত? দোষ হইতে পারে, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত, কারণ, সেই সেই অবস্থাবিশিষ্ট

দেহে যখন তিনি অবস্থান করেন, তখন দেহসম্বন্ধ বশতঃ তাঁহারও দোষস্পৃষ্ট হওয়াই সম্ভব। "যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া" "যিনি চক্ষুতে থাকিয়া" "যিনি আত্মাতে থাকিয়া" "যিনি শুক্রে থাকিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে জানা যায়, তিনি দেহে অবস্থিত, অতএব তত্তৎস্থানসম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষসমূহ তাঁহাকেও আশ্রয় করে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী, আত্মা ইত্যাদি স্থানসম্বন্ধ বশতও পরব্রহ্মের অপুরুষার্থত্ব-দোষ ঘটিতে পারে না, কারণ, শ্রুতি, স্মৃতি ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই পরব্রহ্মকে উভয়প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্ববিধ দোষলেশবর্জিত, কল্যাণময় গুণ-সমূহের আকর ইত্যাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট, সমস্ত হেয়গুণবর্জিত বিষ্ণু নামক পরমপদ অর্থাৎ জীবের গন্তব্য স্থান ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে ব্রহ্ম উভয়লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই নির্দ্দেশ আছে ॥ ১১ ॥

ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমভেদবচনাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ—ভেদাৎ—ভেদোক্তি থাকায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, প্রত্যেকম্—প্রতি উপাধিতেই অথবা প্রত্যেক শ্রুতি-তেই, অভেদবচনাৎ—অভেদ বলিযা নির্দ্দেশ থাকায়। শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপ উপদেশ থাকিলেও তাঁহার সবিশেষত্ব স্বীকার্য্য নহে, কারণ, উপাধিভেদে ভেদোপদেশ যাহা আছে, তাহা ভেদসূচক নহে, অভেদপ্রতিপাদনই ঐ সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম নির্ব্বি-কল্পক, একরূপ, তাঁহার স্থানভেদেই হউক বা স্বভাবতঃই হউক, কোন ভেদ নাই, ইত্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না,

কারণ, "চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম, বামনত্বাদি-লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে দেখা যায়, সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সম্ভব হয় না; যাহা বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আকারভেদ উপাধিভেদে হয়, অতএব উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিলেও তাহাতে কোন বিরোধ হয় না, ইহা স্বীকার না করিলে ভেদপ্রতিপাদক বাক্যসমূহের কোন মূল্যই থাকে না। এই মতের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—না, ভেদ নাই, উপাধিভেদ থাকিলেও প্রত্যেক উপাধি-বিষয়েই ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভেদনির্দেশ কেবল উপাসনার সৌকর্য্যার্থ, অভেদকথনই তাহার তাৎপর্য্য, অতএব ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার শাস্ত্রসম্মত, এ কথা বলিতে পারা যায় না ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রজাপতিবাক্যের দ্বারা জীবও অপহতপাপ্মত্বাদি দ্বিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা জানা যায়, কিন্তু দেবাদিদেহসংযোগরূপ অবস্থাভেদে তাঁহারও যেমন অপুরুষার্থ দোষসম্বন্ধ ঘটে, সেইরূপ অন্তর্যামী পরব্রহ্মও স্বভাবতই অপহতপাপ্মত্বাদি দ্বিবিধধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও সেই সেই দেবাদিদেহসংযোগরূপ অবস্থাভেদে তাঁহারও অপুরুষার্থ-দোষসম্বন্ধ অনিবার্য্য, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর,—না, কারণ, প্রত্যেক শ্রুতিতেই উক্তদোষসূচক কোন বাক্যই নাই। "যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া" "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া" ইত্যাদি প্রত্যেক পর্য্যায়েই অর্থাৎ একার্থবোধক বাক্যেই "তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা" এই শ্রুতিতে অন্তর্যামীকেই অমৃত বলায় সেই সেই স্থলে স্বেচ্ছাবশতঃ নিয়ামক পরমেশ্বরের সেই সেই দেহসম্বন্ধবশতঃ অপুরুষার্থদোষ তাঁহার যে ঘটে না, ইহা দেখান হইয়াছে। আরও, জীবেরও সেই স্বাভাবিক রূপ যে তিরোহিত হইয়া আছে, তাহাও "পরাভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি সূত্রে দেখান হইয়াছে ॥১২॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—অপি চ—আরও, এবং—এইরূপই, একে—কেহ কেহ বলেন। আরও দেখ, কেহ কেহ ভেদদর্শনের নিন্দাপূর্ব্বক অভেদ-দর্শনেরই উপদেশ দিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদের কোন কোন শাখায় "এই ব্রহ্ম মনের দ্বারাই প্রাপ্য, ইঁহাতে কোনরূপ নানাত্ব বা ভেদ নাই, যে ভেদ দর্শন করে, সে ব্যক্তি মৃত্যু হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়" এইরূপে ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া অভেদরূপে দর্শন করারই উপদেশ দিয়াছেন॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কোন কোন শাখায় "সখিত্বসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ তুল্যস্বভাব পরস্পর সহযোগী দুইটি পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেহরূপ একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাদের একটি স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপরটি ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন মাত্র" ইত্যাদিরূপে একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ ও পরব্রহ্মের অপুরুষার্থের অভাব ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—অরূপবদেব—নিরাকারই, হি—নিশ্চয়, তৎ-প্রধানত্বাৎ—তাহারই প্রাধান্যহেতুক। ব্রহ্মের কোন রূপই নাই, তিনি নিরাকার, কারণ, ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ প্রধানতঃ সেইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্ম অরূপ, গুণাতীত ইত্যাদি-রূপেই বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, সাকার ব্রহ্ম ও নিরাকার ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবাচক শ্রুতিসমূহ বিদ্যমান থাকিতে ব্রহ্মের নিরাকারত্বই স্বীকার্য্য, সাকারত্ব স্বীকার্য্য নহে, তাহার যুক্তি কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মকে রূপাদি আকারবিরহিত বলিয়াই জানিবে, কারণ, "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ-বিরহিত, অব্যয়, প্রসিদ্ধ আকাশ, নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম-রূপ হইতে যিনি পৃথক্, তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্বকেই প্রধান বা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, সপ্রপঞ্চকে প্রতিপাদন করে নাই; এই সমস্ত বাক্য ব্রহ্মের নিরাকারত্বই অবধারণ করাইতেছে, সাকারব্রহ্ম-বোধক বাক্যসমূহ উপাসনাবিধিকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ১৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, "আমি জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হইব" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মস্বরূপ জীবের অনুপ্রবেশ হেতুকই নাম-রূপের প্রকাশ হইয়াছে, অতএব জীবাত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেবতা ও মনুষ্যাদির রূপভাগিত্ব ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে, এবং তাহা হইলেই "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের অধীন হওয়ায় তাঁহারও কর্ম্মাধীনতা অপরিহার্য্য হয়। ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন—দেবাদির শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সেই সেই রূপবিশিষ্ট হইলেও ব্রহ্মকে অরূপের ন্যায়ই জানিবে অর্থাৎ দেহসম্বন্ধহেতুক জীবের ন্যায় কর্ম্মাধীনতা তাঁহার হয় না, কারণ, তিনি নাম-রূপের নির্ব্বাহক বা সম্পাদক বলিয়া তাঁহার প্রাধান্য রহিয়াছে। "আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম-রূপ যাঁহা হইতে পৃথক্, তিনিই ব্রহ্ম" এই শ্রুতি হইতে জানা

যায়, তিনি সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও নামরূপের কোন কার্য্যই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ব্রহ্ম নাম-রূপের নির্ব্বাহক মাত্র ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকাশবচ্চ—আলোকের ন্যায়ও, অবৈয়র্থ্যাৎ—ব্যর্থতার অভাব অর্থাৎ সার্থকতা হেতুক ॥ ব্রহ্মের সাকারত্ব-বোধক শ্রুতিসমূহও নিরর্থক নহে, তাহাদের পক্ষে যুক্তি আছে, যেমন আলোক-পদার্থ এক হইলেও অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিভেদে অর্থাৎ বিবিধ আকারবিশিষ্ট দ্রব্যে প্রতিফলিত হওয়ায় সেই সেই দ্রব্যের আকারানুযায়ী বলিয়া অনুমিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম একমাত্র নিরাকার হইলেও পৃথিব্যাদি উপাধিভেদে সেই সেই আকার-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভাল, ব্রহ্ম যদি নিরাকারই হন, তাহা হইলে সাকারবোধক শ্রুতিসমূহের কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইলেও অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিভেদে যেমন তাহাকে কোন স্থানে বা সরল, কোন স্থানে বা বক্র বলিয়া অনুভব করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিসংযোগবশতঃ সেই সেই আকারের ন্যায় প্রতিভাত হন। ব্রহ্মের এই সাকারত্বোপদেশ উপাসনার সৌকর্য্যার্থ, এ জন্য উহা দোষাবহ নহে, এবং উক্ত বাক্যসমূহ নিরর্থকও নহে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায়, তিনি নির্ব্বিশেষ, কেবল প্রকাশস্বরূপ। আবার "নেতি নেতি" এই শ্রুতি হইতে তাঁহার

সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ মিথ্যা বলিয়াই জানা যায়; এ অবস্থায় ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ইত্যাদিরূপ উভয়লিঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্প, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত" এই শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা রক্ষার নিমিত্ত যেমন তাঁহার প্রকাশ-স্বরূপতা স্বীকার করা হয়, তেমনই সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ইত্যাদিবোধক শ্রুতিবাক্য-সমূহেরও সার্থক্যরক্ষার নিমিত্ত উভয়লিঙ্গত্বও স্বীকার করা আবশ্যক ॥ ১৫ ॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—আহ চ—বলিতেছেনও, তন্মাত্রং—কেবল তৎ-স্বরূপ। শ্রুতিও ব্রহ্মকে কেবল তন্মাত্র অর্থাৎ চৈতন্যমাত্র বা জ্ঞানস্বরূপই বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মান্তর নিষেধ করা হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সৈন্ধব যেমন অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসপূর্ণ, এই আত্মাও তদ্রূপ অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ কেবল চৈতন্যস্বরূপ" এইরূপে শ্রুতিও ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ, বিশেষরূপবর্জ্জিত ও কেবল চৈতন্যমাত্র বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, এই আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য কিছু নাই, চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন রূপও নাই, চৈতন্যই ইঁহার নিত্য স্বরূপ। সৈন্ধব লবণে যেমন লবণ-রস ব্যতীত অন্য রস নাই, ব্রহ্মও সেইরূপ অন্তরে বাহিরে একরসমাত্র অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, "সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সমূহ ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ-তাকেই কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, অন্য শ্রুত্যুক্ত সত্যসঙ্কল্পত্বাদি

ধর্ম্মসমূহকে নিষেধ করিতেছে না। "নেতি নেতি" এই নিষেধসূচক শ্রুতির বিষয় পরে বলা যাইবে ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শয়তি চ—দেখাইতেছেনও, অথো—বাক্যারম্ভে অথবা অনন্তর, অপি—এবং, স্মর্য্যতে—স্মৃতিও তাহাই বলিয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই ব্রহ্মকে উক্তরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"দ্বৈত-কথনের পর জ্ঞান কারণ বলিয়া, ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ উপদেশ করা হয়। তিনি বিদিত হইতেও পৃথক্, অবিদিত হইতেও পৃথক্। মন ও বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ পররূপ অর্থাৎ এরূপও নয়, ওরূপও নয়, এইরূপ নিষেধবাক্য দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহাই জ্ঞেয়; তিনি সৎও নন, অসৎও নন, তিনি অনাদি পরব্রহ্ম" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যসমূহও উক্তরূপই উপদেশ দিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ঈশ্বরসমূহেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাদিগেরও পরমদেবতা তাঁহাকে, তিনিই কারণ, তিনিই ইন্দ্রিয়াধিপতিগণের অধিপতি, ইঁহার কেহ জনকও নাই, অধিপতিও নাই, তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ দেহ ও করণ বা ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠও কেহ নাই, ইঁহার বিবিধ মহতী শক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহ এবং "যিনি আমাকে অজ, অনাদি ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যসমূহ ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ দর্শন

করাইতেছে। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও দুই প্রকার লক্ষণই তাঁহাতে থাকায় সেই সেই স্থানগত দোষসমূহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—অতএব—এই নিমিত্তই, চ—ও, উপমা—দৃষ্টান্ত, সূর্য্যকাদিবৎ—জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যচন্দ্রাদির ন্যায়। ব্রহ্ম একমাত্র ও নির্ব্বিশেষ বলিয়াই শাস্ত্রে জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থ-সমূহ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেমন বহু বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই ব্রহ্ম এক হইলেও বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সংযোগে বহু বলিয়া ভ্রম হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে কারণে এই চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য ও মনের অগোচর আত্মা 'ইহা নয়, ইহা নয়' এইরূপ পরপ্রতিষেধের দ্বারা উপদেশ-দানের যোগ্য, এই কারণেই মোক্ষশাস্ত্রে ইঁহার উপাধিসংযোগজন্য যে বৈশিষ্ট্য, তাহা মিথ্যা, ইহা বুঝাইবার জন্য জলসূর্য্যকাদির দৃষ্টান্ত দেখান হয়, যথা— "এই জ্যোতিঃ-স্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়স্থ জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেমন বহুরূপে প্রতীয়মান হন, সেইরূপ এই জন্মরহিত দ্যুতিমান্ আত্মা এক হইয়াও উপাধিবশে ভিন্ন ভিন্ন দেহে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন" ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু পরব্রহ্ম বহু স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না, অর্থাৎ সেই সেই স্থানের সহিত সংস্রব বশতঃ স্থানীয় দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না,

এই জন্যই পরমাত্মা সেই সেই স্থানে অবস্থিত হইলেও জল বা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় নির্দ্দোষই থাকেন, শাস্ত্রে এইরূপ উপমা দেখান হইয়াছে "আকাশ এক অখণ্ড হইলেও যেমন বিভিন্ন ঘটাদি সংযোগে পৃথক্ বলিয়া পরিগণিত হন, সেইরূপ বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্যের ন্যায় আত্মা এক হইয়াও অনেকে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হন ইত্যাদি" ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ৷১৯ ॥

সূত্রার্থ।—অম্বুবৎ—জলের ন্যায়, অগ্রহণাৎ—গ্রহণ করা যায় না বলিয়া, তু—কিন্তু, ন—না, তথাত্বং—সেইরূপ ভাব। জল-সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত এ স্থলে গ্রহণ বা স্বীকার করা যায় না, কারণ, আত্মা জলসূর্য্যাদির ন্যায় মূর্ত্ত পদার্থ নহেন, অতএব অমূর্ত্তপদার্থ-বিষয়ে মূর্ত্ত পদার্থের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হওয়ায় তাঁহার ঔপাধিক ভেদ গ্রহণযোগ্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত বিষয়ে পুনরায় আপত্তি দেখাইতেছেন—সূর্য্য ও জল উভয়ই মূর্ত্ত পদার্থ, মূর্ত্তিমান্ সূর্য্য হইতে মূর্ত্তিমান্ জল পৃথক্ পদার্থ ও একটি হইতে অপরটি বহু দূরে অবস্থিত, ইহা দেখা যাইতেছে, কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত, উপাধি-সমূহও এই আত্মা হইতে দূরেও অবস্থিত নহে, পৃথক্‌ভাবেও অবস্থিত নহে, কারণ, আত্মা সর্ব্বগত ও সর্ব্বানন্য অর্থাৎ সকলের অভ্যন্তরেই আছেন, অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সমধর্ম্মত্ব না থাকায় জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত এ স্থলে একেবারেই সঙ্গত হয় না ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—জল বা দর্পণাদিতে যেমন সূর্য্য, মুখ

ইত্যাদির প্রতিবিম্ব পতিত হইতে দেখা যায়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে কিন্তু সেরূপভাবে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। ভ্রান্তিবশতই জল বা দর্পণে সূর্য্যাদি অবস্থিত বলিয়া মনে করা যায়, কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে; পরমাত্মা কিন্তু পৃথিব্যাদিতে সত্য সত্যই অবস্থিত আছেন, "যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া" "যিনি জলে অবস্থিত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। সূর্য্যাদি যখন বাস্তবিক জল বা দর্পণাদিতে থাকেন না, তখন জলাদি দোষের দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট হন না, এ উক্তি সঙ্গত, কিন্তু পরমাত্মা যখন পৃথিব্যাদিতে সত্য সত্যই অবস্থিত, তখন দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের তুলনা বা সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং—বৃদ্ধি ও হ্রাসভাগিত্ব, অন্তর্ভাবাৎ—উপাধির অন্তর্ভূত হওয়ায়, উভয়সামঞ্জস্যাৎ—দ্বিবিধ দৃষ্টান্তেরই সামঞ্জস্য হেতুক, এবং—এইরূপ। উপধেয় অর্থাৎ উপাধি-সংযুক্ত পদার্থ উপাধির ধর্ম্ম ভজনা করে, এজন্য জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি জলাদির বৃদ্ধি-হ্রাসে বৃদ্ধি-হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত সূর্য্য তাহাতে যেমন বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তেমনই উপাধি-সম্বন্ধবশতঃ উপাধি-দেহাদির বৃদ্ধি-হ্রাসানুসারে প্রতিবিম্বাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবাত্মা বৃদ্ধি-হ্রাস বা সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন, কিন্তু ব্রহ্ম ঐ সমস্ত কিছুই ভোগ করেন না, সুতরাং উপাধিধর্ম্মানুসারে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য থাকায় উক্তরূপ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত

আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন—বিবক্ষিতাংশ অর্থাৎ যেটুকু সামঞ্জস্য বলিবার জন্য উক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গতই হইয়াছে; দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশেই সামঞ্জস্য কোন কালে কোন স্থানে যে হইয়াছে, ইহা কেহ দেখাইতে পারিবেন না। যেটুকু বিবক্ষিতাংশ, সেইটুকুর সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেই তাহা সঙ্গত হয়। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সকল বিষয়েই সামঞ্জস্য থাকিলে উহাদের কে দৃষ্টান্ত, কে দার্ষ্টান্তিক, ইহা স্থির করা যায় না। এই জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত শাস্ত্র-কর্ত্তৃকই কল্পিত, ইহা আমাদের কল্পিত নহে। বিবক্ষিতাংশের সহিত কি তুলনা আছে, তাহাই দেখাইতেছেন—জলে পতিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব বৃহজ্জলাধারে বৃহৎ ও স্বল্পজলাধারে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, জল কম্পিত হইলে ঐ প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়, ইত্যাদিরূপে জলের অবস্থারই অনুরূপ হয়, কিন্তু প্রকৃত সূর্য্যে ঐ সমস্ত কোনটিই থাকে না। এইরূপ ব্রহ্মও অদ্বিতীয় ও অবিকৃত হইয়াও দেহাদি উপাধির অন্তর্গত হওয়ায় ঐ উপাধিভূত দেহাদির বৃদ্ধি বা হ্রাসকে ভজনা করে, এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ের সামঞ্জস্য থাকায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতে কোন বিরোধই ঘটে না॥ ২০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির সমাধান করিতেছেন—পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে অন্তর্ভাব অর্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হওয়ায় তৎস্থানাবস্থিত পরব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণের দ্বারা যে পৃথিবী প্রভৃতির বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, উক্ত সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা কেবল তাহারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে মাত্র। যদি বল, কিরূপে তাহা জানা যাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য থাকাতেই উহা জানা যাইবে। "আকাশ

এক হইলেও যেমন ঘট, স্থালী প্রভৃতি বহু আধারভেদে পৃথক্ পৃথক্ হয়" "সূর্য্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেমন বহু বলিয়া প্রতীত হন" ইহা দ্বারা এই বুঝান হইতেছে যে, বহু সদোষ পদার্থে আকাশ বাস্তবিকই অবস্থিত, আর বাস্তবিকই জলাশয়ে অনবস্থিত সূর্য্য এই দ্বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, কেবল পরমাত্মার পৃথিব্যাদিতে অবস্থান জন্ত তদ্‌গত দোষ-সম্বন্ধ নিবারণরূপ প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্তই করা হইয়াছে। বৃদ্ধি-হ্রাসধর্মী ঘটাদিতে আকাশ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সংযুক্ত হইলেও ঐ ঘটাদির বৃদ্ধি-হ্রাসাদি দোষের দ্বারা যেমন স্পৃষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জলাধারে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন জলাধারগত ক্ষুদ্রত্ব-বৃহত্বাদি ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট হন না, সেইরূপ এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি বিবিধ চৈতনাচেতন পদার্থে স্থিত হইয়াও তদ্‌গত বৃদ্ধি-হ্রাসাদি ধর্ম্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না এবং সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়াও এক ও দোষলেশবর্জ্জিত কল্যাণময় গুণসমূহের আধারস্বরূপই থাকেন ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শনাচ্চ—যে হেতু দেখিতেও পাওয়া যায়। শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মেরই দেহাদি উপাধির মধ্যে প্রবেশ বিষয়ে উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কারণেও ব্রহ্ম একরূপ ও কেবল চৈতন্যস্বরূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি দ্বিপদ-সমূহের পুর অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ সৃষ্টি করিলেন, তিনি চতুষ্পদ-সমূহের পুর অর্থাৎ পশুদের দেহ সৃষ্টি করিলেন ও পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া সেই সকল পুরে প্রবিষ্ট হইলেন, দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও দেখা যায়, পরব্রহ্মই দেহাদি উপাধিতে

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, অতএব জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত যুক্তিযুক্ত ও ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ একলক্ষণবিশিষ্ট, তিনি দ্বিবিধ-লক্ষণবিশিষ্টও নহেন বা বিপরীতলক্ষণবিশিষ্টও নহেন; অতএব সাকার নিরাকার উপদেশের মধ্যে আমাদের প্রদর্শিত মতই যুক্তিসঙ্গত ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সিংহের ন্যায় বালক" ইত্যাদি স্থলেও দেখা যায়, সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য না থাকিলেও কেবল বিবক্ষিত অংশের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেই দৃষ্টান্ত উপপত্তি হয়। অতএব স্বভাবতই সর্ব্ববিধ অজ্ঞানাদিদোষসংস্পর্শশূন্য সমস্তকল্যাণগুণাকর পরব্রহ্ম পৃথিব্যাদি-সম্বন্ধ জন্য দোষের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না ॥ ২১ ॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকৃতৈতাবত্ত্বং—প্রস্তাবিত এতাবত্ত্ব অর্থাৎ সাকার-নিরাকাররূপ দ্বৈবিধ্য, হি—নিশ্চয়ে, প্রতিষেধতি—নিষেধ করিয়াছেন, ততঃ—তাহার পর, ব্রবীতি চ—বলিয়াছেনও, ভূয়ঃ—পুনরায়। শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ দ্বৈবিধ্য নিষেধ করিয়া পুনরায় বলিযাছেন—"এতদতিরিক্তও ব্রহ্ম আছেন।" ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার রূপাদি কিছুই নাই এবং তদতিরিক্তও অন্য কিছু নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ; তন্মধ্যে মূর্ত্তরূপ মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মী আর অমূর্ত্তরূপ অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর, স্থিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী নন, সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল পদার্থই ব্রহ্মের রূপ বলিয়াছেন, পরে "সেই এই

পুরুষের রূপ মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রতুল্য" ইত্যাদি বলিয়া "অনন্তর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট নাই, ইহা হইতে অপর পৃথক্ পদার্থও কিছু নাই" এইরূপ বলিয়াছেন। এ স্থলে জিজ্ঞাসা এই যে, "ইহা নহে, ইহা নহে" বলিয়া যে নিষেধ করা হইল, কাহাকে নিষেধ করা হইল ? এ স্থানে ত নিষেধের বিষয়ীভূত কোন পদার্থের উল্লেখ দেখা যাইতেছে না। তবে এই প্রকরণে "ইহা নহে, ইহা নহে" ইত্যাদি শ্রুতির সন্নিধানেই "যাঁহার সেই দুইটি অর্থাৎ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত রূপ তিনিই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধরূপের উল্লেখ আছে, সুতরাং এ স্থানে সংশয় হইতেছে, এই যে নিষেধ, ইহা কি ঐ রূপদ্বয়ের নিষেধ ? অথবা ঐ রূপদ্বয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের নিষেধ ? অথবা ইহাদের মধ্যে কোন একটির নিষেধ ? যদি কোন একটিরই নিষেধ হয়, তাহা হইলে কি ব্রহ্ম নাই, কেবল রূপদ্বয়ই আছে ? অথবা ব্রহ্মের রূপ বলিয়া কিছু নাই, কেবল ব্রহ্মই আছেন, এই অর্থেই নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে ? উক্ত প্রকরণে কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, দুইটিরই নিষেধ করা হইয়াছে, ব্রহ্মের রূপ বলিয়াও কিছু নাই, রূপবিশিষ্ট ব্রহ্ম বলিয়াও কিছু নাই। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, উভয়েরই নিষেধ, এরূপ মনে করা অসঙ্গত, তাহা হইলে শূন্যবাদদোষপ্রসঙ্গ আপতিত হইতে পারে। ব্রহ্মের নিষেধ করা হইয়াছে, এ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা হইলে, প্রথমেই যে বলিয়াছেন "তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে বলিব" এ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সমস্ত যুক্তি ও অন্যান্য উক্তি দ্বারা ইহাই এ স্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 'নহে নহে' এই নিষেধের দ্বারা ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া কেবল ব্রহ্মই একমাত্র অবশিষ্ট আছেন। এই সূত্রে তাহাই দেখাইতেছেন—প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত যে এতাবত্ত্ব বা মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ ব্রহ্মের যে পরিচ্ছিন্নতা, তাহাই প্রতিষেধ করিতেছেন, ব্রহ্মের

প্রতিষেধ করা হয় নাই, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছুই নাই। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হয়, তবে পূর্ব্বে স্বয়ংই ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত দ্বিবিধ রূপের বিষয় উল্লেখ করা হইল কেন? নিজেই পূর্ব্বে একরূপ বলিয়া পরে আবার তাহার অপলাপ করা ত সঙ্গত নহে। উত্তরে বলিতেছেন, না, এ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ, শাস্ত্র ব্রহ্মের যে রূপদ্বয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ রূপদ্বয়কে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত করেন নাই; সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, অজ্ঞানকল্পিত ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয়ের নিষেধ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনের নিমিত্তই উক্ত রূপদ্বয়ের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নাই, ইহা যে ঐ "ইহা নহে, ইহা নহে" শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, তাহার প্রমাণান্তরও আছে, "ইহা নহে, ইহা নহে" এইরূপ নিষেধের পরই পুনরায় বলিয়াছেন—"ইহা হইতে অপর কোন পৃথক্ পদার্থই নাই।" ইহা নহে ইত্যাদি শ্রুতির যদি ব্রহ্ম নাই, এইরূপই তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে "ইহা হইতে অপর কোন পৃথক্ পদার্থই নাই" এ কথা বলার আবশ্যকই ছিল না ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে আপত্তি হইতে পারে, "মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম বা সাকার, নিরাকার ব্রহ্মের দুইটি রূপ" এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া স্থূলসূক্ষ্মভেদে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মেরই রূপ, এইরূপ উল্লেখানন্তর "হরিদ্রারঞ্জিত বসনের ন্যায় সেই এই পুরুষের রূপ" ইহার দ্বারা তাঁহার আকারবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর "অনন্তর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাই, ইহা হইতে অপর কোন পৃথক্ পদার্থও নাই" এই শ্রুতি আবার "ইহা" এই শব্দের দ্বারা প্রস্তাবিত সমস্তই ব্রহ্মের প্রকারবিশেষ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সেই সমস্তেরই পুনরায় নিষেধ করত সৎস্বরূপ ব্রহ্মই সমস্ত বিশেষের অধিষ্ঠান এবং সেই সমস্ত বিশেষও নিজের স্বরূপ

সম্বন্ধে অনতিজ্ঞ ব্রহ্মেরই কল্পিত, এইরূপ দেখাইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন —"ইহা নহে, ইহা নহে" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রস্তাবিত বৈশিষ্ট্যই যে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না, যে হেতু, উহা ভ্রান্ত ব্যক্তির জল্পনার ন্যায় হইয়া পড়ে। যে সমস্ত বিশেষণ প্রমাণান্তরের দ্বারা ব্রহ্মের বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বাক্যই বিশেষণরূপে উল্লেখ করিয়া আবার তাহা নিষেধ করা উন্মত্ত ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ঐ শ্রুতিতে প্রথমে যে সমস্ত বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারই যে নিষেধ করা হইতেছে, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। এ অবস্থায় উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহাই বুঝা উচিত যে, প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত ব্রহ্মের এতাবত্ত্ব অর্থাৎ ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতা, তাহাই মাত্র নিষেধ করা হইয়াছে। "ইহা নহে, ইহা নহে" এ কথার অর্থ "এরূপ নহে, এরূপ নহে", অর্থাৎ যে সমস্ত বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে, তিনি কেবল সেই পরিচ্ছিন্ন বা নির্দ্দিষ্ট বিশেষণ-বিশিষ্টই নহেন, কারণ, উক্তরূপ নিষেধের পরই ব্রহ্মের আরও অনেক গুণের বিষয় বলা হইয়াছে। "ইহা নহে" বলিয়া যে ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুও নাই, স্বরূপে বা গুণে কোন অংশেই ব্রহ্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নাই। ঐ শ্রুতির শেষ ভাগে ব্রহ্মবিষয়ে এই সমস্ত গুণের উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "ইহা নহে" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবকে নিষেধ করা হয় নাই, পরন্তু পূর্ব্বে প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতা মাত্রই নিষেধ করা হইয়াছে, অর্থাৎ তুমি যে কয়েকটি গুণের উল্লেখ করিতেছ, তিনি শুধু এইটুকুই নহেন, অনন্ত অনন্ত গুণের আধার তিনি। অতএব পরব্রহ্ম উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—তৎ—ব্রহ্ম, অব্যক্তম্—অপ্রকটিত, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, আহ—বলিয়াছেন, হি—নিশ্চয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা গ্রাহ্য নহেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। ভাল, তাহাই যদি হয়, তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা তিনি অনুভূত হন না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতি আছে, "তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও নহে, অন্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাও নহে, কোনরূপ তপস্যা বা কর্ম্ম দ্বারাও নহে। সেই এই আত্মা এরূপ নহে, এরূপ নহে। তিনি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা গৃহীত হন না" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ তাঁহাকে অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অগ্রাহ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণগ্রাহ্য বলিয়াছেন। স্মৃতিও তাঁহাকে "অব্যক্ত অচিন্ত্য" ইত্যাদি বলিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম যে প্রমাণগম্য নহেন, তাহা দেখাইয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্তিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম কোনরূপ প্রমাণবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত হন না, শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ইঁহার রূপ দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত নহে, চক্ষু দ্বারা কেহ ইঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য দ্বারাও ইনি প্রকাশ্য নহেন" ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—অপি—আরও, সংরাধনে—আরাধনাকালে, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং—শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি-স্মৃতি

আলোচনায় জানা যায় যে, ইনি ইন্দ্রিয়-সমূহের গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু আরাধনাকালে ভক্তি, ধ্যান, একাগ্রতা ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই জানা যায়, যোগিগণ এই অব্যক্ত আত্মাকে ভক্তি, ধ্যান, একাগ্রতা ইত্যাদি দ্বারা আরাধনাকালে দেখিতে পান ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসিদ্ধান্ত দৃঢ় হইতেও দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—আর, সংরাধন অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন ও ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ একাগ্রতা দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে, অন্য কোন উপায়েই ঘটে না, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায় ॥ ২৪ ॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥২৫॥

সূত্রার্থ।—প্রকাশাদিবৎ—আলোকাদির ন্যায়, চ—ও, অবৈশেষ্যং—ভেদাভাব অর্থাৎ একরস, প্রকাশশ্চ—স্বপ্রকাশ চিদাত্মাও, কর্ম্মণি—ধ্যানাদি কার্য্যে, অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনঃ উক্তি হইতে। সৌরালোক যেমন একমাত্র, তাহার কোন ভেদ নাই, কিন্তু অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিভেদে তাহার ঋজু, বক্র ইত্যাদি নানাবিধ ভেদ অনুভূত হয়, স্বপ্রকাশ আত্মাও তেমনই অখণ্ড, একরস, তাঁহারও কোন ভেদ নাই, কেবল ধ্যানাদি কার্য্যরূপ উপাধিভেদেই ভেদ অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-ভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হয়। আত্মার অবৈশেষ্য তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রবাক্যের পুনঃ পুনঃ উক্তি বা অনুশীলন দ্বারা জানা গিয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্বসূত্রে যে আরাধনার বিষয়ে বলা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে —আরাধ্য-আরাধক-ভাব স্বীকার করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ মানিতে হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হয় না, প্রকাশ-স্বরূপ সৌরালোকাদি যেমন অঙ্গুলী, করকা ইত্যাদি উপাধিভেদে অর্থাৎ অঙ্গুলী-করকাদির উপর পতিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক একরূপতা তাহাতে পরিত্যক্ত হয় না, সেইরূপ আত্মার এই ভেদও অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মারূপ ভেদ উপাধি অনুসারেই হয় জানিবে, স্বভাবতঃ তাঁহার কোন ভেদই নাই, তিনি একস্বরূপই। বেদান্তশাস্ত্রে অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার আলোচনা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জীব ও পরমাত্মার কোন ভেদ নাই ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইহা নয়, ইহা নয়" এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নতাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, মূর্তামূর্তত্বাদি রূপ যে নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহা বক্ষ্যমাণ বাক্যের দ্বারাও জানা যায়। যাঁহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণের ব্রহ্মস্বরূপ-দর্শনে প্রকাশাদি অর্থাৎ জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপের ন্যায় মূর্তামূর্তাদিরূপও যে ব্রহ্মের গুণবিশেষ, তাহা প্রতীত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বামদেবাদি ব্রহ্মকে যেমন জ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইরূপ মূর্তত্ব অমূর্তত্ব ইত্যাদিও যে তাঁহার স্বরূপ, ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রকাশ ও আনন্দাদিই যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা বামদেবাদির আরাধনারূপ ঈশ্বরের প্রীতি-উৎপাদক কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারাই জানা যায়। প্রকাশানন্দাদির ন্যায় ব্রহ্মের মূর্তামূর্তাদি ভাবও তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আরাধনাতেই প্রতীত হয় ॥ ২৫ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—অতঃ—এ নিমিত্ত, অনন্তেন—সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত, তথা হি—সেইরূপই, লিঙ্গং—লক্ষণ অর্থাৎ তদ্বোধক শ্রুতিবাক্য আছে। জীব-পরমাত্মার ভেদজ্ঞান অবিদ্যাকৃত, অভেদই স্বাভাবিক, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীব অনন্ত পরমাত্মার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হয়। এইরূপই লিঙ্গ অর্থাৎ তদ্বোধক শ্রুতিবাক্য আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব-ব্রহ্মের অভেদ স্বাভাবিক, আর ভেদ অবিদ্যা বা অজ্ঞানকৃত বলিয়া জীব বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়া অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ঐক্য লাভ করিতে পারেন। শ্রুতিতেও এই বাক্যের লিঙ্গ অর্থাৎ পরিপোষক বাক্য আছে—"যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়। জীব স্বয়ং ব্রহ্ম হইলেও অবিদ্যা দ্বারা সে ভাব আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে অবিদ্যানাশে পুনরায় ব্রহ্ম হইলেন" ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব-বিচারের উপসংহার করিতেছেন—এই নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত কারণসমূহের দ্বারা ব্রহ্ম যে অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং তাহা হইলেই ব্রহ্ম যে উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ॥ ২৬ ॥

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—উভয়ব্যপদেশাত্তু—উভয় প্রকার নির্দ্দেশবশতঃ

কিন্তু, অহিকুণ্ডলবৎ—কুণ্ডলীভূত সর্পের ন্যায়। সর্পের সর্পত্ব-ভাবে অভেদ হইলেও কুণ্ডলিতভাবে বা প্রসারিতভাবে অবস্থানাদিকালে যেমন অবস্থাভেদ হয়, এই ভেদ ও অভেদ যে দুই প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাও সেইরূপই, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাবে অভিন্ন, আর জীবভাবে অব্রহ্ম ও বিবিধ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোল্লিখিত আরাধ্য-আরাধক ভাব-বিষয়ে নিজ মতের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ জন্য মতান্তর প্রদর্শন করিতেছেন। "ধ্যানকারী ব্যক্তি সেই নিষ্কল অর্থাৎ পরিপূর্ণ পরমাত্মাকে দেখিতে পান" এই শ্রুতিতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যভাবে "উপাসক সেই শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিতে গন্তা ও গন্তব্যভাবে জীব ও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার "তিনিই তুমি" "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার অভেদও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই দ্বিবিধ নির্দ্দেশের মধ্যে যদি অভেদকেই একান্তভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে ভেদনির্দ্দেশক শ্রুতি একেবারেই নিরাশ্রয় অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, এই জন্যই বলিতেছেন—দুই প্রকারেরই নির্দ্দেশ থাকায় এ স্থানে অহিকুণ্ডলের ন্যায় তত্ত্ব বা যাথার্থ্য হইবে অর্থাৎ সর্পত্বভাবে কোন ভেদ না থাকিলেও তাহার কুণ্ডলিতভাবে অবস্থান, তাহার ফণা, তাহার দৈর্ঘ্য ইত্যাদি ভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা অর্থাৎ কুণ্ডলী, ফণী ইত্যাদি নামভেদ হয়, জীব-পরমাত্মারও সেইরূপই ভেদ জানিবে॥ ২৭॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ, তাহার প্রতিষেধ, আবার ঐ প্রতিষেধ খণ্ডন ইত্যাদি করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই অচেতন জড়বস্তু

কি করিয়া ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, ব্রহ্মের নির্দোষতা সমর্থনের নিমিত্ত তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে—এই অচেতন বস্তুকে যে ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে, তাহা কি অহিকুণ্ডলের ন্যায়? অথবা প্রভা ও প্রভাবিশিষ্ট পদার্থের ন্যায় একজাতীয় বলিয়া? অথবা জীবের ন্যায় বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাববশতঃ অংশাংশিভাবে? এতগুলি সংশয়ের মধ্যে প্রথমতঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই এ স্থানে স্বীকার করা উচিত, কারণ, কোন কোন শ্রুতিতে সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেই স্থূল চেতনাচেতন বস্তুবিশিষ্টের উৎপত্তি ও তাহাদের অভেদ উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার মধ্যে কি যুক্তিসঙ্গত? ইহাই বিচার করিয়া বলিতেছেন—অহি-কুণ্ডলের ন্যায়, এই পক্ষই সঙ্গত, কারণ, দুই প্রকারেই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। "এই সমস্ত ব্রহ্ম" "এই সমস্ত আত্মাই" ইত্যাদি বাক্যে তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ উপদেশ করা হইয়াছে, আবার "আমি জীবাত্মরূপে জল, তেজ ও পৃথিবী এই তিন দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া" ইত্যাদিরূপে ভেদ-নির্দ্দেশও করা হইয়াছে। অতএব একই সর্পের কখন বা কুণ্ডলিতভাবে, কখন বা ঋজুভাবে অবস্থানের ন্যায় অচেতন জড়বস্তুসমূহও সেই একমাত্র ব্রহ্মেরই অবস্থাবিশেষমাত্র, ব্রহ্ম হইতে তাহারা ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২৭ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকাশাশ্রয়বৎ—অথবা সৌরালোক ও তাহার আশ্রয় সূর্য্যের ন্যায়, তেজস্ত্বাৎ—তেজোভাব হেতুক। তেজঃ-স্বরূপধর্ম্মে এক হইলেও যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যালোকে ভেদ ও অভেদ উভয় ধর্ম্ম স্বীকার করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও আত্মক-ধর্ম্মে ব্রহ্ম ও জীবে ভেদাভেদ স্বীকৃত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথবা সূর্য্যালোক ও তাহার আশ্রয় সূর্য্যে তেজঃস্বরূপ ধর্ম্মে উভয়ের যেমন আত্যন্তিক ভেদ নাই, উভয়েই তুল্য, অথচ উভয়ের ভেদ নির্দ্দেশ করা হয়, ব্রহ্ম ও জীব বিষয়েও সেইরূপ জানিবে অর্থাৎ ইহাদেরও আত্যন্তিক ভেদ না থাকিলেও ভেদ কল্পনা করা হয় মাত্র ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথবা ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক শ্রুতিসমূহ বাধিত অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে; এ নিমিত্ত বলা যাইতেছে যে, তৈজসিক পদার্থ স্বরূপে প্রভা ও তাহার আশ্রয়ভূত সূর্য্যাদির যেমন তাদাত্ম্য বা কোন ভেদ নাই, অচেতন জাগ্রৎ প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও সেইরূপ অভেদ জানিবে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—পূর্ব্ববদ্বা—অথবা পূর্ব্বের ন্যায়। পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, প্রকাশ বা আলোক স্বরূপতঃ এক পদার্থ হইলেও অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধি-সংযোগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মাও স্বরূপতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে জীবাত্মা-পরমাত্মায় ভেদ প্রতীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথবা পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকাশাদির ন্যায় এ স্থানেও ভেদাভেদ ব্যবহার হইতে পারে। জীবের বন্ধন অবিদ্যাকৃত, বিদ্যা দ্বারা সেই অবিদ্যা ধ্বংস হইলেই মোক্ষ হয়। জীবাত্মা যদি সত্য সত্যই বদ্ধস্বরূপ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অহিকুণ্ডলভাবে জীব পরমাত্মার অবস্থাবিশেষরূপে গণ্য হইতে পারে, আর প্রকাশাশ্রয়ের ন্যায় একদেশ অর্থাৎ অংশবিশেষ বলিয়াও গণ্য হইতে

পারে। এ অবস্থায় ঐ জীবের যে বন্ধন, তাহাকে সদোষ বলিতে পারা যায় না, সুতরাং বন্ধন যদি সদোষ না হয়, তাহা হইলে মোক্ষশাস্ত্রসমূহ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। শ্রুতি ভেদ ও অভেদকে তুল্যরূপে অর্থাৎ উভয়ই সত্য, এরূপও নির্দ্দেশ করেন নাই, জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন, ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, ভেদ কেবল লৌকিক কল্পনা বলিয়া সেই লৌকিক কল্পনার অনূক্তি করিয়াছেন মাত্র, অতএব প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ আলোকপদার্থ স্বরূপতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে যেমন তাহার ভেদ-প্রতীতি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোন বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য নাই, জীব-পরমাত্মাও সেইরূপই জানিবে এবং ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানেও পূর্ব্বেরই ন্যায় সিদ্ধান্ত জানিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ একই বস্তুর অবস্থাবিশেষবশতঃ অচেতন পদার্থরূপে কল্পনা করায় অচেতন পদার্থও ব্রহ্মেরই অংশ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে, একই দ্রব্য অবস্থাভেদে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব ঘটে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের ক্ষালন হয় না। আর প্রভা ও প্রভার আশ্রয়ের ন্যায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মত্বজাতিমাত্রের যোগ হয়, ইহা যদি বল, তাহা হইলে অশ্ব গোত্ব জাতির ন্যায় ঈশ্বর ও চেতনাচেতন পদার্থসমূহে অবস্থিত ব্রহ্মও একটি জাতিমাত্র হন, কিন্তু তাহা শ্রুতি-স্মৃতি ও ব্যবহার-বিরুদ্ধ। পূর্ব্বে জীবের যেরূপ ব্রহ্মাংশত্ব নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করার অযোগ্য বিশেষণরূপে অচেতন বস্তুরও ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত অচেতন বস্তুসমূহ তদ্বিশিষ্ট বস্তুর একদেশ বা অংশবিশেষ হওয়ায় উহাদের অভেদরূপে ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান। বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদবশতঃ তাহাদের ভেদব্যবহারও মুখ্য, সুতরাং ব্রহ্ম যে নির্দ্দোষ, এই বাক্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়েছে। প্রকাশ

যেমন মণিব্যতিরেকে, জাতি যেমন ব্যক্তিব্যতিরেকে, গুণ যেমন গুণি-ব্যতিরেকে, শরীর যেমন আত্মা-ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, প্রকাশাদি যেমন মণি প্রভৃতির বিশেষণাংশ, তেমনই জীব ও অচেতন পদার্থসমূহও ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ ॥ ২৯ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—প্রতিষেধাচ্চ—নিষেধ বশতও। "ইঁহা হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই" এই শ্রুতিতে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন বা দ্রষ্টার নিষেধ হওয়াতেও অভেদবাদই সমীচীন বলিয়া জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যেহেতু, "ইঁহা হইতে অর্থাৎ ইনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন পদার্থ নাই বলিতেছেন, এ কারণেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই এই আত্মা মহান্, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অজর, অমর" "এই দেহের জরা দ্বারা তিনি জরাগ্রস্ত হন না" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি জড় দেহের ধর্মসমূহ ব্রহ্মবিষয়ে নিষিদ্ধ হওয়ায় বিশেষণ-বিশেষ্যরূপে অংশাংশি-ভাবই স্বীকার্য্য ॥ ৩০ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—পরম্—অতিরিক্ত, অতঃ—এই পরমাত্মা হইতে, সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ—সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদ-নির্দেশ থাকায়। শ্রুতি তত্ত্বনির্ণয় করার জন্য সেতু, উন্মান বা পরিমাণ, সম্বন্ধ ও ভেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় ইহাই জানা যায়

যে, পরমাত্মা হইতেও অতিরিক্ত জীব নামক তত্ত্বপদার্থ আছেন; সুতরাং পরমাত্মা ব্যতীত তত্ত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্ম ব্যতীত এই জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই মিথ্যা, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এ স্থলে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব আছে কি নাই, এইরূপ শ্রুতিবিরোধ থাকায় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিবাক্য শুনিলেই এরূপ মনে হয় যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে। উক্ত সংশয় উচ্ছেদের নিমিত্ত এই সূত্র অবতারণা করিতেছেন। সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীতও অন্য তত্ত্ব অর্থাৎ জীবাখ্য তত্ত্ব আছে। "যিনি আত্মা, তিনিই বিধারক সেতু" অর্থাৎ লোকমর্য্যাদানিয়ামক সেতুসদৃশ। সেতু শব্দ মৃত্তিকা বা কাষ্ঠাদি দ্রব্য দ্বারা বিরচিত জলপ্রবাহনিরোধক দ্রব্যবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। এ স্থলে আত্মাকে সেতু বলিয়া কল্পনা করায় লৌকিক সেতুর ন্যায় আত্মসেতুও তদতিরিক্ত অন্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ "সেই এই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্ট শফ বা খুরবিশিষ্ট ও ষোড়শকলাযুক্ত" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উন্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও তত্ত্বান্তরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে, ইহাও জীবাখ্য তত্ত্বান্তরের অস্তিত্বসূচক। এইরূপ ভেদও তত্ত্বান্তরের অস্তিত্বসূচক, অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এই আপত্তির সমাধানার্থ পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন॥ ৩১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কয়েকটি হেত্বাভাস দর্শনে আশঙ্কা হয় যে, জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে, সেই আশঙ্কারই উল্লেখ করিয়া তাহা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন। এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম, ইহা

হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে, কারণ, "এই যে আত্মা, তিনিই জগতের বিধারক সেতুস্বরূপ" এই শ্রুতিতে পরমপুরুষকে সেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহা অবলম্বনে এক তীর হইতে অন্য তীরে যাওয়া যাইতে পারে, তাহাই সেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহা ব্যতীতও অন্য কোন প্রাপ্তব্য বস্তু আছে, সেতু শব্দের উল্লেখে ইহাই বুঝায়। তাহার পর উন্মান শব্দের উল্লেখ আছে, উন্মান অর্থাৎ পরিমাণ, এই পরব্রহ্ম উন্মিত বা পরিমিত, "ব্রহ্ম চতুষ্পাদ" "ব্রহ্ম ষোড়শকলাবিশিষ্ট" ইহা দ্বারা ব্রহ্মের পরিমাণও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই উন্মান-নির্দ্দেশের দ্বারা সেই সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত বস্তুর অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে। এইরূপ সেতু ও সেতুবিশিষ্টের প্রাপক ও প্রাপ্যরূপ সম্বন্ধনির্দ্দেশও পদার্থান্তরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এই সমস্ত কারণে পর অপেক্ষাও পর আছে, ইহা অনুমিত হয়। "পর হইতেও পরপুরুষকে প্রাপ্ত হয়" এই এবং অপরাপর শ্রুতিতে ভেদও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সমস্ত নির্দ্দেশ দর্শনে মনে হয়, পরব্রহ্ম হইতেও পর কোন বস্তু আছে ॥ ৩১ ॥

সামান্যাত্তু । ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—সামান্যাত্তু—কিন্তু সাদৃশ্যহেতুক। উক্ত শ্রুতিতে যে সেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ সেতুসামান্য অর্থাৎ সেতুর তুল্য। ভাবার্থ এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতু যেমন মর্য্যাদা বা সীমাকে নির্দ্দেশ করে, তিনিও সেইরূপ জগতের মর্য্যাদাবিধারক বা নিয়ামক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে, ইহার প্রমাণ নাই। অন্য বস্তুমাত্রেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং কারণ হইতে কার্য্য-পদার্থ ভিন্ন নহে, ইহা নির্ণীত

হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতীত কোন পদার্থই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বা অবিনশ্বর, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। বলা হইয়াছে, সেতু প্রভৃতির নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্ব আছে। তাহার উত্তরে বলিব, না, সেতুশব্দ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, "আত্মা সেতু অর্থাৎ সেতুস্বরূপ, তদতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই।" আত্মাতে যে সেতু শব্দের প্রয়োগ আছে, ঐ শব্দের অর্থ সেতুসামান্য অর্থাৎ সেতুসদৃশ, সেতু যেমন জলবেগকে ধারণ বা প্রতিরোধ করে, ব্রহ্মও তেমনই জগৎ ও জগতের মর্য্যাদাকে ধারণ বা রক্ষা করিয়া আছেন, সুতরাং সেতুর ন্যায় এই ব্রহ্মের স্তব বা গুণকীর্ত্তন করাই ঐরূপ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব-প্রদর্শিত আশঙ্কার সমাধানার্থ বলিতেছেন—সেতু শব্দের উল্লেখ থাকায় পরব্রহ্মেরও অতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে, এ উক্তি অসঙ্গত, এই সেতু শব্দের প্রয়োগ কোন প্রাপ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হয় নাই। "এই লোকসমূহের অসম্ভেদ অর্থাৎ অমিশ্রণ বা সাঙ্কর্য্যদোষ পরিহারের নিমিত্ত" এই শ্রুতিতে সর্ব্বলোকের সাঙ্কর্য্যদোষনিবারকত্বমাত্র উল্লেখ থাকায় সেতুসদৃশ এইরূপই বলা হইয়াছে। বন্ধনার্থক "ষি" ধাতু হইতে এই সেতুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, চেতনাচেতন পদার্থ-সমূহকে অসঙ্কীর্ণভাবে অর্থাৎ পরস্পরের পার্থক্যরক্ষার্থ আপনাতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন বলিয়াই ব্রহ্মকে সেতু বা সেতুসদৃশ বলা হইয়াছে॥ ৩২ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—বুদ্ধ্যর্থঃ—জ্ঞান বা উপাসনার নিমিত্ত, পাদবৎ—পাদের ন্যায়। উন্মান শব্দ ব্রহ্মের পরিমাণপ্রতিপাদক নহে,

লৌকিক ব্যবহারে যেমন কার্ষাপণাদি পাদবিভাগ দৃষ্ট হয়, এ স্থলেও তেমনই উপাসনাসৌকর্য্যার্থেই উন্মানের প্রয়োগ করা হইয়াছে ;

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উন্মানশব্দের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে, এই আপত্তিবিষয়ে উত্তর দিতেছেন—বুদ্ধি অর্থাৎ উপাসনার নিমিত্তই উন্মান শব্দের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বপ্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে। চতুষ্পাদ, অষ্ট-শফ, ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম বলিয়া যে নির্দ্দেশ আছে, তাহা কেবল বিকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-সৃষ্ট পদার্থ দ্বারা তাঁহাকে চিত্তমধ্যে স্থিররূপে ধারণা করিবার জন্য, নির্ব্বিকার অনন্ত ব্রহ্মবিষয়ে চিত্ত স্থির করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, পাদবৎ অর্থাৎ পাদ বা চতুর্থাংশের ন্যায়। ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক অর্থাৎ আলম্বনস্বরূপ আধ্যাত্মিক মন ও আধিদৈবিক আকাশের, বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র এই চারিটি মনের ও অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্ এই চারিটি আকাশের পাদ বা অংশ কল্পনা করা হয়, ব্রহ্মধারণা বিষয়েও ঐ উন্মাননির্দ্দেশ সেইরূপই জানিবে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে জগৎকারণ ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব বা অনন্তত্ব বিষয়ে উল্লেখ থাকায় তাঁহার স্বরূপের উন্মান বা পরিমাণ করা অসম্ভব, অসম্ভব বলিয়াই বুদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ উপাসনাকালে চিত্তমধ্যে ধারণা করার নিমিত্তই "চতুষ্পাদ ব্রহ্ম" "ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম" ইত্যাদিরূপে উন্মান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "বাক্য একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মন একটি পাদ" এই শ্রুতিতে যেমন উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মের বাগাদি পাদ কল্পনা করা হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপই জানিবে ॥ ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—স্থানবিশেষাৎ—উপাধিভেদে, প্রকাশাদিবৎ—আলোকাদির ন্যায়। একই সৌরালোকাদির অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিভেদে যেমন সম্বন্ধ ও ভেদোপচার হয়, তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধিযোগে একই বস্তুর সম্বন্ধ ও ভেদ কল্পনা উপচারক্রমে সঙ্গত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই সূত্রে সম্বন্ধ ও ভেদনির্দ্দেশ বিষয়ে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাই সমাধান করিতেছেন,—সম্বন্ধ ও ভেদের উল্লেখ থাকাতেও ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে, এ আপত্তিও অসঙ্গত। একটিমাত্র বস্তুরও স্থানবিশেষানুসারে সম্বন্ধ ও ভেদনির্দ্দেশ উপপন্ন হয়। সম্বন্ধ-নির্দ্দেশের অর্থ এই যে—স্থানবিশেষ অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসংযোগবশতঃই বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান জন্মে, সেই উপাধির উপশম হইলেই বিশেষ বিজ্ঞানেরও যে উপশম হয়, পরমাত্মার সহিত সেই যে সম্বন্ধ, তাহা উপাধি জন্য ঔপচারিকমাত্র, পরিমিতত্ব অপেক্ষায় নহে, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধকল্পনা উপচারমাত্র, ঐ বুদ্ধ্যাদি উপাধির ধ্বংস হইলে একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। এইরূপ উপাধিভেদানুসারেই ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশও ঔপচারিক, স্বরূপতঃ তাঁহার কোন ভেদ নাই। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন প্রকাশাদির ন্যায়, সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক একমাত্র হইলেও অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিযোগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধির অভাব হইলেই সেই একত্বই প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মবিষয়ে সম্বন্ধ ও ভেদনির্দ্দেশও সেইরূপই ঔপচারিক মাত্র জানিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যিনি স্বয়ং

উন্মান-রহিত, উপাসনার নিমিত্ত তাঁহার উন্মানকল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আলোকাদি পদার্থ গবাক্ষ, ঘট ইত্যাদি স্থানবিশেষে পতিত হইলে যেমন তাহাকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ গবাক্ষগত আলোক, ঘটগত আলোক ইত্যাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করা সম্ভব হয়, তদ্রূপ বাগিন্দ্রিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধি-ভেদানুসারে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়েও উন্মানকল্পনা সম্ভব হয় ॥ ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—উপপত্তেশ্চ—যুক্তি অনুসারেও। ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় মুখ্য সম্বন্ধ বা মুখ্য ভেদ উপপন্ন হয় না, গৌণ পক্ষই উপপত্তি হয় বলিয়া গৌণ বা ঔপচারিক মাত্র।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মবিষয়ে উপাধিধ্বংসে ভেদনিবৃত্তিরূপ সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্যরূপ হয় না, যেমন "সুষুপ্তিকালে আত্মাতে উপগত হয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতি স্বরূপ-সম্বন্ধের বিষয়েই বলিয়াছেন, স্বরূপের কখন অপায় বা অন্যথাভাব হয় না, এ জন্য নর ও নগরের ন্যায় অর্থাৎ নরের সহিত নগরের যে সম্বন্ধ, তদ্রূপ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। জীব ও পরমাত্মার উপাধি দ্বারা স্বরূপের তিরোভাব বশতঃ "স্বমপীতঃ" অর্থাৎ আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হন, ইহা উপপন্ন হইতে পারে ; এইরূপ ভেদও উপাধিকৃত, তাহা স্বীকার না করিলে একেশ্বরত্ববোধক শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইনি অমৃতের সেতু" এই শ্রুতি অনুসারে প্রাপ্য-প্রাপক-সম্বন্ধ উল্লেখ থাকায় প্রাপকের অতিরিক্ত কোন প্রাপ্য বস্তু আছে বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা

অসঙ্গত, কারণ, প্রাপ্য বলিতে পরমপুরুষকেই বুঝায়, সেই পরমপুরুষ নিজেই নিজের প্রাপ্তিবিষয়ে উপায়স্বরূপ, অর্থাৎ পরমপুরুষকে পাইতে হইলে একান্তচিত্তে তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে হয়, ইহাই উপপন্ন হয়। "এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা, মেধা, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন, কিছু দ্বারাই লভ্য হন না, ইনি যাহাকে স্বয়ং বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, বা নিজের স্বরূপ জানাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নিকটেই ইনি নিজেকে প্রকাশ করেন" এই শ্রুতিতে তাঁহাকে লাভ করিবার পক্ষে তাঁহারই করুণা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নির্দেশ নাই ॥ ৩৫ ॥

তথাঽন্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—তথা—সেইরূপ অথবা এবং, অন্যপ্রতিষেধাৎ—তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ বশতঃ। শ্রুতিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, এই নিষেধবাক্য থাকাতেও জানা যায়, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেতু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি হেত্বন্তর-প্রদর্শন দ্বারা স্বমতের উপসংহার করিতেছেন—"তিনিই অধোদেশে, আমিই অধোদেশে, আত্মাই অধোদেশে" "যে ব্যক্তি এই সমস্তকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, ব্রহ্ম তাহা হইতে দূরে যান" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এইরূপ নিষেধবাক্য প্রদর্শন করায় জানা যায়, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য বস্তু নাই। "তিনি সকলেরই অন্তরে আছেন" এই সর্বান্তর শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয়, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য আত্মা নাই ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্বে যে বলা হইয়াছে, "পর হইতেও পরপুরুষ" "শ্রেষ্ঠ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি

শ্রুতিবাক্যে পর হইতেও পর ইত্যাদিরূপে ভেদ-নির্দ্দেশ আছে, এ উক্তি অসঙ্গত, কারণ, সেই স্থলেই আবার "যাঁহা হইতে অপর কোন পর বা শ্রেষ্ঠ নাই" "যাঁহা হইতে অতিসূক্ষ্ম বা অতিবৃহৎও কিছু নাই" ইত্যাদি-রূপ পরমপুরুষাতিরিক্ত পরের নিষেধসূচক বাক্যও আছে। তবে যে "পর হইতেও পর" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাও তাঁহাকেই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—অনেন—এই ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতিষেধ দ্বারা, সর্ব্বগতত্বং—সর্ব্বব্যাপিত্ব, আয়ামশব্দাদিভ্যঃ—ব্যাপকত্ববাচক শব্দ প্রভৃতি হইতে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব-প্রতিষেধ দ্বারা ও ব্যাপকত্ববাচক শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেতু প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় উত্থাপিত আপত্তি খণ্ডন দ্বারা ও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব-নিষেধ দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে। সেতু প্রভৃতি শব্দকে মুখ্যভাবে স্বীকার করিলে আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার সর্ব্বগতত্ব বাধিত হয়, কেন না, সেতু প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন। আয়ামশব্দাদি হইতেও তাঁহার সর্ব্বগতত্ব প্রতিপন্ন হয়। আয়াম শব্দের অর্থ ব্যাপ্তিবাচক শব্দ। "এই আকাশ যে পরিমিত, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ এই আকাশ অর্থাৎ আত্মাও সেই পরিমিত" "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি আত্মার সর্ব্বগতত্ব বুঝাইতেছে ॥৩৭॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আয়ামশব্দাদি

অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্বসূচক শব্দসমূহ হইতে জানা যায়, সর্ব্বজগৎ এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এই ব্রহ্ম ব্যতীত অপর বস্তু কিছুই নাই। "সেই পুরুষ কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ" "এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, ভগবান্ নারায়ণ সেই সমস্ত বস্তুরই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন" ইত্যাদিই আয়াম শব্দের বোধক। অতএব এই পরব্রহ্মই সর্ব্বাপেক্ষা পর বা শেষ সীমা, ইঁহার পর আর কিছুই নাই ॥ ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—ফলম্—কর্ম্মফল, অতঃ—এই ব্রহ্ম হইতেই, উপপত্তেঃ—উপপত্তিহেতুক। জীবের কর্ম্মফলভোগও এই ঈশ্বর হইতেই সম্পাদিত হয়, তিনিই যে কর্ম্মফলদাতা, ইহা শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে উপপন্ন হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঈশিতা ও ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিয়ম্যরূপ ব্রহ্মের একটি ব্যবহারিক বিভাগ আছে। জীবসমূহ ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্টমিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করে, এই কর্ম্মফলভোগবিষয়ে ইহাই বিচার্য্য যে, এই ফলভোগ কি কেবল কর্ম্মানু-সারেই হয় অথবা ঈশ্বর হইতেই হয়? শাস্ত্র ও যুক্তিবলে ইহাই উপপন্ন হয় যে, ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বনিয়ন্তা, সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা। সেই ঈশ্বর দেশকালাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ, এ নিমিত্ত কর্ম্মীদিগের কর্ম্মানুযায়ী ফল তিনিই প্রদান করেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত, এতৎকালাচরিত কর্ম্ম পরক্ষণে থাকে না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ, অতএব ক্ষণবিধ্বংসী কর্ম্ম কালান্তরে ভোগ্য ফল প্রদান করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপাসনাবিষয়ে

প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত জীব যে সর্ব্বাবস্থাতেই দোষস্পৃষ্ট থাকে, তাহা, এবং উপাস্য পরমেশ্বরের নির্দ্দোষত্বাদি ধর্ম্মসমূহ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি উপাসনাবিষয়ে বলিবার নিমিত্ত এই পরমপুরুষ হইতেই যে উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করে, ইহাই বলিতেছেন—শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও পারত্রিক এই দ্বিবিধ ফলই এই পরমপুরুষ হইতেই প্রাপ্ত হয়, কারণ, যাগ, দান, হোমাদি ও উপাসনা দ্বারা আরাধিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরমপুরুষই ঐহিক পারত্রিক ভোগসমূহ ও নিজের অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিও দিতে সমর্থ, অচেতন ক্ষণবিধ্বংসী কর্ম্ম কালান্তরভোগ্য ফলপ্রদানে সমর্থ হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুতত্বাচ্চ—শ্রুতিনির্দ্দেশ হইতেও ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, ইহা কেবল যুক্তিসিদ্ধই নহে, শ্রুতিপ্রমাণেও ইহাই জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঈশ্বরই কর্ম্ম-ফলদাতা, ইহা কেবল যুক্তিসঙ্গতই নহে, "সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা অন্ন ও ধনদাতা" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয় ॥৩৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"জন্মরহিত মহান্ সেই এই আত্মাই অন্ন ও ধন দান করেন" "এই আত্মাই আনন্দ দান করেন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায়, পরমেশ্বরই ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—ধর্ম্মং—ধর্ম্মকে, জৈমিনিঃ—জৈমিনি মুনি, অতএব—এই শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারেই। জৈমিনি মুনি বলেন, শ্রুতি

ও যুক্তি অনুসারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, যাগাদির অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জৈমিনি মুনি বলেন, "স্বর্গকামী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদিরূপ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা, ঈশ্বর নহেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জৈমিনি মুনি বলেন,—পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়, যজ্ঞ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ম্মফলদাতা ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ।—পূর্ব্বন্তু—প্রথমোক্ত ঈশ্বরকেই, বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ মুনি, হেতুব্যপদেশাৎ—কারণরূপে নির্দ্দেশ থাকায়। বাদরায়ণ ঋষির মত এই যে, প্রথম-প্রদর্শিত ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, অচেতন জড় কর্ম্ম ফলদাতা হইতে পারে না, কর্ম্ম উপলক্ষমাত্র, কারণ, বেদান্তশাস্ত্রে ঈশ্বরকেই জগতের হেতু, সুতরাং জগতের অন্তঃপাতী ফলেরও হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কেবল কর্ম্ম অথবা কেবল অপূর্ব্ব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রদাতা নহে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলহেতু, ইহাই বাদরায়ণের মত। ফল কর্ম্ম বা অপূর্ব্ব যাহারই অপেক্ষা করুক, ঈশ্বরই ফলদাতা, ইহাই সিদ্ধান্ত। কারণ, শাস্ত্রে ঈশ্বরকেই ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাইবার বা ফল দান করিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ আছে ॥৪১॥

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষই কর্ম্মফলপ্রদাতা, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত, কারণ, দেবতার

আরাধনারূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মে আরাধ্য যে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসমূহ, শ্রুতি নানাস্থানে তাঁহাদিগকেই সেই সেই ফলের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তি বায়ু-দেবতার উদ্দেশে শ্বেত ছাগল উৎসর্গ করিবে, বায়ু-দেবতা অতি ক্ষিপ্রগামী, নিজ ভাগ্য দ্বারা বায়ুর নিকটেই ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য দান করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, বায়ু প্রভৃতিই ফলদাতা, আবার পরমপুরুষই বায়ু প্রভৃতি রূপ ধারণ পূর্ব্বক আরাধ্যরূপে ও ফলপ্রদরূপে অবস্থান করেন, ইহাও শ্রুতি হইতে জানা যায়। অতএব উক্তরূপে আরাধিত পরমপুরুষই ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল দান করেন, এ উক্তিতে কোন অসামঞ্জস্যই নাই ॥ ৪১ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাসয়ন্ স্বগুণান্ শুদ্ধান্ ভৃত্যস্য হৃদি যে প্রভুঃ।
দেবশ্চৈতন্যতনুর্ম্মনসি মমাসৌ পরিস্ফুরতু কৃষ্ণঃ॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং—সমস্ত বেদান্তোক্ত উপাসনা-সমূহ, চোদনাদ্যবিশেষাৎ—বিধি ও ফলাদি বিষয়ে কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায়। ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নরূপ উপাসনার বিষয় অভিহিত হইলেও মূলতঃ তাহাদের কোন ভেদ নাই, সবই এক; কারণ, ঐ সমস্ত উপাসনার বিধি ও ফল বিষয়ে কোন পার্থক্যই নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জ্ঞাতব্য ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সম্প্রতি বেদান্তের প্রত্যেক গ্রন্থে বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের উপায় বা উপাসনা বিষয়ে কোন ভেদ আছে কি না, তাহাই বিচারিত হইবে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, বিজ্ঞের ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ ভেদবিহীন, অদ্বিতীয় ও সৈন্ধবপিণ্ডের ন্যায় চিদেকরস অর্থাৎ একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, তবে এই উপাসনাবিষয়ে ভেদাভেদবিচারের অবতারণার কি প্রয়োজন? জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম যখন এক, তখন তাঁহার বিজ্ঞান উপাসনাও একরূপই হইবে, তাহার আবার ভেদাভেদ কি? বেদান্তশাস্ত্র যে কর্ম্মবহুত্বের ন্যায় ব্রহ্মেরও বহুত্ব প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক, এ কথা বলিতে পারা যায় না, কারণ, ব্রহ্ম একই, একরূপাত্মক ব্রহ্মবিষয়ে অনেক প্রকার বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই বিচার সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক, অতএব ইহাতে কোনরূপ

দোষাশঙ্কা হইতে পারে না। বেদান্ত গ্রন্থ-সমূহের যেমন তৈত্তিরীয়, বাজসনেয় ইত্যাদি নামভেদ আছে, কর্ম্মসমূহেরও যেমন জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ ইত্যাদি নামভেদ আছে, সেইরূপ উপাসনারও ভেদ থাকা সম্ভব, এই আশঙ্কা করিয়াই তাহার মীমাংসার জন্য উক্ত বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ-সমূহে যে যে উপাসনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাহা সেই-ই অর্থাৎ একই, কারণ, চোদনা অর্থাৎ বিধিবোধক শব্দ ও ফল প্রভৃতি বিষয়ে অবিশেষ হেতুক অর্থাৎ কোনরূপ পার্থক্যের উল্লেখ নাই। গ্রন্থ কর্ম্ম ইত্যাদির নামভেদ থাকিলেও কর্ম্মের বিধান ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই মতৈক্য দেখা যায়, তাহাতে কোন পার্থক্যই নাই। নাম রূপাদির ভেদরূপ যে সমস্ত হেত্বাভাস অর্থাৎ বাস্তবিক হেতু নহে, হেতুর ন্যায় মনে হয় মাত্র, প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা জৈমিনীয় মীমাংসায় পরিহার করা হইয়াছে, এ স্থলেও কোন কোন বিশেষ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত ব্রহ্মের ফলদায়কত্ব পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে, সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনা-বিষয়ক গুণের উপসংহার অর্থাৎ সমর্থন ও বিকল্প-নির্ণয়ের নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক ভেদ বিচার করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে ইহাই বিচার্য্য যে, বেদের বিবিধ শাখায় উক্ত এক বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতি কি একই বিদ্যা? কিংবা ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা? এই সংশয়স্থলে প্রথমেই মনে হয়, ঐ সমস্ত বিদ্যা নামে এক হইলেও বাস্তবিকপক্ষে ভিন্ন, কারণ, কোনরূপ ইতর-বিশেষ না করিয়া ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় উল্লেখ, প্রকরণভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে

প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, সমস্তই এক, কারণ, চোদনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই। চোদনা শব্দের অর্থ— "উপাসনা করিবে" "জানিবে" ইত্যাদিরূপ ধাত্বর্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধিবাক্য। এই চোদনা, সংযোগ অর্থাৎ ফলসংযোগরূপ, ইহাদের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য না থাকায় সকল শাখাতে উক্ত বিদ্যা একই, ইহা জানা যায়। "বৈশ্বানরকে উপাসনা করিবে" এই বিধিবাক্য ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় উপনিষদে একই রূপ, উভয় স্থলেই বেদ্য বৈশ্বানর যখন একই, তখন তাঁহার উপাসনাও স্বরূপতঃ একরূপই, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই একই রূপ। এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা জানা যায়, শাখাভেদ থাকিলেও বিদ্যাভেদ হয় না, বিদ্যা একই ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—ভেদাৎ—ভেদোল্লেখ থাকায়, ন—না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, একস্যামপি—এক বিদ্যাতেও। উপাসনার প্রকারভেদ আছে বলিয়া সর্ব্ববেদান্তোক্ত উপাসনা এক নহে, বিভিন্ন প্রকার, ইহা বলিতে পার না, কারণ, উপাসনা এক হইলেও তাহার প্রকারভেদ উপপন্ন হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সকল বেদান্তে গুণ বা উপাসনার প্রকার সমান নহে, বেদান্তভেদে প্রকারভেদ দেখা যায়, অতএব সর্ব্ববেদান্তবিহিত উপাসনাই যে এক, ইহা উপপন্ন হয় না। দেখ, বাজসনেয়-শাখাধ্যায়িগণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে "সেই উপাসকের অগ্নিই ষষ্ঠ অগ্নি" ইত্যাদিরূপে পঞ্চাগ্নির অতিরিক্ত আর একটি ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ করেন, কিন্তু ছন্দোগশাখীরা "যিনি এই পঞ্চাগ্নিকে এইরূপে জানেন" এইরূপে পঞ্চসংখ্যার উল্লেখ করিয়াই উপসংহার করেন।

যে শাখায় সেই গুণের উল্লেখ আছে এবং যে শাখায় নাই, তাহাদের উভয়েরই বিদ্যা যে এক, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? যদি বল. যজ্ঞীয় দ্রব্য ও দেবতাভেদে যেমন যজ্ঞের ভেদ হয়, সেইরূপ বেদ্য অর্থাৎ উপাস্যভেদে বিদ্যা বা উপাসনার ভেদ হয়। তাহার উত্তর—না, এরূপ হয় না, সামান্য রূপভেদ উপাসনা বিষয়ে ঐক্যের বিরোধী হয় না। একবিধ উপাসনাতেও উক্তরূপ গুণভেদ বা উপাসনার প্রকারভেদ উপপন্ন হইতে পারে, অতএব সর্ব্ববেদান্তবিহিত উপাসনা একই, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, কোনরূপ ইতরবিশেষ না করিয়াই পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ বশতঃ যখন বিধেয় অর্থাৎ বিদ্যার ভেদ-প্রতীতি হইতেছে, তখন সমস্ত বিদ্যাই এক হইতে পারে না, সম্প্রতি তাহারই পরিহার করিতেছেন—অবিশেষে পুনরুল্লেখ প্রকরণান্তর ইত্যাদি কারণে বিধেয় বা বিদ্যার ভেদ বশতঃ বিদ্যাসমূহের ঐক্য হইতে পারে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, প্রতিপত্তা অর্থাৎ বিদ্যাগৃহীতা যদি পৃথক্ পৃথক্ হয়, তাহা হইলে একই বিদ্যাতেও পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বা উল্লেখ ও প্রকরণভেদ উপপন্ন হইতে পারে। যে স্থানে প্রতিপত্তা বা গৃহীতা এক হইলেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকে, সে স্থানে প্রকারান্তরে সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না বলিয়া বিধেয় অর্থাৎ উপাস্যভেদে বিদ্যার ভেদ হয়, আর প্রতিপত্তা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞানের নিমিত্ত পুনরুল্লেখ যদি উপপন্ন হইতে পারে, অতএব সে স্থানে অন্য বিধেয় সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ
সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—স্বাধ্যায়স্য—বেদাধ্যয়নের, তথাত্বে—তাদৃশ হলে,

হি—নিশ্চয়, সমাচারে—সমাচার নামক গ্রন্থে,অধিকারাচ্চ—অধিকার হইতেও জানা যায়, সববচ্চ—যজ্ঞাঙ্গ স্নানের ন্যায়, তন্নিয়মঃ—অনুষ্ঠানের নিয়ম। পূর্ব্বে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, শিরোব্রত নামক ধর্ম্ম আথর্ব্বণিকদিগের আছে, অন্যের তাহা নাই, অতএব উহা উপাসনাভেদের দ্যোতক। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, ঐ ব্রতটি স্বাধ্যায় বা বেদাধ্যয়নের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে, কারণ, সমাচার নামক বৈদিক ব্রতোপদেশাত্মক গ্রন্থে ঐ ব্রত স্বাধ্যায়ের অঙ্গ বলিয়াই নির্দ্দেশ আছে; শিরোব্রত গ্রহণ না করিলে মুণ্ডক অধ্যয়নে অধিকার হয় না। ইহার দৃষ্টান্তে বলিতেছেন—সবের ন্যায়, সব অর্থাৎ হোম, সৌর্য্যাদি হোম যেমন আথর্ব্বণিকদিগেরই নিয়মিত, তদ্রূপ শিরোব্রত মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অথর্ব্ববেদিগণের উপাসনায় শিরোব্রত নামক অনুষ্ঠানের উপদেশ আছে, কিন্তু অন্যত্র তাহা নাই, অতএব সর্ব্ববেদান্তোক্ত উপাসনা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—ঐ শিরোব্রতটি বেদাধ্যয়নের ধর্ম্মবিশেষ, উপাসনার নহে, কারণ, বেদব্রত উপদেশ-বিষয়ক সমাচার নামক গ্রন্থে অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ এই শিরোব্রতটিকে বেদাধ্যয়নেরই একটি ব্রতবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করেন। "যাহারা যথাবিধি শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, শিরোব্রতানুষ্ঠান না করিলে অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে অধিকার হয় না, অতএব ইহা অধ্যয়নাঙ্গ, উপাসনাঙ্গ নহে, যেমন সূর্য্যাসম্বন্ধীয় সাতটি সব অর্থাৎ হোম বেদান্তরোক্ত অগ্নিত্রয়ের

সহিত সম্বন্ধাভাব হেতুক ও অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নির সহিত সম্বন্ধসদ্ভাব বশতঃ ঐ হোম অথর্ব্ববেদীদিগেরই নিয়মিত, তদ্রূপ এই শিরোব্রতটিও কেবল অধ্যয়নবিষয়েই নিয়মিত, অতএব উপাসনার ঐকাসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঙ্গত ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বে যে আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, শিরোব্রত অথর্ব্ববেদীয়গণেরই উপাসনাবিশেষ বলিয়া উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়াই প্রতীত হয়, সেই বিষয়ে উত্তর দিতেছেন—শিরোব্রতের উপদেশ-বিষয়ক নিয়মটিই 'বিদ্যা বা উপাসনার ভেদ সূচনা করিতেছে, এই মত প্রকৃত নহে, কারণ, ঐ ব্রতটি উপাসনার অঙ্গ নহে, কিন্তু বেদাধ্যয়নের অঙ্গ। বেদাধ্যয়নের তথাত্ব অর্থাৎ শিরো-ব্রত জন্য সংস্কার সম্পাদনের নিমিত্তই উহার উপদেশ করা' হইয়াছে, উপাসনার জন্য নহে, কারণ, "যে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ইহা অধ্যয়ন করিবে না" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, অধ্যয়নের সহিতই উহার সম্বন্ধ। বিশেষতঃ সমাচার-নামক গ্রন্থে "এই শিরোব্রত বেদব্রতরূপে ব্যাখ্যাত" এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নিয়মটি সববৎ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নিযাগসম্বন্ধী সূর্য্যাদি শতোদন পর্য্যন্ত যে সাতটি সব অর্থাৎ হোম যেমন একাগ্নিযোগেই সাধিত হয়, ত্রেতাগ্নিতে হয় না, ইহাও সেইরূপ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়নেরই একটি ব্রত বা নিয়মবিশেষ ॥ ৩ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ ।—দর্শয়তি চ—প্রদর্শনও করা হয়। শ্রুতিও উপাসনার একত্বই দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"সমস্ত বেদই যে প্রাপ্যকে নির্দ্দেশ করেন" এই শ্রুতিতেও বেদ্য অর্থাৎ উপাস্যের একত্ব নির্দ্দেশ থাকায় বেদ ও বিদ্যা বা উপাসনার একত্বই প্রদর্শন

করিয়াছেন। "এই জীব যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে সামান্যমাত্রও ভেদবুদ্ধি স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার দারুণ সংসারভয় উপস্থিত হয়। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ইঁহাকে অভিন্ন বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বদাই ভয়শূন্য" এই শ্রুতি ভেদবুদ্ধির নিন্দনীয়তাই দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত এবং অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, এক বেদান্তোক্ত উপাসনাই অন্য বেদান্তে কথিত হইয়াছে, সুতরাং সমস্ত বেদান্তের উপাসনাই অভিন্ন, বেদান্তভেদে উপাসনার ভেদ নাই ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে "তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ কর" এইরূপ বলিয়া "এ স্থানে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করা প্রয়োজন?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়া সর্ব্বপাপ-বিধ্বংসী ইত্যাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট পরমাত্মাই সে স্থানে উপাস্য, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদও ছান্দোগ্যোক্ত নির্দ্দেশের অনুসরণ করিয়া "সে স্থানেও দহরাকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, নির্ম্মল চিত্তে তাহার উপাসনা করিবে" এইরূপে গুণাষ্টকবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাসনাই বলিয়াছেন। এই উভয় শ্রুতিতেই উক্ত বিদ্যাই এক, সুতরাং শ্রুতিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত উপাসনার একত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—উপসংহারঃ—একত্রোক্ত ধর্ম্মের অন্যত্র স্বীকার, অর্থাভেদাৎ—অর্থ বা প্রয়োজনের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঐক্য থাকায়। বিধিশেষবৎ—বিধির অঙ্গের ন্যায়, সমানে চ—সমান স্থানেও। সমস্ত বেদান্তোক্ত উপাসনাই সমান, তাহাদের যখন কোন ভেদ নাই, তখন সেই সেই উপাসনার অঙ্গগুলি উপাসনার একত্ব হেতুক উপসংহার করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ গ্রন্থান্তরোক্ত

উপাসনার অন্তর্ভূত বলিয়াই স্বীকার্য্য। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কর্ম্মের ঐক্য থাকিলে অনৈক্য অঙ্গেরও ঐক্য সাধিত হয়, বেদান্তবিহিত উপাসনাও সেইরূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমস্ত বেদান্তোক্ত উপাসনাই যখন এক বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন কোন এক গ্রন্থোক্ত উপাসনার অঙ্গ-সমূহের গ্রন্থান্তরোক্ত উপাসনাতেই উপসংহার হয় অর্থাৎ তাহারই অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকৃত হয়, কারণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। এক বেদান্তোক্ত উপাসনার অঙ্গ-সমূহের যে অঙ্গটি উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তোক্ত সেই উপাসনাতেও সেই অঙ্গটি সেইরূপই উপকারক, সুতরাং উভয়েরই উদ্দেশ্যের কোন ভেদ না থাকায় এক বেদান্তোক্ত উপাসনা অন্য বেদান্তোক্ত উপাসনায় উপসংহার বা অন্তর্ভূত হইয়া যায়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিশেষ অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিধিবোধিত যজ্ঞসমূহ এক হইলেও তাহার অঙ্গ-সমূহ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও উহা যেমন অগ্নি-হোত্রেরই অঙ্গরূপে গণ্য হয় এ স্থলেও সেইরূপই উপসংহার বা অন্তর্ভাব জানিবে॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এইরূপে শাখান্তরোক্ত উপাসনা-সমূহের ঐক্য সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—এইরূপে সমস্ত বেদান্তোক্ত উপাসনাই যখন সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন কোন এক বেদান্তে কথিত গুণসমূহের অপর বেদান্তে উপসংহার করা কর্ত্তব্য, কারণ, বিধিশেষের ন্যায় অর্থের কোন ভেদ না থাকায়। অভিপ্রায় এই যে—যেমন কোন এক বেদান্তে কথিত বৈশ্বানরোপাসনা-বিধির শেষ বা অঙ্গস্বরূপ গুণ সেই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহারই উপকাররূপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ এক বেদান্তোক্ত

গুণও সেই বিস্তারই সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত তাহারাই উপকার-সাধন করে। এইরূপ উভয়েরই কোন বিশেষ বা পার্থক্য না থাকায় উপসংহার কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যথাত্বং—অন্য প্রকার, শব্দাৎ—শব্দ হইতে, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অবিশেষাৎ—কোনরূপ বিশেষ না থাকায়। বাজসনেয় সংহিতায় উদ্গীথ এই শব্দের প্রয়োগ না থাকায় ও আরণ্যক এবং ছান্দোগ্যের প্রাণোপাসনা-প্রণালীতে ক্রমভেদ থাকায় উপাসনা পৃথক্, এ কথা বলিতে পার না, কারণ, অধিকভাগেই ক্রম-সামঞ্জস্য আছে, বিশেষ পার্থক্য নাই, অধিকাংশে সামঞ্জস্য যদি থাকে, তাহা হইলে সামান্য একটু অসামঞ্জস্য ভেদের কারণ বলিয়া গণ্য হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় সংহিতায় আছে—"সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন, আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ অর্থাৎ স্তোত্রবিশেষের দ্বারা অসুরগণকে পরাভূত করিব।" তাঁহারা বাক্যকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাদিগের উদ্গীথ কর" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়-সমূহকে আসুরিক পাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা পূর্ব্বক মুখ্য প্রাণের পরিগ্রহ উক্ত হইয়াছে. "দেবগণ এই মুখ্য প্রাণকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের উদ্গায়ন কর, প্রাণও দেবতাদের উদ্গান করিয়াছিল।" ছান্দোগ্যেও ঠিক এইরূপই উক্তি আছে, উভয় স্থলেই প্রাণের প্রশংসা দ্বারা প্রাণোপাসনার বিধিই বলা হইয়াছে মনে হয়। এ স্থলে সন্দেহ, উভয় প্রোক্ত উপাসনাই কি এক? না ভিন্ন ভিন্ন? ক্রমভেদ থাকায় এক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, দেখ, বাজসনেয় সংহিতায় "তুমি

উদ্গান কর" এইরূপে প্রাণকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে "প্রাণকেই উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন" এইরূপে প্রাণকে কর্ম্ম বলা হইয়াছে। অতএব উভয় গ্রন্থোক্ত উপাসনার একত্ব হইতে পারে না, এরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ, ইহাতে কোন দোষ হয় না, অধিকাংশেই সামঞ্জস্য থাকায় সামান্য কর্ত্তা বা কর্ম্মরূপে প্রয়োগরূপ একটু অসামঞ্জস্য থাকিলেও তাহার জন্য উপাসনার একত্ব সিদ্ধান্তে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। ছান্দোগ্যে যে প্রাণকে কর্ম্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, লক্ষণা দ্বারা উহার কর্ত্তৃত্ব অবধারিত করা যায়, অতএব উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনার কোন ভেদ নাই ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এইরূপে বিধি, ফল ইত্যাদির পার্থক্য না থাকায় উপাসনার একত্ব ইত্যাদি বিষয় প্রতিপন্ন করা হইল, সম্প্রতি কোন কোন বিদ্যা বা উপাসনা বিষয়ে বিধি প্রভৃতির সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহাই নির্ণয় করা হইতেছে—বাজসনেয়-শাখাদিগের ও ছান্দোগ্যশাখীদিগের উদ্গীথ বিদ্যা বলিয়া এক প্রকার উপাসনা আছে। তন্মধ্যে বাজসনেয় সংহিতায় "অনন্তর এই মুখ্য অর্থাৎ মুখস্থিত প্রাণকে দেবতাগণ বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর, প্রাণও তাহাই হউক বলিয়া দেবতাদের জন্য উদ্গীথ গান করিয়াছিল" এইরূপে প্রাণকে উদ্গীথ গানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "অনন্তর এই যে মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন" এইরূপে গানের কর্ম্মস্বরূপ উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন, এ কারণে সংশয় হয়, উভয় গ্রন্থোক্ত উপাসনাই কি এক? না ভিন্ন? কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত? উপাসনায় একত্বপক্ষই যুক্তিসঙ্গত কারণ, উভয়স্থলেই ত উদ্গীথেরই উপাসনা উক্ত আছে, অথচ বিধি প্রভৃতিরও কোন পার্থক্য নাই। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আপত্তি করিয়া

তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—উপাসনার একত্বপক্ষ যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ, উহাতে স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে, শব্দের দ্বারাই উহার অন্যথাত্ব বা ভেদ প্রতীত হইতেছে, বাজসনেয়ে প্রাণকে কর্ত্তা আর ছান্দোগ্যে কর্ম্ম বলা হইয়াছে, অতএব এই প্রয়োগের পার্থক্য থাকায় উপাসনার একত্ব-পক্ষ সমর্থন করা যায় না, ইহা যদি বলিতে ইচ্ছা কর, তাহার উত্তরে বলিব, না, উহা দ্বারা উপাসনার বহুত্ব সমর্থিত হয় না, কারণ, উক্ত দুই গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ ভেদ কিছু নাই, উভয় গ্রন্থেই প্রথমে শত্রুপরাজয়ই উদ্গীথ গানের ফল বলা হইয়াছে, এই উপক্রম ও পরবর্ত্তী বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত প্রাণ ভাবের আরোপে উদ্গানের কর্ম্মভূত উদ্গীথেরই কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। যেমন পাককার্য্যে ওদনের কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার হয়, এ স্থলেও সেইরূপ জানিবে, অতএব উভয় গ্রন্থোক্ত উপাসনাই অভিন্ন ॥ ৬ ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, বা—অথবা, প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণ-ভেদ হেতুক, পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ—পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশেষের ন্যায়। প্রকরণ অর্থাৎ উপক্রম বা আরম্ভ-প্রণালীর ভেদ থাকায় উপাসনাও এক নহে, ভিন্ন, যেমন পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা হইতে পৃথক্, তদ্রূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পুনরায় আপত্তি তুলিতেছেন—প্রকরণ অর্থৎ প্রক্রম বা প্রারম্ভ-বাক্যের ভেদ থাকায় উভয় গ্রন্থোক্ত উপাসনাই যে এক, ইহা বলা সঙ্গত নহে, ভেদ আছে, ইহা বলাই সঙ্গত। দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঁ এই অক্ষরকে

উদ্গীথজ্ঞানে উপাসনা করার বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, ওঙ্কার উদ্গীথের অবয়ব বা অংশবিশেষ। আর বাজসনেয়-সংহিতায় উদ্গীথশব্দে উদ্গীথাবয়ব গ্রহণের কোন কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদ্গীথেরই গ্রহণ ও প্রাণকে উদ্গাতা বা গায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং বাজসনেয়োক্ত ও ছান্দোগ্যোক্ত উপাসনার পথ স্বতন্ত্র হওয়ায় উভয় গ্রন্থোক্ত উপাসনা এক হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন— পরোবরীয়স্ত্বাদি, অর্থাৎ পর হইতেও পর, বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইত্যাদির ন্যায়। ভাবার্থ এই যে, "এই সকলের মধ্যে আকাশ বা ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠ, আকাশই পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অয়ন বা আশ্রয়। সেই এই আকাশ পরোবরীয়ান্, উদ্গীথও সেই এই আকাশ অনন্ত" এই শ্রুতির দ্বারা উক্ত পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথের উপাসনা নেত্রমধ্যস্থ ও আদিত্য-গত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথোপাসনা হইতে যেমন পৃথক্, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। অভিপ্রায় এই যে, এ স্থানে উক্ত শ্রুতিদ্বয় একই শাখায় হইলেও যেমন ঐ ভিন্ন ভিন্ন গুণের উপসংহার হয় নাই, এ স্থানেও শাখান্তরস্থ উপাসনা বিষয়েও সেইরূপই জানিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;— উপাসনা যে অভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না, কারণ, প্রকরণ এক নহে। "ওম্ এই উদ্গীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে" এইরূপে প্রস্তাবিত উদ্গীথের অংশস্বরূপ প্রণব সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন, ছান্দোগ্যবেদা-ধ্যায়ীরা এইরূপে উদ্গীথের অবয়বস্বরূপ প্রণবের উপাসনা করিয়াছেন। বাজসনেয়-সংহিতাধ্যায়ীরা উক্তরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রস্তাব বা প্রকরণ না থাকায় সমগ্র উদ্গীথেরই উপাসনার প্রস্তাব করিয়াছেন। অতএব প্রকরণভেদ হওয়ায় বিধেয়ভেদ, বিধেয়ভেদ হওয়ায় রূপ বা আকৃতিরও ভেদ হয়। এরূপ স্থলে উপাসনার অভেদ বা একত্ব বলা যায় না। এইরূপ

রূপভেদাদি কারণেও উপাসনার একত্ব-পক্ষ সঙ্গত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—পরোবরীয়স্ত্বাদির ন্যায়, অর্থাৎ যেমন একটি শাখাতেও অর্থাৎ ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অংশস্বরূপ প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টিবিষয়ে সাম্য থাকিলেও হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট দৃষ্টিবিধান পৃথক্ উপাসনারূপে পরিগণিত হইয়াছে, এ স্থলেও সেইরূপ জানিবে ॥ ৭ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তদপি ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—সংজ্ঞাতঃ—নামহেতুক, চেৎ—যদি, তৎ—তাহা, উক্তং—বলা হইয়াছে, অস্তি—আছে, তদপি—তাহাও। যদি বল, সংজ্ঞা বা উদ্গীথ এই নামের ঐক্য থাকায় উপাসনারও ঐক্যই হইবে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, তাহা "ন বা প্রকরণভেদাৎ" এই পূর্ব্বসূত্রেই কথিত হইয়াছে। সংজ্ঞার ঐক্যে সংজ্ঞাবিশিষ্টের ঐক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে, স্থলবিশেষে স্বীকৃত হয় বটে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, উভয় গ্রন্থেই যখন "উদ্গীথবিদ্যা" এই নামের ঐক্য আছে, তখন উপাসনার একত্বপক্ষই ন্যায্য। এ উক্তিও উপপন্ন হয় না. এ বিষয়ে "ন বা প্রকরণভেদাৎ" এই সূত্রেই বলা হইয়াছে. উক্ত সূত্রোক্ত মতই ন্যায্য এবং পদার্থ-সম্মত। "উদ্গীথ" এই নামের ঐক্য লোকব্যবহারানুসারে উপচার মাত্র। এইরূপ নামের ঐক্য প্রসিদ্ধ ভেদস্থলেও আছে, যেমন পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষের উপাসনা ও অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের উপাসনা উভয়ই উদ্গীথবিদ্যা হইলেও পরস্পর ভিন্ন। যে স্থানে কোনরূপ ভেদের হেতু

নাই, সেই স্থানেই সংজ্ঞার ঐক্যে উপাসনার ঐক্য হইতে পারে, যেমন সংবর্গ বিদ্যা ইত্যাদি স্থলে হইয়াছে ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উদ্গীথবিদ্যা এই নামের ঐক্যবশতঃ যদি উপাসনার ঐক্য বলিতে চাও, তাহাও সঙ্গত হয় না, কারণ, ঐরূপ নামের ঐক্য বিধেয়ের ভেদসত্বেও আছে। যেমন, নিত্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র ও কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্র, উভয় স্থানেই একই অগ্নিহোত্র নাম ব্যবহৃত হয়। ছান্দোগ্যের প্রথম প্রপাঠকেও বহু বিদ্যাকেই উদগীথ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—ব্যাপ্তেশ্চ—সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিহেতুকও, সমঞ্জসম্—সামঞ্জস্য হয়। "ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ," এই বাক্যে "উদগীথ" এই শব্দকে ওঁ এই শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিলেই অর্থ-সামঞ্জস্য হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ওম্ এই অক্ষরাত্মক উদ্গীথের উপাসনা করিবে" এ স্থানে 'ওম্' ও 'উদ্গীথ' এই দুটি শব্দের তুল্যার্থতা প্রতীত হওয়ায় অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ এই চতুর্বিধ অর্থের মধ্যে বিশেষণার্থে প্রয়োগই সঙ্গত হয়, কারণ, 'ওম্' এই অক্ষর সর্ব্ববেদব্যাপী, এজন্য 'ওম্' বলিলেই সর্ব্ববেদব্যাপী ওঙ্কারের গ্রহণ হইতে পারে। যেমন 'নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর' প্রয়োগ হয়, সেইরূপ "যে উদ্গীথ ওঙ্কার, তাহার উপাসনা কর"। ইহা দ্বারা সূত্রকার ইহাই বুঝাইতেছেন যে, অধ্যাসাদি যে চারিপ্রকার অর্থ হইতে পারে তাহার মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থে অর্থ-সঙ্গতি হয় না, এ জন্য বিশেষণার্থ স্বীকারই ন্যায্য। ব্যাপ্তি অর্থাৎ 'ওঁ' শব্দটি সর্ব্ববেদসাধারণ, বেদের

সর্ব্বস্থানেই নানা বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, এ স্থানে যে উদ্গীথের অবয়ব-স্বরূপ যে ওঙ্কার অর্থাৎ যে ওঙ্কারের বিশেষণ উদ্গীথ, সেই ওঙ্কারই উপাসনার্থ গ্রাহ্য, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঙ্কার উপাসনার্থ গ্রাহ্য নহে, এই অর্থই সমঞ্জস অর্থাৎ নির্দ্দোষ ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকে উদ্গীথের অংশস্বরূপ প্রথমোক্ত প্রণবের উপাসনা পরবর্ত্তী উপাসনা-সমূহেরও উপাস্যরূপে ব্যাপ্তি অর্থাৎ অনুবর্ত্তিত হওয়ায়, উহাদের মধ্যস্থিত "দেবগণ সেই উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন" এই উদ্গীথ শব্দেরও প্রণবার্থ করাই সমঞ্জস অর্থাৎ সঙ্গত। বস্ত্রের একাংশ দগ্ধ হইলেও লোকে যেমন বলে, বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এ স্থলেও উদ্গীথের অংশস্বরূপ প্রণবই উদ্গীথ শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সেই উদ্গীথই প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্য, ইহাই ছান্দোগ্যের তাৎপর্য্য, আর বাজসনেয়ে উদ্গীথ শব্দ সমগ্র উদ্গীথেরই বোধক, এ জন্য সমস্ত উদ্গীথের কর্ত্তা বা উদ্গাতা প্রাণবুদ্ধিতে উপাস্য. সুতরাং উপাসনার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বাভেদাৎ—সর্ব্বাংশে অভেদ বশতঃ, অন্যত্র—অন্যস্থানেও, ইমে—এই সমস্ত গুণ। বাজসনেয় ও ছান্দোগ্য শাখায় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা বলিয়া বাক্যের বশিষ্ঠত্ব ইত্যাদি কয়েকটি গুণ বলিয়াছেন, কিন্তু কৌষীতকী শাখায় জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকিলেও বশিষ্ঠত্বাদি গুণের উল্লেখ, নাই। অপরাপর উপাসনাতেও এইরূপ কোন গুণের উল্লেখ কোন গুণের বা অনুল্লেখ দেখা যায়। ইহার

সমাধানের নিমিত্ত সকলের অর্থাৎ সমস্ত উপাসনারই ঐক্য হেতুক, স্থান বিশেষে কোন দুই একটি গুণের উল্লেখ না থাকিলেও অন্যত্র উক্ত গুণসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় ও ছান্দোগ্যে প্রাণসংবাদে শ্রেষ্ঠত্বগুণ-সমন্বিত প্রাণকে উপাস্য বলা হইয়াছে, এবং বাক্ প্রভৃতিকেও বশিষ্ঠ ইত্যাদি গুণান্বিত বলা হইয়াছে। সেই সমস্ত গুণ আবার প্রাণবিষয়েও যোজনা করা হইয়াছে। কৌষীতকী প্রভৃতি অন্যান্য শাখাতেও প্রাণসংবাদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বশিষ্ঠত্বাদি গুণের বিষয়ে কিছুই উক্তি নাই। এ স্থানে সংশয় যে, যে শাখায় বশিষ্ঠত্বাদি গুণের উক্তি নাই, ঐ অনুক্তি কি যে যে শাখায় ঐ গুণের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিতে হইবে? না, হইবে না? আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, পূরণ করিতে হইবে না, কারণ, কোন শাখায় "এবং বিদ্বান্" অর্থাৎ এইরূপ জানিলে, এই 'এবং' শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই সেই স্থানে বিজ্ঞেয় বা উপাস্য বস্তুকে বুঝাইতেছে, এবং শব্দটি নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যে বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার পরেই সেই বিষয়টির উল্লেখ প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করা যায়, অন্য শাখায় যে গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং শব্দের দ্বারা তাহা বুঝাইতে পারে না, নিজ প্রকরণোক্ত গুণবিশেষকেই উহা বুঝাইতে পারে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন শাখান্তরোক্ত এই বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ অন্য শাখাতেও নিক্ষেপ অর্থাৎ সংযোগ করিতে হইবে, কারণ, সর্ব্বত্রই অর্থাৎ সকল শাখাতেই এই একই প্রাণোপাসনা অভিন্নরূপেই উক্ত হইয়াছে। যখন উপাসনার কোন ভেদই নাই, তখন এক শাখায় উক্ত গুণসমূহ অন্যত্র কেন নিক্ষেপ করা যাইবে না? সুতরাং প্রধানবিষয়ের সম্বন্ধযুক্ত ধর্ম্মসমূহ কোন এক

শাখায় উক্ত না হইলেও সর্ব্বত্রই তাঁহাদের সংগ্রহ বা নিক্ষেপ বা যোজনা করা যায় ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় সংহিতায় "যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়, প্রাণই সেই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি প্রাণোপাসনা উক্ত হইয়াছে। সে স্থানে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাস্যত্বও বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনে যথাক্রমে বশিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদ্রূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন করিয়া বাক্যাদি ও দেহের স্থায়িত্ব প্রাণের অধীন বলিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক বাগাদি চতুষ্টয়ের বশিষ্ঠত্বাদি গুণচতুষ্টয়ও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, এইরূপে উক্ত উভয় উপনিষদ্ জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বশিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। কৌষীতকী সংহিতায় প্রাণোপাসনাতেও জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণ উপাস্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাগাদিসম্বন্ধী বশিষ্ঠত্বাদি গুণচতুষ্টয়ের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হয় নাই। এই জন্যই সংশয় এই যে, এই উপাসনা কি ভিন্ন ? না, এক ? প্রাথমিক আলোচনায় মনে হয়, ভিন্ন, কারণ, স্বরূপগত ভেদ বর্ত্তমান। যদিও উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাণ উপাস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি এক উপনিষদে বশিষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত প্রাণ উপাস্য, অন্য উপনিষদে সে বিষয়ে কোন উল্লেখই নাই, অতএব এই উপাস্যের স্বরূপভেদ থাকায় উপাসনাও বিভিন্ন। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—এ স্থানে উপাসনা ভিন্ন প্রকার হইবে না ; অন্যত্র অর্থাৎ কৌষীতকীদিগের প্রাণোপাসনায়ও এই বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উপাস্যতা বিদ্যমান, কারণ, সমস্ত বিষয়েরই অভেদ হেতুক, অর্থাৎ ছান্দোগ্য, বাজসনেয় ও কৌষীতকী প্রভৃতি সর্ব্ব উপনিষদেই প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রণালী

একরূপ, এ বিষয়ে কোন উপনিষদেই ভিন্ন মত নাই। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্ব বিষয়ে কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও উক্তি আছে ও প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কেবল বাগাদির নিজ নিজ বশিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের প্রাণাধীনতার উল্লেখ নাই; কেবল ইহা দ্বারাই রূপভেদ বলা চলে না, বাগাদিকে যখন প্রাণের অধীন বলা হইয়াছে, তখন বাগাদির বশিষ্ঠত্বাদি গুণ সমূহও যে প্রাণের অধীন, ইহা ত সিদ্ধই হইয়াছে, অতএব এ স্থানেও বশিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধবশতঃ প্রাণ জ্যেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে, সুতরাং উপাসনারও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই ॥ ১০॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—আনন্দাদয়ঃ—আনন্দময়ত্ব বিজ্ঞানঘনত্বাদি গুণসমূহ, প্রধানস্য—বিশেষ্য ব্রহ্মেরই। আনন্দময় বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি যে সমস্ত গুণ নানা স্থানে কথিত আছে, তাহা বিশেষ্য ব্রহ্মেরই জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদিকা যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহার মধ্যে কোন শ্রুতিতে বা আনন্দরূপত্ব, কোন শ্রুতিতে বা বিজ্ঞানঘনত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ উক্ত আছে, অর্থাৎ এক শ্রুতিতেই সমস্ত ধর্ম্মের উল্লেখ নাই, কোনটিতে কতকগুলি, অপর কোনটিতে কতকগুলি এইরূপ আছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বাদি যে যে ধর্ম্ম যে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই শ্রুতিতে কেবল সেই কটি ধর্ম্মই স্বীকার করিতে হইবে? অথবা শ্রুতিসমূহে উক্ত সমস্ত ধর্ম্মই প্রত্যেক শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের সহিত একত্র করিয়া বুঝাইবে? প্রথমেই মনে হয়, যে শ্রুতি যে কয়েকটি ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সেই কটিই তাহাতে বুঝাইবে মাত্র। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, প্রধান অর্থাৎ বিশেষ্যভূত

ব্রহ্মের আনন্দাদি ধর্ম্মসমূহ সর্ব্বশ্রুতিতেই সমানভাবে প্রযোজ্য; কারণ, ব্রহ্ম ত এক, তাঁহার যখন কোন ভেদ নাই, তখন শ্রুতিবিশেষোক্ত প্রত্যেকটি গুণই ব্রহ্মের পক্ষে প্রযোজ্য ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইহার পরেই প্রাণোপাসনাবিষয়ক আরও কিছু নির্ণয় করা হইবে। প্রাণের বশিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত যেমন জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণের উপপত্তি হয় না বলিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণের প্রাণোপাসনায় বশিষ্ঠত্বাদি গুণের উল্লেখ না থাকিলেও তাহা পাওয়া যায়, তদ্রূপ যে সমস্ত গুণের উল্লেখ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয় হয় না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই সেই সমস্ত গুণের অনুসন্ধান বা সমন্বয় করা প্রয়োজন, এক্ষণে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণায়ক গুণসমূহ সমস্ত পরাবিদ্যাতেই সমন্বয় করা আছে কি না, এক্ষণে তাহাই বিচার করিতেছেন—যে প্রকরণে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ নাই, সেই প্রকরণে অন্য প্রকরণোক্ত গুণসমূহের সমাবেশ বা উপসংহার বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় যে প্রকরণে যে যে গুণের উল্লেখ আছে, সেই সেই গুণেরই মাত্র উপসংহার করা উচিত। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—প্রধানস্বরূপ গুণী ব্রহ্মের সর্ব্ববিধ উপাসনাতেই ঐক্য অর্থাৎ অভেদ বশতঃ এবং গুণী হইতে গুণসমূহেরও ভেদ না থাকায় ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণসমূহ সর্ব্বত্রই উপসংহার বা গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥১২॥

সূত্রার্থ।—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ—প্রিয়শিরস্ত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি, উপচয়াপচয়ৌ—হ্রাস-বৃদ্ধি, হি—যে হেতুক, ভেদে—ভেদ থাকিলে। সগুণ ব্রহ্মের "প্রিয়ই তাঁহার শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা, ও পুচ্ছ ব্রহ্ম"ই,

এই সমস্ত ধর্ম্ম নির্গুণ ব্রহ্মে নাই, কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম বৃদ্ধি-হ্রাসবিশিষ্ট, নির্গুণ ব্রহ্মের অবয়বভেদ নাই, অবয়ব থাকিলে হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ শাখান্তরে গ্রাহ্য হইবে না, কারণ, প্রিয়, মোদ প্রমোদ ও আনন্দ এই ধর্ম্মগুলি পরস্পরাপেক্ষী ও ভোক্তার ইতর-বিশেষ অপেক্ষায় উপচয় বা অপচয় প্রাপ্ত হয়, ভেদ থাকিলেই তাহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। ব্রহ্ম ভেদবিবর্জিত, অদ্বিতীয়, একমাত্র, তাঁহাতে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ থাকিতে পারে না, সুতরাং তৈত্তিরীয়োক্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ অন্যশাখায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। হ্রাস-বৃদ্ধিশীল ঐ সমস্ত ধর্ম্ম ভেদব্যবহারবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মে উপপন্ন হইতে পারে, নির্গুণ ব্রহ্মে নহে, অতএব কোন কোন বেদান্তোক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসমূহ সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না, সেই সেই স্থলেই উপাসনার নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত জানিবে ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এতদ্রূপঃ যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গুণ ও গুণীর কোন পার্থক্য না থাকায় আনন্দাদি ধর্ম্মসমূহ যেমন সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য হইবে, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্বাদি যে সমস্ত গুণ শ্রুত হওয়া যায়, তাহারও সর্ব্বত্রাবস্থিত ব্রহ্মবিদ্যায় প্রাপ্তি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা হইতে পারে না, ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার হয় বলিলেও প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণসমূহের প্রাপ্তি হয় না, কারণ, সেগুলি ব্রহ্মের গুণ নহে, ঐ প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণসমূহ কেবলমাত্র ব্রহ্মকে পুরুষ অর্থাৎ পক্ষী প্রভৃতি রূপে কল্পনা করিবার নিমিত্ত তাহারই অঙ্গরূপে রূপককল্পিত প্রিয়শিরঃ ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে। তাহা না হইলে ব্রহ্মের মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদ থাকায়

উপচয় অপচয় অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিরূপ অনিত্যতা দোষের প্রসক্তি হয়, এবং তাহা হইলে "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত" এই শ্রুতিবাক্যও মিথ্যা হয় ॥১২॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—ইতরে—অপর গুণসমূহ, তু—কিন্তু, অর্থসামান্যাৎ—ব্রহ্মপদার্থের তুল্যার্থক বলিয়া। অর্থের সামান্যতা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মী ব্রহ্মের একত্ব হেতুক প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম ব্যতীত অপর আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য বা উপসংহৃত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যখন এক, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদনের নিমিত্ত উক্ত আনন্দ-রূপত্বাদি অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ সর্ব্বত্রই প্রতীত হয়, অতএব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম ও আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম সমান নহে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, এইরূপে ব্রহ্মসম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য ইত্যাদি অনন্ত গুণসমূহ গুণীর সহিত পৃথক্‌ভাবে থাকিতে না পাবার কোন প্রকরণে যদি ঐ সমস্ত গুণের উল্লেখ নাও থাকে তাহা হইলেও প্রকরণান্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্রই যোজনা করা যাইতে পারে, অথচ ব্রহ্মের গুণ যখন অনন্ত, তখন সেই অনন্ত গুণের উপসংহার বা সংগ্রহ করিতে সামর্থ্যও কাহার থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ইতর অর্থাৎ আনন্দাদি ধর্ম্মসমূহ পদার্থ এক বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই অনুবর্ত্তন করে। যে সমস্ত পদার্থ সমানার্থক অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ নির্দ্ধারণের অনুকূলভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায়তা করে, তাহারা পদার্থের স্বরূপের ন্যায় গুণীরই ন্যায় সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই অনুবর্ত্তন করে। সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, নির্ম্মলত্ব, অনন্তত্বই সেই সমস্ত গুণ। এই সমস্ত গুণ দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত

হইয়াছে, অতএব উপাস্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত আনন্দাদি ধর্ম্মসমূহ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই অনুবর্ত্তন করে ॥ ১৩ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।— আধ্যানায়—ধ্যান পূর্ব্বক সম্যক্ দর্শনের নিমিত্ত, প্রয়োজনাভাবাৎ—অন্য কোন প্রয়োজন না থাকায়। কঠোপনিষদে "ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই" এইরূপ উক্তি আছে। উক্ত স্থলে পুরুষের আধ্যান অর্থাৎ উপাসনা বা তাহার স্বরূপ অবগত হওয়ার নিমিত্তই অর্থাদির শ্রেষ্ঠত্ব অভিহিত হইয়াছে, অর্থাদির শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনে অন্য কোন প্রয়োজনই সে স্থানে দেখা যায় না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কঠোপনিষদে "ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ-সমূহ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষে "পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, পুরুষই পরমগতি ও পুরুষই পরাকাষ্ঠা" এইরূপ উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয় এই যে—এই উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব উক্তি কি প্রত্যেকেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে? অথবা এই সমস্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে? প্রথমে ইহাই মনে হয়, এই সকলেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই ঐ বাক্যের উদ্দেশ্য, কারণ, বলা হইয়াছে—ইহাপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহাপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—এই সমস্ত হইতে একমাত্র পুরুষই শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিপাদন করাই ঐ বাক্যের উদ্দেশ্য, অর্থাদি প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন উদ্দেশ্য নহে, কারণ, অর্থাদির শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিপাদনের কোন প্রয়োজনই এ স্থানে দেখা যায় না, শ্রবণ করাও যায় না, কিন্তু সর্ব্ববিধ অনর্থের অতীত ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের জ্ঞান হইলে মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। ঐ যে সমস্ত পরপর শ্রেষ্ঠত্ব উক্তি, সে কেবল আধ্যানবিশেষ বা চিন্তাপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা হেতুক প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মের গুণ নহে, উহা রূপক-কল্পনা-মাত্র, ইত্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম যখন সেরূপ নহেন, তখন সেরূপ কল্পনা করার কি প্রয়োজন? যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে অবশ্যই কোন প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এ স্থানে বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না. সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যখন অন্য কোন প্রয়োজনই দেখা যাইতেছে না, তখন আধ্যান অর্থাৎ অনুচিন্তা বা উপাসনার নিমিত্তই উক্তরূপ রূপকের উপদেশ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" এ স্থলে উপদিষ্ট ধ্যানরূপ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত ও তদ্দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আনন্দময় ব্রহ্মেরই, প্রিয় তাঁহার মস্তক, মোদ তাঁহার পক্ষ ইত্যাদিরূপ বিভাগ উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রিয়-শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মসমূহ আনন্দময়ের উপলক্ষণ হেতুক ব্রহ্মপ্রতীতি বিষয়ে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের সর্ব্বদা অনুবৃত্তি হয় না ॥ ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—আত্মশব্দাচ্চ—আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতুকও।

ঐ বাক্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকতেও পুরুষই প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—এই যে ইন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তি, ইহা পুরুষের জ্ঞানের নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, যে হেতু, "সর্বভূতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন না যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান" এই শ্রুত্যুক্ত আত্মা শব্দ পুরুষকেই প্রতিপাদন করিতেছে, এবং তিনি অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয় ও ধ্যানাদি দ্বারা সংস্কৃত বুদ্ধিরই গম্য, তিনি ব্যতীত সমস্তই অনাত্মা, একমাত্র পুরুষই মুখ্য আত্মা, ইহাও বুঝাইতেছে। অত-এব শ্রুতি ঐ ইন্দ্রিয়াদি-প্রবাহোক্তি দ্বারা উপায়ের পরমপদ বুঝাইবার উদ্দেশেই অর্থ মন ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা আনন্দময়" এই শ্রুতিতে আত্মা এই শব্দের নির্দেশ থাকাতে ও আত্মার মস্তক, পক্ষ, পুচ্ছ থাকা অসম্ভব বলিয়া অনায়াসে আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের নিমিত্তই উক্ত রূপক কল্পিত হইয়াছে মাত্র ইহাই জানা যায়, উহা তাঁহার বাস্তব রূপ নহে ॥ ১৫ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ ।—আত্মগৃহীতিঃ—পরমাত্মার গ্রহণ. ইতরবৎ—অন্য স্থানের ন্যায়, উত্তরাৎ—বাক্যশেষ হইতে। "যখন এ সকল সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র আত্মাই ছিলেন" ইত্যাদি স্থলে আত্মা শব্দে যেমন পরমাত্মাকেই বুঝায়, তেমনই এ স্থানেও

উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায়, আত্মা শব্দে পরমাত্মাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিল, অন্য কিছুই ছিল না, তিনি আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি। এ স্থানে সংশয় হইতেছে, এই আত্মা শব্দে কি পরমাত্মা বুঝাইতেছে? অথবা অন্য কিছু? প্রাথমিক আলোচনায় মনে হয়, এ আত্মা শব্দ পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ, ঐ বাক্যে লোকসৃষ্টি বলা হইয়াছে, পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ বাক্য প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে মহাভূত-সৃষ্টির বিষয়ই বলা হইত। লোক শব্দে মহাভূত-সমূহের বিন্যাসবিশেষ। শ্রুতি ও স্মৃতিতে দেখা যায়, পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত কোন ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট পদার্থের দ্বারা লোকসৃষ্টি হইয়াছে, সেই পদার্থ শরীরধারী পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মা। শ্রুতি সেই পুরুষকেও আত্মা শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণানুসারে ইহাই অনুমিত হয় যে, ঐ আত্মা শব্দে কোন একটি প্রজাস্রষ্টা পুরুষের আত্মা বুঝায়। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—ইতরের ন্যায় অর্থাৎ "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি অপরাপর সৃষ্টিবাক্যে আত্ম শব্দে যেমন পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, অথবা লৌকিক আত্ম-শব্দ প্রয়োগেও মুখ্য প্রত্যগাত্মা বা পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, এ স্থলেও তেমনই আত্মা শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইবে। যে স্থানে "অগ্রে এই সমস্ত আত্মা মাত্র ছিল" ইত্যাদি বাক্যে "পুরুষবিধ" ইত্যাদিরূপ কোন বিশেষণ থাকিবে, সে স্থানে সবিশেষ আত্মাকেই বুঝাইবে। এ স্থানে কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যে পরমাত্মা-বোধের অনুকূল "তিনি আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি বিশেষণ রহিয়াছে, অতএব পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে এবং এই সিদ্ধান্তই ন্যায্য॥ ১৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থলে পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন—"অপর একটি আভ্যন্তরিক আত্মা প্রাণময়" "অন্য একটি আভ্যন্তরিক আত্মা মনোময়" ইত্যাদি স্থলে যখন অনাত্মবিষয়েও আত্ম-শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন "অপর একটি আভ্যন্তর আত্মা আনন্দময়" এ স্থলেই বা আত্ম-শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ইতর স্থানের ন্যায় অর্থাৎ "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল, তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি স্থলে আত্মা শব্দে যেমন পরমাত্মারই গ্রহণ করা হইয়াছে, "অন্য একটি আভ্যন্তরিক আত্মা আনন্দময়" এ স্থলেও তেমনই আত্ম-শব্দের দ্বারা পরমাত্মারই গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি বল, ইহার প্রমাণ কি? উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব" এই সমস্ত আনন্দময়-বিষয়ক বাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—অন্বয়াৎ—বাক্যের সহিত সম্বন্ধ-দর্শন হেতুক, ইতি চেৎ—এরূপ যদি বল, স্যাৎ—হয়, অবধারণাৎ—অবধারণ হইতে। যখন পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের সহিত সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তখন প্রাগুক্ত শ্রুতির আত্মা পরমাত্মা নহেন, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, পরমাত্মাই ঐ বাক্যের অর্থ, কারণ, "এক এব আত্মা" এ স্থানে অবধারণার্থক "এব" শব্দ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকায় আত্মা শব্দে পরমাত্মা বুঝায় না, ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পরিহার করা উচিত, এই জন্য

বলিতেছেন—এ স্থানে পরমাত্মার গ্রহণই যুক্তিসঙ্গত, কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে "একমাত্র আত্মাই ছিলেন" এই শ্রুতিতে আত্মার একত্বই অবধারণ করা হইয়াছে, অতএব পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিলেই উক্ত শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য সাধিত হয়, নচেৎ ঐ শ্রুতিবিরোধ হয়। তবে যে লোকসৃষ্টি-বিষয়ে আপত্তি দেখান হইয়াছে, ঐ বাক্য অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ মহাভূত-সমূহ সৃষ্টির পর অর্থাৎ মহাভূতসৃষ্টির পর লোকসৃষ্টি হইয়াছিল, এই অর্থ করিলেই আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যদি বল, পূর্ব্বে প্রাণময়, মনোময় ইত্যাদি অনাত্মবিষয়েও আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল পূর্ববর্ত্তী বাক্যানুসারেই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না; তাহার উত্তর, নিশ্চয়ই পরমাত্মা অর্থ হইবে, কারণ, পূর্ব্বোক্ত "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" এ স্থানে আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থই অবধারিত হওয়ায় অন্নময়ের অনন্তরোক্ত প্রাণময়ে প্রথমতঃ পরমাত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পর প্রাণময়ের পরবর্ত্তী মনোময়ে, তাহার পর বিজ্ঞানময়ে পরমাত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বশেষে আনন্দময়ে সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরীভূত হইয়াছে, কারণ, তাহার পর আর এ বিষয়ে কোন উল্লেখই নাই, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। পরবর্ত্তী "তিনি কামনা করিলেন" এই বাক্যেও আত্ম-শব্দে পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হওয়ায় আরম্ভ-বাক্যেও অন্নময়াদি অনাত্মাতেও পরমাত্মবুদ্ধি নিশ্চয় হওয়ায় এ স্থানেও আত্ম-শব্দে পরমাত্মাই হইবে ॥ ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—কার্য্যাখ্যানাৎ—কার্য্যরূপে উপদেশ থাকায়, অপূর্ব্বম্—পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রথমোপদেশ। শ্রুতিতে যে

প্রাণের আচমন ও অনগ্নতা-চিন্তন বিষয়ে উক্তি আছে, ঐ আচমন ও অনগ্নতা-চিন্তন দুইটিই যে বিধেয়, তাহা নহে, উহাদের একটি বিধান ও অপরটি অনুবাদ অর্থাৎ অনগ্নতা-চিন্তনের বিধান ও আচমনের অনুবাদ হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় উপনিষদে প্রাণসংবাদে এইরূপ উক্তি আছে যে, কৃমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত জীব প্রাণের অন্ন বা ভক্ষ্য ও জল প্রাণের বস্ত্র। তাহার পর ছান্দোগ্যে আছে—"যে হেতু জল প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ সে জন্য ভোজনকর্তা ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করে অর্থাৎ জলের দ্বার প্রাণকে আচ্ছাদিত করে।" আর বাজসনেয় শ্রুতিতে আছে "বিদ্বান্ শ্রোত্রিয়গণ ভোজনকালে আচমন করেন, ভোজন করিয়া আচমন করেন। এই আচমন করাকে তাঁহারা প্রাণকে অনগ্ন করা অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত করা মনে করেন। এ নিমিত্ত উপাসকগণ ভোজনকালে ও ভোজনান্তে আচমন করিবেন ও প্রাণকে অনগ্ন করা হইল, এইরূপ চিন্তা করিবেন।" ছান্দোগ্যে কেবল আচমনের আর বাজসনেয়ে আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এ স্থলে ইহাই বিচার্য্য, ঐ দুই উপনিষদে বর্ণিত বিষয় কি একই অর্থাৎ উভয় স্থলেই কি উভয়েরই বিধান? অথবা কেবল আচমন? অথবা কেবল অনগ্নতাচিন্তন? প্রথমতই মনে হয়, উভয়েরই বিধি, কারণ, এই দুইটি বিষয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ এই শাস্ত্রে শ্রবণের পূর্ব্বে আর শ্রবণ করা যায় নাই, এ জন্য ঐ দুইটিই বিধিবাক্য। অথবা আচমনেরই বিধান করা হইয়াছে, অনগ্নতাচিন্তনোক্তি তাহার স্তুতি বা প্রশংসাসূচক, কারণ, "আচমন করিবে" এই বিধিজ্ঞাপক বিভক্তি স্পষ্টই আছে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যাখ্যান অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে

বা স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ আচমন কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, শ্রুতি সেই স্মৃত্যুক্ত বিষয়েরই অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র; অতএব ইহা বিধিবাক্য নহে, বিধিবাক্যের অনুবাদ বা প্রতিধ্বনিমাত্র। আরও বিবিধ যুক্তি দ্বারা দেখা যায়, দুইটির্ই বিধি উহাতে করা হয় নাই, উহাতে কেবল আচমনের অনুবাদে ঐ আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্রভাবে চিন্তনমাত্রই বিহিত হইয়াছে, আচমনের বিধান হয় নাই॥ ১৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত প্রাণোপাসনাবই অবশিষ্টাংশবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়কে জ্যৈষ্ঠাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণই উপাস্য, এইরূপ বলিয়া আচমনীয় জলকে প্রাণের বাস অর্থাৎ আচ্ছাদনবস্ত্র বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে "প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার আচ্ছাদনবস্ত্র কি হইবে? ইন্দ্রিয়সমূহ উত্তর করিল—জল। এই জন্যই ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে জলের দ্বারা আচ্ছাদিত করে ও তাহা দ্বারাই প্রাণ বস্ত্র লাভ করিয়া অনগ্ন হয়" এইরূপ উক্তি আছে, বাজসনেয়কেও "আমার বস্ত্র কি? প্রাণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ বলিয়াছিল জলই তোমার বস্ত্র। এ জন্য বেদজ্ঞগণ ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করেন এবং তাহাতেই প্রাণকে অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতেছি, এইরূপ মনে করেন" ইত্যাদি উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, উক্ত বাক্য দ্বারা কি আচমনেরই বিধান করা হইতেছে? অথবা আচমনীয় জলকে প্রাণের বস্ত্ররূপে চিন্তা করার বিধান করা হইতেছে? ঐ শ্রুতিতে "আচমন করিবে" এই বিধিবোধক প্রত্যয় থাকায় এবং "প্রাণকে অনগ্ন করে" এ স্থলে বিধিবোধক প্রত্যয় না থাকায় ও অনগ্নতা-সম্পাদন উক্তি প্রশংসার্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া, বিশেষতঃ ভোজনের অঙ্গস্বরূপ আচমন, স্মৃতি ও আচার হইতেও যখন পাওয়া যায়, তখন প্রাণোপাসনায়ই

অংশবিশেষ স্বতন্ত্র আচমনেরই বিধান করা হইয়াছে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্র-চিন্তাই এ স্থানে করার বিধান হইয়াছে, অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে এ বিষয়ে কোনরূপ উল্লেখ না থাকায় এ স্থানে সেই অপ্রাপ্তবিষয়েরই বিধান করা হইয়াছে, যে হেতু, কার্য্যের আখ্যানে অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ের উক্তিতে, পূর্ব্বে কোন স্থানে যাহা পাওয়া যায় নাই, এইরূপ বিষয়ের উল্লেখেই শব্দের সার্থকতা সম্পাদন হয়। উক্ত শ্রুতির উপক্রম ও উপসংহারে আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্র কল্পনা করার বিষয় অভিহিত হওয়ায়, এবং স্মৃতি ও আচার হইতে যখন আচমনের কর্ত্তব্যতাবিষয় অবগত হওয়া যায়, তখন আচমনশব্দের অনুবাদ বা প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়া বস্ত্রচিন্তা করাই বিহিত হইয়াছে, আচমনের বিধান করা হয় নাই॥ ১৮॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ॥ ১৯॥

সূত্রার্থ।—সমানে—একই শাখায়, এবঞ্চ—এইরূপেও, অভেদাৎ—ভেদ না থাকায়। যখন উপাস্য একই, কোন ভেদ নাই, এবং সেই অভিন্নতা জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাখোক্ত উপাসনারও যখন একত্ব অবধারিত হইয়াছে, তখন সমান অর্থাৎ একই শাখায় উক্ত গুণেরও ঐক্য ও অল্পাধিক গুণের সর্ব্বত্রই সংগ্রহ বা উপসংহার করা উচিত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় শাখায় অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা নামে একরূপ উপাসনা আছে, তাহাতে "আত্মাকে মনোময় প্রাণশরীর, ভা অর্থাৎ প্রকাশরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে" এইরূপ উক্তি আছে। আবার সেই শাখাতেই বৃহদারণ্যকে "এই পুরুষ মনোময় প্রকাশরূপ, সত্যস্বরূপ। তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে ব্রীহি

বা যবের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত" ইত্যাদি উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় প্রকার উপাসনাই কি এক? এবং গুণের উপসংহারও কি এক? অথবা তাহার বিপরীত? আলোচনায় ইহাই পাওয়া যায়, উভয় উপাসনা বিভিন্ন ও গুণেরও অন্যাধিক ব্যবস্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যদি দুই-ই এক হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে। উপাসনার একত্ব অবধারণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখায় কথিত গুণের উপসংহার হয় বটে, কিন্তু একই শাখায় উক্ত গুণ বিষয়ে তাহা সঙ্গত হয় না। আরও দেখা যাইতেছে, মনোময়ত্বাদি গুণ উভয় স্থলেই সমানরূপে কথিত হইয়াছে; অতএব ইহা বলা যায় যে, পরস্পর গুণগুলির উপসংহার বা একসঙ্গে যোজনা করা যায় না। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত উপাসনার ঐক্য এবং গুণসমূহের একত্র উপসংহার যেমন করা যাইতে পারে, তেমনই উপাস্য দেবতার অভেদ হেতুক এক শাখায় উক্ত উপাসনার ঐক্য ও গুণোপসংহার করা যাইতে পারে। তবে যে পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা বলা হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ, বাক্যৈক্য দোষাবহ নহে, অর্থৈক্যই দোষাবহ; এ স্থানে অর্থের বিভাগ আছে, এক স্থানে উপাসনার বিষয়, অপর স্থানে গুণের বিষয় উক্ত হইয়াছে; অতএব কোন দোষ হইতে পারে না॥ ১৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় সংহিতায় অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা নামে এক প্রকার উপাসনার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে "সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ ক্রতুময় অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রধান" এইরূপ আরম্ভ করিয়া "তিনি মনোময় প্রাণশরীর, ভাস্বররূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মক আত্মাকে উপাসনা করিবেন" এইরূপ বলা হইয়াছে। আবার সেই সংহিতাতেই স্থানান্তরে "হৃদয়াভ্যন্তরে ভাস্বররূপ,

সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, তিনি ব্রীহি বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এ স্থানে সংশয় এই যে, উভয় স্থানে উক্ত উপাসনা কি পৃথক্? অথবা এক? ফলসংযোগ, বিধিবাক্য ও নামের কোনরূপ পার্থক্য না থাকিলেও বশিত্বাদি উপাস্যপদার্থের গুণের ভেদ থাকায় উপাসনাও পৃথক্ বলিয়াই মনে হয়। এই উক্তির খণ্ডনের নিমিত্ত বলিতেছেন—অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকে মনোময়ত্বাদি গুণসমূহ সমানই উক্ত হইয়াছে, আর বৃহদারণ্যকে বশিত্বাদি যে সমস্ত অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে, তাহাও যখন সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণের সহিত অভিন্ন, তখন উপাসনার ভেদ হইতে পারে না, উভয় স্থানোক্ত উপাসনাই এক ॥"১৯ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—সম্বন্ধাৎ—সম্বন্ধবশতঃ, এবং—এইরূপ, অন্যত্রাপি—স্থানান্তরেও। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রদর্শিত উপাসনার ঐক্য-দর্শনে যদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানোক্ত গুণের উপসংহার যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে উক্ত দৃষ্টান্তে স্থানান্তরোক্ত গুণেরও উপসংহার হইতে পারে? অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে উক্ত গুণসমূহও সর্ব্বত্রই যোজনা করা যাইতে পারে?।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৃহদারণ্যকে "সত্যই ব্রহ্ম" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সেই যে সত্য, তিনি সেই প্রসিদ্ধ আদিত্য, যিনি আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে অবস্থিত পুরুষ" ইত্যাদিরূপে সেই সেই সত্য ব্রহ্মের অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম স্থানবিশেষ উপদেশ করিয়া ব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তাঁহার শরীর, এইরূপ বলিয়া দুইটি উপনিষদ

অর্থাৎ রহস্য নাম অর্থাৎ যাহা কেবল সেই সেই শাস্ত্রেরই অধিগম্য, এমন নামকীর্ত্তন কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ দুইটির মধ্যে অধিদৈবত নাম 'অহর্' আর অধ্যাত্ম নাম 'অহম্'। এ স্থলে সংশয় এই যে, ঐ দুইটি উপনিষদ্ই কি উভয় স্থানেই এক বলিয়াই মনে করিতে হইবে? অথবা দুইটি পৃথক্ পৃথক্? শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যেমন পৃথক্ পৃথক্ভাবে পঠিত অন্যাধিক গুণের উপসংহার বা একত্র সঙ্কলন করা যাইতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অন্য স্থানেও এইরূপ বিষয়ে একই উপাসনার একত্ব-সম্বন্ধ থাকায় সেইরূপ দুইটি স্থানোক্ত নামের পরস্পর পরস্পরে যোজনা করা যাইতে পারে। অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম উভয় স্থানেই যখন সত্যবিদ্যা একই বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন তদুক্ত ধর্ম্মই বা এক না হইবে কেন? অতএব ঐ দুইটি উপনিষদ্ই দুই স্থানেই প্রযোজ্য। এই আপত্তির প্রতি-বিধানার্থ পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বৃহদারণ্যকে "সত্য ব্রহ্ম" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সেই যে সত্য, তিনি সেই প্রসিদ্ধ আদিত্য, যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও নেত্রমধ্যে অবস্থিত পুরুষ" ইত্যাদিরূপে আদিত্যমণ্ডলে ও নেত্রমধ্যে সেই সত্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতি-শরীররূপে উপাস্যবিষয় বলিয়া "সেই উপাসনার অঙ্গস্বরূপ দুইটি উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্য নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই দুইটি নামের মধ্যে একটির নাম 'অহঃ' এইটি অধিদৈবত, অপরটি অধ্যাত্ম 'অহম্'।" ঐ দুইটি কি যথাশ্রুত স্থানবিশেষেই অর্থাৎ যে স্থানে যে নামটি উক্ত হইয়াছে, কেবল সেই স্থানেই ব্যবহৃত হইবে? অথবা অনিয়মিতভাবে উভয়স্থানেই উভয়ই ব্যবহৃত হইবে? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, ব্যাহৃতিশরীর-রূপী উপাস্য সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত দুই স্থানেই সম্বন্ধ থাকায়, উপাস্যের ঐক্য বশতঃ রূপ ও সংযোগাদিরও কোন ভেদ না থাকায় উপাসনার ঐক্য

হেতুক অনিয়মিতভাবে উভয়ই উভয় স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বসূত্রে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টের একত্ব হেতুক উপাস্যের অভেদ বশতঃ রূপেরও কোন ভেদ না থাকায় বিদ্যা বা উপাসনার কোন পার্থক্য নাই এবং তজ্জন্য গুণেরও উপসংহার হইতে পারে বলা হইয়াছে, এইরূপ স্থানান্তরেও অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডল সম্বন্ধী সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেরও ঐক্য হেতুক উপাসনারও একত্বনিবন্ধন উভয়ই উভয়স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে ॥ ২০ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—ন বা—হয়ই না, বিশেষাৎ—বিশেষ হেতুক। উপাসনার বিশেষ স্থান-নির্দ্দেশ থাকায উভয় স্থলেই উভয়ের প্রাপ্তি হইতেই পারে না।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপাসনার বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ হওয়ায় উভয় স্থলেই উভয়ের প্রাপ্তি হইতেই পারে না ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত বিষয়ের সমাধানার্থ বলিতেছেন—উপাসনার একত্ব নিবন্ধন গুণের উপসংহার যে করিতেই হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, উপাস্যের রূপসম্বন্ধে কিছু বিশেষ আছে। উপাস্য ব্রহ্ম এক হইলেও এক স্থানে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিতরূপে, অন্যত্র অক্ষিমধ্যে অবস্থিতরূপে উপাস্য, এইরূপ বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ থাকায় উপাস্যের রূপভেদহেতুক উপাসনারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যার উপাস্যের এরূপ স্থানভেদ নাই, উভয়স্থানেই হৃদয়েই অবস্থিত রূপে উপাসনার বিধি আছে সুতরাং ঐ অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম নাম হইতে

নিশ্চয়ই ব্যবস্থিত অর্থাৎ যে স্থানে যেটি উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহা ব্যবহৃত হইবে, অন্যত্র নহে ॥ ২১ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শয়তি চ—প্রদর্শনও করিতেছেন। উক্তরূপে গুণের ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও থাকিতে দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের যে রূপ, অক্ষিমধ্যবর্ত্তী সেই এই পুরুষেরও সেই রূপ, ইঁহারও যে নাম, তাঁহারও সেই নাম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও উক্ত প্রকার ধর্ম্ম বা গুণসমূহের ব্যবস্থিতিলিঙ্গ অর্থাৎ নিয়মিতভাবে একত্র অবস্থিতির অতিদেশবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন; অতএব ঐ দুইটি উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্য "অহঃ" "অহম্" এই নাম দুইটি নিয়মিতভাবে যাহার যেটি, তাহাতেই ব্যবহৃত হইবে ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই আদিত্য-মণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের যাহা রূপ, অক্ষিমধ্যবর্ত্তী সেই এই পুরুষেরও তাহাই রূপ" ইত্যাদি প্রকারে রূপের অতিদেশ অর্থাৎ অক্ষিস্থপুরুষে আদিত্য-মণ্ডলস্থ পুরুষের রূপের আরোপ দ্বারা অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ-দ্বয়ের গুণের উপসংহার হইতে পারে না, ইহাই শ্রুতি দেখাইতেছেন ॥২২॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি—সম্ভৃতি ও দ্যুলোক-ব্যাপ্তিও, চ—এবং, অতঃ—এই হেতু। সম্ভৃতি অর্থাৎ আকাশোৎপাদ-নাদিরূপ শক্তি ও দ্যুলোকব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি

কতকগুলি গুণ ব্রহ্মবিভূতিরূপে কথিত হইয়াছে, সেই স্থানেই আবার শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। ঐ সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেও উপসংহৃত হইতে পারে কি না, এইরূপ বিচারে স্থির হয়, পূর্ব্বোক্ত হেতুবশতই উপসংহার হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নারায়ণীয় শাখায় খিল শ্রুতিতে "শ্রেষ্ঠ বীর্য্যসমূহ ব্রহ্মেই সঞ্চিত ছিল, আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন" ইত্যাদিরূপ ব্রহ্মের বীর্য্যসম্ভৃতি, দ্যুলোকে অবস্থানাদি বিভূতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই শাখাতেই আবার শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাও উক্ত হইয়াছে। এ স্থানে বিচার্য্য বিষয় এই যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে ব্রহ্মবিভূতিসমূহের উপসংহার হইবে কি না? বিচারে মনে হয়, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সম্ভৃতি দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ শাণ্ডিল্য-বিদ্যাতেও উপসংহৃত হইবে। এই সম্ভাবনা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন—ব্রহ্মের উক্ত বিভূতি-সমূহ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হইবে না, কারণ, শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে আয়তন অর্থাৎ হৃদয়রূপ স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ আছে অর্থাৎ হৃদয়ায়তনে ব্রহ্মের উপাসনার বিধি আছে, হৃদয়ই ব্রহ্মের আয়তন বা স্থান। দহরবিদ্যা প্রভৃতিতেও স্থানবিশেষ নির্দ্দেশ আছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিতে যে আয়তন-নির্দ্দেশ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহেই অবস্থিত, সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতি-সমূহ আধিদৈবিক, সুতরাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে এই সমস্ত গুণের উপসংহার কিরূপে হইতে পারে? অতএব বীর্য্য প্রভৃতি গুণের শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহার হইবে না॥ ২৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তীরীয়কে ও নারায়ণীয় খিলকাণ্ডে "ব্রহ্মেই শ্রেষ্ঠ বীর্য্যসমূহ সম্ভৃত অর্থাৎ সঞ্চিত ছিল

এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন। ভূত-সমূহের মধ্যে ব্রহ্মই প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এ জন্য ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ?" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট বীর্য্যসঙ্কম, দ্যুলোকব্যাপ্তি গুণসমূহ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন উপাসনাবিশেষের উল্লেখ না করিয়াই ঐ সমস্ত গুণ উল্লিখিত হওয়ায় সমস্ত উপাসনাতেই তাহাদের উপসংহার হইতে পারে, এই বিবেচনায় বলিতেছেন—সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ কোনরূপ উপাসনাবিশেষের উল্লেখ না করিয়াই পঠিত হইয়াছে, এই জন্যই পূর্ব্বোক্ত স্থানভেদানুসারেই তাহাদের পৃথক্ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, সর্ব্বস্থানেই উপসংহার হইতে পারে না। যদি বল, প্রথমে কোন উপাসনাবিশেষের উল্লেখ না করিয়াই যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা একস্থানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে কেন? আমরা তাহার উত্তরে বলিব, নিজের সামর্থ্যানুসারেই থাকিবে। হৃদয়াদি অল্পস্থানমধ্যে যে সমস্ত উপাসনার বিধি আছে, তাহাতে দ্যুব্যাপ্তি-রূপ গুণের উপসংহার করিতে পারা যায় না, তাহার পর সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহও ঐ দ্যুব্যাপ্তির সহিত যখন একত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে, তখন তাহারাও ঐ দ্যুব্যাপ্তি গুণেরই সমান গুণবিশিষ্ট, সুতরাং তাহাদেরও অল্পস্থানবিষয়িণী উপাসনাতে উপসংহার হইতে পারে না॥ ২৩॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—পুরুষবিদ্যায়ামিব—পুরুষবিদ্যাতে উক্ত গুণসমূহের ন্যায়, চ—ও, ইতরেষাং—অন্যস্থানোক্ত গুণসমূহের, অনাম্নানাৎ—অপঠিতহেতুক। তৈত্তিরীয় শাখায় পুরুষবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, আবার তাণ্ডি ও পৈঙ্গিশাখাতেও উক্তবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু তাণ্ড্যাদি শাখায় অভিহিত গুণসমূহ তৈত্তিরীয় শাখায়

অভিহিত পুরুষবিদ্যায় উপসংহৃত হইবে না, কারণ, প্রথমোক্ত শাখা-দ্বয়ে যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, শেষোক্ত শাখায় তাহা নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তাণ্ডি ও পৈঙ্গিশাখায় রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা নামক বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহাতে পুরুষকে যজ্ঞরূপে, তাঁহার আয়ুকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়া সবনত্রয়রূপে ও অন্নপানাদিকে দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত আশীর্ব্বচন মন্ত্রপ্রয়োগাদি আরও কয়েকটি ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়সংহিতাতেও "সেই জ্ঞানী উপাসকের বা পুরুষের আত্মা যজ্ঞের যজমান, শ্রদ্ধা পত্নী" ইত্যাদিরূপ অপর এক প্রকার পুরুষযজ্ঞ কল্পনা করা হইয়াছে। এ স্থানে সংশয় এই যে, তাণ্ডি ও পৈঙ্গিশাখায় উক্ত পুরুষযজ্ঞের যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তৈত্তিরীয়োক্ত পুরুষযজ্ঞেও সেই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে কি না? উভয়ই যখন পুরুষযজ্ঞ, তখন উপসংহার হওয়াই উচিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—না, হইবে না, কারণ, উভয়স্থানোক্ত পুরুষ-বিদ্যাই যে এক, এরূপ জ্ঞান হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। আচার্য্য ব্যাস এই সূত্রে তাহাই বলিতেছেন—তাণ্ডি এবং পৈঙ্গি শাখায় পুরুষযজ্ঞবিষয়ে যে সমস্ত উক্তি আছে, তৈত্তিরীয় শাখায় ঠিক সেইরূপ উক্তি নাই, তাণ্ডি ও পৈঙ্গির যজ্ঞসম্পাদনের কল্পনা হইতে তৈত্তিরীয়ের কল্পনা ভিন্ন প্রকার। তৈত্তিরীয়ে পত্নী, যজমান, বেদ, বেদী, যূপ, কুশ ইত্যাদি কল্পনা আছে, অন্য দুইটিতে তাহা নাই, এইরূপ আরও অনেক পার্থক্য আছে, সুতরাং অন্য শাখায় উক্ত পুরুষবিদ্যার আশীর্ব্বচন ও মন্ত্রাদি ধর্ম্মসমূহ তৈত্তিরীয়ে উপসংহৃত হইতে পারে না॥ ২৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তিরীয় উপ-নিষদে "এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মা যজমান, শ্রদ্ধা তাঁহার

পত্নী, শরীর যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, বক্ষঃস্থল বেদী, লোমসমূহ কুশ" ইত্যাদিরূপ পুরুষবিদ্যা নামক উপাসনা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও "প্রসিদ্ধ পুরুষই যজ্ঞ, তাঁহার যে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর আয়ুঃ" ইত্যাদিরূপ পুরুষবিদ্যা উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যা কি পৃথক্ পৃথক্? অথবা একই? পুরুষবিদ্যারূপ নামের ঐক্য, পুরুষের অবয়বে যজ্ঞের অবয়ব-কল্পনার সাদৃশ্যবশতঃ স্বরূপেরও ঐক্য থাকায়, আর তৈত্তিরীয়কে ফল-বিশেষের উল্লেখ না থাকায় ছান্দোগ্যে পঠিত "সেই ব্যক্তি ষোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে" পুরুষবিদ্যার এই ফলই ফলরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ফল-সংযোগেরও ঐক্য থাকায় উভয় পুরুষবিদ্যাই এক। এই আশঙ্কা সমাধানার্থ বলিতেছেন—উভয় স্থলেই উক্ত বিদ্যাই পুরুষবিদ্যা হইলেও উভয়ের ভেদ আছে, কারণ, এক শাখায় যে সমস্ত গুণ উক্ত হইয়াছে, অন্য শাখায় সে সমস্ত গুণের উক্তি নাই। পার্থক্য দেখ—তৈত্তিরীয়ে "যে সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন" এইরূপ উক্তি আছে। ছান্দোগ্যে এ সমস্ত কালকে সবন বলা হয় নাই, পরন্তু তিন ভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ুকে সবনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রকারে ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কে রূপগত ও ফলসংযোগবিষয়ে ভেদ দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরী-য়োক্ত পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, আর ছান্দোগ্যোক্ত পুরুষবিদ্যার ফল দীর্ঘায়ুলাভ, অতএব রূপ ও ফলসংযোগের পার্থক্য থাকায় বিদ্যাও এক নহে, সুতরাং এক শাখায় পঠিত গুণের শাখান্তরে উপসংহার হইতে পারে না ॥ ২৪ ।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—বেধাদ্যর্থভেদাৎ—বেধাদি মন্ত্রের প্রয়োজনভেদ-বশতঃ। অথর্ব্ব উপনিষদের প্রথমে কয়েকটি মন্ত্র আছে, অন্যান্য

উপনিষদের প্রথমেও আছে, সে সমস্ত মন্ত্র উপাসনায় প্রযোজ্য কি না ? তাহাই বিচার্য্য। ঐ সকল মন্ত্রের অর্থের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ না থাকায় উপাসনায় প্রযোজ্য নহে, কারণ, ঐ সমস্ত উপাসনায় হৃদয়াদির সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও বেধাদি অর্থের সম্বন্ধ নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথর্ব্ব উপনিষদের প্রারম্ভে "আমার শত্রুর সর্ব্বদেহ বিদ্ধ কর, হৃদয় বিদ্ধ কর, শিরা-ধমনীসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া মস্তককে দ্বিখণ্ডিত কর" ইত্যাদি উক্তি আছে। তাণ্ডিশাখার প্রথমে "হে দেব সূর্য্য। যজ্ঞকে প্রসব কর" ইত্যাদিরূপ উক্তি আছে, এইরূপ প্রত্যেক শাখারই প্রারম্ভে মন্ত্রবিশেষ আছে। এ স্থানে প্রশ্ন এই যে, এই সমস্ত মন্ত্রাদি উপাসনাতেও প্রযোজ্য কি না ?" প্রথমেই মনে হয়, উপাসনায় প্রয়োগ হইবে, কারণ, উপাসনাপ্রধান উপনিষদের সমীপেই উহাদের বিষয়ে উক্তি আছে। উপাসনাবিষয়ে হৃদয়াদিই স্থান বলিয়া উপদেশ আছে, সেই উপদেশ দ্বারাই "হৃদয়কে বিদ্ধ কর" ইত্যাদি জাতীয় মন্ত্রকে উপাসনার অঙ্গরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় না, উপাসনাতে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—উপাসনা-বিষয়ে ইহাদের ব্যবহার হইতে পারে না কারণ, বেধাদিরূপ অর্থের ভেদ বা পার্থক্য আছে। "হৃদয় বিদ্ধ কর" ইত্যাদি জাতীয় মন্ত্রের যে হৃদয়-বেধাদি অর্থ, তাহা ভিন্ন, উপনিষদে উক্ত উপাসনার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং ঐ সমস্ত মন্ত্রের উপাসনার সহিত সঙ্গত বা মিলিত হওয়ারও সামর্থ্য নাই। ঐ সমস্ত মন্ত্র আভিচারিক সুতরাং অভিচার বা মারণাদি কর্ম্মের সহিতই উহাদের সম্বন্ধ, উপাসনাদির সহিত একার্থতা নাই, অতএব উপাসনার সন্নিকটে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে উপাসনার অঙ্গ হইবে, এমন কোন প্রমাণ নাই, কারণান্তরে ঐরূপ উক্তি হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথর্ব্ববেদীয়গণ উপনিষদের আরম্ভে "শুক্রকে বিদ্ধ করিয়া, হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করেন। সামবেদীয়গণ রহস্য-ব্রাহ্মণারম্ভে "হে দেব সূর্য্য! যজ্ঞ প্রসব কর" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করেন। বাজসনেয়িগণ "দেবগণ যজ্ঞে নিবিষ্ট ছিলেন" ইত্যাদি প্রবর্গ্য ব্রাহ্মণ পাঠ করেন। এইরূপ অন্যান্য শাখাতেও প্রারম্ভে বিবিধ প্রকার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সংশয় এই যে—"শুক্র বিদ্ধ করিয়া" ইত্যাদি মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মসমূহ কি বিদ্যারই অঙ্গ? অথবা অঙ্গ নহে? আলোচনা দ্বারা মনে হয়, উপাসনাধিকারে এবং উপাসনার সন্নিকটেই যখন পঠিত হইয়াছে, তখন উপাসনার অঙ্গ হওয়াই উচিত; সুতরাং সমস্ত উপাসনাতেই এই মন্ত্রগুলি উপসংহৃত হইবে। এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—"শুক্র বিদ্ধ করিয়া, হৃদয় বিদ্ধ করিয়া" "ঋত অর্থাৎ সত্য অথচ প্রিয় বলিব, সত্য বলিব" "ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি, আমাদিগের উভয়ের অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের অধ্যয়ন তেজঃসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই" ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উক্ত মন্ত্রসমূহ অভিচার ও অধ্যয়নাদি বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, অতএব উপাসনার অঙ্গ নহে। তবে যে ঐ মন্ত্রসমূহ এ স্থানে পঠিত হইয়াছে, তাহার কারণ, দিবাভাগে ইহা পাঠ করিবে না ও অরণ্যেই পাঠ করিবে, ইহাই বলিবার নিমিত্ত, উপাসনাঙ্গ বলিয়া নহে॥ ২৫॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ-
স্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্॥ ২৬॥

সূত্রার্থ।—হানৌ—পুণ্য পাপের ধ্বংসবিষয়ে, তু—কিন্তু, উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ—অন্য কর্ত্তৃক সেই পুণ্য-পাপের গ্রহণশব্দ শেষে থাকায়, কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের

ন্যায়, তৎ—তাহা, উক্তম্—কথিত হইয়াছে। জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলভাবে পরমপুরুষের সাম্য-লাভ করে। এ স্থানে কেবল পুণ্য-পাপ-পরিত্যাগের কথা আছে, গ্রহণের কথা নাই। স্থানান্তরে আছে, সুহৃদ্গণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে, এ স্থানে গ্রহণের কথা আছে, ত্যাগের কথা নাই। কোন স্থানে আবার ত্যাগ গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে। এ স্থানে ইহাই বিচার্য্য, এই ত্যাগ ও গ্রহণ কি সমস্ত বিদ্যাতেই চিন্তনীয়? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন, উপায়ন অর্থাৎ পরিত্যক্ত পুণ্য-পাপের গ্রহণ এই শব্দটি বাক্যশেষে থাকায়, হানিতেও উপায়নের ও উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে; যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগান সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়, ইহাও তদ্রূপ, তাহা পূর্ব্বমীমাংসাতেই বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তাণ্ডিশাখায় "অশ্ব যেমন রোমসমূহ কম্পিত করিয়া রোমলগ্ন ধূল্যাদি দূরীভূত করিয়া নির্ম্মল হয়, রাহুমুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত চন্দ্রকে যেমন নির্ম্মল দেখায়, আমিও তেমনই পাপকে দূরীভূত করত শরীরাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হইব"। অথর্ব্বোপনিষদে "জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে পুণ্য ও পাপকে দূরীভূত করিয়া নিরঞ্জন অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন।" শাট্যায়ন শাখায় "তাহার পুত্রগণ ধনসম্পত্তি, সুহৃদ্গণ পুণ্যকার্য্য ও শত্রুগণ পাপকার্য্য গ্রহণ করে"। কৌষীতকী শাখায় "জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান পুণ্য পাপ উভয়ই পরিত্যাগ করে। তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্রিয় শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে" এই সমস্ত শ্রুতি আছে। এই সমস্ত শ্রুতির কোনটিতে পুণ্য-পাপ উভয়েরই হান বা পরিত্যাগ, কোনটিতে

বা প্রিয় কর্ত্তৃক পুণ্য ও শত্রু কর্ত্তৃক পাপ, এইরূপ বিভাগ করিয়া গ্রহণ, আবার কোনটিতে বা পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয়েরই উল্লেখ দেখা যায়। তাহার মধ্যে যে স্থানে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়েরই উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই, যে স্থানে কেবল গ্রহণেরই উল্লেখ আছে, ত্যাগের উল্লেখ নাই, সে স্থানেও আনুষঙ্গিকভাবে ত্যাগের বিষয় পাওয়া যায়, অন্য কর্ত্তৃক নিজের পুণ্য-পাপ গৃহীত হয় বলিলেই নিজের ত্যাগ প্রসঙ্গক্রমেই সিদ্ধ হয়। যে স্থানে কেবল ত্যাগেরই উল্লেখ আছে, গ্রহণের উল্লেখ নাই, সে স্থানে গ্রহণ পাওয়া যাইবে কি না, এই সন্দেহ নিবারণার্থ আলোচনায় ইহাই মনে হয় যে, যখন উল্লেখ নাই, তখন পাওয়া যাইবে না। বিশেষতঃ অন্য শাখায় যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহা অন্যবিধ বিদ্যাবিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং যে স্থানে গ্রহণের উল্লেখ নাই, সে স্থানে গ্রহণার্থ পাওয়া যাইবে না। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন— যে সমস্ত শ্রুতিতে কেবল ত্যাগেরই উল্লেখ আছে, সে স্থানেও গ্রহণার্থ পাওয়া যাইতে পারে, কারণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে দেখা যায়, উপায়ন অর্থাৎ গ্রহণ-শব্দটি হান বা ত্যাগ শব্দেরই শেষ বা অঙ্গ। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কাহা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, ইহাই উপায়ন বাক্যের মর্ম্ম। এক জন ত্যাগ করিলে অপরে তাহা গ্রহণ করে, ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং হান শ্রুতিতে উপায়ন শ্রুতির উল্লেখ না থাকিলেও তাহা পাওয়া যাইবে, এক স্থানের পঠিত বিষয় স্থানান্তরেও যে গৃহীত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত, কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগান, ইহা পূর্ব্বমীমাংসায় বলা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে, "অশ্ব যেমন রোম-সমূহ কম্পিত করিয়া ধূল্যাদি নিক্ষেপ করে, রাহু-নির্ম্মুক্ত চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, তেমনই আমি অশুদ্ধ

দেহ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব।" অথর্ব্বে উক্তি আছে, "জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে পুণ্য ও পাপকে দূর করিয়া নির্ম্মল-চিত্তে পরমপুরুষের সাম্য লাভ করেন।" শাট্যায়নে আছে, "তাহার পুত্রগণ ধনসম্পত্তি, সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম্ম লাভ করে।" কৌষীতকী ব্রাহ্মণে আছে, "জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্য ও পাপকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্রিয় শত্রুগণ পাপ লাভ করে।" এইরূপ কোন স্থানে পুণ্য-পাপের পরিত্যাগ, কোন স্থানে প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহাদের গ্রহণ, আবার কোন স্থানে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়েরই উল্লেখ আছে। চিন্তা বা উপাসনাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই উল্লিখিত হইলেও সমস্ত উপাসনাতেই উহা গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ব্রহ্ম-বিদ্যায় সম্পূর্ণ পারগামী ব্যক্তিই যখন ব্রহ্মলাভ করে, তখন তাহার পক্ষে পুণ্য-পাপপরিত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং পরিত্যক্ত বিষয়ই গ্রহণযোগ্য হয়। এ স্থানে ইহাই বিচার্য্য, এই যে ত্যাগ, গ্রহণ এবং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়েরই চিন্তাবিষয়ে কি বৈকল্পিক বিধি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যে স্থানে যেটি উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই সেইটি গ্রহণ করিতে হইবে? না সর্ব্বত্র সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত? যখন পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বৈকল্পিক পক্ষ গ্রহণই সঙ্গত। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—কেবল হানি বা কেবল উপায়ন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও উহাদের উভয় স্থানেই গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত, কারণ, উপায়ন শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অঙ্গীভূত, গ্রহণার্থক উপায়ন শব্দটি ত্যাগার্থক হানি বাক্যের অঙ্গীভূত হওয়াই সঙ্গত, কারণ, বিদ্বদ্ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য-পাপ কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ কে ঐ পরিত্যক্ত পুণ্য-পাপ গ্রহণ করে, উপায়ন বাক্যটি তাহারই বোধক। এক স্থানে উল্লিখিত বাক্য যে স্থানান্তরে উল্লিখিত বাক্যের অঙ্গ হইতে পারে, তাহার

দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়। কলাপশাখাধ্যায়িগণ "বানস্পত্যা অর্থাৎ বৃক্ষসম্বন্ধী কুশ" এইরূপ পাঠ করেন। আবার শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণ "উডুম্বরসম্বন্ধী কুশসমূহ" এইরূপ পাঠ করেন। কালাপিবাক্যে সামান্যভাবে যে বানস্পত্য কুশশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল, শাট্যায়নিবাক্যে সেইটিই বিশেষ করিয়া আবার "উডুম্বরবৃক্ষসম্বন্ধী কুশ" এইরূপ প্রযুক্ত হওয়ায় ঐ প্রয়োগ কালাপিবাক্যেরই শেষ বা বিশেষ-বোধক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ ছন্দাদিরও দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে। ঐ বিষয়ে পূর্ব্ব-মীমাংসার বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—সাম্পরায়ে—দেহত্যাগকালে, তর্ত্তব্যাভাবাৎ—ভোক্তব্য ফল না থাকায়, তথা—সেইরূপই, হি—নিশ্চয়, অন্যে—অপরাপর সকলে। দেহত্যাগকালেই সমস্ত পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তির আর কোনরূপ ভোক্তব্য ফল না থাকায় পুণ্য-পাপের প্রয়োজন হয় না। অপরাপর শাখাতেও এইরূপই উক্তি আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কৌষীতকী শাখার পর্য্যঙ্কবিদ্যায় এইরূপ উক্তি আছে—"দেবযানপথে ব্রহ্মলোকাভিমুখে গমনশীল জ্ঞানী ব্যক্তি অৰ্দ্ধপথে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন।" এ স্থানে বিচার্য্য এই যে, উক্ত শাখায় যেরূপ উক্তি আছে, ঠিক সেই ভাবেই অৰ্দ্ধপথেই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন? অথবা দেহত্যাগকালে পরিত্যাগ করেন? শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে শ্রুতিতে যেরূপ উক্তি আছে, সেইরূপই হওয়া উচিত। এই সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত

বলিতেছেন—জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে দেহপরিত্যাগ-কালেই পুণ্য-পাপ-ক্ষয় হইয়া যায়, কারণ, তৎকালে তাঁহার ভোগোপযোগী কোন ফল থাকে না। জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মাভিমুখে প্রস্থানশীল ব্যক্তির ব্রহ্মলাভের মধ্যভাগে যেটুকু সময়, সেই সময়ের মধ্যে পুণ্য বা পাপের দ্বারা ভোগ করা যাইতে পারে, এমন কোন ফলই থাকে না, যাহা দ্বারা সেই সামান্য সময়টুকুও পুণ্য-পাপযুক্ত হইয়া থাকা তাঁহার আবশ্যক হয়, অতএব পুণ্য-পাপক্ষয় দেহত্যাগের সময়েই হয়; শ্রুতি তাহা বিরজা নদী অতিক্রমণের পর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। তাণ্ডি ও শাট্যায়নি শাখাতেও এইরূপই উক্তি আছে ॥ ২৭ ॥

শ্রীজ্ঞানানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমস্ত উপাসনাতেই পুণ্য-পাপের ত্যাগ ও গ্রহণ যে চিন্তনীয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, ঐ ত্যাগ কি দেহত্যাগকালে ও দেহ হইতে নির্গত হওয়ার পর পথিমধ্যে হয়? অথবা দেহত্যাগকালেই হয়? প্রাথমিক আলোচনায় মনে হয়, শ্রুতিতে যখন উভয় প্রকারেরই ত্যাগের বিষয় উল্লেখ আছে, তখন উভয় স্থানে হওয়াই সঙ্গত। কৌষীতকী শাখায় এইরূপ উক্তি আছে—"তিনি এইরূপে দেবযানপথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তিনি বিরজা নদীতে আগমন করেন ও মনের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করেন, তৎকালে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন।" এই শ্রুতিতে পথে পুণ্য-পাপ-ত্যাগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। আবার তাণ্ডি ও শাট্যায়ন শাখাতে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহা দ্বারা দেহত্যাগকালেই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, ইহাই প্রতীত হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, দেহত্যাগকালে পুণ্য-পাপের কিয়দংশ পরিত্যাগ করেন, অবশিষ্টাংশ পথে পরিত্যাগ করেন। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—দেহ হইতে নির্গত হইবার

সময়েই জ্ঞানী ব্যক্তিরা পুণ্য-পাপ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া যান, কারণ, দেহত্যাগের পর পুণ্য ও পাপের দ্বারা লাভযোগ্য কোন ভোগেরই আর সম্ভাবনা থাকে না। জ্ঞানের ফলস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত পুণ্য বা পাপের দ্বারা ভোগযোগ্য কোন প্রকার সুখ-দুঃখই তাঁহার থাকে না। ছান্দোগ্য প্রভৃতি অন্যান্য শাখাতেও দেহ-বিয়োগের পর একমাত্র ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ব্যতীত সুখ-দুঃখভোগের অভাবই হয়, এইরূপই উক্তি আছে ॥ ২৭ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—ছন্দতঃ—অভিপ্রায়ানুসারেই, উভয়াবিরোধাৎ—উভয় পক্ষেই বিরোধ না থাকা হেতুক। দেহান্তে ইচ্ছানুসারে জ্ঞানানুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে না, তাহা না থাকায় পুণ্য-পাপ-ক্ষয়রূপ কার্য্যের পক্ষে জ্ঞানানুশীলনরূপ কারণের সম্বন্ধ স্বীকার করাও যায় না। অতএব তোমার মতে উভয় পক্ষই বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু আমাদের মতে কোন পক্ষই বিরুদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহ-ত্যাগান্তে দেবযানমার্গে গমনশীল জ্ঞানী ব্যক্তির অর্দ্ধপথে পাপ-পুণ্য-ক্ষয় হয়, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দেহত্যাগের পর পুণ্য-পাপক্ষয়ের হেতুস্বরূপ যম, নিয়ম ও বিদ্যাভ্যাসাত্মক পুরুষের চেষ্টাবিশেষের স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠান করিতে না পারায় যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান জন্য পুণ্য-পাপক্ষয়ও হইতে পারে না, কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বে সাধক অবস্থায় নিজের অভিপ্রায়ানুসারেই অনুষ্ঠান করিতে পারে, এবং সেই যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান বশতই পুণ্যপাপের ক্ষয় হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। এই মতানুসারেই কারণ-কার্য্যভাবের ও তাণ্ডি-শাট্যায়ন শ্রুতির সঙ্গতি সাধিত হয় ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রুতিবাক্যের অর্থ আলোচনা দ্বারা পুণ্য-পাপক্ষয়ের কাল নির্ণীত হইল। সম্প্রতি শ্রুতি-বাক্য ও বস্তুস্বভাব এই উভয়ের যাহাতে বিরোধ না ঘটে, এরূপ ভাবে ইচ্ছানুসারে পদ-সমূহের অন্বয় করা কর্ত্তব্য। কৌষীতকী শাখায় "তৎকালে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করে" এই শেষোক্ত বাক্যাংশটিকে "এই দেবযানপথ প্রাপ্ত হইয়া" এই প্রথমোক্ত বাক্যাংশের পূর্ব্বে লইয়া গেলেই আর কোন বিরোধ হয় না অর্থাৎ "তৎকালে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন ও দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া" এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে॥ ২৮॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ॥ ২৯॥

সূত্রার্থ।—গতেঃ—দেবযানপথের, অর্থবত্ত্বং—সার্থকতা, উভয়থা—উভয় প্রকারেই, অন্যথা—অন্য প্রকারে, হি—যে হেতু, বিরোধঃ—সামঞ্জস্য হয় না। কোন কোন শ্রুতিতে পাপ-পুণ্যক্ষয়ের নিকটে দেবযানপথের উল্লেখ আছে, কোন কোন শ্রুতিতে তাহা নাই, এ জন্য সংশয় উপস্থিত হয়, দেবযানপথ কি উভয় শ্রুতি-তেই সমভাবে বুঝিতে হইবে? অথবা বিভক্তভাবে অর্থাৎ কোন উপাসনার ফলে দেবযানপথ, কোন উপসনার ফলে অন্য পথ এইরূপ বুঝিতে হইবে? এই সংশয়-নিরাসের নিমিত্তই বলিতেছেন—উভয় শ্রুতিতেই সমভাবে দেবযান শ্রুতির সার্থকতা সম্পাদিত হইবে, যে হেতু, অন্য প্রকার স্বীকার করিলে বিরোধ উপস্থিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কোন কোন শ্রুতিতে পুণ্য-পাপ-পরিত্যাগের সন্নিকটে অর্থাৎ যে স্থানে পুণ্য-পাপত্যাগের

বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার নিকটেই অথবা পুণ্য-পাপ-ত্যাগের সময়ে দেবযানপথের বিষয় উক্ত হইয়াছে, কোন কোন শ্রুতিতে দেবযানপথের উল্লেখ নাই। এ স্থলে সংশয় এই যে, কোন কোন শ্রুতিতে পুণ্য-পাপ-গ্রহণের উল্লেখ না থাকিলেও ত্যাগের উল্লেখেই যেমন গ্রহণ পাওয়া যায়, এ স্থানেও কি তেমনই পুণ্যপাপপরিত্যাগকালে দেবযানপথের উল্লেখ উভয় স্থানেই সমভাবে পাওয়া যাইবে? অথবা বিভাগক্রমে অর্থাৎ কোন স্থানে দেবযানপথ, কোন স্থানে বা অন্য পথ এইরূপ পাওয়া যাইবে? পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে উভয় স্থানেই দেবযানের অনুবৃত্তি হওয়া উচিত। এই মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—গতি অর্থাৎ দেবযানপথের সার্থকতা উভয় প্রকার অর্থাৎ বিভাগক্রমে হওয়াই উচিত, অর্থাৎ কোন স্থানে দেবযান-পথ গৃহীত হইবে, কোন স্থানে হইবে না। ইহা স্বীকার না করিলে "পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার পরমপুরুষের সাম্য লাভ করে" এই শ্রুতিতে দেবযানপথ ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ স্থানান্তর-গতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥ ২৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন—দেহত্যাগকালে পুণ্য-পাপের একাংশ আর দেবযানপথে অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করেন, এইরূপ দুই প্রকারে কর্ম্ম-ক্ষয় হয়, ইহা স্বীকার করিলেই দেবযান-গতি শ্রুতির সার্থকতা সম্পাদিত হয়, অন্যথা বিরোধ হয়। দেহত্যাগকালেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়, ইহা স্বীকার করিলে তদধীন সূক্ষ্মশরীরেরও বিনাশ হয়, আর তাহা হইলে শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার গমন উপপন্ন হয় না, অতএব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময়েই নিঃশেষরূপে কর্ম্মক্ষয় হয়, এ উক্তি সঙ্গত হয় না ॥ ২৯ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—উপপন্নঃ—যুক্তিযুক্ত, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—গতিবিষয়ক লক্ষণের অর্থোপলব্ধি হেতুক, লোকবৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে। যে কারণে দেবযানাদি পথে গমন হয়, তাহার মর্ম্মার্থ আলোচনায় উভয় প্রকারেই গতি হয, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ যাঁহারা সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই দেবযান-পথে গমন করেন, যাঁহারা নির্গুণের উপাসক, তাঁহারা পরম-পুরুষের সাম্যলাভ করেন, এ বিষযে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উভয় প্রকার ভাব অর্থাৎ কোন স্থানে গতি শ্রুতির সার্থকতা, কোন স্থানে নিরর্থকতা যুক্তিসঙ্গত। পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণ উপাসনাতে তাহার অর্থাৎ দেবযানপথে গমনের লক্ষণ অর্থাৎ কারণস্বরূপ যে উপলব্ধি হয়, পর্য্যঙ্কবিদ্যায় পর্য্যঙ্কে আরোহণ, পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত সম্ভাষণ, বিশিষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি দেশান্তরপ্রাপ্তির অধীন বহু ফল শ্রুত হওয়া যায়। উক্ত স্থলেই অর্থাৎ সগুণোপাসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থকতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানলাভ পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা সেই পরমপুরুষের সাম্যলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে গতি-শ্রুতির কোন সার্থকতা নাই। যাঁহারা নিষ্কাম, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এইরূপ জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে, যাঁহারা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত ক্লেশের বীজকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কর্ম্মক্ষয়

হইলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন, তাঁহাদের পক্ষে গতিশ্রুতি নিরর্থক। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, কোন গ্রামে যাইতে হইলে যেমন দেশান্তরপ্রাপক পথের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু আরোগ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে যেমন পথের অপেক্ষার প্রয়োজন হয় না, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে অর্থাৎ জ্ঞানবানের পক্ষে ব্রহ্মলোকপ্রাপক কোন পথের জন্ম অপেক্ষা করিতে হয় না॥ ৩০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে প্রদর্শিত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, দেহ হইতে নির্গমনকালেই সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত বলা যায়, কারণ, সেইরূপ লক্ষণের যে অর্থ, তাঁহা উপলব্ধি হয়। কর্ম্মক্ষয়ের পরই যাঁহার স্বরূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারও দেহসম্বন্ধ হয়, ইহা জানা যায়। শ্রুতি আছে, "পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হন।" "তিনি স্বপ্রকাশ হন ও সমস্ত লোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি দৃষ্টে দেহসম্বন্ধরূপ অর্থই জানা যায়। সুতরাং কর্ম্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম-শরীরবিশিষ্ট হইয়া দেবযানপথে গমন সঙ্গত হয়। যদি বল, সূক্ষ্মশরীরের আরম্ভক কর্ম্মই যদি বিনষ্ট হয়, তবে সূক্ষ্মশরীরই বা থাকে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরে বলিব, ব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যেই থাকে। সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মক্ষয় হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলদানের নিমিত্ত দেবযান-পথে গমনোপযোগী সূক্ষ্ম শরীরটি রক্ষা করিয়া থাকে। লোকমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, শস্যাদির উৎকর্ষসম্পাদন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জলাশয়াদি খনন করানর পর, পূর্ব্ব-ইচ্ছা বিনষ্ট হইলেও সেই জলাশয়কে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া তাহার জলপানাদি করে, ইহাও তদ্রূপ॥ ৩০॥

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—অনিয়মঃ—নিয়মাভাব, সর্ব্বাসাং—সগুণ উপাসনাসমূহের, অবিরোধঃ—বিরোধ হয় না, শব্দানুমানাভ্যাং—শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা। শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়, সগুণ উপাসনার অনিয়ম অর্থাৎ কোন নিয়মবিশেষ নাই, ইহা স্বীকার করিলেই আর কোন বিরোধ হয় না, অর্থাৎ সগুণ উপাসনামাত্রেই দেবযান-গতি লাভ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সগুণ উপাসনাতে গতিশ্রুতির সার্থকতা, নির্গুণ পরমাত্মার উপাসনায় নহে, ইহা বলা হইয়াছে। পর্য্যঙ্ক, পঞ্চাগ্নি উপকোশল ইত্যাদি কোন কোন সগুণ উপাসনায় গতির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু মধু, শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর ইত্যাদি উপাসনায় গতির বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এ স্থলে সংশয়, যে যে উপাসনায় গতির বিষয় উল্লেখ আছে, সেই সেই উপাসনাতেই কি নিয়মিতভাবে উহা প্রযুক্ত হইবে? অথবা অনিয়মিতভাবে সর্ব্ববিধ সগুণ উপাসনাতেই প্রযুক্ত হইবে? কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত? যে যে স্থানে ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে, নিয়মিতভাবে সেই সেই স্থানেই উচিত, তাহা না হইয়া এক স্থানে উক্ত গতি যদি অন্য উপাসনাতেও প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে যে কোন স্থানে উক্ত যে কোন বিষয় সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হইতে পারে ও তজ্জন্য শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণিকত্বের হানি হয়। যে প্রকরণে যে শ্রুতি আছে, সেই প্রকরণেই উহা আবদ্ধ থাকা উচিত, কারণ, প্রকরণই নিয়ামক। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—যে সমস্ত উপাসনার ফলে অভ্যুদয়লাভ হয়, সেই সমস্ত সগুণ উপাসনার ফলে

অনিয়মিতভাবেই অর্থাৎ সগুণ উপাসনামাত্রেই তুল্যভাবে দেবযানগতি লাভ করিতে পারে। অনিয়ম স্বীকার করিলে প্রকরণ-বিরোধ হয় বলিয়া যে হেতু দেখান হইয়াছে, শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ হইতে জানা যায়, তাহা হয় না। "যাঁহারা এইরূপ জানেন" এইরূপ পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের দেবযানপথে গমনের অবতারণা করিয়া "যাঁহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকেই তপস্যা মনে করিয়া উপাসনা করেন" ইত্যাদি বাক্যে অন্য প্রকার উপাসকদিগেরও পঞ্চাগ্নি উপাসকদিগের তুল্য গতি হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। "জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দ্বিবিধ গতি নিত্য, তন্মধ্যে শুক্লগতি-প্রাপ্ত ব্যক্তির আর পুনরাবৃত্তি হয় না, আর কৃষ্ণগতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি বা পুনর্জন্ম হয়।" স্মৃতিও এইরূপে দ্বিবিধ গতিই বলিয়াছেন, অতএব শ্রুত্যুক্ত দেবযানগতি সগুণোপাসকমাত্রেরই প্রাপ্য ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপকোশলাদি যে যে উপাসনায় অর্চ্চিরাদি পথে গতির বিষয়ে শ্রুতি আছে, তাহা দ্বারা কি কেবল সেই সেই উপাসকদিগেরই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়? অথবা ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই সেই পথে গতি হয়? এই সংশয়ে মনে হয়—"এই যাঁহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকেই তপস্যা মনে করিয়া উপাসনা করেন" "শ্রদ্ধাকেই সত্য মনে করিয়া উপাসনা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবযানপথের উল্লেখ না থাকায় ও অপর সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায় অর্চ্চিরাদি পথে গমনেরও প্রমাণ না থাকায় কেবল উপকোশলাদি মতে উপাসকদিগেরই অর্চ্চিরাদি পথে গতি হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই সেই পথেই যখন অবশ্যই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন কেবল উপকোশলাদি মতাবলম্বীদিগেরই যে সেই পথে গতি হয়, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না। সেই পথেই সকলের গতি হয়, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতি ও স্মৃতির সহিতও কোন বিরোধ হয় না, আর তাহা স্বীকার না করিলেই বিরোধ

কয়। ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নি উপাসনায় ব্রহ্মোপাসক-মাত্রেরই অর্চ্চিরাদি পথে গমনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয়টি মাস, এই দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন" স্মৃতিও এই উক্তি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞমাত্রেরই ঐ পথে গমনের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৩১ ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—যাবদধিকারং—যে পর্য্যন্ত অধিকার থাকে, অবস্থিতিঃ—অবস্থান, আধিকারিকাণাং—অধিকারীদিগের। লোক-সমূহের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত বেদাদি শাস্ত্র-প্রবর্ত্তনে অধিকার-প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের যত দিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ অধিকার থাকে অর্থাৎ যত দিন তাঁহাদের অধিকৃত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তাবস্থায় সেই সেই অধিকারে অবস্থান করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জ্ঞানী ব্যক্তির দেহত্যাগের পর পুনরায় অন্য দেহপ্রাপ্তি হয় কি না, তাহাই বিচার করিতেছেন। যদি বল, পাকের নিমিত্ত স্থালী, তণ্ডুল, অগ্নি প্রভৃতির সমাবেশ সত্ত্বেও অন্ন প্রস্তুত হইবে কি না, ইহা যেমন বিচারের অযোগ্য, সেইরূপ মোক্ষলাভোপযোগী জ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয় কি না, এ বিচারও নিতান্তই বাহুল্য। ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না, ইহা কেহই চিন্তা করে না। ইহার উত্তরে বলিব, এ বিচার অনাবশ্যক নহে, ইহা-রও প্রয়োজন আছে। ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায়, ব্রহ্মজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তিরও দেহান্তর অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইয়াছে। অপান্তরতমাঃ নামক বেদাচার্য্য

এক প্রাচীন ঋষি ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বশিষ্ঠ, নারদ, দক্ষ, সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণেরও দেহান্তর-গ্রহণের বিষয় শুনা যায়। এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও পুনর্জন্ম হইয়াছে, ইহা দেখিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির হেতু অথবা হেতু নয়? এই সংশয় নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন—ভগবান্ সূর্য্য যেমন সহস্র যুগ পর্য্যন্ত জগতের অধিকার অর্থাৎ তাঁহার অধিকৃত তাপপ্রদানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার পর অর্থাৎ সেই অধিকারপ্রাপ্তির হেতুভূত প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে উদয়াস্ত-বর্জ্জিত কৈবল্য লাভ করেন, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী অপান্তরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভের হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় নিজ নিজ কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই অধিকারে অবস্থান করেন। কর্ম্ম শেষ হইলে আর সে অধিকারে থাকেন না, মোক্ষ লাভ করেন, অতএব তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তিলাভ নিশ্চিত, ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাঁহারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের দেহত্যাগকালে নিঃশেষ-রূপে কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায় ও দেহত্যাগের পর দেবযানাদিমার্গে গমনের জন্য কেবল সূক্ষ্মশরীরমাত্রই অনুবর্ত্তন করে, কোনরূপ সুখদুঃখানুভব থাকে না ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ, বশিষ্ঠ, অপান্তরতপাঃ প্রভৃতি যে সমস্ত ঋষিগণ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও দেহত্যাগের পর দেহান্তরপ্রাপ্তি, পুনর্জন্ম ও বিপৎ প্রভৃতি জন্য সুখদুঃখানুভব করিতে দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীমাত্রেরই দেহত্যাগকালে পুণ্যাপাপক্ষয় হয়, এরূপ কথা আমরা বলি নাই, পরন্তু দেহত্যাগের পর যে সমস্ত জ্ঞানীদিগের

অর্চ্চিরাদিমার্গে গতি হয়, তাঁহাদিগেরই দেহত্যাগকালে পুণ্য-পাপক্ষয় হয়, এইরূপই বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত বশিষ্ঠ প্রভৃতির যত দিন পর্য্যন্ত নিজ নিজ অধিকৃত কার্য্য সমাপ্ত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের দেহত্যাগের পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গতিপ্রাপ্তি হয় না, তাঁহারা যে কর্ম্মফলে যে অধিকার লাভ করিয়াছেন, যত দিন সেই অধিকার সমাপ্ত না হয়, তত দিন তাঁহাদের সেই কর্ম্মও ক্ষয় হয় না, কেন না, ভোগ ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় হয় না। অতএব অধিকারীদিগের সেই অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সুতরাং দেহত্যাগের পর অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন হয় না ॥ ৩২ ॥

অক্ষরধিযাং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপ-

সদবৎ তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—অক্ষরধিযাং—অক্ষর পরব্রহ্মবিষযক বুদ্ধির, তু—কিন্তু, অবরোধঃ— উপসংহার, সামান্যতদ্ভাবাভ্যাং—সমানভাবে কথিত ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মের ভাবহেতুক, ঔপসদবৎ—যজ্ঞীয় উপসদ-গণের ন্যায়, তদুক্তম—তাহা উক্ত হইয়াছে। পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ একরস, শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিযাছেন, তন্মধ্যে কোন স্থানে অতিরিক্ত বিশেষভাবের নিরাস আর কোন স্থানে বা নূতনরূপ বিশেষ ভাবের নিরাস করা হইযাছে। এই নিমিত্তই সন্দেহ হয়, ব্রহ্ম কি সর্ব্বনিষেধেরই আধার? অথবা সেই সেই স্থানে উক্ত সেই সেই নিষেধেরই আধার? এই সন্দেহ-নিরাসের জন্যই বলিতেছেন—পরব্রহ্মবিষয়ক নিষেধবুদ্ধি সর্ব্বত্রই উপসংহার গ্রহণীয় হইবে, কারণ, ঐ নিষেধ সর্ব্বস্থানে সমানভাবেই কথিত

হইয়াছে ও ব্রহ্মের ভাবও সর্ব্বস্থানেই সমান। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক নিষেধবাক্য যে শ্রুতিতে যাহাই কেন থাকুক না, যজ্ঞীয় উপসদের ন্যায় তাহা প্রত্যেক শ্রুতিতেই গৃহীত হইবে, হইয়া একমাত্র অখণ্ড পরব্রহ্মকেই বুঝাইবে; পূর্ব্বমীমাংসায় এ বিষয়ে উক্তি আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয়ে আছে—"হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি বলেন।" আথর্ব্বণে আছে, "যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। যাহা অক্ষর, তাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ" ইত্যাদি। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিতেও বিশেষ অর্থাৎ ভেদ-নিরাকরণের দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে কতকগুলি অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এই যে সমস্ত বিশেষনিষেধবোধক বুদ্ধি কি সকলগুলিই সকল শ্রুতিতেই সমানভাবে গৃহীত হইবে? অথবা যে শ্রুতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে, মাত্র সেই স্থানেই তাহা প্রযোজ্য হইবে? এই সংশয়-নিরাকরণের নিমিত্ত প্রাথমিক আলোচনাতে ইহাই মনে হয়, পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতিতে যখন পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ আছে, তখন সেই সেই শ্রুতিবিষয়েই তাহা প্রযোজ্য হইবে। এই সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—পরমাত্মবিষয়ক বিশেষ বিশেষ নিষেধবুদ্ধি বা নিষেধসূচক বাক্যসমূহ সর্ব্ব-শ্রুতিতেই অবরুদ্ধ বা গৃহীত হইবে, কারণ, সমস্ত শ্রুতিতেই বিশেষ বিশেষ নিরাকরণরূপ অর্থাৎ নিষেধাত্মক ব্রহ্ম-প্রতিপাদনপ্রকার সমান অর্থাৎ সমস্ত শ্রুতিতেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং এক শ্রুতির নিষেধবাক্য অন্যত্র কেন গৃহীত হইবে না? এ বিষয়ে "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" এই সূত্রে

বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, উপসৎ নামক মন্ত্র, অর্থাৎ জমদগ্নি-কথিত অহীন যজ্ঞে পুরোডাশঘটিত উপসৎ নামক অঙ্গযাগ অনুষ্ঠিত হয়, ঐ অঙ্গযাগে যে পুরোডাশ দানের মন্ত্র পঠিত হয়, উক্ত মন্ত্র সামবেদোৎপন্ন হইলেও অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক তাহা প্রদত্ত হয়। এ বিষয়ে প্রথম কাণ্ড অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় বলা হইয়াছে॥ ৩৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৃহদারণ্যকে এইরূপ বলা হইয়াছে—"হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ" ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—"যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা, সেই অক্ষর অদৃশ্য, অগ্রাহ্য" ইত্যাদি। এ স্থলে সংশয় এই যে, অক্ষর নামক ব্রহ্ম সম্বন্ধে অস্থূলত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহা কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই প্রযোজ্য হইবে? অথবা যে শ্রুতিতে যেটি আছে, সেটি সেই শ্রুতিবিষয়েই প্রযোজ্য? আলোচনা দ্বারা মনে হয়, প্রত্যেক শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-সমূহ সেই সেই স্থলেই প্রযোজ্য হইবে, অন্যত্র হইবে না, কারণ, এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণ-সমূহ অন্য বিদ্যাতেও যে গৃহীত হইবে এমন কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধে পঠিত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতে গৃহীত হইবে, কারণ, সমস্ত উপাসনাতেই উপাস্য অক্ষর ব্রহ্ম সমান, অর্থাৎ এক ব্রহ্মই উপাস্য, আর তাঁহার স্বরূপ-প্রতীতি বিষয়েও অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম-সমূহের ভাব বা সদ্ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি ধর্ম্মসমূহ চিন্তা করিতে হয়, সেইরূপ অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মসমূহও চিন্তা করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—উপসদের ন্যায় অর্থাৎ জমদগ্নি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত চতুরাত্র নামক যজ্ঞে পুরোডাশ অর্থাৎ হোমোপযোগী দ্রব্যবিশেষের সংস্কারক ঔপসদ মন্ত্রটি সামবেদোক্ত

হইলেও যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুরূপে অর্থাৎ খুব মৃদুস্বরে পাঠ করিতে হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বমীমাংসায় উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—ইয়ৎ—ইয়ত্তা অর্থাৎ পরিমাণ দ্বারা, আমননাৎ—কথিত হওয়ায়। "দ্বা সুপর্ণা" ও "ঋতং পিবন্তৌ" এই মন্ত্র দুইটি একই বস্তু, কেবল দ্বিত্বপরিচ্ছেদ অর্থাৎ দ্বিবচনরূপ পরিমাণ দ্বারা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথর্ব্ববেদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"পরস্পর সখিত্বসম্বন্ধে আবদ্ধ দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করে, তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী মধুর ফল ভোজন করে, অপরটি ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করে মাত্র।" কঠোপনিষদে আছে—"ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন, ছায়া ও আতপের ন্যায় হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট ঋতপানকারী অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী দুইটি মন্ত্র আছে" ইত্যাদি। এই দুইটি মন্ত্র কি এক? অথবা ভিন্ন ভিন্ন? উভয়েরই প্রতি-পাদ্য ব্রহ্ম হইলেও প্রতিপাদনপ্রকার ভিন্নরূপ। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রে একটিকে ভোক্তা ও অপরটিকে ভোক্তা নহে, এইরূপ বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রে উভয়কেই ভোক্তা বলা হইয়াছে, সুতরাং বিজ্ঞেয় বিষয়কে যখন পৃথক্ পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিদ্যাও ভিন্ন। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, বিদ্যায় ভেদ নাই, একই বিদ্যা; কারণ, উক্ত উভয় মন্ত্রেই যে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিত্ববিশিষ্ট বিজ্ঞেয় পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা একই। যদি বল, বিজ্ঞেয় পদার্থের রূপভেদ দেখান হইয়াছে, তাহার উত্তর—রূপভেদ দেখান হয় নাই, উক্ত উভয় মন্ত্রই

জীব ও ঈশ্বরকেই প্রতিপাদন করিতেছে, অন্য কোন পদার্থকেই বলিতেছে না, অতএব এ স্থানে যখন বিজ্ঞেয় পদার্থের কোন ভেদ নাই, তখন বিদ্যারও কোন ভেদ নাই ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আমনন শব্দের অর্থ একাগ্রভাবে চিন্তা। আমনন বা একাগ্রভাবে চিন্তা করায়, ইয়ৎ অর্থাৎ অস্থূলত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট এই আনন্দাদি গুণসমূহ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই গ্রাহ্য হইবে। যে সমস্ত গুণের উল্লেখ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তাই সম্ভব হয় না, সেই সমস্ত গুণই সর্ব্বত্রই গ্রহণ করিতে হইবে, সেই সমস্ত গুণ এই অস্থূলত্বাদিই, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে ॥ ৩৪ ॥

অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—অন্তরা—অন্তর্ব্বর্ত্তিত্ব, ভূতগ্রামবৎ—ভূত-সমূহের ন্যায়, স্বাত্মনঃ—আত্মার। পৃথিবী প্রভৃতি ভূত-সমূহের একটি ব্যতীত যেমন সকলগুলি মুখ্য, আন্তর নহে, তেমনই পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই সর্ব্বান্তর নহে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান একই ও একই প্রকার, তাহাতে কোন ভেদ নাই।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় শাখায় "যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ" "যে আত্মা সর্ব্বান্তর" উষস্তি ও কোহল নামক ঋষিদ্বয়ের এইরূপ প্রশ্ন আছে। এ স্থলে সংশয়—উপর্য্যুপরি দুইবার ঐরূপ প্রশ্ন হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা কি একই? অথবা বহু? প্রথমেই বলে- হয়, এক নহে, বহু; কারণ, প্রথম প্রশ্নে ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব ও দ্বিতীয় প্রশ্নে সর্ব্বান্তরস্বরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। বহু না হইলে অর্থাৎ অর্থের ন্যূনাধিক্য না থাকিলে উক্তরূপ প্রশ্নদ্বয়ের কোন সার্থকতা থাকে না, অতএব বিদ্যার

যে পার্থক্য আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—আত্মবিষয়ক অন্তর্বর্ত্তিত্ব কথনের কোন পার্থক্য না থাকায় একই বিদ্যা, পৃথক্ বিদ্যা নহে, উভয় প্রশ্নেই সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়েই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। একই দেহে দুইটি আত্মার সর্ব্বান্তরত্ব হইতে পারে না, এতাদৃশ স্থলে একটির মুখ্য সর্ব্বান্তরত্ব স্বীকার করিতে হয়, অপরটির পৃথিব্যাদি ভূতসমূহের ন্যায় সর্ব্বান্তরত্ব হইতে পারে না, অর্থাৎ এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের যেমন অন্তরতা, জল হইতে তেজের যেমন অন্তরতা, অর্থাৎ একটি অপরের অপেক্ষা করে, কোনটিই মুখ্য বা স্বয়ং সর্ব্বান্তর নহে, এ স্থানেও সেইরূপ একটির মুখ্যতা, অপরের আপেক্ষিকতা এইরূপই অর্থ জানিবে। অথবা "একই দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা" এই মন্ত্রে যেমন সমস্ত ভূতেই একই আত্মা সর্ব্বান্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, উক্ত প্রশ্নদ্বয়েও সেইরূপ একই আত্মার সর্ব্বান্তরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব বিজ্ঞেয় ব্রহ্মের একত্ব হেতুক বিদ্যারও একত্বই জানিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যে আত্মা সর্ব্বান্তর, তাহা আমাকে বল" বৃহদারণ্যকে উশস্ত এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে, "যিনি প্রাণের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা। যিনি অপানের সাহায্যে অপানের ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা" ইত্যাদি। কহোলও ঠিক ঐরূপই প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—"যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই এই আত্মাকে বিদিত হইয়া ধন-পুত্রাদি আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তিলাভ করেন" ইত্যাদি বলিয়া "ইহা

ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর"। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই দ্বিবিধ বাক্যে কি বিদ্যাভেদ আছে? অথবা নাই? ভেদ আছে বলিয়াই মনে হয়, কারণ, বিভিন্ন প্রকার উত্তরের দ্বারাই স্বরূপেরও ভেদ প্রতীত হইতেছে। প্রশ্ন একপ্রকার হইলেও উত্তর দৃষ্টে এক বলিয়া মনে করা যায় না। পূর্ব্ব-প্রশ্নে শ্বাসপ্রশ্বাসাদির কর্ত্তাকে সর্ব্বান্তর বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রশ্নে ক্ষুধা-পিপাসাদি ধর্ম্মরহিতকে সর্ব্বান্তর বলা হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব-প্রশ্নে প্রাণী-দিগের দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মা বা জীব-কেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় প্রশ্নে সেই জীব হইতে অতিরিক্ত ক্ষুৎপিপাসাদিবিরহিত পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভূতসমূহ-সংসৃষ্ট জীবভাবাপন্ন প্রত্যগাত্মা যখন সর্ব্বভূতেরই অন্তরস্থ, তখন তাঁহার সর্ব্বান্তরত্বও উপপন্ন হইতেছে, এ স্থানে আন্তর শব্দের মুখ্যার্থ পরমাত্মা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রতিবচনের ভেদ উপপন্ন হয় না। পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর জীবাত্মবিষয়ক, কারণ, পরমাত্মার পক্ষে প্রাণাপানাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে; আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুৎপিপাসাদির অতীত বলিয়া পরমাত্মবিষয়ক "ভূতগ্রামবৎ" এই সূত্রেও সেই আশঙ্কাই দেখান হইয়াছে। অন্তরা অর্থাৎ সর্ব্বান্তরত্ববোধক প্রথম প্রত্যুত্তর, ভূতসমূহসংসৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্মা বা জীব সর্ব্বান্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—অন্যথা—অন্য প্রকার হইলে, ভেদানুপপত্তিঃ—ভেদনির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, উপদেশান্তরবৎ—অন্য উপদেশের ন্যায়। দ্বিবিধ উক্তি থাকায় বিদ্যারও ভেদ হওয়াই উচিত, ইহা স্বীকার না করিলে, দ্বিবিধ

উক্তির কোন সার্থকতাই থাকে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, তোমার উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, উপদেশান্তর অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" এই উপদেশের ন্যায়। তত্ত্বমসি বাক্যটি নয়বার উপদিষ্ট হইয়াছে, অথচ, সে স্থানেও জ্ঞানের একত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। এ স্থানেও দুইবার উক্ত হইলেও সেইরূপই জ্ঞানের একত্ব বুঝিতে হইবে।

• **শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।**—পূর্ব্বে যে বলিয়াছ, বিদ্যাভেদ স্বীকার না করিলে দুইবার দুইরকম উত্তর-বাক্য সঙ্গত হয় না, তাহার পরিহার নিমিত্ত বলিতেছেন,—ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, স্থানান্তরোক্ত উপদেশ-বাক্যের ন্যায় উহারও উপপত্তি হয়। দেখ, তাণ্ডি-শাখার ষষ্ঠ প্রপাঠকে "হে শ্বেতকেতু। তিনিই আত্মা, তাহাই তুমি" এই উপদেশ নয়বার দেওয়া হইলেও যেমন সে স্থলে বিদ্যার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, এ স্থলেও সেইরূপই জানিবে, সুতরাং বিদ্যার একত্বই স্বীকার্য্য ॥৩৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত অর্থ স্বীকার না করিলে, "যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাসাদি সম্পন্ন করেন" "যিনি ক্ষুৎপিপাসার অতীত" এই প্রত্যুত্তরের পার্থক্য সঙ্গত হইতে পারে না, এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, না, উভয় স্থলেই প্রশ্ন ও উত্তর পরমাত্মবিষয়ক, সুতরাং বিদ্যাভেদ হইবে না। "যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা" এ প্রশ্ন পরমাত্মবিষয়েই করা হইয়াছে, জীবাত্মবিষয়ে নহে; জীবাত্মবিষয়ক হইলে "যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম" এই সাক্ষাৎ শব্দটি থাকিত না। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব বা প্রত্যক্ষানুভব পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব হয়। সর্ব্বান্তরত্বও তাঁহারই পক্ষে সম্ভবপর। উত্তরও পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই দেওয়া হইয়াছে, কারণ,

সুষুপ্তিকালে প্রত্যগাত্মার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়ার প্রতি কোন কর্তৃত্বই থাকে না, পরমাত্মার পক্ষেই উহা সঙ্গত হয়। তবে যে দুইবার প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উষস্ত মনে করিলেন, এ স্থানে বোধ হয় কেবল শ্বাসাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্বই বলা হইয়াছে, এবং ঐ কর্তৃত্ব জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে; এই মনে করিয়া উষস্ত দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলে পর "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না" ইত্যাদি উত্তরের দ্বারা জীবাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—ছান্দোগ্য উপনিষদের সদ্বিদ্যাপ্রকরণে ব্রহ্ম ও তাঁহার মহিমা-বিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ ॥ ৩৬ ॥

ব্যতীহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৭ ॥

সূত্রার্থ।—ব্যতীহারঃ—পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাব, বিশিংষন্তি—বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, হি—যে হেতু, ইতরবৎ—স্থানান্তরে যেমন হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতে যেমন ধ্যান বা উপাসনার জন্য সর্ব্বাত্মতাদি ধর্ম্মসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে, এ স্থানেও তেমনই উপাসনার নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর "যে আমি, সেই ইনি" "তুমিই আমি, আমিই তুমি" ইত্যাদি ব্যতীহার প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঐতরেয় শাখায় আদিত্যপুরুষ সম্বন্ধে "যাহা আমি, তাহাই ইনি, যাহা ইনি, তাহাই আমি" এইরূপ উক্তি আছে। জাবাল-সমূহও "হে ভগবতি দেবতে! তুমিই আমি, আমিই তুমি" এইরূপ পাঠ করেন। এ স্থলে সংশয় এই যে, এই ব্যতীহার অর্থাৎ "তুমিই আমি, আমিই তুমি" ইত্যাদি পরস্পর বিনিময়াত্মক বাক্য দ্বারা কি দুই প্রকার মতিই স্থির করিতে হইবে? অথবা

একই প্রকার মতি স্থির করিতে হইবে? ইহার আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, ঈশ্বরের সহিত আত্মার অভেদচিন্তা ব্যতীত যখন অন্য চিন্তনীয় বিষয় নাই, তখন এক প্রকার মতি স্থির করাই কর্তব্য। আর এইরূপ অভেদকল্পনাই যদি করা যায়, তাহা হইলে সংসারী আত্মার ঈশ্বররূপতা অথবা ঈশ্বরের সংসারী আত্মতা কল্পনা করিতে হয়, এরূপ হইলে সংসারী আত্মার ঈশ্বরাত্মরূপ উৎকর্ষ হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সংসারী আত্মারূপে পরিণতি হওয়ায় অপকর্ষ ঘটে। অতএব মতির একরূপতা স্থির করাই উচিত, আর উক্তরূপ ব্যতীহারোক্তি একত্বকে দৃঢ়রূপে সমর্থন করার জন্যই করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বাত্মতা প্রভৃতি অপরাপর গুণসমূহ যেমন আধ্যান বা উপাসনার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ উপাসনার নিমিত্তই উক্তরূপ ব্যতীহার প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাধ্যায়িগণ "তুমিই আমি, আমিই তুমি" এইরূপ উভয় উচ্চারণের দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত করিতেছেন॥ ৩৭॥

শ্রীভাষ্যাশুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হইলেও বিদ্যাভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, এ স্থানে উপাস্যের গুণভেদে স্বরূপের ভেদ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। একটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রাণীর শ্বাসাদি ক্রিয়ার হেতুস্বরূপে উপাস্য, অপর প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, ক্ষুৎ-পিপাসাদির অতীতরূপে উপাস্য। পূর্ব্ব-প্রশ্ন করিয়াছেন উষস্ত, দ্বিতীয় প্রশ্নকর্ত্তা কহোল, সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তার ভেদেও বিদ্যাভেদ মানিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—এ স্থানে বিদ্যাভেদ হইবে না, কারণ, প্রশ্ন ও তাহার উত্তর একই বিষয়ের প্রতিপাদক, আর উপাসনাবিধায়ক পদও একই উপাস্যের প্রতিপাদক। দুইটি প্রশ্নই সর্ব্বান্তর আত্মস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক। দ্বিতীয় প্রশ্নে নিশ্চয়ার্থক যে "এব"

শব্দটি আছে, তাহা উষস্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রথম প্রশ্নেরই সমর্থক। উভয় প্রশ্নের উত্তরও সর্ব্বান্তর ব্রহ্মবিষয়ক হওয়ায় একই প্রকার। এইরূপে প্রশ্ন ও তাহার উত্তর যখন একবিষয়ক বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইল, তখন উষস্ত ও কহোলের মধ্যে পরস্পরের বুদ্ধিব্যতীহার বা চিন্তার বিনিময়ই স্বীকার্য্য, সর্ব্বান্তর ব্রহ্মবিষয়ে সর্ব্বপ্রাণীর শ্বাসাদিক্রিয়ার হেতুস্বরূপ উষস্তের যে বুদ্ধি, দ্বিতীয় প্রশ্নকর্ত্তা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ বুদ্ধিই স্বীকার করা উচিত, আর সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম ক্ষুৎপিপাসাদির অতীতরূপ কহোলের যে বুদ্ধি, উষস্তেরও সেইরূপ বুদ্ধিই স্বীকার করা উচিত। এইরূপ পরস্পরের বুদ্ধি বা চিন্তার বিনিময় করিলেই তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক্, তাহা জানিতে পারিবেন। উত্তরদাতা যাজ্ঞবল্ক্যও জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য উক্ত দুই প্রকার উত্তর-বাক্যে দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, ইতরের ন্যায় অর্থাৎ সদ্বিদ্যাপ্রকরণে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নোত্তর দ্বারা একমাত্র সৎপদার্থ ব্রহ্মকেই বিশেষিত করা হইয়াছে, অন্যবিধ উপাস্যের প্রতিপাদন করা হয় নাই, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে ॥ ৩৭ ॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—সৈব—তাহাই, হি—যে হেতু, সত্যাদয়ঃ—সত্যাদি গুণসমূহ। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণের এক স্থানে যে সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, উক্ত ব্রাহ্মণের স্থানান্তরেও সেই বিদ্যাই অভিহিত হইয়াছে, কারণ, সত্যাদি যে সমস্ত গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, পরেও তাহাই বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় ব্রাহ্মণে "যিনি সেই মহৎ অর্চ্চনীয় প্রথমোৎপন্ন সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে

জানেন" এইরূপে সত্যবিদ্যা নামক ব্রহ্মের উপাসনাবিধানের পর "সেই যে সত্য, তাহাই এই আদিত্য, এই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষও তিনিই" ইত্যাদি উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয়, এই সত্যবিদ্যা কি দুইটি পৃথক্? না একই? প্রথমেই মনে হয়, প্রথম বাক্যে "এই সমস্ত লোককে জয় করে" আর দ্বিতীয় বাক্যে "পাপকে পরিত্যাগ করে" এইরূপে দুইটি বাক্যে দুইটি পৃথক্ ফলের উল্লেখ থাকায় পৃথক্ই হইবে, এক নহে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—এই সত্যবিদ্যা একই, পৃথক্ নহে, কারণ, "সেই যাহা, তাহাই সত্য" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বাক্যেরই পরবাক্যে আকর্ষণ করা হইয়াছে মাত্র, বিদ্যা এক না হইলে পরবাক্যে পূর্ব্ববাক্যের আকর্ষণ হইবে কেন? বিভিন্ন ফলের উল্লেখ থাকায় বিদ্যাভেদ বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছ, তাহার উত্তরে বলিতেছি, "তাহার উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্য অহঃ অহম্" এই অঙ্গান্তরের যে উপদেশ, তাহারই প্রশংসার নিমিত্ত ঐরূপ বিভিন্ন ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন দোষই হয় না, অতএব সত্যাদি সমস্ত গুণই এক প্রয়োগেই উপসংহার বা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রশ্ন ও উত্তর যখন বিভিন্ন, তখন বিদ্যার একত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি—"সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন" "তেজ পরা দেবতায় লীন হয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমকারণস্বরূপ যে পরা দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, "হে সৌম্য। মধুকর যেরূপ মধুতে নিবিষ্ট হয়" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যেও সেই দেবতাই উল্লিখিত হইয়াছেন, কারণ, "এ সমস্তই তদাত্মক, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা" প্রথমোক্ত বাক্যে উপদিষ্ট এই সত্যাদি ধর্ম্ম সমূহ পরবর্ত্তী সমস্ত উপদেশবাক্যেই সংগৃহীত বা যোজিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ।—কামাদি—সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসমূহ, ইতরত্র—স্থানান্তরেও, তত্র চ—সে স্থানেও, আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়াতনত্ব প্রভৃতি হেতু বশতঃ। ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে যে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসমূহ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্ম উভয় স্থানেই উপসংহার করিতে হইবে, কারণ, হৃদয়াদি আয়তনবেদ্য ঈশ্বর ইত্যাদি বিষয়-সমূহ উভয় স্থানেই সমানরূপে কীর্ত্তিত হইযাছে, অর্থাৎ উভয় উপনিষদেই একই বিদ্যা কথিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে "এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ হৃদয়ে এই যে দহর অর্থাৎ ক্ষুদ্রপরিমিত পদ্ম ও ক্ষুদ্রপরিমিত গৃহ, তাহাতে যে অন্তরাকাশ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "এই আত্মা নিষ্পাপ, জরাবর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি উক্তি আছে। বাজসনেয়ে "সেই এই মহান্, জন্মরহিত আত্মা। প্রাণ বা ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, যে ইনি এই হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশে শয়ন করিয়া আছেন" ইত্যাদি পাঠ আছে। এই দুই শ্রুত্যুক্ত বিদ্যা কি এক? ও পরস্পর গুণ গ্রহণ করিবে কি না? এইরূপ সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, একই বিদ্যা। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশের যে সত্যকামত্বাদি গুণ-সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাজসনেয়ে "সেই এই মহান্ অজ আত্মা" এ স্থানেও যোজনা করিতে হইবে। বাজসনেয়ে যে সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণের নির্দ্দেশ আছে, তাহা ছান্দোগ্যে "এই আত্মা নিষ্পাপ" এই স্থানেও যোজিত হইবে, কারণ, হৃদয়রূপ আয়তন, জ্ঞেয়

ঈশ্বর, লোক-সমূহের শৃঙ্খলারক্ষার্থ ঈশ্বরের সেতুস্বরূপত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি উভয় শ্রুতিতেই সমানভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"ছান্দোগ্যে এই ব্রহ্মপুর-স্বরূপ দেহাভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র হৃৎপদ্মরূপ গৃহ আছে, ইহার মধ্যে দহরাকাশ, তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিবে" ইত্যাদি উক্তি আছে। বাজসনেয়ে "সেই এই মহান্ অজ আত্মা, প্রাণ বা ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশে যিনি শায়িত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধিপতি" ইত্যাদি উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয়, এই উভয় শ্রুতির বিদ্যা কি পৃথক্? অথবা এক? প্রথমেই মনে হয়, ছান্দোগ্যে অপহতপাপ্মত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্য, এইরূপ বলা হইয়াছে; আর বাজসনেয়ে আকাশে শায়িত বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্য এইরূপ বলা হইয়াছে, যখন উভয় শ্রুতিতে উপাস্যের স্বরূপগত ভেদ-নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তখন বিদ্যাও পৃথক্। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয় উভয় শ্রুতিতেই সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাস্য, এইরূপ বলা হইয়াছে, সুতরাং উপাস্যের স্বরূপগত কোন ভেদ নাই, সত্যকামাদি গুণই উপাস্যের প্রকৃত রূপ, অতএব বিদ্যাও ভিন্ন নহে। যদি বল, কি প্রমাণে তাহা জানিব? তাহার উত্তর—হৃদয়-রূপ আয়তন, সেতু, জগৎকে ধারণ করা ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহ উভয় স্থানেই যখন এক, তখন একই বিদ্যা, পৃথক্ বিদ্যা নহে ॥ ৩৯ ॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—আদরাৎ—আদর বা স্তুতি-সূচক বাক্য-সমূহ থাকায়, অলোপঃ—লোপ বা বিনাশ হয় না। শ্রুতিতে

স্তুতিসূচক বাক্যসমূহের প্রয়োগ থাকায় বৈশ্বানর উপাসকদিগের প্রাণাগ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর উপাসনা প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"সেই প্রথম প্রাপ্ত অন্ন, অর্থাৎ প্রথম গ্রাস, তাহা হোমোপযোগী, উপাসক 'প্রাণায় বৈ স্বাহা' বলিয়া প্রথম আহুতি দিবেন।" এইরূপে সে স্থানে পাঁচবার প্রাণাহুতির বিধান আছে ও তাহার পর তাহাতে "যে উপাসক এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন" এইরূপ "অগ্নিহোত্র" শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে, বৈশ্বানর উপাসকদিগের প্রাণাহুতিই অগ্নিহোত্র। স্থানান্তরেও আছে—"ক্ষুধিত শিশু যেমন মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।" এ স্থলে বিচার্য্য—"যে অন্ন প্রথম প্রাপ্ত হন" এই বাক্য দ্বারা অন্নের প্রথমপ্রাপ্তি এবং ভোজন এই দুইটিই সূচিত হইয়াছে, বৈশ্বানর উপাসকগণ যে দিন উপবাস করেন, সে দিন ভোজন না করায় প্রাণাগ্নিহোত্র কি লুপ্ত হয়? অথবা হয় না? বিচারের ফলে প্রথমেই মনে হয়, ভোজনাভাবে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও অভাব হয়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—ভোজনাভাবে অগ্নিহোত্রের অভাব হয় না, কারণ, আদরসূচক বাক্যের উল্লেখ অর্থাৎ বৈশ্বানর উপাসনা বিষয়ে জাবালদিগের একটি শ্রুতিবাক্য আছে—"অতিথিভোজনের পূর্ব্বে ভোজন করিবে, নিজে প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করিয়া অপরের হোম করিবে" ইত্যাদিরূপে অতিথি-ভোজনের প্রাথমিকত্বের নিন্দা করিয়া উপাসক গৃহস্বামীর প্রথম-ভোজনের বিধান করায় প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রতি বিশেষরূপ আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। যে শ্রুতি প্রাথমিকত্বের লোপ সহ্য করে না, সে শ্রুতি প্রাথমিক অগ্নিহোত্রের লোপ সহ্য করিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। উপবাসদিনেও অগ্নিহোত্র-লোপ হয় না, প্রতিনিধিস্থানীয়

অনিষিদ্ধ জলাদি যে কোন দ্রব্যের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। এই মতের অসারতা প্রদর্শনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাজসনেয়কে বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সে স্থানে প্রকৃতপক্ষে বশিত্বাদি গুণেরই অস্তিত্ব নাই। "মনের দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিবে, জগতে নানা কিছুই নাই" এই সমস্ত বাক্যের দ্বারাই উপাস্য ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতীতি হওয়াতেই পূর্ব্বোক্ত বশিত্বাদি গুণের অস্তিত্বাভাব জানা যায়, অতএব স্থূলত্ব অণুত্ব ইত্যাদির ন্যায় বশিত্বাদি গুণও নিষেধবিষয়ীভূত বলিয়াই মনে হয়, আর এই জন্যই ছান্দোগ্যোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণসমূহও ব্রহ্মের পারমার্থিক গুণ বলা যায় না, সুতরাং অপারমার্থিকত্ব অর্থাৎ অবাস্তবিকতাবশতঃ মোক্ষনিমিত্তক উপাসনায় উক্ত গুণসমূহের লোপ বা অভাবই জানা যাইতেছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তরের দ্বারা ব্রহ্মগুণ বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ যখন "তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অন্বেষ্টব্য" "এই অপহতপাপ্মা, অজর, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয়ে এবং অপরাপর শ্রুতিতেও মোক্ষবিষয়ক উপাসনার উপাস্য ব্রহ্মের গুণরূপে বিশেষ আদর বা আগ্রহের সহিত উপদেশ করা হইয়াছে, তখন ঐ বশিত্বাদি গুণসমূহের লোপ বা অস্তিত্বাভাব হইতেই পারে না, পরন্তু ইহাদের উপসংহারই করিতে হইবে ॥৪০॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥

সূত্রার্থ।—উপস্থিতে—উপস্থিত বা প্রাপ্ত হইলে, অতঃ—এই

উপস্থিত অন্ন হইতে, তদ্বচনাৎ—সেইরূপই উক্তি থাকায়। আহার্য্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতেই প্রথম গ্রাস লইয়া প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে, উপবাসদিবসে উহার লোপ দোষাবহ নহে, কারণ, শ্রুতি "সেই যে অন্ন" এ স্থানে "সেই" এই শব্দটির দ্বারা প্রথম গ্রাসের দ্বারাই অগ্নিহোত্রবিধান করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভোজনদ্রব্য উপস্থিত হইলে সেই ভোজনদ্রব্য হইতেই প্রথম গ্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে, কারণ, "সেই যে ভক্ত প্রথম আগমন করিবে, তাহাই হোমীয়" এ স্থলে "তাহাই" এই "তৎ" শব্দের উল্লেখ থাকায় অভিপ্রায় এই যে—ভোজন না করিলে ভোজন-দ্রব্যের উপস্থিতি হয় না। ভোজন-দ্রব্যের অভাবেও জলাদি প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্রও সম্পাদন করিতে হয় না। প্রাণাগ্নিহোত্র যে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, তাহা নহে, প্রাণাগ্নিহোত্র ভোজন-বিষয়েই সম্পাদনীয়, পূর্ব্বে যে ইহার প্রতি আদর ব আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল ভোজনকালেই তাহার প্রথমকর্ত্তব্যতা প্রদর্শনের নিমিত্ত, সুতরাং উপবাসদিনে প্রাণাগ্নিহোত্র না করিলে কোন দোষই হয় না ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভাল, তাহা হইলেই বা কি হইল? "ইহলোকে যাঁহারা আত্মা ও এই সত্যকামবাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা সমস্ত লোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, তিনি যদি পিতৃলোকে গমনাভিলাষী হন" ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামবাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনায় পিতৃলোকগমনাদিরূপ সাংসারিক ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মলাভেচ্ছু মুমুক্ষুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম

উপাস্ত নহে। আর পরা বিদ্যার ফল—পরমজ্যোতিকে লাভ করিয়া নিজের প্রকৃতরূপে পরিণত হয়, অতএব ব্রহ্মলাভেচ্ছুর পক্ষে ব্রহ্মোপাসনার সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ উপসংহার্য্য নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—উপস্থিতি শব্দের অর্থ উপস্থান বা প্রাপ্তি। জীবাত্মা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত ও নিজের স্বরূপে পরিণত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইলে, এই উপস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হেতুক সমস্ত লোকেই যথেচ্ছ বিচরণক্ষম হন,. শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বলা যাইবে। অতএব সমস্ত লোকেই যথেচ্ছ বিহার করা যখন মুক্ত ব্যক্তিরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগেরও উপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ অবশ্যই উপসংহার করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৪২॥

সূত্রার্থ।—তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ—তাহাদিগের নির্দ্ধারণের নিয়মাভাব, তদ্দৃষ্টেঃ—সেইরূপ অনিয়ম দৃষ্টিহেতুক, পৃথক্—স্বতন্ত্র, হি—যে হেতু, অপ্রতিবন্ধঃ—বাধার অভাব, ফলং—ফল। কর্ম্মে উদ্গীথাদি উপাসনা যে অবশ্যই করিতে হইবে, এরূপ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই, কারণ, অনিয়ম দৃষ্ট হয়। যে হেতু অর্থাৎ উক্ত অনিয়ম দর্শনের হেতুও জ্ঞান ও কর্ম্মফলের পার্থক্য, ঐ ফলের কোনরূপ বাধা ঘটাইতে পারে না। অতএব উদ্গীথাদি উপাসনাকে কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ বলা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ওম্ এই অক্ষররূপ উদ্গীথের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি কতকগুলি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার বিধান আছে। ঐ অঙ্গগুলি কি কর্ম্মে অবশ্যই করণীয়, অথবা না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহাই বিচার করা যাইতেছে। বিচারফলে প্রথমেই

মনে হয়, অবশ্যই করণীয়, কারণ, প্রয়োগ-বচনের দ্বারাই উহা বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত উপাসনা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া উক্ত হয় নাই, সাধারণভাবেই উক্ত হইয়াছে, অতএব ঐ সমস্ত উপাসনা যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় অবশ্য প্রযোজ্য। উক্ত উপাসনার প্রস্তাবে "সমস্ত অভিলাষের প্রাপক হয়" অর্থাৎ উক্ত উপাসনাফলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়, এই যে ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবাক্য মাত্র, বাস্তবিক ফলপ্রধান নহে, অতএব উহা নিত্যানুষ্ঠেয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—সেই সেই বাক্যে "রসতম, প্রাপ্তি,সমৃদ্ধি, মুখ্য, প্রাণ, আদিত্য" ইত্যাদি যে সমস্ত উদ্গীথাদি কর্ম্মের গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেক উপাসনাতেই নিত্যের ন্যায় নিয়মিত নহে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত যে অবশ্যই করণীয়, এরূপ নিয়ম কিছু নাই, কারণ, শ্রুতি "যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানেন, তিনিও করেন, যিনি জানেন না, তিনিও করেন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অনভিজ্ঞেরও কর্ম্মাধিকার স্বীকার করায় এইরূপ অঙ্গসমূহের অনিয়ততাই দেখাইয়াছেন। স্থানান্তরেও দেখাইয়াছেন, প্রস্তাবাদির জ্ঞান না থাকিলেও প্রস্তোতাদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহ হয়। শ্রুতিতে আরও দেখা যায়, এই জাতীয় কর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান, কেবল বিজ্ঞান ও কেবল কর্ম্মের ফল পৃথক্, এবং বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট কর্ম্মের ফল-সিদ্ধিবিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধকই দেখা যায় না, ও সেই ফলের উৎকর্ষ উপলব্ধি হয়, অতএব উপাসনাঙ্গ উদ্গীথাদি নিত্যানুষ্ঠেয় নহে, কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে করিতে পারেন, নাও পারেন, করিলে ফলাধিক্য হয়, না করিলেও নিষ্ফল হয় না ॥ ৪২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কর্ম্মের অঙ্গ জুহু অর্থাৎ আহুতি দিবার হাতা প্রভৃতির যেমন পত্রময়তার বিধান আছে, সেই-রূপ কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ উদ্গীথাদি অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্গীথের অঙ্গস্বরূপ "ওম্"

এই অক্ষরের উপাসনা করিবে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা কর্ম্মাঙ্গরূপেই প্রসিদ্ধ। "শ্রদ্ধা-সমন্বিত বিদ্যা বা উপাসনার সহিত উদ্গীথাদি উপাসনা-সম্বন্ধী যাহা কিছু করা যায়, তাহাই বিশিষ্ট ফলপ্রদ হয়" এ স্থানে "করা যায়, হয়" এই বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদের নির্দ্দেশ থাকায় পত্রময় স্রুহর যেমন অপাপশ্লোক অর্থাৎ অমঙ্গলসূচক বাক্য শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফল কল্পনা করা হইয়াছে, সেরূপ কোন পৃথক্ ফল কল্পনার উপায় নাই, অতএব যজ্ঞকার্য্যে ঐ সমস্ত উপাসনা অবশ্যই গৃহীত হইবে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—নির্দ্ধারণ শব্দের অর্থ নিশ্চয়রূপে মনের অবস্থাপন বা ধ্যান। যাগাদি কর্ম্মে উদ্গীথাদি উপাসনার কোন নিয়ম নাই, কারণ, "যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানে এবং যে জানে না, তাহারা উভয়েই কর্ম্ম করে" এই শ্রুতিতে অনভিজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের উপলব্ধি হয় না। যদি উহা অবশ্য-করণীয় অঙ্গই হইত, তাহা হইলে উহার অনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না। উহা যখন অঙ্গ নহে বলিয়াই স্থির হইল, তখন উপাসনাবিধির ফল কি? তাহা জানিতে গেলে কর্ম্মফল হইতে পৃথক্-রূপ অধিক বীর্য্যবত্তাই তাহার ফল, এইরূপ জানা যায়। কর্ম্মফলের অপ্রতিবন্ধ বা কোনরূপ বিঘ্নাভাবই সেই অধিক বীর্য্যবত্তা। সুতরাং উদ্গীথাদি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেও পৃথক্ ফলশ্রুতি থাকায় সমস্ত কর্ম্মেই উহাদের উপসংহার অনিয়-মিত অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই ॥ ৪২ ॥

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ।—প্রদানবদেব—প্রদানের ন্যায়ই, তদুক্তম্—তাহা উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ উক্তিও আছে, আবার একত্বজ্ঞাপক উক্তিও আছে, তাহাতেই সংশয় হয়, ঐ দুইটি

কি পৃথক্ ? অথবা এক ? প্রথমেই মনে হয় এক। ইহারই উত্তরে জৈমিনি বলিয়াছেন, পুরোডাশ প্রদানের ন্যায় অর্থাৎ একত্রেই পুরোডাশ-দান কর্ত্তব্য, এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও যেমন পৃথক্-রূপে দানই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, এ স্থানেও তেমনই বায়ু ও প্রাণের পার্থক্য ও ঐক্য নির্দ্দেশ জানিবে অর্থাৎ উহারা এক পদার্থ নহে, এক মনে করিয়া ধ্যান করাও কর্ত্তব্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয়ে আছে—"আমি বলিবই, এই বলিয়া বাগিন্দ্রিয় ধারণ করিলেন" এই শ্রুতিতে অধ্যাত্মবিষয়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, আর অধিদৈব বিষয়ে অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও এইরূপই বলা হইয়াছে। এ স্থলে সংশয়—বায়ু ও প্রাণ এই দুইটি কি পৃথক্ পদার্থ? অথবা এক? তত্ত্বগত ভেদ না থাকায় উহারা এক বলিয়াই মনে হয়। শ্রুতি "অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখে প্রবিষ্ট হইলেন" ইত্যাদি বাক্যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বের একত্বই দেখাইয়াছেন। কোন স্থানে "যিনি প্রাণ, তিনিই বায়ু" এইরূপে স্পষ্টভাবেই বায়ু ও প্রাণের একত্ব দেখাইয়াছেন। এই মতের উত্তরে বলিতেছেন—পৃথক্-ভাবে উপদেশ থাকায় বায়ু ও প্রাণ পৃথক্ পদার্থ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ধ্যানের নিমিত্ত এই যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের উপদেশ করা হইয়াছে, ধ্যেয় পদার্থ যদি পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উপদেশের কোন সার্থকতাই থাকে না। তবে যে বলা হইয়াছে, তত্ত্বের ভেদ না থাকায় উহারা এক বলিয়াই ধ্যান করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বলা যাইতে পারে, তত্ত্বের ভেদ না থাকিলেও অবস্থার ভেদ বশতঃ উপদেশের ভেদানুসারে ধ্যানেরও ভেদ উপপন্ন হয়, তাহা দোষাবহ নহে, সুতরাং প্রদানের

স্থায় উহাদের ভেদই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ "রাজা ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি ও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ইঁহাদের উদ্দেশে একাদশ কপাল পুরোডাশ অর্থাৎ একাদশটি পাত্রে পক্ক পিষ্টকবিশেষ প্রদান করিবে" এই শ্রুতিতে ত্রিপুরোডাশ নামক যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। এই যাগোক্ত ইন্দ্রত্রয়ের অভেদ বশতঃ একত্রেই পুরোডাশপ্রদানের আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জৈমিনি মুনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রাজাদিগুণসমূহ যখন পরস্পর বিভিন্ন, তখন সেই ভেদ হেতুক ও মন্ত্রপ্রয়োগেরও পার্থক্য হেতুক দেবতার পার্থক্য স্বীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান করা হয়; এ স্থানেও সেইরূপ তত্ত্বের ভেদ না থাকিলেও ধ্যেয় অংশের পার্থক্য হেতুক ধ্যানেরও পার্থক্য স্বীকার করিতে হইবে॥ ৪৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দহরবিদ্যায় উক্তি আছে "যিনি ইহলোকে এই আত্মা ও তাঁহার সত্যকামত্বাদি গুণসমূহকে বিদিত হইয়া প্রস্থান করেন" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে দহরাকাশরূপ পরমাত্মার উপাসনার বিষয় প্রথমে বলিয়া পরে তাঁহার সত্যকামত্বাদি গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিষয় কথিত হইয়াছে। এ জন্য সংশয়-গুণসমূহের চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণবিশিষ্ট দহরাকাশরূপী পরমাত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে? অথবা তাহা করিতে হইবে না? প্রথমেই মনে হয়, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহের দহরাকাশই যখন গুণী বা আশ্রয়, তখন একবারমাত্র চিন্তা করিলেই হইবে, গুণসমূহের জন্য পুনঃ পুনঃ চিন্তার প্রয়োজন নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, প্রধানের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চিন্তাই করিতে হইবে। যদিও এক দহরাকাশই অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহের আশ্রয় ও প্রথমেই তিনি চিন্তিত হইয়াছেন, তাহা হইলেও দহরাকাশের স্বাভাবিক রূপ অপেক্ষা গুণবিশিষ্ট আকারের পার্থক্য হেতুক ও "অপহতপাপ্মা, জরাবর্জ্জিত" ইত্যাদি গুণবিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনার

বিধান হেতুক প্রথমতঃ কেবল স্বরূপমাত্র চিন্তা দ্বারা উপাসনা করা হইলেও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও পুনরায় উপাসনা অবশ্যই করিতে হইবে। যেমন "রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ পাত্রে পক্ব পুরোডাশ প্রদান করিবে" "অধিরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে" "স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে" পুরোডাশ দান করিবে। এ স্থানে রাজা, অধিরাজ ও স্বর্গরাজ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র এক হইলেও যেমন রাজত্বাদি গুণবিশিষ্ট আকারের পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ হোম করিতে হয়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে ॥ ৪৩ ॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ।—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—লক্ষণের বাহুল্যবশতঃ, তৎ—সেই লক্ষণসমূহ, হি—যে হেতু, বলীয়ঃ—অধিক বলবান, তদপি—তাহাও। বাজসনেয় ব্রাহ্মণে মনশ্চিত ইত্যাদি কতকগুলি অগ্নি অভিহিত হইয়াছে, ঐ অগ্নিগুলি যজ্ঞের অঙ্গ নহে, কিন্তু উপাসনার অঙ্গ, যে হেতু তাহাতে উপাসনাবোধক লক্ষণের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। জৈমিনি মুনি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গেরই বলবত্তা স্বীকার করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় শাখায় অগ্নিরহস্য প্রকরণে "সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না" এই ব্রাহ্মণে মনকে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে "আত্মসবন্ধী, মনোময়, মনশ্চিৎ অগ্নি, অর্ক ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র অগ্নি দেখিতে পাইলেন" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বাক্‌চিত অর্থাৎ বাক্য দ্বারা সম্পাদিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত, কর্ম্মচিত, অগ্নিচিত ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ সাম্পাদিক অর্থাৎ তত্তৎদ্রব্যসম্পাদিত অগ্নির বিষয়ও উল্লেখ আছে। এ স্থলে সংশয়, এই

মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ কি ক্রিয়াঙ্গ ? অথবা উপাসনার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বস্তু ? প্রাথমিক বিচারে প্রকরণানুরোধে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই মনে হইতে পারে, এইরূপ সম্ভাবনায় তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত বলিতেছেন,—লিঙ্গবাহুল্যহেতুক তাহারা স্বতন্ত্রই হইবে, ক্রিয়াঙ্গ নহে। "এই ভূতসমূহ মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, সে সমস্ত সেই অগ্নি-সমূহেরই কার্য্য" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণে এমন বহু লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায়, যাহা দ্বারা এই সমস্ত অগ্নির কেবল উপাসনাঙ্গকত্বই উপলব্ধি হয়। প্রকরণ অপেক্ষাও সেই সমস্ত লিঙ্গ যে বলবান্, তাহা জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসায় উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৈত্তিরীয় শাখায় দহরবিদ্যার পরে "সহস্রমস্তক, বিশ্বদর্শী, বিশ্বের মঙ্গলকর, বিশ্বব্যাপী, পরম প্রভু, অক্ষর দেব নারায়ণকে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তিনিই স্বপ্রকাশ পরম অক্ষর" এইরূপ পাঠ আছে। এ স্থলে সংশয়, ইহা দ্বারা কি পূর্ব্বোক্ত দহরবিদ্যার সহিত একবিদ্যারূপে অর্থাৎ মিলিতভাবেই তাহার উপাস্যগত কোন বিশেষ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ? অথবা সর্ব্ববেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরবিদ্যায় যাহাকে উপাস্য বলা হইয়াছে, তাঁহারই কোন বিশেষ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ? প্রথমেই মনে হয়, পূর্ব্বানুবাকে অর্থাৎ ইহার পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে দহরবিদ্যার প্রসঙ্গ থাকায় প্রকরণানুরোধে দহরবিদ্যার যিনি উপাস্য, তাঁহারই বিশেষ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে ও এই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত পরবিদ্যায় যিনি উপাস্য, তাঁহারই বিশেষ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত যে পূর্ব্বোক্ত বাক্য কথিত হইয়াছে, তাহার বহু লিঙ্গ অর্থাৎ তদ্বোধক অনুকূল বাক্য দৃষ্ট হয়। দেখ, পর-বিদ্যায় যিনি উপাস্য, তাঁহাকে সাধারণতঃ অক্ষর, শিব, শম্ভু, পরব্রহ্ম, পর-জ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, এ স্থানেও

ঠিক সেই সমস্ত শব্দ দ্বারাই তাঁহার অনুবাদ অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিয়া নারায়ণত্ব ধর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র। পরবিদ্যাবিষয়ক বহু শ্রুতিতে নারায়ণত্ববিধানের বাহুল্যের অনুবাদ করিয়া অস্থূলত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন উপাস্য পরব্রহ্মই যে নারায়ণ, এই বিশেষ নির্দ্ধারণে বহু লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নস্বরূপ বাক্য আছে, সেই লিঙ্গ বা বাক্য প্রকরণ অপেক্ষাও বলবান্,এ বিষয় জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসায় কথিত হইয়াছে, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্য ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ।—পূর্ব্ববিকল্পঃ—পূর্ব্বোক্ত অগ্নিরই প্রকারভেদ, প্রকরণাৎ—প্রকরণবশতঃ, স্যাৎ—হইবে, ক্রিয়া—ক্রিয়াঙ্গ, মানসবৎ—মনঃকল্পিত গ্রহের ন্যায়। মনশ্চিতাদি স্বতন্ত্র অগ্নি, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে, প্রকরণানুসারে জানা যায়, উহা পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকাগ্নিরই বিকল্প বা প্রকারভেদমাত্র। মনঃকল্পিত গ্রহ অর্থাৎ সোমরস, পাত্র ইত্যাদি সঙ্কল্পকল্পিত হইলেও তাহা যেমন ক্রিয়াঙ্গ, সেইরূপ মনশ্চিতাদি সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াঙ্গ নহে, স্বতন্ত্র, এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত, কারণ, ইহারই পূর্ব্বে পঠিত ক্রিয়াময় অগ্নির প্রকরণেই মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ থাকায় তাহারই প্রকারভেদরূপে উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র, সুতরাং স্বতন্ত্র নহে। প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ বলবান্, এ উক্তি সত্য হইলেও এই জাতীয় লিঙ্গ প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্ হইতে পারে না, সাম্পাদিক অগ্নির প্রশংসারূপে উহা উক্ত হওয়ায় অন্যের অর্থাৎ ক্রিয়ার অঙ্গই হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত

দেখাইতেছেন, যেমন দ্বাদশরাত্রসাধ্য যাগবিশেষে, দশম দিবসে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ, স্থাপন, হোম, আহরণ, আবাহন ও ভক্ষণাদি ক্রিয়াসমূহ মানস অর্থাৎ মনে মনেই চিন্তা করিতে হয়, আর সেই গ্রহণাদি মানসিক হইলেও ক্রিয়াপ্রকরণে উক্ত হওয়ায় ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই গণ্য হয়, স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য হয় না, এই অগ্নিকল্পও তদ্রূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বাজসনেয়ে অগ্নি-রহস্যে "মনশ্চিত অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা দ্বারা সম্পাদিত, বাক্‌চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত, কর্ম্মচিত, অগ্নিচিত" ইত্যাদি অগ্নির উল্লেখ আছে। এ স্থলে সংশয়, মানসচিন্তাদি দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যারূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নি-সমূহ কি ক্রিয়াময় যজ্ঞসম্বন্ধী বলিয়া ক্রিয়াঙ্গ হইবে? অথবা জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞসম্বন্ধী বলিয়া জ্ঞানস্বরূপই হইবে? আলোচনা দ্বারা ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। চিত্যাগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞে চয়ন বা গ্রহণযোগ্য অগ্নিরূপে পরিকল্পিত এই মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিসমূহও কোন যজ্ঞবিশেষের অঙ্গস্বরূপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, অথচ ঐ প্রকরণে কোন যজ্ঞবিধির উল্লেখ না থাকায়, ও ইহারই পূর্ব্বে "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল" ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টকচিত অর্থাৎ প্রকৃত যজ্ঞে গ্রাহ্য অগ্নির প্রসঙ্গ থাকায় এবং সেই অগ্নিরই ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হেতুক যজ্ঞের সান্নিধ্যবশতঃ সেই প্রকরণেই পঠিত মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও সেই ইষ্টকচিত অগ্নিরই প্রকারভেদ ক্রিয়াঙ্গই হইবে। মানসগ্রহ অর্থাৎ মনে মনে চিন্তা দ্বারা গ্রহণের ন্যায় জ্ঞানাত্মক হইলেও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হেতুক ক্রিয়াঙ্গত্ব স্বীকার অসঙ্গত হয় না, বরঞ্চ উপপন্নই হয়। যেমন দ্বাদশদিনে নিষ্পাদনীয় যজ্ঞবিশেষে দশম দিবসে মানসগ্রহ অর্থাৎ চিন্তায় দ্বারা গ্রাহ্য হোমীয় পাত্রবিশেষের মনের দ্বারাই গ্রহণ,

আসাদন অর্থাৎ প্রাপ্তি, স্তোত্র, শস্ত্র বা সূক্তবিশেষ, প্রত্যাহরণ, ভক্ষণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া উহা জ্ঞানাত্মক হইলেও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অঙ্গ হেতুক ক্রিয়াঙ্গত্বই স্বীকার করা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্বই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ।—অতিদেশাচ্চ—অতিদেশহেতুকও। পূর্ব্বকথিত ইষ্টকচিত অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ, ঐ অগ্নির সহিত এক প্রকরণে পঠিত মনশ্চিতাদি অগ্নির অতিদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক তুলনা করা হেতুকও উহারা ক্রিয়াঙ্গই হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ষট্ত্রিংশৎ-সহস্র অগ্নিও অর্ক, তাঁহাদিগের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, যে পরিমাণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে" এই শ্রুতিতে এই অতিদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্যমূলক বাক্য মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্বই প্রতিপাদন করিতেছে, সাদৃশ্য না থাকিলে অতিদেশবিধির প্রবর্ত্তন হয় না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াঙ্গ ইষ্টকচিত অগ্নির সহিত মনশ্চিতাদি সাম্পাদিক অগ্নির অতিদেশ করায় মনশ্চিতাদিও ক্রিয়াঙ্গ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তাহাদিগের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, পূর্ব্বোক্ত অগ্নির যাহা পরিমাণ" এই শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত অগ্নির বীর্য্য বা ফলসাধন শক্তি মনশ্চিতাদি অগ্নিতে অতিদেশ করা হইয়াছে, এ জন্যও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত বা যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির প্রকারভেদ ও ক্রিয়াত্মক বলিয়া জানা যাইতেছে। সুতরাং ইষ্টকচিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞসম্পাদক, সেইরূপ মনশ্চিতাদিও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী বিদ্যাস্বরূপ ॥ ৪৬ ॥

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ।—বিদ্যৈব—নিশ্চয়ই বিদ্যাস্বরূপ, তু—আপত্তি-খণ্ডনসূচক, নির্দ্ধারণাৎ—অবধারণহেতুক। শ্রুতিনির্দ্ধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়তাসূচক বাক্য দ্বারা মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে বিদ্যাঙ্গ বলায় উহারা নিশ্চয়ই বিদ্যাস্বরূপ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত; মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াঙ্গ নহে, উহারা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যাস্বরূপ। শ্রুতি "সেই এই অগ্নি-সমূহ নিশ্চয়ই বিদ্যাচিত" "বিদ্যা বা উপাসনা দ্বারাই জ্ঞানীদিগের এই অগ্নি-সমূহ চিত অর্থাৎ সম্পাদিত হয়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রোক্ত সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে যে ক্রিয়াত্মক বলা হইয়াছে, এরূপ হইতে পারে না, পরন্তু বিদ্যাত্মক যজ্ঞসম্বন্ধীয়ই হইবে, কারণ, সেই এই অগ্নিসমূহ নিশ্চয়ই বিদ্যাচিত, বিদ্যা দ্বারাই এই সমস্ত অগ্নি জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক চিত বা সংগৃহীত হয়" শ্রুতিতে এই সমস্ত নির্দ্ধারণ বা নিশ্চয়তাসূচক বাক্য দেখা যায় ॥ ৪৭ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শনাচ্চ—দর্শন হেতুকও। ঐ সকলের স্বতন্ত্রতাজ্ঞাপক অপরাপর লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ" এই সূত্রে এই সমস্ত অগ্নির স্বাতন্ত্র্যবিষয়ক লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখান হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণেই "তাঁহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই গ্রহ অর্থাৎ হোমোপযোগী আধারসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই স্তব করিয়াছিলেন, যজ্ঞে যাহা কিছু করা হয়, যজ্ঞীয় যে কোন কর্ম মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাস্বরূপ, সেই সমস্ত মনশ্চিতাদি যজ্ঞে মনোময় করা হইয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গীভূত বিদ্যারূপ ক্রতুর বিষয় উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, এই যজ্ঞটিও নিশ্চয়ই বিদ্যাধর, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে ॥ ৪৮ ॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুত্যাদিবলীয়াস্ত্বাচ্চ—শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতুকও, ন—না, বাধঃ—বাধা। প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য বলবান্, এ জন্য প্রকরণবলে উহাদের স্বতন্ত্রতাবিষয়ে কোন বাধা ঘটিতে পারে না, বরঞ্চ ঐ তিনের দ্বারা প্রকরণ নিজেই বাধা প্রাপ্ত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, অঙ্গের প্রাপ্তিসম্ভাবনা না থাকিলে লিঙ্গও অসাধক হয় অর্থাৎ কার্য্য নির্ব্বাহক হয় না, আর তাহা হইলেই প্রকরণবলে ঐ সমস্ত অগ্নির ক্রিয়াঙ্গতা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রকরণসামর্থ্যানুসারে মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্ব নিশ্চয় করিয়া স্বাতন্ত্র্য মত বাধিত হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতিলিঙ্গসূত্রে প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য বলবৎ প্রমাণ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে ঐ শ্রুত্যাদিই মনশ্চিতাদি অগ্নি-সমূহের স্বাতন্ত্র্যের সাধক ও ক্রিয়াঙ্গতার নিষেধক বলিয়া

দৃষ্ট হয়। শ্রুতি আছে—"সেই এই অগ্নি-সমূহ বিদ্যা দ্বারাই চিত বা সমাহৃত" ইত্যাদি এই সমস্ত কারণে উহারা যে স্বতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়াঙ্গ নহে, এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থানে বিধি-সূচক কোন পদের ও স্বতন্ত্র ফলেরও উল্লেখ না থাকায় অথচ ইষ্টকচিত অগ্নির বিষয় যে প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই পঠিত হওয়ায় ক্রিয়াত্মক ক্রতুর সহিতই উহাদের সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে, সুতরাং ইহাদের স্বতন্ত্র বিদ্যারূপতা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন,—না, বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য, ইহাদের বলবত্তা হেতুক, শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা অবগত স্বতন্ত্র ও মনশ্চি-তাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ দুর্ব্বল প্রকরণের দ্বারা কখনই বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, "সেই এই অগ্নি-সমূহ নিশ্চয়ই বিদ্যাচিত "ইত্যাদি। এইরূপ বাক্য ও লিঙ্গ প্রমাণে অবগত হওয়া যায় যে, মনঃসম্পাদিত এই চয়ন বা সংগ্রহই মনশ্চিতাদির বিদ্যারূপত্বের বোধক ॥৪৯॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৫০॥

সূত্রার্থ।—অনুবন্ধাদিভ্যঃ—অনুবন্ধ, অতিদেশ ইত্যাদি হেতুক, প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ—শাণ্ডিল্যবিদ্যাদির স্বাতন্ত্র্যের ন্যায়, দৃষ্টশ্চ—দেখাও যায়, তদুক্তম্—তাহা উক্ত হইয়াছে। অনুবন্ধ শব্দে সম্পৎ উপাসনার নিমিত্ত মনোবৃত্তি-সমূহে ক্রিয়াঙ্গ-সমূহের যোজনাকে বুঝায়, এই অনুবন্ধ, অতিদেশ, শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য এই পাঁচটি হেতু বশতঃ মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের স্বাতন্ত্র্যই সমর্থিত হয়। যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা অনুবন্ধাদি

হেতু স্বতন্ত্র উপাসনা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। স্থানান্তরে এইরূপ দেখাও যায়। এ সম্বন্ধে জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসায় উক্তি আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু, "সেই সমস্ত অগ্নি মনের দ্বারা আহিত হয়, মনের দ্বারাই সংগৃহীত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত স্থানে যাহা কিছু ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সমস্তই মনোব্যাপারের অধীন বা ধ্যান দ্বারা সম্পাদনীয়,"এ জন্যও প্রকরণকে উপেক্ষা করিয়া মনশ্চিতাদির স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। ঐ অনুবন্ধ অর্থাৎ মানসিক ব্যাপার-সমূহে যজ্ঞাঙ্গের যোজনার ফল সম্পৎ অর্থাৎ চিত্তের সম্যক্‌রূপে তদ্গতভাবোৎপাদন করা। অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ-সমূহ সাক্ষাৎভাবে পাইলে মনে মনে কেহ চিন্তা করে না, এই জন্যই উক্ত দ্রব্য-সমূহকে তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতে হয়, আর এই জন্যই উহাদিগকে যজ্ঞাঙ্গ বলা যায় না, অতএব এই অনুবন্ধ অর্থাৎ মনো-ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতুক মনশ্চিতাদির স্বতন্ত্রতা। অনুবন্ধাদি এই আদিপদ দ্বারা অতিদেশ, শ্রুতি ইত্যাদিকে বুঝাইবে। যেমন প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনা-সমূহ নিজ নিজ অনুবন্ধের দ্বারা কর্ম্ম-সমূহ হইতে ও অন্যান্য উপাসনা-সমূহ হইতে স্বতন্ত্র, এই মনশ্চিতাদিও সেইরূপ কর্ম্ম, যজ্ঞাঙ্গ ও অন্য উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র ॥ ৫০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, বিধিসূচক প্রত্যয় ও ফল-সম্বন্ধের উল্লেখ না থাকায় ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাত্মক যজ্ঞ হইতে পারে না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ইষ্টকচিত ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে এই বিদ্যাময় যজ্ঞ যে পৃথক্, তাহা পার্থক্যবোধক অনুবন্ধ প্রভৃতি হইতেও জানা যায়। অনুবন্ধ শব্দের অর্থ

—যজ্ঞের সহিত অনুবন্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত গ্রহ, স্তোত্র, শস্ত্র ইত্যাদি। অনুবন্ধাদি এই আদি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অনুবন্ধ, শ্রুতি ইত্যাদি হইতে জানা যায়, ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে বিদ্যাময় যজ্ঞ পৃথক্। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ দহরবিদ্যাদি যেমন ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে পৃথক্, এই মনশ্চিতাদিও সেইরূপ পৃথক্। এইরূপে অনুবন্ধাদি দ্বারা ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে বিদ্যাময় যজ্ঞের পার্থক্য নির্ণীত হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিধিরও কল্পনা করা যাইতে পারে, অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে স্থানান্তরেও বিধির কল্পনা দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে "অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা অসিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্ত বাক্যসমূহ বিধিরূপে পরিকল্পিত হয়" এই পূর্ব্ব-মীমাংসোক্ত বাক্যে কথিত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৫১ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, সামান্যাদপি—সমানতাবশতও, উপলব্ধেঃ—উপলব্ধি হেতুক, মৃত্যুবৎ—মৃত্যুশব্দের প্রয়োগের ন্যায়, ন—না, হি—নিশ্চয়, লোকাপত্তিঃ—লোক অর্থাৎ স্থানপ্রাপ্তি। তাহাও মনোগ্রাহ্য, মনশ্চিতাদিও মনোগ্রাহ্য, এই মনোগ্রাহ্য বিষয়ে সমানতা থাকিলেও মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গতা কল্পনা করা যাইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি, লিঙ্গ ইত্যাদি হইতে ঐ সকলের কেবল পুরুষার্থতা অর্থাৎ উপাসকের গুণার্থই উপলব্ধি হয়। যেমন অগ্নি ও আদিত্যপুরুষ সমান হইলেও মৃত্যু এই বিশেষণ পদ থাকায় এ উভয়ের সমানতা উপলব্ধি হয় না, সমিৎ প্রভৃতি বিষয়ে সমানতা থাকিলেও এই লোকের যেমন অগ্নিসাম্য নাই, এ স্থানেও সেইরূপ সাম্য নাই বলিয়াই জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে মানসগ্রহের ন্যায় অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণ করিতেছি ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিবে, এইরূপ বলিয়া, পরে তাহার সহিত মনশ্চিতাদি অগ্নির সমানতার বিষয় বলা হইয়াছে, সেই বিষয়ে বলিতেছেন, মানসগ্রহ বিষয়ে সমানতা থাকিলেও মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াঙ্গমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি প্রভৃতি হেতু হইতে ঐ অগ্নিসমূহের কেবল পুরুষার্থতা অর্থাৎ উপাসকের চিন্তনীয় বিষয় বলিয়াই উপলব্ধি হয়। কোন পদার্থের সহিত কোন পদার্থের কোনরূপ সাদৃশ্যই নাই, এরূপ হয় না, কোন না কোন বিষয়ে একটু সাদৃশ্য থাকিবেই, কিন্তু তাহাই বলিয়া তাহারা পরস্পর সমান, ইহা বলা যায় না। দেখ, শ্রুতি আছে—"এই মণ্ডলে যিনি পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু" "অগ্নিই মৃত্যু" এ স্থলে অগ্নি ও আদিত্য মৃত্যু শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সমান হইলেও তাঁহাদের উভয়ের আত্যন্তিক সাম্য হইতে পারে না। এইরূপ "হে গৌতম! এই লোক অগ্নি, আদিত্য ইহার সমিৎ" এ স্থলেও সমিৎ প্রভৃতি বিষয়ে সাম্য থাকিলেও এই লোক যেমন অগ্নিভাবাপন্ন হইতে পারে না, এ স্থলেও সেইরূপ জানিবে ॥ ৫০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অতিদেশের দ্বারা উভয়েরই সমান কার্য্যকারিতা অবগত হওয়ায় মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্বন্ধী বলিয়াই জানা যায়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—অতিদেশবিধান হেতুক মুখ্যকার্য্যেরই তুল্যতা সম্ভব হইতে পারে, মুখ্যকার্য্যের অন্তঃপাতী অবান্তরকার্য্যেরও যে তুল্যতা হইবে, এরূপ হইতে পারে না, যাহা দ্বারা এই মনশ্চিতাদির ক্রিয়াময় যজ্ঞাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে; কারণ, যে কোন সামান্যমাত্র সাদৃশ্য থাকিলেই অতিদেশ হইতে পারে। স্থানান্তরে দেখা যায়, "যিনি এই

মণ্ডলে পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু" ইত্যাদি স্থানে কেবলমাত্র সংহারকর্তৃত্ব-রূপ সাদৃশ্য থাকাতেই মৃত্যুরূপত্বের অতিদেশ অর্থাৎ একের ধর্মের অন্যত্র আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর যে লোক বা দেশ, মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ বা আদিত্যের সেই লোকপ্রাপ্তি হয় না; এইরূপ এ স্থানেও মনশ্চিতাদি অগ্নির সহিত ইষ্টকচিত অগ্নির সাধর্ম্য অতিদেশ করাতেই ইষ্টকচিত অগ্নির যে স্থানরূপ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ, তাহাতে মনশ্চিতাদিও অন্তর্ভূত হইবে, এরূপ হইতে পারে না; সুতরাং এ স্থানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইষ্টকচিত অগ্নির দ্বারা কৃত যজ্ঞের যে ফল, মনশ্চিতাদিরও বিদ্যাময় যজ্ঞের দ্বারা সেই ফলই হইয়া থাকে, অতিদেশ-বিধান দ্বারা ইহাই মাত্র অবগত হওয়া যায়॥ ৫১ ॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ।—পরেণ চ—পরবর্ত্তী বাক্যেও, শব্দস্য—ব্রাহ্মণ-বাক্যের, তাদ্বিধ্যং—তথাবিধভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যাপরত্ব, ভূয়স্ত্বাৎ—অগ্নিবাহুল্য হেতুক, তু—কিন্তু, অনুবন্ধঃ—সম্বন্ধনির্দ্দেশ। পূর্ব্বেও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যবিধি উক্ত হইয়াছে, পরেও তাহাই হইয়াছে, সুতরাং মধ্যবর্ত্তী মনশ্চিতাদি বাক্যেরও তথাবিধত্ব অর্থাৎ উক্ত বাক্যেও বিদ্যার স্বতন্ত্রতাই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যা বা উপাসনা দ্বারা বহু অগ্নি সম্পাদন করিতে হয় বলিয়াই অনুবন্ধ অর্থাৎ ক্রিয়াগ্নির সহিত একত্রে উচ্চারণ করিতে হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই লোকই অগ্নিচিত" পরবর্ত্তী এই ব্রাহ্মণবাক্যেও মনশ্চিতাদি শব্দের কেবল বিদ্যাঙ্গতা উপলব্ধি হইতেছে, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নির বিধি নহে। এইরূপ "এই

যে মণ্ডল তাপ প্রদান করিতেছেন” ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যেও বিদ্যার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। “সে ব্যক্তি অমৃত হয়, মৃত্যু যাহার আত্ম-স্বরূপ হয়” ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যার ফল বর্ণনা করিয়া বাক্যের উপসংহার করায় উক্ত বাক্যের কর্ম্মপ্রধানতা অস্বীকার করা হইয়াছে। সেই প্রস্তাব ও এই প্রস্তাব উভয়ের তুল্যতা বশতঃ এ স্থানেও কর্ম্মাঙ্গতা নিষেধ, সুতরাং বিদ্যারই প্রাধান্য দেখান হইয়াছে। এই বিদ্যাতে অগ্নির বহু অবয়ব বা অংশ সম্পাদন করিতে হইবে, এই জন্যই বিদ্যাকে অগ্নির সহিত অনুবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন, কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া করেন নাই; অতএব মনশ্চিতাদি যে কেবল বিদ্যাত্মক, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৫২ ॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-বাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিতাদিবাচক শব্দের তথাবিধত্ব অর্থাৎ বিদ্যাময় যজ্ঞার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। “এই লোকই অগ্নি-চিত, জল তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে” ইত্যাদি পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্য “যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপ জানেন, তিনি ভূতসমূহের প্রীতিসম্পাদন-কারীদিগের যে লোক, সেই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হন” ইত্যাদিরূপ পৃথক্ ফলোৎপাদক বিদ্যারই বিধান করিয়াছেন। এইরূপ বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিদ্যাই বিহিত হইয়াছে। অতএব কেবল ক্রিয়াই যে অগ্নিরহস্যের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা নহে, বিদ্যাও তাহার প্রতিপাদ্য। ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বিদ্যাত্মক মনশ্চিতাদি বিষয়সমূহ জ্ঞানকাণ্ড বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এ স্থানে তাহার উল্লেখ করা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মনশ্চি-তাদিতেও সম্পাদনীয় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য থাকায় তাহার সন্নিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিতাদির অনুবন্ধ বা উল্লেখ করা হইয়াছে ॥৫২॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥

সূত্রার্থ।—একে—কেহ কেহ, আত্মনঃ—আত্মার, শরীরে—দেহে, ভাবাৎ—বিদ্যমানতা বশতঃ। কোন কোন বাদী বলেন, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত এই দেহকেই আত্মা বলেন, কারণ, দেহের সদ্ভাবেই আত্মার সদ্ভাব, দেহের অভাবে আত্মারও অভাব হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বন্ধমোক্ষাধিকারসিদ্ধির নিমিত্ত দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিতেছেন। আত্মা যদি দেহ হইতে পৃথক্ পদার্থ না হয়, তাহা হইলে পরলোকে স্বর্গাদিফলসূচক বিধিবাক্য-সমূহের কোন সার্থকতাই থাকে না, বিশেষতঃ কাহারই বা ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি-বিষয়ে উপদেশ করিবেন? যদি বল, দেহব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব ত পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, তবে আবার নূতন করিয়া কি প্রমাণ করিবে? তাহার উত্তর—ভাষ্যকার আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু জৈমিনিকৃত এমন কোন সূত্র নাই, যাহার দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করা যায়, এই জন্যই সূত্রকার ব্যাস স্বয়ং আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিতেছেন। পূর্ব্বাধিকরণে প্রকরণের উৎকর্ষ-স্বীকার দ্বারা মনশ্চিতাদির পুরুষার্থতা অর্থাৎ উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গবিশেষ, এইরূপ কথিত হইয়াছে। পুরুষার্থতা শব্দে পুরুষ শব্দের উল্লেখ হওয়ায় "পুরুষ কে?" এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় পুরুষ-নির্ণয়ের নিমিত্ত দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বিচারের পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে নাস্তিকপক্ষ উত্থাপন করিয়া পরে অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হয় বলিয়া এই সূত্রের অবতারণা

করিতেছেন। দেহমাত্রেই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোকায়তিক বা চার্ব্বাক-গণ দেহব্যতিরিক্ত অন্য আত্মা নাই, এইরূপ মনে করে। তাহারা মিলিত বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত পৃথিব্যাদি বাহ্যিক ভূতসমূহে চৈতন্য দৃষ্ট না হইলেও দেহাকারে পরিণত ভূতসমূহে চৈতন্য আছে, এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া মদশক্তির ন্যায় সেই ভূতসমূহ হইতেই চৈতন্য নামক বিজ্ঞান এবং সেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ বা আত্মা, এইরূপ বলে। দেহ ব্যতীত স্বর্গ বা মোক্ষলাভোপযোগী আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এই দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত, ইহার অনুকূল হেতুও তাহারা দেখায়, শরীরে সদ্ভাব হেতুক, যে বস্তুর অস্তিত্বে যাহার অস্তিত্ব, যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, তাহা তাহারই ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়, যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নির ধর্ম্ম, অগ্নির সদ্ভাবেই উষ্ণতাদির সদ্ভাব, অগ্নির অভাবেই উহাদের অভাব হয়। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহাদের মতে প্রাণের চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম; ঐ সমস্ত দেহাভ্যন্তরেই অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি হয়, বহির্দ্দেশে হয় না। ধর্ম্মী ব্যতিরিক্ত যখন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, তখন উহারা দেহেরই ধর্ম্ম হইবে, অতএব দেহ ব্যতীত পৃথক্ একটা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন॥ ৫৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমস্ত পরবিদ্যায় উপাস্য ও উপাসনার স্বরূপ যেমন জ্ঞাতব্য, উপাসকের স্বরূপও তেমনই জ্ঞাতব্য, এইরূপ উক্তি আছে। ইহার পরেও "আত্মেতি তূপয়ন্তি" ইত্যাদি সূত্রে জীবাত্মার পরমাত্মরূপে চিন্তা করার বিষয়ও বলা হইবে। এ স্থানে সংশয়, এই জীবাত্মাই কি কর্ত্তা, ভোক্তা, ইহ ও পরলোকে বিচরণসমর্থ? অথবা প্রজাপতিবাক্যে কথিত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট পরমাত্মা? এই সংশয়ে কেহ কেহ বলেন, প্রত্যগাত্মা বা

জীবাত্মাই এ স্থানে জাতৃত্বাদি আকারবিশিষ্ট বলিয়া অভিমত, কারণ, এই উপাসকের শরীরে সেই আত্মারই সদ্ভাব রহিয়াছে। দেহে বর্ত্তমান জীবের সেই রূপই স্বরূপ, এবং সেই রূপ অর্থাৎ জাতৃত্বাদি ধর্ম্মের চিন্তার দ্বারাই তাহার ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে। এ স্থানে অপর একটি প্রশ্ন হইতে পারে, "পুরুষ অর্থাৎ উপাসক ইহলোকে যেরূপ যাগাদি অনুষ্ঠান করেন, এ স্থান হইতে পরলোকে গমন করিয়া সেইরূপই হন" এই বিশেষ বচনানুসারে ইহাই বুঝায় যে, অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তর—না, এরূপ হইতে পারে না, "তাঁহাকে যেমন যেমন উপাসনা করে" এই বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ শ্রুতি উপাস্যবিষয়েই কথিত, উপাসকবিষয়ে নহে ॥ ৫৩ ॥

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ * ॥ ৫৪ ॥

সূত্রার্থ।—ব্যতিরেকঃ—ভিন্নতা, তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ—দেহের সদ্ভাবেও প্রাণচেষ্টাদির অভাব হেতুক, ন—না, তু—কিন্তু, উপলব্ধিবৎ—উপলব্ধির ন্যায়। দেহ ভিন্ন আত্মা বলিয়া পৃথক্ কোন পদার্থ নাই, ইহা বলিতে পার না, দেহ ও আত্মা ভিন্ন পদার্থ, কারণ, মৃত্যুর পর দেহসত্ত্বেও প্রাণচেষ্টাদি ধর্ম্ম দেহে থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, উপলব্ধির ন্যায় অর্থাৎ তোমরা যেমন উপলব্ধা বা বিষয়ানুভবকর্ত্তাকে বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর, আমরা তেমনই আত্মাকে সমস্ত বিষয় হইতে পৃথক্ বলিয়াই উপলব্ধি করি।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহ হইতে

---

* শ্রীভাষ্যকার "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ" এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আত্মা পৃথক্ নহে, এই যা বলা হইয়াছে, তাহা সত্য নহে, দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ই, কারণ, দেহের সদ্ভাবে সদ্ভাব বশতঃ আত্মার ধর্মসমূহকে যদি দেহধর্ম বলিয়াই মনে কর, তাহা হইলে দেহের সদ্ভাবেও অভাব বশতঃ তাহারা যে তাহার ধর্ম নহে, এ কথা কেন মনে কর না? মৃত্যুর পর দেহ বিদ্যমান থাকিতেও প্রাণচেষ্টাদি ধর্ম যখন বিদ্যমান থাকে না, তখন তাহাদিগকে দেহধর্ম না বলিয়া আত্মধর্মই ত স্বীকার করিতে হয়। দেহধর্ম রূপাদি অন্য ব্যক্তি কর্তৃকও উপলব্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মধর্ম চৈতন্য স্মৃতি প্রভৃতি ত অন্য কর্তৃক উপলব্ধ হয় না, অতএব আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক্ পদার্থ, এই সিদ্ধান্তই সাধু সিদ্ধান্ত ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্বসূত্রোক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞাতৃত্বাদিরূপেই যে অনুসন্ধান বা চিন্তা করিতে হইবে, এরূপ কথা হইতে পারে না, পরন্তু এই আত্মার সংসার-দশা হইতে মোক্ষদশায় সম্পূর্ণ পৃথক্ যে অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম, সেই ধর্মই অনুসন্ধেয় অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় আত্মার যে রূপ, উপাসনাকালে সেই রূপেই তাঁহার ধ্যানাদি করিবে, কারণ, তদ্ভাবভাবিতা অর্থাৎ সেইরূপেই প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, "পুরুষ এই লোকে যেরূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে, এ স্থান হইতে প্রয়াণ করিয়াও সেইরূপই ভাব প্রাপ্ত হয়" "যেরূপ যেরূপ ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করে, সেইরূপই হয়" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে উপাসনানুযায়ী ফলপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়, সুতরাং উক্তরূপ চিন্তা বা ধ্যানাদি দ্বারাই অপহতপাপ্মত্বাদি রূপ প্রাপ্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, উপলব্ধির ন্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি যেরূপ ব্রহ্মের যথাযথ স্বরূপ বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই শ্রুতি কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, আত্মোপলব্ধিও সেইরূপ আত্মার যথাযথ স্বরূপবিষয়কে অবলম্বন করিয়াই প্রযুক্ত হইবে ॥ ৫৪ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৫ ॥

সূত্রার্থ।—অঙ্গাববদ্ধাঃ—কর্ম্মাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তু—কিন্তু, ন—না, শাখাসু—শাখাসমূহে, হি—সেইরূপই, প্রতিবেদম্—প্রত্যেক বেদে। উদ্‌গীথাদি যজ্ঞাদিকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কতকগুলি অঙ্গ সেই সেই শাখাতেই আবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখাতেই সেই একই উপাসনা কথিত হইয়াছে জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা সমাহিত হইল, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের পুনরালোচনা করা যাইতেছে। "উদ্‌গীথাঙ্গ 'ওম্' এই অক্ষরের উপাসনা করিবে" "লোকসমূহে পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবে" ইত্যাদি উদ্‌গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের সহিত সংসৃষ্ট বহু প্রত্যয় বা জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাবিশেষ প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিহিত হইয়াছে। সেই সমস্ত উপাসনাবিশেষ কি সেই সেই শাখাগত উদ্‌গীথাদিবিষয়েই বিহিত হইয়াছে? অথবা সমস্ত শাখাতেই বিহিত হইয়াছে? প্রত্যেক শাখাতেই স্বরাদিগত ভেদ থাকায় উদ্‌গীথাদিরও ভেদ হইবে, এই সন্দেহেই উক্ত প্রশ্ন করা হইয়াছে। আলোচনা দ্বারা প্রথমেই মনে হয়, নিজ নিজ শাখাগত উদ্‌গীথাদি বিষয়েই উহা বিহিত হইয়াছে, কারণ, সান্নিধ্য অর্থাৎ নিজ নিজ শাখাতেই ঐ বিধানগুলি অবস্থিত। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—সেই সমস্ত উপাসনা প্রত্যেক বেদের সেই সেই শাখাতেই আবদ্ধ নহে, পরন্তু সর্ব্বশাখাতেই বিহিত হইবে, কারণ, "উদ্‌গীথাদি" এই শব্দের পার্থক্য কোন শাখাতেই নাই। সান্নিধ্য অপেক্ষা শ্রুতি বলবান্, সুতরাং সান্নিধ্যবশতঃ সামান্য-শ্রুতি

বিশেষ বিশেষ স্থানে যে আবদ্ধ থাকিবে, এ ব্যবস্থা ন্যায্য নহে, অতএব স্বর, প্রয়োগ ইত্যাদির ভেদ থাকিলেও উদ্গীথাদির ভেদ না থাকায় এই জাতীয় প্রত্যয় বা উপাসনা-সমূহ সমস্ত শাখাতেই প্রযোজ্য হইবে॥ ৫৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ওঁম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে" "লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে" ইত্যাদি যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি-সংস্পৃষ্ট বহু উপাসনা বিহিত আছে, ঐ সমস্ত উপাসনা কি যে যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, সেই সেই শাখাতেই আবদ্ধ? অথবা সমস্ত শাখোক্ত উদ্গীথাদিতেই প্রযোজ্য? সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব অর্থাৎ এক স্থানে উক্ত উপাসনা স্থানান্তরেও উপসংহৃত হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও প্রত্যেক ভেদে স্বরভেদ থাকায় উদ্গীথাদিও ভিন্ন, এ জন্য যে যে উদ্গীথ যে যে শাখায় উক্ত, সেই সেই শাখাতেই তাহা নিয়মিতভাবে আবদ্ধ থাকিবে, এরূপ আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে। ইহার বিচার করিতে গেলেও প্রথমেই মনে হয়, সেই সেই শাখাতেই আবদ্ধ থাকিবে, কারণ, "উদ্গীথ উপাসনা করিবে" এ স্থলে সাধারণভাবে উদ্গীথ উপাসনার উল্লেখ থাকিলেও সেই শাখাতেই আবার নানাবিধ স্বরসংযুক্ত বিশেষ বিশেষ উদ্গীথের সান্নিধ্য বশতঃ সেই শাখায় উক্ত উদ্গীথবিশেষে সেই উপাসনা পর্য্যবসিত হওয়াই সঙ্গত। এইরূপ অন্যান্য উপাসনাও সেই সেই শাখাতেই নিয়মিতভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি-সংস্পৃষ্ট উপাসনা-সমূহ সেই সেই শাখাতেই আবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু প্রত্যেক বেদ অর্থাৎ সমস্ত শাখাতেই তাহারা পরিগৃহীত হইবে, যে হেতু, শ্রুতি কর্তৃকই ঐ সমস্ত উপাসনা উদ্গীথাদি অঙ্গমাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে, এ জন্য যে যে স্থানে উদ্গীথাদি আছে, সেই সেই স্থানেই উহারা সম্বন্ধযুক্ত হইবে। স্বরভেদ বশতঃ উদ্গীথ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও

কেবলমাত্র সাধারণভাবে উদ্গীথ শব্দের উল্লেখ থাকায় সমস্ত উদ্গীথই উপাসনায় সন্নিহিত, এ অবস্থায় উপাসনার একত্র আবদ্ধ থাকা বিষয়ে কোথাও কোন প্রমাণ নাই, অতএব শাখাভেদে উপাসনার ভেদ হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্রাদিবৎ বাঽবিরোধঃ ॥ ৫৬ ॥

সূত্রার্থ।—মন্ত্রাদিবৎ—মন্ত্র প্রভৃতির ন্যায়, বা—অথবা, অবিরোধঃ—বিরোধ নাই। অথবা মন্ত্র ইত্যাদির দৃষ্টান্তানুসারে বিরোধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অথবা মন্ত্রাদি যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না, তদ্রূপ এক শাখায় উক্ত উদ্গীথাদি বিষয়ে অন্য শাখায় উক্ত উপাসনা কিরূপে পরিগৃহীত হইবে, এরূপ বিরোধের আশঙ্কাই হইতে পারে না। দেখ, কোন এক শাখায় প্রথম উপদিষ্ট মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ শাখান্তরেও উপসংগৃহীত হইতে দেখা যায়। যজুঃশাখায় "কুটরুরসি" তণ্ডুল-পেষণের নিমিত্ত প্রস্তর-গ্রহণের এই মন্ত্রটি নাই, কিন্তু না থাকিলেও অন্য শাখা হইতে তাহা গৃহীত হইতে দেখা যায়। ঐ মন্ত্রটি যজুঃশাখায় "কুক্কুটোঽসি, কুটরুরসি বা" এই ভাবে পঠিত হইয়াছে। এইরূপ বহু মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, এ জন্য এক স্থানোক্ত কর্ম্মাঙ্গ-সমূহ সর্ব্বত্রই যেমন অনুবর্ত্তন করিতে পারে, এইরূপ এক স্থানোক্ত প্রত্যয় বা উপাসনা-সমূহও অন্য স্থানে অনুবর্ত্তন করিতে পারে, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না ॥ ৫৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সূত্রোক্ত 'আদি' শব্দে জাতি, গুণ, সংখ্যা, সাদৃশ্য, ক্রম, দ্রব্য ও কর্ম্ম বুঝাইবে। এক

একটি শাখাতে পঠিত মন্ত্রাদি যেমন তাহাদের অঙ্গী বা প্রধানভূত ক্রতু সমস্ত শাখাতেই এক প্রকার হওয়ায় শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণানুসারে সমস্ত শাখাতেই প্রয়োগ বিরুদ্ধ হয় না, এ স্থলেও সেইরূপ বিরোধ হয় না জানিবে ॥ ৫৬ ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্ তথা হি দর্শযতি ॥ ৫৭ ॥

সূত্রার্থ।—ভূম্নঃ—সমগ্রের, ক্রতুবৎ—কর্ম্মকাণ্ডোক্ত সাঙ্গ যজ্ঞের ন্যায়, জ্যায়স্ত্বং—প্রাধান্য, তথা—সেই রূপই, হি—যে হেতুক, দর্শয়তি—দেখাইয়াছেন। বৈশ্বানর বিদ্যায় পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে উপাসনার পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের প্রাধান্য নাই, কারণ, সে সকল উপাসনা প্রধান উপাসনারই অঙ্গস্বরূপ, অতএব অঙ্গস্বরূপ প্রধানের উপাসনাই বলবৎ। প্রধান বা মুখ্য যাগ যেমন কতকগুলি অঙ্গযাগের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, বৈশ্বানর উপাসনাও সেইরূপ অঙ্গস্বরূপ কতকগুলি উপাসনার সহিত মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"প্রাচীন শাল ও ঔপমন্যব নামক আখ্যায়িকায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ প্রতি অঙ্গের ও মিলিতভাবে অর্থাৎ সমগ্রাঙ্গের বৈশ্বানর উপাসনাবিষয়ে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে সংশয়—শ্রুতি ঐ উপাসনা কি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ও মিলিতভাবে দুই ভাবেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন? অথবা সমগ্রভাবেই বলিয়াছেন? উক্ত শ্রুতিতে যে সমস্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে ও তাহার ফলের বিষয় যাহা উল্লিখিত আছে, সে সমস্ত আলোচনা করিলে মনে হয়, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনার বিষয়ই বলা হইয়াছে।

এই সংশয়-নিরাসার্থ বলিতেছেন—ঐ আখ্যায়িকাবাক্যে ভূমা অর্থাৎ সমগ্র অবয়ববিশিষ্ট বৈশ্বানর উপাসনারই জ্যায়স্ত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য বলা হইয়াছে, প্রত্যেক অবয়বের উপাসনা বলা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব উপাসনা এক করিয়া বৈশ্বানর উপাসনার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞের ন্যায়। দর্শযাগ পূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ প্রযাজ অনুযাজ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গযাগের সহিত যথাবিধি সম্পাদিত হইলে যেমন প্রধান যাগ নিষ্পন্ন হয়, একটি বা দুইটি অঙ্গের সহিত দর্শাদি যাগের অনুষ্ঠানে যেমন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব উপাসনার সহিত বৈশ্বানর উপাসনা করিলে সাঙ্গ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, কারণ, ভূমা বা সমগ্রেরই জ্যায়স্ত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য বা মুখ্যতা। শ্রুতিও সেইরূপই অর্থাৎ ভূমারই জ্যায়স্ত্ব দেখাইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"প্রাচীনশাল ঔপমন্যব" এইরূপে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যা নামক এক প্রকার উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহাতে স্বর্গ, আদিত্য, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবীরূপ অবয়ববিশিষ্ট ত্রৈলোক্যরূপ দেহধারী বৈশ্বানর নামক পরমাত্মা উপাস্য, এইরূপ উক্তি আছে। এ স্থলে সংশয় এই যে, ত্রৈলোক্যরূপ দেহধারী এই বৈশ্বানর আত্মার প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা কর্ত্তব্য ? অথবা সমস্ত অবয়ব মিলাইয়া সম্পূর্ণের উপাসনা কর্ত্তব্য ? বিচারে প্রথমেই মনে হয়, ঐ বাক্যের আরম্ভকালেই যখন পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার ও ফলবিশেষের উপদেশ আছে, তখন প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই কর্ত্তব্য। অপর কেহ কেহ বলেন, যেমন প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ উপাসনা কর্ত্তব্য, তেমনই সমস্তেরও উপাসনা কর্ত্তব্য, কারণ, তাহারও স্বতন্ত্র ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—ভূমা অর্থাৎ বিপুল বা সমস্তেরই জ্যায়স্ত্ব বা প্রামাণিকতা, কারণ, ঐরূপেই পূর্ব্বাপর সমস্ত বাক্যের ঐক্য দেখা যায়। পূর্ব্বাপর বাক্য-সমূহের একবাক্যতার দ্বারা ইহাই নিশ্চিত করা যায় যে, প্রধানভূত বৈশ্বানরের অবয়ববিশেষের উপাসনা ও তাহার ফলনির্দ্দেশ, তাহা কেবল সমস্ত বৈশ্বানর উপাসনার একাংশেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখমাত্র। বৈশ্বানর ক্রতু বা যজ্ঞই তাহার দৃষ্টান্ত, "পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে দ্বাদশকপাল অর্থাৎ দ্বাদশটি পাত্রে কৃতসংস্কার বৈশ্বানর যাগের অনুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদি, পূর্ব্ববিহিত যজ্ঞেরই এক-দেশসমূহ "যে অষ্টকপালযাগ হয়" ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত বা পুন-রুল্লিখিত হইয়াছে"; এ স্থানেও সেইরূপ সমস্তেরই উপাসনা স্থায্য, প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ নহে, শ্রুতিও পৃথক্ উপাসনায় "যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইত" "অন্ধ হইতে" ইত্যাদি অনর্থ দেখাইয়া সমস্তোপাসনারই সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৮ ॥

সূত্রার্থ।—নানা—বিবিধ, শব্দাদিভেদাৎ—শব্দ প্রভৃতির ভেদ বশতঃ। সর্ব্বত্রই উপাস্য এক হইলেও তত্ত্বোধক শব্দ, গুণ ও ফল প্রভৃতির ভেদ দৃষ্ট হওয়ায় বিদ্যা বা উপাসনা বিবিধ প্রকার হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বাধি-করণে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল উল্লিখিত থাকিলেও সমস্তের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা মনে হয়, অন্যান্য শ্রুত্যুক্ত উপাসনা-সমূহও সমস্তই হইবে। আরও দেখ, উপাস্য যখন এক, তখন উপাসনার

ভেদ থাকিতে পারে না, সমস্ত উপাসনাই এক। বিবিধ প্রকার শ্রুতি থাকিলেও বেদ্য বা উপাস্য ঈশ্বর একই, সুতরাং বিদ্যা বা উপাসনার পূর্ণতা-সম্পাদনের নিমিত্ত নিজ শাখা বা শাখান্তরোক্ত একই উপাস্যের আশ্রিত গুণ-সমূহ উপসংহৃত হওয়া উচিত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই একত্র করিয়া সর্ব্বশাখাতেই তাহা গ্রহণ করা উচিত। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—উপাস্য দেবতার ভেদ না থাকিলেও শব্দাদির ভেদ বশতঃ এইরূপ প্রকার বিদ্যা বা উপাসনা ভিন্নই হইবে, এক নহে। বিধিবোধক শব্দের ভেদ দেখ, কোন স্থানে আছে—"যে জানে", কোন স্থানে আছে—"উপাসনা করিবে", "তিনি ক্রতু অর্থাৎ সঙ্কল্প করিবেন" ইত্যাদি। শব্দের ভেদ যে কর্ম্মভেদের হেতু, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সূত্রের "আদি" শব্দ দ্বারা গুণ, কর্ম্ম ইত্যাদি ভেদহেতুসমূহ যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে॥ ৫৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই যে বিদ্যার একমাত্র ফল, সেই সদ্বিদ্যা, ভূমবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই এক শাখাগতই হউক আর অন্য শাখাগতই হউক, সে সমস্তই, ইহা ব্যতীত একই ফলপ্রদ প্রাণবিদ্যা প্রভৃতিকেও এই সূত্রের উদাহরণ বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত বিদ্যাই কি এক? অথবা ভিন্ন ভিন্ন? এই সংশয়-নিবারণের নিমিত্ত আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, একই বিদ্যা, এই মত স্থির করাই সঙ্গত, কারণ, বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য ব্রহ্ম যখন এক, এবং বেদ্যই হইতেছে বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ, অতএব স্বরূপের একত্ব সিদ্ধ হওয়ায় উপাসনাও একই হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—শব্দাদির ভেদ বশতঃ বিদ্যা নানা অর্থাৎ পৃথক্ই হইবে। শব্দাদি এই "আদি" শব্দে অভ্যাস, গুণ, সংখ্যা, প্রক্রিয়া ও নামেরও গ্রহণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ

স্থানে শব্দভেদাদি দ্বারা বিধেয় অর্থাৎ উপাস্যের ভেদ-বোধক অনুবন্ধ অর্থাৎ ধাতুসমূহের অর্থাদি-ভেদ দেখা যায়। "বেদ" অর্থাৎ জানিবে, "উপাসীত" অর্থাৎ উপাসনা করিবে, ইত্যাদি শব্দ-সমূহ যদিও জ্ঞানাত্মক উপাসনার পুনঃ পুনরাবৃত্তিবাচক আর ঐ প্রত্যয় বা জ্ঞান-সমূহও এক-মাত্র ব্রহ্মবিষয়ক, তাহা হইলেও সেই সেই প্রকরণে উক্ত জগদেক-কারণত্ব অপহতপাপ্মত্বাদি বিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনবোধক জ্ঞানেরই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিরূপ' বিদ্যার ভেদোৎপাদন করে। বিশেষতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলজনক উপাসনার বাচক বাক্য-সমূহ প্রত্যেক প্রকরণেই নিরাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ অন্য কোন বিদ্যার সহিত সম্বন্ধবিরহিতভাবে বিলক্ষণ বা বিশেষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যাকেই বুঝাইতেছে, ইহা নিশ্চিত হইতেছে, অতএব বিদ্যা যে নানা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৫৮ ॥

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

সূত্রার্থ।—বিকল্পঃ—পাক্ষিক, অবিশিষ্টফলত্বাৎ—ফল-সাম্য হেতুক। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে যে সমস্ত উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাদের ফল সম্বন্ধে কোন পার্থক্য না থাকায় ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান বিকল্প বা পাক্ষিকই বলিয়া জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্যা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন, ইহা স্থির করিয়া এক্ষণে বিচার করা যাইতেছে,—এই সমস্ত উপাসনার সমুচ্চয় অর্থাৎ উপাসক স্বেচ্ছায় সমস্তগুলিই অবলম্বন করিবেন? অথবা নিয়মিতভাবে বিকল্প অর্থাৎ যে কোন একটি অবলম্বন করিবেন? বিচারের প্রথমেই মনে হয়, বিদ্যা যখন বিভিন্ন, তখন সমুচ্চয় পক্ষ অবলম্বনের কোন কারণ দেখা যায় না। যদি বল, অগ্নিহোত্র,

দর্শ, পূর্ণমাস ইত্যাদি যজ্ঞের সমুচ্চয়-নিয়ম ত দেখা যায়, এ স্থানেই বা সমুচ্চয় হইবে না কেন? তাহার উত্তর, ঐ সকল যাগের নিত্যতা অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা শ্রুতি আছে, না করিলে প্রত্যবায় হয়, কিন্তু বিদ্যা সম্বন্ধে সেরূপ কোন শ্রুতি না থাকায় সমুচ্চয়-নিয়ম হইতে পারে না। আবার যে উপাসক কোন একটি বিশেষ উপাসনার অধিকারী, তাঁহার পক্ষে অন্য উপাসনাও নিষিদ্ধ নহে বলিয়া বিকল্প নিয়মও হইতে পারে না, অতএব দেখা যাইতেছে, ইচ্ছানুসারে যে কোন উপাসনাই অবলম্বন করিতে পারে। যদি বল, ফলের যখন কোন ইতর-বিশেষ নাই, তখন বিকল্প পক্ষই যুক্তিসঙ্গত। ইহার উত্তর,—সমান ফলপ্রদ স্বর্গাদিজনক কর্ম্মের যথেচ্ছ অনুষ্ঠান যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাতে কোন দোষ নাই, অতএব যথেচ্ছ অনুষ্ঠানই সঙ্গত। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, বিকল্প পক্ষই সঙ্গত, সমুচ্চয় পক্ষ নহে, কারণ, উপাসনার ফল ঈশ্বরসাক্ষাৎকার, একটি উপাসনা দ্বারা যদি ঈশ্বরসাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় উপাসনা নিষ্প্রয়োজন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলদায়ক সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতির পার্থক্য উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সমস্ত বিদ্যা একই পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অতএব তাহাদের সমুচ্চয়ভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত? অথবা সমুচ্চয় অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়, অতএব বৈকল্পিক অনুষ্ঠান উচিত? এই সন্দেহে সমুচ্চয়ভাবে অনুষ্ঠানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ, তুল্য-ফলপ্রদ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়েও সমুচ্চয় দৃষ্ট হয়। দেখ, অগ্নিহোত্র, দর্শ ইত্যাদি প্রত্যেক যজ্ঞেরই ফল স্বর্গাদি হইলেও সেই স্বর্গফলের বাহুল্য আশায় একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমস্ত যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ ফলের বাহুল্যাশায় সমুচ্চয় হইতে

পারে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত প্রকার ব্রহ্মোপাসনারই একমাত্র ফল ব্রহ্মানন্দানুভব, অতএব ফলের যখন কোন তারতম্যই নাই, তখন বিকল্পই হইবে, সমুচ্চয় হইবে না। এক প্রকার উপাসনা দ্বারাই যদি তাদৃশ ব্রহ্মানুভব হয়, তাহা হইলে অন্য উপাসনার আবার আবশ্যক কি? অতএব বিকল্প পক্ষই যুক্ত, সমুচ্চয় নহে ॥ ৫৯ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥৬০॥

সূত্রার্থ।—কাম্যাস্তু—কাম্য উপাসনা-সমূহ কিন্তু, যথাকামং —যথেচ্ছভাবে, সমুচ্চিয়েরন্—সমুচ্চিত হইতে পারে, ন বা—অথবা না হইতেও পারে, পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ—বিকল্পানুষ্ঠানের কারণ না থাকায়। কাম্য উপাসনা-সমূহ যথেচ্ছভাবে সমুচ্চয়ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? কি হইবে না? এরূপ সন্দেহে বলা যায়, বিকল্পানুষ্ঠানের কোন কারণ যখন দেখা যায় না, তখন সমুচ্চিত-ভাবেও হইতে পারে, আবার বিকল্পভাবেও হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে অবিশিষ্ট ফলের বিষয় বলা হইয়াছে, ইহা তাহারই প্রত্যুদাহরণ। "যে উপাসক এই বায়ুকেই দিক্‌সমূহের বৎস বলিয়া জানেন, তাঁহাকে পুত্র-শোকজন্য রোদন করিতে হয় না" তিনি যে পর্য্যন্ত না নাম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত "নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন এবং তখন তিনি কামচারিত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি যে সমস্ত কাম্য উপাসনা-বিষয়ে নিজের অদৃষ্টানুসারে সেই সেই ফল লাভ করিতে হয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই, সেই সমস্ত উপাসনা যথেচ্ছভাবে সমুচ্চিত হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কারণ, পূর্ব্বোক্ত একমাত্র

ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অবিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তি এই যে বিকল্পের হেতু, এ স্থানে তাহা নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতিরিক্ত অন্তবিধ অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রদ কাম্য উপাসনা-সমূহ সমুচ্চিতই হউক বা বিকল্পিতই হউক, যথেচ্ছভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কারণ, তাহাদের ফল পরিমিত, ফলাধিক্যের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ যদি ফলাধিক্যের সম্ভাবনা থাকে, তবেই সমুচ্চয়ানুষ্ঠান করিবে, অপরিমিত ফল যে স্থানে নাই, সে স্থানে করিবে না ॥ ৬০ ॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সূত্রার্থ।—অঙ্গেষু—যজ্ঞাঙ্গরূপ উদ্‌গীথাদি উপাসনা-সমূহে, যথাশ্রয়ভাবঃ—আশ্রয়ানুযায়ী অনুষ্ঠান হইবে। যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথ প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে সমস্ত নিজ নিজ আশ্রয়ানুসারেই অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সেই সকল অঙ্গযাগের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান যাগের অনুষ্ঠান কৃত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি-সমূহে যে সমস্ত উপাসনা বেদত্রয়ে উক্ত হইয়াছে, তাহারা কি সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? অথবা যথেচ্ছভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? এই সংশয়ে বলিতেছেন—ইহাদের আশ্রয় স্তোত্র প্রভৃতি যেরূপ মিলিতভাবে অর্থাৎ একটির পর একটি করিয়া সমস্তগুলিই অনুষ্ঠিত হয়, অঙ্গভূত উপাসনা-সমূহও সেইরূপ সমুচ্চিতভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, কারণ, উপাসনা-সমূহ আশ্রয়স্বরূপ যজ্ঞের অধীন বা অঙ্গ ॥ ৬১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদির আশ্রিত "ওম্ এই অক্ষরকে উদ্‌গীথভাবে উপাসনা করিবে"

ইত্যাদি যে সমস্ত উপাসনার বিধান আছে, তাহারা কি উদ্‌গীথাদির ন্যায় প্রত্যেক যজ্ঞেই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? অথবা যজ্ঞাঙ্গ গোদোহনাদির ন্যায় অনুষ্ঠাতার ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে? এই সন্দেহ-নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত ॥ ৬১ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬২ ॥

সূত্রার্থ ।—শিষ্টেশ্চ—শিষ্টি অর্থাৎ শাসন বা বিধান হেতুকও। বিধানের কোন পার্থক্য না থাকাতেও অঙ্গানুষ্ঠানের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনা-সমূহেরও অনুষ্ঠান হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যজ্ঞাঙ্গের আশ্রয়স্বরূপ স্তোত্রাদি যেরূপ তিন বেদেই উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তদাশ্রিত উপাসনাসমূহও তিন বেদেই উপদিষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞাঙ্গ ও তদাশ্রিত উপাসনাসমূহের উপদেশ বা বিধান বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না ॥ ৬২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—শিষ্টি অর্থাৎ শাসন বা বিধান। "উদ্‌গীথ উপাসনা করিবে" এই শ্রুতিতে উদ্‌গীথের অঙ্গরূপে উপাসনার বিধান থাকায় নিয়মিতভাবে উপাসনার গ্রহণ করা হইয়াছে। "পশুকামী ব্যক্তি গোদোহন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবে" এই শ্রুতিতে ক্রিয়ান্তরে অধিকারী ব্যক্তির যেমন গোদোহনাধিকার উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে সেরূপ কোন অধিকারের উল্লেখ না থাকায় উক্ত উপাসনায় উদ্‌গীথাঙ্গভাবই বিধেয় ॥ ৬২ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৩ ॥

সূত্রার্থ।—সমাহারাৎ—সমাহার অর্থাৎ প্রত্যুজ্জীবন বা নির্দ্দোষসম্পাদন হেতুকও। উদ্‌গীথ দুষ্ট হইলে উদ্‌গাতা তাহার পুনরাহরণ বা দোষ-সংশোধন করিবেন, এইরূপ উক্তি থাকাতেও অঙ্গাশ্রিত উপাসনা-সমূহের সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান হইবে, ইহা জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হোতা বা উদ্‌গাতার স্বরের দোষে যদি উদ্‌গীথ দুষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতার স্তোত্রপাঠ দ্বারা সেই দোষের পুনরুজ্জীবন বা দোষোদ্ধার করা হয়" এই বাক্যে প্রণব এবং উদ্‌গীথের একত্বজ্ঞানের প্রভাবে উদ্‌গাতা নিজের কর্ম্মে ক্ষত অর্থাৎ অঙ্গহীনতা বা দুষ্টি ঘটিলেও হোতার কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ প্রণব ও উদ্‌গীথের একত্বজ্ঞানের প্রভাবে প্রতিসমাধান করিতে পারেন, এইরূপ বলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়েছে যে, কোন এক বেদোক্ত উপাসনার সহিত অন্য বেদোক্ত পদার্থের সমান সম্বন্ধ বশতঃ সমস্তবেদোক্ত উপাসনারই উপসংহার হইতে পারে। ৬৩।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"উদ্‌গীথ দুষ্ট অর্থাৎ উপাসনাবিহীন হইলে হোতার নিকট হইতে ক্রিয়ান্তরের দ্বারা তাহার সমাহার বা শুদ্ধিবিধান করিবে" এই শ্রুতিতে উপাসনার সমাহার-নিয়ম অর্থাৎ অন্য দ্বারাও সমাধানের উপদেশ করা হইয়াছে দেখা যায়, ইহা দ্বারা নিয়মিতভাবেই উপাসনার অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাই জানা যায় ॥ ৬৩ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

সূত্রার্থ।—গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ—গুণের সাধারণতাশ্রুতি-

হেতুকও। গুণ অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ বা প্রণবকে শ্রুতি বেদত্রয়সাধারণ অর্থাৎ সমস্ত বেদেই এক প্রকার বলিয়াছেন, সুতরাং তদাশ্রিত উপাসনাও সমুচ্চিতভাবেই অনুষ্ঠেয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হোতা 'ওম্' এই বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেন, প্রশস্তা 'ওম্' বলিয়া শংসন অর্থাৎ স্তব করেন, উদ্গাতা 'ওম্' বলিয়া উদ্গান বা সামগান করেন, সেই জন্যই ইহা ত্রয়ী বিদ্যা" এই শ্রুতিতে উপাসনার গুণ বা যজ্ঞাঙ্গ ওঙ্কারকে বেদত্রয়ে সাধারণ অর্থাৎ সকল বেদেই সমানভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, এইরূপই বলা হইয়াছে। অতএব আশ্রয়স্বরূপ ওঙ্কারের বেদত্রয়সাধারণ্য হেতুক আশ্রিত উপাসনারও সাধারণত্বই অর্থাৎ সমুচ্চয়ানুষ্ঠানই সঙ্গত ॥৬৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই জন্যই এই ত্রয়ী বিদ্যা প্রবৃত্ত হয়, ওম্ এই বলিয়া মন্ত্র শ্রবণ করায়, ওম্ বলিয়া স্তব করে, ওম্ বলিয়া উদ্গান করে" এই শ্রুতিতে উপাসনার সহিত প্রণবের সাধারণ্য অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমান সম্বন্ধ শ্রুতি থাকায় উপাসনার সমাহার অর্থাৎ সমুচ্চিতভাবই বুঝাইতেছে। অতএব প্রণবের সহিত উপাসনার সাহচর্য্যের নিয়মদর্শন হেতুক উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি উপাসনারও নিয়মিতভাবেই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৫ ॥

সূত্রার্থ।—ন বা—নিশ্চয়ই নহে, তৎসহভাবাশ্রুতেঃ—তাহার সাহচর্য্য বিষয়ে কোন শ্রুতি না থাকা হেতুক। শ্রুতিতে উপাসনার সহভাব অর্থাৎ সমস্ত উপাসনাই যে সকলকে করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়মের উল্লেখ না থাকায় অঙ্গস্বরূপ উপাসনা-সমূহের সমুচ্চয়ভাবে অনুষ্ঠানের নিয়ম হইতেই পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা-সমূহের আশ্রয়ভাব অর্থাৎ সমুচ্চয়নিয়মে সমস্তগুলির অনুষ্ঠান হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতিতে বেদত্রয়োক্ত স্তোত্রাদি অঙ্গসমূহের যেরূপ সহভাববিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়, এ স্থানে সেরূপ সহভাব অর্থাৎ একত্র অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে, সমুচ্চিতভাবে উপাসনার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, যাঁহার যেটি ইচ্ছা, তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে সেইরূপ অনুষ্ঠানই করিবেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যজ্ঞে উদ্গীথাদির ন্যায় উদ্গীথাদি উপাসনারও অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কারণ, তৎসহভাব অর্থাৎ উদ্গীথাদি যেরূপ যজ্ঞের অঙ্গ, উপাসনাও যে সেইরূপ উদ্গীথাদির অঙ্গ, এরূপ কোন শ্রুতি নাই, অঙ্গভাব থাকিলেই সহভাব অর্থাৎ উদ্গীথাদির সহিত সাহচর্য্যরূপ নিয়ম হইতে পারে, নতুবা তাহা হইতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৬৬ ॥

সূত্রার্থ ।—দর্শনাচ্চ—দর্শন হেতুকও। শ্রুতিতেও দেখা যায়, উপাসনার সহভাবের কোন নিয়ম নাই, সুতরাং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা-সমূহ যথেচ্ছভাবে অনুষ্ঠান করিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"যে ব্রহ্মা অর্থাৎ যজ্ঞীয় পুরোহিতবিশেষ এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন, তিনি যজ্ঞ, যজমান ও সমস্ত ঋত্বিক্‌দিগকে রক্ষা করেন" এই শ্রুতিও উপাসনা-সমূহের অসহভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন; উপাসনা-সমূহের উপসংহার অর্থাৎ সর্ব্বত্রই গ্রাহ্যতা যদি শাস্ত্রসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই সর্ব্ববেত্তা হইত, সুতরাং

বিশিষ্টজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপর ঋত্বিক্‌দিগের রক্ষণীয়তা বিষয়ে উল্লেখ করাও আবশ্যক হইত না, অতএব সমুচ্চয় বা বিকল্প যথেচ্ছভাবেই উপাসনা করিতে পারে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৬৬ ॥

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয়পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান ও সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে রক্ষা করেন" এ স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মার বেদন অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই সকলের রক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া উপাসনাসমূহের উপাদান বা অনুষ্ঠান বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, এইরূপই দেখাইয়াছেন। উদ্‌গাতা প্রভৃতির জ্ঞানবিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না থাকিলেই এরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ হয় না। এই শ্রুতি দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত সমাহারাদি লক্ষণ সমূহের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, উহা প্রায়িক মাত্র ॥ ৬৬ ॥

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

বেদাদিসর্ব্বশাস্ত্রাণাং কারণং পরমং মহৎ।
সৃষ্ট্যাদিকারণঞ্চৈব ব্রহ্মৈব শরণং মম॥

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—পুরুষার্থঃ—মোক্ষ, অতঃ—ইহা হইতে, শব্দাৎ—শ্রুতি থাকায়, ইতি—এইরূপ, বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ মুনি বলেন। বাদরায়ণ আচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্ম-জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ করে, কর্ম্মের আবশ্যক নাই, শ্রুতি-দৃষ্টেই ইহা জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি বেদান্তোক্ত আত্মজ্ঞান কি অধিকারী অনুসারে কর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবে অর্থাৎ কর্ম্মসহকৃত আত্মজ্ঞান মোক্ষসাধক হইবে? অথবা স্বতন্ত্রভাবে কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানই মোক্ষসাধক হইবে? এই সংশয়ে মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন—কর্ম্ম ব্যতীতই কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই মুক্তিলাভ হয়, আচার্য্য বাদরায়ণ এইরূপ মনে করেন, কারণ, শ্রুতিতে "আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন" ইত্যাদি যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহা হইতেই জানা যায়। এ বিষয়ে অন্যান্য আচার্য্য নিম্নোক্তরূপ মত প্রকাশ করেন॥ ১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উপাস্যের গুণের কোন্ স্থানে উপসংহার হইবে, আর কোন্ স্থানে হইবে না, তদ্বিষয়ক উপাসনায় একত্ব ও নানাত্ব বিষয়ের বিচার করা হইল। সম্প্রতি বিদ্যা

বা জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয়? অথবা বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম্ম হইতে হয়? ইহাই বিচার করা যাইতেছে, ভগবান্ বাদরায়ণ মনে করেন, এই বিদ্যা হইতেই মোক্ষলাভ হয়, কারণ, "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম-পুরুষকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি বেদান্তোক্ত বাক্য-সমূহই বিদ্যা হইতে মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—শেষত্বাৎ—কর্ম্মাঙ্গতা হেতুক, পুরুষার্থবাদঃ—কর্ম্মকর্ত্তার অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসামাত্র, যথা—যেমন, অন্যেষু—যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গবিষয়ে, ইতি—এইরূপ, জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য বলেন। কর্ম্মকর্ত্তাও কর্ম্মের অঙ্গবিশেষ, আত্মা কর্ম্ম করে, সুতরাং আত্মাও কর্ম্মাঙ্গ, এবং কর্ম্মকর্ত্তার আত্ম-জ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গ, কর্ম্মাঙ্গভূত আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত ফল-শ্রুতি আছে, তাহা কর্ম্মকর্ত্তার অর্থবাদমাত্র, যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে যেরূপ অর্থবাদ আছে, ইহাও সেইরূপ জানিবে, জৈমিনি এইরূপ বলেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মাই যজ্ঞকর্ত্তা, সুতরাং তিনিও কর্ম্ম-শেষ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গবিশেষ, সেই আত্ম-বিজ্ঞানও বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরাসম্বন্ধে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এ জন্য সেই আত্মজ্ঞানও কর্ম্মের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয়। "যাহার পত্রনির্ম্মিত জুহূ অর্থাৎ হোমসাধন দ্রব্যবিশেষ আছে, সে ব্যক্তি পাপবাক্য শ্রবণ করে না অর্থাৎ সে কখন নিন্দাভাজন হয় না" ইত্যাদি যজ্ঞীয় অন্যান্য দ্রব্যসংস্কার বিষয়ে যে সমস্ত ফলশ্রুতি আছে, তাহা অর্থবাদ

মাত্র, সেইরূপ কর্ম্মাঙ্গবিশেষ আত্মজ্ঞানের যে সমস্ত ফলশ্রুতি, তাহাও অর্থবাদমাত্র, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের মত ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বসূত্রে যে বলা হইয়াছে, শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, বিদ্যা হইতেই মুক্তিলাভ হয়, এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, কারণ, "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি বাক্য যেমন বা উপাসনা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই যে মুক্তিলাভ হয়, এরূপ বলিতেছে না, পরন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্মবিষয়ে কর্তৃস্বরূপ আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায়, অতএব যজ্ঞকর্তার সংস্কার অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণাধিক্যসম্পাদন দ্বারা বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও যখন ক্রতুশেষ অর্থাৎ যজ্ঞেরই অঙ্গবিশেষ, তখন তদ্বিষয়ক ফলশ্রুতি অর্থাৎ বিদ্যা হইতেই মুক্তি হয়, ইত্যাদি ফলোল্লেখ, যজ্ঞাঙ্গ অন্যান্য দ্রব্যের ফলশ্রুতির ন্যায় অর্থবাদমাত্র, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের অভিমত। পূর্ব্ব-মীমাংসায় এরূপ উক্তিও আছে যে, "যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কারকার্য্যে যে সমস্ত ফলশ্রুতি আছে, তাহা কেবল পরার্থ অর্থাৎ যজ্ঞেরই উৎকর্ষসাধক বলিয়া অর্থবাদমাত্র"। অতএব বিদ্যার যজ্ঞাঙ্গত্ব হেতুক তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—আচারদর্শনাৎ—আচরণ দর্শন হেতুক। বিদ্যার সহিত কর্ম্মও আচরণ করিতে দেখা যায়, অতএব কেবল বিদ্যা বা জ্ঞান মুক্তিকারণ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"জনক রাজা বহুদক্ষিণ নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন" "হে ভগবন্! সেই আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণও

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। আবার উদ্দালক প্রভৃতি মহর্ষিগণও পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদেরও যে গার্হস্থ্য সম্বন্ধ ছিল, ইহা বুঝা যায়। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যদি মুক্তিলাভ হইত, তাহা হইলে কেন তাঁহারা বহুক্লেশসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন? নিকটেই যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কে কষ্ট করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করে? ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে সমস্ত লিঙ্গ দ্বারা বেদান্তোক্ত বাক্য-সমূহ জীবেরই স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছে, ইহা বুঝা যাইবে, সেই সমস্ত লিঙ্গ কি? এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—কেকয়াধিপতি আত্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বপতি আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় সমাগত ঋষিদিগকে বলিয়াছিলেন, "হে ভগবন্‌গণ! আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি"। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনকাদিও যে কর্ম্মী ছিলেন, ভগবদ্গীতাদি স্মৃতিশাস্ত্রে তাহা দেখা যায়, এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও কর্ম্মাচরণে বিশেষরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং বিদ্যা বা কেবল জ্ঞান কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপজ্ঞাপকত্ব হেতুক কর্ম্মাঙ্গই হইবে, বিদ্যা হইতে মোক্ষসিদ্ধি হয় না॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—তচ্ছ্রুতেঃ—শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। জ্ঞান যে কর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"যাহা বিদ্যা বা উপাসনা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহা অধিক বীর্য্যবান্ হয়" এই শ্রুতিতে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ব কথিত হওয়ায় কেবল বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, ইহা জানা যাইতেছে॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বসূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ অনুকূল বাক্যমাত্র। সম্প্রতি তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ উপযুক্ত স্থল বা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—"বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের দ্বারা যাহাই কিছু কৃত হয়, তাহাই অতিশয় বীর্য্যবান্ হয়" এই শ্রুতিও বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গই বলিয়াছেন। এই শ্রুতি প্রকরণানুরোধে অর্থাৎ উদ্‌গীথ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে কেবল উদ্‌গীথ উপাসনামাত্রেই প্রযুক্ত হইবে, তাহা বলা চলে না, কারণ, প্রকরণাপেক্ষাও শ্রুতির বল অধিক, সুতরাং, "বিদ্যা দ্বারা যাহা কিছু করা যায়" এই শ্রুতি সমস্ত বিদ্যা বিষয়েই প্রযোজ্য, কেবল উদ্‌গীথমাত্রেই নহে ॥ ৪ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—সমন্বারম্ভণাৎ—বিদ্যা ও কর্ম্মের সহযোগিতা দর্শন অথবা মৃতের সহিতই অনুগমন দর্শন হেতুক। শ্রুতিতে দেখা যায়, বিদ্যা ও কর্ম্মের সহযোগিতাতেই ফলোৎপত্তি হয়, কেবল বিদ্যায় হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিদ্যা ও কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে" এই শ্রুতিতে ফলারম্ভ অর্থাৎ জন্মান্তরীণ ফলভোগ বিষয়ে বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়েরই সহকারিত্ব-বিষয়ে উল্লেখ থাকায় কেবলমাত্র বিদ্যার ফলসাধিকা শক্তি নাই ইহা জানা যায় ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"বিদ্যা ও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় অর্জ্জিত জ্ঞান ও পুণ্য-পাপাদি কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে" এই শ্রুতিতে বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য অর্থাৎ একত্রেই গমনের বিষয় উল্লেখ আছে; বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব স্বীকার করিলেই উক্তরূপ সাহিত্য সম্ভব হইতে পারে ॥ ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—তদ্বতঃ—বিদ্যাবিশিষ্টের, বিধানাৎ—কর্ম্মের বিধান হেতুক। যাঁহারা সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও গুরুর সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক কুটুম্ব-পরিবৃত হইয়া পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়নশীল" ইত্যাদি শ্রুতি সমস্ত বেদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার, এইরূপ বলায় কেবল অর্থাৎ কর্ম্মবিহীন জ্ঞানের যে ফল-দায়কতা নাই, ইহা প্রতীত হইতেছে ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক যথাবিধি বেদাধ্যয়ন ও গুরুর সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক কুটুম্বপরিবৃত অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করিয়া পবিত্র স্থানে" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্মের বিধান থাকায় বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাও যখন কর্ম্মানুষ্ঠানেই বিনিযুক্ত, তখন তাহা স্বতন্ত্রভাবে ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—নিয়মাচ্চ—অনুষ্ঠানের নিয়মিত বিধি থাকাতেও। শ্রুতিতে নিয়মিতভাবে কর্ম্মপরায়ণ হওয়ার বিষয়েও বিধি আছে, নিয়ম লঙ্ঘিত হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান কর্ম্মেরই অঙ্গ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"কর্ম্ম করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবে" "এই অগ্নিহোত্র নামক যাগ করা ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত নিয়মবিধি দর্শনেও অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ। এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনার্থ পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবে" এই শ্রুতিতে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ম্মবিষয়ে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত থাকিবার বিধান থাকায় কর্ম্ম দ্বারাই ফললাভ হয়, ইহা জানা যাইতেছে। বিদ্যাও কর্ম্মেরই অঙ্গ, সুতরাং কেবল বিদ্যা হইতেই মোক্ষলাভ হয় না ॥ ৭ ॥

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ ।—অধিকোপদেশাৎ—জীবাত্মা হইতে উপাস্য পরমাত্মা অধিক অর্থাৎ পৃথক্, এইরূপ উপদেশ থাকায়, তু—কিন্তু, বাদরায়ণস্য—বাদরায়ণ ঋষির, এবং—এইরূপ মত, তদ্দর্শনাৎ—শ্রুতিতেও সেইরূপই দেখা যায়। বেদান্তশাস্ত্রে যে আত্মা উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃস্বরূপ জীবাত্মা হইতে অধিক অর্থাৎ পৃথক্ বা উৎকৃষ্ট। উপাস্য আত্মা সংসারীও নন, কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই, সুতরাং বাদরায়ণ ঋষির মতই শ্রেষ্ঠ, শ্রুতিতেও ঐরূপই উপদেশ দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"আত্মতত্ত্বজ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গ ও তাহার ফল অর্থবাদমাত্র" এই যা বলা হইয়াছে,

তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, অধিক অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ আত্মা হইতে উপাস্য পরমাত্মার উৎকর্ষবিষয়ক উপদেশ আছে। বেদান্তশাস্ত্রে যদি কেবল কর্ত্তা ভোক্তা সংসারী শারীরাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মারই উপদেশ থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ ফলশ্রুতির অর্থবাদত্ব সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে কেবল তাহাই ত উপদিষ্ট হয় নাই, শারীরাত্মা হইতে অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, অসংসারী, কর্তৃত্বাদিরহিত, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মাও জ্ঞেয়, এইরূপই উপদেশ আছে ; পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ত হইতেই পারে না, বরঞ্চ কর্ম্মের উচ্ছেদক হয়। ভগবান্ বাদরায়ণ কেবল বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয়, ইত্যাদি যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার এ উক্তি শেষত্ব প্রভৃতি কোনরূপ হেত্বাভাস দ্বারাই খণ্ডিত হইতে পারে না, তাঁহার মত দৃঢ়-ভাবেই সমর্থিত হইয়াছে। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিও শারীরাত্মা হইতে ঈশ্বরাত্মাকে অধিক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন—বিদ্যা হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কারণ, সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক গুণের আকর পরব্রহ্ম, কর্ম্মকর্ত্তা জীব হইতে অধিক অর্থাৎ পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠ ও তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়, এইরূপ উপদেশ করায় বিদ্যা হইতে মোক্ষরূপ ফলসিদ্ধি হয়, ভগবান্ বাদরায়ণের এইরূপ মত। লিঙ্গ অর্থাৎ বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ববোধক লক্ষণ-সমূহের বিষয় দূরে থাকুক, তিনিই যে একমাত্র বেদ্য, এই উপদেশও কর্ম্মকর্ত্তা জীবাত্মা হইতে অধিক পরব্রহ্মবিষয়েই দেওয়া হইয়াছে, যে হেতু শ্রুতিতে সেইরূপই দেখা যায় ॥৮॥

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—তুল্যন্তু—কিন্তু সমান, দর্শনম্—আচার-দর্শন।

শাস্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মাচরণ বিষয়ে যে সমস্ত উক্তি দেখা যায়, কর্ম্মবিরতি বিষয়েও সেইরূপ দেখা যায়, অতএব আচার-দর্শনরূপ কারণ উভয় পক্ষেই তুল্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, আচার-দর্শন হেতুক বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া যেমন বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বল, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি দর্শনেও বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে, ইহা বলা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রে জ্ঞানীর কর্ম্মাচরণ বিষয়ে যেমন বর্ণনা আছে, কর্ম্মত্যাগ বিষয়েও সেইরূপ বর্ণনা আছে, অতএব আচারদর্শন উভয় পক্ষেই তুল্য। যাজ্ঞবল্ক্য, শুক ইত্যাদি মহর্ষিগণ ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, অথচ তাঁহারা কর্ম্মী ছিলেন না, কর্ম্মত্যাগীই ছিলেন। সগুণ উপাসনায় কর্ম্ম-সাহিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাও প্রকরণবহির্ভূত বলিয়া এ স্থানে সম্ভব হইতে পারে না। "তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে যে ঔপনিষদ্-জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বলিতেছি ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বপ্রতিপাদক লিঙ্গ-সমূহ বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই খণ্ডন করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞগণকেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখা যায় বলিয়া বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না, বিদ্যা যে কর্ম্মাঙ্গ নহে, সে বিষয়েও তুল্যরূপই আচার দর্শন করা যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মত্যাগ দর্শন হেতুক ও কর্ম্মানুষ্ঠান দর্শন অনৈকান্তিক, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ নিয়ম নাই; অতএব ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের কর্ম্মত্যাগ দর্শন হেতুক বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, বিদ্যা যদি কর্ম্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে কর্ম্মত্যাগ করা কখনই সম্ভব হইত না ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—অসার্ব্বত্রিকী—সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম নহে। তৃতীয়া শ্রুতি কর্ম্মাঙ্গ-বোধক হইলেও উহা উদ্গীথবিদ্যাপ্রকরণে অভিহিত হওয়ায় উদ্গীথ বিদ্যাকেই কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার, সমস্ত বিদ্যাকেই কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রকরণোক্ত বিদ্যার সহিতই "বিদ্যা সহকারে যাহা করা যায়" এই শ্রুতির সম্বন্ধ, উক্ত শ্রুতি সমস্ত বিদ্যার বিষয়ে অভিহিত হয় নাই। উক্ত প্রকরণ উদ্গীথবিদ্যার, অতএব উদ্গীথবিদ্যা বিষয়েই উহা প্রযোজ্য, সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, শ্রুতিপ্রমাণেই বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"বিদ্যা সহকারে যাহা কৃত হয়" এই শ্রুতি উদ্গীথ-বিদ্যাবিষয়েই প্রযোজ্য, সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে নহে, কারণ, "উদ্গীথের উপাসনা করিবে" যে স্থানে এই শ্রুতি আছে, সেই স্থানেই "বিদ্যা সহকারে যাহা কৃত হয়" এই শ্রুতি থাকায়, এবং যাহা করা যায়, এই "যাহা" শব্দটি কোন বিশেষার্থকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত না হওয়ায় উদ্গীথ বিদ্যা বিষয়েই প্রযোজ্য ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—বিভাগঃ—বিদ্যা ও কর্ম্মের ব্যক্তিভেদে বিভাগ, শতবৎ—একশত সংখ্যার বিভাগের ন্যায়। ইহাদের উভয়কে শত মুদ্রা দান কর বলিলে যেমন পঞ্চাশ মুদ্রা করিয়া

ভাগ করিয়া দেওয়া বুঝায়, সেইরূপ বিদ্যাও কর্ম্মের ও ব্যক্তিভেদে ভাগ বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিদ্যা ও কর্ম্ম পরলোকে গমনোন্মুখ ব্যক্তির অনুগমন করে ও পুনর্জ্জন্মে সেই বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলভোগ হয়" এই যে অনুগমনানন্তর পুনর্জন্মারম্ভবাক্যই বিদ্যা ও কর্ম্মের অভেদত্বের বোধক, ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন—এই দুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দান কর বলিলে যেমন উহাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ করিয়া প্রত্যেককে দেওয়া বুঝায়, উক্ত স্থলেও সেইরূপ বিদ্যা ও কর্ম্মের বিভাগ বুঝিতে হইবে। বিদ্যার ফল এক প্রকার, কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার ; বিদ্যা একরূপ পুরুষকে, কর্ম্ম অন্যরূপ পুরুষকে আরম্ভ করে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মে জ্ঞানী ব্যক্তি যেরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কর্ম্মী ব্যক্তি তাহা হইতে ভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপে বিদ্যা ও কর্ম্মের ফল বিভক্ত ভাবেই হয়॥ ১১॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—"বিদ্যা ও কর্ম্ম পরলোকগত ব্যক্তির অনুগমন করে" এই শ্রুতিতে বিদ্যা ও কর্ম্মের সহযোগিতা দর্শন হেতুক বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ক্ষেত্রবিক্রেতা ও রত্নবিক্রেতাকে দুই শত মুদ্রা অনুগমন করে বলিলে যেমন এক শত মুদ্রা ক্ষেত্রবিক্রয়ীর, একশত মুদ্রা রত্নবিক্রয়ীর এইরূপ বিভাগ বুঝায়, "বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহার অনুগমন করে" এ স্থলেও সেইরূপ বিভাগ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিদ্যার ফল ও কর্ম্মের ফলের ভিন্নতা বশতঃ বিদ্যা নিজের ফল প্রদানের জন্য এবং কর্ম্মও নিজের ফল প্রদানের জন্য অনুগমন করে॥ ১১॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—অধ্যয়নমাত্রবতঃ—কেবল অধীত ব্যক্তির সম্বন্ধেই। কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহা কেবল অধ্যয়ন-সাপেক্ষ।

শাঙ্কর-ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "তদ্বতো বিধানাৎ" অর্থাৎ সমস্ত বেদাধ্যয়ন যিনি করিয়াছেন, তাঁহারই কর্ম্মাধিকার ইত্যাদি। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া" এ স্থানে কেবল অধ্যয়নেরই উল্লেখ থাকায় অধীতবেদ ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার, এইরূপ জানা যায় ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, বিদ্বানের পক্ষেই কর্ম্মের বিধি থাকায় বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, এ উক্তিও সঙ্গত নহে, কারণ, "বেদ অধ্যয়ন করিয়া" এই শ্রুতিতে কেবল অধ্যয়নকারী ব্যক্তির পক্ষেই কর্ম্মের বিধান দেখা যায়। অধ্যয়নমাত্র করিলেই যে অর্থবোধ হয়, তাহা হয় না, এ স্থানে অধ্যয়নমাত্র শব্দে অগ্নি প্রভৃতি গ্রহণের ন্যায় কেবল অক্ষর-সমূহের গ্রহণ অর্থাৎ অক্ষর-সমূহের উচ্চারণ করা মাত্রই বুঝাইতেছে। বেদে কর্ম্ম ও তাহার ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ ফলের নির্দ্দেশ থাকায় অধীতী ব্যক্তি আপনা হইতেই তাহার অর্থবিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহার পর কর্ম্মফলাভিলাষী ব্যক্তি কর্ম্মে ও মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হন। ইহা হইতে বুঝা যায়, অধীতী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের বিধান আছে বলিয়াই বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, অবিশেষাৎ—কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ

না থাকায়। নিয়মিতভাবে কর্ম্ম করার যে বিধি, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে নহে; জ্ঞানীকেও যে কর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে, এরূপ বিশেষ নিয়ম ঐ বিধানে দেখা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "নিয়মাচ্চ" অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে নিয়মিত বিধি থাকাতেও ইত্যাদি, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতে শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে নিয়মের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উহা সাধারণভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে; জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে, এরূপ বিশেষ বিধি উক্ত স্থানে নাই॥ ১৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতে" ইত্যাদি শ্রুতি আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রভাবে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়মিত করিতেছে, এ উক্তিও সঙ্গত নহে, কারণ, উক্ত শ্রুতিতে এমন বিশেষ কোন নিয়ম দেখা যায় না, যাঁহাতে ফললাভের উপায়স্বরূপ স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ কর্ম্মবিষয়েই ঐরূপ উক্তি, ইহা বলিলেও অসঙ্গত হয় না। "জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্য দর্শনে জানা যায়, বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তিও আজীবনকাল উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা॥ ১৪॥

সূত্রার্থ।—স্তুতয়ে—প্রশংসার নিমিত্ত, অনুমতিঃ—সম্মতি, বা—অথবা। অথবা ঐ যে কর্ম্মবিষয়ে অনুমতি অর্থাৎ কর্ম্মের বিধান, উহা কেবল বিদ্যার প্রশংসার নিমিত্ত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতে" এ বিষয়ে অপর একটি বিশেষ কথা বলিতেছেন—প্রকরণানুসারে এ স্থানে যদিও বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানীরই কর্ম্মসম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে, তাহা হইলেও ঐ যে কর্ম্মবিষয়ক অনুমতি, উহা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনার প্রশংসার নিমিত্তই করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হয় নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না অর্থাৎ কর্ম্মে আসক্ত হন না, এইরূপে জ্ঞানের প্রশংসা করাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এইরূপে শব্দার্থের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রতিপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া "ইহলোকে কর্ম্ম করিতে করিতে" এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—"এই সমস্তই ঈশ্বরব্যাপ্ত" এই বিদ্যাপ্রকরণে উক্ত শ্রুতির উল্লেখ থাকায়, এই যে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি, ইহা বিদ্যার প্রশংসার নিমিত্তই জানিবে। সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বিদ্যা-মাহাত্ম্যে কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি লিপ্ত হন না, অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্ম করিলেও ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হইয়া অনাসক্তভাবেই তাহা করেন। এইরূপে বিদ্যার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, অতএব বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥ ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ—কামকারেণ—কামনা বশতঃ, চ—ও, একে—কোন কোন বেদশাখাধ্যায়িগণ। যাঁহারা বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এরূপ কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কামনা করিয়া কোন কর্ম্ম করেন নাই, এ জন্যও বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যাঁহারা বিদ্যার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-প্রভাবে কাম্যফলপ্রদ প্রধানাদি যাগানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছিলেন, এই সূত্রে তাহাই বলিতেছেন। বাজসনেয় শ্রুতিতে আছে—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রজা অর্থাৎ সন্তানাদি কামনা করেন নাই, তাঁহারা বলিতেন, প্রজা দ্বারা আমরা কি করিব? যদ্দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত আত্মলোক লাভ করা যায় না"। জ্ঞানের ফল কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরে উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই তাহা অনুভূত হয়, ইহা পুনঃ পুনঃই বলা হইয়াছে, এ জন্যও বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এবং বিদ্যাবিষয়ক ফলশ্রুতিও অর্থবাদমাত্র বলিতে পার না ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আরও দেখ, এইরূপ কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ "আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব? যাহা দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত এই আত্মলোকলাভ হইবে না" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-ত্যাগের বিষয়েও উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৈরাগ্যসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্য-ধর্ম্মত্যাগের বিষয় উল্লেখ করায় ব্রহ্মবিদ্যা যে কর্ম্মাঙ্গ নহে, তাহাই প্রতিপাদন করা হইল; বিদ্যা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভব হইত না ॥ ১৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—উপমর্দ্দঞ্চ—কর্ম্মের উপমর্দ্দনকারীও। বিদ্যা বা জ্ঞান কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মের বিনাশই হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, "যাহাতে অর্থাৎ যাহা পাইলে এই জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্তই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় কে কাহা দ্বারা কি-ই বা দর্শন করিবে? কি-ই বা আঘ্রাণ করিবে?" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, কর্ম্মাধিকারের হেতুস্বরূপ অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত যাহা কিছু এই প্রপঞ্চ, জ্ঞানপ্রভাবে সে সমস্তেরই স্বরূপ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, ইহাই দেখান হইয়াছে। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই সাধিত হয়, এ জন্যও বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, স্বতন্ত্র পদার্থ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থই "সেই পরাবর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানতা-রূপ গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, কর্ম্ম-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জানাইয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সাংসারিক সমস্ত দুঃখের মূল পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্ম-সমূহ উপমর্দ্দিত অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা যদি কর্ম্মের অঙ্গ হইত, তাহা হইলে এই সমস্ত বাক্য-প্রয়োগ অসঙ্গত হইত ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—ঊর্দ্ধরেতঃসু চ—ঊর্দ্ধরেতাঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমেও, শব্দে—বেদ-বাক্যে, হি—যে হেতু। যে আশ্রমে কর্ম্ম নাই, বরঞ্চ কর্ম্মত্যাগেরই বিধান আছে, সেই সন্ন্যাসাশ্রমেই জ্ঞানের বিধান; ইহা হইতেও জানা যায়, বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঊর্দ্ধরেতাঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, সেই আশ্রমে যখন কোন কর্ম্মই নাই, তখন বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না।

যদি বল, বেদে ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া কোন আশ্রমের উল্লেখ নাই, তাহার উত্তরে বলিব, না, আছে ; "দান, অধ্যয়ন, তপস্যা এই তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রধান বিভাগ, এই যে সব মহাত্মাগণ অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তপস্যার উপাসনা করেন" "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি বৈদিক শব্দেই ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমের বিষয় অবগত হওয়া যায়। গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করুক বা নাই করুক, ঋণত্রয় পরিশোধ হউক বা নাই হউক, শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই ঊর্দ্ধরেতস্বের প্রসিদ্ধি আছে, এ কারণেও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যার সম্ভাব বশতঃ এবং সেই আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও অভাব বশতঃ জানা যায় যে, বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে। যদি বল, "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাবজ্জীবন কর্ম্মাধিকারিত্বের উল্লেখ থাকায় ঊর্দ্ধরেতাঃ বলিয়া কোন আশ্রম ত নাই, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিও ত অপ্রমাণ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ" ইত্যাদি বৈদিক বাক্যেই উক্ত আশ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। তবে যাবজ্জীবন কর্ম্মাধিকার-বিষয়ক যে শ্রুতি আছে, তাহা অবিরক্ত অর্থাৎ যাহাদের বৈরাগ্যোদয় হয় নাই, যাহারা গৃহস্থধর্ম্মী, তাহাদিগের পক্ষে, সন্ন্যাসী বা বিরক্তের পক্ষে নহে ॥ ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—পরামর্শম্—অনুবাদ মাত্র, জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য বলেন, অচোদনা—বিধিসূচক বাক্যের অভাব, চ—ও, অপবদতি—নিন্দা করেন, হি—যে হেতু। জৈমিনি আচার্য্য বলেন, শাস্ত্রে গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রমের বিধি নাই, "ধর্ম্মের

তিনটি স্কন্ধ” এই শ্রুতিতে আশ্রমান্তর বুঝাইতে পারে, এমন কোন চোদনা বা বিধিবোধক প্রত্যয়ও নাই, বিশেষতঃ ঐ শ্রুতিতে যে সন্ন্যাসের কথা আছে, তাহা অনুবাদ মাত্র। আরও দেখ, জৈমিনি সন্ন্যাসাশ্রমের নিন্দাই করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণের নিমিত্ত “ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ” ইত্যাদি যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই, কারণ, জৈমিনি আচার্য্য বলেন, ঐ সমস্ত বাক্য আশ্রমান্তর অর্থাৎ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুবাদ মাত্র, সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি-বোধক নহে, যে হেতু, যে সমস্ত প্রত্যয় থাকিলে বিধি বুঝাইতে পারে, ঐ বাক্যে তাহা নাই। ঐ বাক্যের প্রত্যেকটিই অন্যার্থ-সূচক। তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধের মধ্যে প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এই তিনটি, দ্বিতীয় স্কন্ধ গার্হস্থ্যাশ্রম, ও তৃতীয় স্কন্ধ তপস্যা বানপ্রস্থাশ্রম, গুরুগৃহে বাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে প্রতিপাদন করিতেছে, আর ঐ সমস্ত আশ্রমের ফল অনিত্য, ইহাই বুঝাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশংসার জন্যই ঐ শ্রুতির পরামর্শ বা অনুবাদ বা উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, আশ্রমান্তর গ্রহণের বিধানার্থ নহে। বিশেষতঃ শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবেই অর্থাৎ স্পষ্টই আশ্রমান্তরের নিন্দাই করিয়াছেন॥ ১৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—“ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ” ইত্যাদি বৈদিক শব্দে ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব তাহা আছেই, ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ, উক্ত বৈদিক শব্দে সেই সমস্ত আশ্রমের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ বা উল্লেখমাত্রই করা হইয়াছে, অচোদনা অর্থাৎ

বিধিবোধক কোন শব্দ না থাকায় বিধান করা হয় নাই। বরঞ্চ ঐ শব্দ দ্বারা প্রস্তাবিত প্রণব দ্বারা ব্রহ্মোপাসনারই প্রশংসা করা হইয়াছে, কারণ, উহার উপসংহারে "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্ত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন" এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসার নিমিত্তই ঐ সমস্ত আশ্রমের অনুবাদ মাত্র করা হইয়াছে। আরও দেখ, "যে ব্যক্তি অগ্নি নির্ব্বাপিত অর্থাৎ অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে দেবতাদিগের বীর্য্যহানি করে" ইত্যাদি শ্রুতি আশ্রমান্তরের নিন্দাই করিয়াছেন, সুতরাং ঊর্দ্ধরেতাঃ নামে কোন আশ্রম নাই, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের অভিমত ॥ ১৮॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—অনুষ্ঠেয়ম্—অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ আচার্য্য বলেন, সাম্যশ্রুতেঃ—শ্রুতির সাম্য বশতঃ। বাদরায়ণ আচার্য্যের মত এই যে, গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় অন্য আশ্রমও অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কারণ, পরামর্শ বা অনুবাদ-শ্রুতি সমান অর্থাৎ উক্ত বাক্যে গার্হস্থ্যের যেমন অনুবাদ করা হইয়াছে, আশ্রমান্তরেরও সেইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাদরায়ণ আচার্য্য বলেন, বেদে চারিটি আশ্রমেরই সমানভাবে উল্লেখ থাকায় গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। অগ্নিহোত্রাদি যাগ গৃহীর অবশ্য-কর্ত্তব্য, অন্য আশ্রম তাহার বিরোধী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে তাহাদের অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং যাহারা ঐ সমস্ত যাগের অনধিকারী অর্থাৎ করিতে অসমর্থ, তাহারাই আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠান করিবে, এইরূপ যাহাদের মত, সূত্রকার এই সূত্রে তাহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলেন, উক্তমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের ইচ্ছা না থাকিলেও

গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, "ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ" ইত্যাদি পরামর্শশ্রুতি গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত আশ্রমান্তরের পরামর্শ বিষয়ে সমান। উক্ত শ্রুতিবাক্যে শ্রুত্যন্তরে উল্লিখিত গার্হস্থ্যাশ্রমের যেরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে, অন্য শ্রুতিতে উল্লিখিত আশ্রমান্তরেরও সেইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও তুল্যভাবেই অনুষ্ঠেয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা :—গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের মত, কারণ, উপাদেয় বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের অবশ্য অনুষ্ঠেয়তা বিষয়ে যে সমস্ত শ্রুতি আছে, আশ্রমান্তরেরও অনুষ্ঠেয় বিষয়ে সেইরূপই শ্রুতি আছে। "ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ" এই হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রশংসা-সূচক উক্তি গৃহস্থাশ্রম ও অন্যান্য আশ্রম, সকলের পক্ষেই সমান, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের ন্যায় ঊর্দ্ধরেতাঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের বিষয়েও যখন উল্লেখ দেখা যায়, তখন তাহাও অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ॥ ১৯ ॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ :—বিধিঃ—বিধান, বা—নিশ্চয়ই, ধারণবৎ—ধারণা, শ্রুতির ন্যায়। "ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ" ইত্যাদি বাক্য কেবল পরামর্শ নহে, বিধি-ই ; পূর্ব্ব-মীমাংসায় উপরি-ধারণ বাক্যে যেমন বিধি, এ স্থানেও সেইরূপ বিধি, অতএব ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা শাস্ত্রসম্মত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উক্ত বাক্য কেবল আশ্রমান্তরের অনুবাদ মাত্র নহে, উহা বিধিও। যদি বল, উহাকে

বিধি বলিয়া স্বীকার করিলে একবাক্যতা-প্রতীতির ব্যাঘাত হয়, এ স্থানে ধর্ম্মস্কন্ধ তিনটি পুণ্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ, আর ব্রহ্মনিষ্ঠতা অমৃতত্ব-প্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ, এই ফলপ্রদানরূপ প্রশংসা দ্বারা একবাক্যতাপ্রতীতি হইতেছে, কিন্তু বিধি বলিলে তাহা হয় না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, হাঁ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ একবাক্যতা-প্রতীতি পরিত্যাগ করিয়া বিধিই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, আশ্রমবিশেষের বিধায়ক অন্য কোন বিধিবাক্য দেখা যায় না, সুতরাং উক্ত বাক্যেই আশ্রমের বিধান আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর ঐ বাক্যে স্পষ্টভাবেই আশ্রমান্তরের প্রতীতি হওয়ায় কেবল প্রশংসার নিমিত্ত এইরূপ কল্পনা দ্বারা একবাক্যতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "অধোভাগে সমিধ ধারণ করিবে আর উপরিভাগে দেবতাদের উদ্দেশে ধারণ করিতেছে" এই যে উক্তি আছে, এ স্থলে অধোধারণের সহিত একবাক্যতাপ্রতীতি হইলেও "উপরিভাগে ধারণ করিতেছে" এ স্থলে বিধিবোধক প্রয়োগ না থাকিলেও পূর্ব্বে কোন স্থানে উপরিধারণের বিধি না থাকায় বিধি বলিয়া গণ্য হইবে, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। পূর্ব্ব-মীমাংসার শেষ লক্ষণেও বলা হইয়াছে "অপূর্ব্বত্ব হেতুক অর্থাৎ যখন অন্যত্র কোন স্থানে প্রাপ্তি নাই, তখন ঐ 'ধারণ' বাক্যে বিধিই জানিবে, অনুবাদ নহে, সুতরাং ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমও শাস্ত্রসিদ্ধ এবং বিদ্যাও উক্ত আশ্রমবিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র, কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্ব-মীমাংসার উক্ত 'ধারণের' ন্যায় 'ধর্ম্মস্কন্ধ' বাক্যও আশ্রমান্তরের বিধি বলিয়াই জানিতে হইবে। আদিষ্ট অগ্নিহোত্রযাগে "অধোভাগে সমিধ ধারণ করিবে, দেবতাদিগের উদ্দেশে উপরিভাগে ধারণ করিতেছে" এই বাক্যে 'উপরি-ভাগে ধারণ' শব্দটি অনুবাদস্বরূপ হইলেও বিধি না থাকিলে অনুবাদ

হইতে পারে না বলিয়া বিধিবোধক প্রত্যয় না থাকিলেও যেমন বিধির-ই কল্পনা করিতে হয়, এ স্থানেও তেমনই সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে বিধিবোধক প্রত্যয় না থাকিলেও বিধি-কল্পনাই করিতে হইবে, কারণ, বিধি ব্যতীত অনুবাদ হইতে পারে না।। মীমাংসার শেষ লক্ষণেও বলা হইয়াছে—"অপূর্ব্বত্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন স্থানে প্রাপ্তি না থাকায় ধারণে বিধি কল্পনাই করিতে হইবে"; অতএব ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকায় বিদ্যা হইতেই মুক্তিলাভ হয়, ইহাই প্রমাণিত হইল ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—স্তুতিমাত্রম্—প্রশংসাবাক্য মাত্র, উপাদানাৎ—উদ্গীথাদির গ্রহণ হেতুক, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, অপূর্ব্বত্বাৎ—পূর্ব্বে কোথাও বিধি না থাকায়। কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিকে গ্রহণ অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া "সেই এই উদ্গীথ রসসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস" ইত্যাদি বাক্য-সমূহ যে কেবল প্রশংসাবাদ মাত্র, বিধি নহে, এরূপ বলিতে পার না; পূর্ব্বে কোন স্থানে বিধি না থাকায় উহা দ্বারা উদ্গীথ উপাসনার বিধানই করা হইয়াছে, বিধি না থাকিলে স্তুতি সম্ভবই হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই যে উদ্গীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অষ্টম রস, ইহাই ঋক্, অগ্নি, সাম" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ কি উদ্গীথ প্রভৃতির প্রশংসাবাদ মাত্র? অথবা উপাসনা-বিধানের নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, প্রশংসা-নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, কেন না, যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতিকেই উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ বা অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সংশয়োচ্ছেদের নিমিত্ত বলিতেছেন—না, কেবল প্রশংসামাত্র করাই এই শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ, পূর্ব্বে আর কোন স্থানে উহা উক্ত হয় নাই। ঐ সমস্ত বাক্য বিধির নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে অপূর্ব্বার্থ অর্থাৎ পূর্ব্বে অযুক্ত উদ্গীথাদি উপাসনার বিধি বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, প্রশংসার্থ স্বীকার করিলে উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। পূর্ব্বে যদি বিধিসূচক বাক্য থাকে, তবেই পরবাক্য তাহার স্তুতি-সূচক হইতে পারে, নতুবা নহে, সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতি বিধানার্থকই বুঝিতে হইবে, প্রশংসার্থক নহে ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই যে উদ্গীথ, ইহা রসসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট অষ্টম রস" ইত্যাদি বাক্য-সমূহ কি যজ্ঞাঙ্গ-স্বরূপ উদ্গীথাদির প্রশংসাপর? অথবা উদ্গীথাদি বিষয়ে রসতমাদিরূপ দৃষ্টিবিধানপর? সম্প্রতি ইহাই বিচারিত হইতেছে। বিচারের প্রথমেই মনে হয়, যখন উদ্গীথাদি শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন প্রশংসাপর হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদির উল্লেখ করিয়া, তাহাদেরই উৎকৃষ্ট রসত্বাদিই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, ঐ বাক্যের উল্লেখ কেবল প্রশংসার জন্যই হয় নাই, কারণ, উদ্গীথাদি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অষ্টম রস, ইহা পূর্ব্বে কোন স্থানে এমন কোন বিশেষ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয় নাই, যে প্রতিপাদনবলে প্রশস্ততা-বুদ্ধি উৎপাদনের জন্যই উদ্গীথাদিকে উৎকৃষ্ট রসাদিরূপে অনুবাদ বা পশ্চাদুল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্গীথাদির বিধিসূচক কোন বাক্যও নিকটে থাকিতে দেখা যায় না, যাহা দ্বারা ঐ বিধির সহিত একবাক্যতা করিয়া প্রশংসা-পরত্ব সমর্থন করা যাইতে পারে; অতএব যজ্ঞের বীর্য্যবত্তরত্বাদি ফল-সাধনের নিমিত্তই উদ্গীথাদি বিষয়ে উৎকৃষ্ট রসরূপে দৃষ্টিবিধানই যুক্তি-সঙ্গত ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—ভাবশব্দাচ্চ—বিধিবাচক শব্দের উল্লেখ হেতুকও। "উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বিধিবোধক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকাতেও ঐ সমস্ত শ্রুতি উপাসনাপরই বুঝিতে হইবে, প্রশংসাপর নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"উদ্গীথ উপাসনা করিবে" "সাম উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বিধিবোধক শব্দ-সমূহ স্পষ্টই উল্লেখ থাকায় উক্ত উদ্গীথাদি শ্রুতি উপাসনা-বিধানের নিমিত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে, প্রশংসাপর হইলে বিধিবোধক শব্দ-সমূহের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আরও দেখ, প্রত্যেক প্রকরণেই পৃথক্ পৃথক্ ফলের উল্লেখ আছে, প্রশংসাসূচক-ই হইলে ফলের উল্লেখ থাকিত না ॥ ২২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"উপাসনা করিবে" ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দ থাকাতেও জানা যায়, ঐ সমস্ত শ্রুতি বিধিপর-ই, প্রশংসাপর নহে। বিধিবোধক প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদ অনুষ্ঠেয় বিষয়কেই নিজের অর্থ অর্থাৎ শব্দার্থ বলিয়া জানাইয়া দেয়, সুতরাং ঐ সমস্ত শ্রুতি উপাসনা-বিধানের নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

সূত্রার্থ।—পারিপ্লবার্থা—পারিপ্লব অর্থাৎ আখ্যায়িকাবিশেষ পাঠের নিমিত্ত, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, বিশেষিত-ত্বাৎ—বিশেষরূপে উক্ত হওয়ায়। অশ্বমেধযজ্ঞে পুরোহিত,

পুত্রামাত্যাদি-পরিবেষ্টিত রাজাকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, ইহাই পারিপ্লব শব্দের অর্থ। বেদান্তমধ্যে যে সমস্ত আখ্যায়িকা উক্ত হইয়াছে, তাহা পারিপ্লবের নিমিত্ত, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর,—উহা পারিপ্লবের নিমিত্ত নহে, কারণ, পারিপ্লবের নিমিত্ত যাহা পঠিত হয়, তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। বেদান্তোক্ত আখ্যানে সে বৈশিষ্ট্য নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিলেন" "দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধাম বৈজয়ন্ত নগরে গমন করিয়াছিলেন" বেদান্তোক্ত এই সমস্ত আখ্যান কি পারিপ্লব প্রয়োগের নিমিত্ত? অথবা ঐ প্রকরণোক্ত উপাসনা-সমূহের স্তাবের নিমিত্ত? এই সংশয়িত বিষয়ে প্রথমেই মনে হয়, ঐ আখ্যান-সমূহ পারিপ্লবের নিমিত্তই পঠিত হইয়াছে, কারণ, পারিপ্লবে আখ্যান-প্রয়োগের বিধান আছে, আর ঐ সমস্ত বাক্যও আখ্যান, সুতরাং আখ্যানের সহিত সাম্য রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্ত-সমূহ বিদ্যাপ্রধান নহে, মন্ত্রের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ মাত্র, এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তর, না, পারিপ্লবের নিমিত্ত নহে, কারণ, যে স্থানে পারিপ্লবের বিধি আছে, সে স্থানে "রাজা বৈবস্বত মনু" ইত্যাদি কয়েকটি আখ্যান বিশেষ-রূপে নির্দ্দেশ করা আছে। আখ্যান শব্দের সহিত সাম্য থাকায় যদি সর্ব্বস্থানেই পারিপ্লবার্থ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষোক্তির কোন সার্থকতাই থাকে না॥ ২৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"দিবোদাস-পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন" "আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতু

ছিলেন” বেদান্তোক্ত এই সমস্ত আখ্যান কি পারিপ্লব প্রয়োগের নিমিত্ত ? অথবা বিদ্যাবিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত ? এইরূপ বিচারে “আখ্যান-সমূহ পাঠ করিবে” এই শ্রুতিতে পারিপ্লবে আখ্যান-সমূহের প্রয়োগ-বিষয়ের উল্লেখ থাকায়, উহারা বিদ্যাবিশেষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে ; ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি, সমস্ত আখ্যানই পারিপ্লব বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ, উহার প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। “আখ্যান-সমূহ পাঠ করিবে” এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই “রাজা বৈবস্বত মনু” ইত্যাদি উক্তি থাকায় মন্বাদির আখ্যান পাঠ করিবে, ইহাই বিশেষ করিয়া বলায় পারিপ্লবে তাহাদেরই প্রয়োগ হইবে ; অতএব বেদান্তে যে সমস্ত আখ্যান আছে, তাহারা পারিপ্লবে প্রয়োগার্থ নহে, পরন্তু উপাসনা-বিধানার্থই জানিবে ॥ ২৩ ॥

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—তথা—সেইরূপ, চ—ও, একবাক্যতোপবন্ধাৎ—বাক্য-সমূহের একার্থ-সম্বন্ধ থাকায়। বেদান্তোক্ত আখ্যান-সমূহ বিদ্যাবিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করে ও অনায়াসে জ্ঞান উৎপাদন করে। যে সমস্ত বাক্য আত্মজ্ঞান-উৎপাদক, সেই সমস্ত বাক্যের সহিত একবাক্যতা-বোধক কারণ-সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ থাকায় ইহাই জানা যায় যে, বেদান্তের আখ্যান-সমূহ বিদ্যা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত, পারিপ্লবের নিমিত্ত নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বেদান্তোক্ত আখ্যান-সমূহ পারিপ্লবে প্রযোজ্য নহে, ইহা যখন স্থির হইল, তখন উক্ত আখ্যান-সমূহের নিকটেই যে সমস্ত বিদ্যার উল্লেখ আছে, তাহাদের

প্রতিপাদন করাই উহার উদ্দেশ্য, এই মতই স্বীকার করা স্তাষ্য, কারণ, যাহাতে বিদ্যা বা উপাসনার অনুরাগ ও সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এই উদ্দেশে সেই সেই স্থানের নিকটে উক্ত বিদ্যা-সমূহের সহিত একবাক্যতা দেখা যায়, অর্থাৎ আখ্যায়িকার বাক্য-সমূহ উপক্রম উপসংহার ইত্যাদির সহিত মিলাইয়া একরূপ অর্থ গ্রহণ করাই ন্যায্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অরে ! আত্মাই দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতারূপে সম্বদ্ধ হওয়াতেও "সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি স্থলে যেমন কর্ম্মবিধির প্রশংসা নিমিত্তই আখ্যায়িকাগুলি বিহিত হইয়াছে, পারিপ্লবে প্রয়োগার্থ নহে, এ স্থলেও সেইরূপ বেদান্তোক্ত আখ্যান-সমূহ বিদ্যাবিধির প্রশংসা জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে,* পারিপ্লবে প্রয়োগের জন্য নহে, ইহা জানা যাইতেছে ॥ ২৪ ॥

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—অতএব—এই কারণেই, চ—ও, অগ্নীন্ধনাদ্যন-পেক্ষা—অগ্নি কাষ্ঠ ইত্যাদির অপেক্ষা করে না। বিদ্যাই মুক্তি-লাভের একমাত্র হেতু বলিয়া মুক্তিলাভ অগ্নি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা সাধ্য যজ্ঞাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, বিদ্যা দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, যজ্ঞাদি দ্বারা নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—একমাত্র বিদ্যাই মুক্তিলাভের হেতু বলিয়া বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য মুক্তি অগ্নি, সমিধ ইত্যাদি আশ্রমবিহিত ক্রিয়া-সমূহের কোন অপেক্ষাই করে না, অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ব্যতীতও কেবল বিদ্যা-প্রভাবেই মুক্তিলাভ ঘটে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্তুতি বা প্রশংসা-প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় পারিপ্লবার্থ ও বিদ্যার্থ এই দুইটি বিষয়ের

বিচার করা হইয়াছে। আর পূর্ব্বে জ্ঞানী ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীদিগেরও আশ্রম আছে, ইহা উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীদিগের যজ্ঞাদি ক্রিয়া না থাকায় যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যাতেও তাঁহাদের অধিকার সম্ভব হইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যে হেতু, "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীদিগেরও বিদ্যা-বিষয়ে অধিকার আছে, ইহা জানা যায়, সেই হেতু ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীদিগের বিদ্যানুষ্ঠান অগ্নীন্ধন অর্থাৎ অগ্ন্যাধানাদির অপেক্ষা করে না। অগ্নীন্ধন শব্দের অর্থ অগ্নির আধান বা স্থাপন। ঊর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যা আধান পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা মনে করে না, কেবল নিজের আশ্রম-বিহিত কর্ম্মেরই অপেক্ষা করে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বাপেক্ষা চ—যজ্ঞাদি সকল কর্ম্মেরই আবশ্যকতাও, যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ—যজ্ঞাদি-বিষয়ক শ্রুতি থাকায়, অশ্ববৎ—অশ্বের ন্যায়। যজ্ঞের দ্বারাই বিশেষরূপ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয় ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় আশ্রম-বিহিত সমস্ত কর্ম্মেরও অপেক্ষা আছে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, অশ্ব যেমন রথ-বহনেরই উপযুক্ত, লাঙ্গলাকর্ষণে উপযুক্ত নহে, সেইরূপ বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষে আশ্রমবিহিত কর্ম্মের উপযোগিতা নাই বটে, কিন্তু জ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে উপযোগিতা আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্যা কি আশ্রমবিহিত কর্ম্মের কোন অপেক্ষাই করে না? অথবা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষা করে? সম্প্রতি ইহাই বিচার করা যাইতেছে। তাহার

মধ্যে পূর্ব্ব-সূত্রে বিদ্যা অগ্নীন্ধনাদি আশ্রম-কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, ইহা বলায় বুঝা যাইতেছে, আশ্রমবিহিত কর্ম্মে বিদ্যার কোন আবশ্যকতাই নাই। উক্তরূপ উক্তি বিষয়েই বলিতেছেন—বিদ্যা আশ্রমবিহিত কর্ম্মের যে একেবারেই অপেক্ষা করে না, তাহা নহে, কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষা করে। বিদ্যা উৎপন্ন হইলে তাহার ফল অর্থাৎ মুক্তি বিষয়ে অন্য কাহার প্রতীক্ষা করে না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সেই বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপত্তির বিষয়ে কর্ম্মের অপেক্ষা করে, কারণ, "ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতি যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিদ্যালাভের উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অশ্বেবৎ ন্যায় অর্থাৎ অশ্ব রথাকর্ষণ-কার্য্যেই উপযোগী, লাঙ্গলাকর্ষণ-কার্য্যে যেমন উপযোগী নহে, তদ্রূপ বিদ্যা দ্বারা যে ফললাভ হয়, তদ্বিষয়ে আশ্রমকর্ম্মের কোন প্রয়োজনই নাই, কিন্তু বিদ্যা উৎপত্তি বিষয়ে আশ্রমকর্ম্মের প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলেই বিদ্যা বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়॥ ২৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—বিদ্যা যদি যজ্ঞাদির অপেক্ষা না করিয়াই মুক্তিদান করিতে পারে, তাহা হইলে গৃহস্থের পক্ষেও যজ্ঞাদি নিরপেক্ষভাবেই মুক্তিদান করিতে পারে, বিশেষতঃ যজ্ঞাদি শ্রুতিও "জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে বিদ্যার অঙ্গ, তাহাও প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মী গৃহস্থদিগের পক্ষে বিদ্যা অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা করে, কারণ, "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অনাসক্তি ইত্যাদি অবলম্বনে সেই এই পরমব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতে যজ্ঞাদি বিদ্যার অঙ্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি না থাকিলে, "যজ্ঞাদির সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে

অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন" এরূপ উপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব ঐরূপ বাক্য থাকাতেই যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান যে জ্ঞানলাভের উপযোগী, তাহা জানা যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, অশ্বের ন্যায় অর্থাৎ অশ্ব স্বয়ং লোকের গমনাগমনের উপায় হইলেও সে যেমন নিজের গমনোপযোগী সাজসজ্জা অর্থাৎ পৃষ্ঠাস্তরণ, বল্গা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত হওয়া রূপ কর্ম্মের অপেক্ষা করে, সেইরূপ বিদ্যা মোক্ষলাভের উপায় হইলেও সে স্বয়ং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহের অপেক্ষা করে, অতএব কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থের পক্ষেও বিদ্যা যজ্ঞাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহকে অপেক্ষা করে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহার বহু প্রমাণ আছে ॥ ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাঽপি তু তদ্‌বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—শমদমাদ্যুপেতঃ—শমদমাদিসাধনসমন্বিত, স্যাৎ—হইবে, তথাপি—তাহা হইলেও, তু—কিন্তু, তদ্বিধেঃ—তাহার বিধান হেতুক, তদঙ্গতয়া—তাহার অঙ্গ বলিয়া, তেষামপি—তাহাদেরও, অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ—অবশ্যই অনুষ্ঠানের ঔচিত্যবশতঃ। জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তি শম-দমাদি-সাধন-সমন্বিত হইবে, যদিও এইরূপ বিধি আছে, তাহা হইলেও উক্ত বিধানের বলেই আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিধিও সিদ্ধ হয়, কারণ, শমদমাদিও তাহাদের অঙ্গ বলিয়া তাহারাও যে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, তাহা পাওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, যজ্ঞাদি-ক্রিয়া বিদ্যালাভের উপায়স্বরূপ, ইত্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, "যজ্ঞের দ্বারা জানিতে

ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতি যজ্ঞাদির বিধিবোধক নহে, উহা কেবল "বিদ্যার এমনই মাহাত্ম্য যে, লোকে ব্যয় ও ক্লেশবহুল যজ্ঞাদির দ্বারাও তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করে" ইত্যাদিরূপ বিদ্যারই প্রশংসা-সূচক, বিধিবোধক প্রত্যয় ত কিছুই নাই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, প্রদর্শিত আপত্তি সত্য হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে বিধিবোধক শ্রুতি না থাকিলেও "বিদ্যার্থী শম-দমাদিযুক্ত হইবেন" এ স্থলে 'হইবেন' এই ক্রিয়া দ্বারা শম-দমাদিকে বিদ্যালাভের উপায় বলিয়া বিধান করা হইয়াছে ; যাহা বিহিত, তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, অতএব যজ্ঞাদি শ্রুতিতে বিধিবাক্য না থাকিলেও বিদ্যা যখন শম-দমাদির অপেক্ষা করে, তখন ব্রহ্মলাভ পক্ষে যজ্ঞাদির সাক্ষাৎ অপেক্ষা না থাকিলেও, শম-দমাদির ন্যায় যজ্ঞাদিও নিমিত্ত বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি শমাদি আশ্রম-বিহিত সমস্ত কর্ম্মেরই অপেক্ষা বা প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাদের মধ্যে শম-দমাদি অন্তরঙ্গ উপায়, যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ উপায় ॥ ২৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—গৃহস্থের পক্ষে শম-দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য ? অথবা কর্ত্তব্য নহে ? এই সন্দেহে, কর্ম্মানুষ্ঠান যখন আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্র, আর শম দমাদি যখন তাহার বিপরীত, তখন তাহারা গৃহস্থের পক্ষে অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—যদিও গৃহস্থ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারাত্মক কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও বিদ্বান্ গৃহস্থ শম-দমাদি-যুক্তই হইবেন, কারণ, শম দমাদিও বিদ্যার অঙ্গ বলিয়াই বিহিত হইয়াছে। বিদ্যার উৎপত্তি চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাই সাধিত হয়, এবং শমাদিরও বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে উপযোগিতা দেখা যায়, অতএব বিদ্যোৎপত্তি নিমিত্ত শমাদিও অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ—সকলেরই অন্নভোজনের অনুমোদন, প্রাণাত্যয়ে—প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনায়, তদ্দর্শনাৎ—সেইরূপই দেখা যায় বলিয়া। প্রাণোপাসকের পক্ষে ভক্ষ্যান্নের বিচার নাই, সকলেরই অন্ন ভোজন করিতে পারেন, শ্রুতির এই যে অনুমতি, ইহা কেবল প্রাণসঙ্কটকালের জন্যই, সার্ব্বকালিক অনুমতি নহে, অন্নাভাবে যে স্থানে প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা, সেই স্থানেই এ বিধি, চাক্রায়ণ ঋষির এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল দেখা যায়। অন্নাভাবে প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইলে তিনি হস্তিপালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার স্পৃষ্ট জল পান করেন নাই, কারণ, জল দুর্লভ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদে এইরূপ শ্রুতি আছে—"প্রাণবিদ্যার অভিজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণোপাসকদিগের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া কিছুই নাই, সকলের অন্নই তাঁহাদের ভক্ষ্য"। বাজসনেয় ব্রাহ্মণেও এইরূপই উক্তি আছে। এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, এই যে সর্ব্বান্ন-ভোজনের অনুমতি, ইহা কি শমাদির ন্যায় বিদ্যা বা প্রাণোপাসনার অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে? অথবা প্রশংসামাত্র? বিচারের প্রথমাবস্থাতে বিধি বলিয়াই অনুমিত হয়। প্রবৃত্তিজনক উপদেশের নাম বিধি, এ স্থানে প্রাণবিদ্যা প্রকরণেই ইহা পঠিত হওয়ায় প্রাণবিদ্যারই অঙ্গরূপে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিয়মের নিবৃত্তিকর, অতএব প্রবৃত্তিজনক উপদেশ দেওয়াতে উহা বিধিই বলিতে হইবে। যদি বল, ইহা স্বীকার করিতে হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিভাগকর অর্থাৎ "ইহা

ভক্ষ্য, ইহা অভক্ষ্য” ইত্যাদি বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র. বাধা প্রাপ্ত হয়”;] তাহার উত্তর—ঐরূপ বাধাপ্রাপ্তি দোষাবহ নহে, সামান্তবিশেষভাবেই উক্ত দোষের সমাধান হইতে পারে। সামান্তবিশেষভাবে অর্থাৎ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইলেও স্থানবিশেষে উহা বিধেয় হইতে পারে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—এ স্থানে বিধিবোধক শব্দের প্রয়োগ না থাকায় সর্ব্বান্ন-ভক্ষণের বিধান করা হয় নাই, “প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই” এই বাক্যে বর্ত্তমান ক্রিয়ারই উপদেশ আছে, “ভক্ষণ করিবে” এইরূপ কথা থাকিলে বিধি হইতে পারিত, সুতরাং উক্ত বাক্য প্রাণান্ন-বিজ্ঞানের প্রশংসার নিমিত্ত অর্থবাদমাত্র, বিধি নহে। সূত্রকার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ বলিতেছেন—প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ অন্নাভাবে প্রাণবিয়োগ-রূপ বিপত্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রাণরক্ষার নিমিত্তই সর্ব্বান্নভোজনের অনুমতি করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিসম্মত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, চাক্রায়ণ ঋষি বিপন্ন হইয়া হস্তিপালকের অর্দ্ধভুক্ত কুল্মাষ অর্থাৎ ছোলার ঘুংনি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন—“এই অন্ন না পাইলে আমার জীবন-রক্ষা হইত না, জীবন-রক্ষার জন্যই উচ্ছিষ্টও খাইয়াছি, কিন্তু জল সুলভ, সর্ব্বস্থানেই জল পাইব” ইত্যাদি। শ্রুতি এই উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে, প্রাণবিয়োগ-সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে কেবল প্রাণরক্ষার নিমিত্তই অভক্ষ্যও ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু সেইরূপ অবস্থা না হইলে তাহা কর্ত্তব্য নহে, অতএব উক্ত অনুমতি কেবল অর্থবাদমাত্র, বিধি নহে ॥ ২৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাজসনেয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণবিদ্যাপ্রকরণে “এই প্রাণোপাসকের পক্ষে অভক্ষ্য কিছু নাই” ইত্যাদি শ্রুতি প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমোদন

করিয়াছেন, এই যে অনুমতি, ইহা কি সার্ব্বকালিক ? অথবা প্রাণসঙ্কটরূপ বিপত্তিকালের জন্য ? এই সংশয়ে বলিতেছেন—যখন বিশেষ করিয়া কিছু নির্দ্দেশ করা হয় নাই, তখন সার্ব্বকালিকই হইবে। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, প্রাণবিয়োগ-সম্ভাবনা হইলেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমোদন করা হইয়াছে, কারণ, স্থানান্তরে ব্রহ্মোপাসকদিগের সম্বন্ধেও যখন ঐরূপ অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সামান্য প্রাণোপাসকদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমতি বেশী কথা নহে। ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাক্রায়ণ ঋষি বজ্রাগ্নিদগ্ধ কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কোন হস্তিপালকদিগের গ্রামে বাসকালে অন্নাভাবে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, ব্রহ্মোপাসনার সমাপ্তি আকাঙ্ক্ষায় জীবনরক্ষার নিমিত্ত কুল্মাষভোজী কোন হস্তিপালকের নিকট খাদ্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ হস্তিপালক "আমার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য নাই" এইরূপ বলিলে, তিনি সেই উচ্ছিষ্টই প্রার্থনা করেন। সে তাহাই দান করিলে তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন—"তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে"। তাহার উত্তরে হস্তিপালক "এই কুল্মাষ কি উচ্ছিষ্ট নহে ?" ইহা বলিলে তিনি উত্তর দেন, "ইহা না খাইলে আমি জীবন রক্ষা করিতে পারি তাম না. কাজেই খাইয়াছি, কিন্তু জল সুলভ, ইচ্ছানুসারে পান করিতে পারিব" এইরূপে প্রাণরক্ষার নিমিত্তই উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা না থাকায় জলপান নিষেধ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হইল যে, এ স্থানে প্রাণোপাসকদিগের সম্বন্ধে যে সর্ব্বান্নভোজনের অনুমতি করা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাণসংশয়স্থলেই ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—অবাধাচ্চ—বাধা না হওয়াতেও। সর্ব্বান্নভক্ষণের

অনুমতিবিধায়ক বাক্য অর্থবাদমাত্র, ইহা স্বীকার করিলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-নিয়ামক শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়েও কোন বাধা উপস্থিত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সর্ব্বান্নভক্ষণ প্রতি অর্থবাদমাত্র, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, নিত্য শাস্ত্রবিহিত আহারের ব্যবস্থা করায় মনঃশুদ্ধি অথবা বিশুদ্ধ সত্বগুণের আবির্ভাব ইত্যাদি সাধিত হয়, সুতরাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়ামক শাস্ত্রের মর্য্যাদাও অব্যাহত থাকে ॥২৯॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিশুদ্ধ আহার করিলে চিত্তশুদ্ধি অথবা বিশুদ্ধ সত্বগুণের উদ্রেক হয়, আর চিত্তশুদ্ধি অথবা সত্বগুণোদ্রেকে ব্রহ্মবিষয়িণী নিশ্চলা স্মৃতি উৎপন্ন হয়" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি বিষয়ে যে আহারশুদ্ধির বিধান রহিয়াছে, ঐ বিধানের সার্থকতা-রক্ষার নিমিত্তও ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে যে সর্ব্বান্নভোজনানুমতি, তাহা কেবল আপৎকালের জন্যই, সার্ব্বকালিক নহে। আর মহাপ্রভাবসম্পন্ন ব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষেও যখন ঐরূপ বিধি, তখন ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন প্রাণোপাসকদিগেরও যে ঐ বিধি, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র ॥ ২৯॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—অপি চ—আরও, স্মর্য্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। আরও দেখ, স্মৃতিশাস্ত্রেও আপৎকালের নিমিত্তই অভক্ষ্যাভক্ষণের বিধি উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"কোন ব্যক্তি জীবনসংশয়স্থলে যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেও, পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তিনিও তেমনই অজস্র পাপে লিপ্ত হন না" এই

স্মৃতিবাক্যেও জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের বিধান দেখা যায়। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বকালেই মদ্য বর্জ্জন করিবেন, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপান করে, রাজা তাহার মুখে উষ্ণ মদ্য সিঞ্চন করিবেন, মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ অভক্ষ্যভক্ষণ হেতুক ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে" এই স্মৃতিবাক্য আপৎকালেও মদ্যপান করিতে নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"কোন ব্যক্তি জীবনসংশয় অবস্থায় পতিত হইয়া যাহার তাহার অন্ন ভোজন করিলেও, পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তেমনই তজ্জন্ত পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না" এই স্মৃতিবাক্যও ব্রহ্মোপাসকদিগেরই হউক বা অন্যেরই হউক, সকলের পক্ষেই আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি দিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—শব্দশ্চ—শ্রুতিও, অতঃ—এই জন্যই, অকামকারে—স্বেচ্ছাচারিতানিষেধবিষয়ে। যথেচ্ছভাবে সর্ব্বান্নভক্ষণের নিষেধক শ্রুতিবাক্যও আছে, এই জন্যই সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যের অর্থবাদার্থ স্বীকার করিলে নিষেধশ্রুতির মর্য্যাদাও রক্ষিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই জন্য ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না" কঠসংহিতার সর্ব্বান্নভক্ষণের প্রতিষেধক এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্য অর্থবাদমাত্র, ইহা স্বীকার করিলেই উক্ত শ্রুতির অর্থসঙ্গতি হয়, অতএব উক্ত প্রকার বাক্যসমূহ অর্থবাদমাত্র, বিধি নহে ॥ ৩১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু ব্রহ্মোপাসক ও অন্যের পক্ষেও কেবল আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণের অনুমতি

দেওয়া হইয়াছে, এই নিমিত্তই সকলের পক্ষেই অকামকার অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারের প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কঠসংহিতায় "এই নিমিত্ত আমি পাপ দ্বারা যেন স্পৃষ্ট না হই, এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না" যথেচ্ছ অভক্ষ্যভক্ষণের নিষেধক এই বাক্য দেখা যায় ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাৎ চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—বিহিতত্বাচ্চ—শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়াও, আশ্রমকর্ম্মাপি—আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহও। অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া, যাঁহারা বিদ্যাভিলাষী নহেন, তাঁহাদের পক্ষেও অবশ্যই অনুষ্ঠেয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহকে বিদ্যালাভের উপায় বলা হইয়াছে, সম্প্রতি যাঁহারা বিদ্যালাভেচ্ছু নহেন, এমন অমুমুক্ষু আশ্রমিমাত্রেরই উক্ত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠেয়? অথবা অনুষ্ঠেয় নহে? ইহাই বিচার করিতেছেন। বিচারফলে প্রথমেই মনে হয়, আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ যখন বিদ্যালাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন যাঁহারা বিদ্যা কামনা না করিয়া অন্য ফলের কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত কর্ম্মসমূহ অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—"যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে" এই শ্রুতিবাক্যে আশ্রমি-মাত্রেরই অগ্নিহোত্র বিহিত হওয়ায় অমুমুক্ষু আশ্রমীর পক্ষেও আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আশ্রমোচিত কর্ম্মকে যে বিদ্যালাভের উপায় বলা হইয়াছে, সে বাক্যের মর্য্যাদা ত রক্ষিত হয় না, কারণ, নিত্য ও অনিত্য কর্ম্মের সংযোগ পরস্পরের বিরোধী অর্থাৎ নিত্য কখন অনিত্য হয় না, অনিত্যও নিত্য হয় না। ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥৩২॥

শ্রীভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমূহ ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা মুমুক্ষু নহেন, কেবল আশ্রমী মাত্র, তাঁহাদের পক্ষেও কি যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠেয়? অথবা নহে? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, ঐ কর্ম্মসমূহ যখন বিদ্যারই অঙ্গ, তখন উহাদিগকে কেবলই আশ্রমীর ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে নিত্য ও অনিত্যের সংযোগবিরোধরূপ দোষ উপস্থিত হয়, অতএব যজ্ঞাদি কেবলই আশ্রমধর্ম্ম হইতে পারে না। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন—"যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আজীবনকালকেই কর্ম্মাধিকারের নিমিত্তরূপে নির্দ্দেশ থাকায় নিত্যের ন্যায় বিধান করা হইয়াছে বলিয়া যাহারা মুমুক্ষু নহে, কেবলই আশ্রমী, তাহাদের পক্ষেও অনুষ্ঠেয় ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—সহকারিত্বেন চ—সহকারিতা বশতও। আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ বিদ্যালাভের সহকারী কারণ মাত্র, সাক্ষাৎসম্বন্ধে উহাদের কারণতা নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সেই এই পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিহিত হওয়ায় আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ বিদ্যালাভের সহকারী কারণ, এ বিষয় পূর্ব্বে "সর্ব্বাপেক্ষা চ" এই সূত্রে বলা হইয়াছে। আশ্রম-কর্ম্মসমূহ বিদ্যালাভের সহকারী কারণ হইলেও বিদ্যার ফল যে মোক্ষ, সে মোক্ষলাভবিষয়ে কিন্তু সহকারী কারণ নহে, উহারা চিত্তশুদ্ধিসম্পাদন দ্বারা বিদ্যা বা জ্ঞানলাভের সাহায্য করে মাত্র ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা "সেই এই পরম-পুরুষকে বেদানুবাদী যজ্ঞাদি দ্বারা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিহিত হওয়ায় বিদ্যার অঙ্গরূপেও আশ্রমকর্ম্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ; ইহাই বলিতেছেন— বিদ্যার উৎপাদন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের সাহায্য করে বলিয়া বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। অগ্নিহোত্রাদি যেমন যাবজ্জীবন নিত্যই অনুষ্ঠিত হয়, আবার স্বর্গাদি কামনায়ও অনুষ্ঠিত হয়, এ স্থানেও "তেমনই প্রয়োগের পার্থক্যানুসারে আশ্রমবিহিত কর্ম্মসমূহ বিদ্যাসাধনতা ও আশ্রমসাধনতা উভয়ার্থই সম্পাদন করে ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বথাঽপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

সূত্রার্থ।—সর্ব্বথাঽপি—সর্ব্বপ্রকারেই, ত এব—তাহারাই, উভয়লিঙ্গাৎ—শ্রুতি স্মৃতি উভয় স্থানেই তাহার সমর্থক চিহ্ন বা লক্ষণ অর্থাৎ তদ্বোধক বাক্যসমূহ থাকায়। বিদ্যার সহকারী কারণ বলিয়াই হউক বা আশ্রমধর্ম্ম বলিয়াই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই সেই অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমকর্ম্মসমূহ অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই উক্তরূপ অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা-সূচক লিঙ্গ বা তদ্বোধক চিহ্ন আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—আশ্রমধর্ম পক্ষেই হউক, আর বিদ্যার সহকারী কারণ পক্ষেই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। সূত্রে নিশ্চয়ার্থক যে "এব" শব্দটি আছে, অর্থাৎ "সেই অগ্নিহোত্রাদিই" এই "এব শব্দের দ্বারা বিদ্যালাভের উপায় অগ্নিহোত্রাদি যে আশ্রমীর কর্ত্তব্য, অগ্নিহোত্রাদি হইতে পৃথক্ নহে, একই বস্তু, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়শাস্ত্রেই উক্ত

বাক্যের সমর্থক বহু লিঙ্গ বা চিহ্ন থাকায় তাহা হইতেই জানা যায়। তন্মধ্যে "ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সে এই পরমপুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিলিঙ্গ, আর "যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন" ইত্যাদি স্মৃতিলিঙ্গ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্যালাভোপযোগী কর্ম্ম আর আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যে পরস্পর পৃথক্, তাহাও নহে, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ বিদ্যার অঙ্গই হউক আর আশ্রমের অঙ্গই হউক, উহাদের স্বরূপত কোন ভেদ নাই, উভয় প্রকারেই উহারা একই পদার্থ বলিয়া জানিবে, কারণ, উভয়স্থানস্থ শ্রুতিতেই যজ্ঞাদি শব্দ দ্বারা উভয়ের ঐক্য জ্ঞাপন করিয়া কেবল প্রয়োগবিষয়েই পার্থক্য করা হইয়াছে মাত্র। আরও দেখ, উভয়স্থানস্থ কর্ম্মের রূপগত ভেদবিষয়ে কোন প্রমাণও নাই ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

সূত্রার্থ।—অনভিভবঞ্চ—আক্রমণের অভাবও, দর্শয়তি—দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্মাচরণশীল ব্যক্তিগণ রাগদ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হন না, ইহা শ্রুতি দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ আত্মার যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই এই আত্মার বিনাশ অর্থাৎ অপকর্ষ হয় না" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম যেমন বিদ্যালাভের সহকারী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তেমনই যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা রাগদ্বেষাদি ক্লেশের দ্বারাও আক্রান্ত হন না, ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন।

অতএব যজ্ঞাদি আশ্রমকর্ম্ম-সমূহ বিদ্যার সহকারী কারণও বটে, আশ্রমীর অবশ্য কর্ত্তব্যও বটে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ধর্ম্মের দ্বারা পাপ দূরীভূত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি যজ্ঞাদিই সেই ধর্ম্ম, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন, সেই যজ্ঞাদিলব্ধবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হন না, অর্থাৎ কোনরূপ পাপ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। প্রত্যহ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় ও প্রত্যহই উৎকৃষ্ট বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, অতএব সেই যজ্ঞাদি বিদ্যা ও আশ্রম উভয় স্থানেই এক, পৃথক্ নহে ॥ ৩৫ ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

সূত্রার্থ।—অন্তরা চাপি—মধ্যবর্ত্তীদিগেরও নিশ্চয়ই, তু—কিন্তু, তদ্দৃষ্টেঃ—তাহা দৃষ্ট হয় বলিয়া। যাহারা আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ কোন আশ্রমীই নহে, তাহাদিগেরও বিদ্যায় অধিকার আছে, যে হেতু, পুরাণাদিতে তাহার বিবরণ দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহারা যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যাদি সম্পদ্বিহীন দরিদ্র বলিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ, সুতরাং কোন আশ্রমই যাহাদের নাই, তাদৃশ সর্ব্বাশ্রমবহির্ভূত বিধুর নামক অনাশ্রমীদিগের বিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এই সংশয়ে প্রথম আলোচনায়, অধিকার নাই বলিয়াই মনে হয়, কারণ, যে আশ্রমবিহিত কর্ম্মই বিদ্যালাভের হেতু বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে, সেই আশ্রমই যখন তাহাদের নাই, তখন আশ্রমোচিত কর্ম্মও নাই, সুতরাং বিদ্যাতেও

অধিকার নাই। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন—অনাশ্রমী বলিয়া অন্তরালে বর্ত্তমান হইলেও তাহাদিগের বিদ্যায় অধিকার আছে, কারণ, রৈক, বাচক্নবী প্রভৃতি ঐরূপ দ্রব্যসম্পত্তিহীন অনাশ্রমিগণও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, ইহা শ্রুতিতেই দেখিতে পাওয়া যায়॥ ৩৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাঁহারা আশ্রম-চতুষ্টয়েব অন্তর্গত, তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এবং আশ্রমধর্ম্মসমূহ বিদ্যালাভের সহকারী কারণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু বিধুর প্রভৃতি যাহারা কোন আশ্রমেরই অন্তর্গত নহে, মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এই সংশয়ে, যাহারা অনাশ্রমী, তাহাদের যখন আশ্রমধর্ম্মই নাই, আর বিদ্যাও যখন আশ্রমধর্ম্মেরই ব্যাপার, তখন তাহাদিগের অধিকার নাই, ইহাই মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন—অন্তরা বর্ত্তমান অর্থাৎ অনাশ্রমীদিগেরও নিশ্চয়ই বিদ্যায় অধিকার আছে, কারণ, রৈক, ভীষ্ম, সংবর্ত্ত ইত্যাদি অনাশ্রমিগণও ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই বিদ্যালাভ হয়, অন্যোপায়ে হয় না, ইহা বলা যায় না, দান, জপ, উপবাস, দেবার্চ্চনা ইত্যাদি অনৈকান্তিক কর্ম্ম দ্বারাও বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়॥ ৩৬॥

অপি চ স্মর্য্যতে॥ ৩৭॥

সূত্রার্থ।—অপি চ—আরও, স্মর্য্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্তি আছে। সংবর্ত্ত প্রভৃতি অনাশ্রমিগণও বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আশ্রম-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন না, এমন সংবর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি, যাঁহারা

নগ্নচর্য্যায় অর্থাৎ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকিতেন, ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে দেখা যায়, তাঁহারাও মহাযোগী ছিলেন। যদি বল, এই যে শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য-সমূহ প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা হইল, ইহা ত কেবল লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক মাত্র, কিন্তু প্রাপ্তি বা বিধিবোধক বাক্য কৈ? বিধিবাক্য ব্যতীত কেবল জ্ঞাপক বা স্মারক বাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। পরসূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। লোক আর কিছু করুক বা নাই করুক, কেবল মৈত্র অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীতে মিত্র-ভাবাপন্ন হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন" এই সমস্ত স্মৃতিবাক্যও অনাশ্রমীদিগেরও কেবল জপাদি দ্বারাই বিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধি-লাভ হয়, ইহা দেখাইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সূত্রার্থ।—বিশেষানুগ্রহশ্চ—ধর্ম্মবিশেষের দ্বারাও অনুগ্রহ লাভ হয়। বিধুর প্রভৃতি অনাশ্রমিগণ বর্ণোচিত ধর্ম্মবিশেষাচরণের দ্বারাও বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই অনাশ্রমী বিধুরাদিও পুরুষমাত্রেরই অনুষ্ঠেয় জ্ঞানের অবিরোধী জপ, উপবাস, দেবার্চ্চনা ইত্যাদি ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে স্মৃতি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। লোক অন্য কিছু করুক বা নাই করুক, সর্ব্বপ্রাণীতে মিত্রভাবাপন্ন দয়ালু ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন।" ইহা দ্বারা, যাহাদের আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভ ব,

তাহাদের জপে অধিকার আছে দেখান হইয়াছে, অতএব বিধুরাদিরও বিদ্যাধিকারিত্ব বিরুদ্ধ নহে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কেবল যে যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যেই এই বিষয় সমর্থনীয়, তাহা নহে, পরন্তু "তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতিও যে সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রমানুমত নহে, এমন ধর্ম্মবিশেষ দ্বারাও বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ হয়, ইহা সমর্থন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

সূত্রার্থ ।—অতঃ—ইহা হইতে, তু—কিন্তু, ইতরৎ—অন্যটি, জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গাচ্চ—লিঙ্গ বা তদ্বোধক প্রমাণ হইতেও। কিন্তু এই অনাশ্রমী ভাব হইতে আশ্রমী ভাবই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত প্রমাণ হইতেই অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—এই অন্তরালবর্ত্তিত্ব অর্থাৎ বিধুরাদি অনাশ্রমিত্ব অপেক্ষা অপরটি অর্থাৎ আশ্রমবর্ত্তিত্বই বিদ্যালাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপায়, ইহা "আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যবান্ ও তেজস্বী হয়" এই শ্রুতিবাক্য ও "দ্বিজগণ আশ্রমত্যাগী হইয়া এক দিনও থাকিবেন না" "অনাশ্রমী অবস্থায় যদি এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে একটি কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্য হইতে জানা যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—অনাশ্রমী অবস্থা অপেক্ষা আশ্রমী অবস্থাই শ্রেষ্ঠ। অনাশ্রমী অবস্থা আপৎকালের জন্য, যাহারা সমর্থ, তাহাদের পক্ষে আশ্রমী অবস্থাই উৎকৃষ্ট, কারণ, গুণাধিক কার্য্য ও অল্পগুণ কার্য্যের ফল সমান নহে। লিঙ্গ অর্থাৎ স্মৃতিও "দ্বিজ

একটি দিনও অনাশ্রমী হইয়া বাস করিবেন না" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সমর্থের পক্ষে আশ্রমোচিত ধর্ম্মই গ্রাহ্য বলিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হওয়ার পর অথবা মৃতপত্নীক ব্যক্তির যদি বৈরাগ্যোদয় না হয়, তাহা হইলে ভার্য্যালাভ না হওয়াই তাহাদের আপৎ অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে অনাশ্রমী অবস্থা দোষাবহ নহে ॥ ৩৯ ॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সূত্রার্থ।—তদ্ভূতস্য—ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমীদিগের, তু—কিন্তু, ন—না, অতদ্ভাবঃ—উক্তাবস্থার বিচ্যুতি, জৈমিনেরপি—জৈমিনি মুনিরও, নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ—নিয়ামক শাস্ত্র, আশ্রমী অবস্থা হইতে প্রচ্যুতির নিষেধ ও শিষ্টাচার বশতঃ। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর তাহা হইতে প্রচ্যুতি বা নিম্নাশ্রমে অবরোহণ করা চলে না, জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই এইরূপ অভিমত। নিয়ামক ও অবরোহণের নিষেধক শাস্ত্রাদি হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমও শাস্ত্রবিহিত, ইহা বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ আশ্রম গ্রহণ করার পর তাহা হইতে কোনরূপে প্রচ্যুত হইতে পারে কি পারে না ? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, যখন এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই, তখন পূর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উৎকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠানেচ্ছায় অথবা কোনরূপ আসক্তি বশতঃ প্রচ্যুত হইতে পারে। এই সংশয় দূর

কথার নিমিত্ত বলিতেছেন—যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কোনরূপেই আর তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া চলে না, কারণ, নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব বশতঃ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে আর পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে আসিবে না, শাস্ত্রে এইরূপ নিয়মবিধি আছে। অতদ্রূপ অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি বাক্যে যেমন প্রথমাশ্রম হইতে দ্বিতীয়াদি আশ্রম গ্রহণের উল্লেখ আছে, চতুর্থাশ্রম হইতে তৃতীয়াদি আশ্রমে অবরোহণের তেমন কোন উল্লেখ নাই। অভাব অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মের পুনরনুষ্ঠানেচ্ছায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ, কোন শিষ্টকেই এরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই এই মত ॥ ৪০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম হইতে যাঁহারা প্রচ্যুত হন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না? এই বিষয় আলোচনায় মনে হয়, বিধুরাদি অনাশ্রমীদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও দান, জপ ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ লাভ হইতে পারে, অতএব অধিকার আছে। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অনাশ্রমী অবস্থায় থাকা অর্থাৎ অবলম্বিত আশ্রম পরিত্যাগ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির যে ধর্ম্ম "অরণ্যে গমন করিবে, তথা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না" ইত্যাদি শাস্ত্র ঐ সমুদয় ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া নিয়ম করিয়াছেন। অতএব বিধুরাদির ন্যায় অনাশ্রমিভাবে অবস্থান করা নৈষ্ঠিকাদির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে না, জৈমিনিরও ইহাই মত ॥ ৪০ ॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৪১॥

সূত্রার্থ।—ন—না, চ—ও, আধিকারিকমপি—অধিকার-লক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্তও, পতনানুমানাৎ—পতনের প্রতিবিধানের অভাবাত্মক স্মৃতি অনুসারে, তদযোগাৎ—তাহার প্রায়শ্চিত্ত না থাকায়। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হইলে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধি উক্ত হইয়াছে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সে প্রায়শ্চিত্তে অধিকার নাই, সুতরাং তাহাদের পাপনাশোপযোগী কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই, স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি অনবধানতা বশতঃ ব্রতভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে "ব্রতভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে গর্দ্দভ উৎসর্গ করিয়া হত্যা করিবেন" এই যে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, ইহা তিনি করিতে পারিবেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তর, না, করিতে পারিবেন না। প্রায়শ্চিত্তাধিকার-নির্ণয় প্রকরণে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইলেও নৈষ্ঠিক তাহা করিতে পারিবেন না, কারণ, "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে স্খলিত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্তই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারে" এই স্মৃতিবাক্যানুসারে ছিন্নমস্তক ব্যক্তির যেমন কোন চিকিৎসাই নাই, তেমনই ঐ ব্রতভ্রষ্ট পতিত ব্যক্তিকে পতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে, এমন কোন প্রতিবিধানই দেখিতে পাওয়া যায় না। গর্দ্দভবধরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাঁহারা গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সমাবর্ত্তনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে-প্রবেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষেই বিহিত ॥ ৪১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল,

ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদিও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে পারে, অধিকার-লক্ষণে "ব্রতভ্রষ্টের পক্ষও তাদৃশ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মভ্রষ্টেরও প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ; ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অধিকারলক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইলেও কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্রতভঙ্গকারী নৈষ্ঠিকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, তাহাদের পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব, "যে দ্বিজ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্তই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সেই আত্মঘাতী ব্রতভ্রষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে" এই স্মৃতিবাক্য ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকাদির পাতিত্য ও প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভাব্যতাই সমর্থন করিয়াছেন, অতএব অধিকারলক্ষণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকাদি সম্বন্ধে নহে, অন্যবিধ ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধেই ঐ বিধি ॥৪১॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥

সূত্রার্থ ।—উপপূর্ব্বমপি—উপ উপসর্গপূর্ব্বকও, তু—কিন্তু, একে—কোন কোন ঋষি, ভাবম্—অস্তিত্ব, অশনবৎ—সেবনের ন্যায়, তৎ—তাহা, উক্তম্—কথিত হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গজনিত পাপ উপপাতকের মধ্যে পরিগণিত, অতএব অন্য ব্রহ্মচারীর মধু মাংস প্রভৃতি সেবন জন্য ব্রতভঙ্গ হইলে তাহার যেমন প্রায়শ্চিত্ত আছে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-রও ব্রতভঙ্গজনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বমীমাংসায় উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কোন কোন আচার্য্যের মত এই যে, গুরুপত্নীগমনাদি ব্যতীত অন্য স্ত্রী-বিষয়ে নৈষ্ঠিকের ব্রতভঙ্গ হইলে তাহা উপপাতকের মধ্যে গণ্য, মহাপাতক নহে, অতএব

উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় নৈষ্ঠিকেরও উক্ত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কারণ, উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক উভয়েই ব্রহ্মচারী ও উভয়েই ব্রতভ্রষ্ট বিষয়ে সমধর্ম্মী। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়েছেন, মধু বা মাংসসেবনে ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ হয়, কিন্তু তাহার যেমন পুনরায় সংস্কার অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত, পুনরায় উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে। পূর্ব্বমীমাংসায় ইহার প্রমাণাদি উক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নৈষ্ঠিকাদির ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুতি উপপাতক, মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই, এ জন্য কোন কোন আচার্য্য ঐ পাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া মনে করেন। উপকুর্ব্বাণ এবং নৈষ্ঠিক উভয়েরই মধুসেবনাদি নিষিদ্ধ এবং সেবন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত যেমন এক প্রকারই, এ স্থানেও সেইরূপ। স্মৃতিকারগণও বলিয়াছেন—"যদি বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী আশ্রমীদের সম্বন্ধেও এই বিধান প্রযোজ্য"। অতএব ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকেরও প্রায়শ্চিত্ত থাকায় ব্রহ্মবিদ্যাতেও অধিকার আছে ॥ ৪২ ॥

বহিস্তূভয়থাঽপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

সূত্রার্থ।—বহিস্তু—কিন্তু বহিষ্কার্য্য, উভয়থাঽপি—উভয় প্রকারেই, স্মৃতেঃ—স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, আচারাচ্চ—আচার হইতেও। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গে মহাপাতকই হউক আর উপাপাতকই হউক, যাহাই কেন হউক না, স্মৃতি ও সদাচারানুসারে জানা যায়, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সর্ব্বপ্রকারেই তাহারা বহিষ্কার্য্য অর্থাৎ সমাজে অব্যবহার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম হইতে প্রচ্যুতি মহাপাতক বা উপপাতক যাহাই কেন হউক না,

উভয়প্রকারেই তাহারা শিষ্টগণের অব্যবহার্য্য। "আরূঢ়-পতিত অর্থাৎ উচ্চাশ্রম হইতে স্খলিত ব্রাহ্মণ, উদ্বন্ধনে বা ক্রিমিদংশনে মৃত ব্যক্তি, ইহাদের স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে" ইত্যাদি স্মৃতি উহাদের অস্পৃশ্য বলিয়াছেন। শিষ্ট ব্যক্তিগণও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন না ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—নৈষ্ঠিকাদির ব্রতলোপ উপপাতকই হউক বা মহাপাতকই হউক, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারিগণ হইতে বহির্ভূত, অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী নহে, কারণ, পূর্ব্বোক্ত পতনবোধক স্মৃতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। পাপ-ধ্বংসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাধিকার থাকিলেও কর্ম্মাধিকারের অনুকূল শুদ্ধিকর প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের নাই, কারণ, স্মৃতি বলিয়াছেন—"এমন কোন প্রায়শ্চিত্তই দেখা যায় না, যাহা দ্বারা সেই আত্মঘাতী ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে"। লোকাচারেও দেখা যায়, ব্রতভ্রষ্ট নৈষ্ঠিকাদি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শিষ্টগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, ব্রহ্মবিদ্যাদির উপদেশ দেন না ॥ ৪৩ ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত্রার্থ ।—স্বামিনঃ—স্বামীর, ফলশ্রুতেঃ—ফলপ্রাপ্তির বিষয় শ্রুত হওয়ায়, ইতি—এইরূপ, আত্রেয়ঃ—আত্রেয় ঋষি বলেন। আত্রেয় ঋষি বলেন, যে সমস্ত উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গীভূত, স্বামী অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তাই তাহার ফল ভোগ করেন, অতএব ঐ উপাসনা যজমানেরই কর্ত্তব্য, পুরোহিতের নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যজ্ঞাঙ্গে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে সমস্ত কি যজমানেরই কর্ত্তব্য ? অথবা পুরোহিতের কর্ত্তব্য ? এই সংশয়-ভঞ্জনার্থ বলা যায়, উহা যজমান স্বয়ংই

করিবেন, কারণ, "যিনি ইহাকে এইরূপ জানেন এবং জানিয়া বৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে দেবতারা বর্ষণ করেন" ইত্যাদি ফল উপাসক স্বয়ংই ভোগ করেন, আত্রেয় আচার্য্য এইরূপই বলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্‌গীথাদি বিষয়ে যে সমস্ত উদ্‌গীথাদি উপাসনার বিধি আছে, তাহা কি স্বয়ং যজমানই করিবেন? অথবা পুরোহিত করিবেন? ইহার আলোচনা-প্রসঙ্গে আত্রেয় আচার্য্য মনে করেন, উহা যজমান স্বয়ংই করিবেন, কারণ, বেদান্তবিহিত দহরাদি উপাসনায় উপাসনা ও তাহার ফল এক ব্যক্তি অর্থাৎ উপাসকই ভোগ করেন, অতএব উপাসনা যজমানের নিজেরই কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

সূত্রার্থ।—আর্ত্বিজ্যম্—পুরোহিতের কর্ত্তব্য, ইতি—এইরূপ, ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমি আচার্য্য, তস্মৈ—তাহার নিমিত্ত, হি—নিশ্চয়, পরিক্রীয়তে—ক্রয় করা হয়। ঔড়ুলোমি বলেন, ঐ সমস্ত উপাসনা পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য, যজমানের নহে, কারণ, যজমান ঐ সমস্ত ফললাভের নিমিত্ত পুরোহিতকে দ্রব্যাদি দান করত ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—ঔড়ুলোমি আচার্য্য মনে করেন, উপাসনাসমূহ স্বামী বা যজমানের কর্ত্তব্য নহে, পুরোহিতেরই কর্ম্ম, কারণ, সেই সাজ উপাসনার জন্যই যজমান কর্ত্তৃক পুরোহিত ক্রীত হন। উদ্‌গীথাদি উপাসনা সেই যজ্ঞেরই অঙ্গভাগী, এ

জন্ত পুরোহিতেরই তাহাতে অধিকার। যজ্ঞের নিমিত্ত গোদোহনাদি কার্য্য যেমন ঋত্বিক্‌ই করেন, ইহাও তদ্রূপ। ক্রিয়াফল কর্ত্তাই প্রাপ্ত হন, ইহা যে বলা হইয়াছে, তাহাতেও কোন দোষ হয় না, কারণ, পুরোহিত যজমানের ফলপ্রাপ্তির জন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবলমাত্র বাক্য ব্যতীত ফলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকাই উপপন্ন হয় না ॥ ৪৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ঔডুলোমি আচার্য্য মনে করেন, উদ্‌গীথাদি উপাসনা আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের কর্ম্ম, কারণ, সেই প্রয়োজনেই অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সাঙ্গ যাগ অনুষ্ঠানের নিমিত্তই পুরোহিতকে যজমান ক্রয় করিয়া থাকেন। "পুরোহিত-গণকে বরণ করে" "পুরোহিতগণকে দক্ষিণা দান করে" কর্ম্মকাণ্ডোক্ত এই সমস্ত বাক্য হইতেও জানা যায়, ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সাঙ্গ কর্ম্ম পুরোহিত কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠেয়। আরও দেখ, দহরাদি উপাসনায় ঋত্বিকেরই কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব "শাস্ত্রোক্ত ফল প্রয়োগকর্ত্তারই" পূর্ব্বমীমাংসার এই বাক্যানুসারে উপাসনায় কর্ত্তৃত্ব ফলভাগী পুরোহিতেরই, যজমানের নহে ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

সূত্রার্থ।—শ্রুতেশ্চ—শ্রুতি হইতেও। শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ হইতেও জানা যায়, ফলভোগী যজমান হইলেও যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা-সমূহ পুরোহিতেরই করণীয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পুরোহিত যজ্ঞকার্য্যে যাহা কিছু আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন, যজমানের নিমিত্তই তাহা করেন, এই কথা বলিয়াছিলেন" "এ জন্ত তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ উদ্‌গাতা বলিলেন, তোমার নিমিত্ত কি প্রার্থনা করিব?" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও

জানা যায়, পুরোহিত কর্ত্তৃক উপাসনার ফল যজমানই প্রাপ্ত হন, অতএব অঙ্গোপাসনাসমূহ পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য ॥ ৪৬ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং
তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

সূত্রার্থ।—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ—অন্য সহকারীর বিধান, পক্ষেণ—বিকল্পপক্ষে, তৃতীয়ম্—বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় অর্থাৎ মৌন, তদ্বতঃ—বিদ্যাবিশিষ্টের, বিধ্যাদিবৎ—বিধি প্রভৃতির ন্যায়। বিদ্যালাভের পক্ষে মৌনও একটি সহকারী কারণ, এবং বিদ্যাবিশিষ্টের পক্ষে যজ্ঞাদিবিধির ন্যায় মৌনও একটি বিধি, অনুবাদমাত্র নহে, এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং জ্ঞানাতিশয্যসূচক, কিন্তু তুষ্ণীম্ভাব নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—"সেই হেতু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অথবা পাণ্ডিত্যে অনাসক্ত হইয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন, পরে বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই লাভ করিয়া অথবা উভয়েই অনাসক্ত হইয়া মুনি অর্থাৎ মননশীল হইবেন। অমৌন অর্থাৎ মৌনাতিরিক্ত ও মৌন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন"। এ স্থলে সংশয়, এই শ্রুতি কি মৌনের বিধান করিতেছেন? অথবা বিধান নহে? প্রথমেই মনে হয়, বিধি নহে, কারণ, ঐ শ্রুতি "পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অর্থাৎ বালকোচিত শুদ্ধ সরলচিত্তে অবস্থান করিবেন" 'অবস্থান করিবেন' এই স্থলেই কেবল বিধিবাক্য আছে, কিন্তু 'মুনি' শব্দের পর বিধিবোধক কোন বাক্য নাই, অতএব মুনি ও পণ্ডিত এই দুইটি

শব্দই যখন জ্ঞানার্থক, তখন "পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া" এই শব্দের দ্বারাই "মৌন লাভ করিয়া" এই অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় "মুনি হইবেন" এই প্রয়োগটি বিধি হইতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অনুবাদ মাত্র। এই সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনও বিদ্যার সহকারী কারণ, পূর্ব্বে উহার কোথাও উল্লেখ নাই, অতএব উহা অনুবাদমাত্র নহে, বিধিই হইবে। যদি বল, পাণ্ডিত্য শব্দ থাকাতেই ত মৌন শব্দ পাওয়া গিয়াছে, ইহা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহার উত্তর—উহা দোষাবহ নহে, কারণ, মুনি শব্দের প্রকৃত অর্থ অতিশয় জ্ঞানী, আর "মনন হেতুক মুনি বলে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এবং "মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস" এই প্রয়োগানুসারে মুনি শব্দের প্রকৃত অর্থ মনন, এই মননও শ্রবণ, নিদিধ্যাসন ইত্যাদির ন্যায় বিদ্যালাভের স্বতন্ত্র সহকারী কারণ। অতএব বাল্য ও পাণ্ডিত্য যেমন বিদ্যার কারণ, এই মৌনও তেমনই তৃতীয় আর একটি সহকারী কারণ। এই মৌন বিদ্যাবিশিষ্ট সন্ন্যাসীর পক্ষে বিহিত। যদি বল, যে বিদ্যাবিশিষ্ট, তাহার ত বিদ্যা-লাভই হইয়াছে, তবে আবার বিদ্যালাভের উপায় তৃতীয় মৌনবিধানের কি আবশ্যক? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিকল্পপক্ষে অর্থাৎ যে স্থানে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য থাকে, সেই স্থানেই মৌনের বিধি। ভাল, বাল্য পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বিশিষ্ট কৈবল্যাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, বিদ্যমান থাকিতেও ছান্দোগ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? উক্তরূপ উপসংহার করায় গার্হস্থ্যের প্রতি-ই তিনি বিশেষ আদর দেখাইয়াছেন, ইহাই মনে হয়। ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই জন্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অর্থাৎ বালকোচিত বিশুদ্ধ সরল মনোভাবে অবস্থান করিবেন, পরে বাল্য ও পাণ্ডিত্য উভয়ই লাভ

করিয়া মুনি" এই শ্রুতিতে বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনেরও বিধান করা হইয়াছে? অথবা মৌনের অনুবাদ মাত্র? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, উহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নহে, কারণ, মৌন ও পাণ্ডিত্য এই উভয় শব্দই জ্ঞানার্থক, "পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া" এই বাক্য দ্বারা পূর্ব্বেই জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে, অতএব পরবর্ত্তী জ্ঞানার্থক মৌন শব্দটি অনুবাদ মাত্রই হইবে, বিশেষতঃ 'মুনি' এই শব্দের পর বিধিবোধক কোন শব্দই নাই। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তির যজ্ঞাদি সমস্ত আশ্রমবিহিত ধর্ম্ম, শম-দমাদি, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি যেমন বিদ্যালাভের সহকারী উপায় বলিয়া বিধি, পাণ্ডিত্য, বাল্য, মৌন এই তিনটিও তেমনই বিদ্যার অপর সহকারী উপায় বলিয়া বিধিবিহিত। পাণ্ডিত্য ও মৌন যে এক পদার্থ নহে, পৃথক্ পদার্থ, তাহাই দেখাইতেছেন। উৎকৃষ্ট মননশীল অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ ব্যাসাদি ঋষিবিষয়ে মুনিশব্দের পাক্ষিক বা বৈকল্পিক অর্থাৎ কোন কোন সময়ে প্রয়োগ দেখা যায়, ইহা দ্বারা এই প্রতীতি হয় যে, মৌন শব্দটি পাণ্ডিত্য ও বাল্যের মধ্যে অপর একটি তৃতীয় অর্থাৎ বিদ্যালাভের পক্ষে পাণ্ডিত্য ও বাল্যের ন্যায় অপর একটি উপায়, ইহা তুক্তোক্তার্থক মৌন নহে। যদিও 'মুনি' শব্দ যে স্থানে আছে, সে স্থানে বিধিবোধক কোন প্রত্যয় নাই, তাহা হইলেও অন্য কোন স্থানে মৌনের বিধান না থাকায় 'মুনি হইবে' এইরূপ বিধিই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

সূত্রার্থ।—কৃৎস্নভাবাত্তু—কিন্তু অপর সমস্ত আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের সদ্ভাব বশতঃ, গৃহিণা—গার্হস্থ্যের উল্লেখ করিয়া, উপসংহারঃ

—গ্রহণ করা হইয়াছে। গৃহস্থের কর্ত্তব্যসমূহ বহুক্লেশসাধ্য ও কর্ত্তব্য অনেক অধিক, তাহার মধ্যে অপর সমস্ত আশ্রমবিহিত অহিংসাদি কোন কোন ধর্ম্মের সদ্ভাব থাকায় প্রস্তাবশেষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মও উপসংহৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—গৃহস্থের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ভাব আছে, আশ্রমোচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ বহু আয়াসসাধ্যও বটে এবং সংখ্যাতেও তাহারা বহু, সেই সমস্ত কর্ম্মও গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রম-বিহিত অহিংসা, সংযম ইত্যাদি কতকগুলি কর্ম্ম গৃহীর ও যথাসম্ভব পালন করিতে হয়, ইহাই বলিবার নিমিত্ত গৃহস্থ শব্দের উল্লেখ করিয়াই উপ-সংহার করিয়াছেন জানিতে হইবে॥ ৪৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা—ভাল, যদি সমস্ত আশ্রমেই অবস্থিত বিদ্বান্‌গণের সম্বন্ধে সেই সেই আশ্রমবিহিত ধর্ম্মের সহ-কারিভাবে অবস্থিত পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌনরূপ সহায়বিশিষ্ট বিদ্যাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যে "সমাবর্ত্তন করিয়া পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে পবিত্র স্থানে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপে অবস্থান করিয়া পরিণামে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, সে স্থান হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না" এই শ্রুতিতে উক্ত যাবজ্জীবন গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবস্থান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত আশ্রমেই বিদ্যার সদ্ভাব অর্থাৎ সমস্ত আশ্রমীরই বিদ্যাচর্চ্চার অধিকার থাকায় গৃহীরও সে অধিকার আছে, এই কারণেই গৃহীর উল্লেখ করিয়া প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে॥ ৪৮॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

সূত্রার্থ।—মৌনবৎ—মৌনের ন্যায়, ইতরেষামপি—অপর আশ্রমীদিগেরও, উপদেশাৎ—উপদেশ থাকায়। মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় শ্রুতিতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রমেরও উপদেশ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যাশ্রম যেমন শ্রুতিসম্মত, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমও সেই-রূপ শ্রুতিসম্মত। অতএব চারিটি আশ্রম-বিষয়েই উপদেশের কোন ভেদ না থাকায় তুল্যভাবেই ঐ সকলের বিকল্প বা সমুচ্চয় গ্রহণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে অথবা একটির পর অন্যটি, এইভাবে সমস্তগুলিই গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বের ন্যায় এ স্থানেও বুঝিতে হইবে যে, "ব্রাহ্মণ পুত্র, ধন ও স্বর্গাদি লোকের অভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণ অর্থাৎ সন্ন্যাসাচরণ করিবেন" এই বাক্যে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ভিক্ষাচরণের উপদেশ করিয়া "এই জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের স্থিতি হেতুক পাণ্ডিত্য, বাল্য ও মৌন এই তিনটি বিদ্যালাভের সহকারী কারণ, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত বলিতে-ছেন—সর্ব্ববিধ কামনাবিরহিত সন্ন্যাসীর পক্ষে ভিক্ষাচরণ পূর্ব্বক যে মৌনাচরণের উপদেশ, তাহা সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই কর্ত্তব্য, ইহাই ঐ উপ-দেশের তাৎপর্য্য, কারণ, এইরূপ মৌনোপদেশের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমীর পক্ষেও "ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ" "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি

বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। "ব্রহ্মনিষ্ঠ" এই শব্দটি যে সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই সমভাবেই প্রযোজ্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব যজ্ঞাদি আশ্রমধর্ম্মের ন্যায় পাণ্ডিত্য, বাল্য, মৌন এই তিনটিও বিদ্যার সহকারী কারণ বলিয়া যে বিহিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

সূত্রার্থ।—অনাবিষ্কুর্ব্বন্—আবিষ্কার বা প্রকটিত না করিয়া, অন্বয়াৎ—সম্বন্ধ থাকা হেতুক। নিজেকে আবিষ্কৃত অর্থাৎ আত্ম-শ্লাঘা না করিয়া দম্ভ, দর্প ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধিরূপ বাল্যে অবস্থান করিবে। পূর্ব্বে যে "বাল্য লাভ করিয়া" বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যই হইতেছে, বালকের ন্যায় সদানন্দ, নিশ্চিন্ততা, নিরহঙ্কারতা ইত্যাদি মনোবৃত্তি লাভ করা, কারণ, বিদ্যালাভের সহকারিত্ব-বিষয়ে ঐরূপ মনোবৃত্তিরই সম্বন্ধ কল্পনাই সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মলাভেচ্ছু পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থিত হইবেন" এই শ্রুতিতে বালভাব অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ বালভাব শব্দের অর্থ কি যেখানে সেখানে মলমূত্রাদি ত্যাগ ইত্যাদি বাল্যাচার? অথবা দম্ভ, দর্প, ইন্দ্রিয়ব্যাপাররাহিত্যাদিরূপ চিত্তশুদ্ধি, সরল ব্যবহার? কোন অর্থ সঙ্গত? বালভাব বলিতে যাহা লোকে সহজেই বুঝে, সেই যথেচ্ছভাষণ, যথেচ্ছভক্ষণ, যেখানে সেখানে মলমূত্রত্যাগাদিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

যদি বল, উক্তরূপ বালোচিত আচরণে সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য-দোষ ঘটে, অতএব ও অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার উত্তরে বলিব, না, পাণ্ডিত্য ঘটে না, উক্ত যথেচ্ছাচার যদি শাস্ত্রানুমোদিতই হয়, তবে পাণ্ডিত্য ঘটিবে কেন? পশুহিংসা সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইলেও যজ্ঞে পশুবধে যেমন কোন দোষ হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে। এই মতের বিরুদ্ধে সূত্রকার বলিতেছেন, না, বাল্যভাব বলিতে বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচার হইতে পারে না। অনুষ্ঠেয় মুখ্য কার্য্যের উৎকর্ষ-সম্পাদনের জন্যই অঙ্গবিধি-সমূহ অনুষ্ঠেয়, এ স্থানে সন্ন্যাসীদিগের জ্ঞানাভ্যাসই প্রধান বা মুখ্য অনুষ্ঠেয়। বালভাব বলিতে বালকের যথেচ্ছাচারিতাই স্বীকার করিলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং বালকের সারল্যাদিরূপ আন্তরিক ভাব-বিশেষ ও ইন্দ্রিয়ব্যাপাররাহিত্যাদি-ই এ স্থানে বাল্য শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহাই সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুষ্ঠেয়। ইহাই বলিবার নিমিত্ত এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বালক যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহের অস্ফুটতা বশতঃ নিজের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জ্ঞান, অধ্যয়ন, ধার্ম্মিকতা ইত্যাদি দ্বারা নিজেকে প্রকটিত না করিয়া অর্থাৎ আমি জ্ঞানী, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ইত্যাদিরূপে আত্মশ্লাঘা না করিয়া দম্ভ, দর্প ইত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। এইরূপ অর্থ করিলেই প্রধানের উপকারিতারূপ অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে ॥ ৫০ ॥

শ্রীভাষ্যানুবাদ-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই জন্ত ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থিত হইবেন" এই শ্রুতিতে বিদ্বান্ ব্যক্তির বালকের ভাব অবলম্বনীয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বাল্য শব্দে বালকের কার্য্যকেও বুঝায়, আবার বালকের স্বভাবকেও বুঝায়, তাহার বয়সের অবস্থাবিশেষরূপ যে বালকত্ব বা বালভাব, তাহা ইচ্ছা

করিলেই কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং বাল্য শব্দে বালকোচিত কর্ম্মই হওয়া সঙ্গত। এই যে বালকোচিত কর্ম্ম, ইহা কি বালকের ন্যায় যথেচ্ছাচার? এবং তাহাই কি বিদ্বানের পক্ষে করণীয়? অথবা বালকের ন্যায় দম্ভ, দর্প ইত্যাদি-রাহিত্যই অবলম্বনীয়? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, যখন বিশেষ করিয়া কিছু নির্দ্দেশ করা হয় নাই, তখন বালকের সমস্ত কর্ম্মই আচরণীয়। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—নিজ স্বভাবকে লোকসমাজে প্রকাশ না করা রূপ যে বালকের কর্ম্ম, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই বালকোচিত কর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিত হইবেন। কারণ, "বাল্যে অবস্থিত হইবেন" এই বিধিবিষয়ে নিজের স্বভাবকে প্রকাশ না করা রূপ কর্ম্মেরই অন্বয় বা সম্বন্ধ সম্ভাবিত হয়, "যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত, শান্ত, সমাহিত, প্রশান্তচিত্ত, সেই ব্যক্তিই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" "আহারশুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি" ইত্যাদি শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারিতারূপ বালকোচিত কর্ম্মের সহিত বিদ্যার বিরোধিতাই প্রতীত হয়॥ ৫০॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ॥ ৫১॥

সূত্রার্থ।—ঐহিকমপি—এই জন্মেই, অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কোন বাধা না থাকিলে, তদ্দর্শনাৎ—যে হেতু, সেইরূপই দেখা যায়। কোনরূপ বাধা না থাকিলে এই জন্মেই বিদ্যালাভ হয়, যদি বাধা থাকে, তবে যত দিন ঐ বাধা দূরীভূত না হয়, তত দিন বিদ্যালাভ হয় না, উহা দূর হইলে জন্মান্তরেও হয়, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বিবিধপ্রকার বিদ্যা-লাভের উপায় সম্বন্ধে বিচার করা হইল, সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য, নানাবিধ যে বিদ্যা-লাভ করা যায়, তাহা কি এই জন্মেই লব্ধ হয়? অথবা জন্মান্তরে হয়? বিচারে মনে হয়, এই জন্মেই হয়, কারণ, শ্রবণ-মননাদি দ্বারাই বিদ্যা-লাভ হয়, জন্মান্তরে বিদ্যা-লাভ হইবে, ইহা মনে করিয়া কোন ব্যক্তিই শ্রবণাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, এই জন্মেই বিদ্যা-লাভ হউক, ইহা মনে করিয়াই প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞাদিও শ্রবণাদি দ্বারাই বিদ্যা উৎপাদন করে, অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইলেই শ্রবণ-মননাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তি হইতেই ক্রমশঃ জ্ঞানোৎপত্তি হয়, অতএব এই জন্মেই বিদ্যা-লাভ হয়। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—আবদ্ধ কর্ম্মে যদি কোন বাধা না ঘটে, বা জন্মান্তরীণ কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ইহজন্মেই বিদ্যা-লাভ হয় অর্থাৎ বিদ্যার সাধন করার সময়ে যদি কোনরূপ পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মফলে বাধা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেই ইহজন্মে বিদ্যা-লাভ হয়, আর যদি কোন প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে জন্মান্তরে হয়। দেশ, কাল, নিমিত্ত-ভেদেই কর্ম্মবিপাক সংঘটিত হয়, সেই কর্ম্ম-বিপাক জন্য প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি হয়, যত দিন বাধা দূর না হয়, তত দিন হয় না। "শ্রবণের দ্বারাও যিনি বহু লোকের দুর্লভ, শ্রবণ করিয়াও বহু লোক যাঁহাকে জানিতে পারে না, ঈদৃশ আত্মার বিষয়ে উপদেষ্টা, লব্ধা ও জ্ঞাতা ব্যক্তি দুর্লভ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আত্মার দুর্বোধ্যতাই দেখাইয়াছেন। আবার বামদেব গর্ভে অবস্থানকালেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জন্মান্তরীণ সাধনা দ্বারাও বিদ্যা-লাভ হয়, অতএব ইহজন্মেই হউক, আর জন্মান্তরেই হউক, প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৫১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—বিদ্যা বা উপাসনা দুই প্রকার ;—একপ্রকার বিদ্যার ফল অভ্যুদয় বা স্বর্গাদি, অপরের ফল মোক্ষ। তাহার মধ্যে যে বিদ্যার ফল অভ্যুদয়, তাহা কি নিজের সাধন-স্বরূপ পুণ্যকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানের পরই উৎপন্ন হয় ? অথবা কালান্তরে কোন সময়ে হয় ? এ বিষয়ে কি কোন নিয়ম নাই ? পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারাই লোক বিদ্বান্ হয়, যে হেতুক, গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন ! সুকৃতিশালী চারিপ্রকার লোক আমাকে ভজনা করে"। সাধনা সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যালাভে বিলম্ব হওয়ার কোন কারণ না থাকায় অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই লাভ হয়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—প্রবল পাপকর্ম্মরূপ কোন প্রতিবন্ধক যদি না থাকে, তাহা হইলে ঐহিক অর্থাৎ যে উপাসনার ফল অভ্যুদয়, তাহা ইহজন্মেই লাভ হয়, আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হওয়ার পর ফললাভ হয়, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কারণ, "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের সহিত যাহা করা যায়, তাহাই অধিক বীর্য্যবান্ হয়" এই শ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যাযুক্ত কর্ম্মের ফল অন্য কোন কর্ম্মের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ উল্লেখ থাকায় অন্য কোন প্রবল কর্ম্ম দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কর্ম্মফল বাধা প্রাপ্ত হয়, ইহা জানা যায় ॥ ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

সূত্রার্থ—এবম্—এইরূপ, মুক্তিফলানিয়মঃ—মুক্তিফল-বিষয়েও নিয়মাভাব, তদবস্থাবধৃতেঃ—সেইরূপ অবস্থাই অবধারিত থাকায়। বিদ্যার ফলস্বরূপ মোক্ষ সর্ব্বত্রই এক বলিয়া অব-ধারিত থাকায়, বিদ্যার উৎকর্ষ বা অপকর্ষে মোক্ষের কোনরূপ

তারতম্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মোক্ষ বা অপকৃষ্ট মোক্ষ, এরূপ ভেদ নাই, যাহা কিছু অনিয়ম, তাহা মুক্তি যাহার ফল, সেই মুক্তি-সাধন জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষবিষয়ে নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্যালাভের উপায়াবলম্বী মুমুক্ষু ব্যক্তির সেই অবলম্বিত উপায়ের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, বিদ্যারূপ ফললাভ হয়, এইরূপে যে বিশেষ নিয়ম দেখান হইয়াছে, এই নিয়ম বিদ্যার উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে তাঁহার ফলস্বরূপ মোক্ষবিষয়েও আছে কি না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুক্তিরূপ ফল-বিষয়ে এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কারণ, সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রেই মোক্ষাবস্থা একরূপ বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে, মোক্ষাবস্থাব অর্থ ব্রহ্মে একীভাব, ব্রহ্মের যে বিবিধ আকার আছে, তাহা নহে, তিনি একই প্রকার, সুতরাং মুক্তিরও উৎকর্ষাপকর্ষ কিছু নাই। সেইরূপ অবস্থাই অবধারিত থাকায়, সেইরূপ অবস্থাই অবধারিত থাকায় এই যে দ্বিরুক্তি, ইহা অধ্যায়সমাপ্তি-সূচক ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যানুযায়িসংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—বিদ্যালাভের উপায়স্বরূপ উৎকৃষ্ট কর্ম্মসমূহ দ্বারা মুক্তিরূপ ফলপ্রদ বিদ্যা উৎপন্ন হইলে, এইরূপই অর্থাৎ তাহারও ফললাভবিষয়ে পূর্ব্বসূত্রোক্ত অভ্যুদয়রূপ ফলপ্রদ বিদ্যাফলেরই ন্যায় কোনরূপ কাল অর্থাৎ ইহজন্ম বা জন্মান্তররূপ নিয়ম নাই, কারণ, এ বিষয়েও পূর্ব্বেরই ন্যায় বাধার অভাব বা বাধার পরিসমাপ্তি বা ক্ষয়রূপ দুই প্রকার অবস্থাই অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যে হেতু, তাহা এ স্থলে সমানই জানিবে। মুক্তিরূপ ফলপ্রদ যে

বিদ্যা, সেই বিদ্যার সাধক কর্ম অন্য সমস্ত কর্ম অপেক্ষা প্রবল হেতুক তাহার কোনরূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা ঘটা সম্ভব নহে, এইরূপ একটা আশঙ্কা এ স্থানে ছিল, তাহার পরিহারের নিমিত্ত বলিতেছেন, ব্রহ্মবিদেরও পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত প্রবল অপকর্ম থাকিতে পারে এবং তাহার ফলে প্রতিবন্ধ বা বাধা ঘটা সম্ভব হইতে পারে, এই জন্যই এই সূত্রে অতিদেশ করা হইয়াছে। "তদবস্থাবধৃতেঃ" এই যে দ্বিরুক্তি, ইহা অধ্যায়সমাপ্তি-সূচক ॥ ৫২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যায় তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদ সমাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দত্ত্বা দিব্যৌষধিং ভক্তান্ নিরবদ্যান্ করোতি যঃ।
দৃক্‌পথং ভজতু শ্রীমান্ প্রাত্যাত্মা স হরিঃ স্বয়ম্ ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—আবৃত্তিঃ—বারংবার অনুষ্ঠান অর্থাৎ চিত্তমধ্যে ধারণার চেষ্টা, অসকৃৎ—পুনঃ পুনঃ, উপদেশাৎ—উপদেশ থাকায়। যত দিন আত্মসাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত বারংবার তাঁহাকে চিত্তমধ্যে ধারণা করিবার চেষ্টা বা অনুকূল অনুষ্ঠান করিবে, এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মননাদি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।— তৃতীয় অধ্যায়ে পরা অপরা বিদ্যা বিষয়ে যাহা কিছু উপায় ও তাহার বিচার করা হইয়াছে, সম্প্রতি এই চতুর্থ অধ্যায়ে তাহাদের ফল ও তদ্বিষয়ক বিচার করা যাইতেছে। তাহার মধ্যে প্রথমেই কয়েকটি অধিকরণে সাধনাবিষয়ক বিচার করিতেছেন। "অরে! এই আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে আত্মবিষয়ক প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান বা তাঁহাকে জানিবার অনুকূল চেষ্টা কি একবারমাত্রই করণীয়? অথবা আবৃত্তি অর্থাৎ বারংবারই চেষ্টা করণীয়? এই সংশয়ে মনে হয়, প্রযাজ অনুযাজাদি যাগের ন্যায় একবার করিলেই হইবে। শাস্ত্রে "শ্রোতব্য

মন্তব্য" ইত্যাদি বাক্য একবারই প্রযুক্ত হইয়াছে, বারংবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এরূপ কোন উপদেশ নাই। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে" ইত্যাদি উপদেশ বারংবার থাকায় আত্মসাক্ষাৎকারের অনুকূল যে সমস্ত অনুষ্ঠান, তাহা যে পর্য্যন্ত অভিপ্রায়-সিদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ করাই কর্ত্তব্য, ইহাই সূচনা করিতেছে। "শিষ্য গুরুর, যাচক রাজার উপাসনা করিতেছে, প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্বামিচিন্তা করিতেছে" ইত্যাদি স্থলে যেমন একবারই উপাসনা বা চিন্তা বুঝায় না, বারংবার ঐরূপ করাই বুঝায়, এ স্থলেও সেইরূপ উপদেশ একবার থাকিলেও বারংবার করিতে হয়, এইরূপ বুঝাইতেছে। শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ইত্যাদি বহুপ্রকার উপদেশই বারংবার অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুসারি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যা ও তল্লাভের উপায় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে, সম্প্রতি চতুর্থাধ্যায়ে বিদ্যার স্বরূপবিষয়ে যাহা কিছু সংশয় হইতে পারে, তাহার নিরাকরণ পূর্ব্বক বিদ্যার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরম-পুরুষকে প্রাপ্ত হন" "তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে যে জ্ঞানলাভই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানলাভ একবারমাত্র করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? অথবা বারংবার আবর্ত্তন বা অনুশীলন করাই উদ্দেশ্য? আলোচনা দ্বারা ইহাই পাওয়া যায়, "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন" এই শ্রুতিতে কেবল জ্ঞানেরই বিধান করা হইয়াছে, বারংবার করিতে হইবে, এরূপ কোন প্রমাণ যখন নাই, তখন একবারমাত্র করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, অসকৃৎ আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা অভ্যাস করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কারণ, শাস্ত্রে ধ্যান করিবে, উপাসনা

করিবে ইত্যাদি একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা একই জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে। ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতি শব্দসমূহ যে বেদন বা জ্ঞানেরই সমানার্থক, তাহা জ্ঞানের উপদেশ-সূচক যে সমস্ত বাক্য আছে, সেই সমস্ত বাক্যে কোন স্থানে 'জানিতেছে', কোন স্থানে 'উপাসনা করিতেছে'। কোন স্থানে বা 'ধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি প্রয়োগ থাকাতেই জানা যায়। ধ্যান্ শব্দের অর্থ চিন্তা, এই চিন্তা কেবল স্মরণরূপই নহে, স্মরণের সন্ততি অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাব বা ধারাস্বরূপ অর্থাৎ নিরন্তর চিন্তন। আর নিরন্তরভাবে একাগ্রচিত্তবৃত্তি-বিশেষার্থে উপাসনা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া উপাসনা শব্দও ধ্যান বা স্মৃতিধারার সহিত একার্থক, অতএব উভয়ই যখন একার্থক, তখন জ্ঞান ইত্যাদি শব্দ দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারাই এ স্থানে বলা হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—লিঙ্গাচ্চ—লিঙ্গ অর্থাৎ তদ্বোধক বা তদনুমাপক লক্ষণসমূহ হইতেও। লিঙ্গ হইতেও জ্ঞান বা ধ্যানের বারংবার অনুশীলন কর্ত্তব্য, ইহা অনুমিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লিঙ্গ অর্থাৎ তদনুমাপক ধর্ম্মসমূহও প্রত্যয় বা জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কর্ত্তব্য, ইহাই বুঝাইতেছে। দেখ, উদ্গীথ-উপাসনা-প্রস্তাবে "আদিত্যই উদ্গীথ" এইরূপ বলিয়া একপুত্রতাদোষের অপবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক "তুমি আদিত্যের রশ্মিসমূহকে পর্য্যাবর্ত্তন অর্থাৎ বারংবার ধ্যান কর" এই শ্রুতি বহুপুত্রলাভের নিমিত্ত বহুরশ্মির উপাসনায় বিধান করিয়া পুনঃপুনঃ জ্ঞানানুশীলনের সিদ্ধতাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব উক্ত

শ্রুতিবাক্যস্থ পুনঃ পুনঃ জ্ঞানানুশীলনের সহিত সাম্যবশতঃ সর্বস্থানেই জ্ঞানানুশীলনের পৌনঃপুন্য সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—লিঙ্গ শব্দের অর্থ স্মৃতি, স্মৃতি হইতেও বারংবারই জ্ঞানের অনুশীলন কর্তব্য, ইহা জানা যায়। "তাঁহার রূপচিন্তাবিষয়ে যে একাগ্র চিন্তাধারা ও বিষয়ান্তরে নিস্পৃহতা, তাহাই ধ্যান এই ধ্যান প্রথম ছয়টি অঙ্গ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়" এই স্মৃতি মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ জ্ঞানস্মৃতি-ধারা-রূপ, তাহা দেখাইয়াছেন। অতএব পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত জ্ঞানই শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ॥ ২ ॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৩ ॥

সূত্রার্থ।— আত্মা—আত্মা, ইতি—এইরূপে, তু—কিন্তু, উপগচ্ছন্তি—জানেন, গ্রাহয়ন্তি চ—প্রতিপাদিতও হন। জাবাল শ্রুতি ধ্যেয় ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াছেন বা আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন ; বেদান্তবাক্যসমূহও সেইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রোক্ত-বিশেষণবিশিষ্ট যে পরমাত্মা, তাঁহাকে কি 'আমি' এইরূপে অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই আমি অথবা আমিই পরমাত্মা, এইরূপে চিন্তা করিবে ? অথবা আত্মা হইতে ভিন্ন, তিনি আমার প্রভু, এইভাবে চিন্তা করিবে ? ইহাই বিচার করিতেছেন। যদি বল, আত্মা শব্দ ত জীবাত্মা বিষয়েই প্রযুক্ত হয়, তবে এ সংশয়ের কারণ কি ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, এই জ্ঞান যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলেই "আত্মা দ্রষ্টব্য" "তৎ ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যস্থ আত্ম-শব্দ মুখ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, আর তাহা না হইলে গৌণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, এই সংশয় খণ্ডনের

নিমিত্তই বিচারের প্রয়োজন। বিচারের প্রথমেই মনে হয়, "আমিই" এইভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কারণ, নিষ্পাপ অসংসারী ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট পরমেশ্বরকে পাপী সংসারী ইত্যাদি বিপরীত গুণবিশিষ্ট শারীর বা জীবাত্মা বলিয়া অথবা উক্ত গুণবিশিষ্ট শারীরাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া চিন্তা করিতে পারা যায় না, ঈশ্বরই সংসারী আত্মা, এরূপ স্বীকার করিলে, ঈশ্বর নাই, এইরূপই প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় ও তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যসমূহ নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যদি বল, সংসারী আত্মাই ঈশ্বর, তাহা হইলে অধিকারী না থাকায় উপাস্য-উপাসকভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় এবং প্রত্যক্ষের সহিতও বিরোধ হয়। যদি বল, প্রতিমাদিতে বিষ্ণু শিব ইত্যাদি জ্ঞানের ন্যায় জীবেশ্বর ভিন্ন হইলেও অভেদ কল্পনা করিবে, তাহার উত্তর—এরূপ করিতে ইচ্ছা হয়, করিতে পার, কিন্তু তাহা হইলেও সংসারী আত্মাতে মুখ্য পরমাত্মভাব কল্পনা করিতে পারা যায় না। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, 'আত্মা অর্থাৎ আমিই পরমেশ্বর' এইরূপে পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে। জাবালশ্রুতির পরমেশ্বরপ্রকরণে আছে, জাবালশাখাধ্যায়িগণ "হে ভগবতি দেবতে! তুমিই আমি অথবা আমিই তুমি" এইরূপে এই পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়াই স্বীকার করেন। "সর্ব্বান্তর এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা" "এই অন্তর্য্যামী অমৃত তোমার আত্মা" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যসমূহও ঈশ্বরকে আত্মা বলিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরবোধেই আত্মাতে মনোনিবেশ করিবে অর্থাৎ আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন, এইরূপেই তাঁহাকে ধ্যান করিবে ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—উপাস্য ব্রহ্মকে কি উপাসক হইতে পৃথক্ বলিয়াই উপাসনা কর্ত্তব্য? অথবা উপাসকেরই আত্মা, এইরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য? সম্প্রতি এই বিষয়ই

আলোচনা করিতেছেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে মনে হয়, জীবাত্মা হইতে উপাস্য ব্রহ্ম যখন পৃথক্ পদার্থ, তখন পৃথক্ মনে করিয়াই উপাসক উপাসনা করিবেন। জীব ও ব্রহ্ম যে পৃথক্ পদার্থ, তাহা "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" ইত্যাদি কয়েকটি সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্মের যাহা যথার্থ স্বরূপ, সেই ভাবেই তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য; অন্যভাবে উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তিও অযথার্থ হইবে, কারণ, শ্রুতি আছে "ইহলোকে পুরুষ যে ভাবে উপাসনা করে, পরলোকে গমন করিয়া সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।" এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—উপাসকের আত্মাই ব্রহ্ম, এই ভাবেই উপাসনা করিবে, অর্থাৎ উপাসক জীবাত্মা স্বয়ং যেমন নিজ শরীরের আত্মা, সেইরূপ পরব্রহ্ম নিজের আত্মারও আত্মা, এইরূপ ভাবিয়াই উপাসনা করিবে, কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী উপাসকগণ "হে ভগবতি দেবতে! তুমিই আমি এবং আমিই তুমি" এই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বা চিন্তা করিয়াছেন। যদি বল, ব্রহ্ম যখন উপাসক হইতে পৃথক্ পদার্থ, তখন উপাসকগণ তাঁহাকে "আমি" এই ভাবে কিরূপে মনে করিতে পারেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই বিষয় যে যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাহা শাস্ত্রই যুক্তি দ্বারা উপাসকগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানেন না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, সেই এই অন্তর্যামী অমৃত তোমার আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মই সর্ব্বজগতের আত্মা, অতএব তোমারও আত্মা। এই জন্যই জীবাত্মা যেমন নিজের শরীরের প্রতি আত্মা বলিয়া 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য' ইত্যাদিরূপ চিন্তা করেন, তেমনই পরমাত্মাও জীবাত্মারও আত্মা বলিয়া তাঁহারও 'আমি' এইভাবে চিন্তা করা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং উপাসক আত্মা বলিয়াই ব্রহ্মকে উপাসনা করিবেন, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৩ ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, প্রতীকে—প্রতীক উপাসনাবিষয়ে, ন—না, হি—নিশ্চয়, সঃ—তিনি। "মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে', "আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রতীক উপাসনা বিষয়ে "আমিই পরমাত্মা" এরূপ চিন্তা করিবে না, কারণ, সেই প্রতীকের উপাসক প্রতীককে নিশ্চয়ই আত্মা বলিয়া মনে করেন না, সুতরাং প্রতীকে "আমিই পরমাত্মা" এভাবের উপাসনা সিদ্ধ হয় না এবং ঐরূপ উপাসনা "আমিই পরমাত্মা" এই উপাসনা হইতে পৃথক্।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"মন ব্রহ্ম" "আকাশ ব্রহ্ম" "আদিত্য ব্রহ্ম" "নামই ব্রহ্ম" ইত্যাদি অধ্যাত্ম অধিদৈবত যে সমস্ত প্রতীক উপাসনা আছে, সেই সমস্ত উপাসনাতেও আত্মগ্রহ অর্থাৎ অহংবুদ্ধি বা আমিই পরমেশ্বর, এই রূপ ধারণা করা কর্তব্য কি না? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, উক্তরূপ উপাসনাতেও আত্মগ্রহ বা অহংবুদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ, কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, প্রতীকও যখন ব্রহ্মেরই বিকারবিশেষ, ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত, তখন প্রতীকেও আত্মগ্রহ করা অসঙ্গত হয় না। এইরূপ সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন— মন, আদিত্য প্রভৃতি প্রতীকবিষয়ে আত্মবুদ্ধি স্থাপনা করিবে না, কারণ, উপাসক কখনই কোন প্রকার প্রতীককে আত্মা বলিয়া মনে করেন না।" পূর্ব্বে যে প্রতীকসমূহও ব্রহ্মবিকার, অতএব ব্রহ্ম এবং সেই জন্যই আত্ম-বোধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত, কারণ, তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্বই বিনষ্ট হইতে পারে। প্রতীকও ব্রহ্মবিকার, ইহা

সত্য, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মবোধ করিলে বিকার-স্বরূপই বিনষ্ট হইয়া গিয়া সবই ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন আর তাহাদের প্রতীকত্বই বা কোথায়? আত্মবোধই বা কোথায়? অতএব প্রতীকে আত্মদৃষ্টি বা অহংজ্ঞান করা যাইতে পারে না ॥ ৩ ॥

শ্রীভাস্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে" ইত্যাদি প্রতীক উপাসনাবিষয়েও আত্মারূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য কি না? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, "মনকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে" এ স্থলে ব্রহ্মোপাসনার সহিত সাম্য থাকায়, আর ব্রহ্মই যখন উপাসকের আত্মস্বরূপ, তখন উক্ত প্রতীক উপাসনাতেও আত্মা এই মনে করিয়াই উপাসনা করিবে। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, প্রতীক উপাসনা-বিষয়ে উপাস্যকে আত্মা মনে করিয়া উপাসনা কর্ত্তব্য নহে, যে হেতু, সেই প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে। প্রতীক উপাসনাতে প্রতীকই উপাস্য, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, সে স্থানে ব্রহ্ম কেবল দৃষ্টিবিশেষণরূপে অর্থাৎ উপাসনার বিশেষণরূপে প্রতীত হন মাত্র। ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয়ে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করাই প্রতীকোপাসনা, সেই উপাসনায় উপাস্য প্রতীক যখন উপাসকের আত্মা হইতে পারে না, তখন প্রতীককে আত্মারূপে চিন্তা করা যাইতে পারে না ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—ব্রহ্মদৃষ্টিঃ—ব্রহ্মবুদ্ধিতে চিন্তা করা, উৎকর্ষাৎ—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতাবশতঃ। মন, আদিত্য ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা করিয়া চিন্তা করিবে, কারণ, ঐ সমস্ত প্রতীক হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের মধ্যে উৎকৃষ্টই উপাস্য, ব্রহ্মে মন, আদিত্য ইত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করা কর্ত্তব্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—মন, আদিত্য ইত্যাদি যে সমস্ত উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে অপর একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে এই যে, ব্রহ্মেই মন, আদিত্য ইত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করা উচিত ? অথবা আদিত্য, মন ইত্যাদিতেই ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপনা করা উচিত ? যদি বল, এ সংশয় হওয়ার কারণ কি ? তাহার উত্তর—"মন ব্রহ্ম, আদিত্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রয়োগে যে সামানাধিকরণ্য বা সমানবিভক্তিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে তুল্যার্থতাই প্রতিপাদিত হয়, তদ্ব্যতীত ওরূপ প্রয়োগের কোন কারণই দেখা যায় না। এ বিষয়ে যখন কোন বিশেষ নিয়ম দেখা যায় না, তখন উপাসক স্বেচ্ছানুসারে আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিতে পারেন, কারণ, ব্রহ্মই যখন উপাস্য, তখন ব্রহ্মকে আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাসনা করিলে শাস্ত্রমর্য্যাদাও রক্ষিত হইবে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিবে, ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপন করিবে না, কারণ, ব্রহ্ম আদিত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আদিত্যাদি অপকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্টব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা করিলে সেই অধ্যাসবলে আদিত্যাদিও উৎকৃষ্ট হইবেন। লোকব্যবহারেও দেখা যায়, নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি স্থাপনা করিলে সে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। আদিত্যাদি-বিষয়ে ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিলে তাহার ফল এই হয় যে, ব্রহ্মকেই লাভ করে, যেমন অতিথিসেবা প্রভৃতি স্বর্গাদি ফল প্রদান করে, প্রতিমাদিতে বিষ্ণু ইত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া যেমন উপাসনা করা হয়, আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মোপাসনা সেইরূপই জানিবে ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—আচ্ছা, মন আদি প্রতীক উপাসনাতেও ত ব্রহ্মই উপাস্য, কারণ, ব্রহ্মের উপাস্যত্ব-সম্ভাবনা-সত্ত্বে অচেতন অল্পশক্তিবিশিষ্ট মন প্রভৃতিকে উপাস্য মনে করিয়া

তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব মন প্রভৃতিতেও ব্রহ্মই উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্মে মন প্রভৃতি বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মন প্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা করাই যুক্তিসঙ্গত, ব্রহ্মে মন প্রভৃতি বুদ্ধি স্থাপনা করা সঙ্গত নহে, কারণ, মন প্রভৃতি অপেক্ষা ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট, আর মন প্রভৃতি ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ভৃত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজাতে ভৃত্যবুদ্ধি স্থাপনা যেমন দোষাবহ, আর নিকৃষ্ট ভৃত্যে রাজবুদ্ধি স্থাপনা করা যেমন ভৃত্যের উন্নতির নিমিত্ত হয়, এ স্থানেও সেইরূপ নিকৃষ্ট মনঃপ্রভৃতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপনা তাহাদের উন্নতির নিমিত্তই হয় ॥ ৫ ॥

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—আদিত্যাদিমতয়ঃ—আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা, চ নিশ্চয়ই, অঙ্গে—অঙ্গোপাসনাবিষয়ে, উপপত্তেঃ—উপপন্ন হয় বলিয়া।—যজ্ঞাঙ্গ প্রণবাদিতেই আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য, আদিত্যাদিতে প্রণবাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিবে না, কারণ, সেইরূপ করিলেই শাস্ত্রার্থ উপপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথ এইরূপ উপাসনা করিবে" "লোকে পাঁচপ্রকার সাম উপাসনা করিবে" ইত্যাদি যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ-বিষয়ক উপাসনা, তাহাতে সংশয় এই যে, আদিত্যাদিতেই উদ্গীথাদি বুদ্ধি স্থাপনা কর্ত্তব্য? অথবা উদ্গীথাদিতে আদিত্যাদিবুদ্ধি স্থাপনা কর্ত্তব্য? শাস্ত্রে যখন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখা যায় না, তখন ইচ্ছানুসারে দুই প্রকারই করিতে পারা যায়। ব্রহ্মের ন্যায় এ স্থানে কোন উৎকৃষ্ট

নিকৃষ্ট ভাবও ধারণা করা যায় না, ব্রহ্ম সমস্ত জগতের কারণ, নিষ্পাপ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু আদিত্য উদ্গীথ প্রভৃতি সমস্তই যখন বিকারবিশেষ, তখন তাহাদের মধ্যে কাহাকেও উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না, উভয়ই সমান। অথবা নিয়মিত ভাবে আদিত্যাদিতেও উদ্গীথাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিবে, কারণ, উদ্গীথাদি কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মই ফল প্রদান করে, সুতরাং আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদি-বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিলে সেই উপাস্যমান আদিত্যাদি কর্ম্মাত্মক হইয়া ফল-প্রদানে সমর্থ হইবেন, অতএব আদিত্যাদি যজ্ঞাঙ্গ না হইলেও তাহাতে যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বুদ্ধি স্থাপনা করাই কর্ত্তব্য। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিবে, কারণ, এইরূপ করিলেই কর্ম্মের সমৃদ্ধি বা উৎকর্ষ সাধিত হয়; "বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষৎ সহকারে যাহা করা যায়, তাহাই বীর্য্যবত্তর হয়" ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যাই কর্ম্মসমৃদ্ধির হেতু, এইরূপ বলিয়াছেন; অতএব যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই অনঙ্গ আদিত্যাদি বুদ্ধি স্থাপনা করিয়া উপাসনা করিবে, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা—"এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা বিষয়ে কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই কি আদিত্যাদি-বুদ্ধি স্থাপনা করা কর্ত্তব্য? অথবা আদিত্যাদিতে উদ্গীথাদি বুদ্ধি স্থাপনা করা কর্ত্তব্য? এই সংশয়িত স্থলে প্রথমেই মনে হয়, নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি স্থাপনা করা কর্ত্তব্য, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত ন্যায় অনুসারে উদ্গীথাদি যখন ফলপ্রদ কর্ম্মের অঙ্গ-স্বরূপ, তখন নিষ্ফল অর্থাৎ যাহার ফল-দানের শক্তি নাই, সেই আদিত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া আদিত্যাদিতেই উদ্গীথাদি বুদ্ধি

স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন— যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই আদিত্যাদি-বুদ্ধি স্থাপনা করা কর্ত্তব্য, কারণ, আদিত্যাদিরই উৎকৃষ্টতা যুক্তি-সঙ্গত, প্রথমে আদিত্যাদি-দেবতার আরাধনা দ্বারাই কর্ম্মসমূহ ফল-প্রদানে সমর্থ হয়, অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদিতেই আদিত্যাদি-বুদ্ধি স্থাপনা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—আসীনঃ—উপবিষ্ট হইয়া, সম্ভবাৎ—সম্ভব হেতুক। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রকারে উপবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানাত্মক উপাসনা সম্ভব, এ জন্য উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা-সমূহ কর্ম্মাধীন, কর্ম্মানুসারে কোন স্থানে বা দণ্ডায়মান হইয়া, কোন স্থানে বা উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবে, সে বিষয়ে আলোচনার কিছু নাই, যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও আসনাদির কোন নিয়ম নাই; অতএব আলোচনারও কিছু নাই। অন্যান্য উপাসনা কি দণ্ডায়মান হইয়া, উপবিষ্ট হইয়া, শয়ন করিয়া যথেচ্ছ ভাবেই করিতে পারা যায়? অথবা উপবিষ্ট হইয়াই করিতে হয়? এই বিষয় আলোচনা করিতেছেন। প্রথমেই মনে হয়, উপাসনা যখন মানসিক ব্যাপার, তখন শরীর-স্থিতি অর্থাৎ শরীরকে কি ভাবে রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কোন নিয়ম থাকা অনাবশ্যক। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, উপাসনা হইতেছে সমানপ্রত্যয়-প্রবাহ-করণ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে উপাস্য দেবতায় প্রবাহিত করা বা লীন করা; উক্তরূপ উপাসনা গমনশীল বা ধাবমান অবস্থায় সম্ভব হয় না, গমন বা ধাবন চিত্তের বিক্ষেপজনক।

দণ্ডায়মান অবস্থাতেও মন দেহ কিরূপে স্থির থাকিবে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখে, সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, শয়ন করিয়া ধ্যান করিতে গেলেও সহসা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু উপবেশন করিয়া উপাসনা করিলে এই সমস্ত কোন দোষই উপাসককে স্পর্শ করিতে পারে না, নির্বিঘ্নেই উপাসনা সম্ভব হয়, অতএব উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।— বেদান্ত-শাস্ত্র ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি শব্দবাচ্য যে জ্ঞানকে মোক্ষলাভের উপায় বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান বারংবার আবৃত্তি অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত স্মৃতি বা চিন্তাত্মক, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই ধ্যানানুষ্ঠানবিষয়ে যখন কোন বিশেষ নিয়ম দেখা যায় না, তখন উপবেশন, শয়ন, দণ্ডায়মান, গমন ইত্যাদি যে কোন অবস্থাতেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে, কারণ, সেই অবস্থাতেই একাগ্রচিত্ত হওয়া সম্ভব। দণ্ডায়মান বা গমন অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন বহু যত্নসাপেক্ষ, শয়ন অবস্থায় নিদ্রার আগমন সম্ভব, অতএব দেহের নিম্নার্দ্ধকে স্থির রাখার জন্য যাহাতে চেষ্টা করিতে না হয়, এ নিমিত্ত কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—ধ্যানাচ্চ—ধ্যানরূপত্ব হেতুকও। উপাসনা ও ধ্যান একার্থক, উপবেশন করিয়াই ধ্যান করার বিধি আছে দেখা যায়, সুতরাং উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ধ্যায়তি অর্থাৎ ধ্যান করিতেছে, এই যে প্রয়োগ, ইহা সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণ

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে সমান ও সম্পূর্ণভাবে উপাস্ত-দেবতাতেই প্রবাহাকারে প্রেরণ করা। এই "ধ্যান করিতেছে" এই শব্দটি অঙ্গচেষ্টাসমূহের শিথিলতা, স্থিরদৃষ্টি হইয়া কোন একটি বিষয়ে চিত্তকে আকৃষ্ট করার নামই ধ্যান এবং ঐ অর্থেই ধ্যা-ধাতুর প্রয়োগ হইতে দেখা যায়, যেমন "বক ধ্যান করিতেছে" "প্রোষিতভর্তৃকা ধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি স্থানে উপবেশন অবস্থাতেই ধ্যান অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং উপাসনা উপবিষ্ট হইয়াই করণীয় ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য" এই শ্রুত্যুক্ত উপাসনা ধ্যানস্বরূপ, উক্তরূপ ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা অবশ্যম্ভাবিনী, কারণ, অন্য-জাতীয় জ্ঞান দ্বারা অব্যবহিত বা আবৃত না হইয়া একই বিষয়ে যে চিত্তস্থাপন বা একাকার চিন্তাপ্রবাহ, তাহাই ধ্যান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ ।—অচলত্বং—নিশ্চল-ভাবও, অপেক্ষ্য—অপেক্ষা বা লক্ষ্য করিয়া। নিশ্চলভাব লক্ষ্য করিয়াও ধ্যান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, উহাও আসনে উপবেশন করিয়াই উপাসনার সূচক।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পৃথিবী অচল, তাঁহার সেই অচলভাবকে লক্ষ্য করিয়াও "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছেন" লোকে এইরূপ প্রয়োগ করে, উক্ত নিশ্চল-ভাবও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করারই বোধক ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পৃথিবী আকাশ প্রভৃতির নিশ্চল-ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই "পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে,

আকাশ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যান করিতেছে, জল যেন ধ্যান করিতেছে, পর্ব্বত যেন ধ্যান করিতেছে" ইত্যাদি ধ্যান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; অতএব উপবিষ্ট উপাসকের পক্ষে একাগ্রচিত্ত হইয়া পৃথিবী, পর্ব্বত ইত্যাদির ন্যায় নিশ্চল-ভাবে অবস্থান সম্ভব হইতে পারে ॥৯॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—স্মরন্তি চ—স্মৃতিশাস্ত্রও এইরূপই বলেন: স্মৃতিকারিগণও উপাসকের চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত পদ্মাসনাদি বিবিধ আসনের বিধান করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শিষ্টগণও "পবিত্র স্থানে নিজের নিশ্চল আসন স্থাপিত করিয়া" ইত্যাদি বাক্যে আসনকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়াছেন। এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্রে পদ্মাসনাদি বিশেষ বিশেষ আসনের উপদেশ থাকিতে দেখা যায় ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"পবিত্র স্থানে নাত্যুচ্চ, নাতিনীচ, চীরবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও কুশবহুল আসন স্থাপন করিয়া মনকে একাগ্র এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ সংযত করিয়া সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অনুষ্ঠান করিবে" এই স্মৃতিবাক্যও আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিরই ধ্যান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন ॥ ১০ ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—যত্র—যে স্থানে, একাগ্রতা—চিত্তের স্থিরতা, তত্র—সেই স্থানেই, অবিশেষাৎ—কোন বিশেষ না থাকায়। যে স্থানে, যে সময়ে, যে দিকে উপাসকের চিত্তের একাগ্রতা

উৎপন্ন হইবে, সেই স্থানেই, সেই সময়েই ও সেই দিকেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে, পূর্ব্বাদি দিক্‌বিষয়ে শাস্ত্রে বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বৈদিক-ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রায়ই দিক্, স্থান, সময়ের একটা বিশিষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, সে জন্য উপাসনা বিষয়েও সংশয় হয় যে, পূর্ব্ব, উত্তর প্রভৃতি দিকে, পবিত্রাদি স্থানে, প্রাতরাদি কালে উপাসনা কর্ত্তব্য, এরূপ কোন নিয়ম কি আছে? যাঁহারা বলেন, নিয়ম আছে; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, দিক্, দেশ, কাল বিষয়ে অর্থলক্ষণই অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা-রূপ প্রয়োজনই নিয়ম, অন্য কোন নিয়ম নাই, যে দিকেই হউক, যে স্থানেই হউক, যে সময়েই হউক, চিত্তের স্বাচ্ছন্দ্য ও একাগ্রতা বুঝিবেন, সেই স্থানেই, সেই দিকেই, সেই সময়েই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, চিত্তস্থির হইলে দিগাদিবিচার অনাবশ্যক ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—একাগ্রতা ব্যতীত বিশেষ কোন স্থান বা কালের উল্লেখ না থাকায় যে স্থান বা যে কাল চিত্তের স্থৈর্য্যবিধানবিষয়ে অনুকূল মনে করিবে, সেই স্থানই এবং সেই কালই উপাসনার পক্ষে উপযোগী জানিবে। "সমান, পবিত্র, শর্করা অর্থাৎ খাপ্‌ড়া, অগ্নি, বালুকা ইত্যাদি রহিত স্থানে" ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা দ্বারাও একাগ্রতা-বিধানের উপযোগী স্থানই উপাসনার উপযোগী, ইহাই দেখাইয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করা ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় নহে, কারণ, ঐ শ্রুতিরই শেষে "মনের অনুকূল" এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, যে স্থানেই চিত্তস্থির হইবে, সেই স্থানেই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১১ ।

আ-প্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—আ-প্রয়াণাৎ—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তত্রাপি—তাহাতেও, হি—নিশ্চয়, দৃষ্টম্—দেখা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উপাসনার আবৃত্তি করিবে, দুই একবার বা দুই এক দিন মাত্র নহে, শ্রুতি-স্মৃতিতে সেইরূপই বিধান আছে, দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সমস্ত উপাসনারই আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যে সমস্ত উপাসনা বিহিত, কার্য্যসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলেই তাঁহাদেরও আর প্রয়োজন নাই, ইহা সহজেই জানা যায়, যেমন তণ্ডুল-প্রস্তুতের জন্যই ধান্যে মুষলাঘাত প্রয়োজন হয়, প্রস্তুত হওয়ার পর আর প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ। যে সমস্ত উপাসনা অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলজনক, তাহাদের বিষয়েই এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, উপাসক কি কিছু দিন পর্য্যন্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন? অথবা যাবজ্জীবনই অনুষ্ঠান করিবেন? বিচারের দ্বারা ইহাই মনে হয়, কিছু দিন পর্য্যন্ত ঐ জ্ঞান বা উপাসনার অনুশীলন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন, কারণ, তাহাতেই বারম্বার উপাসনার অনুষ্ঠান করিবে, এই যে শাস্ত্রার্থ, ইহা পালিত হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, অদৃষ্ট ফল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফল-লাভ অন্তিমকালিক জ্ঞানেরই অধীন, মৃত্যুকালে যেরূপ চিন্তা করা যায়, মরণান্তে তদ্ভাবই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই উপাসনার আবৃত্তি করিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে" ইহা দ্বারা প্রয়াণকালেও উপাসনার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ইহা প্রমাণিত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! অন্তকালে যে যে ভাব

চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত হওয়ায় সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ যে সমস্ত উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা কি এক দিন মাত্রই করিবে? অথবা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই অনুষ্ঠান করিবে? এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, এক দিন মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই যখন শাস্ত্রার্থ পালিত হয়, তখন এক দিন মাত্র করিয়াই সমাপ্ত করিবে, আবৃত্তির প্রয়োজন নাই। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, "সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, উপাসনার আরম্ভ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যবর্ত্তী যে কাল, সেই সমগ্র কালেই উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়, অতএব মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই উপাসনার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ
তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—তদধিগমে—তাহা প্রাপ্ত হইলে, উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ—ভবিষ্যৎ ও অতীত পাপের, অশ্লেষ-বিনাশৌ—স্পর্শাভাব ও বিনাশ, তদ্ব্যপদেশাৎ—সেইরূপ উল্লেখ থাকায়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় ও পরে যে সমস্ত পাপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহারাও তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, শ্রুতি এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ব্রহ্মবিদ্যার ফল বিষয়ে বিচার করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে

তাহার বিপরীত ফল পাপক্ষয় হইবে ? অথবা হইবে না ? বিচারে মনে হয়, ফলোদ্দেশেই কর্ম্ম করা হয়, অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ফল দান না করিয়া ক্ষয় হইতে পারে না, কর্ম্মের ফলদায়িকা শক্তির বিষয় শ্রুতি হইতেই জানা যায়, ফলদান না করিয়াই যদি কর্ম্ম-ক্ষয় হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়। স্মৃতিও বলিয়াছেন—"কর্ম্ম-ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না" অর্থাৎ ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোটি কল্পেও কর্ম্ম-ক্ষয় হয় না। এই-রূপ নানাবিধ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও পাপক্ষয় হয় না। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই উত্তর অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালে যে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই পাপ ও পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ উভয়েরই অশ্লেষ অর্থাৎ অলিপ্ততা ও বিনাশ সাধিত হয়। পরবর্ত্তী পাপ তাহাকে স্পর্শই করিতে পারে না ও পূর্ব্ব-পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রমাণ—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণোক্ত "পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পাপকর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না" এই শ্রুতি ভবিষ্যতে যে সমস্ত পাপ ঘটিতে পারে, সেই পাপের সহিত জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, এইরূপ বলিয়াছেন। "শরগাছের তুলা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ যেমন দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—এইরূপে বিদ্যার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সম্প্রতি বিদ্যার ফল বিষয়ে বিচার করিতেছেন—"পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতেও পাপ লিপ্ত হইতে পারে না" "ইষীকা অর্থাৎ শরগাছের তুলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেই দগ্ধ হইয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত পাপও সেই-রূপ দগ্ধ হইয়া যায়" এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জানা যায়, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত

হইলে সেই পুরুষের উত্তর পূর্ব্ব সমস্ত পাপই অলিপ্ত ও বিনষ্ট হয়। এই যে ভাবী পাপের অলিপ্ততা ও পূর্ব্ব-পাপের বিনাশ, ইহা কি বিদ্যারই ফল বলিয়া মনে করা সঙ্গত? অথবা তাহার বিপরীত? কি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়? শাস্ত্রে আছে—"অভুক্ত কর্ম্ম শতকোটি কল্পেও ক্ষয় হয় না" যদি বিদ্যাফলেই পাপের অশ্লেষ-বিনাশ সম্ভব হয়, তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্র-বাক্য মিথ্যা স্বীকার করিতে হয়, এজন্য উক্ত মত সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব উত্তর-পূর্ব্বপাপের অশ্লেষ ও বিনাশবাচক যে শ্রুতি, উহা কেবল বিদ্যার প্রশংসাসূচক মাত্র। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, বিদ্যাপ্রাপ্তি হইলে বিদ্যার প্রভাবেই সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির উত্তর-পূর্ব্বপাপের অশ্লেষ ও বিনাশ উপপন্ন হইতে পারে, কারণ, "পাপকর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না" "এই পুরুষের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিদ্যার ঐরূপই প্রভাব অবগত হওয়া যায়। "অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না" এই শাস্ত্রবাক্যের সহিত ঐ সমস্ত শ্রুতির কোন বিরোধও হয় না, কারণ, উহার বিষয় পৃথক্. অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এই বাক্য, কর্ম্মের ফলদায়িকা যে শক্তি, তাহার দৃঢ়তা-সমর্থনের নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, আর শ্রুতিবাক্য-সমূহ, উৎপন্ন বিদ্যা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের ফলদায়িকা শক্তিকে ধ্বংস করিতে এবং ভবিষ্যৎ পাপের ফল-দায়িকা শক্তিকে বাধাদান করিতে সমর্থ, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, অতএব উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় পৃথক্॥ ১৩॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু॥ ১৪॥

সূত্রার্থ।—ইতরস্যাপি—অন্যের অর্থাৎ পাপেতর পুণ্যেরও, এবং—এইরূপ, অসংশ্লেষঃ—অলিপ্ততা, পাতে—দেহপাত হইলে, তু—নিশ্চয়। বিদ্যাপ্রভাবে যেমন পাপের অশ্লেষ-বিনাশ হয়,

এইরূপ পুণ্যেরও অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হয়, এইরূপে পাপ-পুণ্য উভয়েরই অভাব হওয়ায় দেহত্যাগের পর বিদ্বানের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বাধিকরণে, জ্ঞানোদয় হইলে সংসারবন্ধনের হেতুভূত পাপের অশ্লেষ-বিনাশ হয়, শাস্ত্রানুসারে তাহা নির্ণয় করা হইল। সম্প্রতি পুণ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত কি, তাহাই বিচার করিতেছেন। ধর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানের সহিত তাহার কোনরূপ বিরোধ অর্থাৎ পাপের ন্যায় অশ্লেষ-বিনাশ-ভাব থাকিতে পারে না, কেহ যদি এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের সেই মনোভাব দূর করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাধিকারোক্ত যুক্তির অতিদেশ করিতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তির পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশ্লেষ-বিনাশ-ভাব সাধিত হয়, কারণ, পুণ্যকর্ম্মেরও ফলভোগ হয়, সুতরাং তাহা জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইতে পারে, আর তাহা হইলেই পুণ্যক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না, এ জন্য পুণ্যেরও অশ্লেষ-বিনাশ স্বীকার করা আবশ্যক। "এই জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে পুণ্য পাপ উভয় হইতেই উত্তীর্ণ হন" ইত্যাদি শ্রুতি পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিনাশ হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ, আত্মার অকর্তৃত্ববোধ অর্থাৎ আমি কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, এই বোধ হওয়ার দরুণ যে কর্ম্মক্ষয় হয়, তাহা পুণ্য-পাপ উভয়স্থলেই সমান। এইরূপে জ্ঞানপ্রভাবে সংসারবন্ধনের হেতুভূত পুণ্য-পাপ উভয়েরই অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হওয়ায়, দেহপাতানন্তর তাঁহার মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্যাপ্রভাবে ভাবী ও অতীত পাপ-সমূহের অশ্লেষবিনাশ সম্পন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে, উক্ত

ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে ইতর অর্থাৎ পুণ্যেরও বিদ্যাপ্রভাবে অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হয়, কারণ, পাপেরও বিদ্যাফলের সহিত যেমন বিরোধ, পুণ্যেরও সেইরূপই বিরোধ, বিরোধিত্ব বিষয়ে উভয়েই সমধর্ম্মী, এবং শাস্ত্রেও পুণ্য ও পাপ উভয়কেই নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে "এই বিদ্বানের নিকট হইতে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়" "সেই জ্ঞান পাপ পুণ্য উভয়কেই বিদূরিত করে" ইত্যাদি। "এই বিদ্বানের নিকট হইতে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়" এ স্থানে "পাপ" শব্দে পুণ্য পাপ উভয়কেই বুঝিতে হইবে, কারণ, পুণ্যও মুমুক্ষু ব্যক্তির অনিষ্টকর, সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল ত্যাগ না করিলে আসক্তি থাকিলে মুক্তি হয় না। আচ্ছা, বিদ্বান্ ব্যক্তিরও ত সমস্ত ক্রিয়া-পদ্ধতির সহিত উপাসনা করিতে হইবে, বৃষ্টি, অন্ন প্রভৃতি কর্ম্মফলসমূহ আবশ্যক হয়, অতএব বিদ্যার বিরোধী বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মেরও বিনাশ হয়, ইহা কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দেহত্যাগের পর সেই সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ হয় ॥ ১৪ ॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—অনারব্ধকার্য্যে এব—কার্য্য আরব্ধ না হইতেই, তু—কিন্তু, পূর্ব্বে—পূর্ব্বোক্ত পুণ্য ও পাপ, তদবধেঃ—সেইরূপই সীমা নির্দ্দেশ থাকায়। যে সমস্ত পুণ্য ও পাপকার্য্য তাহাদের ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমস্ত কর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাদের ফলভোগ করাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের বিনাশ হয় না, যত দিন পর্য্যন্ত ভোগ সমাপ্ত না হয়, তত দিন জ্ঞানফল মুক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ, শাস্ত্র সেইরূপই সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব দুই অধিকরণে তত্ত্বজ্ঞানোদয়জন্য পুণ্য-পাপের বিনাশ হয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যে সমস্ত পুণ্য-পাপ তাহাদের কার্য্য অর্থাৎ ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং যাহারা আরম্ভ করে নাই, ঐ দুই প্রকার কর্ম্মই কি সমভাবে বিনষ্ট হয়? অথবা যাহারা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই বিনষ্ট হয়? বিচারের প্রথমেই মনে হয়, আরব্ধ কার্য্য অনারব্ধ কার্য্য উভয়ই সমভাবে বিনষ্ট হয়, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানপ্রভাবে সুকৃত দুষ্কৃত উভয় হইতেই উত্তীর্ণ বা মুক্ত হন" এ স্থানে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ নাই। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, জন্মান্তরসঞ্চিত এবং এই জন্মেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে সঞ্চিত পুণ্য ও পাপ, তাহাদের ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই জ্ঞানোদয় হওয়ায় বিনষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে সমস্ত কর্ম্মের ফল অর্দ্ধেক ভোগ হইয়াছে, যে কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আধার এই জন্ম লাভ হইয়াছে, ফলভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বিনাশ হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও যে পর্য্যন্ত দেহপাত না হয়, সেই পর্য্যন্তই মুক্তিলাভে বিলম্ব ঘটে" এই শ্রুতিতে মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে দেহপাতকেই সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অতএব যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, বিদ্যাপ্রভাবে সেই সমস্ত পুণ্য-পাপেরই বিনাশ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হওয়ায় পূর্ব্বোত্তর পুণ্য-পাপের অশ্লেষ-বিনাশ হয়, ইহা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় এই যে, ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সমস্ত পুণ্য-পাপেরই কি বিনাশ হয়? অথবা যাহারা নিজের কার্য্য অর্থাৎ ফল প্রদান করিতে

আরম্ভ করে নাই, কেবল তাহাদেরই বিনাশ হয় ? "সমস্ত পাপই দগ্ধ হয়" এই শ্রুতিতে বিদ্যার ফলবিষয়ে কোন বিশেষ উক্তি না থাকায় এবং বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তী শরীরস্থিতিও যখন কুম্ভকারের চক্রঘূর্ণনের ন্যায় পূর্ব্বসংস্কারবশেও উপপন্ন হইতে পারে, তখন সমভাবে সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পুণ্য-পাপসমূহ তাহাদের ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যাপ্রভাবে বিনষ্ট হয়, যাহারা ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হয় না, কারণ, "তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না মুক্ত অর্থাৎ দেহপাত হয়, দেহপাতের অনন্তরই ব্রহ্ম-সম্পন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়" এই শ্রুতিতে মুক্তিলাভবিষয়ে দেহপতনকেই অবধি বা সীমারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—অগ্নিহোত্রাদি—অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি, তু—কিন্তু, তৎকার্য্যায়ৈব—সেই কার্য্য অর্থাৎ বিদ্যোৎপত্তির নিমিত্তই, তদ্দর্শনাৎ—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া। অগ্নিহোত্রাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহও বিদ্যা ও তাহার ফল মোক্ষ উৎপত্তির নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হয় না, সুতরাং তাহাদের বিনাশ-আশঙ্কা নাই, কাম্যকর্ম্মজনিত পুণ্যই বিনষ্ট হয়, শ্রুতিতে এইরূপই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পাপের ন্যায় পুণ্যেরও অশেষ-বিনাশ হয়, ইহা অতিদেশবিধি দ্বারা দেখাইয়াছেন, ঐ অতিদেশবিধি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মবিষয়েই প্রযোজ্য কি না ? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন, অগ্নিহোত্রাদি বেদোক্ত যে সমস্ত নিত্যকর্ম্ম, তাহারও সেই কার্য্য অর্থাৎ জ্ঞানের যে কার্য্য মুক্তি, সেই কার্য্যই করে, অর্থাৎ জ্ঞানেরও যে কার্য্য, অগ্নিহোত্রাদিরও সেই কার্য্য, কারণ, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরম-পুরুষকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতে যজ্ঞের দ্বারাও তাঁহাকে জানার বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঐ অগ্নিহোত্রাদিজন্য পুণ্যের বিনাশ হয় না। আচ্ছা, এই যে পুণ্য-পাপের অশ্লেষ-বিনাশবচন, ইহাই বা কোন্ বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে? আর শাখান্তরোক্ত "তাহার পুত্রগণ পৈতৃক ধন, বন্ধুগণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপকর্ম্ম গ্রহণ করে" এই বেদানুবচনই বা কোন্ বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে? পরসূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন"। ১৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ইতরেরও এইরূপ অসংশ্লেষ" এই সূত্রে বিদ্যাপ্রভাবে পুণ্যের সহিতও জ্ঞানীর কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই বলা হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্ব স্ব আশ্রমোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহও যখন পুণ্য-কর্ম্ম, তখন তাহাদেরও ফলের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্য যাঁহারা ঐ সমস্ত নিত্যকর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা তাহা না করিলেও পারেন। এই সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন, অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহের ফলসম্বন্ধ অর্থাৎ মোক্ষলাভের সহায়তা ব্যতীত ঐহিক বা পারত্রিক অন্য কোন ফলদানে সামর্থ্য না থাকায় অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কারণ, সেই কার্য্য অর্থাৎ বিদ্যালাভরূপ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশেই বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন। যদি বল, কিরূপে ইহা জানা যাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, "ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা সেই এই পরম-পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই

তাহা অবগত হওয়া যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের ফলে উৎপন্ন বিদ্যার প্রত্যহই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য এবং সেই বিদ্যা উৎপাদনের নিমিত্ত আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহেরও প্রত্যহই অনুষ্ঠান করা উচিত, না করিলে আশ্রমোচিত কর্ম্ম লুপ্ত হওয়ায় অন্তঃকরণ দূষিত হয় এবং তাহার ফলে বিদ্যাও উৎপন্নই হয় না, সুতরাং বিদ্বানেরও আশ্রমোচিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ॥ ১৬ ॥

অতোঽন্যাঽপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—অতঃ—ইহা হইতে, অন্যাঽপি—অন্যও, হি—নিশ্চয়, একেষাং—কোন কোন শাখ্যাধ্যায়ীর মতে, উভয়োঃ—উভয়ের। জৈমিনি ও বাদরায়ণ এই উভয় আচার্য্যেরই মত এই যে, কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের মতে নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতীতও কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আছে, যাহা ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নিত্য অগ্নিহোত্রাদি ব্যতীত অন্যবিধ পুণ্যকর্ম্ম আছে, যে কর্ম্ম ফলোদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের "সুহৃদ্‌গণ পুণ্য-কর্ম্মকে প্রাপ্ত হন" এই যে বিনিয়োগ, ইহা সেই ফলকামনায় অনুষ্ঠিত পুণ্য-কর্ম্মবিষয়েই জানিবে এবং সেই পুণ্য-কর্ম্মেরই পাপের ন্যায় অশ্লেষ-বিনাশ সাধিত হয়, ইহাই নিরূপণ করা হইয়াছে। এই জাতীয় যে সমস্ত কাম্য পুণ্য-কর্ম্ম, বিদ্যালাভবিষয়ে তাহাদের দ্বারা কোন উপকারই হয় না, ইহাই জৈমিনি ও বাদরায়ণের অভিমত ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মসমূহ যদি বিদ্যা উৎপত্তিরই নিমিত্ত হয়, এবং

বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম যদি "কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া" "কর্ম্মের শেষকে প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে ফল-ভোগের দ্বারাই শেষ হয়, আর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলও যদি এই দেহেই ভোগ করিতে হয়, তবে "সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্ম লাভ করেন" এই শ্রুতির কি গতি হইবে ? সমস্ত ফলই ত কর্ত্তাই ভোগ করিলেন, সুহৃদের জন্য আর থাকিল কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিদ্যোৎপত্তির নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি যে সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ব্যতীতও বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে অনুষ্ঠিত এমন অসংখ্য পুণ্যকর্ম্ম নিশ্চয়ই থাকিতে পারে, যাহাদের ফল অন্য কোন প্রবল কর্ম্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, ভোগ করাইতে সমর্থ হয় নাই ; কোন কোন শাখায় উক্ত "পুত্রগণ সম্পত্তি গ্রহণ করে, সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্ম গ্রহণ করে" এই যে শ্রুতি, ইহা উক্তরূপ পুণ্যকর্ম্ম-বিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে জানিতে হইবে ; বিদ্যাপ্রভাবে অশ্লেষ-বিনাশ শ্রুতিও ঐ বিষয়েই জানিতে হইবে ॥১৭॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—যৎ—যাহা, এব—নিশ্চয়, বিদ্যয়া—বিদ্যা দ্বারা, ইতি—এইরূপ, হি—যে হেতু। বিদ্যাসহকারে যাহা করা যায়, তাহাই অধিক বীর্য্যবান্ হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিদ্যা ব্যতীতও যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন না হইলেও বীর্য্যবান্ হয়, একেবারে ব্যর্থ হয় না অর্থাৎ বিদ্যাসহযোগে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রে শীঘ্র ও বিদ্যাবর্জ্জিত অগ্নিহোত্রে বিলম্বে জ্ঞানলাভ হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বাধি-করণের বিচারে ইহাই জানা গেল যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষলাভের উদ্দেশে যে

নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহা সঞ্চিত পাপ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি করে, সুতরাং ঐ নিত্য অগ্নিহোত্রাদিও মোক্ষফলক তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়, আর তাহা হইলেই ব্রহ্মবিদ্যা ও অগ্নিহোত্রাদি তুল্য ফলই প্রদান করে। "যে বিদ্বান্ এইরূপে যাগ করেন, যে বিদ্বান্ এইরূপে হোম করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দুই প্রকার বলা হইয়াছে, একটি উপাসনাসংসৃষ্ট, একটি উপাসনা-বর্জ্জিত। সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য যে, মুমুক্ষু ব্যক্তির বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই কি বিদ্যার সহিত তুল্য-কার্য্যকারী? বিদ্যাবর্জ্জিত নহে? অথবা বিদ্যা-সংযুক্ত বিদ্যাবর্জ্জিত উভয়ই সমভাবে তুল্য-কার্য্যকারী? যদি বল, এ সংশয়ের কারণ কি? তাহার উত্তরে, বলিতেছেন, "যজ্ঞের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতে বিদ্যাসংযুক্ত কি বিদ্যাবর্জ্জিত যজ্ঞাদি আত্মজ্ঞান-লাভের উপায়, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যারহিত অগ্নিহোত্রাদি অপেক্ষা বিশিষ্টফলপ্রদ, এইমাত্রই বলা হইয়াছে, এই জন্যই সংশয়। প্রথম বিচারেই মনে হয়, "এইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি যে দিন হোম করেন, সেই দিনই মৃত্যুকে জয় করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যাহীন অগ্নিহোত্রাদি অপেক্ষা বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রা-দির বৈশিষ্ট্য উক্ত হওয়ায় বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদিই আত্মবিদ্যার অঙ্গ, বিদ্যাবিহীন নহে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন, বিদ্যা হীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই বিদ্যাহীন অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্যারহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে একেবারে কিছুই নয়, ইহা বলা যায় না, তাহারও কিছু কার্য্যকারিতা আছে, কারণ, "সেই এই আত্মাকে যজ্ঞ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এই শ্রুতিতে বিদ্যাসংযুক্ত বা বিদ্যাবর্জ্জিত অগ্নিহোত্র মাত্রই বিদ্যালাভের হেতু বলা হইয়াছে; তবে

বিদ্যাসংযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি বিদ্যাপ্রভাবে সত্বর জ্ঞানোৎপাদক হয়, আর বিদ্যারহিত অগ্নিহোত্রাদি সত্বর জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হয় না, কিঞ্চিৎ বিলম্বে হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলও প্রবল কর্ম্মান্তর দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, এ স্থানে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—"বিদ্যাসহকারে যাহা করা যায়, তাহাই সমধিক বীর্য্যবান্ হয়" এই শ্রুতিতে উদ্গীথবিদ্যা যে যজ্ঞফলের প্রতিবন্ধ নিবারণ করিতে পারে, এইরূপ উক্ত হওয়ায়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলও যে অন্য প্রবল কর্ম্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব "সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম্ম গ্রহণ করেন" এই যে শাট্যায়ন শ্রুতি, ইহা যে সমস্ত কর্ম্মফল কর্ম্মান্তরের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাঽথ সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ ।—ভোগেন—ভোগ দ্বারা, তু—কিন্তু, ইতরে—অন্য দুইটি অর্থাৎ অনারব্ধকার্য্য পুণ্য-পাপ, ক্ষপয়িত্বা—ক্ষয় করিয়া, অথ—অনন্তর, সম্পদ্যতে—ব্রহ্মলাভ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি, অনারব্ধ কার্য্য অর্থাৎ যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, এমন পুণ্য ও পাপকে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—যে সমস্ত পুণ্য-পাপ ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এমন পুণ্য-পাপ বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন অর্থাৎ দেহপাত না হয়, দেহপাতের পরই ব্রহ্মসম্পন্ন হন" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, ইতর

অর্থাৎ যে সমস্ত পাপপুণ্য ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তদনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করে ॥ ১৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদে শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে পুণ্য-পাপের অশ্লেষ-বিনাশ উক্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত যে সমস্ত পুণ্য-পাপ নিজ নিজ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা কি বিদ্যোৎপত্তির আধারস্বরূপ শরীর-পাতেই বিনষ্ট হয়? অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে যে দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই দেহপাতের পর অথবা অন্য কোন দেহপাতের পর বিনষ্ট হয়? এ বিষয়ে যখন কোন নিয়ম দেখা যায় না, তখন "তাঁহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না এই দেহ হইতে মুক্ত হন" এই শ্রুতিতে এক দেহাবসানের বিষয় উল্লেখ থাকায় এই দেহাবসানেই পুণ্য-পাপ ক্ষয় হয়, ইহাই মনে হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—ইতর অর্থাৎ আরব্ধকার্য্য পুণ্য-পাপ স্বারব্ধ ফলভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার পর অর্থাৎ তাহাদের ফলভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভ করেন। সেই পুণ্যপাপের ফল যদি এক দেহে উপভোগ করিলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই দেহাবসানেই ব্রহ্ম লাভ করে, যদি অনেক দেহে উপভোগ্য হয়, তাহা হইলে সেই অনেক দেহাবসানে ব্রহ্ম লাভ করে, কারণ, ভোগ ব্যতীত আরব্ধফল পুণ্য-পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত অভুক্ত-ফল অনারব্ধ কার্য্য অনাদিকালসঞ্চিত অসংখ্য পুণ্য-পাপ বিদ্যাপ্রভাবে বিনষ্ট হয়, বিদ্যা-লাভের পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত পুণ্য-পাপ লিপ্ত হইতে পারে না। "তাহার মধ্যে জ্ঞানীর সুহৃদ্গণ পুণ্যকর্ম্মসমূহ গ্রহণ করেন, শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে" এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥ ১৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

যৎপ্রভাবাৎ পরাভূতাঃ পরা ভূতাদয়ো গ্রহাঃ।
নশ্যন্তি সকলাঃ পাপাঃ স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—বাঙ্‌মনসি—বাক্য মনে, দর্শনাৎ—দর্শনহেতুক, শব্দাচ্চ—শব্দ হইতেও। মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য মনে লীন হয়, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়, বাক্ এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতেও বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্যই লীন হয় বুঝিতে হইবে, বাগিন্দ্রিয় নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—এই দ্বিতীয় পাদে অপরা বিদ্যা অর্থাৎ সগুণ উপাসনার ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত দেবযানপথের প্রসঙ্গ অবতারণা করার উদ্দেশে প্রথমেই শাস্ত্রানুযায়ী উৎক্রমণের প্রণালী বলিতেছেন। জ্ঞানীই হউন, আর অজ্ঞানীই হউন, উৎক্রান্তি সকলেরই সমান, ইহা পরে বলিবেন। ইহলোক হইতে প্রয়াণ-বিষয়ে শ্রুতি আছে, "হে সৌম্য! প্রয়াণোন্মুখ এই পুরুষের বাক্য মনে লীন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমদেবতায় লীন হয়" এই শ্রুতিতে বাক্য মনে লীন হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, এই বাক্য কি বৃত্তিবিশিষ্ট বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়? অথবা বাগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বাক্যই মনে লীন হয়? এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, বাগিন্দ্রিয়ই মনে লীন হয়, এই অর্থ হইলেই শ্রুতিবাক্য সার্থক হয়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—এ স্থানে বাক্ শব্দে বাগিন্দ্রিয় হইবে না,

বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা কার্য্য যে বাক্য, তাহাই মনে লীন হয় অর্থাৎ বাক্‌রোধ হইয়া যায়। যদি বল, সূত্রে "বাক্ মনে" এইরূপ পাঠ আছে, ইহা দ্বারা বাগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বাক্য এরূপ অর্থ কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ঐরূপ পাঠ আছে, ইহা সত্য বটে, কিন্তু সূত্রকার পরে বলিবেন—"অবিভাগো বচনাৎ" অর্থাৎ অবিভাগ হয়, অতএব বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি অর্থাৎ বাক্যস্ফুরণই মনে উপশমিত অর্থাৎ লীন হয়। ইহা দেখাও যায় যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতেই বাগ্‌বৃত্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বাগিন্দ্রিয় যে লীন হয়, তাহা কেহই দেখিতে পায় না ; যদি বল, বাক্ শব্দে যে বাগ্‌বৃত্তি, ইহার প্রমাণ কি ? তাহার প্রমাণ, বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদ উপচার হেতুক বৃত্তি অর্থেও বাক্ এই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—সম্প্রতি জ্ঞানী ব্যক্তির গতি অর্থাৎ পরলোক-গমন-বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রথমেই উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের প্রণালীই বিচার্য্য। উৎক্রান্তিবিষয়ে "হে সৌম্য ! প্রয়াণোন্মুখ এই পুরুষের বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরম দেবতায় লীন হয়" এই শ্রুতি আছে। এ স্থানে "বাক্ মনে লীন হয়" এই যে উক্তি, ইহা কি কেবল বাগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য যে বাক্যনিঃসরণ, সেই বিষয়ে ? অথবা বাগিন্দ্রিয় বিষয়ে ? এই সন্দিগ্ধ আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, বাগ্‌বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, কারণ, বাগ্‌বৃত্তি যখন মনেরই অধীন, তখন বৃত্তিই মনে বিলীন হয়, ইহাই সঙ্গত, কিন্তু বাগিন্দ্রিয় যখন মন হইতে উৎপন্ন হয় না, তখন মনে তাহা বিলীন হইতে পারে না, কারণ, যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, লীন হইবার সময় নিজের উৎপাদক কারণেই তাহা লীন হয়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,

বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই মনে লীন হয়, কারণ, বাগিন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইলেও মনের প্রবৃত্তি বা ব্যাপার সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। যদি বল, বাগিন্দ্রিয়ের বৃত্তি লয় হইলেও তাহা উপপন্ন হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলিতেছেন, শব্দ হইতেও অর্থাৎ "বাক্ মনে বিলীন হয়" এই শ্রুতিতে বাক্ অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে বাগিন্দ্রিয়েরই বিলয় হয়, ইহাই বুঝাইতেছে, কেবল যে বাগ্‌বৃত্তিই লয় হয়, ইহা বুঝাইতেছে না। মৃত্যুকালে বাগ্‌বৃত্তি লুপ্ত হইলেও যে বাগিন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে, এমন কোন প্রমাণই নাই। "বাক্ মনে সম্পন্ন হয়" এই যে সম্পত্তি বা সম্পন্ন শব্দ, ইহার অর্থ কেবল বাক্ মনের সহিত সংযুক্ত হয় মাত্র, কিন্তু মনে একেবারে বিলীন হইয়া যায় না ॥ ১ ॥

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—অতএব চ—এই জন্যই, সর্ব্বাণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়, অনু—অর্থাৎ অনুবর্ত্তন করে। এই জন্যই অর্থাৎ বৃত্তি-বিলয় দ্বারা বাগিন্দ্রিয় যেমন মনে লীন হয়, এই যুক্তি অনুসারেই চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বৃত্তি-লয় দ্বারা মনের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ মনে লীন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সে জন্য শারীর উষ্মা প্রশমিত হইলে পর যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়, সেইরূপে মনে লীন ইন্দ্রিয়গণের সহিত" এই শ্রুতিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একই ভাবে মনে পরিণত বা লীন হওয়ার বিষয় উল্লেখ আছে দেখা যায়। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, বাগ্‌বৃত্তির ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে থাকিতেই বৃত্তি লোপ হওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকায় এবং তত্ত্ব অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের লোপ হওয়া অসম্ভব বলিয়া ও বাক্ শব্দের প্রয়োগ

থাকাতেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাহাদের বৃত্তি বা কার্য্য দ্বারাই মনের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ মনেই লীন হয়। ২।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু মনের সহিত বাক্যের সংযোগমাত্রই হয়, লয়প্রাপ্তি ঘটে না, এই জন্যই "সে জন্য শারীরোষ্মা প্রশমিত হইলে যাহাতে আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, এরূপ ভাবে মনেতেই সংযুক্ত ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে বাগিন্দ্রিয়ের পর সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহা উপপন্ন হইতেছে। ২।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—তৎ—সেই, মনঃ—মন, প্রাণে—প্রাণে, উত্তরাৎ—পরবর্ত্তী বাক্য হইতে। ইহার পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায়, সেই মনও আবার বৃত্তিলয় দ্বারা প্রাণে লীন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বাক্ মনে সম্পন্ন বা লীন হয়" এই শ্রুতিতে বাগ্‌বৃত্তি লয় হয়, ইহা জানা গিয়াছে। এই বাক্যের পরে "মন প্রাণে" এই যে শ্রুতি আছে, ইহার অর্থও কি পূর্ব্বের ন্যায় মনোবৃত্তিই লয় হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে? অথবা মন লয় হয়? এই সংশয় আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, মনেরই লয় হয়, কারণ, এই অর্থ করিলেই শ্রুতিবাক্য সার্থক হয় ও প্রাণই যে মনের প্রকৃতি বা উৎপাদক কারণ, তাহাও উপপন্ন হয়। "হে সৌম্য! মন অন্নময় ও প্রাণ জলময়" "জলই অন্নের স্রষ্টা" এই শ্রুতিতে অন্ন মনের ও জল প্রাণের প্রকৃতি বা উৎপাদক বলা হইয়াছে, যে অন্নময় মন প্রাণে বিলীন হয়, সেই অন্নই আবার জলে বিলীন হয়, ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, প্রাণ যখন জলময়, আর সেই জলই যখন অন্নের উৎপাদক, এবং অন্নও

মনের প্রকৃতি, তখন প্রকৃতি-বিকৃতির অভেদ স্বীকার করিয়া প্রাণকেই মনের প্রকৃতি বলা যায়, আর প্রকৃতিতেই যখন তদুৎপন্ন বস্তু লীন হয়, তখন মনেরই লয় হয়, মনোবৃত্তির নহে। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, পরবর্ত্তী বাক্যে সুষুপ্ত ও মরণোন্মুখ, এই দুই ব্যক্তির প্রাণের বৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য থাকিতেই মনোবৃত্তির অভাব যখন দেখা যায়, তখন মনোবৃত্তিরই যে প্রাণে লয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে॥ ৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৎ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত সংযুক্ত হয়, কেবল মনোবৃত্তিরই যে লয় হয়, তাহা নহে, কারণ, পূর্ববর্ত্তী "মন প্রাণে" এই বাক্য হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এ স্থানে একটি অতিরিক্ত আশঙ্কা ছিল—"হে সৌম্য! মন অন্নময়" এই শ্রুতিতে মন যে অন্ন হইতেই উৎপন্ন, ইহা জানা যায়, আরও সেই অন্নও যে "জল অন্নকে সৃষ্টি করিল" এই শ্রুতি হইতে জলময় অর্থাৎ জল হইতেই উৎপন্ন, ইহাও জানা যায়। "প্রাণ আপোময়" এই শ্রুতিতে আবার জলকে প্রাণের প্রকৃতি বলা হইয়াছে, অতএব "মন প্রাণে লীন হয়" এই শ্রুতিতে যে প্রাণ শব্দ আছে, ঐ প্রাণ শব্দে প্রাণের প্রকৃতিস্বরূপ জলকে নির্দ্দেশ করিয়া সেই জলেই মনের লয় হয়, এইরূপ প্রতিপাদন করায় মনে হয় যে, পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ মনের প্রকৃতি অন্ন বা পৃথিবী, অন্নের প্রকৃতি জল, আবার প্রাণেরও প্রকৃতি জল, এইরূপে স্বকারণে লয় হয়, ইহাই বলা হইয়াছে এবং এইরূপেই সম্পত্তি বা লয়বোধিকা শ্রুতিও সঙ্গত হইতেছে। এই আশঙ্কা দূর করার নিমিত্ত বলিতেছেন,—মনকে অন্নময় ও প্রাণকে যে জলময় বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, অন্ন ও জলের দ্বারা মন ও প্রাণের পুষ্টি-সম্পাদন হয় মাত্র, উহারা উহাদের প্রকৃতি নহে, যে হেতু, মন অহঙ্কার হইতে, প্রাণ আকাশ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন॥ ৩॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—সঃ—সেই প্রাণ, অধ্যক্ষে—দেহাধিপতি জীবে, তদুপগমাদিভ্যঃ—তাহাতে গমনাদি-বোধক বাক্য হইতে। প্রায়ণোন্মুখ জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের গমন প্রাণের অনুগমন অর্থাৎ প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণ ও জীবেই সে সকলের অবস্থিতি-বোধক শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, সেই প্রাণ আবার দেহাধিপতি জীবে লীন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যাহা হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তুর তাহাতে স্বরূপ-লয় হয় না, কিন্তু বৃত্তি লয় হয়, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি "প্রাণ তেজে লীন হয়" এই শ্রুতির আলোচনা করিতেছেন। ঐ শ্রুতিতে যেরূপ নির্দ্দেশ আছে, ঠিক সেই ভাবেই কি প্রাণের বৃত্তি তেজে উপসংহৃত হয়? অথবা দেহেন্দ্রিয়পিঞ্জরের অধিপতি জীবে উপসংহৃত হয়? এই সংশয়ের আলোচনায় মনে হয়, শ্রুতিতে যে ভাবে শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে তেজেই প্রাণের বৃত্তি উপসংহৃত হয়, এই অর্থই সঙ্গত, কারণ, শ্রুতিবাক্যে কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধান জন্য বলিতেছেন, সে অর্থাৎ প্রাণ দেহেন্দ্রিয়পিঞ্জরাধ্যক্ষ বিজ্ঞানাত্মা জীবে অবস্থিত হয়। অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট বিজ্ঞানাত্মার নাম জীব, তিনিই এই দেহেন্দ্রিয়পিঞ্জরের অধ্যক্ষ, মৃত্যুসময়ে প্রাণের বৃত্তি তাঁহারই অধীন অর্থাৎ তাঁহাতেই লীন হয়। যদি বল, ইহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছি, "যখন এই ব্যক্তির ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই অন্তকালে সমস্ত প্রাণই এই আত্মার অভিমুখে সমাগত হয়" এই শ্রুতি সমস্ত প্রাণই অধ্যক্ষ জীবে উপগত হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। বিশেষতঃ

"প্রাণ উৎক্রমণশীল অর্থাৎ নির্গমনোন্মুখ জীবের অনুগমন করে" এই শ্রুতিতে পঞ্চবৃত্তিক অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ জীবের অনুগমন করে, ইহা বলা হইয়াছে। ভাল, তাহাই যদি হয়, তবে "প্রাণ তেজে" এরূপ শ্রুতি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বাক্ মনে ও মন প্রাণে সম্পন্ন বা লীন হয়" এই শ্রুতি-দৃষ্টান্তানুসারে "প্রাণ তেজে" এই শ্রুত্যনুসারে প্রাণ তেজে সম্পন্ন বা লীন বা পরিণত হয়, এরূপ অর্থ হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সেই প্রাণ, অধ্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অধিপতি জীবে সম্পন্ন হয়; অনন্তরোক্ত-শ্রুতিবাক্যসমূহে, প্রাণ জীবেতেই উপগত হয়, এরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। "অন্ত কালে সমস্ত প্রাণই এইরূপ ভাবে আত্মাভিমুখে গমন করে" এই শ্রুতিতে প্রাণের জীবে উপগমন উল্লিখিত আছে। "উৎক্রমণকারী অর্থাৎ নির্গমনোন্মুখ জীবকে প্রাণ অনুসরণ করে" এই শ্রুতিতে জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রমণ বা বহির্গমন উক্ত হইয়াছে। আবার জীবের সহিতই প্রাণের অবস্থানবিষয়েও শ্রুতি আছে। এই সমস্ত শ্রুতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাণ প্রথমে জীবের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরে তাঁহার সহিতই তেজে সম্পন্ন হয়, ইহাই "প্রাণ তেজে" এই শ্রুতির অর্থ। যেমন যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে গেলেও "যমুনা সাগরে যাইতেছে" এরূপ উক্তি বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও সেইরূপই জানিবে ॥ ৪ ॥

ভূতেষতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—ভূতেষু—পৃথিবী প্রভৃতি সূক্ষ্মভূত-সমূহে, অতঃ শ্রুতেঃ—পূর্ব্বোক্ত এই শ্রুতি হইতে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি

হইতে জানা যায়, প্রাণের সহিত মিলিত জীব দেহবীজস্বরূপ সূক্ষ্মপঞ্চভূতে অবস্থান করে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"প্রাণ তেজে" এই শ্রুতি হইতেই জানা যায়, প্রাণসংযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ সেই জীব দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ তেজঃসংযুক্ত সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতে অবস্থান করে। যদি বল, এই শ্রুতিতে কেবল প্রাণেরই তেজে অবস্থিতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণসংযুক্ত জীবের ত কোন উল্লেখই নাই। তাহার উত্তর বলিতেছি,—উল্লেখ না থাকিলেও, তাহা দোষের বিষয় নহে, কারণ, ঐ বাক্যেরই অন্তরালে অধ্যক্ষ শব্দটির উপসংখ্যান বা অধ্যাহার আছে। ভাল, তাহাই না হয় হইল, কিন্তু শ্রুতিতে ত কেবল তেজের উল্লেখই আছে, তবে আবার তেজের সহিত মিলিত ভূতসমূহ, এ কথা কিরূপে কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর পরসূত্রে বলিতেছেন॥ ৫॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"প্রাণ তেজে" এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ জীবসংযুক্ত প্রাণ তেজে সম্পন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সেই সম্পত্তি কি কেবলমাত্র তেজেই হয়? অথবা সম্মিলিত সমস্ত ভূতেই হয়? এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, যখন কেবলমাত্র তেজেরই উল্লেখ আছে, তখন কেবল তেজেই হয়, সমস্ত ভূতে হয় না। এই সম্ভাবনায় উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত ভূতেই সম্পন্ন বা লীন হয়, কারণ, "পৃথিবীময়, আপোময়…তেজোময়" ইত্যাদি শ্রুতিতে সঞ্চরণশীল অর্থাৎ দেহ হইতে নিক্রান্ত জীবের সর্ব্বভূতময়ত্ব উক্ত হইয়াছে॥ ৫॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি॥ ৬॥

সূত্রার্থ।—ন—না, একস্মিন্—কেবল একটিতে, দর্শয়তঃ—

দেখাইতেছেন, হি—যে হেতু। দেহ অনেকাত্মক, একটি-মাত্র ভূতের দ্বারা নির্ম্মিত নহে, এ জন্য উৎক্রান্ত জীব কেবল-মাত্র তেজোভূতেই লীন হয় না ; শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই দেখাইয়াছেন, প্রয়াণোন্মুখ জীব দেহের বীজস্বরূপ পঞ্চভূতের সহিত প্রস্থান করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীব দেহান্তরগ্রহণকালে কেবল-মাত্র তেজোভূতেই অবস্থান করেন না, কারণ, দেহ কেবল তৈজস নহে, উহা অনেকাত্মক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রশ্ন-প্রতিবচনে "জলই পুরুষপদবাচ্য হয়" এই শ্রুতিতে এই বিষয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে ; ঐ শ্রুত্যুক্ত জল শব্দ যে পঞ্চভূতেরই বোধক, তাহা "ত্র্যাত্মকত্বাত্ত্ব ভূয়স্ত্বাৎ" এই সূত্রে বলা হইয়াছে। "পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "দশার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহা অবিনাশী, এই সমস্ত জগৎ ঐ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সহিত পূর্ব্বানুক্রমে উৎপন্ন হইতেছে" এই স্মৃতিও প্রয়ণোন্মুখ জীব যে কেবল তেজে অবস্থান করেন না, পঞ্চভূতেই মিলিত হন, তাহা দেখাইয়াছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, একটি একটি করিয়া ক্রমানুসারে তেজ প্রভৃতি প্রত্যেক ভূতে যদি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও ত "পৃথিবীময়, আপোময়" ইত্যাদি শ্রুতি উপপন্ন হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—ভূতসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ভাবে দেহারম্ভরূপ কার্য্যে সমর্থ হয় না বলিয়া এক একটি মাত্রে জীব মিলিত হন না। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ভাবে কার্য্যাক্ষমতা দেখাইয়াছেন, "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ প্রকটিত করিব,

সেই ভূতসমূহের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্র্যাত্মক করিব" এই শ্রুতিতে নামরূপ প্রকটনের নিমিত্তই ত্রিবৃৎকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতেও এ বিষয়ে উপদেশ আছে ; অতএব "প্রাণ তেজে" এই শ্রুতিতে তেজঃশব্দে অন্যভূত-সমূহের সহিত মিলিত তেজই অভিহিত হইয়াছে, কেবল তেজ নহে, সুতরাং সমস্ত ভূতেই সম্পন্ন হয় ॥ ৬ ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—সমানা—সমান, চ—ও, আ-সৃত্যুপক্রমাৎ—সংসরণের অর্থাৎ অর্চির্মার্গে গমনের উপক্রম হইতে, অমৃতত্বঞ্চ—অমরত্ব বা মুক্তিও, অনুপোষ্য—দগ্ধ না করিয়া। ইতিপূর্ব্বে যে উৎক্রান্তিক্রম বলা হইয়াছে, তাহা বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই সমান অর্থাৎ জ্ঞানীর যে ভাবে উৎক্রমণ হয়, অজ্ঞানীরও সেই ভাবেই হয় ; অবিদ্যাদি ক্লেশ-সমূহ নিঃশেষে দগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উপাসকের মুখ্য অমরত্ব অর্থৎ মুক্তিলাভ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে উৎক্রান্তির বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা কি বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়েরই তুল্যভাবে হয় ? অথবা কোনরূপ বৈশিষ্ট্য আছে ? এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ, এই যে উৎক্রান্তি, তাহা ভূতসমূহকে আশ্রয় করিয়াই সম্পন্ন হয়, জীব পুনর্জ্জন্মের নিমিত্তই ভূতসমূহকে আশ্রয় করে ; কিন্তু "বিদ্বান্ অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন" এই শ্রুতিবাক্যে দেখা যায়, বিদ্বানের পুনর্জ্জন্ম হয় না, অতএব প্রদর্শিত উৎক্রমণ-প্রণালী অবিদ্বানের, বিদ্বানের নহে। এই উক্তির প্রতিবাদের নিমিত্ত বলিতেছেন, "বাক্ মনে, মন প্রাণে" ইত্যাদি যে উৎক্রান্তিক্রম বলা হইয়াছে, তাহা বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই যে সমান, কোন

প্রভেদই নাই, তাহা আসৃতি উপক্রম অর্থাৎ অর্চ্চিমার্গে গমনের উপক্রম দ্বারাই জানা যায়, কারণ, উক্ত প্রণালীতে উৎক্রমণ কেবল অবিদ্বানেরই হয়, বিদ্বানের হয় না, এমন কোন বিশেষোক্তি দেখা যায় না। অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূতসমূহকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মানুরূপ দেহলাভের নিমিত্ত সংসরণ বা গমন করে, আর বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত নাড়ীদ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত গমন করেন, আসৃতি উপক্রম শব্দের ইহাই অর্থ। যদি বল, বিদ্বান্ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, সেই অমৃতত্ব ত কোন দেশান্তরগমনসাপেক্ষ নহে, অতএব তাহাতে ভূতাশ্রয়েরই বা আবশ্যকতা কি? আর অর্চ্চির্মার্গে গমনের আবশ্যকতাই বা কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, অনুপোষ্য অর্থাৎ সগুণ উপাসনা-প্রভাবে অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহ সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ বা দূরীভূত না হওয়ায় সেই সগুণোপাসক ব্যক্তি আপেক্ষিক বা গৌণ অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই সগুণ উপাসকের ভূতাশ্রয়ত্ব ও সৃত্যুপক্রম উভয়ই সম্ভব হয়, কারণ, নিরাশ্রয় প্রাণের গতি উপপন্ন হয় না, সুতরাং কোনরূপ দোষও হয় না ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ঃ—এই যে উৎক্রমণের প্রণালী বলা হইল, ইহা কি বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষেই সমান? অথবা কেবল অবিদ্বানেরই? আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, অবিদ্বান্ই উক্তরূপে উৎক্রমণ করে, বিদ্বান্ নহে, কারণ, বিদ্বান্ ব্যক্তি এই স্থানেই অমৃতত্ব লাভ করেন, এইরূপ উক্তি থাকায় তাঁহার উৎক্রমণই হয় না। "এই উপাসক হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কামনাকেই যখন দূরীভূত করিতে পারেন, তখন তিনি মর্ত্ত্য হইয়াও অমর হন ও এই দেহেই ব্রহ্ম লাভ করেন" এই শ্রুতিতে বিদ্বানের অমৃতত্ব-প্রাপ্তির বিষয়ই শ্রুত হওয়া যায়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—বিদ্বানেরও আসৃতি

উপক্রম অর্থাৎ অর্চিরাদি পথে গমনের উপক্রম বা নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎক্রমণ-প্রণালী অবিদ্বানের সহিত সমানই। "হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকাভিমুখে গমন করিয়াছে, যে ব্যক্তি সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন, অন্যান্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করিলে অন্যান্য লোকে গমন হয়" এই শ্রুতিতে বিদ্বানেরও নাড়ীবিশেষ দ্বারা উৎক্রমণের বিষয় উল্লেখ আছে, অতএব বিদ্বানেরও পূর্ব্বপ্রদর্শিত উৎক্রমণ অনিবার্য্য, নাড়ী-প্রবেশের পূর্ব্বে সে বিষয়ে কোন পার্থক্যের উল্লেখ না থাকায় ঐ উৎক্রমণ-প্রণালী উভয়ের পক্ষেই সমান। তবে বিদ্বানের পক্ষে মস্তক হইতেই আর অবিদ্বানের পক্ষে অন্যান্য শরীরপ্রদেশ হইতে উৎক্রমণ সম্পন্ন হয়। যদি বল, বিদ্বান্ ব্যক্তি এই দেহেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই ত শ্রুতির অভিপ্রায়, তবে আবার তাঁহার উৎক্রমণ কেমন করিয়া হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—"যখন সমস্ত কামনাকেই দূরীভূত করিতে পারেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অমৃতত্ব-লাভের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধকে অমুপোষ্য অর্থাৎ দগ্ধ না করিয়াই এই দেহেই উত্তর ও পূর্ব্বকালীন পাপের অশ্লেষ-বিনাশরূপ যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহাই জানিবে ॥ ৭ ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—তৎ—সেই দেহের বীজস্বরূপ ভূতপঞ্চক, আ-অপীতেঃ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, সংসারব্যপদেশাৎ—সংসার নিবৃত্ত হয় না, এইরূপ উল্লেখ থাকায়। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার নিবৃত্ত হয় না, এইরূপ শ্রুতিনির্দ্দেশ থাকায় তত্ত্বজ্ঞানোদয় জন্য ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহের

বীজস্বরূপ ভূতপঞ্চক বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ দেহান্তে পরমাত্মায় যে প্রাণাদির লয় হয় বলা হইয়াছে, তাহা আত্যন্তিক লয় নহে, সাবশেষ লয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অন্যান্য ভূত ও জীবের সহিত তেজ পরমদেবতায়ং বিলীন হয়, এই যে লয়, ইহা কিরূপ লয়, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিতেছেন। আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, সম্পূর্ণভাবেই স্বরূপ-লয় হয়, কারণ, তাহা হইলেই, ব্রহ্মই যে সকলের প্রকৃতি বা উপাদান, তাহা সঙ্গত হয়। পরমদেবতাই যে সমস্ত জন্ত-পদার্থের প্রকৃতি, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, যে পর্য্যন্ত সম্যক্-রূপ, তত্ত্বজ্ঞানোদয়-জন্য সংসার-নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সমূহের আশ্রয়স্বরূপ দেহবীজ তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্ম-ভূত-সমূহ বর্ত্তমান থাকে, "দেহী জীব জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে দেহ-ধারণের জন্য স্থাবর বা জঙ্গম যোনিতে গমন করে" এই বাক্যে সংসারের উল্লেখ থাকায় সম্পূর্ণ লয় যে হয় না, সবিশেষ লয় হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—তৎ অর্থাৎ সেই যে অমৃতত্ব, তাহা, যাহার দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ দগ্ধ বা বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পক্ষেই জানিবে, কারণ, আ-অপীতি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারের উল্লেখ থাকায়। সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি যে অর্চ্চিঃ-প্রভৃতি মার্গ দ্বারা দেশান্তরগমনপর হয়, তাহা পরে বলা হইবে। যে পর্য্যন্ত সেই অবস্থা বা সেই দেশ প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধরূপ সংসার যে থাকে, তাহা বিবিধ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—সূক্ষ্মং—সূক্ষ্মদেহ, প্রমাণতশ্চ—স্বরূপ ও পরিমাণ হইতেও, তথা—সেইরূপ, উপলব্ধেঃ—উপলব্ধি হেতুক। মৃত্যুকালে জীব স্বরূপ ও পরিমাণ উভয় প্রকারেই সূক্ষ্মদেহ লইয়া পরলোকে প্রয়াণ করে, শাস্ত্রে সেইরূপই জানা যায়, সূক্ষ্ম বলিয়াই তাহা অদৃশ্য ও অপ্রতিহত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই দেহ হইতে জীব যখন পরলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ অন্যান্য ভূতের সহিত সংসৃষ্ট তেজ বা লিঙ্গদেহ স্বরূপ ও প্রমাণ উভয় প্রকারেই সূক্ষ্ম হয় ও নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হয়, এইরূপ শ্রুতি থাকায় লিঙ্গদেহের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি হয়; তাহার মধ্যে পরিমাণে সূক্ষ্মতাহেতুক সঞ্চরণ ও স্বরূপে সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্বচ্ছতাবশতঃ অপ্রতীঘাত উপপন্ন হয়, এই কারণেই দেহ হইতে নিষ্ক্রমণকালে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে দেখিতে পায় না ও কোন স্থূলবস্তু গতিরোধ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই কারণেও বিদ্বান্ ব্যক্তিরও এই দেহেই বন্ধনের অপগম হয় না, কারণ, সূক্ষ্মশরীর তাহার অনুগমন করে। যদি বল, কিরূপে ইহা জানা যাইতে পারে? তাঁহার উত্তরে বলিয়েছেন,—"তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিবে" "সত্য বলিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবযানপথে চন্দ্রলোকে গমনশীল বিদ্বানের চন্দ্রের সহিত কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ থাকায় দেহের সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূক্ষ্মশরীর জীবের অনুগমন করে, অতএব বন্ধ বা দেহসম্বন্ধ দগ্ধ অর্থাৎ ধ্বংস হয় না ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—ন—না, উপমর্দ্দেন—উপমর্দ্দ বা ধ্বংস দ্বারা, অতঃ—এই হেতুক। সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থূলশরীরের উপমর্দ্দ বা ধ্বংস হইলেও সূক্ষ্মশরীরের উপমর্দ্দ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দাহাদি দ্বারা স্থূলশরীর বিনষ্ট হইলেও সূক্ষ্মতা-বশতই সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই কারণেই "যে সময়ে এই উপাসকের হৃদয়ে অবস্থিত কামনা-সমূহ বিনষ্ট হয়, তখন তিনি মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমর হন ও এই দেহেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিবচনও বন্ধের উপমর্দ্দ দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্তির সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে ॥ ১০ ॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—অস্যৈব—ইহারই, চ—ও, উপপত্তেঃ—উপপন্ন হয় বলিয়া, এষঃ—এই, উষ্মা,—উষ্ণতা। জীবিত ব্যক্তির দেহে যে উষ্ণতা উপলব্ধি হয়, তাহা এই সূক্ষ্ম-দেহেরই জানিবে, জীবিত ব্যক্তির দেহেই উষ্মা উপপন্ন হয়, মৃতদেহে তাহা হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জীবিত ব্যক্তির দেহে স্পর্শ দ্বারা যে উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা এই সূক্ষ্মদেহেরই জানিবে। মৃতাবস্থায় দেহ ও রূপাদি দেহের গুণসমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও উষ্মার উপলব্ধি হয় না, কিন্তু জীবিতাবস্থায় হয়; ইহা দ্বারাই উপপন্ন হইতেছে যে, এই প্রসিদ্ধ স্থূলশরীর ব্যতীতও আর একটি সূক্ষ্মশরীর আছে, যাহাতে এই উষ্মা অবস্থিতি করে। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"উষ্ণতা আছে, অতএব জীবিত আছে, শীতল হইয়াছে, অতএব মরিবে" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই সূক্ষ্মশরীরের কোন না কোন স্থানে বিদ্যমানতা উপপন্ন হয় বলিয়াই মুমূর্ষু বিদ্বানেরও মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থূলশরীরে কখন কখন উষ্মার উপলব্ধি হয়, অথচ, এই উষ্মা বা দৈহিক উত্তাপ যে স্থূলশরীরেরই ধর্ম্মবিশেষ, তাহা নহে. কারণ, সর্ব্বস্থানেই তাহা উপলব্ধি হয় না। অতএব উষ্মার যে এই কদাচিৎ উপলব্ধি, ইহা বিদ্বানের সূক্ষ্মদেহের উৎক্রমণ জন্যই হয়, তাহা জানা যাইতেছে। সুতরাং নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বিদ্বানেরও উৎক্রমণ-প্রণালী সমান বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১১ ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—প্রতিষেধাৎ—নিষেধহেতুক, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, শারীরাৎ—জীব হইতে। পরবিদ্যাধিকারে উৎক্রান্তি নিষেধ হওয়ায় বিদ্বানেরও উৎক্রান্তি হয় না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর, না, বিদ্বানেরও উৎক্রান্তি হয়, উক্ত নিষেধ দেহ হইতে নহে, কিন্তু জীব হইতে, অর্থাৎ জীব হইতে উৎক্রমণ হয় না, দেহ হইতে উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অমৃতত্বকাঞ্চুপোষ্য" এই সূত্রে নির্গুণ উপাসকের সম্পূর্ণ অর্থাৎ মুখ্য অমৃতত্ব লাভ হয় বলিয়া তাহাতে অর্চ্চিরাদি মার্গে গতি ও উৎক্রমণ হয় না, ইহা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও কোন কোন কারণে উৎক্রান্তি আশঙ্কা করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন। "যিনি কামনাবিহীন, সেই নিষ্কাম, পূর্ণকাম ও আত্মকাম ব্যক্তির প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয়

না, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই লীন হন" এই শ্রুতিতে যে উৎক্রমণের নিষেধ আছে, তাহা পরবিদ্যাবিষয়ক বলিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণসমূহের উৎক্রমণ হয় না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর, না, যে হেতু, ব্রহ্মজ্ঞেরও প্রাণের উৎক্রমণ হয়, ঐ যে উৎক্রান্তি প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা জীবাত্মা সম্বন্ধে, কিন্তু দেহ সম্বন্ধে নহে, অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে উৎক্রান্ত হয় না, দেহ হইতে হয়। যদি বল, তাহার প্রমাণ কি? অন্য কোন শাখায় "তাহা হইতে প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না" এই শ্রুতিতে "তাহা হইতে" এই পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োগ থাকায় অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে "তাহার" এই ষষ্ঠী বিভক্তি স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি থাকায় সম্বন্ধবিশেষ অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব "তাহা হইতে" এই শব্দের প্রাধান্য বশতঃ জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, দেহকে লক্ষ্য করা হয় নাই, কারণ, জীবই মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে অধিকারী। তাৎপর্য্য এই যে, উৎক্রমণকালে বিদ্বানের প্রাণ দেহ হইতেই উৎক্রান্ত হয়, জীব হইতে নহে, জীবের সহিতই প্রাণ অবস্থিতি করে। দেহত্যাগ ভিন্ন সপ্রাণ পদার্থের স্থানান্তরে প্রয়াণ সম্ভবই হয় না। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্বানের উৎক্রান্তি সম্ভব নহে, পুনরায় এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়েরই উৎক্রমণ-প্রণালী সমান, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, "সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি এই তেজো-মাত্রাকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়েই গমন করেন" ইত্যাদি. শ্রুতি অবিদ্বানের উৎক্রমণ-প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া "অন্য নূতন ও কল্যাণময় রূপ ধারণ করেন" ইত্যাদি বাক্যে দেহান্তর গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। এইরূপে অবিদ্বানের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া "যিনি কামনাবিহীন; সেই নিষ্কাম,

পূর্ণকাম ও আত্মকাম ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, তিনি ব্রহ্ম লাভ করিয়া ব্রহ্মেই লীন হন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিদ্বানের উৎক্রমণ হয় না, এইরূপ বলিয়াছেন, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি এই স্থানেই মুক্ত হন, এই কথা যদি বল, তাহার উত্তর, না, তাহা সত্য নহে, শারীর অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা হইতেই প্রাণসমূহের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, দেহ হইতে নহে। "তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না" এই শ্রুতিস্থ "তাহার" এই শব্দের দ্বারা শারীর জীবেরই গ্রহণ করা হইয়াছে, অপ্রকৃত শরীরের গ্রহণ হয় নাই॥ ১২॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাম্॥ ১৩॥

সূত্রার্থ—স্পষ্টঃ—স্পষ্টই, হি—নিশ্চয়, একেষাং—কাহারও কাহারও মতে। জীব হইতেই প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে, দেহ হইতে নহে, এ সিদ্ধান্ত সত্য নহে, কোন কোন বেদশাখার মতে দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ স্পষ্টই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তাহা হইতে" এই অপাদানের নির্দেশ থাকায় বিদ্বান্ ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয়, জীব হইতে হয় না ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে, কারণ, কোন কোন বেদশাখায় স্পষ্টভাবেই বিদ্বান ব্যক্তির দেহ হইতেও প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে দেখা যায়। আর্ত্তভাগপ্রশ্নোত্তর নামক অংশবিশেষে "যে সময় এই পুরুষ মৃত হয়, তৎকালে ইহা হইতে তাঁহার অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রমণ করে? অথবা করে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে "যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, না, উৎক্রান্ত হয় না" ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টভাবেই জ্ঞানীর দেহ হইতেও প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

অতএব অবিদ্বানের সম্বন্ধে প্রাপ্ত গতি ও উৎক্রান্তি বিদ্বানের সম্বন্ধে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে গতি ও উৎক্রান্তির কোন কারণই দেখা যায় না, কারণ, তাঁহার আত্মা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে ভাবিত, তাঁহার কোন কামনা বা কর্ম্ম কিছুই নাই। "বিদ্বান্ ব্যক্তি এই দেহে ব্রহ্ম লাভ করেন" এই শ্রুতিও তাঁহার গতি ও উৎক্রান্তির অভাবই ব্যক্ত করিতেছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ বিষয়ে কোনরূপ বিতর্কই নাই, কারণ, মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীদিগের মতে "যিনি কামনা-বিরহিত, পূর্ণকাম, আত্মকাম, তাঁহা হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না" এই শ্রুতিতে "তাঁহা হইতে" এই প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টভাবেই শারীর জীবই অপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। আর পূর্ব্বপ্রদর্শিত আর্ত্তভাগ প্রশ্নও যখন বিদ্বানের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে, তখন এইরূপই পরিহার করা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু উক্ত প্রশ্ন অবিদ্বানের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কেন না, ঐ প্রশ্ন ও তাহার উত্তরের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যারও উল্লেখ নাই এবং বিদ্বানেরও কোন প্রসঙ্গ নাই। সে স্থানে অবিদ্বান্ ব্যক্তির প্রাণের যে অনুৎক্রমণ অর্থাৎ উৎক্রমণাভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহের ন্যায় অর্থাৎ প্রাণ স্থূলদেহকে যেমন ভাবে পরিত্যাগ করে, জীবকে সেরূপ ভাবে পরিত্যাগ করে না, পরন্তু সূক্ষ্মভূতসমূহের ন্যায় জীবের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াই গমন করে, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে, সুতরাং পূর্ব্বগৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—স্মর্য্যতে চ—স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও জ্ঞানীর গতি ও উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সর্বভূতের আত্মস্বরূপ, সমস্ত ভূতকেই যিনি আত্মভাবে দেখেন, সুতরাং অপদ অর্থাৎ প্রাপ্যপদরহিত, পদপ্রার্থী দেবগণও তাঁহার মার্গবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেবতারাও তাহা জানেন না" মহাভারত নামক স্মৃতিতে উক্ত এই বাক্যও বিদ্বানের গতি ও উৎক্রান্তির অভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব বিদ্বানের অর্চ্চিরাদি পথে গতি ও উৎক্রমণ যে হয় না, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীরও যে গতির বিষয় উক্ত হইয়াছে, পরে তাহার বিষয় ব্যাখ্যা করা যাইবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে একটি নাড়ী ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত আছে, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরমগতিকে প্রাপ্ত হন" এই স্মৃতিবাক্য, বিদ্বানেরও যে মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ হয়, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—তানি—তাহারা অর্থাৎ সেই ইন্দ্রিয়গণ, পরে—পরব্রহ্মে, তথা—সেইরূপ, হি—যে হেতুক, আহ—বলিয়াছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহবীজ ভূতপঞ্চক পরব্রহ্মেই লীন হয়, যে হেতুক শ্রুতি সেইরূপই বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ও ভূতসমূহ সেই পরমাত্মাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, যে হেতু, "নদীসমূহ যেমন সমুদ্র পাইয়া তাহাতেই একীভূত হইয়া যায়, ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিরও পুরুষাশ্রিত ষোড়শ কলা অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই একীভূত হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয়াধিপতি জীব উৎক্রমণকালে ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে লীন হন, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু বিদ্বানের সম্বন্ধে উক্তরূপ লীনতা হয় না, ইহাও আপত্তি পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সম্প্রতি জীবের সহিত মিলিত সেই সূক্ষ্মভূতসমূহ কি তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানানুযায়ী ফল প্রদানের নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে? অথবা পরমাত্মাতেই লীন হয়? এই সংশয় উপস্থিত হওয়ায় মধ্যভাগে যদি পরমাত্মাতেই লীন হয়, তাহা হইলে সে স্থানে সুখদুঃখভোগরূপ কার্য্য না থাকায় সুখদুঃখভোগের অনুকূলভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারেই গমন করে, ইহাই মনে হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, তাহারা অর্থাৎ জীবের সহিত মিলিত সূক্ষ্মভূতসমূহ পরমাত্মাতেই বিলীন হয়, কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন, "তেজ পরমদেবতায়"; সুতরাং শ্রুতি যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্য কল্পনা করাই উচিত। সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে জীব যেমন পরমাত্মায় লীন হইয়া সুখদুঃখভোগজনিত ক্লেশাপনোদনের নিমিত্ত বিশ্রাম করেন, এ স্থানেও সেইরূপই জানিবে ॥ ১৫ ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—অবিভাগঃ—অবিভক্তভাবে অবস্থান, বচনাৎ—শ্রুতিবাক্যানুসারে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কলালয় হয় বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিভাগ অর্থাৎ অবিভক্তভাবে অর্থাৎ নিঃশেষরূপেই হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না, শ্রুতিবাক্যানুসারেই তাহা জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মৃত্যুকালে বিদ্বান্ ব্যক্তির যে কলাপ্রলয় অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ কলা লয়প্রাপ্ত হয়, বলা হইয়াছে, তাহা কি ইতর অর্থাৎ অবিদ্বানের ন্যায় সাবশেষভাবে হয় অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থান করে? অথবা নিরবশেষ অর্থাৎ নিঃশেষভাবেই হয়? প্রলয়কালে যেমন কলাসমূহ অব্যক্ত থাকে অর্থাৎ কেবল শক্তিরূপে অবশিষ্ট থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তির কলাপ্রলয়ও তেমনই শক্তিমাত্রাবশেষ থাকাই উচিত। এইরূপ প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় বলিতেছেন, অবিভাগভাবেই অর্থাৎ কিছুমাত্র অবশেষ না রাখিয়া নিঃশেষরূপেই ব্রহ্মে লীন হয়, কারণ, শ্রুতি কলাপ্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরে বলিয়াছেন—"তাঁহাদের নাম রূপ উভয়ই ভিন্ন অর্থাৎ দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তাঁহাকে 'পুরুষ' এই নামে অভিহিত করা হয়, সেই ইনি তখন কলাহীন ও অমৃত বা অমর হন"। অবিদ্যা-জন্যই কলাবিভাগ, বিদ্যার আবির্ভাবে কলামূলক অবিদ্যা দূরীভূত হয়, সুতরাং সাবশেষ প্রলয় হইতে পারে না॥ ১৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই যে পরমাত্মাতে লীন হয় বলা হইয়াছে, ইহা কি প্রাকৃত-প্রলয়ে কারণে যেমন কার্য্যসমূহ লীন হইয়া থাকে, সেইরূপ? অথবা "বাক্ মনে, মন প্রাণে", ইত্যাদির ন্যায় কেবল অবিভক্তরূপে অবস্থান করা? এই বিচারের প্রথমেই মনে হয়, পরমাত্মা যখন সকলেরই যোনি বা কারণ, তখন কারণে কার্য্যসমূহ লীন হইয়া থাকে, এইরূপ অর্থ হওয়াই সঙ্গত। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, অবিভাগ অর্থাৎ অপৃথগ্ভাব, পৃথগ্ভাবে থাকে, এইরূপ ব্যবহারের উপযোগী কোন সম্বন্ধই দেখা যায় না, কারণ, "বাক্ মনে সম্পন্ন অর্থাৎ লীন হয়" পূর্ব্বোক্ত এই শ্রুতির সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়াটি "তেজ পরম দেবতায়" এই শ্রুতিতেও অন্বয় করা হইয়াছে; "সম্পন্ন হওয়া" এই ক্রিয়ার অর্থ সম্বন্ধবিশেষ মাত্র, উহার যে অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

উৎক্রমণকালে কারণে লীন হইয়া থাকার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, বিশেষতঃ সে স্থানে অব্যক্তাদি সৃষ্টিরও কোন প্রসঙ্গ নাই ॥ ১৬ ॥

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—তদোকোঽগ্রজ্বলনং—সেই উপাসকের হৃদয়ায়তনের অগ্রভাগে অর্থাৎ নাড়ীমুখে স্ফুরণ, তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ—সেই পরমপুরুষ দ্বারা যাহার দ্বার অর্থাৎ মস্তকাবস্থিত নাড়ীপথ প্রকাশিত হইযাছে, বিদ্যাসামর্থ্যাৎ—বিদ্যাপ্রভাবে, তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ—সেই বিদ্যার অঙ্গস্বরূপ নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণের অনুস্মৃতি বা অভ্যাস বশতঃ, হার্দ্দানুগৃহীতঃ—হৃদয়স্থিত ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইযা, শতাধিকয়া—একশত অপেক্ষা অধিক যে নাড়ী, তদ্দ্বারা। বিদ্বান্ উপাসক দেহের যে কোন ছিদ্র দ্বারা উৎক্রমণ করেন না, ব্রহ্মের আবাসস্থান হৃদয়ের অগ্রভাগস্থ নাড়ীমুখে প্রথমতঃ স্ফুরণ হয়, পরে তিনি বিদ্যাপ্রভাবে যে ব্রহ্মপ্রাপিকা সুষুম্না নাড়ীর বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, একশত নাড়ীর অতিরিক্ত সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারাই উৎক্রান্ত হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রসঙ্গ পরবিদ্যাবিষয়ক বিচার সমাধা করিয়া সম্প্রতি অপরবিদ্যাবিষয়ক বিচার নিষ্পন্ন করিতেছেন। বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়েরই উৎক্রমণপ্রণালী সমান, ইহা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি সেই উৎক্রমণের বিষয় বলিতেছেন। "সেই জীব

তেজোমাত্রাসমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়স্থ নাড়ীতে আগমন করেন” এই শ্রুতিতে জানা যায়, সেই উৎক্রমণেচ্ছু উপাসক বিজ্ঞানাত্মা জীবের হৃদয়ই ওক বা আবাসস্থান। সেই হৃদয়স্থ নাড়ীর জ্বলন বা স্ফুরণ হয় অর্থাৎ পরে যাহা হইবে, তাহারই উপযোগী চিন্তার বিকাশ হয়, তদনন্তর উৎক্রমণ হয়। “সেই উৎক্রমণেচ্ছুর হৃদয়ের অগ্রভাগ বা নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, সেই প্রদ্যোতবিশিষ্ট আত্মা চক্ষুঃ, মস্তক বা শরীরের অন্য কোন ছিদ্র দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন” এই শ্রুতিতে দেখা যায়, চক্ষুঃ প্রভৃতি স্থান দ্বারাও জীব উৎক্রান্ত হন, সেই উৎক্রমণ বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের কি অনিয়মিত অর্থাৎ সমানভাবেই হয়? অথবা বিদ্বানের সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম আছে? এই সংশয়ে প্রথমেই মনে হয়, শ্রুতিতে ত কোন বিশেষ নিয়ম দেখা যায় না, অতএব উভয়েরই অনিয়মিতভাবেই হয়। এই সম্ভাবনার উত্তরে বলিতেছেন, মৃত্যুকালে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়েরই হৃদয়মধ্যগত নাড়ীর প্রদ্যোতন বা স্ফুরণ সমানভাবে হইলেও বিদ্যা বা জ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞানীর সুষুম্না নাড়ী বিবৃত হওয়ায় মস্তকস্থ সেই সুষুম্না নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ সাধিত হয়, অবিদ্বানের অপরাপর যে কোন ছিদ্র দ্বারা উৎক্রমণ সাধিত হয়, জ্ঞানীর পক্ষে এই বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। বিদ্বান্ও অবিদ্বানের ন্যায় দেহের যে কোন রন্ধ্র দ্বারা যদি উৎক্রমণ করেন, তাহা হইলে বিদ্যার কোন মাহাত্ম্যই থাকে না। আরও দেখ বিদ্যার শেষ অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ মস্তকাবস্থিত সুষুম্নানাড়ীবিষয়ে অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই বিষয়ে অনুশীলন করায় সুষুম্না-নাড়ী দ্বারাই উৎক্রমণ করেন, সুতরাং উপাসনা দ্বারা প্রসন্ন হৃদয়াবস্থিত ব্রহ্মের অনুগ্রহে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া একশত নাড়ীর মধ্যে যে সুষুম্না নাম্নী নাড়ী মস্তকাভিমুখে গিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন, অবিদ্বান্গণ অপরাপর নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন। এ বিষয়ে হৃদয়বিদ্যাধিকারে উক্তি আছে—“হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে

একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক মুক্তিলাভ করেন" ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের উৎক্রমণ যে সমানভাবেই হয়, তাহা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি বিদ্বানের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতেছেন, এ বিষয়ে এইরূপ শ্রুতি আছে, "হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গমন করিয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা যিনি ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন, আর যাঁহারা অন্যান্য নাড়ীসমূহ দ্বারা গমন করেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থানে গমন করেন"। এ স্থলে সংশয় এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি এই শতাধিক নাড়ীর মধ্যে মস্তকাভিমুখে আগত নাড়ী দ্বারাই উৎক্রান্ত হন ও অবিদ্বান্-গণ অন্যান্য নাড়ী দ্বারাই উৎক্রান্ত হন, এ বিষয়ে কি বিশেষ নিয়ম আছে ? অথবা নাই ? আলোচনার প্রথমেই মনে হয়, কোন নিয়ম থাকা সম্ভব নহে, কারণ, নাড়ী অনেক ও অতি সূক্ষ্ম, তাহার মধ্যে কোন্‌টি কোন্ নাড়ী, ইহা বিচার করিয়া ঠিক নাড়ীটি গ্রহণ করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং উক্ত শ্রুতিটি যথেচ্ছভাবে উৎক্রমণের অনুবাদক মাত্র, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি শতাধিক নাড়ীর মধ্যে যেটি মস্তকাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহা দ্বারাই উৎক্রান্ত হন, বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে এই নাড়ীটি স্থির করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে, কারণ, পরমপুরুষের আরাধনার উপায়স্বরূপ অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যার প্রভাবে এবং ঐ বিদ্যারই শেষ বা অঙ্গস্বরূপ বলিয়া নিজেরও অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ অভিলষণীয় উক্তরূপ গতিবিষয়ে সর্ব্বদাই স্মরণ বা মনোযোগ থাকায় বিদ্বান্ ব্যক্তি উপাসনাপ্রভাবে প্রসন্ন হৃদয়াবস্থিত পরম পুরুষের অনুগ্রহ-ভাজন হন, সেই ফলেই সেই জীবের ওক অর্থাৎ আবাসস্থান হৃদয়ের অগ্র-জ্বলন অর্থাৎ অগ্রভাগ প্রকাশমান হইতে থাকে। এইরূপে পরমপুরুষের

অনুগ্রহে নির্গমন দ্বারা প্রকাশমান হওয়ায় বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই নাড়ীকে অবগত হইয়া থাকেন ও তাহা দ্বারাই তাঁহার উৎক্রমণ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

সূত্রার্থ।—রশ্ম্যনুসারী—সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া। বিদ্বান্ ব্যক্তি মস্তকাগত নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইলেও সূর্য্যরশ্মিকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী-সংসৃষ্ট সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া উৎক্রান্ত হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অন্তরাকাশ দহর" এই হৃদয়বিদ্যাপ্রকরণে "ব্রহ্মপুর এই হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র পদ্মরূপ গৃহ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া দহরবিদ্যা বলা হইয়াছে। সেই প্রকরণেই "এই যে হৃদয়স্থিত নাড়ীসমূহ" এইরূপে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃতভাবে সূর্য্যরশ্মির সহিত সুষুম্না নাড়ীর সম্বন্ধ থাকার বিষয় বলিয়া "উপাসক যে সময়ে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সে সময়ে তিনি এই নাড়ীসম্বন্ধীয় রশ্মি-সহযোগেই ঊর্দ্ধদেশে গমন করেন" এইরূপ বলিয়া পুনরায় "ঐ নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করেন" এইরূপ বলিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, মস্তকস্থিত নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রমণকালে সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করিয়াই উপাসক নিষ্ক্রান্ত হন। এ স্থলে সংশয় এই যে, ম্রিয়মাণ ব্যক্তি দিবাভাগেই হউক বা রাত্রিকালেই হউক, সকল সময়েই কি রশ্মি অবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন? অথবা দিবাভাগেই সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন? কারণ, সূর্য্যরশ্মি দিবাভাগেই থাকে, রাত্রে থাকে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, দিবা বা রাত্রি বলিয়া যখন

কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই, তখন দিবা রাত্রি উভয় কালেই রশ্মি অবলম্বনে নিক্রান্ত হন, ইহাই জানা যাইতেছে ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যাম্বুধি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"বিদ্বান্ ব্যক্তি যে সময়ে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সে সময়ে এই সমস্ত সূর্য্যরশ্মি সহ-যোগেই উর্দ্ধে গমন করেন" এই শ্রুতিতে জানা যায়, বিদ্বান্ ব্যক্তি মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া আদিত্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া আদিত্যমণ্ডলে গমন করেন। এ স্থলে সংশয় এই যে, 'রশ্মির অনুসরণ করিয়াই গমন করেন,' এরূপ কোন নিয়ম সম্ভব হইতে পারে কি না ? এই বিষয়ের আলোচনার প্রথমেই মনে হয়, রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি থাকে না, অত-এব তৎকালে মৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে রশ্মির অনুসরণ করা যখন অসম্ভব, তখন কোনরূপ নিয়ম থাকা সম্ভব হইতে পারে না। তবে শ্রুতিতে যে কথা আছে, তাহা যাহাদের দিবাভাগে মৃত্যু ঘটে, তাহাদের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—"এই সমস্ত রশ্মি-সহযোগেই", এ স্থলে "সহযোগেই" এইরূপ অবধারণ থাকায় বিদ্বান্ ব্যক্তি রশ্মির অনুসরণ করিয়াই উর্দ্ধে গমন করেন, জানিতে হইবে। যদি পাক্ষিক অর্থাৎ দিবাভাগেই রশ্মির অনুসরণ করেন, রাত্রিতে করেন না, এরূপ হইত, তাহা হইলে অবধারণার্থক "সহযোগেই" এ স্থানের "ই" এই শব্দটির প্রয়োগ নিরর্থক হইত। রাত্রিকালে সূর্য্যরশ্মি না থাকায় সে সময়ে মৃতব্যক্তির রশ্মি অনুসরণ করা সম্ভব হইতে পারে না, এই যা বলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে, কারণ, গ্রীষ্মকালের রাত্রেও উষ্মার সদ্ভাব হেতুক রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মির অস্তিত্ব থাকে, অতএব রাত্রিকালে মৃত ব্যক্তিরও সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে। হেমন্তাদি কালের রাত্রিতে যে উষ্মার উপ-লব্ধি হয় না, সে কেবল অত্যন্ত হিমপাতের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি আক্রান্ত হওয়ায়, যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য্যরশ্মি থাকিলেও উষ্মার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ

জানিবে। অতএব রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মি থাকায় তৎকালে মৃত বিদ্বান্ও রশ্মির অনুসরণ করিয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ১৮ ॥

নিশি নতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ-
ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ।—নিশি—রাত্রিতে, ন—না, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, সম্বন্ধস্য—সম্পর্কের, যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ—যতকাল দেহোৎপত্তি সম্ভব, তত কাল পর্য্যন্ত, দর্শয়তি চ—দেখাইয়াছেনও। রাত্রিতে সূর্য্যরশ্মি না থাকায় তৎকালে মৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির রশ্ম্যনুসরণ হয় না, ইহা বলিতে পার না, কারণ, যত কাল পর্য্যন্ত দেহধারণ সম্ভব, তত কাল পর্য্যন্ত মস্তকস্থ নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্পর্কের বিষয় শ্রুতিও দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধ দিবাভাগেই আছে, এ জন্য দিবাভাগে মৃত ব্যক্তির পক্ষেই রশ্ম্যনুসরণ সম্ভব হইতে পারে, নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধের অভাব বশতঃ রাত্রিকালে মৃত ব্যক্তির তাহা সম্ভব হইতে পারে না, এরূপ আপত্তি করিলে তাহার উত্তরে বলিব, তোমার আপত্তি অসঙ্গত, কারণ, যত কাল দেহের সদ্ভাব, তত কালই নাড়ী ও রশ্মির সম্বন্ধ। "এই আদিত্য হইতে বিস্তৃত হইয়া রশ্মিসমূহ এই নাড়ীসমূহে মিলিত হইয়াছে, আবার নাড়ীসমূহ হইতে বিসৃত হইয়া তাহারা ঐ আদিত্যে মিলিত হইয়াছে" এই শ্রুতিও উক্ত বিষয়ই সমর্থন করিয়াছেন। অতএব দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, সকল সময়েই মৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি রশ্মির অনুসরণ করিয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—রাত্রিকালে মৃত বিদ্বান্ ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে কি না, সম্প্রতি ইহাই আলোচনা করিতেছেন। রাত্রিতেও সূর্য্যরশ্মির সদ্ভাব সম্ভব হেতুক তৎকালে মৃত ব্যক্তির রশ্ম্যনুসারে গমন যদিও সম্ভব হইতে পারে, তাহা, হইলেও শাস্ত্রে রাত্রিকালে মৃত্যু নিন্দনীয় বলিয়া উক্ত হওয়ায় তৎকালে মৃত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে না। "দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণই মুমূর্ষুর পক্ষে প্রশস্ত, ইহার বিপরীত অপ্রশস্ত" এই শাস্ত্র রাত্রিমরণের নিন্দনীয়তা ও দিবামরণের প্রশস্ততা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব রাত্রিমরণের অধোগতিপ্রাপ্তি হেতুক ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত দেহ উৎপন্ন হইবে অথবা দেহ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকে। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, অধোগতির হেতুস্বরূপ, অথচ তৎকাল পর্য্যন্ত ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই,এমন যে সমস্ত কর্ম্ম,তাহারা বিদ্যা বা জ্ঞানের সম্পর্কেই বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বিদ্যালাভের পরবর্ত্তী কর্ম্মসমূহের সহিত তাহার সংস্পর্শ না ঘটায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহও চরম দেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় বলিয়া বন্ধনের কোন হেতু না থাকায় বিদ্বান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে মৃত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। "দিবাভাগ শুক্লপক্ষ" ইত্যাদি যে বচন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানীর পক্ষেই বুঝিতে হইবে॥ ১৯ ॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—অতশ্চ—এই জন্যই, অয়নেঽপি দক্ষিণে—দক্ষিণায়নকালেও। জ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণায়নকালে মৃত হইলেও এই জন্যই জ্ঞানফল লাভ করেন, তাহাতে কোন বাধা ঘটে না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই জন্যই

অর্থাৎ দিবা বা রাত্রি, উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট কাল না থাকায় এবং বিদ্যার ফলও যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তির দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও বিদ্যার ফল মোক্ষ তিনি অবশ্যই প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্বান্ ব্যক্তি রাত্রিতে মৃত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিষয়ে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, দক্ষিণায়নে মৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরও সেই কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২০ ॥

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—যোগিনঃ—যোগীদিগের, প্রতি—সম্বন্ধে, স্মর্য্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, স্মার্ত্তে—স্মৃতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয়, চ—ও, এতে—যোগ ও সাংখ্য এই দুইটি পথ। পূর্ব্বে যে দিবামরণাদির ফল অনাবৃত্তিজনক, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইলেও উক্ত উক্তি যাঁহারা স্মার্ত্ত যোগী অর্থাৎ সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রানুযায়ী উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই সম্বন্ধ জানিবে; যাঁহারা শ্রুতিশাস্ত্রানুসারে উপাসনা করেন, যে সময়েই মৃত্যু হউক না কেন, সকল সময়েই তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"হে ভরত-শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! যোগিগণ যে কালে পরলোকগমন করিলে আর পুনরাবর্ত্তন করেন না ও যে কালে গমন করিলে পুনরাবৃত্ত হন, সেই কালের বিষয় বলিতেছি," এইরূপে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে দিবাভাগ শুক্লপক্ষ ইত্যাদি কালে মৃত ব্যক্তি পুনরাবৃত্ত হন না, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ স্থানে বলা হইতেছে, বিদ্বান্ ব্যক্তি রাত্রিকাল বা দক্ষিণায়ন যে সময়েই মৃত হউন,

তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা কিরূপে সঙ্গত, হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—স্মৃতিশাস্ত্রে অনাবৃত্তির হেতুস্বরূপ যে দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ ইত্যাদি কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত উপাসনা-পরায়ণ যোগীদিগের সম্বন্ধেই জানিবে, শ্রুত্যুক্ত উপাসনাপরায়ণ যোগিবিষয়ে নহে, তাঁহাদের কোনরূপ কালেরই প্রতীক্ষা করিতে হয় না ॥ ২১ ॥

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ;—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগিগণ যে কালে প্রয়াণ করিলে অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি লাভ করেন, সেই কালের বিষয় বলিতেছি" ইত্যাদিরূপে স্মৃতিশাস্ত্রে মুমূর্ষু বিদ্বান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে পুনর্জ্জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ যে কালবিশেষের বিধি উল্লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বলিতেছেন—এ স্থানে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের বিষয়েই যে মৃত্যুর কালবিশেষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যাঁহারা যোগনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই যোগাঙ্গরূপে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ উত্তরায়ণে দেহান্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না, কিন্তু দক্ষিণায়নে হইলে হইবে, ইহাই বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ভাবে সাধনা করিবেন, যাহাতে আর পুনর্জ্জন্ম না হয়। শাস্ত্রেও এইরূপই উপসংহার করা হইয়াছে—"হে অর্জ্জুন! যে যোগী এই মার্গদ্বয়ের বিষয় জানেন, তিনি কখনই মোহ প্রাপ্ত হন না, অতএব তুমিও সর্ব্বকালে যোগযুক্ত হও" ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

চতুর্থ-অধ্যায় দ্বিতীয়-পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ী-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যঃ স্বপ্রাপ্তিপথং দেবঃ সেবনাভাসতোঽদিশৎ।
প্রাপ্যঞ্চ স্বপদং প্রেয়ান্ মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ॥ ১॥

সূত্রার্থ।—অর্চ্চিরাদিনা—অর্চ্চিরাদি পথেই, তৎপ্রথিতেঃ—সেইরূপই প্রসিদ্ধি থাকায়। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অর্চ্চিরাদি পথ অর্থাৎ দেবযান পথেই গমন করেন, কারণ, ইহাই ব্রহ্মলোকগমনের পথ বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সৃতি অর্থাৎ গতি বা মার্গের উপক্রম হইতে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান, ইহা বলা হইয়াছে। বিবিধ শ্রুতিতে বহু প্রকার সৃতির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার, অর্চ্চিরাদি মার্গ এক প্রকার, দেবযান পথ এক প্রকার, বায়ুমার্গে গমন এক প্রকার, সূর্য্যলোকে গমন এক প্রকার। শ্রুতিভেদে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার মার্গের উল্লেখ থাকায় সংশয় হইতেছে যে, এই সমস্ত মার্গ কি পরস্পর ভিন্ন? অথবা মার্গ একই, কেবল বহুবিধ বিশেষণবিশিষ্ট? সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উল্লিখিত থাকায় ও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার অঙ্গীভূত বলিয়া এই সমস্ত মার্গ বাস্তবিকই ভিন্ন, এক নহে। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলিতেছেন—ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু সকল ব্যক্তিই অর্চ্চিরাদি মার্গে

অর্থাৎ দেবযান পথেই গমন করেন, ইহাই ঐ সূত্রের প্রতিপাদ্য, কারণ, জ্ঞানী মাত্রেরই ব্রহ্মলোক গমনের নিমিত্ত এই পথই প্রসিদ্ধ ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—উৎক্রমণেচ্ছু জ্ঞানী ব্যক্তি হৃদয়াভ্যন্তরস্থ পরমপুরুষের অনুগ্রহে নাড়ীবিশেষের দ্বারা উৎক্রমণ করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার ব্রহ্মলোকে গমনের পথের বিষয় নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রুতিসমূহে বহুপ্রকার মার্গের বিষয় উক্ত হইয়াছে; ছান্দোগ্য উপনিষদের স্থানবিশেষে দেবযান পথই ব্রহ্মলোকের পথ বলা হইয়াছে, আবার উহারই অষ্টমাধ্যায়ে রশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমন করার বিষয়ই বলা হইয়াছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে আবার এই দেবযান পথেরই ভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেখা যায়। বৃহদারণ্যকে আবার অন্য প্রকার বর্ণনা আছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন মার্গের উল্লেখ থাকায় সংশয় হয় যে, এই সমস্ত শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট অর্চ্চিরাদি কি একই মার্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে? জ্ঞানী ব্যক্তি কি সেই পথের দ্বারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন? অথবা শ্রুত্যন্তরোক্ত মার্গ দ্বারা গমন করেন? অথবা সে পথেও গমন করেন, এ পথেও গমন করেন, বিশেষ কোন নিয়ম নাই? ইহার মধ্যে কোন্‌টি স্থির করা যুক্তিসঙ্গত? প্রথমেই মনে হয়, পথসমূহ যখন একরূপ নয় ও পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যে পথে ইচ্ছা গমন করিতে পারেন, এই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত শ্রুতিতেই অর্চ্চিরাদি একটিমাত্র মার্গই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, অতএব অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারাই গমন করেন, কারণ, সর্ব্বত্রই সেইরূপই প্রসিদ্ধি আছে ॥ ১ ॥

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—বায়ুং—বায়ুকে, অব্দাৎ—বৎসরের পর,

অবিশেষ-বিশেষাভ্যাং—সামান্য ও বিশেষ দ্বারা। সামান্য উপদেশ ও বিশেষ উপদেশের দ্বারা জানা যায়, উপাসক বৎসরের পর বায়ুতে গমন করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কি প্রকার সন্নিবেশবিশেষ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গতিবিশেষসমূহ পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাপন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ কিরূপ ক্রমাবলম্বনে একটির পর অন্য গতি, তাহার পর অন্য গতি প্রাপ্ত হয়, আচার্য্য ব্যাসদেব সম্প্রতি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। কৌষীতকী শ্রুতিতে "সেই উপাসক এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন, পরে ক্রমশঃ বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকে আগমন করেন" এইরূপ পাঠ আছে। এই শ্রুতিতে প্রথমে অগ্নিলোকের উল্লেখ আছে, অন্য শ্রুতিতে অর্চ্চিঃ-প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু অর্চ্চিঃ শব্দ ও অগ্নিলোক শব্দ একই অর্থকে বুঝায় বলিয়া এ স্থানে সন্নিবেশের কোনরূপ ক্রম-চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কৌষীতকীতে বায়ুলোকে গমনের উল্লেখ আছে, অর্চ্চিরাদিমার্গের মধ্যে বায়ুর উল্লেখ নাই, সুতরাং ঐ বায়ুমার্গ কোন্ স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমনকালে কোন্ লোকে গমনের পর বায়ুলোকে গমন হয়, তাহাই বলিতেছেন। "তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নিলোক প্রাপ্ত হন, পরে ক্রমশঃ দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর ও আদিত্য প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিতে যে সংবৎসর ও আদিত্যের উল্লেখ আছে, ঐ উভয়ের মধ্যভাগে বায়ুর সন্নিবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ সংবৎসর হইতে বায়ুতে ও বায়ু হইতে আদিত্যে গমন করেন, এইরূপই বুঝিতে হইবে, কারণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে "তিনি বায়ুলোকে" এ স্থানে বায়ুলোকের বিষয় সামান্যভাবে উপদিষ্ট হইলেও "পুরুষ যে কালে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন তিনি বায়ুলোকে

আগমন করেন, বায়ু তাঁহাকে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় ছিদ্র অর্থাৎ অবকাশ প্রদান করেন, সেই ছিদ্র দ্বারা উপাসক ঊর্দ্ধলোকে গমন পূর্ব্বক আদিত্য-লোকে গমন করেন" এই শ্রুতিতে আদিত্যলোকে গমনের পূর্ব্বে বায়ু-লোকে গমনের বিষয় বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-শ্রুতিতে সংবৎসরের পর আদিত্যের উল্লেখ আছে, এ শ্রুতিতে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর উল্লেখ আছে, অতএব সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ করিতে হইবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ॥ ২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অর্চ্চিরাদি মার্গেই গমন করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ছান্দোগ্যে মাস এবং আদিত্যের মধ্যভাগে সংবৎসর শব্দের উল্লেখ আছে। আর বাজসনেয়ে মাস ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক শব্দের উল্লেখ আছে। উভয় শ্রুতিতেই একই পথের উল্লেখ থাকায় উভয় স্থলেই উভয়েরই উপ-সংহার করিতে হইবে। এ স্থলে বিশেষ এই যে, মাসের পর অভিহিত সংবৎসর ও দেবলোক এই উভয় স্থলেই পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা অভিহিত হওয়ায় শ্রুতিনির্দ্দেশানুযায়ী উভয় উক্তির সাম্য থাকিলেও "অর্চ্চির পর অহঃ, তাহার পর ক্রমশঃ শুক্লপক্ষ, ছয় মাস, উত্তরায়ণ" এইরূপে উত্তরোত্তর ন্যূন কালের পর অধিক কালের সন্নিবেশ থাকায় মাসের পর সংবৎসর হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়; সুতরাং মাসের পর দেবলোক না হইয়া মাসের পর সংবৎসর, তাহার পর দেবলোক, এইরূপ সন্নিবেশ হওয়াই উচিত। বাজ-সেনেয়ে স্থানান্তরে আবার আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ুর উল্লেখ আছে—"পুরুষ যে সময়ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন প্রথমে বায়ুতে গমন করেন, বায়ু তাঁহার জন্ম নিজ দেহে রথচক্রের ছিদ্রপরিমিত ছিদ্র উৎপাদন করেন, পুরুষ সেই ছিদ্রপথে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া আদিত্যে গমন করেন"। কৌষী-তকী ব্রাহ্মণে আবার অগ্নিলোকশব্দবাচ্য অর্চ্চিঃ শব্দের পর বায়ুর উল্লেখ

আছে ; তাহার মধ্যে কৌষীতকীদিগের পাঠানুসারে অর্চিঃ বা অগ্নিলোকে গমনের পর বায়ুর নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে, আর বাজসনেয়ে "সেই ছিদ্র-পথে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া আদিত্যে গমন করেন" এই ঊর্দ্ধ-শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট যে আক্রমণ বা উৎক্রমণ, ইহা শ্রুতিনির্দিষ্ট ক্রম, সুতরাং পাঠ ক্রম অপেক্ষাও বলবান্ বলিয়া আদিত্যের পূর্ব্বেই বায়ুর সন্নিবেশ হওয়া উচিত। অতএব আদিত্যের পূর্ব্বে ও সংবৎসরের পর দেবলোক ও বায়ুর সন্নিবেশ করিতে হইবে, ইহাই পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, দেবলোক ও বায়ু এই দুইটি কি ভিন্নার্থক পদার্থ? বিদ্বান্ ব্যক্তি কি ইচ্ছানুসারে যেটিতে ইচ্ছা গমন করেন? অথবা ঐ দুইটি একই পদার্থ, সংবৎসরপ্রাপ্তির পর দেবলোকরূপ বায়ুতে গমন করেন? বিচারে মনে হয়, দুইটি পৃথক্ পদার্থ, কারণ, উহারা পৃথক্ পদার্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সুতরাং শ্রুতিক্রমানুসারে সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যভাগে উহাদের উল্লেখ থাকায় ও কোনরূপ বিশেষোক্তি না থাকায় বিদ্বান্ ব্যক্তি সংবৎসরের পর যেটিতে ইচ্ছা গমন করেন। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতে-ছেন—সংবৎসরের পর বায়ুতেই গমন করেন, কারণ, সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সর্ব্বশ্রুতিতেই বায়ুরই নির্দেশ আছে। দেবলোক শব্দটি সামান্যভাবে "দেবগণের লোক দেবলোক" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বায়ুকে বুঝাইতেছে ; আর "তিনি বায়ুতে গমন করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিশেষ অর্থাৎ স্পষ্টভাবেই বায়ুকে বুঝাইতেছে। এইরূপে সামান্য ও বিশেষ উভয় ভাবেই দেবলোক ও বায়ুশব্দ দ্বারা বায়ুকেই যখন বুঝাইতেছে, তখন সংবৎসরের পর বায়ুতেই গমন করেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের 'বায়ুলোক' শব্দও 'অগ্নিলোক' শব্দের ন্যায় বায়ুরূপ লোক এই অর্থে বায়ুকেই বুঝাই-তেছে। "এই যিনি প্রবাহিত হইতেছেন, ইনিই দেবগণের গৃহ' বা আবাস" এই শ্রুতিতে বায়ুকে দেবগণের আবাসস্থান বলা হইয়াছে ॥ ২ ॥

তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—তড়িতঃ—বিদ্যুতের, অধি—উপরে, বরুণঃ—বরুণলোক, সম্বন্ধাৎ—বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ থাকায়। বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ থাকায় জানা যায় যে, বিদ্যুৎলোকের পরে বরুণলোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ছান্দোগ্যে বায়ুর পর বরুণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার স্থাননির্দেশ করা না থাকায় এই সূত্রে তাহাই নির্দেশ করিতেছেন। "আদিত্য হইতে চন্দ্র ও চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ" এই শ্রুতিতে যে বিদ্যুতের উল্লেখ আছে, এই বিদ্যুৎ-লোকের পরে বরুণলোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে, যে হেতু, বিদ্যুৎ ও বরুণের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। যখনই প্রবলভাবে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও মেঘগর্জন হয় এবং ঐ বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে নৃত্য আরম্ভ করে, তখনই জলবর্ষণ হয়। জলের অধিপতি যে বরুণ, ইহাও শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ, ইহার দ্বারাই বিদ্যুৎ ও বরুণের নিকট-সম্বন্ধ অনুমিত হয়। বরুণলোকের পর ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকের সন্নিবেশ বুঝিতে হইবে, কারণ, অন্য স্থানের উল্লেখাভাব, পাঠক্রমের সামর্থ্য ও আগন্তুক বলিয়া বরুণাদির স্থান সর্ব্বশেষেই হইবে ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—কৌষীতকী শ্রুতির "তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অগ্নিলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন করেন" এই যে পাঠ, ইহার অগ্নিলোক শব্দটি অর্চিঃ শব্দের সহিত একার্থক হওয়ায় প্রথমেই অগ্নিলোকে গমন সর্ব্বশ্রুতিসম্মত। আর সংবৎসরের পর বায়ুর ও দেবলোকশব্দবাচ্য বায়ুর পরে আদিত্যের সন্নিবেশ হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বরুণ ও ইন্দ্রাদির সন্নিবেশ কোন্ স্থানে হইবে, তাহাই

আলোচনা করিতেছেন। পাঠক্রমানুসারে বায়ুর পরেই বরুণাদির সন্নিবেশ হইবে? অথবা বিদ্যুতের পরে সন্নিবেশ হইবে? বিচারের প্রথমেই মনে হয়, পাঠক্রমানুসারে বায়ুর পরই বরুণের সন্নিবেশ হওয়া উচিত, আর বায়ু ও আদিত্যের পাঠক্রম যখন ভঙ্গ করিতেই হইবে অর্থাৎ পাঠক্রমানুসারে যখন সন্নিবেশ করা যাইতেছে না, তখন ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোকেরও এই স্থানেই সন্নিবেশ হওয়া উচিত। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যুৎ-লোকের উপরেই বরুণ-লোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে, কারণ, বিদ্যুৎ মেঘের মধ্যেই অবস্থান করে বলিয়া লোকে ও বেদে সর্ব্বত্রই বরুণের সহিত বিদ্যুতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে আছে, ইহা প্রসিদ্ধ। আর বরুণের পরেই যখন ইন্দ্রাদিলোকের উপদেশ রহিয়াছে, এবং আগন্তুক অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত বিষয়ের সর্ব্বশেষে সন্নিবেশ করাই যখন শাস্ত্রীয় নিয়ম, তখন বরুণের পরই ইন্দ্রাদি লোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে॥ ৩॥

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—আতিবাহিকাঃ—জীবের বাহক বা পথনির্দ্দেশক, তল্লিঙ্গাৎ—তাহার চিহ্ন বিদ্যমান থাকায়। অর্চ্চিরাদি মার্গ কি কেবল চিহ্ন? না ভোগভূমি? এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন, উহারা আতিবাহিক দেবতাবিশেষ বা জীবের বাহক ও পথনির্দ্দেশক, কারণ, আতিবাহিক দেবতার অনেক চিহ্নই তাহাতে বিদ্যমান আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সেই অর্চ্চিরাদি মার্গবিষয়ে সংশয় এই যে, ইহারা কি পথের চিহ্ন? অথবা ভোগের স্থান? কিংবা গমনশীল ব্যক্তিদিগের নেতা? বিচারের প্রথমেই মনে হয়,

উহারা পথের চিহ্ন, কারণ, উপদেশ সেই ভাবেই আছে। দেখ, লোক-সমাজে কোন ব্যক্তি কোন অপরিচিত স্থানে যাইবার সময় কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিলে সেই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যেমন "অমুক পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া অমুক বটবৃক্ষ পার হইয়া অমুক নদীর তীরে তীরে গেলেই তোমার গন্তব্য স্থান পাইবে" এইরূপ উপদেশ দেয়, এ স্থানেও সেইরূপ প্রথমে অর্চ্চির্মার্গ, পরে ক্রমশঃ দিবা, শুক্লপক্ষ ইত্যাদিক্রমে ব্রহ্মলোকে গমনের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা ভোগভূমিও হইতে পারে, কারণ, অগ্নিলোক, বায়ুলোক ইত্যাদি স্থলে লোকশব্দের সহিত অগ্নিশব্দের সংযোগ থাকায় মনে হয়, অর্চ্চিঃ প্রভৃতি সমস্তই লোকবিশেষ। প্রাণীদিগের ভোগায়তনেই লোক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক ইত্যাদি। এই সমস্ত যুক্তি হইতে জানা যায় যে, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক নয়। আরও দেখ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ইত্যাদি যখন অচেতন পদার্থ, তখন আতিবাহিক হইতেও পারে না। দেখ, এই জগতে রাজা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিযুক্ত চেতন পুরুষই দুর্গম-মার্গে বহনীয় জীবকে বহন করিতে পারে, অচেতন পারে না। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—উহারা আতিবাহিকই হইবে, কারণ, তাহার অনেক চিহ্নই বিদ্যমান আছে। দেখ, "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়" এই শ্রুতিতে অর্চ্চিরাদি মার্গের নেতৃত্ব স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য যে, এই অর্চ্চিরাদি কি পথনির্দ্দেশক চিহ্নমাত্র? অথবা ভোগ-ভূমি? কিংবা ব্রহ্মলাভেচ্ছু বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের আতিবাহিক অর্থাৎ পথ-নির্দ্দেশক? কি হওয়া যুক্তিসঙ্গত? পথনির্দ্দেশক চিহ্ন হওয়াই সঙ্গত, কারণ, সেইভাবেই উপদেশ করা হইয়াছে। দেখ, লোকব্যবহারেও দেখা

যায়, অপরিচিত কোন গ্রামে গমনেচ্ছু কোন ব্যক্তি পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এইরূপ উপদেশ দেন যে, "এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অমুক বৃক্ষ, অমুক নদী ও অমুক পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া অমুক গ্রামে গমন কর"। অথবা ইহারা ভোগভূমিও হইতে পারে, কারণ, দিবা, শুক্লপক্ষ ইত্যাদি কালবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহারা পথনির্দ্দেশক চিহ্ন হইতে পারে না, আর ঐ সকল শব্দ কোনরূপ মার্গচিহ্নেরও প্রতিপাদক নহে। বিশেষ অর্চ্চিরাদি যে ভোগভূমি, তাহা "এই যে দিবা, রাত্রি, অর্দ্ধমাস বা শুক্লপক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর এই সমস্তই লোক" এই শ্রুতিতে অহঃ বা দিবা প্রভৃতিকে লোক শব্দে অভিহিত করাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এই জন্যই কৌষীতকী শাখায় "অগ্নিলোকে আগমন করেন" ইত্যাদি বাক্যে লোকশব্দের সহিত অর্চ্চিরাদির গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—এই অর্চ্চিঃ প্রভৃতি বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পরমপুরুষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত আতিবাহিক দেবতাবিশেষই, কারণ, অতিবহন বা লইয়া যাইবার উপযোগী বহু চিহ্নই তাহাতে বিদ্যমান আছে। "সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান" এই উপসংহারবাক্যে স্পষ্টভাবেই উহাদিগের আতিবাহিকত্ব উক্ত থাকায় সামান্যভাবে শ্রুত পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি বিষয়েও যে সেই একই সম্বন্ধ, তাহা বুঝা যাইতেছে। আর অর্চ্চিঃ প্রভৃতি শব্দ-সমূহও অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অভিমানী দেবতাবিশেষকেই প্রতিপাদন করে ॥ ৪ ॥

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥ *

সূত্রার্থ।—উভয়ব্যামোহাৎ—মার্গ ও মার্গে গমনকারী উভয়েরই ব্যামোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃ; তৎসিদ্ধেঃ—বাহকের

* শ্রীভাষ্যকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই।

চেতনত্বসিদ্ধি হেতুক। অর্চ্চিরাদি মার্গ অচেতন, সেই মার্গে গমনকারীও তৎকালে অচেতন, অতএব উভয়েরই অজ্ঞানতা-বশতঃ ঊর্দ্ধগতি সম্ভব হয় না, এ অবস্থায় কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায়, ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিত, এই যুক্তি অনুসারে বাহকত্ব ও বাহকের চেতনত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, যুক্তি ব্যতীত কেবলমাত্র লিঙ্গ বা গ্রাহক চিহ্ন পদার্থ-নিরূপণে সমর্থ হইতে পারে না, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, না, তাহাও দোষাবহ নহে, ঐ বিষয়ে যুক্তিও আছে। এই সূত্রে সেই যুক্তিই দেখাইতেছেন। যাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তৎকালে তাঁহাদের দেহ না থাকায় ইন্দ্রিয়-সমূহও জড়ের ন্যায় নির্ব্যাপার হওয়ায় তাঁহারা স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারেন না; সুতরাং অন্যের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং যাইতে অসমর্থ। অর্চ্চিরাদিও অচেতন, সুতরাং তাহাদেরও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করার সামর্থ্য না থাকায় বুদ্ধি সহকারে বহন করিতে অশক্ত। মার্গ ও মার্গে গমনকারী উভয়েই যখন অজ্ঞান, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, অর্চ্চিঃ প্রভৃতির অভিমানী চেতন দেবতাবিশেষ-সমূহই পরমপুরুষ-কর্ত্তৃক বহনকার্য্যে নিযুক্ত আছে। লোক-সমাজেও দেখা যায়, মত্ত, মূর্চ্ছিত প্রভৃতি জ্ঞানশূন্য জড়প্রায় ব্যক্তিসমূহ পথে অন্য ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বাহিত বা স্বগৃহে নীত হয়॥ ৫॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬॥

সূত্রার্থ।—বৈদ্যুতেনৈব—বিদ্যুৎ-লোকাগত অমানব পুরুষ কর্ত্তৃকই, ততঃ—তদনন্তর, তচ্ছ্রুতেঃ—সেইরূপ শ্রুতি থাকায়। বিদ্যুল্লোকে গমনানন্তর বিদ্যুল্লোকাগত অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক

বরুণাদিলোকে নীত হইয়া পরে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। বরুণ প্রভৃতিরা লইয়া যান না, কারণ, শ্রুতি আছে, অমানব পুরুষেরাই লইয়া যান।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—অর্চিরাদি যদি আতিবাহিকই হয়, তাহা হইলে বরুণাদির আতিবাহিকত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, সূত্রকার ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যুতের পর বরুণাদির অবস্থান বলিয়াছেন, অথচ শ্রুতি আছে, বিদ্যুল্লোকে গমনের পর ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অমানব পুরুষই লইয়া যান। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যুতে অভিসম্ভূত অর্থাৎ বিদ্যুল্লোকে গমনের পর বিদ্যুতের পরবর্ত্তী অমানব পুরুষ কর্ত্তৃকই বরুণাদিলোকে নীত হইয়া পরে ব্রহ্মলোকে নীত হয়। "ব্রহ্মলোকেচ্ছু সেই পুরুষগণ বিদ্যুল্লোকে আগমন করিলে বিদ্যুল্লোকে সমাগত অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়" এই শ্রুতিতে অমানব পুরুষেরই ব্রহ্মলোকনেতৃত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব অর্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাবিশেষ, পথনির্দ্দেশক চিহ্ন বা ভোগস্থান নহে, ইহা ঠিকই উক্ত হইয়াছে॥ ৬॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে "সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান" এই শ্রুতিতে কেবল বিদ্যুল্লোকাগত পুরুষই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, এই উক্তি থাকায় বিদ্যুতের পরবর্ত্তী বরুণাদির আতিবাহিকত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—বিদ্যুতের পর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বৈদ্যুত বা অমানব আতিবাহিক পুরুষের সহিতই বিদ্বানের গতি হয়, কারণ, "সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান" এই শ্রুতিতে অমানব বৈদ্যুত পুরুষেরই আতিবাহিকত্ব উক্ত হইয়াছে। বরুণাদিও সে বিষয়ে সাহায্য করায় তাঁহাদিগের ও আতিবাহিকত্ব-সম্বন্ধ আছে॥৬॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—কার্য্যং—কার্য্যভূত অর্থাৎ সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি সগুণ ব্রহ্ম, বাদরিঃ—বাদরি আচার্য্য, অস্য—কার্য্য-ব্রহ্মের, গত্যুপপত্তেঃ—গতি উপপন্ন হয় বলিয়া। অমানব পুরুষগণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান, এইরূপ উক্ত হইয়াছে, এই ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ নামক সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, ইহাই বাদরি আচার্য্য বলেন; কারণ, কার্য্য-ব্রহ্মেই গতি উপপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি এই গন্তব্য ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিতেছেন—"সেই অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান" এই বাক্যে সংশয় আছে যে, এই ব্রহ্ম কি কার্য্যভূত অর্থাৎ সৃষ্ট অপর বা সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা এই নামান্তরবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ? অথবা অবিকৃত মুখ্য পরব্রহ্ম? ব্রহ্মশব্দেরও প্রয়োগ আছে, আবার তাঁহাতে গতির বিষয়ও উল্লেখ থাকাতেই এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এই সংশয়ে বাদরি আচার্য্যের মত এই যে, অ-মানব পুরুষেরা কার্য্যস্বরূপ সগুণ অপর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করায়, কারণ, তাঁহাতেই উপাসকদিগের গতি উপপন্ন হইতে পারে, যে হেতুক তিনি প্রদেশবর্ত্তী বা গুণপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং এই গন্তব্যত্ব কার্য্য-ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, যিনি পরব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল স্থানেই তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান ও গন্তার প্রত্যগাত্মা, তাঁহাতে গন্তৃত্ব, গন্তব্যত্ব বা গতি কিছুই সম্ভব হইতে পারে না, অতএব এই ব্রহ্ম সগুণ দেহধারী ব্রহ্মা, পরব্রহ্ম নহেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বিদ্বান্ পুরুষ অর্চ্চিরাদি মার্গেই গমন করেন ও অর্চ্চিঃ হইতে অমানব পর্য্যন্ত যে সমস্ত আতিবাহিক আছেন, তাঁহারাই বিদ্বান্ পুরুষকে ব্রহ্ম-সকাশে লইয়া যান, ইহা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাই বিচার্য্য যে,এই অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক সমূহ কি কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগকে তাঁহার সমীপে লইয়া যান? অথবা পরব্রহ্মের উপাসকদিগকে লইয়া যান? কিংবা যাঁহারা জীবাত্মাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যান? এই সংশয়ের আলোচনায় বাদরি আচার্য্য বলেন, কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকেই তাঁহার সমীপে লইয়া যায়, কারণ, হিরণ্যগর্ভের উপাসকদিগের সম্বন্ধেই গতি উপপন্ন হইতে পারে, যিনি পরিপূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে সেই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন সম্ভবপর হইতে পারে না, কারণ, তিনি ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাইতেছেন। হিরণ্যগর্ভনামক কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগের সম্বন্ধেই সমীপদেশে অবস্থিত প্রাপ্য বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন সম্ভব হইতে পারে। অতএব অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকগণ কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকেই তাঁহার সমীপে লইয়া যান, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—বিশেষিতত্বাচ্চ—বিশেষণের দ্বারা বিশেষ করিয়া উক্ত হওয়াতেও। শ্রুতিবিশেষে লোকশব্দে সপ্তমীর বহুবচনের দ্বারা বিশেষ করিয়া উক্ত হওয়াতেও অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনশীল পথিকদিগের গন্তব্যস্থান যে কার্য্য-ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম নহে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, তাঁহারা সেই ব্রহ্মলোকে দীর্ঘকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত বাস করেন" এই শ্রুতিতে "ব্রহ্মলোকান্" "ব্রহ্মলোকেষু" এই স্থলে

বহুবচনপ্রয়োগ, লোকশব্দ ও আধারার্থে সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা বিশেষরূপে উক্ত হওয়াতেও গতিশ্রুতি যে কার্য্য-ব্রহ্মসম্বন্ধেই, তাহা বুঝা যাইতেছে, কারণ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুবচন দ্বারা বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না, কিন্তু অবস্থাভেদে কার্য্য-ব্রহ্মসম্বন্ধে বহুবচন-প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে, আর লোকশব্দের প্রয়োগও বৈকারিক সন্নিবেশবিশিষ্ট ভোগভূমি অর্থেই মুখ্যভাবে হয় ॥ ৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"অমানব পুরুষ আসিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়" এই শ্রুতিতে "ব্রহ্মলোকান্" এই লোকশব্দ ও বহুবচন-প্রয়োগ দ্বারাও বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, লোকবিশেষে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভের যাঁহারা উপাসক, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে লইয়া যায়। আরও দেখ, "প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব" এই শ্রুতিতেও অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনকারী ব্যক্তি কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের সমীপেই গমন করেন, ইহা বলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—সামীপ্যাৎ—সান্নিধ্যবশতঃ, তু—কিন্তু, তদ্ব্যপদেশঃ—ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগ। হিরণ্যগর্ভাখ্য অপর ব্রহ্ম পরব্রহ্মের অতিসন্নিহিত বলিয়া লক্ষণ-শক্তি দ্বারা পুংলিঙ্গ হিরণ্যগর্ভেও ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের যিনি কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—অপর বা কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাখ্য

ব্রহ্মা পরব্রহ্মের অতিসমীপে অবস্থিত, এ জন্ম তাঁহাকেও ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা বিরুদ্ধ হয় না ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে "সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়" এ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, হিরণ্যগর্ভাখ্য কার্য্য-ব্রহ্ম পুংলিঙ্গ, তাঁহাতে ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ অসঙ্গত, সুতরাং "সেই পুরুষ ইঁহাদিগকে "ব্রহ্মাণম্" অর্থাৎ ব্রহ্মার সমীপে লইয়া যায়" এইরূপই প্রয়োগ হইত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন" এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মাই প্রথম উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মের অতি সামীপ্য-সম্বন্ধ থাকায় ক্লীবলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরব্রহ্মবিষয়ে গতির অনুপপত্তি ও বিশেষোক্তি প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ অর্থই সঙ্গত হয় ॥ ৯ ॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—কার্য্যাত্যয়ে—কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের বিনাশে, তদধ্যক্ষেণ—সেই লোকের অধিপতির, সহ—সহিত, অতঃ—এই লোক হইতে, পরং—পরব্রহ্মকে, অভিধানাৎ—এই-রূপ উক্তি হেতুক। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে তাহার অধিপতি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকবাসী সমস্ত জীবই পর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদি বল, উপাসক যদি কার্য্য-ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাবৃত্ত হয় না, এই যে শ্রুতি আছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কিছুরই নিত্যতা সম্ভব হইতে পারে না। "দেবযানমার্গে প্রস্থিত ব্যক্তিরা পুনরায় এই মানবাবর্ত্তে নিপতিত হন না" "তাঁহাদের আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না" ইত্যাদি শ্রুতি দেবযান-পথে প্রস্থিত ব্যক্তিদিগের অনাবৃত্তিই দেখাইয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—মহাপ্রলয়ে কার্য্য-ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মলোকবাসী জীবসমূহ সেই স্থানেই সম্যক্-রূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত সেই লোকের অধিপতি ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর পরিশুদ্ধ পরমপদ প্রাপ্ত হন। অনাবৃত্তি প্রভৃতি শ্রুতি থাকায় এইরূপ ক্রমমুক্তিই স্বীকার করা উচিত। মুখ্যরূপে একেবারেই পরব্রহ্মসমীপে গমন সম্ভব হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ১০॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গে হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি হইলে "এই দেবপথ ব্রহ্মপথ, ইহার দ্বারা গমনকারী ব্যক্তিগণ মানবসম্বন্ধীয় এই সংসারাবর্ত্তে পুনরাবৃত্ত হন না" "সেই মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধে আগমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, অপুনরাবৃত্তির উল্লেখ আছে, তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ, দুই পরার্দ্ধপরিমিত কালের পর কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভেরও বিনাশ হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল"। সুতরাং হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হইলে সেই সমস্ত জীবের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—কার্য্য অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর সেই লোকের অধিপতি কার্য্যাধিকারী হিরণ্যগর্ভেরও অধিকার বা কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই হিরণ্য-গর্ভের সহিত নিজেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই কার্য্য-ব্রহ্মলোক হইতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, ইহা অর্চ্চিরাদিমার্গে গত ব্যক্তির অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও

অপুনরাবৃত্তিসূচক শ্রুতিবাক্য হইতে ও "ব্রহ্মলোকে গত সেই সমস্ত জীব হিরণ্যগর্ভের অধিকারাবসানকালে পরামৃত লাভ করিয়া মুক্ত হন" এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—স্মৃতেশ্চ—স্মৃতিবাক্য হইতেও। অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনকারী ব্যক্তিদিগের গন্তব্য ব্রহ্ম যে কার্য্য-ব্রহ্ম, তাহা স্মৃতি-বাক্য হইতেও জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"মহাপ্রলয়-কাল সমাগত হইলে হিরণ্যগর্ভাখ্য পরপুরুষের অন্ত বা বিনাশ হয়, তদনন্তর সেই লোকবাসী লব্ধব্রহ্মজ্ঞান জীবসমূহ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর পরমপদে প্রবিষ্ট হন" এই স্মৃতিও পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই অনুমোদন করিতেছে, সুতরাং গতি-শ্রুতি যে কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়েই প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। সূত্রকার ব্যাসদেব কি পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি সূত্রোল্লেখে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, সম্প্রতি পরবর্ত্তী সূত্রসমূহ দ্বারা সেই পূর্ব্বপক্ষ দেখাইতেছেন ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভনামক পরপুরুষের অন্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্রহ্মলোকবাসী সেই জীবগণ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর পরম পদে প্রবিষ্ট হন" এই স্মৃতিবাক্য হইতেও পূর্ব্বোক্ত অর্থ ই জানা যাইতেছে। অতএব অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকদেবতা-সমূহ কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই বাদরি আচার্য্যের মত ॥ ১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—পরং—পরব্রহ্মকেই, জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য,

মুখ্যত্বাৎ—উহাই মুখ্যার্থ বলিয়া। জৈমিনি আচার্য্য বলেন, অমানব পুরুষেরা পরব্রহ্মলোকেই লইয়া যায়, কারণ, পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়" এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত করায়, ইহাই বুঝাইতেছে, জৈমিনি আচার্য্য এইরূপ বলেন, কারণ, পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ, অপর ব্রহ্ম গৌণ, মুখ্য ও গৌণার্থের মধ্যে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য ॥ ১২ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ বিষয়ে জৈমিনি আচার্য্য অন্যরূপ পক্ষ পরিগ্রহ করিয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। জৈমিনি আচার্য্য বলেন, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাগণ পরব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, কারণ, "সেই অমানব পুরুষ ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়" এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্যার্থ, কার্য্য-ব্রহ্ম গৌণার্থ মাত্র ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শনাচ্চ—দর্শন হেতুকও। শ্রুতিও এরূপ অর্থেরই গ্রাহ্যতা দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"মস্তকস্থ নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন" এই শ্রুতিও গতিপূর্ব্বক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় দেখাইয়াছেন। পরব্রহ্মবিষয়ে অমৃতত্ব লাভ উপপন্ন হয়, কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ে হয় না, কারণ, কার্য্য-ব্রহ্ম বিনশ্বর, তাঁহার নিজেরই অমরত্ব নাই। কঠবল্লীতেও পরব্রহ্মবিষয়েই গতি উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সম্প্রসাদাখ্য এই জীব এই দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপ লাভ করেন" এই শ্রুতিও মস্তকস্থ নাড়ীপথে নিক্রান্ত হইয়া দেবযানমার্গে গত ব্যক্তিরা যে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, তাহা দেখাইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে * প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

সূত্রার্থ।—ন চ—না, কার্য্যে—কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ে, প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ—প্রাপ্তিসঙ্কল্প। উপাসক মৃত্যুকালে আমি কার্য্য-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব, এরূপ সঙ্কল্প বা ইচ্ছা কখন করেন না, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হই, এইরূপ ইচ্ছাই করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আরও দেখ, "প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব" যে এই সভাগৃহপ্রাপ্তিসঙ্কল্প, ইহা কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ে নহে, পরব্রহ্মবিষয়েই, কারণ, কোন উপাসকই মৃত্যুকালে এরূপ ইচ্ছা করে না যে, আমি ব্রহ্মার সমীপে যাই, সকলেই পরব্রহ্মকেই পাইবার ইচ্ছা করেন। "যিনি নাম-রূপের নির্ব্বাহক, নাম-রূপ যাঁহা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ স্বয়ং নামরূপবিহীন, তিনি ব্রহ্ম" শ্রুতির এই বাক্য যে প্রকরণে আছে, তাহা কার্য্য-ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ পরব্রহ্মেরই প্রকরণ, উক্ত গতি-শ্রুতিও সেই প্রকরণেরই অন্তর্গত, সুতরাং "প্রজাপতির সভাগৃহ" ইত্যাদি মৃত্যুকালীন সঙ্কল্পও পরব্রহ্মবিষয়ক, কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ক নহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, "প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব" ইত্যাদি শ্রুতিতে অর্চ্চিরাদিমার্গে

"* প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে শ্রীভাষ্যকার "প্রত্যভিসন্ধিঃ" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

গমনশীল ব্যক্তির কার্য্য-ব্রহ্মেই গতি দেখা যায়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন —উক্তরূপ প্রত্যভিসন্ধি বা ইচ্ছা যে কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভবিষয়ে হয়, তাহা নহে, পরন্ত পরব্রহ্মবিষয়েই হয়, কারণ, এই বাক্যেরই শেষে "আমি ব্রহ্ম-নিষ্ঠগণের যশঃস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে সেই অভিসন্ধান বা চিন্তাকারীর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা হইতে বিমুক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বাত্মভাবলাভের চিন্তার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। আরও দেখ, "অশ্ব যেমন রোমসমূহ কম্পিত করিয়া, চন্দ্র যেমন রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ আমিও পাপশরীর ত্যাগ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া অকৃত অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মলোকে গমন করিব" এই শ্রুতিতে গন্তব্য ব্রহ্মলোকের অকৃতত্বের ও স্পষ্টভাবে সর্ব্ববন্ধন বিমো-চনের উল্লেখ থাকায়, পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিশব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। অতএব অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক দেবতাগণ পরব্রহ্মের উপাসকদিগকেই তৎসমীপে লইয়া যায়, ইহাই জৈমিনি আচার্য্য বলেন ॥ ১৪ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ (১)
উভয়থাঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥১৫॥

সূত্রার্থ।—অপ্রতীকালম্বনান্—যাহারা প্রতীক অবলম্বনে উপাসনা করে না, তাহাদিগকে, নয়তি—লইয়া যায়, ইতি—ইহা, বাদরায়ণঃ—বেদব্যাস, উভয়থা—উভয় প্রকারেই, অদোষাৎ—দোষাভাব বশতঃ, তৎক্রতুশ্চ—তৎক্রতু ন্যায় হেতুক। প্রতীক অর্থাৎ নামাদির উপাসক ব্যতীত অন্য সকল উপাসককেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহাই ব্যাসদেবের মত। যদি বল, পূর্ব্বে "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে বলা হইয়াছে, কোন

(১) শ্রীভাষ্যকার—"উভয়থা চ দোষাৎ" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন।

নিয়ম নাই, এ স্থানে আবার 'প্রতীক উপাসক ব্যতীত' এইরূপ নিয়ম করিতেছ, সুতরাং উভয় বাক্যের বিরোধ হইতেছে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, উভয় প্রকারেই অর্থাৎ অনিয়ম বলিয়াই আবার নিয়ম করা হইলেও কোন দোষ হয় না, অর্থাৎ উক্ত সূত্রের "সর্ব্বাসাম্" এই শব্দটির প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য সকলের এইরূপ অর্থ করিলে আর কোন বিরোধ হয় না। তৎক্রতুন্যায়ানুসারে অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহা ধ্যান করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়, এই শ্রুতিবাক্যানুসারে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, সুতরাং অপ্রমাণ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই গতি-শ্রুতি যে কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ক, পরব্রহ্মবিষয়ক নহে, তাহা সিদ্ধান্ত হইল। সম্প্রতি আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, অমানব পুরুষ সমস্ত ব্রহ্মবিকারের উপাসকদিগকেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? অথবা উপাসক-বিশেষকে লইয়া যায়? আলোচনার প্রথমেই মনে হয়, পরব্রহ্মের উপাসক ব্যতীত উপাসকমাত্রকেই লইয়া যায়, কেন না, "অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" এই সূত্রে সাধারণভাবে উপাসকমাত্রের এই গতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—প্রতীক অর্থাৎ নাম বা প্রতিমা ইত্যাদির উপাসক ব্যতীত যে কোন ব্রহ্মবিকারের উপাসকমাত্রকেই ব্রহ্ম-লোকে লইয়া যায়, ইহাই সূত্রকার বেদব্যাসের অভিমত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন নিয়ম নাই, এক্ষণে আবার নিয়ম করিতেছ, সুতরাং বিরোধ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন, এইরূপে উভয়প্রকার ভাব স্বীকার করিলেও কোন দোষ হয় না, কারণ, "অনিয়ম" এই সূত্রের তাৎপর্য্য প্রতীক উপাসক ব্যতীত অন্য উপাসক-বিষয়ে, ইহা স্বীকার করিলেই সমস্ত

অর্থসঙ্গতি হয়, কোথাও কোন বিরোধ ঘটে না। তৎক্রতুন্যায়ই এই উভয়থাভাবের সমর্থক হেতু জানিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম উপাসনা করে, সে ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাই সঙ্গত, কারণ, শ্রুতি আছে, "তাঁহাকে যে যেরূপভাবে উপাসনা করে, সে সেইরূপই হয় অর্থাৎ সেইরূপভাবেই প্রাপ্ত হয়।" প্রতীক উপাসনাতে প্রতীকেরই প্রাধান্য থাকায় তাহাতে ব্রহ্মের ধ্যান হইতে পারে না, অতএব প্রতীকোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে যায় না, ইহাই বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ভগবান্ বেদব্যাস নিজের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। যাহারা প্রতীক অবলম্বন করিয়া উপাসনা করে না, অর্চিরাদি আতিবাহিকগণ কেবল তাহাদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই ভগবান্ বেদব্যাস বলেন। উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্য-ব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয় না, আবার পরব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ নিয়মও সম্ভব হয় না, অথবা প্রতীকের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ নিয়মও হইতে পারে না; পরন্তু যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন ও যাঁহারা প্রকৃতির প্রভাব হইতে বিমুক্ত আত্মাকে ব্রহ্ম এই জ্ঞানে উপাসনা করেন, সেই উভয় প্রকার উপাসকদিগকেই লইয়া যায়। দেবদত্তাদি ব্যক্তিবিশেষে সিংহাদি বুদ্ধির ন্যায় যাহারা ব্রহ্মদৃষ্ট নামাদি বস্তুকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া অথবা কেবলমাত্র বস্তুবিশেষকেই উপাসনা করে, তাহাদিগকেই লইয়া যায়। এরূপও নহে, অতএব পরব্রহ্মের উপাসক ও প্রকৃতির প্রভাব হইতে বিমুক্ত আত্মাকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনাপরায়ণদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই বুঝিতে হইবে; কারণ, কার্য্যব্রহ্মের উপাসকদিগকে লইয়া যায়, ইহা স্বীকার করিলে "এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ঘটে, আর পরব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, এরূপ নিয়ম করিলে "যাঁহারা

এইরূপ জানেন" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ ঘটে, অতএব উভয়পক্ষেই দোষ ঘটে, সুতরাং উভয় প্রকার উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—তৎক্রতু অর্থাৎ যেরূপভাবে উপাসনা করিবে, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। "পুরুষ ইহলোকে যেরূপ উপাসনাপরায়ণ হইবে, পরলোকে যাইয়াও সেইরূপই হয়" "তাঁহাকে যেরূপ যেরূপ ভাবে উপাসনা করে" ইত্যাদি যুক্তিমূলক শ্রুতিই উক্তসিদ্ধান্তের সমর্থক প্রমাণ ॥ ১৫ ॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—বিশেষঞ্চ—বিশেষত্বও, দর্শয়তি—দেখাইতেছেন। শ্রুতি প্রতীকের ইতর-বিশেষানুসারে ফলেরও তারতম্য দেখাইয়াছেন, ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, প্রতীকোপাসকদিগের ব্রহ্মলাভ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নাম, বাক্য ইত্যাদি প্রতীক অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার আলম্বন। "যাহারা নামের উপাসনা দ্বারা যখন নামত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তদুপযুক্ত কামচারিতা লাভ করে। বাক্য নাম অপেক্ষা বড়, যাহারা তাহার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাহারা তদুপযুক্ত কামচারিতা লাভ করে। মন বাক্য অপেক্ষা বড়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দেখাইয়াছেন যে, নামাদি প্রতীকোপাসনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতীকোপাসনা অপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রতীকোপাসনায় ফলাধিক্য হয়। প্রতীকোপাসনায় প্রতীকেরই প্রাধান্য বশতঃ ফলের যে এই তারতম্য, তাহা সঙ্গত, কারণ, প্রতীকের তারতম্যানুসারেই ফলের ইতর-বিশেষ। এই উপাসনা ব্রহ্মপ্রধান হইলে ফলের তারতম্য হইত না, কারণ, ব্রহ্ম অবিশিষ্ট অর্থাৎ একরূপ, তাঁহার ইতর-বিশেষ নাই, অতএব ব্রহ্মোপাসক যে ফল পাইতে

পারেন, প্রতীকোপাসক সে ফলের অধিকারী হইতে পারেন না, সুতরাং তিনি ব্রহ্মলোকেও যাইতে পারেন না ॥ ১৬ ॥

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—শ্রুতিই এই বিশেষ অর্থের বিষয় দেখাইতেছেন—"নামোপাসক যখন নামত্ব লাভ করে, তখন তদুপযুক্ত কামচার বা স্বাধীন ব্যবহার প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দেখাইয়াছেন," যাঁহারা নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রতীকের উপাসনা করেন, তাঁহাদের অর্চ্চিরাদিমার্গে গমনের অপেক্ষা থাকে না ও উপাসনার ফলও পরিমিত হয়। অতএব যাঁহারা জড়মিশ্রিত চেতন বস্তু কিংবা কেবল চেতন বস্তুকেই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে, অথবা তত্ত্বরভাবে উপাসনা করেন, অর্চ্চি-বাদি আতিবাহিক দেবতাগণ তাঁহাদিগকে লইয়া যায় না, পরন্তু পরব্রহ্মের উপাসকদিগকেই লইয়া যায়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

সাংখ্যতার্কিকবৌদ্ধাশ্চ জৈনাঃ পাশুপতাদয়ঃ।
যস্য তত্ত্বং ন জানন্তি তং বন্দে রঘুপুঙ্গবম্ ॥

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥

সূত্রার্থ।—সম্পদ্য—সম্পন্ন হইয়া, আবির্ভাবঃ—প্রকাশিত হয়, স্বেন শব্দাৎ—শ্রুতিতে "স্বেন" এই শব্দ থাকায়। সম্প্রসাদ শব্দের অর্থ সুষুপ্ত জীব ও মুক্ত আত্মা, এ স্থানে মুক্তাত্মাই হইবে। মুক্ত আত্মা নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। এই শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতে পারে যে, মুক্ত আত্মা কি বিশেষ কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট হন? অথবা কেবল স্বরূপেই অবস্থান করেন? এই সংশয় ভঞ্জনার্থই বলিতেছেন, 'স্বেন' এই শব্দটি থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, মুক্ত আত্মা পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজের স্বরূপেই প্রকাশিত হন, অবিদ্যাদিসমূহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত কেবল স্বকীয় অদ্বয়রূপেই অবস্থিত হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ জীব এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজের প্রকৃতস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন" এই শ্রুতিবাক্যে সংশয় হইতেছে যে, নিজের প্রকৃতস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, ইহার অর্থ কি? দেবলোকাদি উপভোগস্থানে গমন করিলে যেরূপ কোন একটি বিশেষরূপে অভিনিষ্পন্ন অর্থাৎ পরিণত বা উৎপন্ন হন, এই অর্থ হইবে? অথবা আত্মমাত্রে অর্থাৎ

পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, সেইরূপেই অবস্থিত হন, এই অর্থ হইবে? আলোচনার প্রথমেই মনে হয়, দেবলোকাদিতে গমন করিলে সেই সেই স্থানের ভোগোপযোগী কোন একটি আগন্তুক অর্থাৎ নূতন রূপে অভিনিষ্পন্ন হন। মোক্ষও যখন ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তখন স্বর্গাদি ফলের ন্যায় মোক্ষফলেও কোন আগন্তুক রূপ হইতে পারে, আর অভিনিষ্পন্ন শব্দটি উৎপত্তির পর্য্যায় অর্থাৎ উহারা একই অর্থকে বুঝায়। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তিতে একটা রূপান্তর হয়। স্বরূপমাত্রে অভিনিষ্পন্ন হয়, ইহা যদি বল, তাহা হইলে স্বরূপের অনপায় বা অন্যথাভাব না হওয়ায় মুক্তির পূর্ব্ব অবস্থায় যে স্বরূপ ছিল, তাহাই বিভাবিত বা লব্ধমোক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সুতরাং কোন বিশেষরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন, কেবল বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপেই আবির্ভূত বা প্রকটিত হন, কোনরূপ ধর্ম্মান্তরে হন না, কারণ, শ্রুতিতে "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ নিজের স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন বা অবস্থিত হন এই 'স্ব' শব্দটির প্রয়োগ আছে। কোন ধর্ম্মান্তর বা রূপান্তরে অভিনিষ্পন্ন হইলে 'স্ব' এই বিশেষণটির কোন সার্থকতা থাকে না, সুতরাং নিজের স্বাভাবিক যে স্বরূপ, সেই কেবল আত্মস্বরূপেই প্রকটিত হন, আগন্তুক কোন রূপান্তরে পরিণত হন না ॥ ১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরব্রহ্ম অথবা প্রকৃতির প্রভাব হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মাত্মক আত্মার উপাসকগণের অর্চ্চিরাদি-মার্গে গতি ও পুনর্জ্জন্মাভাবের বিষয় পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সম্প্রতি মুক্ত পুরুষগণের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রুতি আছে—"এই সম্প্রসাদ বা জীব এই দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া নিজের স্বরূপে অবস্থিত হন"। এ স্থলে সংশয় এই যে, উক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা কি পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পুরুষের

দেবতাদির রূপের স্তায় কোনও সাধ্য বা আগন্তুক রূপের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইতেছে? অথবা স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাবমাত্র প্রতিপাদিত হইতেছে? আলোচনায় মনে হয়, সাধ্য রূপের সহিতই সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা না হইলে মোক্ষশাস্ত্রের অপুরুষার্থবোধকত্ব অর্থাৎ লোকে যাহা প্রার্থনা করে না, তাহাই প্রতিপাদন করায় নিরর্থকতা দোষ আপতিত হয়, কারণ, নিজের স্বরূপ কোন পুরুষেরই কখন কাম্য হইতে দেখা যায় না। আরও দেখ, সুষুপ্তিকালে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া গেলে যে কেবল আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হয়, সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপও কোন পুরুষের কাম্য হইতে দেখা যায় না। পরম-জ্যোতিঃসম্পন্ন ব্যক্তির দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই যে একমাত্র পুরুষার্থ, তাহাও নহে যে, তুমি স্বরূপাবির্ভাবমাত্রকেই মোক্ষ বলিতে পার, কারণ, "ব্রহ্ম ও কামনা-রহিত পুরুষের সেই একমাত্র আনন্দ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও মুক্ত ব্যক্তির অনন্ত সুখসম্ভোগের বিষয় জানা যায়। অপরিচ্ছিন্ন আনন্দরূপী চৈতন্যই ইঁহার স্বরূপ, সংসারাবস্থায় অবিদ্যা দ্বারা সেই স্বরূপ আচ্ছন্ন ছিল, পরে পরম-জ্যোতিঃসম্পন্ন হইলে সেই স্বরূপ পুনরায় আবির্ভূত হয়, ইহাও বলা যায় না, কারণ, যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা কখনই তিরোহিত হইতে পারে না। প্রকাশার্থক জ্ঞানের তিরোধান যে তাহারই বিনাশ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রকাশমাত্রই যে আনন্দ, তাহা সম্ভব হইতে পারে না, সুখই আনন্দের প্রকৃতস্বরূপ। আত্মার অনুকূল ভাব অর্থাৎ আত্মার প্রতি যে আদরবুদ্ধি, তাহাই সুখের স্বরূপ, কাজেই যাঁহারা প্রকাশমাত্রকেই আত্মার স্বরূপ বলেন, তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের স্বরূপতা প্রতিপাদন করা কষ্টকর হয়। আর জ্যোতিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তাহা হইলেও সেই স্বস্বরূপ জ্যোতির্ময় রূপ তাঁহার নিত্যই সিদ্ধ থাকায় জ্যোতিঃসম্পন্ন হওয়ার পর "নিজের স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন" ইহা বলা অনর্থক হয়। অতএব পূর্বে যে

রূপ ছিল না, এরূপ কোন সাধারূপ-সম্পন্ন হন, এইরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত, আর এই অর্থ করিলেই "অভিনিষ্পন্ন হন" এই বাক্যটিরও মুখ্যার্থ রক্ষিত হয়। আর "স্বেন রূপেণ" এই কথাটিরও "নিজের অসাধারণ আনন্দময়-রূপে আবির্ভূত হন" এই অর্থই সঙ্গত হয়। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—এই জীবাত্মা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করিয়া পরম-জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া যে অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা স্বরূপেরই আবি-র্ভাবাত্মক, কোনরূপ নূতন আকারবিশেষের উৎপত্তিস্বরূপ নহে, কারণ, "স্বেন রূপেণ" এই "স্বেন" এই বিশেষণপদের গ্রহণই ঐরূপ অর্থের বোধক। নূতন কোন রূপ-বিশেষের গ্রহণ করাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "স্বেন রূপেণ" এই বিশেষণ পদটি অনর্থক হইত, কারণ, বিশেষণ না থাকিলেও তাঁহার স্বরূপত্বসিদ্ধির কোন বাধা ঘটে না ॥ ১ ॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

সূত্রার্থ।—মুক্তঃ—মুক্তিপ্রাপ্ত, প্রতিজ্ঞানাৎ—প্রতিজ্ঞা-হেতুক—যিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন, তিনি সংসারবন্ধনবিমুক্ত দুঃখশোকাদিবিবর্জ্জিত মুক্ত, শ্রুতির প্রতিজ্ঞানুসারেই ইহা জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—প্রশ্ন হইতে পারে, মোক্ষে স্বরূপের অন্যথাভাব প্রভৃতি নূতন কোন রূপান্তর যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এ স্থানে যে "অভিনিষ্পন্ন হন" এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করাই ঐ অভিনিষ্পন্ন শব্দের অর্থ। মোক্ষের পূর্ব্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই

তিন অবস্থা দ্বারা কলুষিত আত্মা অজ্ঞপ্রায় ছিলেন, শোকে দুঃখে রোদন করিতেন, বিনাশ প্রাপ্ত হইতেন ইত্যাদিই উক্তাবস্থার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য। সম্প্রতি এই জীব যে মুক্ত অর্থাৎ উক্ত তিন অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, কিসে তাহা জানা যাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"এই বিষয়েই তোমাকে পুনরায় বলিতেছি" এইরূপে উক্ত তিন অবস্থা হইতে বিমুক্ত আত্মার বিষয় বলিতেছি, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া "দেহ ও দৈহিকধর্ম-বর্জ্জিত আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না" এইরূপে আরম্ভ করিয়া "স্বস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন, সেই উত্তম পুরুষ" এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন। শ্রুতির এই বাক্য হইতেই মুক্ত জীবের বিষয় জানা যায়॥ ২॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, জীবের স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ যখন নিত্যসিদ্ধ, তখন "জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া অভিনিষ্পন্ন হয়" ইহা বলার ত কোন সার্থকতাই থাকে না। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ এবং সেই কর্ম্মজন্ত দেহাদি সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজের প্রকৃতরূপে অবস্থিতিই "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অতএব আত্মার স্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও সেই স্বরূপ কর্ম্মাত্মিকা অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে, সেই তিরোধাননিবৃত্তিই এ স্থানে অভিনিষ্পত্তি শব্দের অর্থ। যদি বল, ইহা কিরূপে জানিব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতি ঐ বিষয়টিই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যদি বল, তাহাই বা কিসে জানিব? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, "যে আত্মা" এইরূপে প্রস্তাবিত জীবাত্মার বিষয় উল্লেখ করিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত, প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা আরব্ধ দেহসম্বন্ধবর্জ্জিত আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করার নিমিত্ত "এই বিষয়েই

তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি" এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া "এই জীব এই দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য থাকায় তাহা জানা যায়। অতএব কর্ম্মপাশবদ্ধ জীবের বন্ধনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই স্বস্বরূপে অভিনিষ্পত্তি শব্দের তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ।—আত্মা—পরমাত্মা, প্রকরণাৎ—আত্মার প্রকরণে উক্ত হওয়ায়। পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে আত্মাকেই বুঝিতে হইবে, তেজোভূত নহে, কারণ, আত্মার প্রকরণেই উহা উক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—স্বস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হইলেই যে মুক্ত হইল, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কারণ, "পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া" এই যে জ্যোতিঃপ্রাপ্তি, ইহা ত কার্য্যান্তর্গত, জ্যোতিঃশব্দ তেজোভূত অর্থেই প্রসিদ্ধ, ঐ তেজ কার্য্য বা সৃষ্ট পদার্থ। বিকারকে অতিক্রম করিতে না পারিলে কেহ মুক্ত হইতে পারে না, বিকার যে আর্ত্ত বা নশ্বর, তাহা প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা দোষের বিষয় নহে, কারণ, ঐ জ্যোতিঃশব্দ আত্মারই প্রকরণে অভিহিত হওয়ায় আত্মাকেই বুঝাইতেছে, তেজোভূতকে নহে। "যে আত্মা সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত, অমর, রজোগুণবিমুক্ত" ইত্যাদিরূপে আরব্ধ পরমাত্মার প্রস্তাবে সহসা ভৌতিক জ্যোতির বিষয় উল্লেখ হইতেই পারে না, কারণ, তাহাতে প্রস্তুতবিষয়ের পরিত্যাগ ও অপ্রস্তুতবিষয়ের গ্রহণরূপ দোষ হইতে পারে। "দেবতাগণ সেই জ্যোতিরও জ্যোতিকে" ইত্যাদি স্থলে আত্মা অর্থেও জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ৩ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, সুষুপ্তিকালে যে আত্মস্বরূপ দেখা যায়, সে স্বরূপ কাহারও কাম্য হইতে পারে না বলিয়া মোক্ষশাস্ত্র যদি কেবল সেই স্বরূপাবির্ভাবের বিষয়ই প্রতিপাদন করিতে চান, তাহা হইলে সে শাস্ত্রও কোন পুরুষেরই কাম্য হইতে পারে না, অতএব অভিনিষ্পত্তি শব্দে দেবাদি অবস্থার ন্যায় সুখসম্বন্ধযুক্ত কোন অবস্থা বা রূপান্তরপ্রাপ্তি বুঝাইবে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন —অপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত গুণ শ্রুতিতে নির্দিষ্ট আছে, আত্মা স্বরূপতঃ অর্থাৎ স্বভাবতই সেই সমস্ত গুণবিশিষ্ট, ইহা প্রকরণ হইতেই জানা যায়। প্রজাপতি-বাক্যের প্রারম্ভেই আছে—"যিনি সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধাপিপাসাবিরহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি। এই প্রকরণ যে জীবাত্মার, তাহা "উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু" এই সূত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব অপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপ এই আত্মা সংসার অবস্থায় প্রাক্তন কর্ম্মনামক অবিদ্যা দ্বারা আবৃতস্বরূপ হইয়াছিলেন, পরে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপে প্রকটিত হন; অতএব জানা যাইতেছে যে, জীবাত্মার অপহত-পাপ্মত্বাদি স্বাভাবিক গুণসমূহই পুনরায় প্রকটিত হয়, নূতন করিয়া উৎপন্ন হয় না। এ বিষয়ে ভগবান্ শৌনক মুনিও বলিয়াছেন—"ঠিক এইরূপ আত্মার তুচ্ছ গুণরাশি ধ্বংস হইলে পর জ্ঞানাদি গুণসমূহ প্রকাশ পায় মাত্র, কিন্তু নূতন করিয়া উৎপন্ন হয় না, কারণ, আত্মার ঐ সমস্ত গুণ নিত্য বা স্বাভাবিক" ইত্যাদি। অতএব কর্ম্মপ্রভাবে সঙ্কুচিত আত্মার জ্ঞান আনন্দাদি গুণ-সমূহ পরম জ্যোতিকে লাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইলে প্রকাশরূপ আবির্ভাব হওয়া অসঙ্গত নহে, অতএব "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ" এই যে সূত্রকার বলিয়াছেন, ইহা ঠিকই বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ।—অবিভাগেন—অবিভক্তরূপে, দৃষ্টত্বাৎ—সেই-রূপই দেখা যায় বলিয়া। মুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অবি-ভক্তরূপে অর্থাৎ একীভূত হইয়া অবস্থান করেন, "তিনিই তুমি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেইরূপই দেখা যায়। অর্থাৎ পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্কে বিভক্তের ন্যায় হইয়াছিলেন, সেই উপাধির নাশে যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যিনি পরম-জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিজস্বরূপে প্রকটিত হন, তিনি কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া বাস করেন? অথবা তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া বাস করেন? এই বিষয়ের আলোচনায় যাঁহারা মনে করেন যে, "তিনি তাঁহাতে সম্যক্-রূপে গমন করেন" শ্রুতিতে মুক্তাত্মাকে আধেয় ও পরমাত্মাকে আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এবং "পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া" এই শ্রুতিতেও পরমজ্যোতিকে কর্ম্ম ও মুক্তাত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় পৃথক্ভাবেই অবস্থান করেন, তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য বলিতেছেন—মুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অবিভক্ত হইয়াই অবস্থান করেন, কারণ, "তিনিই তুমি" "আমিই ব্রহ্ম" "যাঁহাতে অন্য কিছুই দেখা যায় না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ সেইরূপই দেখাইয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত সর্ব্ববন্ধবিমুক্ত এই জীবাত্মা কি নিজেকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করেন? অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন? এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, "সেই মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করেন" "এই জ্ঞান লাভ-

করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করে না, প্রলয়-কালেও বিনষ্ট হয় না" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, মুক্ত জীব পরমাত্মার সাহিত্য অর্থাৎ সাহায্য, সাম্য ও সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন, তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যান না, সুতরাং নিজেকে পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করেন। এই সম্ভাবিতসিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—মুক্ত জীব নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়াই অনুভব করেন, কারণ, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়ায় অবিদ্যাকৃত আবরণ দূরীভূত হইয়া যায়, তখন নিজের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা যথাযথভাবে দেখিতে পান। আত্মার স্বরূপ যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ও পরমাত্মার শরীরস্থানীয় বলিয়া তাঁহারই প্রকার-বিশেষ, তাহা "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" এই সূত্রে "তিনিই তুমি" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" "এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে; অতএব "আমিই ব্রহ্ম" এই অভিন্নভাবেই নিজেকে অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

সূত্রার্থ।—ব্রাহ্মেণ—ব্রহ্মসম্বন্ধীরূপে, জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য, উপন্যাসাদিভ্যঃ—সেইরূপই উপন্যাস অর্থাৎ শ্রুতিতে উল্লেখ থাকায়। জৈমিনি মুনি বলেন, শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মসম্বন্ধী যে সমস্ত গুণ, মুক্ত জীব সেই সমস্ত গুণবিশিষ্ট হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"স্বেন রূপেণ" এই শ্রুতিতে জীব নিজের স্বরূপে প্রকটিত হন, কোন প্রকার নূতনরূপে উৎপন্ন হন না, ইহা স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই আকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—অপহতপাপ্মত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া

সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব ইত্যাদি ব্রহ্মের যে স্বরূপ,' এই মুক্ত জীবেরও তাহাই স্বরূপ, তিনি ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সেই সমস্ত রূপেই অভিনিষ্পন্ন হন, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের মত। কিসে তাহা জানা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"এই আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ হইতেই আত্মার তদাত্মকতা জানা যাইতেছে; এবং "তিনি সে স্থানে ভোগ ও ক্রীড়া করিতে করিতে সানন্দচিত্তে পরিভ্রমণ করেন" "তিনি সর্ব্বলোকেই যথেচ্ছ বিচরণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রতিপাদন করিতেছে। এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব ইত্যাদি রূপনির্দ্দেশ উপপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—পরমজ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাবরণ নিবৃত্ত হইলে পর জীবাত্মার স্বরূপ প্রকটিত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই স্বরূপবিষয়ে বিশেষ কিছু বলা না হওয়ায় এবং স্বরূপসম্বন্ধে বিবিধ প্রকার শ্রুতি থাকায় এই জীব যেরূপ স্বরূপে আবির্ভূত হন, তাহাই বিচার করিতেছেন। অপহতপাপ্মত্বাদিই কি এই জীবের স্বরূপ? এবং সেইরূপেই কি আবির্ভূত হন? অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ? এবং সেই রূপেই তিনি আবির্ভূত হন? অথবা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ না থাকায় উভয়ই তাঁহার স্বরূপ ও সেই উভয়রূপেই আবির্ভূত হন? ইহার বিচারে জৈমিনি আচার্য্য বলেন, ব্রহ্মের যে অপহতপাপ্মত্বাদি স্বরূপ, সেই ব্রহ্মসম্বন্ধী স্বরূপেই আবির্ভূত হন। অপহতপাপ্মত্বাদি যে ব্রহ্মসম্বন্ধী গুণ, তাহা দহরবাক্য হইতেই জানা যায়। আচ্ছা, মুক্ত জীব যে ব্রহ্মসম্বন্ধী স্বরূপেই আবির্ভূত হন, ইহা কিসে জানা যায়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, অপহতপাপ্মত্বাদি যে সমস্ত ব্রহ্মের গুণ, তাহা প্রজাপতিবাক্যে জীবাত্মা সম্বন্ধেও উপলব্ধ বা উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সমস্ত শ্রুতির উপন্যাস হইতেই জানা যায় যে, জীবাত্মার কেবল শুদ্ধজ্ঞান-মাত্রই স্বরূপ হইতে পারে না, অপহতপাপ্মত্বাদিও স্বরূপ ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

সূত্রার্থ।—চিতি—চৈতন্য, তন্মাত্রেণ—কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে, তদাত্মকত্বাৎ—সেই চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া, ইতি—এইরূপ, ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমি আচার্য্য। ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, অতএব তিনি যখন চৈতন্যস্বরূপ, তখন মুক্ত আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপেই আবির্ভূত হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যদিও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহ পৃথক্-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও ঐ সমস্ত নির্দ্দেশ কেবল শব্দবিকল্পজন্য অর্থাৎ শব্দব্যবহারমূলক, সুতরাং মিথ্যা, বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাতে যে পাপাদি নাই বা থাকিতে পারে না, ঐ সমস্ত নির্দ্দেশের দ্বারা তাহাই জানা যাইতেছে। বিশুদ্ধ চৈতন্যই এই আত্মার স্বরূপ; অতএব মুক্তিকালে সেই চৈতন্যস্বরূপে আবির্ভূত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। এইরূপ হইলেই "অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাও তদ্রূপ অন্তর্ব্বাহ্য-শূন্য, সর্ব্বত্র কেবল একমাত্র একরস, পূর্ণ ও বিজ্ঞানস্বরূপই" ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবাক্য সার্থক হয়। সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ যদিও সত্য হইয়াছে কামনা যাঁহার, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে স্বরূপতঃ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইলেও উপাধি-সম্বন্ধের অধীন বলিয়া চৈতন্যের ন্যায় তাহাদের স্বরূপত্ব সম্ভব হইতে পারে না, কারণ, "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গম্" এই সূত্রে ব্রহ্মের অনেকাকারত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, "তিনি সে স্থানে ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কেবল দুঃখাভাব

অর্থাৎ দুঃখভোগ করেন না, এই অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। মুখ্য বা প্রকৃত যে রতিক্রীড়া ও মিথুনভাব, তাহা যে আত্মনিমিত্তক, ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ, সে সমস্ত পদার্থান্তর-সাপেক্ষ, অতএব নিঃশেষরূপে প্রপঞ্চ-বিরহিত, প্রসন্ন, অবাচ্য, কেবল চৈতন্যস্বরূপেই আবির্ভূত হন, ইহাই ঔড়ুলোমির অভিমত ॥ ৬ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যই এই জীবের স্বরূপ ও সেইরূপেই আবির্ভূত হন, ইহাই ঔড়ুলোমি আচার্য্যের অভিমত, কারণ, চৈতন্যমাত্রই জীবাত্মার স্বরূপ। "প্রসিদ্ধ সৈন্ধবপিণ্ড যেমন অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণভাবে একমাত্র লবণরসে পূর্ণ, অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাও সেইরূপ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণভাবে একমাত্র প্রজ্ঞানস্বরূপই" এই শ্রুতিতে "প্রজ্ঞানঘন এব" অর্থাৎ প্রজ্ঞান স্বরূপই, এই অবধারণার্থক "এব" শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় বিজ্ঞান বা চৈতন্য-মাত্রই যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ, ইহা জানা যায়। অতএব ইঁহার বিজ্ঞান ব্যতীত গুণান্তর না থাকায় "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বিশেষণবাক্যসমূহ বিকার, সুখদুঃখ ইত্যাদি অবিদ্যাকৃত যে সমস্ত ধর্ম্ম, তাহারই নিষেধক-মাত্র, অতএব বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপেই তাঁহার আবির্ভাব হয়, ইহাই ঔড়ুলোমির অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

সূত্রার্থ।—এবমপি—এইরূপেও, উপন্যাসাৎ—উল্লেখ হেতুক, পূর্ব্বভাবাৎ—পূর্ব্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধী ঐশ্বর্য্যাদি পূর্ব্বগুণ-সমূহের সদ্ভাবহেতুক, অবিরোধং—বিরোধাভাব, বাদরায়ণঃ—বেদ-ব্যাস। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপমাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইলে

তাঁহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসমূহ শাস্ত্রে উল্লিখিত হওয়ায় ও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্যাদি পূর্ব্বগুণসমূহও প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য বলিয়া অর্থাৎ সেই সমস্ত গুণের সদ্ভাব হেতুক পারমার্থিক রূপের সহিত ব্যবহারিক রূপের কোন বিরোধ নাই, ইহাই সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিমত।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা বাস্তবিক চৈতন্যমাত্রস্বরূপ স্বীকার করিলেও শাস্ত্রে বর্ণনা প্রভৃতি হইতে অবগত উপাধিসম্পর্ক হওয়ার পূর্ব্বকালীন ব্রহ্মসম্বন্ধী ঐশ্বর্য্যের অস্বীকার না করায় কোনরূপ বিরোধ হয় না, ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের অভিমত ॥ ৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ভগবান বাদরায়ণ নিজের মতানুসারে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ-মাত্র, ইহা শ্রুতিবাক্যানুসারে প্রতিপাদিত হইলেও তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সত্য-কামত্বাদিগুণের সদ্ভাব বিষয়ে কোন বিরোধ হয় না, ইহাই বাদরায়ণ আচার্য্যের অভিমত, যে হেতু, উপন্যাস অর্থাৎ "যে আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি-গুণনির্দ্দেশরূপ উপনিষদে বর্ণিত প্রমাণ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী অপহত-পাপ্মত্ব সত্যকামত্ব ইত্যাদি গুণেরও ভাব অর্থাৎ সদ্ভাব প্রমাণিত হয়, যে স্থানে উভয়প্রমাণই তুল্যবল, সে স্থানে একের দ্বারা অপরের বাধা হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না ॥ ৭ ॥

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

সূত্রার্থ।—সঙ্কল্পাদেব—সঙ্কল্প বা ইচ্ছামাত্রেই, তু—কিন্তু, তচ্ছ্রুতেঃ,—সেইরূপ শ্রুতি থাকায়। ব্রহ্মলোকগত উপাসকের ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—হার্দবিদ্যায় উক্তি আছে—"মুক্ত আত্মা যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তাহা হইলে কামনা বা সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ সমুত্থিত অর্থাৎ উপস্থিত হন" ইত্যাদি। এ স্থলে সংশয় এই যে, কেবল সঙ্কল্পই কি পিত্রাদির সমুত্থানের হেতু? অথবা কারণান্তরের সহিত সঙ্কল্পই হেতু? যদিও "সঙ্কল্পমাত্রেই" এইরূপ শ্রুতি আছে, তাহা হইলেও লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে কারণান্তরের অপেক্ষা করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। এই জগতে দেখা যায়, আমাদের দর্শনের সঙ্কল্প ও গমনাদি বশতঃই পিত্রাদির দর্শনপ্রাপ্তি ঘটে, এইরূপ মুক্ত জীবেরও কারণান্তর-সহিত সঙ্কল্পমাত্রে পিত্রাদি-সমুত্থান হয়, এইরূপ অর্থ করিলেই আর প্রত্যক্ষের বিপরীত কল্পনা করিতে হয় না। কেবল সঙ্কল্পমাত্রেই সমুত্থিত পিত্রাদি মনোরথের ন্যায় চাঞ্চল্যবশতঃ যথেষ্ট ভোগ প্রদান করিতে সমর্থ হন না। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন —কারণান্তরের অপেক্ষা ব্যতীতও কেবল সঙ্কল্পমাত্রেই পিত্রাদির সমুত্থান হয়, কারণ, সেইরূপই শ্রুতিতে উক্তি আছে। কারণান্তরের অপেক্ষা করে, ইহা স্বীকার করিলে "সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন" এই শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হয়। তবে ঐ কারণান্তর যদি সঙ্কল্পের অধীন হয়, তাহা হইলে কারণান্তরাপেক্ষা স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কোনরূপ যত্নবিশেষের সাধ্য কারণান্তরের অপেক্ষা করে, ইহা স্বীকার করা যায় না, কারণ, পূর্ব্বেই তৎসম্পত্তি হেতুক তাঁহাদের সঙ্কল্প নিষ্ফল হইয়া যায়। শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় না। সাধারণ পুরুষের সঙ্কল্প অপেক্ষা মুক্ত পুরুষের সঙ্কল্পের প্রভাবাধিক্য হেতুক সঙ্কল্পমাত্রেই ইঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়॥ ৮॥

শ্রীভাষ্যানুবাদি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত জীব পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানস্বরূপ ও অপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত

গুণবিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া "তিনি সে স্থানে স্ত্রী, যান অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত হাস্য, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন" ইত্যাদি সত্যসঙ্কল্প প্রযুক্ত বিবিধ ব্যবহারের বিষয় শ্রুতিতে শোনা যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই জ্ঞাতি প্রভৃতির সহিত মিলন কি প্রযত্নবিশেষকে অপেক্ষা করে? অথবা পরমপুরুষের ন্যায় জীবেরও কেবল সঙ্কল্পমাত্রেই মিলনসিদ্ধি হয়? লোকব্যবহারেও দেখা যায়, রাজা প্রভৃতি যাঁহারা সত্যসঙ্কল্প বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদেরও কার্য্যসিদ্ধি চেষ্টাবিশেষকে অপেক্ষা করে, সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, মুক্ত জীবের সম্বন্ধেও সেইরূপ চেষ্টাবিশেষের অপেক্ষা করে। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহাদের জ্ঞাতি প্রভৃতির সহিত মিলন হয়, কারণ, শ্রুতিতে সেইরূপই নির্দ্দেশ আছে। "তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তাহা হইলে সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার পিতৃগণ সমুত্থিত বা উপস্থিত হন" ইত্যাদি শ্রুতিতে সঙ্কল্পমাত্রেই জীবের পিতৃগণের সমুত্থানের বিষয় উক্ত হইয়াছে। আরও দেখ, তাঁহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধি যে কোন চেষ্টাবিশেষকে অপেক্ষা করে, শ্রুতিতেও এরূপ কোন উল্লেখ দেখা যায় না, যাহাতে করিয়া "বিজ্ঞানঘন এব" এই শ্রুতির ন্যায় "সঙ্কল্পমাত্রেই" এই বাক্যোক্ত অবধারণেরও অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ॥ ৮ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

সূত্রার্থ।—অতএব চ—এই কারণেও, অনন্যাধিপতিঃ—কেহ অধিপতি নাই, স্বাধীন। মুক্ত জীবের সঙ্কল্প কখন নিষ্ফল হয় না বলিয়াই কেহ তাঁহার প্রভু নাই, তিনি স্বাধীন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এই কারণেই অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প বলিয়াই বিদ্বান্ বা মুক্ত জীবের কেহ অধিপতি বা

প্রভু নাই। মুক্ত পুরুষ দূরে থাকুন, সাধারণ লোকেও উপায় থাকিলে নিজের অস্বস্বামিকত্ব অর্থাৎ অন্যের অধীনতা ইচ্ছা করে না। শ্রুতিও এইরূপই দেখাইয়াছেন, "যাঁহারা ইহলোকে আত্মাকে বিশেষরূপে জানিয়া পরলোকে গমন করেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সত্যকামত্বাদি গুণকে প্রাপ্ত হন ও সর্ব্বলোকেই স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারেন" ॥ ৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যে হেতু মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প, সেই হেতুই তাঁহার কেহ অধিপতি নাই। যাহাদের অন্য অধিপতি আছে, তাহারাই বিধি বা নিষেধের অধীন, বিধি-নিষেধের অধীন হইলেই সঙ্কল্প প্রতিহত হয়, অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছার বিপরীতে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে না। এই কারণেই "তিনি স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হন" শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে ॥ ৯ ॥

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ১০ ॥

সূত্রার্থ।—অভাবং—অভাব, বাদরিঃ—বাদরি নামক আচার্য্য, আহ—বলেন, হি—যে হেতুক, এবং—এইরূপ। বাদরি আচার্য্য বলেন, জ্ঞানী উপাসক বা জীবের শরীরও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, যে হেতু, শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন।

শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সঙ্কল্পমাত্রেই মুক্ত জীবের পিতৃগণ উপস্থিত হন" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মুক্ত জীবের মন আছে, কারণ, মন না থাকিলে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা হইতে পারে না, মনই সঙ্কল্পের সাধন। পুনঃ প্রাপ্তৈশ্বর্য্য এই মুক্ত জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ থাকে কি থাকে না, ঐ শ্রুতি হইতে তাহা বিশেষরূপে জানা যায় না, এ জন্য সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছেন। বাদরি আচার্য্য বলেন, এই মুক্ত পুরুষের শরীরেন্দ্রিয় থাকে না, কিন্তু মন থাকে, "তিনি মনের দ্বারা

এই সমস্ত কাম্যবিষয় অনুভব করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে বিহার করেন" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। যদি মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিহার করিতেন, তাহা হইলে ঐ শ্রুতিতে "মনসা" অর্থাৎ মনের দ্বারা এই কথাটি বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন ছিল না, অতএব মুক্তিলাভ করার পর দেহ বা ইন্দ্রিয় কিছুই থাকে না ॥ ১০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ থাকে? কি থাকে না? অথবা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কখন থাকে, কখন থাকে না? এই সন্দেহের বিচারে বাদরি আচার্য্য বলেন দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ নাই, কারণ, শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। "শরীর হইলে প্রিয়াপ্রিয়ের অপহতি অর্থাৎ সুখ দুঃখের বিনাশ ঘটে না, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, আর প্রিয়াপ্রিয় অশরীরীকে স্পর্শ করিতেই পারে না"। এই শ্রুতি দেহধারীর পক্ষে সুখ-দুঃখের অপরিহার্য্যতার উল্লেখ করিয়া "এই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরমজ্যোতিকে লাভ করত তাঁর নিজের স্বরূপে প্রকটিত হন" মুক্ত জীবের শরীরাভাব স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

সূত্রার্থ।—ভাবং—সদ্ভাব, জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য্য বিকল্পামননাৎ—বিবিধ প্রকার উক্তি থাকায়। জৈমিনি আচার্য্য বলেন, মুক্ত জীবের যেমন মন আছে, তেমনই শরীর ও ইন্দ্রিয়ও আছে, কারণ, শ্রুতিতে এ বিষয়ে নানাপ্রকার উক্তি দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—জৈমিনি আচার্য্য বলেন, মুক্তপুরুষের মনের ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহও বিদ্যমান থাকে, কারণ, "তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন" ইত্যাদি শ্রুতি

বিবিধপ্রকার ভাবের কল্পনা করিয়াছেন। নানাপ্রকার শরীর না হইলে বিবিধপ্রকার কল্পনা হইতে পারে না। যদিও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যায় ঐ অনেক-প্রকার ভাববিকল্প উক্ত হইয়াছে, তথাপি সগুণাবস্থায় বিদ্যমান এই ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার নিমিত্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলরূপে শরীরেন্দ্রিয়ের সদ্ভাব হইতে পারে ॥ ১১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্তপুরুষের শরীরেন্দ্রিয় আছে, ইহাই জৈমিনি আচার্য্যের অভিমত, কারণ, "তিনি একপ্রকার হন, তিন প্রকার হন, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহাকে নানাপ্রকার কল্পনা করা হইয়াছে। একমাত্র আত্মার অনেকপ্রকার হওয়া অসম্ভব, অতএব তাঁহার তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি ভাবসমূহ দেহেন্দ্রিয়নিবন্ধন, ইহা জানা যাইতেছে, তাঁহার শরীর নাই, এই যে উক্তি, তাহা কর্ম্মজন্ম দেহের অভাবসূচক অর্থাৎ সদসৎকর্ম্মফলে যে দেহ হয়, সেই দেহ তাঁহার নাই, কর্ম্মফলজাত দেহই সুখ-দুঃখের হেতু ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥

সূত্রার্থ।—দ্বাদশাহবৎ—দ্বাদশদিনসাধ্য যাগের ন্যায়, উভয়-বিধং—দুই প্রকারই, বাদরায়ণঃ—সূত্রকার ব্যাসদেব, অতঃ—এই হেতু। সূত্রকার ব্যাসদেব বলেন, শ্রুতিতে যখন দুই প্রকার উক্তিই আছে, তখন তাঁহার ইচ্ছানুসারে কখন সশরীর কখন বা অশরীর দুই প্রকারই হইবে, যেমন দ্বাদশদিনকর্ত্তব্য যাগবিশেষ কোন শ্রুতিতে সত্র ও কোন শ্রুতিতে অহীন বলিয়া উক্ত হয়, এ স্থানেও সেইরূপ জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—বাদরায়ণ নামক আচার্য্য বলেন, শ্রুতিতে যখন দুই প্রকার লক্ষণই আছে, তখন তিনি সশরীর ও অশরীর দুই প্রকারই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। যখন সশরীর হইবার ইচ্ছা করেন, তখন সশরীর হন, আবার অশরীর হইবার ইচ্ছা করিলেও তাহাই হন, কেন না, তিনি সত্যসঙ্কল্প ও বিচিত্র-সঙ্কল্প। যেমন দ্বাদশাহব্যাপী যাগ সত্র ও অহীন দুই প্রকার হয়, সেইরূপ এ স্থানেও জানিবে॥ ১২॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সম্প্রতি ভগবান্ বাদরায়ণ নিজ মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতেছেন—সূত্রে যে "অতঃ" শব্দ আছে, তাহার অর্থ, এই সঙ্কল্পবশতই। এই সত্যসঙ্কল্পত্ব হেতুকই মুক্ত পুরুষ সশরীর ও অশরীর উভয় প্রকারই হন, ইহাই ভগবান্ বাদরায়ণের অভিমত। এইরূপ অর্থ করিলেই "সম্পত্তিকামী ব্যক্তি দ্বাদশাহ যাগ অবলম্বন করিবে" "অপত্যাভিলাষী ব্যক্তিকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবে" এবং দ্বাদশাহ যাগের ন্যায় দুই প্রকার শ্রুতিই উপপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে "উপেয়ুঃ" অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবেন বা অবলম্বন করিবেন ও "যাজয়েৎ" যাগ করাইবেন, এই দুই প্রকার ক্রিয়াভেদে বিহিত দ্বাদশাহ যাগ যেমন সঙ্কল্পভেদে সত্র ও অহীন এই দুই প্রকারেই অনুষ্ঠিত হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে॥ ১২॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥ ১৩॥

সূত্রার্থ।—তন্বভাবে—দেহের অভাবে, সন্ধ্যবৎ—সন্ধ্যস্থান অর্থাৎ স্বপ্নকালের ন্যায়, উপপত্তেঃ—উপপন্ন হয়। যখন দেহ না থাকে, তখন তাহার কামনা স্বপ্নকালীন কামনার ন্যায়, কারণ, স্বপ্নকালে দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয় সবই মিথ্যা, কিছুই থাকে না, অথচ

বিষয়োপলব্ধি হয়। এই স্বপ্নকালীন কামনার ন্যায় অশরীরীর কামনাও উপপন্ন হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—যৎকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ না থাকে, তৎকালে সন্ধ্যস্থানে অর্থাৎ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থানে অর্থাৎ স্বপ্নকালে শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যবিষয় বিদ্যমান না থাকিলেও যেমন উপলব্ধিমাত্রে পিত্রাদিকামী হয়, তেমনই মুক্তিতেও শরীরেন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও কেবল উপলব্ধিমাত্রে অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রভাবে পিত্রাদিকামী হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই অশরীরীর কামনাও উপপন্ন হয়॥ ১৩॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"মুক্ত জীব আপনা কর্তৃক সৃষ্ট দেহ প্রভৃতি ভোগোপকরণের অভাবে পরমপুরুষকর্তৃক সৃষ্ট উপকরণসমূহ দ্বারাই ভোগসিদ্ধি হয় বলিয়া সত্যসঙ্কল্প হইলেও নিজে আর কিছু সৃষ্টি করেন না, পরন্তু জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন রথ, অশ্ব ও পথসমূহ সৃষ্টি করেন" এই হইতে আরম্ভ করিয়া "ক্ষুদ্র সরোবর, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, কারণ, তৎকালে তিনিই কর্তা" "জীবসমূহ সুপ্ত হইলেও যে পুরুষ যথেষ্ট ভোগ্যবিষয় নির্ম্মাণ করিয়া জাগরিত থাকেন, তিনিই শুক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম ও তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হন, সমস্ত লোক তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না" এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জানা যায়, জীব ঈশ্বরসৃষ্ট রথাদি উপকরণ দ্বারা যেমন ভোগ করেন, সেইরূপ মুক্তপুরুষও ঈশ্বরকর্তৃক লীলাবশতঃ সৃষ্ট পিতৃলোকাদি দ্বারা ঐশ্বরিক লীলারস ভোগ করেন, সে স্থানে লৌকিক কামনার লেশমাত্রও থাকে না॥ ১৩॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ॥ ১৪॥

সূত্রার্থ।—ভাবে—সদ্ভাবে, জাগ্রদ্বৎ—জাগরিতাবস্থার ন্যায়।

সেন্দ্রিয় শরীরের সদ্ভাবে মুক্ত পুরুষ জাগ্রদবস্থার ন্যায় কামনা করেন অর্থাৎ তখন পরিপূর্ণ ভোগসম্পন্ন হন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—দেহসদ্ভাবে অর্থাৎ সশরীরকালে জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান জীব যেমন পিত্রাদি-দর্শনাভিলাষী হন, মুক্ত জীবেরও সেইরূপ পিত্রাদিদর্শনাভিলাষ উপপন্ন হয় ॥১৪॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নিজেরই ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট ভোগসাধন দেহাদি ও ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সদ্ভাবে জাগ্রৎপুরুষের ভোগের ন্যায় মুক্ত পুরুষও লীলারস ভোগ করেন। স্বয়ং পরমেশ্বরও লীলার নিমিত্ত দশরথ-বসুদেবাদি নিজের পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সহিত যেমন মনুষ্যোচিত লীলারস উপভোগ করেন, সেইরূপ নিজের লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত কখনও কখনও স্বয়ং মুক্ত জীবেরও পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করেন, কখনও বা মুক্ত পুরুষগণ সত্যসঙ্কল্পকেও স্বয়ং পরমপুরুষের লীলার মধ্যে নিজের পিতৃলোকাদি সৃষ্টি করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে সমস্তই উপপন্ন হয়, কিছুই অসঙ্গত হয় না ॥ ১৪ ॥

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

সূত্রার্থ।—প্রদীপবৎ—প্রদীপের ন্যায়, আবেশঃ— প্রবেশ বা অধিষ্ঠান, তথা হি—সেইরূপই, দর্শয়তি—দেখাইয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত মুক্ত জীব এক, তিন, পাঁচ, সাত নানা প্রকার হন, অনেক দেহ স্বীকার না করিলে অনেক প্রকার হইতে পারে না, সুতরাং অনেক দেহ স্বীকার করিতে হয়, তাদৃশ স্থলে প্রদীপের ন্যায় লিঙ্গশরীরের প্রবেশ বা অধিষ্ঠান হয়। শ্রুতিও সেইরূপই দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—"ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ" এই সূত্রে মুক্ত পুরুষের সশরীরত্ব ও এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি নানাবিধ ভাব উক্ত হইয়াছে, সেই তিন প্রকার ইত্যাদি অনেক-শরীর সৃষ্টিবিষয়ে ইহাই আলোচ্য যে, সেই সমস্ত শরীর কি দারুযন্ত্র অর্থাৎ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় আত্মারহিতভাবেই সৃষ্ট হয়? অথবা আমাদিগের ন্যায় সাত্মক অর্থাৎ আত্মাযুক্তভাবেই সৃষ্ট হয়? এই আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, আত্মা ও মন উভয়ই অণু অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, অণুত্বপুরস্কারে উহারা একই বস্তু, উহাদের ভেদকল্পনা অসঙ্গত, সুতরাং মন যখন কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত থাকে, তখন যেমন অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না অর্থাৎ অণু-পরিমিত মন যেমন একই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইতে পারে না, অণুপরিমিত আত্মাও তেমনই যখন এক শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখন অন্যান্য শরীরসমূহ নিরাত্মক অর্থাৎ আত্মবিরহিত অবস্থাতেই থাকে। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—একই প্রদীপ যেমন বিকারশক্তিপ্রভাবে অনেক প্রদীপভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একই প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ, তাহা হইতে অন্য প্রদীপ, এইরূপে একই প্রদীপ যেমন বহু প্রদীপের ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুক্ত আত্মা এক হইলেও নিজের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অনেক ভাব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত শরীরেই আবিষ্ট হইতে পারেন; কারণ, "তিনি এক প্রকার হন, তিন প্রকার হন, পাঁচ, সাত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই একের অনেক প্রকার হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অনেক প্রকার শরীর কাষ্ঠ-পুত্তলিকাতুল্য অথবা তাহাতে অন্য জীবের আবেশ হয়, ইহা স্বীকার করিলে উক্ত শাস্ত্রবাক্য নিরর্থক হয়। নিরাত্মক শরীরের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা সম্ভব হয় না, কিন্তু সে সকল শরীরের চেষ্টা থাকে, অতএব কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিরাত্মক হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে আপত্তি করা হইয়াছে, আত্মা ও

মনের ভেদ-কল্পনা অসঙ্গত বলিয়া মনের ন্যায় অণু ও এক আত্মার অনেক শরীরে অবস্থিতি অসম্ভব। তাহার উত্তরে বলা যায়, অসম্ভব নহে, সম্ভব হইতে পারে। মুক্ত জীবের মন একটি হইলেও তাঁহাদের সত্যসঙ্কল্পের প্রভাবে এক মনের অনুবর্ত্তনশীল বহুসংখ্যক সমনস্ক অন্য শরীর সৃষ্টি করিতে তাঁহারা সমর্থ, এবং সেই সৃষ্ট শরীরে উপাধিভেদে আত্মারও ভেদবশতঃ প্রত্যেক শরীরেই তাঁহার অধিষ্ঠানও অসম্ভব হয় না। যোগশাস্ত্রে যোগীদিগের যে অনেক শরীর ধারণের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এইরূপই ॥ ১৫ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—আত্মা অণুপরিমিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই অণুপরিমিত একমাত্র আত্মার অনেক শরীরে একই সময়ে অভিমান অর্থাৎ এই দেহ আমার, এই জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রদীপ যেমন গৃহের একাংশে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজের প্রভায় অপরাংশে আবিষ্ট হয় অর্থাৎ সে স্থানেও প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আলোকিত করে, সেইরূপ আত্মাও একদেহে অবস্থিত হইয়াই নিজের প্রভারূপ চৈতন্য দ্বারা অপর সমস্ত শরীরে আবিষ্ট বা অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, এ সিদ্ধান্ত অনুপপন্ন হয় না। যেমন এই দেহেই হৃদয়াদি-দেহের একাংশে অবস্থিত হইলেও আত্মার চৈতন্যগুণের ব্যাপ্তি দ্বারা সর্ব্বদেহেই আত্মাভিমান হয়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। ইহার মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, অমুক্ত বা সংসারী জীবের জ্ঞান প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা সঙ্কুচিত থাকায় আত্মাভিমানের অনুরূপ দেহান্তরে ঐ জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্ভব হয় না, কিন্তু মুক্ত জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত না হওয়ায় নিজের সঙ্কল্প দ্বারা দেহান্তরেও আত্মাভিমানের অনুরূপ এবং স্বতন্ত্রভাবে বস্তু গ্রহণে উপযোগী জ্ঞানের ব্যাপ্তি অনুপপন্ন হয় না। শ্রুতিও দেখাইয়াছেন—"একটিমাত্র কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া সেই বিভক্ত কেশের এক ভাগকে

পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব সেই পরিমিতই জানিবে, ঐ জীবই আবার আনন্ত্যলাভেও সমর্থ হয়"। মুক্ত ও অমুক্তের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কর্ম্মই অমুক্তের নিয়ামক অর্থাৎ পরিচালক, আর মুক্তের নিয়ামক নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ॥ ১৫ ॥

স্বাপ্যযসম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬ ॥

সূত্রার্থ।—স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ—সুষুপ্তি ও কৈবল্যের মধ্যে, অন্যতরাপেক্ষম্—উভয়ের মধ্যে একটিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, আবিষ্কৃতং—প্রকটিত হইয়াছে, হি—যেহেতু। সাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্ত জীব অনেক শরীর সৃষ্টি করিয়া ভোগ করেন, এই সিদ্ধান্ত "কি দিয়া কি দেখিবে" "দ্বিতীয় থাকে না" ইত্যাদি শ্রুতির বিরুদ্ধ নহে, কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য সুষুপ্তি ও কৈবল্য, এই উভয়ের একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, এ বিষয় শ্রুতির সেই সেই স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে? তাঁহার দ্বিতীয় নাই, যাহা কিছু বিভক্ত, তাহা তাহা হইতে অন্য জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত জীবের বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ এ, ও, সে ইত্যাদি ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়াছেন, অতএব মুক্ত জীবের অনেক শরীরে প্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য যে আছে, তাহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"আপনাতে অপীত অর্থাৎ নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইঁহাকে স্বপিতি অর্থাৎ স্বাপ্যয়, সুষুপ্তি ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়" এই শ্রুতি অনুসারে স্বাপ্যয় শব্দের অর্থ সুষুপ্ত। "ব্রহ্ম হইয়াও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সম্পত্তি শব্দের

অর্থ কৈবল্য। এই উভয়ের অন্যতর অর্থাৎ কোন স্থানে সুষুপ্ত অবস্থা, কোন স্থানে বা কৈবল্য অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, এইরূপই শ্রুতি বলিয়াছেন। যদি বল, কি করিয়া তাহা জানা যাইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"এই সমস্ত ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়, পরলোকে গিয়া সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না, যে স্থানে এই জীবের সমস্তই আত্মা হয়, যে স্থানে সুপ্ত হইয়া কোন কামনাই থাকে না, কোন স্বপ্নদর্শনও হয় না" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সেই স্থলেই সেই সেই অধিকার অর্থাৎ প্রকরণ-বশেই উক্ত অন্যতরাপেক্ষা আবিষ্কৃত হইয়াছে॥ ১৮॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।—"প্রাজ্ঞ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া জীব বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয় জানিতে পারেন না" এই শ্রুতি পরব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবের আন্তরিক ও বাহিক জ্ঞান লুপ্ত হয়, ইহাই দেখাইয়াছেন এ অবস্থায় মুক্ত জীবের সর্বজ্ঞতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি মুক্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু স্বাপ্যয় অর্থাৎ সুষুপ্তি ও সম্পত্তি অর্থাৎ মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে কোন একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। "বাক্ মনে সম্পন্ন অর্থাৎ লীন হয়" এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে, "তেজ পরমদেবতায় সম্পন্ন হয়" এই শ্রুতি হইতেছে সম্পত্তি শব্দের অর্থ যে মৃত্যু, তাহা জানা যাইতেছে। এই সুষুপ্তি ও মৃত্যু উভয়াবস্থায় জীবের প্রাজ্ঞপ্রাপ্তি ও জ্ঞানভাবের বিষ শ্রুতিতেও উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব উক্ত বাক্য সেই উভয়াবস্থার একটিকে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "এই সুষুপ্ত জীব সম্প্রতি নিজেকে জানিতে পারিতেছেন না যে, 'আমি অমুক' এবং এই ভূত-সমূহকেও নিশ্চয়ই জানিতে পারিতেছেন না, যেন তিনি বিনাশই প্রাপ্ত

হইয়াছেন, আমি এই অবস্থায় কোন ভোগ্যবস্তুই দেখিতেছি না" এই শ্রুতি সুষুপ্ত অবস্থায় জীবের জ্ঞানভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া সেই বাক্যেই আবার মুক্ত জীবকে লক্ষ্য করিয়া "সেই এই মুক্ত পুরুষ দিব্য চক্ষু ও মনের দ্বারা সমস্ত ভোগ্য বিষয় দর্শন করিয়া ক্রীড়া করেন" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ "আত্মদর্শী সমস্ত বিষয়ই দর্শন করেন ও সমস্ত বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতিও স্পষ্টরূপে মুক্তপুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এবং "এই সমস্ত ভূত হইতে সমুত্থিত হইয়া আবার তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বিনষ্ট হয়" এই শ্রুতি মরণের জ্ঞানাভাবের বিষয় আবিষ্কৃত অর্থাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব "প্রাজ্ঞ আত্মা" ইত্যাদি বচন স্বাপ্যয় ও সম্পত্তিরূপে কোন একটি অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

সূত্রার্থ।—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্—একমাত্র জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্য ব্যতীত, প্রকরণাৎ—প্রকরণ হইতে, অসন্নিহিতত্বাচ্চ—নিকটে না থাকার জন্যও। মুক্ত জীব একমাত্র জগৎ সৃষ্টি করা ব্যতীত অণিমাদিরূপ অন্যান্য সমস্ত ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী হন, সৃষ্টিব্যাপারে তিনি অসন্নিহিত অর্থাৎ বহু দূরে অবস্থিত, একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহই সৃষ্টিকার্য্যের নিকট দিয়াও যাইতে পারেন না, ইহা প্রকরণ হইতেই জানা যায়।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা যাঁহারা মনের সহিতই ঈশ্বরসাযুজ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি নিরবগ্রহ অর্থাৎ প্রতিবন্ধকশূন্য? অথবা সাবগ্রহ অর্থাৎ প্রতিবন্ধকযুক্ত?

এই সংশয়ের আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ অর্থাৎ প্রতিবন্ধকশূন্য, কেহ তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তাঁহারা স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন" "সমস্ত দেবতারা ইঁহার নিমিত্ত উপহার বহন করেন" ইত্যাদি। এই সম্ভাবিত-সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—মুক্ত পুরুষগণ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তৃত্ব ব্যতীত অণিমাদিরূপ অন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতাই প্রাপ্ত হন। জগতের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারই নহে, কারণ, শ্রুতি পরমেশ্বরবিষয়ক প্রকরণেই সৃষ্ট্যাদিবিষয়ক উপদেশ করায় ও তিনি নিত্যসিদ্ধ বলিয়া সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে একমাত্র তিনিই অধিকারী, অপর কেহ সে ব্যাপারে অসন্নিহিত অর্থাৎ অনধিকারী, সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিকট দিয়াও তাঁহাদের যাইবার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। মুক্ত পুরুষগণও পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাধীন, একমাত্র পরমেশ্বরই স্বাধীন ॥ ১৭ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত পুরুষ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, ইহা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অসাধারণ কার্য্য জগতের সৃষ্ট্যাদি ও সর্ব্বেশ্বরত্ব, মুক্তপুরুষ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কি পরমেশ্বরের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন? অথবা সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন না, কেবল পরমেশ্বরের অনুভবের অনুকূল শরীরাদি সৃষ্টি বিষয়ক ক্ষমতামাত্র প্রাপ্ত হন? এই সংশয়ের আলোচনায় মনে হয় "নিরঞ্জন অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত পুরুষ পরম সাম্য লাভ করেন" এই শ্রুতিতে পরম পুরুষের সহিত পরম সাম্যপ্রাপ্তির উল্লেখ থাকায় এবং শ্রুত্যন্তরে সত্যসঙ্কল্পত্বেরও উল্লেখ থাকায় জগদীশ্বরত্ব অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারের কর্তৃত্বও লাভ করেন। সর্ব্বেশ্বরের অসাধারণ কার্য্য জগৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে কর্তৃত্ব না থাকিলে পরমসাম্য ও সত্যসঙ্কল্পত্ব কখনও উপপ

হইতে পারে না। এই সম্ভাবিত সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ চেতনাচেতন সমগ্র জগতের অবস্থিতি ও কার্য্যবিভাগকে নিয়মিত বা পরিচালিত করা ব্যতীত সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মানুভব করাই অবিদ্যাবরণ-বিনির্ম্মুক্ত মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য। যদি বল, তাহা জানার উপায় কি? তাহার উত্তর—প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়। "যাহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন ভূতসমূহ যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালেও যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জান" পরব্রহ্ম-প্রকরণে উক্ত এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্মকে অধিকার করিয়াই নিখিল জগতের পরিচালনব্যাপারের বিষয় পঠিত হইয়াছে। নিখিল জগতের নিয়মন বা পরিচালনব্যাপারে মুক্ত জীবেরও যদি ঈশ্বরের ন্যায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে জগদীশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মের যে অসাধারণ লক্ষণ, তাহা সঙ্গত হইত না, কারণ, যাহা অসাধারণ, অর্থাৎ যাহা অন্যের নাই, কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিতেই আবদ্ধ, তাহাই লক্ষণ। জগতের নিয়মনব্যাপারে ঈশ্বর ও মুক্ত জীবের যদি তুল্য অধিকার হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরত্ব ব্রহ্মের অসাধারণ লক্ষণ হইতে পারে না। আরও দেখ, "এই জগৎ অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিল, তিনি চিন্তা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" "একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবাপৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, সোম, সূর্য্য কিছুই ছিল না, তিনি একাকী থাকিয়া তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার একটি কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয়" ইত্যাদি শ্রুতিতেও কেবল পরমপুরুষেরই জগতের পরিচালনব্যাপারে অধিকার অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অসন্নিহিতত্ব অর্থাৎ নিখিল জগতের পরিচালনব্যাপারে মুক্ত পুরুষের কোনরূপ সান্নিধ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে উল্লেখ নাই, যাহা দ্বারা জগতের নিয়মনাদি ব্যাপারে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব থাকার বিষয় জানা যাইতে পারে॥ ১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥১৮॥

সূত্রার্থ।—প্রত্যক্ষোপদেশাৎ—সাক্ষাৎভাবে উপদেশ থাকায়, ইতি চেৎ—ইহা যদি বল, ন—না, আধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—সূর্য্যমণ্ডলাবস্থিত আধিকারিক অর্থাৎ পরমেশ্বরের উক্তি হেতুক। "স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি উপদেশবাক্যসমূহ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে উক্ত হওয়ায় মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশই হওয়া উচিত, ইহা যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হয় না, কারণ, সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অবস্থিত আধিকারিক অর্থাৎ নিয়োগকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটেই তাঁহারা ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, এইরূপ উক্তি থাকায় তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরাধীন, নিরঙ্কুশ নহে।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি স্পষ্ট উপদেশ থাকায় মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে এবং উহা বলিলেই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য বুঝিতে হইবে তাহাও নহে, কারণ, ঐ শ্রুতিবাক্যের পরেই আধিকারিক মণ্ডলস্থের উক্তি আছে, অর্থাৎ যিনি সূর্য্যমণ্ডলাদি বিশেষ বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া সূর্য্যাদিকে তাপদানাদি কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, মুক্ত জীবের এই স্বারাজ্য প্রাপ্তিরূপ ঐশ্বর্য্য, সেই পরমেশ্বরের আয়ত্ত, তাঁহার অনুগ্রহেই মুক্ত জীবের স্বারাজ্যলাভ হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকেই তিনি কামচারী হন" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য দ্বারা মুক্ত জীবের জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারেও কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব মুক্ত জীবের অধিকার "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইহা বলা যাইতে পারে না,

এরূপ যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, "সমস্ত লোকেই তিনি কামচারী হন" ইত্যাদি উক্তি আধিকারিক অর্থাৎ এক একটি কার্য্যাধিকারবিশেষে নিযুক্ত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রভৃতি, তাঁহাদিগের যে মণ্ডল অর্থাৎ লোক, সেই স্থানে অবস্থিত যে ভোগ, সেই ভোগসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মুক্ত জীব কর্ম্মের বশীভূত না হইয়া ব্রহ্মলোকাদিতে যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক সেই সেই স্থানের সুখভোগ করিতে পারেন, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না, জগদ্ব্যাপারেও মুক্ত পুরুষের অধিকার থাকে, উক্ত শ্রুতিতে তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই ॥১৮॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥

সূত্রার্থ ।—বিকারাবর্ত্তি চ—বিকারে অনবস্থিতও, তথা—সেইরূপ, হি—যে হেতুক, স্থিতিং—অবস্থান, আহ—বলেন। পরমাত্মার বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ নির্ব্বিকার যে রূপ আছে, সগুণ উপাসক তাহা প্রাপ্ত হন না। শ্রুতি সগুণ নির্গুণ এই দ্বিবিধভাবে পরমেশ্বরের অবস্থিতি বলেন। ভাব এই যে, সগুণ উপাসক যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণ নির্ব্বিকার রূপ প্রাপ্ত হন না, কেবল সগুণ রূপ পাইয়া তাহাতেই অবস্থিতি করেন, সেইরূপ তাঁহারা পরমাত্মার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না, কেবল সাঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লইয়াই অবস্থান করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা ।—নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরের সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অবস্থিত বৈকারিক রূপই যে একমাত্র রূপ, তাহা নহে, তাঁহার বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ নির্ব্বিকার রূপও আছে। "সেই সমস্তই ইঁহার মহিমা, অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ। সমস্ত ভূত ইহার পাদ বা অংশ,

অপর তিন পাদ অমৃতস্বরূপ দ্যুলোকে অবস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতি এই পরমেশ্বরের দুইরূপে অবস্থানের বিষয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। সগুণের উপাসকগণ পরমাত্মার সেই নির্ব্বিকার রূপ লাভ করিতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা নির্গুণের উপাসনা করেন নাই। অতএব উক্ত সগুণোপাসকগণ দুই প্রকার রূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরের নির্গুণ রূপ না পাইয়া যেমন সগুণেই অবস্থিতি করেন, সেইরূপ পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য না পাইয়া সাঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যেই অবস্থিতি করেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত জীবকেও যদি সংসারী বা বদ্ধ জীবের ন্যায় বৈকারিক ভোগ্যবিষয়ই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বদ্ধ বা সংসারী জীবের ন্যায় মুক্ত জীবেরও ভোগ্যবস্তুসমূহ অল্প ও নশ্বর হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—বিকার অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদিতে যিনি অবস্থান করেন না, তিনিই বিকারাবর্ত্তি বা জন্মাদিরহিত বা নির্ব্বিকার। মুক্ত জীব নির্ব্বিকার, হেয়বিপরীত সর্ব্ববিধ কল্যাণগুণের আকর, আনন্দময় পরব্রহ্ম ও তাঁহার বিভূতিসমূহকে অনুভব করেন "যে সময়ে এই মুক্ত জীব অদৃশ্য, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহরহিত, অনির্ব্বাচ্য, নয়রহিত বা অবিনশ্বর এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন" "তিনিই রস, মুক্ত জীব এই রসকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মবিভূতিরই অন্তর্গত বলিয়া ব্রহ্মের অনুভবকর্ত্তারূপে মুক্ত পুরুষের অবস্থিতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। "সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ এই জগৎও তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। অতএব "সমস্ত লোকেই তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, মুক্ত জীব বিভূতি সমন্বিত ব্রহ্মকে অনুভব করিতে করিতে বিকারাত্মক আধিকারিকমণ্ডলস্থ

ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন। উক্ত শ্রুতি দ্বারা মুক্ত পুরুষের জগদ্ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই ॥ ১৯ ॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

সূত্রার্থ।—দর্শযতঃ—দেখাইতেছে, চ—ও, এবং—এইরূপই, প্রত্যক্ষানুমানে—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি ও অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি। শ্রুতি ও স্মৃতিও পরমেশ্বরের নির্ব্বিকার নির্গুণরূপের বিষয় বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ দীপ্তি পায় না; অগ্নির ত কথাই নাই" ইত্যাদি শ্রুতি ও "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কেহই তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না" ইত্যাদি স্মৃতি পরব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বরের নির্ব্বিকার বা নিত্যমুক্তরূপে অবস্থিতির বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—নিয়ম্য বা ঈশ্বরের শাসনাধীন, মুক্ত জীবের পক্ষে নিয়ন্তা বা শাস্তা পরমপুরুষের অসাধারণ কার্য্য জগদ্ব্যাপাররূপ নিয়মন বা শাসন সম্ভব হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "ইঁহারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে, অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে" ইত্যাদি শ্রুতি ও "হে কৌন্তেয়। প্রকৃতি আমা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই চরাচর জগৎ প্রসব করিতেছে, এই হেতুকই জগৎ অবস্থিত হইয়া আছে" ইত্যাদি স্মৃতি নিখিল জগতের নিয়মনরূপ কার্য্যটি যে একমাত্র পরমপুরুষেরই অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহা দেখাইয়াছেন। "ইনিই আনন্দিত করেন" "যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিও মুক্ত জীবের

সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম্মের সহিত যে আনন্দলাভ হয়, একমাত্র পরমপুরুষ পরব্রহ্মই যে তাহার হেতু, ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্প ও পরব্রহ্মের সহিত যে সাম্য, তাহা জগৎসৃষ্ট্যাদিব্যাপার ব্যতীত অন্য বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

সূত্রার্থ।—ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ—কেবল ভোগবিষয়েই সাম্য থাকার কথা শ্রুতি হইতেও জানা যায়। শ্রুতি হইতেও জানা যায়, সগুণ উপাসকদিগের পক্ষে কেবল ভোগবিষয়েই পরমপুরুষের সহিত সাম্য আছে, জগদ্ব্যাপারে নাই অর্থাৎ পরমেশ্বর যে যে সুখ ভোগ করেন, সগুণোপাসক মুক্ত জীবও সেই সেই সুখ ভোগ করেন।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"ব্রহ্মা নিজ লোকে সমাগত উপাসককে বলিলেন, এই আপ অর্থাৎ অমৃতরূপ জল আমি ভোগ করি ও এই লোকও ভোগ করে" "ভূতসমূহ এই দেবতাকে যেরূপ রক্ষা করেন, এই উপাসককেও সেইরূপ রক্ষা করেন, তাঁহারাও এই দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্যকে জয় করিয়াছেন অর্থাৎ লাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি ভেদজ্ঞাপক লক্ষণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সগুণ ব্রহ্মের যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে, কারণ, অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত ইঁহাদিগের কেবল ভোগবিষয়েই সাম্য আছে, জগৎসৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নহে ॥ ২১ ॥

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—"সেই মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করেন" এই শ্রুতি হইতে জানা যায়

যে, মুক্ত জীবের সম্বন্ধে কেবল ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অনুভবাত্মক ভোগ-বিষয়েই ব্রহ্মের সহিত সাম্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কারণ, উক্ত শ্রুতিতে সেইরূপই লিঙ্গ বা তৎসূচক বাক্য থাকায় জগদ্ব্যাপারে কোন সাম্যই নাই; অতএব মুক্ত জীবের যে পরমপুরুষের সহিত সাম্য ও সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-রূপ ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ জগদ্ব্যাপারকে পরিত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ, নিখিল জগতের নিয়মনরূপ কার্য্যটি পরমপুরুষেরই অসাধারণ ধর্ম্ম, অন্যের নহে ॥ ২১ ॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

সূত্রার্থ।—অনাবৃত্তিঃ—পুনরাগমন বা পুনর্জ্জন্মের অভাব, শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে, অনাবৃত্তিঃ—পুনরাগমনের অভাব, শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে। শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মলোকগত উপাসকের আর আবৃত্তি বা পুনর্জ্জন্ম হয় না।

শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য যদি নিরঙ্কুশ না হয়, তাহা হইলে ঐ ঐশ্বর্য্য সাতিশয়ত্ব অর্থাৎ অল্লাধিক বা নানাবিধ তারতম্যযুক্ত হওয়ায় নশ্বর, এবং এই নশ্বরতা বশতই তাঁহাদিগের পুনরাবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে। এই আশঙ্কা অপনোদনের নিমিত্ত সূত্রকার ভগবান্ ব্যাস উত্তর দিতেছেন —"মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নিক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধে আগমন পূর্ব্বক অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভ করেন" "তাঁহাদিগের আর পুনরাগমন হয় না" "এই মার্গে প্রতিপন্ন জীবগণ আর মানবসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে অর্থাৎ সংসারাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হন না" 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না" ইত্যাদি শব্দ বা শ্রুতি হইতে জানা যায়, নাড়ীরশ্মিসংযুক্ত দেবযান-মার্গ দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত উপাসকদিগের ন্যায় ভোগ-শেষ

হইলে ইহলোকে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। শ্রুত্যাদিতে ঐ ব্রহ্ম-লোকেরও বিশেষ বর্ণনা আছে, "যে ব্রহ্মলোক এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে অবস্থিত, যে স্থানে অর ও ণ্য-নামক সমুদ্র সদৃশ বৈদ্যুতিক সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, যে স্থান ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য, সে স্থানে অপরাজিতা নামক ব্রহ্মার পুরী ও স্বর্ণময় গৃহ বিদ্যমান আছে" ইত্যাদি। ঐশ্বর্য্য নশ্বর হইলেও যে প্রকারে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ" ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে। সম্যক্রূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভে যাঁহাদের অবিদ্যা-তমঃ দূরীভূত হইয়াছে, সেই নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবের যে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা স্থিরই আছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণেরও তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ হেতুকই যে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাও স্থির-সিদ্ধান্ত। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই দুইবার উক্তি, ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র এই স্থানেই সমাপ্ত হইল ইহাই বুঝাইতেছে ॥ ২২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদের শাঙ্করভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীভাষ্যানুযায়ি-সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যা।—মুক্ত জীবের ঐশ্বর্য্য যদি পরমপুরুষ পরমাত্মারই অধীন হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ স্বাধীন সেই পরমাত্মার ইচ্ছানুসারে মুক্ত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—সর্ব্ববিধ হেয়বিপরীত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কল্যাণজনক গুণসমূহের একমাত্র আশ্রয়, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ, সমস্ত পদার্থ হইতে উৎকৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, আশ্রিতবৎসল, পরমকরুণাময়, যাঁহার তুল্য বা যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু নাই, অর্থাৎ অনুপমেয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরব্রহ্মনামক পরমপুরুষ আছেন, ইহা যেমন শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায়, তেমনই নিরন্তর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা

আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের ভগবদুপাসনারূপ আরাধনায় পরমপ্রীত শ্রীভগবান্ উপাসকের অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অনন্ত দুস্তর কর্ম্মসমূহরূপ অবিদ্যাত্মকে দূরীভূত করিয়া নিজের যথার্থস্বরূপ অনুভবরূপ নিরবধি ও সাতিশয় আনন্দ দান করিয়া উপাসকদিগকে আর এই সংসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত প্রত্যাবর্ত্তন করান না, ইহাও শব্দ বা শ্রুতি হইতেই জানা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই উপাসক যাবজ্জীবন এইরূপভাবে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, সে স্থান হইতে আর প্রত্যা-বর্ত্তন করেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করেন না" ইত্যাদি। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"যে সমস্ত মহাত্মা উৎকৃষ্ট সিদ্ধি-লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর অতীব দুঃখাবহ ও অনিত্য পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই পুনরা-বর্ত্তনশীল, কিন্তু আমাকে একবার প্রাপ্ত হইলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না" ইত্যাদি। যাঁহার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যাঁহার জ্ঞানে কোনরূপ সঙ্কোচ বা আবরণ নাই অর্থাৎ জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে, পরব্রহ্মের অনুভবই যাঁহার একমাত্র স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ নিরন্তর পরব্রহ্মেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আছেন, সুতরাং নিরবধি ও অতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মানুভবকারী, ভগবানের একমাত্র প্রিয় সেই মুক্ত পুরুষের কোনরূপ বাসনা না থাকায়, সে জন্য কোনরূপ কার্য্যারম্ভও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং সেই কর্ম্মফলে আর তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের আশ-ঙ্কাও থাকিতে পারে না। যে ভগবান্ "আমি জ্ঞানী ব্যক্তির অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়। ইঁহারা সকলেই উদার বা মহৎ, জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমার আত্মা বলিয়াই জানিবে। আমাতেই সমর্পিতচিত্ত সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আশ্রয় মনে করিয়া আমাকেই অবলম্বন করিয়া আছেন। বহু জন্মের পর জ্ঞান লাভ করিয়া বাসুদেবই সর্ব্বময়, এইরূপ মনে করিয়া যে ব্যক্তি

আমাকে প্রাপ্ত হন, তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্লভ বলিয়াই জানিবে" এইরূপ নিজেই বলিয়াছেন, সেই সত্যসঙ্কল্প পরমপুরুষ তাঁহার অতিপ্রিয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে লাভ করিয়া যে আবার তাহাকে জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবেন, ইহা হইতেই পারে না। এই সূত্রটি যে দুইবার উচ্চারণ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য, এই শাস্ত্র এই স্থানেই সমাপ্ত হইল, ইহাই জানান। এইরূপে সমস্ত বিষয়ই সুমীমাংসিত হইল ॥ ২২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদের শ্রীভাষ্যানুযায়ি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

সমুদ্ধৃত্য যো দুঃখপঙ্কাৎ স্বভক্তান্
নয়ত্যচ্যুতশ্চিৎসুখে ধাম্নি নিত্যে।
প্রিয়ান্ গাঢ়রাগাৎ তিলার্দ্ধং বিমোক্তুং,
ন চেচ্ছত্যসাবেব মুক্তৈর্নিষেব্যঃ ॥

সম্পূর্ণম্।